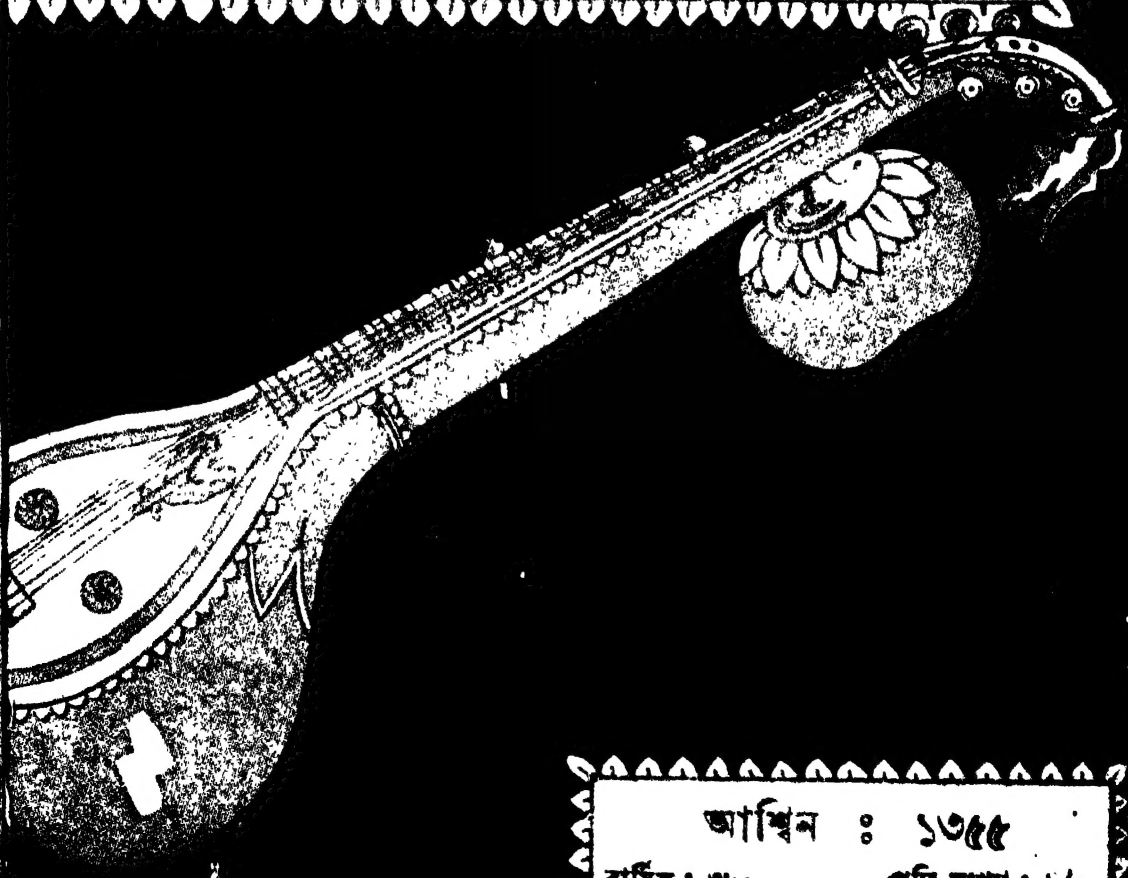


ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ରବେଶିକା



ଆଶ୍ୱିନ : ୧୩୫୫

ବାର୍ଷିକ : ୩୫୦

ପ୍ରତି-ମାତ୍ରା : ୧୫୦

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাস্তবিক সঙ্গীত সঙ্ঘীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৫শ বর্ষ, সন ১৩৫৫ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

ভাষাব্যবহারকগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্ত্রী হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ওস্তাদ আলিউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার হেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণাকার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্বতীভারতী

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

মিসেস কে, সি, দে

শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী

শ্রীযুক্তা বর্ণি দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসিক

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ অমিয়নাথ সাগ্নাল

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এন্সি

শ্রীযুক্ত স্থানীকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

ভারতীয় সংগীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত

রাগালাপ—৩

(রাগের আলাপ ও তাহার ঔপপত্তিক বিষয়ের একমাত্র পুস্তক)

রশিন্দ্রী পঞ্চজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ

কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিকা (১ম) ২৥০

ঐ (২য়) ২৥০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সংগীত

২য় সংস্করণ নীত্বই প্রকাশিত হইবে

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২৥০

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল !

সুরের লিখন—২৥০

কথা : গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য

সুর ও স্বরলিপি : কুমার শচীন্দ্র দেববন্দ্য

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্যে ও শচীন্দ্রবাবুর

সুরনৈপুণ্যে গানগুলি তরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্গগায়ক)

শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,

কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-জ্ঞান-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণগুস্ত অভিনব পুস্তক)



বি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ



“গিনি হাউস”

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলংকারাদি এবং রোপেয়র বাসনাদি নিম্নাতি।

১৩১ বড়বাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

এাঞ্চ অফিস—হজরৎগঞ্জ

একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অতি যত্নের সহিত সত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোষ্টে সর্বত্র গহনা পাঠাই।

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য আছে এরূপ অনেকগুলি নূতন দোকান হইয়াছে। তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এজ্ঞে আমাদের নবনির্মিত দোকান “গিনি হাউস” নামে অভিহিত ও রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের দোকানে আগমন করিবার সময় অথবা আমাদিগকে পত্রাদি লিখিবার সময় অগ্রহ প্রকাশে “গিনি হাউস” নামটি স্মরণ রাখিবেন।

আমাদের অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ পুস্তক গহনার দোকান করেন নাই।

টেলিফোন নং ২০ বড়বাজার।

ক্যাটালগের জন্ত পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম :—গিনিহোস

জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট প্রযুক্ত আমাদের বর্তমান ১৭ নং এবং ১৭ক নং ক্যাটলগে যে মজুরী নির্দিষ্ট আছে,

তাঁহা অপেক্ষাও প্রায় সমস্ত গহনারই মজুরী কম করা হইয়াছে।

অর্ডারদিবার কালীন অগ্রহপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র চৌধুরী, বি. এল. প্রণীত

সঙ্গীতের কয়েকখানি অমূল্য অবদান

- ১। তারের স্বপ্ন—১৪টি সবিস্তার গৎ ও সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ২। সুর-সারথি—৮১টি রাগের আলোচনা ও স্বর-বিস্তার।
- ৩। তারের ঝংকার—সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনা, ৪০টি সবিস্তার গৎ এবং যে সকল রাগের গৎ দেওয়া হইয়াছে উহাদের রাগ-বিচার এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ৪। সুরের স্বপ্ন—২৪টি রাগের সম্পূর্ণ ও সবিস্তার আলাপ।

—প্রাপ্তিস্থান—

আর, বি, দাস

৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা

ভারতীয় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকদের
জীবনের গীতি-আলেখ্য। বাংলা গীতি-কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব
প্রচেষ্টা। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়।

মা নু ষে র জ য গা ন

(প্রথম বর্ষ)

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীরবীন্দ্র নাগ

দ্বিতীয় পর্ক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক : এন, এম, রায়চৌধুরী লিমিটেড

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা

শ্রীনিমলকুমার চট্টরাজ সম্পাদিত

বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত ও কথা-সাহিত্য সিরিজ

“সর্কমঞ্জরী” মালার ত্রৈমাসিক পুস্তক

২১

সুরমঞ্জরী

২১

[ঋষিভজ্ঞানসন্দীপ্ত সকল ভাষা ও অঙ্গের অপূর্ব]

—সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সংকলন—

সাহিত্য রসাস্বাদনপূর্বক প্রেরিত সঙ্গীত সাধনা করিতে
হইলে সখর আট আনার Postal Stamp পাঠাইয়া
ইহার ২য় ভাগের নমুনা গ্রহণ করুন।

“কৈদার-কুটির”—পোঃ নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ (বেঙ্গল)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশলা

কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী প্রণীত

সুরের ঝংকার—১৯/০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাট,
আলাপ প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

আর, বি. দাস—কলিকাতা

সত্ত প্রকাশিত হইল

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র গীতলিপি-৫

এই পুস্তকে ৯৫টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি

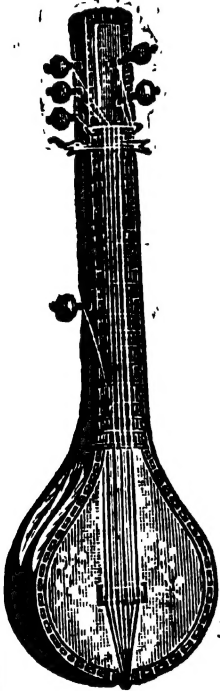
বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী

আর, বি, দাস—কলিকাতা

আধুনিক রুচসম্মত সর্ববিধ তারের

—বাদ্যযন্ত্র—



অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা নিৰ্ম্মিত
সেতার, এস্রাজ, তানপুরা,
উচ্চাঙ্গের তরফদার - সেতার,
স্বরোদ প্রভৃতি তারের যন্ত্র সকল
সময়ে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

তরফদার সেতার—১১টি তরফ তার, ৭টি কান, ২টি

লাউ ৩১", ডাণ্ডি, পদ্ম ১১বেল উৎকৃষ্ট

উপাদানে বিশিষ্ট কারিকর দ্বারা প্রস্তুত—২০০

এ —স্পেশাল কোয়ালিটি, ৩৯" ডাণ্ডি, পদ্ম ১১

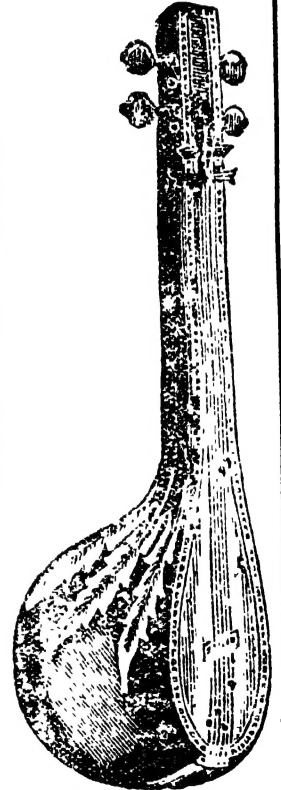
নিকেল হংসযুগ্মযুক্ত, ওস্তাদদিগের

ব্যবহারোপযোগী—

২৫০

অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের জন্য পত্র লিখুন

আর, বি, দাস—কলিকাতা



সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

গ্রাহকদিগের নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ২৫০। বার্ষিক : ২২।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্ম পত্র লিখুন।
- ৪। বাবতীয় চিঠিপত্র কার্য্যাধ্যক্ষ, সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই নামে লিখিতে হইবে।

সূচীপত্র

- ১। সংগীত ও শিল্পী—বামী প্রজ্ঞানানন্দ ১০১
- ২। মহাত্মাজীর জন্মদিনে (গান)
—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ১০৩
- ৩। মুক্তিদীক্ষ—শ্রীদিলীপকুমার রায় ১০৪
- ৪। স্বরলিপি—শ্রীবিমল চক্রবর্তী ১১০
- ৫। স্বরলিপি—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১
- ৬। হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের ব্যাকরণ
—শ্রীজ্ঞানেশ্বরকিশোর রায়চৌধুরী ১১৩
- ৭। স্বরলিপি—কুমারী গায়ত্রী বোষ ১১৬
- ৮। রাগ জোগিনা—ডে. ব্যানার্জী, এম-এ ১১৮
- ৯। সংবাদ ১২০



বাণ্যযন্ত্র ব্যবসায়
রডাসই অদ্বিতীয়
রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেটিক ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন--ক্যালকাটা ১২৮৭

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি. এ. কৃত

মীর-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাইয়ের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি

বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট আছে। মূল্য—২২ টাকা।

সঙ্গীতসুধাকর শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল ১৥০

সুর-বাণী ৩

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরিক্ষার্থীগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাথমিক বাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুর-বাণী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ মিশ্র রাগ-বাগিনী সহস্র ৩ কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিয়াল্লিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অর্ডার দিবার কালীন অন্তঃপ্রদর্শক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন।



পঞ্চবিংশ বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৫৫

৬ষ্ঠ সংখ্যা

সংগীত ও শিল্পী

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সংগীত বলতে নৃত্য গীত বাস্তবের সমবেত রূপ। এ তিনটির বিকাশ একত্রিত হোয়ে লোকের মনোরঞ্জন করলেই সংগীত কথার সার্থকতা থাকে। তবে এ তিনটির একত্র সমাবেশ এক অভিনয়মঞ্চ ছাড়া অস্তিত্ব আজকাল দেখা যায় না, তবে বাস্তবের সংগে কণ্ঠ-সংগীতের মিতালী এখনো পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

সংগীতের জগতে সংগীত-সাধক তথা শিল্পীদের বিরুদ্ধে আমাদের সামান্য অভিযোগ আছে। আমরা সংগীতকে এর ভিন্ন ভিন্ন বিকাশেরই সমষ্টিমূর্তি বলি। ঐক্য, খ্যাল, ঠুংরী, টপ্পা থেকে আরম্ভ করে কীর্তন, ভাটিয়ালী, ভজন, রবীন্দ্র-সংগীত, শ্রামা-সংগীত এ সকলের অভিজ্ঞতাই থাকবে সংগীত-শিল্পীদের ভেতর। সুর ও কথার মিলনে ভাব ও লালিত্য যোগাবার শক্তি সকল রকম সংগীতেরই

আছে। কিন্তু আজকাল সংগীত-শিল্পীদের ভেতর এ অভিজ্ঞতার দৈনন্দিন ভালতাবেই আছে দেখা যায়। ঔপপত্তিক (থিওরেটিক্যাল) সাধনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু ঐক্য-সংগীতের সাধক কেন খ্যাল বা ঠুংরীকে ভাল চোখে না দেখবেন? খ্যাল-ঠুংরীর সাধক কেন বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্তন, ভাটিয়ালী ও শ্রামা-সংগীতের নামে মুখ বিকৃত করবেন? ক্রাসিক্যাল সংগীতের পরিবেশক কেন রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি বিরাগভাজন হবেন? আমাদের মতে সংগীতের যে কোনটি বিকাশের ওপর উদাসীনতা দেখানো মানেই শিল্পীর ভেতর যথার্থ সৌন্দর্যভূতির একান্ত অভাব।

গাইবার রীতি, ছন্দ, বাণ, কথা এসব নিয়েই এক শ্রেণীর গান অপর শ্রেণীর সংগে তফাৎ হয়। কিন্তু সংগীতের

সুর, ছন্দ ও অলংকার সকল শ্রেণীর গানকেই মাধুর্যময় কোরে রাখে। সংগীত হিসাবে কোন শ্রেণীই বিজাতীয় নয়, কেবল বিকাশ ও গঠন নিয়েই তারা ভিন্ন বোলে মনে হয়। দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র যেমন বিচারপ্রণালী ও বিষয়-বস্তুতেই বা আলাদা, কিন্তু চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের কোন শ্রেণীভাগ নেই, সংগীতের ভেতরও ঠিক তাই। ঞ্চপদ, খ্যাল থেকে আলাদা তাদের গঠনও বিকাশভঙ্গীতে, খ্যাল কীর্তন থেকে ভিন্ন তাদের বিকাশ বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সংগীত হিসাবে তারা মোটেই বিচ্ছিন্ন বা আলাদা নয়।

কিন্তু সংগীত-শিল্পীদের ভেতর এ উদার দৃষ্টি ও মনোভাবের যথেষ্ট অভাব আছে। ঞ্চপদ গানের সাধক খ্যাল গানের শিল্পীকে কথার মারফতে এক বোলে প্রমাণ করলেও মন বা প্রাণে মোটেই সমান বলতে চান না। কীর্তন-গায়কের আদর ঞ্চপদ খ্যালীর কাছে বাঁহত থাকলেও তাঁদের মনের দিক দিয়ে অনাদরের ভাবই স্পষ্ট। আমাদের মনে হয়, সংগীতের অথও জ্ঞানের অভাবই শিল্পীদের মনে এ অসুদার ভাব সৃষ্টি করে। শ্রেণীভাগ নিয়ে একই মনুষ্যজাতি যেমন ভ্রাতৃ-কলহে যোগ দিতে পশ্চাৎপদ হয় না, সংগীতশিল্পী হিসাবে সকল শ্রেণীর গায়কদের ভেতর তেমনি মিলের বদলে অমিলের কলহই বেশী।

কিন্তু আমরা বলি সংগীত-শিল্পীর যথার্থ চেতনা-দৈন্তাই এ কলহের কারণ। অথচ সকল রকম সংগীতের আনন্দ বিতরণ করবার শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে। সকল রকম গানেরই মুক্তি দেবার ক্ষমতা আছে। সংগীতশিল্পী হিসাবে শ্রেণীভাগ তাদের মধ্যে নেই, অথচ শ্রেণীভাগ আমরা করি সামাজিক পরিবেশের খাতিরে। ঞ্চপদ বা খ্যালগায়ক যদি কীর্তন বা রবীন্দ্র-সংগীত গান করেন তবে সমালোচনার আকার দাঁড়ায় আমাদের গায়ককে অপদার্থ বোলে সিদ্ধান্ত কোরেই। বিজ্ঞা অনন্ত, স্তত্রাং ঞ্চপদ বা খ্যালের যে কোনটা শিখতেই মানুষের জীবন অতিবাহিত

হয়। তার ওপর আবার কীর্তন, ঠুংরী বা টপ্পা। কিন্তু আমরা শিল্পী, সমালোচকদের সিদ্ধান্তও নিরপেক্ষ ও উদার ভাবে হয় না। কেননা অথওতার অজুহাতে তাঁরা সংগীতের আংশিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নিয়েই বরং সম্ভট থাকতে চান। সকল শ্রেণীর সংগীত শেখার চাহিদা না থাকলেও গানের আসরে তাঁদের রসামুভূতির একটা প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কাজেই সকল শ্রেণীর গানের ওপর আমাদের শ্রদ্ধা ও সমদৃষ্টি না থাকলে রসামুভূতি করারও কোন অর্থ ও সার্থকতা থাকে না। বিশেষত সংগীতকলার যারা উন্নতি বিধান কোরতে চান, তাঁদের উচিত হবে আংশিক বা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাইরে উদার মনোভাব নিয়ে সংগীত ও সংগীতসাধকদের দেখা। কোন শ্রেণীকেই ছোট বোলে মনে করা উচিত নয়। সমগ্র হিন্দুস্থানের বা সর্বভারতীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনের দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হোলে বাংলা ও বাংলার বাইরের শিল্প-মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে। তাতে কোরে বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্তন ভাটিয়ালী (বাউল-সংগীত), রবীন্দ্রগীতি ও শ্রামা-সংগীত থেকে আরম্ভ কোরে ঞ্চপদ, খ্যাল, টপ্পা, ঠুংরী, ভজন প্রভৃতির বিকাশসাধনও মর্যাদা-সম্পন্নভাবে সম্ভবপর হবে। মোট কথা সংগীতশিল্পীদের ভেতর সংগীতের ওপর এ ধরনের দরদ থাকবে যে, শুধুই ঞ্চপদ, খ্যাল বা ঠুংরীই সংগীতের পরিপূর্ণ মূর্তি নয়, সকল শ্রেণীর গানকেই ভারতীয় সম্পদ জ্ঞান কোরে অমূল্যবস্তুত্বের সংগে তাদের উন্নতি বিধান করা উচিত। প্রত্যেকটি বিষয়েরই গবেষণা দরকার। তাদের বিকাশের ইতিহাস থেকে আরম্ভ কোরে ঔপন্যাসিক (থিয়োরিটিক্যাল) ও ক্রিয়াংশ (প্রেক্টিক্যাল) সকল দিকেই আগ্রহ আনতে হবে। সংগীত যদি মুক্তিরই উপায় বা পথ হয় তবে সে পথ সার্থক হয় সুরের সংগে নিজের মনকে ডুবিয়ে দেওয়াতে। সুর, ভাব ও রসমাধুর্য ছাড়া ঠিক ঠিক ভাবে প্রকাশিত হোতে পারি না। ভাব ও রস মনেরই

অবস্থা বিশেষ, একেই আমরা বলি অল্পভূতি ও আত্মদান।
ভাব ও রসের পরিবেশন সুরমাঝেই করে—তবে বেশী
আর কম, শুদ্ধ বা বিকৃত ভাবে। সুর প্রত্যেক শ্রেণীর
গানেই থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর গানেই আবার ভাব
ও রসের দৈন্ত থাকবে শিল্পীর ভাল কোরে প্রকাশ করার
অসামর্থ্যে। সুররাং দরদ ও পরিপূর্ণ অল্পভূতি দিয়ে
প্রকাশের চাতুর্ঘ্য অর্জন করাই শিল্পীদের পক্ষে একান্তভাবে
দরকার। সমালোচনা বা দৈন্ত-দৃষ্টি নিয়ে সাধনা করলে
সংগীত-জগতের কোনদিনই কল্যাণ সাধন করা যাবে না।
সমগ্র সমাজেই এখন নবজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই
জাগরণের সূচ্যোগ সংগীত-শিল্পীদের গ্রহণ করতে হবে।
সংগীতের সাধক ও অমুশীলনকারী হিসাবে সকল শ্রেণীর
সংগীতকেই মর্যাদা দান করে তাদের আরো বিকাশ
সাধন করতে হবে। এজ্ঞে চাই হৃদয় ও মনের বিনিময়।
দেওয়াল দেওয়া নীতি বর্জন কোরে সংগীতশিল্পীদের এখন

প্রসারতার পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। পরস্পর
সৌহার্দ্যের ভাবকে পরিপুষ্ট কোরে সমবেতভাবে তাঁদের
এখন চিন্তা করতে হবে—শুধুই ঞ্চপদ বা খ্যাল সংগীত-
পদবাচ্য নয়, ঞ্চপদ, খ্যাল, চুংরী, টপ্পা এবং বাংলার ভাব-
সম্পদ কীর্তন, শ্রাম্যাসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, এ সবই সংগীত
আর শ্রদ্ধার আসন দিয়ে তাদের উন্নতি সাধন করতে
হবে। সর্বসাধারণও যাতে তাদের আদর করতে শেখে
তার ব্যবস্থা করা উচিত। যে যার নিজের গভীর ভেতর
সংগীত আলোচনাকে সীমাবদ্ধ করলে সংগীতকলার উন্নতি
সাধন হবে না। তাই আমরা চাই প্রথমে মিলনের ভাব,
তারপর অমুশীলনের মনোবৃত্তি ও সর্বসাধারণের ভেতর
তার প্রচার। পক্ষপাতবহীন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে
অগ্রসর না হোলে সংগীতজগতের উন্নতি সাধন করতে
আমরা পারব না আর এটাই মনে রাখতে বলি সংগীত-
সাধক ও আচার্যদের সদা সর্বদা।

মহাত্মাজীর জন্মদিনে

(গান)

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

পোরবন্দরে তীর্থ রচিতে যেদিন ধরার ধূলি

অর্গ হইতে মর্ত্যলীলায়

আনিল তোমারে তুলি,

সেদিন তোমার নয়নে সূর্য্যবিভা

চির-আশারের অবসান লাগি'

আনিল নূতন দিবা ;

অশানে সেদিন উঠিল আগিয়া

মৃত কঙ্কালগুলি।

জয় মহাত্মা জয়, জয় মহাত্মা জয়,

মিলিত কর্ণে শত সঙ্গীতে

গাহো গান্ধীজিকী জয়।

তোমার জীবন তোমারি যে মহাবাহী

নিখিল বিশ্ব সত্যের মাঝে

নিল আজি তাহা মানি।

বিদ্রিত পথে কণ্টকে ব্যথা সহি'

হিংসা-কুটিল জটিল পথে

অহিংসা-বাণী বহি

কারার ছ্যারে বন্দিনী মা'র

দিলে শৃঙ্খল খুলি।

জয় মহাত্মা জয়, জয় মহাত্মা জয়

মিলিত কর্ণে শত সঙ্গীতে

গাহো গান্ধীজিকী জয়।

*মহাত্মাজীর জন্মদিনে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গীত

মুক্তিদীক্ষা

(লব্ধকৃৎ ছন্দ)

তেওরা বা ধামার

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুখবাসনা মা করি সমর্পণ চাহি চরণে চির-শরণ ।
তব শব্দ বাঁশরি মন্দির' উল্লসি' কর বিলুপ্তিত চির মরণ ।
মা ত্রিনয়নী! ঐ রূপচাহনি উজলিয়া কর লুপ্ত আজ
যত মলিন মস্তুর জীর্ণ জর্জর ক্রন্দনাতুর হৃৎকাজ ॥

সব বন্ধনে তব প্রার্থি অধর-মুক্তি দীক্ষা শঙ্করী
কর দিব্য উদয়ে আজি খণ্ডন অন্ধতা অন্ততরী ॥

যুগ-প্রলয়-ডঙ্কা ধ্বনিল হিংসা-অগ্নি বর্ষণ তাণ্ডবে
ভয়-মূঢ় জনগণ নিরখি' নিষ্ঠুর লোল সংহারোৎসবে ।
কর অশ্রু সৈন্তে নিধন খড়্গে বাহি' নবযুগ সূচনা
জপি নাম নিভৃতির অন্তরে যাচি করুণা বন্দনা ।

সব বন্ধনে তব প্রার্থি অন্ততরী ॥

চিত ভ্রান্তি মোহে মুগ্ধ...এসো তারকা উদ্ভাসিয়া
তব বীর্যরাগে জাগি' শঙ্কা বন্ধ অভয়ে ভাতিয়া ।
যত আর্ত যন্ত্রণ ক্ষুধিত বেদন সহিব শক্তির সাধনা
করি' বরণ আনিব অমর চেতন মাগি সে উদ্দীপনা ।

সব বন্ধনে তব প্রার্থি অন্ততরী ॥

দলি' করুণ তামস অরুণ মণি তব আজি সাধিব মস্তুরে,
তুমি জ্বালিবে তব জ্যোতিরুৎসব মেঘ-স্নান দিগন্তুরে ।
নব অংগমালা পরি' কপালী এস মঞ্জুল মুছ'নে,
মা গগনগঙ্গা রাগিণী তব ঝংক' অবনী অঙ্গনে ।

সব বন্ধনে তব প্রার্থি অন্ততরী ॥

+	২	৩	+	২	৩			
সা না I পা	-।	জা। পা	-গা। পা	-। I পা	পা	গা। রা	-।। সা	সা I
স্ব খ বা	০	স না	০	মা ০	ক	রি	স ম	ব প গ
চি ত ভা	ন	তি মো	০	হে ০	সু	গ্	ধ এ	০ সো ০
তু ব তো	০	চ লে	০	হো ০	সু	০	ক মে	০ জ র
বে ০	চা	০	হ	জী	০	ব	ন মে	০
						অ	গ	র কু ছ

+		২		৩	+		২		৩
জা	-।	জা।	না	না।	ধা I	না	না	ধা।	পা
চা	০	হি	চ	র	গে০	০	চি	র	শ
তা	০	র	কা	০	উ০	দ	তা	০	সি
প্রা	প্	ত	ক	র্	নে০	০	কো	০	ব
ক	র	দি	ধা	০	নে০	০	কী	০	ত

+		২		৩		+		২		৩			
গা	-।	রা।	সা	-।	না	ধা I	রা	-।	সা।	না	-।	ধা	পা I
শ	ঙ	খ	বা	০	শ	রি	ম	ন	জি'	উ	ল	ল	সি
বী	সু	য	রা	০	গে	০	জা	০	গি'	শ	ঙ	কা	০
রা	০	ন	কে	০	আ	০	হা	০	ন	প	বু	নি	বু
জী	০	ক	হো	০	বি	পু	সে	০	ক	হো	০	স	ঙ

+	২	৩	+	২	৩
সা	সা	না। ধা	-।। পা	ধা I পা	পা
ক	র'	বি সু	গ্	ঠি	ত
ব	০	ক অ	ত	রে	০
ভ	র	হি চ	র	গে	০
ক	সু	প কী	০	জা	০

+	২			৩	+	২			৩
মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা
ত্রি	ন	র	নী	০	ঐ	০	রু	০	প
আ	বু	ত	ব	০	ঋ	০	ধি	০	প
স	০	তা	কে	০	হি	০	প্রা	০	প
ধী	০	চ	লে	০	প	০	থ	০	প

+	২			৩	+	২			৩
মা	মা	গা	ধা	গা	মা	না	না	না	না
উ	জ	লি	রা	০	ক	র	বু	০	প
স	হি	ব	শ	০	ক	তি	স	০	প
দা	০	ন	দে	০	নে	০	কো	০	প
তী	০	ব	টে	০	বি	জ	লী	০	প

+	২			৩	+	২			৩
মা	মা	গা	রা	মা	মা	না	না	না	না
ম	লি	ন	ম	০	খ	র	জী	০	প
ব	র	গ	আ	০	নি	ব	অ	০	প
নে	০	অ	ম	০	ক	বু	নে	০	প
সে	০	প্র	ল	০	কী	০	আ	০	প

+	২			৩	+	২			৩
মা	না	না	ধা	মা	মা	না	না	না	না
জ	বু	দ	না	০	জু	র	হু	০	প
মা	০	গি	সে	০	উ	দ	দী	০	প
দে	০	খ	নে	০	প্র	জু	কো	০	প
কা	০	ল	ক	০	হ	ম	লা	০	প

+	১	২	৩	+	১	২	৩
রা	-১	জা	রা	-১	রা	জা	রা
ব	ন	ধ	নে	০	ত	ব	প্রা
ব	ন	ধ	নে	০	ত	ব	প্রা
ধী	০	র	সা	০	ধ	ন	মা
ধী	০	র	সা	০	ধ	ন	মা

+	১	২	৩	+	১	২	৩
সা	-১	রা	না	-১	সা	পা	সা
মু	ক	তি	দী	০	কা	০	শ
মু	ক	তি	দী	০	কা	০	শ
ধী	০	র	সা	০	আ	০	গে
ধী	০	র	সা	০	আ	০	গে

+	১	২	৩	+	১	২	৩
গা	-১	রা	না	-১	গা	পা	গা
দি	০	ব্য	উ	০	জি	০	খ
দি	০	ব্য	উ	০	জি	০	খ
কে	০	থু	লে	০	ন	০	মে
কে	০	থু	লে	০	ন	০	মে

+	১	২	৩	+	১	২	৩
রা	-১	গা	পা	-১	রা	গা	পা
অ	ন	ধ	তা	০	অ	৩	ত
অ	ন	ধ	তা	০	অ	৩	ত
ক	র	ধ	ডে	০	খু	ল	ক
ক	র	ধ	ডে	০	খু	ল	ক

+	১	২	৩	+	১	২	৩
না	-১	গা	পা	-১	না	গা	পা
প্র	ল	ম	ডং	০	কা	০	ধ
ক	র	গ	তা	০	ম	০	স
খ	০	ক	কো	০	দে	০	ক
ল	০	ক	সে	০	ত	০	ভী

+	২		৩		+	২		৩	
গা	মা	পা।ধা	না।সী	রা।সী	না	ধা।পা	-।না	না।	না।
অ	গ্	নি ব.	বু	ব	ণ	তা	৭্	ড	বে
আ	০	জি সা	০	ধি	ব	ম	বু	ত	রে
ই	০	ক মে	০	আ	০	যে	০	য়	হাঁ
উ	০	ন হী	০	পী	০	ছে	০	হ	টু

+	২				৩				+	২				৩			
না	-।	রা।	সা	সা।	সা	রা।	না	না	রা।	সা	-।	সা	রা।	না	না	রা।	সা
যু	০	চ	জ	ন	ম	ন	নি	র	পি	নি	ব্	চু	র				
জা	০	লি	বে	০	ত	ব	জ্যো	০	তি	ক	ত্	স	ব				
নী	০	ল	পে	০	টে	০	মো	০	লি	প	র	হে	০				
ম	০	মি	টু	০	নি	জ	টে	০	ক	প	র	র	ণ				

+	২		৩		+	২		৩	
না	রা	সা।না	ধা।পা	ধা।	গা	পা	ধা।সা	না।	সা।
লো	০	ল	সং	০	হা	০	রো	ত্	স
মে	০	ঘ	স্না	০	ন	দি	গ	নু	ত
বী	০	ব	জু	০	ঝো	০	তু	ম্	য়
মে	০	ন	পী	০	ছে	০	পী	০	ঠ

+	২		৩		+	২		৩					
রা	সী	গা।	ধা	পা।	মা	পা।	ধা	পা	মা।	জা	রা।	সা	রা।
অ	অ	র	সৈ	০	জে	০	নি	ধ	ন	খ	ডু	গে	০
অং	০	ও	মা	০	লা	০	প	রি	ক	পা	০	লী	০
হৈ	০	ন	জি	ন	কা	০	লো	০	হ	স	ম	উ	ন
ক	র	অ	ট	ল	হি	ম	শৈ	০	ল	স	য	খো	০

+	২	৩	+	২	৩
রা	-।	স।না	স।ধা	না।ধা	পা
বা	০	হি' ন	ব	বু	গ
এ	০	স	ম	নু	জু
কে	০	লি	রে	০	র
বী	০	র	প্রা	০	জো

+	২			৩	+	২			৩									
মা	ধা	ধা		ধা	ধা		ধা	না	I	না	সা	সা		সা	না		রসা	-I
না	০	ম	নি	তৃ	তি	ব	অ	নৃ	ত	রে	০	মা	০					
গ	গ	ন	গ	ং	গা	০	রা	০	গি	নী	০	ত	ব					
তে	০	ন	ম	ন	তা	০	কো	০	জ	লা	০	জো	০					
কা	০	ন	ক্যা	০	বৈ	০	কু	গ	ঠ	মে	০	অ	ধ					

+	২			৩	+	২			৩										
সা	গা	রা		সা	না		রসা	না	I	না	ধা	না		পা	সা		সা	সা	I
যা	০	চি	ক	রু	গা	০	ব	নৃ	দ	না	০	স	ব						
ঝা	ং	কু	অ	ব	নী	০	অ	ঙ	ন	নে	০	স	দ						
টি	ক	ল	স	ক	তে	০	রে	০	য়	হাঁ	০	হে	০						
ভূ	০	ল	উ	নৃ	কী	০	র	হ	স	কেঁ	০	হে	০						

+	২			৩	+	২			৩
রা	-I	জা		রা	-I		রা	জা	II
ব	ন	ধ	নে	০	ত	ব	প্রাণি	...	অন্তরী
ব	ন	ব	নে	০	ত	ব	প্রাণি	...	অন্তরী
বী	০	ব	সা	০	ধ	ন	মার্গ	...	লডো
বী	০	ব	সা	০	ধ	ন	মার্গ	...	লডো

তান ও জাঁখর

+	২			৩	+	২			৩		
সা	গা	রা		সা	গা		রা	গা	রা		না সা I
আ	০	০	০	০	০	০	জ	আ	০	০	০

+	২			৩	+	২			৩									
ধা	রা	সা		না	সা		ধা	না	পা	ধা	গা		সা	-৭		-৭	-৭	II
পে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	

স্বরলিপি

(খেমাল)

পরজ--ত্রিতাল

কাজরী রে নয়ন তহারো রূঢ় লাগি শাড়ী মারোবারে
কোন গুণা পিয়া কব রহে সুখে মেরা মন্দিরে নেহি বাজত রে ॥

কথা : সদারঙ্গ প্রাপ্ত : সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য স্বরলিপি : শ্রীবিমল চক্রবর্তী

স্থায়ী

II | সা সা | না দা পা পা | -ক্কা -গা ক্কা দা |
কা জ রি রে ন য় ০ ০ ন তে

II.
ক্কা -া সা সা | -া না দা পা | পা -ক্কা পা -গা | ক্কা -গা -ক্কা সা |
হা ০ রে ০ ক ০ চ লা গি শা ০ জী ০ যা ০ ০ রে

গা -া ক্কা দা -নসা | -রসা -সা "সা সা | না দা পা পা | -ক্কা -গা ক্কা দা" II
রা ০ রে ০ ০০ ০০ ০ কা জ রি রে ন য় ০ ০ ন তে

অন্তরা

II | ক্কা দা না সা | ক্কা সা -া -া I
কা ন জ পা গি যা ০ ০

না -সা না দা | দা -না না -া | না সা গা -া | ক্কা গা ক্কা সা I
ক য় র হে দু ০ কে ০ মে পা য় ন দি মে নে তি

দনা -সক্কা সা ক্কা | না -সা "সা সা | না দা পা পা | -ক্কা -গা ক্কা দা" II II
দা ০ ০০ জ চ রে ০ কা জ রি রে ন য় ০ ০ ন তে

স্বরলিপি

সেদিন ফিরায়ে আনো
নিবিড় আঁখির তিমির গহন পথে
চাতিয়া চাতিয়া শুধু হিয়া হারানো ॥

সেদিন ফিরায়ে আনো ।
তুলিয়া লহ এ বীণাটারে
বাজাও গভীরে মীড়ে মীড়ে,
বিরহ মিলনে দোলাও দোলাও
ভোলাও তে মন ভোলানো ।

আনো কোঁতুক অধরে
আনো সে হাসির বেথা,
হৃদয়ের ছুটে তীরে
গাতিছে কুত কেকা ;
মোর বিরহের নিরালাতে
তোমারি বিরহ আজি কাঁদে,
মনের গভীরে গোপন এ ব্যথা
তোমার ব্যথায় রাঙানো ।

কথা : শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি : শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
(শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর বামচৌধুরীর ছাত্র)

II জ্রমা পর্সা - দণা । পা জ্রা রা । সরা রা - জ্রা । -া -া -া I
সে ০ দি ০ নু ফি রা য়ে আ ০ নো ০ ০ ০ ০

সা মা মা । মা মা মা । মা মা - পা । পা পা পা I
নি দি ড ঙা গি র তি দি দ গ হ ন

মপা -ধপা মা । -জ্রা -া -া I মা পা পা । পণা ধা পা I
প ০ ০০ থে ০ ০ ০ চা তি যা চা ০ তি ষা

মা মপা পা । পা মপা ধপা ন মা -জ্রা -া । -া -া -া I
শু ধ ০ তি যা হা ০০ বা নো ০ ০ ০ ০ ০

জ্রমা মপা -রা । রা সা জ্রা । জ্রা -রা সা । -া -া -া II
সে ০ দি ০ নু ফি রা য়ে আ ০ ০ নো ০ ০ ০

II পা দা মা । পা দা সা I সা সগা ঞ্জা । সা -া -া I
তু লি রা ল হ এ বী গা ০ টা রে ০ ০

পা সগা সর্গা । গা দা গর্গা । পা মা দা । পা -া -া I
না জা ০ ০ ৩ গ ভী বে ০ মী ডে মী ডে ০ ০

। পা দা মা । পা ধা গা । ধগা গা -সা । পদা মা -পা । I
নি র হ মি ল নে দো ০ লা ও দো ০ লা ও

সরা রা -মা । মা পা পা । রজা সরা মা । -জা -া -া I
ভো ০ লা ও হে ম ন ভো ০ লা নো ০ ০ ০

জমা মপা -রা । রা সা জা I জরা -সরা সা । -া -া -া II
সে ০ দি ০ নু ফি রা য়ে আ ০ ০ নো ০ ০ ০

II পা পা মধা । -পা জা রা I সা রা ঞ্জা । -রা সা -রা I
আ নো কো ০ ০ তু ক অ ধ রে ০ আ ০

মা -জা -া । -া জা মা । মা পা পা । পা পা দা I
নো ০ ০ ০ তু মি আ নো সে জা মি ব

মা -দা পা । -া -া -া । পা দা সা । -া সা সা ।
বে ০ পা ০ ০ ০ ০ জ দ য়ে বু হু ই

গগা -পগা -সর্গা । গা -দা -া । দর্গা সগা দা । পা দা গা ।
ভী ০ ০ ০ ০ ০ বে ০ ০ আ ০ জি গা চে কু ত

গদা -া পা । -া -া -া II
কে ০ কা ০ ০ ০

II পদা	মা	পা	।	দা	সা	-া	I	গা	পা	গা	।	সা	-া	-া	I
মো	০	বু		বি	র	হে		বু	নি	রা	লা	তে	০	০	
রা	রঁজা	সা	।	সার	সঁরা	গা	I	পা	সঁরজা	সরা	।	মা	-জা	-া	I
তো	মা	০		রি	বি	র	০	হ	আ	জি	০	কা	০	দে	০
সা	মা	মা	।	মা	মা	মা	I	পা	ধপা	-পধপা	।	জমজা	রা	সা	I
ম	নে	র		গ	ভী	রে		গো	প	০	০০	ন	এ	০০	বা
সরা	রমা	-া	।	মপা	পা	-া	I	রজা	সরা	মা	।	-জা	-া	-া	I
তো	০	মা	০	বু	বা	০		খা	ম্	রা	০	ঙা	নো	০	০
জমা	মপা	-রা	।	রা	সা	জা	I	জরা	-সরা	সা	।	-া	-া	-া	II II
সে	০	দি	০	বু	ফি	রা		য়ে	আ	০	০	নো	০	০	০

হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বসূচী)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

জয়জয়-বিলাবল

বিলাবল পাটের ঝাড়ব-সম্পূর্ণ রাগ। আরোহে শুধু নিষাদ বজিত। অবরোহে সম্পূর্ণ ও কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। বাদী মধ্যম, সঙ্গীতী বড়জ। গহ রেখাব, ছাস বড়জ। আলাইয়া, জয়জয়ন্তী ও ক্ষেম রাগ মিশ্রণে গঠিত। গাহিবার সময় প্রাতঃকাল।

আরোহাবরোহ

স র গ ম প ধ প সঁ । সঁ ন ধ প গ ধ প ম গ ম র স ।

স্বরলিপি

মিশ্র আশাবরী:-দাদরা

(আগমনী)

আজ্ঞে আখির জলে আগমনীর আলিম্পনা ঝাঁকি,
মাগো হুঃখরাতের প্রভাত হ'তে আর কতকাল বাকী ?
শরৎ আনে তোমার বাণী
মুক্ত প্রাণের প্রসাদখানি,
আমরা কাঁদি নির্ঘাতনের নিত্যকারায় থাকি
নীল আকাশের স্বপ্ন দেখি বন্ধ খাঁচার পাখী ।

অশ্রু-দলের অত্যাচারে যুগে যুগে জানি—
চঙিকা, তোর কৃপাণ আনে চির অভয়বাণী ।
তোমার আশীষ শিরে বহি'
শ্রীরাম হ'লেন দানব-জয়ী
মোদের পূজা, দশভুজা, মাগো সকল ফাঁকি
শক্তিহীনের মস্তে কভু বিজয় আসে না কি !

মুক্তি তুমি, শক্তি তুমি, তুমিই বিশ্বময়ী
নিঃস্ব প্রাণে দাও মা তোমার শক্তি বিশ্বজয়ী—
জীবন মোদের অর্ঘ্য ক'রে
তোমার পায়ে দিব ধরে
নবীন জীবন জাগবে মা তোর আশীষধারা মাখি
পরব হাতে মুক্তিপ্রাপ্তের অরুণ রাঙা রাখী ॥

কথা : শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত সুর : শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ ঘোষাল স্বরলিপি : কুমারী গায়ত্রী ঘোষ

সা সা II রা মা পা | পা ধা -গঙ্গা । গা ধণা -া । দা পা -া I
আ জো ঝাঁ খি র জ লে ০ ০ আ গ ০ ০ ম নী ব্

[সা সা]
আ জো

মা মা -া । পা ধণা -ধণা I দা পা -া । -া পা পা I
আ লি ম্ প ন ০ ০ ০ জাঁ কি ০ ০ মা গো

দা -া দা । দা দা -া I মা মা -া । ঝা সা -া I
হুঃ ০ খ রা তে ব্ প্র ভা ত্ হ তে ০

জাঁ -া জাঁ । সা সা -জাঁ । ঝা সা -গদা । -পমা -জাঁ -সা II
আ ব্ ক ত কা ল্ বা কী ০ ০ ০ ০ ০ ০

II	দা	দা	-	না	না	-	I	সা	সা	-	না	সা	-	I
খ	র	৭	আ	নে	০	তো	যা	বু	বা	গী	০			
তো	মা	বু	আ	গী	বু	শি	রে	০	ব	হি	০			
জী	ব	নু	মো	দে	বু	অ	খা	০	ক	রে	০			

জা	জা	জা	I	জা	জা	জা	I	জা	রজা	-	I	জা	সা	-	I
বু	ক	ত		প্রা	ণে	র		প্র	সা ০	দু		খা	নি	০	
জী	রা	ম		হ	লে	ন		দা	ন ০	ব		জ	য়ী	০	
তো	মা	র		পা	য়ে	০		দি	ব ০	০		শু	রে	০	

জা	জা	জা	I	জা	জা	-	I	রা	জা	জা	I	খা	সা	-	I
আ	ব	রা		কা	দি	০		নি	বু	যা		ত	নে	বু	
মো	দে	বু		পু	জা	০		দ	শ	০		ভু	জা	০	
ন	বী	নু		জী	ব	নু		জা	পু	বে		মা	তো	বু	

পা	পা	দা	I	না	সা	ঝা	I	না	সা	-	I	-	-	-	I
নি	০	তা	কা	রা	য়	খা	কি	০	০	০	০	০	০	০	০
মা	০	গো	স	ক	নু	কা	কি	০	০	০	০	০	০	০	০
জা	জী	বু	খা	রা	০	মা	খি	০	০	০	০	০	০	০	০

সা	সা	সা	।	সন্ধা-সনা	-	I	পা	পা	পা	।	দা	পা	-	I
নী	ল	আ		কা ০	শে ০	বু	ব	পু	ন		দে	খি	০	
শ	ক	তি		হী ০	নে ০	বু	ম	নু	ত্রে		ক	ভু	০	
প	বু	ব		হা ০	তে ০	০	যু	ক	তি		প্রা	তে	বু	

মা	মা	পা	I	পা	পা	পা	I	পা	মপা-মজা	I	-	-	II
ব	নু	ধ	খা	চা	র	পা	খী	০	০০	০০	০	০	
বি	জ	র	আ	লে	০	না	কি	০	০০	০০	০	০	
অ	ক	ণ	রা	ঙা	০	রা	খী	০	০০	০০	০	০	

II	সা	জা	জা		রা	জা	-	I	রা	-	জা		ঝা	সা	-	I
	অ	স্ব	র		দ	লে	বু		অ	০	ত্যা		চা	রে	০	
	যু	ক	তি		তু	মি	০		শ	ক	তি		তু	মি	০	
	সা	ঝা	সা		ঝা	ঝা	সা	I	-	-	-		মা	মা	মা	I
	বু	গে	বু		গে	০	জা	-	নি	০	০	০	চ	গ	ভি	
	তু	মিই	বি		খ	০	ম	য়ী	০	০	০	০	নি	০	খ	
	মা	মা	-		মা	মা	মা	I	ঝা	সা	-		মা	মা	পা	I
	কা	তো	বু		কু	পা	ণ		আ	নে	০		চি	র	অ	
	প্রা	ণে	০		দা	ও	মা		তো	মা	বু		শ	ক	তি	
	দপা	পা	মা		পা	পা	-	II								
	ভ	০	স্ব		বা	নী	০	০								
	বি	০	০		খ	জ	য়ী	০								

রাগ জোগিয়া

জে. ব্যানার্জী, এম্. এ.

জোগিয়া ভৈরব মেলের রাগ। এতে 'গা' ও 'নি'র ব্যবহার বিশেষ সীমাবদ্ধ। আরোহণে 'ত' এ ছুটি পদ্যার ব্যবহার হয়ই না; অবরোহণে যদিও 'নি'র যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহার আছে, সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যহীন, আর 'গা' 'ত' লাগেই না। এর রেখাব ও ধৈবত, কোমল ও বাকী স্বর শুদ্ধ। ভৈরব মেলের অধিকাংশ রাগের মত জোগিয়ারও ধৈবত অনেক সময়ে কিঞ্চিৎ কোমল 'নি' সংযুক্ত দেখা যায়। বাদী স্বর মধ্যম ও সঙ্ঘাদী বড়জ। এ রাগের আরোহণ আশাওআরী মত ব'লে অনেকে একে "সকালকি আশাওআরী" নাম দিয়েছেন।

এর সমপ্রকৃতিক রাগ হচ্ছে ভৈরব মেলের শুণকলি যার আরোহণে ও অবরোহণে 'গা' ও 'নি' বর্জিত ও 'রে' ও 'ধা' কোমল। বাস্তবিক এরা এত কাছাকাছি যে অনেক সময়ে এদের রূপ প্রকাশে ভুল করা যেন প্রাত্যহিক হয়ে পড়ে। ভুল করার প্রধান কারণ অবশ্য দুই রাগেই প্রায় একই ধরনের স্বরের ব্যবহার। প্রথমতঃ জোগিয়াতে যদিও 'নি'র কিঞ্চিৎ ব্যবহার (অবরোহণে) আছে, তথাপি এই 'নি' প্রবল না হওয়ায় শুণকলির 'নি' বর্জন কোন বিশেষ পার্থক্যের আভাস দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, ধৈবত ও মধ্যমের মীড় সংযুক্ত ব্যবহার যদিও বিশেষ ক'রে

তান

১। সঝা মপা দর্দা ঝর্দা। ঝর্দা নদা পমা ঝসা I

২। ঝসা পমা ঝসা ঝসা। দর্দা ঝসা পমা ঝসা। পদা পমা ঝসা পদা। নদা পমা, পদা সা I

ঝর্দা নদা পমা ঝসা। পদা পমা ঝসা ঝসা।

৩। সা নদা পমা -ঝসা I

দ র ০ ও সা ০ ০

৪। | মপা দপা মঝা মপা। দর্দা নদা পমা ঝসা I

পদা সঝা সনা দপা। মদা পমা ঝসা ঝসা I

সংবাদ

তানসেন সঙ্গীত সংঘ ও বিজ্ঞান

গত ১৫ই আগষ্ট ইং ১৯৪৮ সাল হইতে সজ্জের কর্তৃপক্ষদিগের উদ্যোগে এক উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও বহুসঙ্গীতের শ্রেণী ৫সি, ইন্দ্র রায় রোডস্থ সজ্জের গৃহে উন্মোচন করা হইয়াছে। ভারত বিখ্যাত বীণকার ওস্তাদ দবীর খান সাহেব ও সজ্জের মুখ্য সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারত বিখ্যাত সেতার বাদক ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন খান সাহেবও শীঘ্রই শিক্ষকতার কার্যভার গ্রহণ করিবেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল মাননীয় ডাঃ কৈলাসনাথ কাঁটজ মহাশয় সজ্জের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীময়ধর্মোহন বসু, এম-এ

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ

ପ୍ରବେଶିକା



সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ও রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৬শ বর্ষ, সন ১৩৫৬ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

ভদ্রাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্বার হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ওম্মাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বীপ্-কার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অমিয়নাথ সাক্তাল

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্থিতিভারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

মিসেস কে, সি, এ

শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসাত্মক

শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তদ্বার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এম্‌সি

শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হুম্মিলকুমার ভট্ট চৌধুরী, বি. এ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য



৭খ, জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ় ব্যতীত ৯ খানি হিসাবে কয়েক সেট।

সূচীপত্র

বাহাদুর ঠাট—		উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা—	
শ্রীবিমল রায়	১৬১	শ্রীরাজেশ্বর মিত্র	১৭২
স্বরলিপি—		সর্গম—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস	১৭৫
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৫	স্বরলিপি—	
স্বরলিপি—		শ্রীশচীন মিত্র বি-এসসি	১৭৬
শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৮	সেতার শিক্ষা—	
জোনপুরী—		স্বরশ্রী নীরা বিশ্বাস	১৭৮
কুমারী মমতা গৈত্র, গীতশ্রী	১৭০	সংবাদ	১৮০

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারন্ত । বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায় ।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১৮০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০।
সাপ্তাহিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।
- ৪। দ্ব্যবতীয় চিঠিপত্র কার্যাদ্যক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

বর্তমান জাতীয়তার যুগে লোকের মনের কথা কবি ও
সঙ্গীতজ্ঞ প্রসাদ বহু ছুটিয়ে দিয়েছেন

জাগরণী (স্বরলিপি পুস্তক)

প্রভাতফেরী, পতাকা-বন্দনা কুচ্-কাওয়াজ, সব গানই সুন্দর
রঙীন এ্যাটিক কাগজে সুন্দর ছাপাই, দাম এক
টাকা বার আনা।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস
৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মৌরা-ভজন-মালা

ভক্তার অবদান

নাটোরাদিপতি মহারাজ

কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশ্রীরাবাইয়ের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি

শ্রীযুক্ত অরুণকিশোর রায়চৌধুরী স্বরলিপি সহ সম্মিলিত আছে। মূল্য ২৮ টাকা।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়ের

স্রার হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম. এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

মহেশ্বর দবীর খাঁ (বীণকার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অমিয়নাথ সান্নাল

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

সুর-বাণী—২৥০

শ্রীযুক্ত উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত
শ্রীযুক্ত ১০ প্রাথমিক দ্ব্যবতীয় জাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই
শ্রীযুক্ত শচীন রায়গী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন স্বরলিপি ইহাতে সম্মিলিত হইয়াছে।
শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ভট্ট

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

স্বাক্ষর করিবেন।

—সদ্য প্রকাশিত হইল—

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র-গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

আবু, বি, দাস—কলিকাতা

—বিশেষ বিজ্ঞপ্তি—

‘সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা’র পুরাতন সংখ্যার জন্য অনেকেই আমাদের নিকট সন্ধান করিয়া থাকেন। এতদ্বারা তাঁহাদের জানাইতেছি যে, নিম্নলিখিত বৎসরের মাত্র কয়েকটি অসম্পূর্ণ সেট বিক্রয়ার্থে আছে। ইহার প্রতি সংখ্যা ১৬০ আনার স্থলে ১০ চারি আনা মূল্যে মাত্র কিছু দিনের জন্য বিক্রয় করা হইবে।

- ১৩৪১ সালের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ ব্যতীত ৮ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৪২ সালের বৈশাখ ও আশ্বিন ব্যতীত ১০ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৪৩ সালের বৈশাখ, আশ্বিন, কার্তিক ও পৌষ ব্যতীত ৮ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৪৪ সালের মাঘ ও চৈত্র ব্যতীত ১০ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৪৫ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ৬ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৪৬ সালের কার্তিক ও পৌষ ব্যতীত ১০ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৪৭ সালের বৈশাখ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ ব্যতীত ৯ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ ও পৌষ ব্যতীত ১০ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৪৯ সালের আষাঢ় ও চৈত্র ব্যতীত ১০ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক ব্যতীত ৮ খানি হিসাবে কয়েক সেট।
- ১৩৫১ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ব্যতীত ৯ খানি হিসাবে কয়েক সেট।

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত

রাগালাপ—৩

(আলাপের বই)

সঙ্গীতরঞ্জনী (১ম)—৪

ঐ (২য়)—৩০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ বর্ধিতরূপে শীর্ষই
প্রকাশিত হইবে।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

চাপা, বাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম মূল্য—২৥০

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল!

সুরের লিখন—২৥০

কথা: গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য

হর ও হরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মা

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্য ও শচীনবাবু হর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরণ্যূর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন দাস

হর ও হরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাবাসঙ্গীত,
কীঠন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত

সঙ্গীত গ্রন্থ

১। সঙ্গীত পরিচয় (হারমোনিয়ম শিক্ষা)

২য় সংস্করণ—ইহা ছেলেমেয়েদের ও সঙ্গীত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ
সহজ পুস্তক। মূল্য—২৮ টাকা।

২। সহজ বাঁয়া-তবলা শিক্ষা

ইহা বাঁয়া-তবলা শিক্ষার একমাত্র পুস্তক, ইহাতে
৮পত্বেপতিসেবক মিশ্র, ৮প্রসন্নকুমার বণিক্য,
আতা হোসেন প্রভৃতি বাদকের ভাল ভাল
বোল আছে। মূল্য—২৮ টাকা।

৩। রস-কীর্ত্তন (আখর সমেত)—১৥০

৪। নগর-কীর্ত্তন—৫০

৫। এস্রাজ শিক্ষা (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—

শুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা—৬

প্রকাশিত হ'লো!

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলকভাবে
আলোচনা এবং হনুমন্ডতে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর
উৎপত্তি-রহস্য ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও সৃষ্টির চাক্ষুষ
পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ রাগিণীর অহুশীলনে রসরূপের চাক্ষুষ
রেখাচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিক্ষাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

রাগের ও নব রসের নানাপ্রকার অভিব্যক্তির বহু
চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস দাসি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা



ষট্টিবিংশ বর্ষ

বাহাত্তর ঠাট

୧୫ । ସୁଧା

অঙ্গ দেবার ইচ্ছায় কোমল ধৈবত ধোঁগ করা হয়। আজকাল যেমন সূহা ও সূঘরাই-এর প্রভেদ ধৈবতে বলে অনেকে স্বীকার করেন, মধ্যযুগও সেই রকম পাওয়া যায়, সূঘরাই—সরগমপধন সর্গপগমরসা; সূহা—সগমপসর্গপমরসা।

অর্ধাচীন তথা—আধুনিক যুগে সূহাকে কেউ কেউ প্রাচীনের মতো রাখতে চান, গাঙ্কার গ্রহ রেখে; কেউ মধ্যমকে গ্রহ করেন কেদারের মতো; কেউ সূহা ও সূঘরাই-এর প্রভেদ স্বীকার করেন না, গপমরসরজ এই ভাবে চালান, সূহা সূঘরাই বলেন; কেউবা সূহা ও সূঘরাই-এর ধৈবত ব্যবহারের প্রভেদ ছাড়া চালের আর কোনও প্রভেদ স্বীকার করেন না। অপর দলে জদগ ব্যবহার করেন, কেউবা চালের যথেষ্ট প্রভেদ রাখেন জগ ক'রেও। সূহা হ'লো মেঘ+কানরা এই কথা কেউ কেউ বলেন, অথবা সারঙ্গ+মেঘ+কানরা। এখানে দরকারী একটা কথা বলি: গুণীদের জিজ্ঞাসা করুন বা আধুনিক গ্রন্থ খুলুন, দেখতে পাবেন, মিক্রাণিক মল্লার=মল্লার+কানরা; গোণ্ড=মল্লার+কানরা শাণানা=অভানা+দরবারী+মল্লার; মীরাবাদিকি=মল্লার+কানরা; নায়কী=সূহা+সারঙ্গ বা মল্লার+কানরা; সূঘরাই=অভানা+বৃন্দাবনী; ইত্যাদি।

এখন আপনারা নিজেবাই বিবেচনা ক'রে দেখুন, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। আমার ধারণা, এতে বরংচ গোলমালের সৃষ্টি হয়, হু'এক স্থল ছাড়া, আমি মনে করি যে, যদি বলতেই হয় তো একটু অগ্র রকম ভাবে বলা উচিত, যথা সূহার আরম্ভ কেদারের ঢং-এ স ম জ্ঞ প মা রসা (অবশ্য তাঁদের মতে, যীয়া এই ভাবে চলেন)।

আজকাল সূহা চার রকম শোনা যায়:—

- ১। জগ সম্পূর্ণ
- ২। জগ ধৈবত বজ্রিত
- ৩। জদগ সম্পূর্ণ
- ৪। জদগ মধ্যম বজ্রিত

প্রাচীন কতকগুলি স্বরলিপি দেখলে দেখতে পাবেন যে, স মা জ্ঞ ম প মা, ম জ্ঞ প ম পা বা গপজ্ঞা ম পা মা রসা ব্যবহার তাতে ভাল রকম ছিল। এই রূপটি মনে রাখলে অগ্র কোনও রাগের সঙ্গে মিশবার ভয় থাকবে না বলে আমার বিশ্বাস।

রূপ—১নং। উপবর্গ—স ম জ্ঞ মা প ধ গ সর্গ প প ম জ্ঞ মা প মা প জ্ঞ ম র সা বাদী মধ্যম, গাঙ্কার গ্রহ। এইভাবে অবরোধে মধ্যম প্রবল সারঙ্গের অঙ্গ নয়, মল্লার বা নটের অঙ্গ, কাজেই সূহায় সারঙ্গ আছে একথা বাদমূলক। আরোহে স ম জ্ঞ প ম পা অনেক সময়ে পাওয়া যায়।

২নং। ধৈবত বজ্রিত ১নং। এতে গমপ এই ভাবে মল্লারের অংশ দেখা যায়। কখনও কখনও সরজম এ ভাবেও শুনে। মধ্যম আরোহে অল্প প্রবল, অবরোধে অতি প্রবল। পস'কচিং পাওয়া যায়।

৩নং। উপবর্গ—গ্ স ম জ্ঞ ম পা ম য প গ প সর্গ দ গা প ম জ্ঞ মা র সা; স মা ক'রেও শুরু হয়; স মা ম পা, স ম জ্ঞ ম প, স জ্ঞ প ম পা, ম প দ গ সর্গ, স'প গা পা সবই পাওয়া যায়। কচিং র প ম পা দেখা যায়; আরোহে শুদ্ধ নিখাদ কদাচিং পাই। এই রূপটিকে গান্ধা মাঝে সিধা করলে (গদপ, জ্ঞ র সা, এই ভাবে) আমরা সূহা টোড়ী পাই। যদিও এর আসল নাম সূহা কানরাই বটে। সূহা টোড়ীর অগ্র মূর্ত্তিও আছে যেমন সোজা ৪নং বা শুদ্ধ নিখাদযুক্ত ৩নং বা সোজা ২নং। এ নিয়ে পরে বলবো।

৪নং। উপবর্গ—স র পা দ গ পা সর্গ দ গ পা জ্ঞ র স রা জ্ঞ স র গ সা স র গ সা মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় না, ধৈবত মাঝে মাঝে আরোহে উল্লংঘন চলে। বাদী পঞ্চম।

নাম-ব্যবহার—১নং। মারগ সূহা অপ্রচলিত।

২নং। সূহা।

৩ নং। কোমল স্বরা বা স্বরাকি কানরা।

৪ নং। দেশী বা খাড়ব স্বরা। এক রকম অপ্রচলিত কারো আছে যা প্রায় এই রকম, অতি সামান্যই প্রভেদ, কাজেই, এই নাম রাখা সমীচীন কিনা বুঝলাম না।

বিস্তার।—গঙ্গমপমা জমা রসগঙ্গা; পঙ্গমপমা মমপজমা মবঙ্গা; গঙ্গমপমা মপমপমা পজমা রসগঙ্গা, মা মজমপমা মপমপমা জপমপমজমা রসা; মপমপমপমা সর্গসর্গপমা পমজপমজমা রসা।

২ নং। গঙ্গমপমা জমা পমরসা; মা রসগঙ্গমা রসা; সমা মপা জমা মা মপজমা পমা পমজমা রসা; মপমা পপপমসর্গমা রসর্গপমা পজমা পমরসা।

৩ নং। ২নং-এব সঙ্গে মাঝে মাঝে অবরোধে সর্গপমা এবং কচিং আবেগে পদপপমা।

৪ নং। সরগঙ্গা জঙ্গগঙ্গা; বা পা জা রসরা জা গঙ্গা রপা পপজা রসরা জঙ্গগঙ্গা; পা পরপজা বা পপপমা গঙ্গা দপপা জা রা জঙ্গা; পদপপমা সর্গা জঙ্গগঙ্গা রসর্গপমা পপজা রসরা জঙ্গগঙ্গা।

৭৫। সোরট্

ভূমিকা।—সোরট্ প্রাচীন নাম। পুরাকালে রাগ-রাগিণীর মধ্যে মেঘ-ভাষ্যা সৌরটী বা সোরটী রূপে পাই। নারদে নটনারায়ণ-পুত্রবধু স্বরটী রূপে পাই। এদিকে সেই গ্রন্থেই দীপককুমার সৌরাট্ পাই। নারদকে আমি প্রাচীনতর মনে করি এবং এই সময়ে কর্ণাটিকে সৌরাট্ ও হিন্দুস্থানীতে সোরাটি পৃথক রাগ রূপে প্রচারিত হয়েছে এরও প্রমাণ পাই, কাজেই নারদের ছুটি নামে অবাক হবার কিছু পাই না; তবে সন্দেহ হয় এই যে, হয়তো আরও প্রাচীন কালে সৌরাট্টী সৃষ্টি হয়েছিল সৌরাট্ট দেশের নামের অঙ্করণে, পরে তা পুংলিঙ্গ হিসাবে একদিকে সৌরাট্ট আর একদিকে সৌরাট্টী হয়ে পড়ে, বা শেষে ওস্তাদদের হাতে পড়ে হয় সৌরাট্ট বা সোরাট্ট, আর সোরটী যার থেকে অর্ধাচীন হলো সোরট্। সঙ্গীত

রত্নাকরে পাই সৌরাট্টী। বাংলায় একে স্বরট বলে (স্বরট দেশের অংশ); হিন্দুস্থানীতে সোরটই আসল উচ্চারণ।

প্রাচীন তথ্য।—১।	সৌরাট্ট	ঋদ
২।	সৌরাট্টী	শুদ্ধ
৩।	সৌরাট্টী	গন
৪।	সৌরাট্টী	শুদ্ধ
৫।	সোরটী	গ
৬।	সোরট	গ
৭।	সোরট	গ
৮।	সৌরাট্টী	গ
৯।	সৌরাট্টী	ঋদ

এর থেকে পাচ্ছি এই যে, সৌরাট্টী কর্ণাটিকে ঋদ এবং হিন্দুস্থানীতে শুদ্ধ বা গন ছিল; পরবর্ত্তী কালে আদান প্রদানের কিছু প্রমাণ রূপ পরিবর্তনের মধ্যে পাই আর রূপ পরিবর্তন বোঝাবার জন্য ছুটি নামের উদ্ভব হয়—সৌরাট্টী ও সোরটী বা সোরট। প্রথমটি ঋদ দ্বিতীয়টি গ। আধুনিক কর্ণাটিকেও সৌরাট্টী ঋ, সুরটী গ। আমরাও আজকাল সৌরাট্ট বস্তুতে সোরাট্ট বস্তুতে একটা রাগ বুঝি যেটি ঋদ, ঋদ, ঋ, ঋদ, জগ মৃতি আর সোরট বস্তুতে আলোচ্য রাগটি বুঝি। সোরাট্টের পরিচয় অল্পরূপে পাবেন।

অর্ধাচীন তথ্য।—আধুনিক সোরট্ হৃদয়প্রকাশ বা কর্ণটিক সোরটেব মতোই প্রায় আছে সামান্যই বদলিয়েছে, একটু শুদ্ধ নিখাদ যোগ হয়েছে আর বৈধতের জোরাটা বেড়েছে, গাঙ্কারের জোড়াটা কমেছে এবং বক্রতা এসেছে।

তিন রকম এখন তার চেহারা:—

১নং। গগ গাঙ্কার মধ্যবল অথবা চুর্কল অথবা বজ্রিত

২নং। গ

৩নং। জগগন

এ ছাড়া জগনও কচিং পওয়া যায়।

রূপ।—১ং ক। উপবর্গ—সরমা পা নমা গধপমা পমা গরা নসা। মধ্যম ও বৈধত অবরোধে প্রবল বা মেসে নেই।

১নং খ। সরমা পা নসাঁ গধা পমা গমা বা সা ;

গাঙ্কার দুর্বল, বিকৃত।

১নং গ। সরমা পা নসাঁ গধপধা মা রা নুসা।

এগুলি ছাড়া আরও অনেক রকম মূর্ছনা দেখতে পাওয়া যায়, যা এই রূপ কটিকে সামান্য এধার ওধার করে তৈরী হ'য়েছে, যথা,—

i সরগরমা পা নসাঁ গধপধা মা রা সা

ii সরমা পা গপনসাঁ গধপধা পমরা পমা গম সা

iii সরমা গমপা গসাঁ গধপধা রসবগসা

iv সরমা গমপা গসাঁ গধপধা গমরসা

v সরমা পা নসাঁ গধপধা রগরপমা গরমরসা

vi সরমা পা নসাঁ গধপধা পমা ধা গবগমরগ সনুসা

এদের মধ্যে একটি জিনিষ লক্ষ্য করবেন, মধ্যম এদের প্রবল এবং বিস্তার দৈবত প্রবল, নিখাদ (শুদ্ধ) দুর্বল, রেখাব মধ্যবল, তাস স্বর নয়। দেশে সব কয়টি উল্টে। মধ্যম বাদী বলা চলে, পঞ্চমও বাদী হ'তে পারে তার বহু ব্যবহারের জন্ত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রেখাবকেও বাদী করা যায়। আমার মনে হয় সর্গকে বাদী বলাই সব চেয়ে ভাল।

২নং। শুদ্ধ নিখাদ বিহীন ১নং খ, আরোহে পসাঁ।

৩নং। উপবর্গ—সরগরমরমা পা ন সাঁ গধপধা মা রসরজর মা রসা গধপধা; গপ, মর; রপ; রপমা ইত্যাদি প্রত্যেকটিতেই ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়; মল্লার-অঙ্গ হিসাবে:—কেউ তখন একে সোরট মল্লার বলেন। কারো কারো মতে এই প্রকার সোরট-মল্লার আর খোড়ীয়া মল্লার একই। আমরা তফাৎ করি।

এছাড়া vii সরমা পা নসাঁ গধপধা মা রসা রজুনসা কচিং পাওয়া যায়। এতে জরনুসা, সরজরসা; মরজরসা ব্যবহারও হয়, তবে সাবধনে না হ'লে এক রকম সাবং হয়ে যাবে।

নাম ব্যবহার।—

১নং ক। শুদ্ধ সোরট; এটি আগে বেশী চলতো। মরজরসা।

১নং খ। সোরট এখন বেশী চল

১নং গ। ঝাড়ব সোরট; গাঙ্কার বজ্রিত মত বহু

প্রসিদ্ধ ঘরনার প্রতিকূল।

(i) স্বরূপ সোরট

(ii) সোরট মল্লার

(iii) ও (iv) সোরাটবতী

(v) দেশ সোরট

(vi) সোরট সম্পূর্ণ

২নং। প্রথম সোরট, গ্রন্থের সঙ্গে খানিকটা মেলে

৩নং। সোরটা বা স্বরতী

(vii) কোমল সোরট

বিস্তার।—১নং ক। সরমরমা মা গরা নুসা; রমা রসা

গধা পা নুসা রমা রমা পা ধা পা ধপমা গরা মরসনুসা; ধা মরা মপা গধা পধা পমা গরা সা; মপনসাঁ র গধপধা পমা পা নসাঁ র'মা র'সাঁ গধপধা পম গরা মা রসনুসা।

১নং খ। সরমা রসা রমরমা পা মা গমা রসা; মপা নসাঁ র'সাঁ গধা পধা মা রা পমা গমা রসা।

১নং গ। গাঙ্কার বজ্রিত ১নং ক।

(i) রগরমা যুক্ত ১নং গ

(ii) ১নং খ + আরোহে গপনসাঁ; কচিং গধপ

(iii) সরমা রগসা রমা গমপা ধা মা রসা; রমা রসা রপমা গমপা গধপধা রসবগসা; মপা নসাঁ গধপধা ধা পমা রমা গমপা মা রগসা

iv iii-কে গমরসা করা, আর অবরোহে ধমধপা।

(v) দেশ + রগরপমা, গরমা রসা।

(vi) ১নং ক + গরগমরগরনুসা, গনুসা।

২নং। ১নং খ + গমরমরসা আর শুদ্ধ নিখাদ বজ্রিত।

৩নং। (i) + রজরমা রসা।

(i) ১নং গ + জরনুসা, জনুসা, সরজরসা, (ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

(ভজন)

টৈভরবী—ত্রিতাল

* কাহে কো ফিরত মূঢ় মন ধায়ে

তাজি হরি চরণ সরোজ সুধারস রবিকর জল লায়ো।

ত্রিজগ দেব নর অশুর অপর জগ জোনি সকল ত্রিমি আয়ো,

গৃহ বনিতা স্ত্রী বন্ধু ভয়ে বহু মাতৃ পিতা জিহু জায়ো।

জাতে নিরয় নিকায় নিরন্তর সোই ইহু তোহি শিখায়ো,

তুয়া হিত হোই কটে ভব বন্ধন সো মগু তোহি ন বতায়ো।

বিষয়হীন দুখ মিলে বিপতি অতি সুখ স্বপনেছ নাহি পায়ো,

বেদ কহত ইস সুখমে দুখ হোত সংসার সার নাহি পায়ো।

ছিন ছিন ছিন হোত জীবন দুর্লভ তমু বৃথা গবায়ো,

তুলসীদাস হরি ভজহি আস তাজি কাল উরগ জগ খায়ো ॥

কথা—তুলসীদাস

শুর ও স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

II পা^০ পা^১ দা^২ -পমা^৩ | মজা^৪ -জা^৫ ঋ^৬ সা^৭ | সা^৮ গা^৯ সা^{১০} ঋ^{১১} | সা^{১২} -গ্-সঝা^{১৩} সা^{১৪} -া^{১৫} I
 কা হে কো ০০ কি ০ ০ র ত মূ ঢ ম ন ধা ০০০ যো ০

দা^{১৬} গা^{১৭} সা^{১৮} সা^{১৯} | জা^{২০} জা^{২১} জা^{২২} জা^{২৩} | জা^{২৪} -মা^{২৫} মা^{২৬} মা^{২৭} | মা^{২৮} -া^{২৯} মা^{৩০} মা^{৩১} I
 তা জি হ রি চ র ণ স রো ০ জ ঙ্গ ধা ০ র স

জা^{৩২} পা^{৩৩} পা^{৩৪} পা^{৩৫} | পা^{৩৬} পা^{৩৭} পা^{৩৮} -পা^{৩৯} | মপদা^{৪০} -মপা^{৪১} -গদা^{৪২} -পঃ^{৪৩} | মজা^{৪৪} -জা^{৪৫} -ঝা^{৪৬} -সা^{৪৭} II
 র বি ক র জ ল ল ০ লা ০০ ০০ ০০ ০ যো ০ ০ ০ ০

* শব্দার্থ: রবিকরজল—মৃগতৃষ্ণার জল। ত্রিজগ (তির্ধ্যক)—পশু পক্ষী সর্প আদি জীব। নিরয়—নরক।
 নিকায়—সমূহ। উরগ—সাপ।

ভাবার্থ—মূর্খ মন, কেন ইতস্ততঃ ফিরিতেছ? শ্রীহরিচরণাবিলম্বের অমৃত রস ছাড়িয়া মৃগতৃষ্ণায় কেন ধাবিত হইতেছ? ব্রহ্মানন্দ ছাড়িয়া মিথ্যা সংসারে মনমগ্ন ধাবিত। পশু, পক্ষী, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি বহু জন্ম তোমার হইয়াছে এবং সংসারে থাকাকালীন কৰ্মদোষে তোমার পাপ সঞ্চয় হইয়াছে। তোমার আত্মীয়-স্বজন এই সকল কৰ্ম্মই তোমাকে উৎসাহ দিয়াছে। কিন্তু সংসার বন্ধন এবং জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তির পথ কেহ দেখায় নাই। বিষয়-লালসা

II দা^০ গা^১ সা জা^২ | -া^৩ জা জা জা | জা^৪ মা^৫ মা^৬ মা^৭ | মা^৮ মা^৯ মা^{১০} মা^{১১} I
ত্রি দ্ব গ দে ০ ব ন র অ সু ব অ প র জ গ

জা -পা পা পা | পা পা পা পা | মপা -দা -মপা -দর্শা | দা -া -া -া I
জো ০ নি স ক ল ভ মি আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা পা পা পা | পা -া দা পা | মা -া মা মা | মা -া মপা মা I
গৃ হ ব নি তা ০ স্ব ত ব ০ কু ভ যে ০ ব ০ হ

জা -া শ্বা সা | সা গা সা শ্বা | সা -া গা -শ্বা | সা -া -া -া II
মা ০ তু পি তা ০ জি হু জা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II সা^০ -া^১ সা^২ -া^৩ | জা জা জা জা | মা^৪ -া^৫ মা^৬ মা^৭ | মা^৮ -া^৯ মা^{১০} মা^{১১} I
জা ০ তে ০ নি র য় নি কা ০ য় নি র ০ স্ত ব

জা -পা পা পা | পা -া পা পা | দা মপা -দর্শা -গা | দা -া -া -া I
সো ০ ই ই হু ০ তো হি শি খা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

দা দা দা দা | দপা -পা মা -া | মা মা মা মা | মা -জা পা মা I
তু যা হি ত হো ০ ০ যে ০ ক টে ভ ব ব ০ ক্র ন

জা -া শ্বা সা | সা গা সা শ্বা | সা -া -গা -শ্বা | সা -া -া -া II
সো ০ ম শু তো হি নে বা তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পূর্ণ না হওয়ার স্তম্ভ তোমার দুঃখ এবং স্বপনেও তোমার সুখ নাই। বেদ বলে—বিষয়ভোগের সুখই চিরের মূল এবং উহা স্বাভাবিক সংসারের সার বস্তু পাওয়া যায় না। জীবন পলে পলে ক্ষীণ হইতেছে, দুর্লভ মনুষ্য জীবন বুখাই কাটাইতেছে। অতএব হে তুঙ্গসীমাস, তুমি সংসারের আশা ছাড়িয়া কেবল ভগবৎ ভজনা কর, কারণ কালরূপী সর্প সংসারকে গ্রাস করিতেছে।

II সা সা সা জা | -^১ জা জা জা | জা^২ -মা মা মা | মা^৩ মা মা মা I
বি ব ব হী ০ ন হু গ মি ০ লে বি প তি অ তি

জা পা পা পা | পা পা পা পা | মপা -দর্শণা -দা -^১ | পা -^২ -^৩ -^৪ I
স্ব খ স্ব প নে ঙ্গ না হি পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা -^১ পা পা পা | পা পা পা -পা | পা দা গা গা | -দা দা পা মা I
বে ০ দ ক হ ত ই স্ স্ব খ মে দু ০ খ হো ত

পা -^১ মজ্জা -জা | ঋ সা -^২ গা | সা ঋ সা -^৩ | -গসা -ঋ সা -^৪ I
সং ০ সা ০ ০ ব হা ০ ব না হি পা ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা পা পা পা | পদা -পা মজ্জা -মা | মা -পা পা পা | পা -^১ পা -^২ I
ছি ন ছি ন ছী ০ ০ ন ০ ০ গো ০ ত জী ব ০ ন ০

দা দা দা দা | দা পা -পা পা | পা -^১ পা -দপা | মপা -গদা পা -^২ I
হু র ল ভ ত হু ০ বৃ থা ০ গ ০ ০ বা ০ ০ ০ ০ ০

দা দা দা দা | -^১ পা দা পা | মা মা মা মা | -^২ জা পা মা I
তু ল সৌ দা ০ স হ রি ড জ হি আ ০ শ তা জি

জা -^১ জা জা | ঋ গা সা ঋ | সা -^২ -গসা -ঋ | সা -^৩ -^৪ I II II
কা ০ ল উ ব গ জ গ থা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি

বিরহিণী চিরবিরহিণী

তুমি যেন কোন্ পাষাণের তলে

অশ্রু স্রোতস্থিনী।

ছায়াতে ধবিয়া সুদূরের চাঁদে,

তোমার প্রেমের সাগর যে কাঁদে

অন্ধ দীপের শিখায় লিখিলে

আঁধারের কি রাগিণী ॥

ক্রৌঞ্চ বিরহ তোমার বিরহে

মিলায়ে সে কোন্ কবি

বরষা দিনের মেঘ-অরণ্যে

আঁকে আসন্ন ছবি।

ধূল্য ঢেকেছে নহে বৃকে লীনা

প্রিয়ের বিরহে তব প্রিয় বিনা

নিখিল ধরার সঙ্গিনী তুমি

তবু তুমি একাকিনী।

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

স্বর—৮হিমাংসুকুমার দত্ত, স্বরসাগর

স্বরলিপি—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গা মা মগা -। II { সা ধা সা মা । -। গা পা -। (সা -। -ধা -। -ধমা । গা মা মগা -।) } II
 বি র হি ০ গী চি র বি ০ র হি ০ গী ০ ০ ০ ০ ০ বি র হি ০

মা -। -। -। -। -। -। -। II মগা পমা গা -সা । ধা -ধা -। -মা । সা সা ধা গর্গা ।
 গী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু ০ মি যে ন কো ০ ০ ০ নু পা ষা পে র ০

র সা -। ধা -। -। II ধা -। ধা -। -। পা ধা -। পধা । সা -নর সা -ধা -ধমা ।
 ত ০ লে ০ অ ০ ঞ ০ স্রো ত ০ ষি ০ নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা মা মগা -। II
 "বি র হি ০"

II ধা^০ ধা^১ ধা^২ পা^৩ | ধা^৪ ধপা^৫ গা^৬ গমা^৭ | মগা^৮ -সা^৯ গা^{১০} -মা^{১১} | মধা^{১২} -ধপা^{১৩} -মা^{১৪} -না^{১৫} I
ছা ষা তে ধ রি যা স্ব দৃ ০ রে বৃ টা ০ দে ০ ০ ০

মা^{১৬} সা^{১৭} -না^{১৮} সর্গা^{১৯} | বর্গা^{২০} -না^{২১} সা^{২২} -না^{২৩} | সা^{২৪} সা^{২৫} -ধা^{২৬} গা^{২৭} | গর্গা^{২৮} -গর্গা^{২৯} -গা^{৩০} -সা^{৩১} I
তো মা বৃ ধ্রে মে ০ ব ০ সা গ বৃ ধে কাঁচ ০০ ০ দে

ধা^{৩২} -সা^{৩৩} সর্গা^{৩৪} মা^{৩৫} | মর্গা^{৩৬} -সা^{৩৭} সা^{৩৮} রা^{৩৯} | বর্গা^{৪০} -ধা^{৪১} পা^{৪২} ধা^{৪৩} | ধপা^{৪৪} -না^{৪৫} -মা^{৪৬} -না^{৪৭} I
অ ন্ ধ ০ দী পে ০ র শি ধা য়্ লি বি লে ০ ০ ০

ধা^{৪৮} ধা^{৪৯} ধা^{৫০} ধা^{৫১} | পধা^{৫২} ধপা^{৫৩} -না^{৫৪} -মা^{৫৫} | গমা^{৫৬} -পধা^{৫৭} -সর্গা^{৫৮} -ধপা^{৫৯} | "গা^{৬০} মা^{৬১} মগা^{৬২} -না^{৬৩}" II
অঁ ধা রে র কি ০ রা ০ গি গী ০ ০০ ০০ ০০ ০০ বি র হি ০

II {গা^{৬৪} -না^{৬৫} গা^{৬৬} মা^{৬৭} | মগা^{৬৮} সা^{৬৯} ধা^{৭০} সা^{৭১} | গা^{৭২} -না^{৭৩} গা^{৭৪} সা^{৭৫} | মা^{৭৬} -না^{৭৭} -না^{৭৮} -না^{৭৯} I
কৌ ০ ঞ্ বি র হ তো মা র ০ বি র হে ০ ০ ০

মা^{৮০} মা^{৮১} -পা^{৮২} পা^{৮৩} | পধা^{৮৪} ধপা^{৮৫} -না^{৮৬} মা^{৮৭} | সা^{৮৮} -না^{৮৯} -ধা^{৯০} -না^{৯১} | -না^{৯২} -না^{৯৩} -না^{৯৪} -না^{৯৫} I
মি লা য়ে সে কো ০ ০ ন্ ক বি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধা^{৯৬} ধা^{৯৭} ধা^{৯৮} ধা^{৯৯} | সর্গা^{১০০} -না^{১০১} -না^{১০২} -পা^{১০৩} | ধা^{১০৪} -মা^{১০৫} পা^{১০৬} রা^{১০৭} | মা^{১০৮} -না^{১০৯} মা^{১১০} -না^{১১১} I
ব র ষা দি নে ০ ০ ০ বৃ মে ০ ঘ অ র ০ গো ০

গা^{১১২} গা^{১১৩} গা^{১১৪} -পা^{১১৫} | -না^{১১৬} গা^{১১৭} -না^{১১৮} সা^{১১৯} | নুসা^{১২০} -গমা^{১২১} -পধা^{১২২} -মর্গা^{১২৩} | সা^{১২৪} -ধা^{১২৫} -না^{১২৬} -না^{১২৭} I
অঁ কে আ ০ ০ স ০ র ছ ০ ০০ ০০ ০ ০ বি ০ ০ ০

০ ধা ধা না পা। ১ ধা খপা গপা পমা। ২ গা সা গা -মা। ৩ মধা -খপা -মা -। I
ধু লা য়্ টে কে ছে ন০ হে বু কে জী ০ না০ ০ ০ ০

মা সী না সী। রসী -না সী -না। সী ধা গী গী। গর্মা -গর্মা -গী -সী I
প্রি য়ে বু বি র ০ হে ০ ত ব প্রি য় বি০ ০০ ০ না

ধা সী মী মী। মর্গী -না -না -সী। সর্গী -রর্গী সী -ধা। ধা খপা পা -মা I
নি বি ল ধ. রা ০ ০ বু স০ ০ জি নী তু ০ মি ০

ধা ধা ধা ধা। পধা খপা -না -মা। গমা -পধা -সর্গী -ধপা। “গা মা মগা -না” II II
ত বু তু মি এ০ কা ০ কি নী০ ০০ ০০ ০০ বি র হি ০

জোনপুরী

কুমারী মমতা মৈত্র, গীতঞ্জী

গাহিবার সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

ঠাট—আশাবরী (জা, দা, গা)

আরোহণ—সা রা মা পা দা গা সী;

অবরোহণ—সী গা দা পা মা জা রা সা

অবরোহণে গাঙ্গার বজ্জিত, আরোহণে সম্পূর্ণ। জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ। বাদী—ধৈবত, সমবাদী—ঋষভ।

পঞ্চ—গা দা পা দা মা পা জা রা মা পা।

জোনপুরীতে গাঙ্গারী রাগের অনেক সাদৃশ্য আছে। গাঙ্গারী এবং আশাবরী রাগের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি মনে করিলে ভুল হইবে না।

পঞ্চম স্বরকে অধিক ব্যবহার করিয়া অনেকে পঞ্চমকে বাদী স্বর করিয়া থাকেন।

তারসমূহকে ইহার তান বিস্তারাদি অত্যন্ত মধুর হয়। স্থায়ীতে দা মা পা জা রা মা পা—এইগুলি রাগপ্রকাশক স্বর। অন্তরাতে মা পা দা গা সা গা সী এইরূপ হইয়া থাকে।

জোনপুরীতে পঞ্চম গাঙ্গার স্বর সঙ্গত খুব ভাল।

স্বরবিস্তার

সা, রমা পা, পদা মপা রমা পদা মপা মজ্ঞা, রা সা মা, রা মপা দা, পা মপা
দা, নসাঁ, রঁগা দা, পা, দমা জ্ঞা, রমা পদা মপা মজ্ঞা, রা সা।

মপা দা, গসাঁ, দগা সঁরা জ্ঞা রঁগা দা, পা, মপা দা, গা, সাঁ, রঁগা দপা দা
মপা জ্ঞা, রমা পদা মপা মজ্ঞা, রা সা ॥

বিছুরা বাজে মায় ওয়ারি লো

ছুম্ ছানানান।

ইয়া হি তো মায় জাহু

পিকে অঙ্গনমে

ছুম্ ছানানান ॥

শিক্ষক—শ্রীযামিনোনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বরলিপি—গীতশ্রী মমতা মৈত্র

স্থায়ী

II + | ° | ° . | মা মা পা -১ I
বি ছ যা ০

রমপদা-মপা মজ্ঞা -১ | -সরা -১ সা -১ | মরা মা পা -১ | মা 'মা পা -১ I
বা০০০ ০০ জে ০ ০ ০ মায় ০ ওয়া বি লো ০ বি ছ যা ০

পদা -মা পা দা | গা সঁ দগসঁরা -জ্ঞা | সঁরা সঁগা দা পা | "মা মা পা -১" II
ছ ০ ম্ ছা না না না ছ০০০ ম্ ছা না না না বি ছ যা ০

অস্থায়ী

II + | ° | ° | মা মা পা দা I
ইয়া হি তো মায়

গসাঁ -১ সঁ -১ | সঁদা -১ গসাঁ -১ | দগসঁরা -জ্ঞা সঁরা সঁ | রা -গা -দা -পা I
জা ০ হু ০ পি ০ কে ০ অ০০০ ০ ক ন বে ০ ০ ০

-পদা -মা পা দা | গা সঁ দগসঁরা জ্ঞা | সঁরা সঁগা দা পা | "মা মা পা -১" III
ছ ০ ম্ ছা না না না ছ০০০ ম্ ছা না না না বি ছ যা ০

ভান

- ১। মপা দণা সর্গা জর্গা। সর্গা দপা মজ্জা রসা।
- ২। সর্গা মপা দণা সর্গা। জর্গা সর্গা দপা মপা। দণা দপা মজ্জা রসা।
- ৩। জর্গা রর্গা গদা পমা। জর্গা সর্গা মপা দণা। সর্গা দপা মজ্জা রসা।
- ৪। মর্গা পমা দপা গদা। সর্গা রর্গা জর্গা রর্গা। গদা পমা জর্গা সা।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা

(পূর্বানুভূতি)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

মুসলমান রাজত্বে সঙ্গীতের যে সমস্ত class বা বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার এবং গবেষণার অবকাশ আছে। এর মধ্যে যদিও কিছু কিছু হয়েছে—তথাপি এ বিষয়ে আরো অহুসন্ধান করা প্রয়োজন।

কবি আমীর খস্রু আমাদের সঙ্গীতে নূতনত্বের প্রথম প্রবর্তক। কাওয়ালি নামক ঢংটি তিনি ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত করেন এবং সম্ভবতঃ এর থেকেই পরে খেয়ালের উৎপত্তি হয়। আকবরের রাজত্বকালে ‘খেয়াল’ দেশী সঙ্গীতরূপে প্রচলিত ছিল—একথা আমরা আইন-ই-আকবরী থেকে জানতে পারি, স্বতরাং দেখা যাচ্ছে ধারা প্রচার করেন যে, ধ্রুপদের পরে খেয়াল রচিত হয়েছিল তাঁরা ভাস্ক ধারণা পোষণ করেন। অনেকে বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে জোয়ানপুরের সুলতান শিকি খেয়াল সৃষ্টি করেন। কিন্তু খেয়াল যে কেউ হঠাৎ সৃষ্টি করেছেন এমন কথা মনে হয় না—কাওয়ালি থেকে

ক্রমে খেয়ালের উৎপত্তির ফলে কিছুকাল খেয়াল অবজ্ঞাত ছিল কিন্তু মহম্মদ শাহ সময় খেয়ালের আবার উন্নতি হোলো এবং আজ পর্যন্ত খেয়াল লোকের কাছে বিশেষ প্রিয় হয়ে আছে।

ধ্রুপদ বা ধ্রুপদ সম্বন্ধে এখনে কিছু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন, কেননা ধ্রুপদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে। ধ্রুপদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরীতে যা আছে তা এই—

“The other kind of songs are called Deysee (or local), each place having its peculiar ones, as Dhoorpad (Dhrupad) in Agra, Gowalior, Bary and that neighbourhood. In the reign of Rajah Mansingh at Gowalior, three of his musicians, named Naik Bukhshoo, Mujhoo, & Bhaunoo, formed a collection of songs suited to the taste of every class of people. When Mansingh died, Bukhshoo & Mujhoo went

into the service of Sultan Bahadur Gujratty, and being highly esteemed by that prince, introduced into his court this kind of song.

The Dhoorpad consists of stanzas of three or four rhythmical lines of any length. They are chiefly in praise of men who have been famous for their valour for their virtue."

এ থেকে বোঝা যায় যে, ধ্রুপদ আকবরের রাজত্বে নতুন তৈরি হয় নি, এই ধরনের দেশী গানের একটি পদ্ধতি পূর্ব থেকেই চল আসছিল—কয়েকজন গায়ক একে সংগঠিত করেন মাত্র। ধ্রুপদের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে শ্রীধরজিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কথা ও সুর' গ্রন্থে যে আলোচনা করেছেন এই প্রসঙ্গে তার কিছু উদ্ধৃত করা হোলো—

“যাকে আমরা এখন দরবারী সঙ্গীত বলি তার চরম বিকাশ ধ্রুপদ, আগ্রা গোয়ালিয়র অঞ্চলের দেশী সঙ্গীত ছিল; পরে নানা কারণে দরবারে প্রবেশ লাভ করে। হয়তো আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, আকবর বাদশার দরবারে ধ্রুপদ গাওয়া হ'ত বলে একজন ঐতিহাসিক চুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। আকবর বাদশার যুগের পূর্বে ধ্রুপদ কোন দেবদেবীর মূখ থেকে নিসৃত হয়েছিল আমাদের সঠিক জানা নেই। সে সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস বিস্তর, কিন্তু প্রমাণ স্বল্প। যতটুকু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছি তার থেকে মনে হয় যে, একটা অঞ্চলের সঙ্গীত দেশী সুর-পদ্ধতি দরবারী সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল। আমরা সকলে ধ্রুপদকে শাস্ত্রোক্ত মার্গসঙ্গীত বলে ভুল করি। ধ্রুপদ যে মার্গসঙ্গীত নয় তার একটা প্রমাণ এই যে, মার্গ-সঙ্গীতের ঠাট মুসলমান যুগের কিছু পূর্বেও ছিল কনকাজী—যার পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায় দক্ষিণী সঙ্গীতে। সকলেই জানেন যে, বর্তমান পদ্ধতির ঠাট শুধু বেলাওলের। শাস্ত্রোক্ত শুদ্ধ গান্ধার এখনকার প্রায় কোমল গান্ধার

অর্থাৎ এখনকার কাফি ঠাট আগেকার শুদ্ধ সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা। অবশ্য পুরোপুরি নয়, কেননা শ্রুতি সম্বন্ধে ধারণা অনেক বদলেছে। অর্থাৎ এখন মার্গসঙ্গীত গাইতে হ'লে ধ্রুপদ গাওয়া অত্যাঁহ হবে। দক্ষিণী চালে ধ্রুপদ গাওয়া হোক্। একথা ধ্রুপদের অতি বড় ভক্তরাও বলবেন না; মোটা কথা এই যে, মান তানোয়ারের পূর্বেই অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝেই ভক্তিরসের বন্যায় মার্গ-সঙ্গীত কোথায় ভেসে চলে যায়। সেই বহুবার জনকে রাজপ্রাসাদের অন্ধনে আনলেন কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি—মান তানোয়ার, আদিল শা, আকবর এবং তাঁদের দরবারের সন্তান ওস্তাদরা। তারপর সেই রাজপ্রাসাদের অন্ধনে পবিত্র পুন্ডরিকী প্রতিষ্ঠা করলেন পুরোহিত পাণ্ডাদের দল। অনেক শাস্ত্র টীকা টিপ্পনী লেখা হল। উদ্দেশ্য নিত্যন্ত সাধু—বাদশা, রাজা রাজোয়ারা পছন্দকে দুর্কোথা ভাষার সাহায্যে শাস্ত্রের কোটায় তোলা।”

ধ্রুপদ দেশী সঙ্গীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশী হলেই যে তাকে সঙ্গীত লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার কোন মানে নেই। দেশী সঙ্গীতের অর্থে যেমন বাউল, ডাটিয়ালি বোঝায় আবার তেমনি উচ্চ শ্রেণীর কাব্যসঙ্গীতকেও বোঝায়। দেশী পদ্ধতির সব চেয়ে বড় authority মতঙ্গ তাঁর বৃহৎদেশীতে লিখেছেন—

অবলাবালগোপালৈঃ ক্ষিতিপালৈঃনিজেচ্ছা।

গীঘতে সাহুবাগেণ স্বদেশে দেশিক্রচ্যতে ॥

ক্ষিতিপাল বা রাজ্যরাজ্যভাদের কচি নিশ্চয়ই সাধারণ অবলা-বাল-গোপালদের মতো ছিল না—তাঁরা যে সব গানের সমাদর করতেন সেগুলি নিম্নশ্রেণীর ছিল না একথা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত, স্ততঃ ধ্রুপদ যদি দেশী সঙ্গীত হয়ে থাকে তবে তাকে নিম্নশ্রেণীর মনে না করাই কর্তব্য এবং আইন-ই-আকবরীতেও এ গান যে সঙ্গীত ছিল এমন কথা লেখা নেই।

ঋবপদকে মার্গসঙ্গীত বলা যায় কিনা একথা আলোচনা করবার পূর্বে আমাদের জানতে হবে মার্গসঙ্গীত কাকে বলে। মার্গসঙ্গীত বলতে আমরা আজকাল উচ্চ সঙ্গীত মনে করি - কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মার্গসঙ্গীত হচ্ছে একটা বিশিষ্ট class বা এক শ্রেণীর সঙ্গীত যা ভরতের সময় প্রচলিত ছিল।

মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে শাস্ত্র দেব বলছেন—

যোমাসিতোবিদিক্যাঠৈঃ প্রযুক্তোভরতাদিভিঃ।

দেবশ্চ পুরতঃ শম্ভোণিয়তোহুভূদয় প্রদঃ ॥

সঙ্গীতদর্পণকার বলছেন—

ক্রহিণেন যদ্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ।

মহাদেবশ্চ পুরতঃ স্তন্যার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্ ॥

অর্থাৎ ভরতমুনি দেবগণের সম্মুখে যে সঙ্গীতের (সম্ভবত অভিনয় উপলক্ষ্যে) প্রয়োগ করেছিলেন তার নাম মার্গসঙ্গীত। এই মার্গসঙ্গীতের কোন উদাহরণ আমাদের শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় না।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে আমাদের এক প্রকার বিশিষ্ট সঙ্গীত পদ্ধতির কথা জানিয়েছেন— সেটি হচ্ছে “ঋবা”— সম্ভবত এটি উল্লিখিত মার্গসঙ্গীতের অগতম। প্রকৃত অভিনয় আরম্ভ হবার আগে পূর্বরঙ্গের অস্থান হোতো—এই অস্থানের অঙ্গ ছিল উনিশটি তার মধ্যে নয়টি হোতো যবনিকার অন্তরালে এবং প্রকাশ্যে দশটি হতো—ঋবা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকাশ্য সঙ্গীতস্থান। এই ঋবাগান স্বরতাল এবং পদযুক্ত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে আছে—

যংকিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্।

নিবন্ধকানিবন্ধকং তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্ ॥

অতালক সতালকং দ্বিপ্রকারকং তদুভয়েৎ।

সতালকং ঋবার্থে নিবন্ধং তচ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥

বস্ত্রবা করণোপেতং সর্বাতোচ্ছাত্তং প্রকম্।

অতালমনিবন্ধকং পদং তু জ্ঞেয়মেব চ ॥

মার্গসঙ্গীতেও নিবন্ধ ও অনিবন্ধ দুটি ভেদ ছিল।

মতঙ্গমুনি বৃহদেদ্বীতে মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে বলছেন—

নিবন্ধশ্চানিবন্ধশ্চ মার্গোহয়ং দ্বিবিধো মতঃ।

আপ্পাপাদি (?)। নবন্ধো যঃ স চ মার্গঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

মতঙ্গ দেশী সঙ্গীতের লক্ষণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে মার্গ কথাটার উল্লেখ করেছেন—এতে মনে হয় “মার্গ” কথাটাও তিনি দেশী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যাই হোক, এখন বোঝা গেল ঋবপদ না হলেও ঋবাপদ বলে এক শ্রেণীর গান অতি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল এবং এটি ছিল একটি মার্গসঙ্গীত।

পূর্ব উদ্ধৃতিতে মার্গসঙ্গীতের শুদ্ধ ঠাটের বিষয় বলা হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রাদিতে মার্গসঙ্গীতের কোন ঠাট দেওয়া নেই—দেশী রাগাদিরই ঠাট দেওয়া আছে। সুতরাং শুদ্ধ ঠাট বলতেও আমাদের দেশী সঙ্গীতের শুদ্ধ ঠাটই বুঝতে হবে। ঋবপদ গাইতে হলে যে শুদ্ধতার আবশ্যক সেটা হচ্ছে পদ্ধতির শুদ্ধতা—কেবল মাত্র শুদ্ধ ঠাটেই ব্যবহার করতে হবে এমন বাধাবোধ নেই। তানসেন নিজেই শুধরোগে variation গ্রহণ করেছেন।

ভরত প্রবর্তিত গীতাদির পর আমাদের দেশে এল প্রবন্ধসঙ্গীতের যুগ। বহু প্রকার প্রবন্ধসঙ্গীত মতঙ্গ-মুনির সময় প্রচলিত ছিল কিন্তু ধাতু স্বাধা বদ্ধ প্রবন্ধ সঙ্গীতের কথা মতঙ্গ বলেন, এটিব উৎপত্তি হয় আরও পরবর্তীকালে। পরবর্তী সব শাস্ত্রকারই উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ঋব এবং আভোগ—প্রবন্ধসঙ্গীতের এইচারিটি ধাতু বা কার উল্লেখ এবং বর্ণনা করেছেন। ‘ঋব’ নামক এই কথাটি নিশ্চয়ই পূর্বে প্রচলিত ছিল এবং যদি আমরা অনুমান করি ভর-তোক্ত ঋবা সঙ্গীত থেকেই এটি প্রবন্ধ সঙ্গীতে এসেছে তবে হয়তো অসঙ্গত হবে না, কেননা প্রাচীন যুগে ঋবার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল, সুতরাং এ সঙ্গীতটি পরবর্তীকালে একেবারে লুপ্ত হয়ে না যাওয়াই সম্ভব। অবশ্য শাস্ত্রাদিতে ‘ঋব’ এই কথাটা কোথা থেকে এল জানা যায় না—কিন্তু

—নাট্যশাস্ত্র (২৮ অধ্যায়)

স্বরলিপি

মিশ্র-কাফ

কাল রজনীতে তোমারে শোনাতে গেয়েছি কত গান,
সে গানে আমার ব্যথা ছিল শুধু ছিলনাকো অভিমান।
আমি গিয়েছি তোমারে জানাতে,
হৃদয়ের কথা পারিনি শুধাতে,
গানে গানে তাই সে কথা আমার তুলেছিল অভিযান।
আজি প্রাতে দেখি সে গানে আমার ওঠেনাকো ভরে প্রাণ
রজনীর শেষে স্নান হয়েছে কী রজনীতে গাওয়া গান।
বিদায় বেলায় সে কথা আমার
অক্ষুট রয়ে গেছে বারে বার,
সে কথা আজিকে মরমের মাঝে কেন তোলে নব তান।

কথা—শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশচীন মিত্র, বি. এস. সি.

II সা -গা গা গা | গমা -গা মা -। I পা সঁ সঁ সঁ | গরা -সঁসঁ গা -দা I
কা ল র জ নী ০ তে ০ তো মা রে শো না ০ ০০০ তে ০

পা পা -গদা পা | মগা -। সা রা I গমা -। -। -। -। -। -। -।
গে যে ০০ ছি হু ০ ক ত গা ০ ০ ০ নু ০ ০ ০ ০

মা জা রা জা | রসা -। -। -। I সা রজরা সা গা | সরা -জমজা রা -সা I
সে গা নে আ মা ০ ০ ০ র ব্যা ০০ ছি ল শু ০ ০০০ ধু ০

সা গা মা পা | ধা গা সঁ -সঁধা I -। -। -। -। -। -। -। -। II
ছি ল না কো অ ভি মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ নু ০ ০

গেয়েছি কত গান... ইত্যাদি।

II মা ধা ধর্মা সর্মা | সর্মা-না বর্মা -। I সর্মা র্মা সর্মা গা | গর্মা-বর্মা গা-ধা I

আ মি গি ০ যে ছি ০ হু ০ তো মা রে জা না ০ ০০ তে ০

ধা গা ধা পা | পণা-দণা দপা-মা I জ্ঞা রা:সা গা | গসরা-জ্ঞমজ্ঞা রা-সা I

হু দ যে ব ক ০ ০০ থা ০ পা রি নি শু ধা ০ ০০০ তে ০

মা ধা গা র্মা | র্মা-জ্ঞর্মা যজ্ঞর্মা র্মা I সর্মা র্মা সর্মা গা | গর্মা-বর্মা-গা-ধা I

গা নে গা নে . তা ০ ০০ ই ০ সে ক থা আ মা ০ ০০ ০ ব

ধর্মা সর্মা -সর্মা গা | ধা -। মা পা I পধা-সর্মা-গা-। -। -। -। -। II

তু ০ লে ০ ছি ল ০ অ ভি ষা ০ ০ ০ ০ নু ০ ০

গেয়েছিহু কত গান...ইত্যাদি।

II সা রা ধা গা | সরা-জ্ঞমজ্ঞা রা-সা I সা গা মা পা | মগা-বর্গা -। -। I

আ ছি প্রা তে দে ০ ০০০ থি ০ সে . ন আ মা ০ ০০ ০ ব

মা পা -সর্মা গা | পা -। মা পা I মগা-বর্গা-মা-। -। -। -। -। I

এ ঠে ০ না কো ০ হ রে প্রা ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মা পা দা -। | পমা-বদা মা-পা I সর্মা-বর্মা দা দা | পণা-বদা পমা -। I

ব জ নী ব শে ০ ০০ যে ০ মা ০ ০ ন হ যে ছে ০ ০০ কি ০

মা মা -মা গা | পমা-। সন্ধা গন্ধা I সা -। -। -। -। -। -। -। I

ব জ ০ নী তে ০ গাও যা ০ গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ নু ০ ০

মা সর্মা-সর্মা বদা | সর্মা -। -। -। I মা ধা গা সর্মা | সর্মা-জ্ঞর্মা-জ্ঞর্মা-জ্ঞর্মা I

বি দা য় বে ০ লা ০ ০ য় যে ক থা আ মা ০ ০০ ০ ব

জ্ঞর্মা-মর্মা মর্মা মর্মা | র্মা-জ্ঞর্মা সর্মা -। I মা পা দা বর্গা | পা-বদা দা -। I

অ স ফু টি ব ০ যে ০ গে ছে বা বে বা ০০ বা ব

সর্মা সর্মা সর্মা গা | গর্মা-বর্মা গা-ধা I ধা গা পা মা | জ্ঞমা-পমা ঋজ্ঞা-সা I

সে ক থা আ ছি ০ ০০ কে ০ ম ব মে ব মা ০ ০০ বে ০ ০

গা সা -গা গা | গা-গা মা পা I গা-মা -। -। -। -। -। -। -। II II

কে ন ০ তো লে ০ ন ব তা ০ ০ ০ ০ নু ০ ০

সে গানে আমার ব্যথা ছিল...ইত্যাদি



সেতার শিক্ষা

মারোয়া—দ্রুত-ত্রিতাল

মারোয়া ঠাটের রাগ ব্যবহার—খ, ক। পঞ্চম—বর্জিত। বাদী—রেখাব, সধাদী—ধৈবত।
জাতি—খাড়ব-খাড়ব। আরোহণ—সা খা গা ক্কা ধা, নধা সা, অবরোহণ—সাঁ, নধা, ক্কাগা, খা সা।

রচনা—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

স্বরলিপি—স্বরশ্রী নীরা বিশ্বাস

স্তায়ী

II ধা⁺ -ধা^৩ ক্কা ধা^৩ -ধা^৩ ক্কা গা^০ ক্কা^১ | গা^০ গগা^১ ক্কা^১ ধক্কা^১ | ক্কা^১ গা^১ ঃসং সা I
ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ বাডা ব ডা

মান্বা

ননা⁺ ধধা^৩ না^৩ ক্কা^৩ | -না^৩ ধধা^৩ সা^০ সা^০ | গা^০ ক্কা^১ গগা^১ ক্কা^১ | গা^১ ক্কা^১ ঃসং সা II
ডিরি ডিরি ডা ডা ০ বাডা ডা রা ডা রা ডিরি ডিরি ডা ডা রা ব ডা

অস্তর

II ধা⁺ -ধা^৩ -ক্কা^৩ -না^৩ | ক্কা^৩ ধধা^৩ সা^০ সা^০ | সা^০ ক্কা^১ গগা^১ ক্কা^১ | গা^১ ক্কা^১ ঃসং সা I
ডা রা ডা ০ ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডিরি ডিরি ডা বাডা ব ডা

ধসাঁ⁺ -না^৩ সসাঁ^৩ নক্কা^৩ | -না^৩ ননা^৩ ধা^৩ ক্কা^৩ | গা^০ ক্কা^১ ধধা^১ ক্কা^১ | গা^১ ক্কা^১ ঃসং সা II
ডা ০ ০ বডা ডা ০ ০ বডা ডা রা ডা রা ডিরি ডিরি ডা বডা ব ডা

—সংবাদ—

আন্তর্বিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

বিগত ৩০শ, ৩১শ ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে এক বিরাট সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে আগ্রা, পাটনা ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কতিপয় সঙ্গীতকুশলী ছাত্র ও ছাত্রী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাননীয় কাশিম-বাজারাদিগতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দা মহোদয় অস্থগানের শৌর্যোহিত্য করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাট্টু ইহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন কার্যসূচী অস্থগিত হইবার পর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ-সঙ্গীতের মধ্যে খেয়ালের প্রতিযোগিতা লওয়া হয়। ইহার পর ভজন ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। পর বিবস সেতার ও তবলার প্রতিযোগিতা সুস্থিত হয় এবং ১লা জানুয়ারী পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছিল।

তানসেন সঙ্গীত সঙ্কল

গত ৩০শে ডিসেম্বর হইতে ১লা জানুয়ারী উক্ত সঙ্কল প্রত্যাধিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অস্থগান হয়। এই উপলক্ষে ৩০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় এক উদ্বোধন সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি বিশেষ কার্যাবগতঃ বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উক্ত আসনে আহ্বান করা হয়। ডাঃ কালিদাস নাগ মহোদয় এই সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সবিতা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর সঙ্কল অস্থগতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর চারিটি অধিবেশনের মধ্য দিয়া সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা হয়। কলিকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীগণ এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জলসাঘর

গত ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় মহাবোধি সোসাইটি হলে জলসাঘরের মাসিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ভারতের কোকিলকণ্ঠী গায়িকা শ্রীমতী হীরাবাসী-এর কণ্ঠসঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে তিনি একাদিক্রমে খেয়াল, তারানা, ঠুংরী ও ভজন গান করিয়া যে সঙ্গীত রস পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা অনবদ্য। বহুকাল পরে তিনি কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন এবং এই সুযোগে তাঁহার গীত শ্রবণ করিবার সুযোগ কলিকাতাবাসী সঙ্গীতরসিকদের ঘটিয়াছিল। জলসাঘরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া জলসাঘরের সভ্যমণ্ডলীকে এই ভারতপ্রসিদ্ধা গায়িকার সঙ্গীত শ্রবণের সুযোগ দান করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই অস্থগানে একমাত্র শ্রীমতী হীরাবাসীর গীত শ্রবণের সুযোগই আমাদের হয় নাই, তাঁহার কণ্ঠসঙ্গীতের সহিত বেহালা যন্ত্রসহযোগ করিয়াছিলেন পণ্ডিত ভি, জে, যোগ এবং তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তবলা-বাদক উত্তাদ সামহুদ্দিন খাঁ সাহেব। বলা বাহুল্য, এমন সময় ও সহযোগ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনে খুব কমই দেখা যায়।

শিল্পীর সম্মান

সম্প্রতি উড়িষ্যা মাননীয় প্রদেশপাল কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অরোদী শ্রীযুক্ত শ্রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সদলবলে কটক গিয়াছিলেন। তাঁহার এই আমন্ত্রণ ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপাল আচার্য্য মহোদয়ের উড়িষ্যা সফর উপলক্ষেই হইয়াছিল। গত ১লা ডিসেম্বর রাত্রি আট ঘটিকায় প্রদেশপালের প্রাসাদে শ্রামবাবু স্ববোধ বাজান। তাহার পরদিবস আর একটি অধিবেশন হয় তাহাতে মহামান্য রাষ্ট্রপাল সদলে যোগদান করেন এবং শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাদনকৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার তবলা সহযোগী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বসুকে দুইটি রৌপ্যপদক দান করেন।

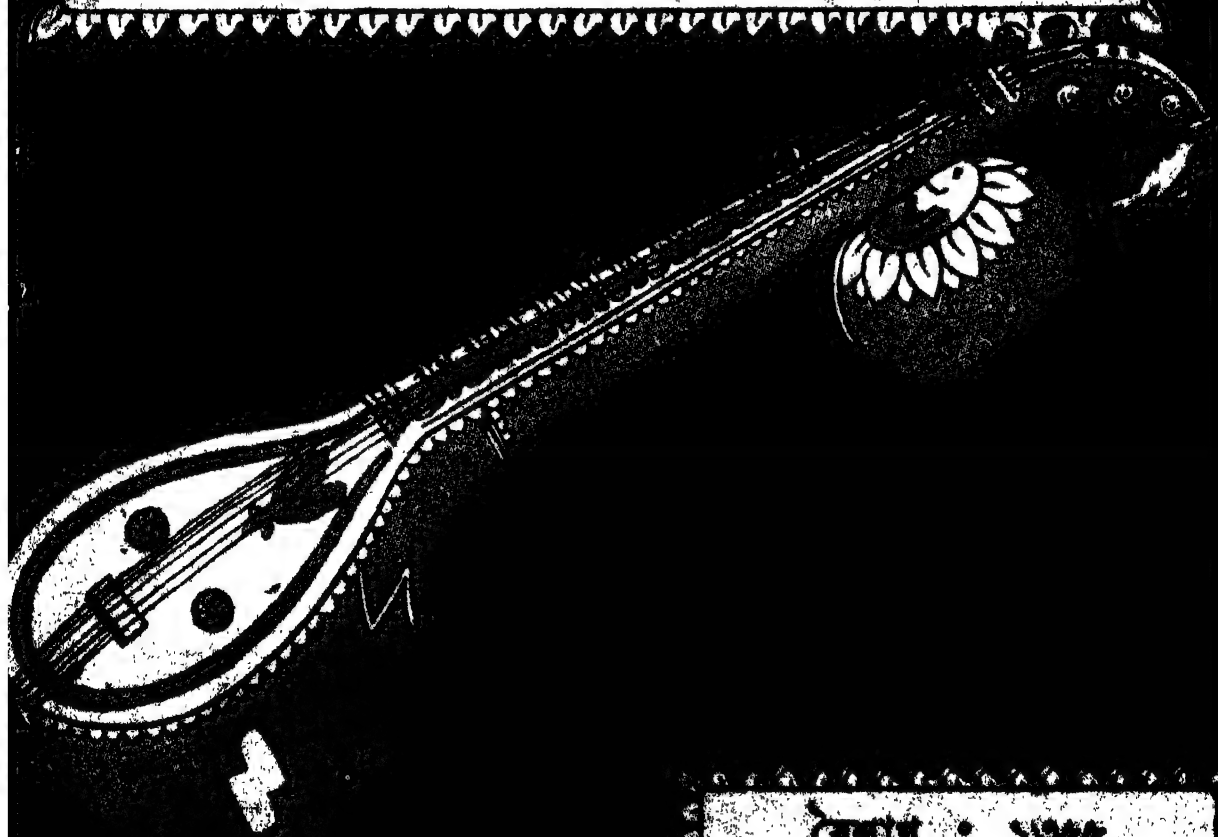
সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

অধ্যাপক—শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু, এম্-এ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ

ପ୍ରବେଶିକା



ବିକାଶ : ୧୭୫୫

ମାସିକ : ୩୦

ପ୍ରତି ମାସ : ୮/୯

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ও রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৫শ বর্ষ, সন ১৩৫৫ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধানকগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
নাট্যোরাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রী হারিশঙ্কর পাল কে-টি
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম. এ, ডি-লিট (প্যারিস)
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার টেট)
মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণাকার) সাহেব
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
শ্রীযুক্ত দুর্গাশ্রম স্বাভিত্তারতী
শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

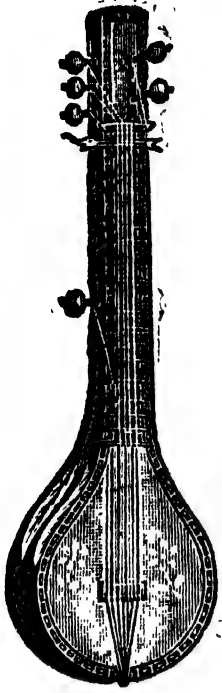
মিসেস কে, সি, দে
শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী
শ্রীযুক্তা বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী
শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসিক
শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ অমিয়নাথ সাক্তাল
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মন্ডিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এন্সি
শ্রীযুক্ত স্বপ্নকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

আন্তর্বি
বিগত
কলিকাতা
সঙ্গীত প্রা
কলিকাতা
ছাত্রী অং
বাঙ্গারাদি
গৌরোহিত
ডাঃ কৈলা
বিভিন্ন
কণ্ঠ-সঙ্গীতে
কর। ইহা
হইয়াছিল
গৃহীত হয়
হইয়াছিল

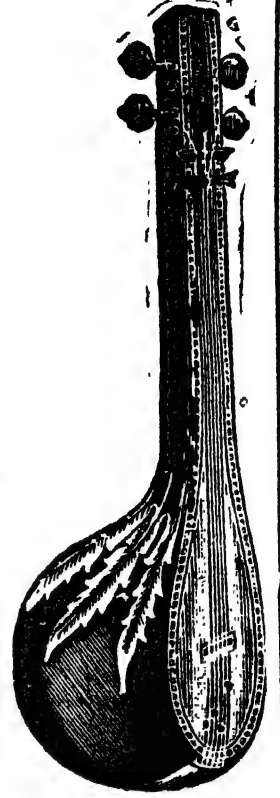
গত ৬
প্রতিবাধি
উপলক্ষে
উদ্বোধন
বীরেন্দ্রকি
কথা ছিল,
ইওয়ায় ই
আসনে অ
এই সভা
সবিতা মু
পর সে
বন্দ্যোপা
অতঃপর
বিষয়ের
বিশিষ্ট
আসন প্র

আধুনিক রুচিসম্মত সর্ববিধ তারের

—বাদ্যযন্ত্র—



অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা নিৰ্মিত
সেতার, এস্রাজ, তানপুরা,
উচ্চাঙ্গের তরফদার - সেতার,
স্বরোদ প্রভৃতি তারের যন্ত্র সকল
সময়ে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।



তরফদার সেতার— ১১টি তরফ তার, ৭টি কান, ২টি লাউ ৩২", ডাণ্ডি,
পদ্ম নিকেল উৎকৃষ্ট উপাদানে বিশিষ্ট

কারিকর দ্বারা প্রস্তুত— ২০০/-

এ

—স্পেশাল কোয়ালিটি, ৩৩" ডাণ্ডি, পদ্ম নিকেল

হংসমুখযুক্ত, ওস্তাদদিগের ব্যবহারোপযোগী— ২৫০/-

অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের জন্য পত্র লিখুন

আর, বি, দাস

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী, বি. এল. প্রণীত

সঙ্গীতের কয়েকখানি অমূল্য অবদান

- ১। তারের স্বপ্ন—১৪টি সবিস্তার গৎ ও সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ২। সুর-সারথি ৮১টি রাগের আলোচনা ও স্বর-বিস্তার।
- ৩। তারের বাংকার—সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনা, ৪০টি সবিস্তার গৎ এবং যে সকল রাগের গৎ দেওয়া হইয়াছে উহাদের রাগ-বিচার এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ৪। সুরের স্বপ্ন—২৪টি রাগের সম্পূর্ণ ও সবিস্তার আলাপ।

—প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকার
“ভবানীপুর লজ”
ময়মনসিংহ

আর, বি. দাস
৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা

ভারতীয় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকদের
জীবনের গীতি-আলেখ্য। বাংলা গীতি-কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব
প্রচেষ্টা। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়।

মা নু য়ে র . জ য় গা ন

(প্রথম বর্ষ)

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীরবীন্দ্র নাথ

দ্বিতীয় পর্বে নীত্বই প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক : এন, এম, রায়চৌধুরী লিমিটেড

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা

শ্রীনির্মলকুমার চট্টরাজ সম্পাদিত
বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত ও কথা-সাহিত্য সিরিজ
“সর্বমঞ্জরী” মালার ত্রৈমাসিক পুস্তক

২১ সুরমঞ্জরী ২১

[ঋষিজ্ঞানসন্দীপ্ত সকল ভাষা ও অঙ্গের অপূর্ব]

—সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সংকলন—

সাহিত্য রসাস্বাদনপূর্বক প্রকৃত সঙ্গীত সাধনা করিতে
হইলে সত্তর আট আনার Postal Stamp পাঠাইয়া
ইহার ২য় ভাগের নমুনা গ্রহণ করুন।

“কেদার-কুটির”—পো: নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ (বেঙ্গল)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশল

কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী প্রণীত

সুরের বর্ণা—১৯/০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাঁট,
আলাপ প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

আর, বি. দাস—কলিকাতা

অর্ডার দিবার কালীন অল্পগ্রহপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন

—ভারতীয় সংগীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত

রাগালাপ—৩

(রাগের আলাপ ও তাহার ঔপপত্তিক বিষয়ের একমাত্র পুস্তক)

সুরশিল্পী পঞ্চজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিকা (১ম)—২৥০

ঐ (২য়)—২৥০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও
সুপ্রসিদ্ধ গীতিকার শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

রাগসংগীত (বাংলা ও হিন্দী)—২

এই পুস্তকে প্রসিদ্ধ সেনী-ঘরানার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও গীতি-
কার বিনয়ভূষণের বাংলা ক্লাসিক গানের অপূর্ণ সমাবেশ।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২৥০

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

সুরের লিখন—২৥০

কথা : গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য

সুর ও স্বরলিপি : কুমার শচীন্দ্র দেববন্দ্য

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্যে ও শচীন্দ্রবাবুর

সুরনৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)

শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিভিন্নগণ্যস্ত অভিনব পুস্তক)



বি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

“গিনি হাউস”

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলংকারাদি এবং রোপ্যের বাসনাদি নিৰ্মাণীভা।

১৩১ বঙ্কবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ অফিস—হজরৎগঞ্জ



একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার
দিলেও অতি যত্নের সহিত সত্ত্বর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোষ্টে সর্বত্র গহনা
পাঠাই।

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য আছে এরূপ অনেকগুলি নূতন দোকান
হইয়াছে। তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এজ্ঞে আমাদের
নবনির্মিত দোকান “গিনি হাউস” নামে অভিহিত ও রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে। আশা
করি, গ্রাহকগণ আমাদের দোকানে আগমন করিবার সময় অথবা আমাদের দিকে পত্রাদি
লিখিবার সময় অল্পগ্রহ প্রকাশে “গিনি হাউস” নামটি স্মরণ রাখিবেন।

আমাদের অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।

টেলিফোন নং ৯০ বঙ্কবাজার।

ক্যাটালগের জন্ম পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম :—গিনিহৌস

জগন্নাথী অর্থসঙ্কট প্রবৃক্ত আমাদের বর্তমান ১৭ নং এবং ১৭ক নং ক্যাটলগে যে মজুরী নির্দিষ্ট আছে,

তাছাড়া অপেক্ষাও প্রায় সমস্ত গহনারই মজুরী কম করা হইয়াছে।

অর্ডার দিবার কালীন অল্পগ্রহপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন

সূচিপত্র

১। বৈদিক সংগীতের রূপ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	১
২। স্বরলিপি—শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪
৩। স্বরলিপি—শ্রীজগৎ ঘটক	৫
৪। গান—শ্রীশান্তনীর দাশ	৬
৫। অষ্টাদশ কানড়া—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭
৬। স্বরলিপি—শ্রীশচীন মিত্র	১০
৭। সেতারের গং—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	১৩
৮। হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীতের ব্যাকরণ— শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৫
৯। প্রসিদ্ধ বীণকার মিশ্র সিংহী শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
১০। সংবাদ	২০

সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

গ্রাহকদিগের নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০/-। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০।
ষাণ্মাসিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্য্যাদ্যক্ষ, সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই নামে লিখিতে হইবে।

ভূতপূর্ব মণিপুরাধিপতির সভাগায়ক

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি. এ. কৃত

মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাইয়ের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট আছে। মূল্য—২/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

আর, বি, দাস—কলিকাতা

সুবিখ্যাত বাংলা গানের স্বরলিপি পুস্তক প্রণেতা সংগীতসুধাকর

শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়ের

বাংলার খ্যাতনামা গুণীন্দ্রের উচ্চ প্রশংসিত নব প্রকাশিত

গানের মুকুল

ও

সুর বাণী

মূল্য—যথাক্রমে ১।।০ ও ৩/-

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরিকাধিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

সুর-বাণী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ মিশ্র রাগ-রাগিণী সমন্বিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিয়াল্লিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

আর, বি, দাস —৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অর্ডার দিবার কালীন অমুগ্রহপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন।



পঞ্চবিংশ বর্ষ

বৈশাখ—১৩৫৫ সাল

প্রথম সংখ্যা

বৈদিক সংগীতের রূপ *

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বৈদিক সংগীতের রূপ কি অর্থাৎ কাকে আমরা ঠিক ঠিক বৈদিক সংগীত বলতে পারি এ সম্বন্ধেই আপনাদের কাছে আমি সামান্য ভাবে আলোচনা করব। তানসেন সংগীত সম্মিলনের কর্তৃপক্ষগণ আমাদের এ সভায় সংগীত সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্তে সত্যি আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং অন্তরের সংগে ধন্যবাদও জানাচ্ছি। এই অধিবেশন-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত কুমার শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়, যিনি শুধু সংগীত নয়—তন্ত্র, দর্শন, সাহিত্য ও অজ্ঞাত

শাস্ত্রেও যথার্থ জ্ঞানবান ও বিশেষ পাবদশী। আজকের এ অধিবেশনে আমায় বলার সুযোগ দেবার তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা, এজন্তে অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ আমি তাঁকে জানাচ্ছি।

বৈদিক সংগীতের ভিত্তি সামবেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তার সকল মর্মকথা ব্রাহ্মণ, সংহিতা, শিক্কা ও প্রাতিশাখ্যগুলির ভেতর রয়েছে। আলোচনার অভাবে সাধারণ সমাজে বৈদিক সংগীতের অভিজ্ঞতা এক রকম লোপ পেয়েছে বলতে হবে। তাছাড়া ভারতীয় সংগীতের ধারাবাহিক একটি ইতিহাস আমাদের নেই আর সে ইতিহাস-রচনার প্রচেষ্টাকেও আমরা ঠিক বরণ করতে চাই না। তাই বেশীর ভাগ জিনিসই বিশ্বস্তির গর্ভে লুকিয়ে রয়েছে—যদিও একেবারে নষ্ট হয়নি।

* তানসেন সংগীত সম্মিলনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল ইণ্ডিয়া তানসেন সংগীত সম্মিলন-এর চতুর্থ দিনের (২৯শে মার্চ, ১৯৪৮) অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

বৈদিক সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বৈদিক যুগে সংগীতের রূপ ও বিকাশ কি রকম ছিল সেটাই আমাদের জানতে হবে। শুধু তাই নয়, বৈদিক যুগের সংগীত আলোচনা করতে গেলে বৈদিক যুগ সম্বন্ধেও আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। ঋগ্বেদের রচনা-কাল থেকে বৈদিক যুগের ইতিহাস আরম্ভ, যেমন বর্তমান ইতিহাসের বয়স নির্ধারণ করি আমরা বুদ্ধদেবের জন্মের দিন থেকে। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনা-কাল নিয়ে এখনো পণ্ডিতদের ভেতর মতভেদও বড় কম নেই। মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসস্থল আবিষ্কৃত হবার পরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা সন্ধান আমরা পেয়েছি আর ঐ ধ্বংসস্থলের ভেতর সংগীতের যন্ত্র বাঁশী, নৃত্যশীলা নারীমূর্তি প্রভৃতি যা পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতায়ও সংগীতের অল্পশীলন অব্যাহত ছিল। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের তার ঐতিহাসিকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে এখন বৈদিক যুগের সংগীতের সম্বন্ধে খবর দেওয়াই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আসলে ভারতের ইতিহাস এখনো মৃত্তিকাগর্ভেই লুকোনো রয়েছে। বিদেশীশাসনের নাগপাশ সত্য নিকলন করার পক্ষে এতদিন অন্তরায় ছিল, এখন স্বাধীনতার অরুণোদয়ের সংগে লুপ্ত যা-কিছু, অসম্ভব যা-কিছু সবই সম্ভাবনার আশা ও আলোক নিয়ে আবার ফিরে আসবে। সকল জিনিসের সংগে সংগে সংগীতের লুপ্ত রত্নরাজিরও আবার উদ্ধার সাধন হবে আমরা আশা করি।

বৈদিক সংগীত বলতে সামগান ও তার রূপভেদকে বুঝতে হবে। ঋক্‌ছন্দগুলির ওপর স্বর তথা সুর বোঝনা ক'রে সামগানের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সামগান বা বৈদিক সংগীত সম্বন্ধে জানতে হলে তাই সামবেদের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা দরকার।

সামবেদের রূপ প্রথমতঃ দুটি—পূর্বাচিক ও উত্তরাচিক। এই পূর্বাচিক ও উত্তরাচিকের ভেতর কোনটা

প্রাচীন এ নিয়ে পণ্ডিতদের ভেতর মতভেদ আছে। মনীষী কালাও উত্তরাচিককেই আদি ও প্রাচীন বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এই পূর্বাচিক ও উত্তরাচিকের আবার দুটি দুটি ভাগ আছে। যেমন পূর্বাচিকের ভাগ গ্রাম্য-গেয়গান ও অরণ্যগেয়গান, আর উত্তরাচিকের ভাগ উহ ও উছ। এ ছাড়া স্তোত্র, স্তোম ইত্যাদি আরো সাংগীতিক সাধনাংশ আছে যেগুলি সামগান তথা বৈদিক সংগীতের অন্তর্ভুক্ত। মনীষী কালাও এ বিভাগগুলিকে একটু ভিন্ন রকমের করেছেন, যেমন সামবেদকে সংহিতা ও গান এই দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করে সংহিতায় পূর্বাচিক, আরণ্যক সংহিতা ও উত্তরাচিক, আর সামগানে গ্রাম্যগেয়, অরণ্যগেয়, উহ ও উছগানকে অন্তর্নিবেশ করেছেন। তাছাড়া এগুলির একটা পারস্পর্য বা ক্রমিক বিকাশ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন উত্তরাচিক আগে, তার পরে পূর্বাচিক ও আরণ্যক সংহিতা ও তার পরে গ্রাম্যগেয়, অরণ্যগেয়, উহ ও উছগানের বিকাশ হয়েছিল।

বৈদিক সংগীত সামগানের কতকগুলি আবার বিভাগ বা অংশ ছিল যেগুলির সমবায় পূর্ণ রূপ তার গড়ে উঠত। সেই অংশগুলির নাম হ্রম, প্রস্কা, উদ্‌গীথ, প্রতিহার উপদ্রব, নিধান ও প্রণব। এগুলির পরিচয় দিলে বলতে হয় (১) স্বরযোগে ঋক্‌ছন্দ আবৃত্তির প্রথমেই 'হ্রম' শব্দটি যাজ্ঞিক পুরোহিতেরা উচ্চারণ করেন, (২) প্রস্কা অর্থাৎ প্রস্তোতৃগণ সামগান আরম্ভ হবার গোড়াতে যা গান করেন, (৩) উদ্‌গীথ অর্থাৎ উদ্‌গাত্রী যা উদ্‌গানকারীরা যে সুর আবৃত্তি করেন, (৪) প্রতিহার অর্থাৎ প্রতিহাত্রীরা সামের তৃতীয় চরণের শেষে যে সংগীত গান করেন, (৫) উপদ্রব অর্থাৎ উদ্‌গানকারীরা সামগানের তৃতীয় চরণের শেষে যা গান করেন, (৬) নিধান অর্থাৎ যাজ্ঞিক পুরোহিতেরা সামের শেষের দিকে যা গান করেন, আর

(৭) প্রণব অর্থাৎ ওংকার গান। এই সাতটি অংশ সামগান তথা বৈদিক সংগীতের বেলায় অপরিহার্য।

সামগান তথা গ্রামেগেয় গান, অরণ্যেগেয় গান, উহ, উহ্য প্রভৃতি গান যে বৈদিক সংগীত সে কথা আগে বলেছি। কিন্তু সামগানেরও ঐতিহাসিক বিকাশ আছে যা আমাদের জানা দরকার। সাধারণতঃ সামিক যুগের গান, গাথা বা গীতিকেই সামগান বলে। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিতে এদের ক্রমবিকাশের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ও দত্তিল সামগানের বিকাশ নিয়ে বেশী মাথা ঝামাননি, কেননা তখন মার্গ অথবা গান্ধর্ব ও দেশী সংগীতের প্রচলন বেশী ছিল, বৈদিক সামগান সংগীত-সমাজের অপরিহার্য শিক্ষা হিসাবে একরকম লোপ পেয়ে গিছিল, আর যা ছিল সম্প্রদায় অর্থাৎ সামগদের ভেতরে—তা মাত্র সীমান্ত ছিল, আর সাধারণ সমাজ মার্গ ও দেশী সংগীতের দিকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢলে পড়েছিল। এজন্তে দেখা যায় ভরত সামগান তথা বৈদিক সংগীত নিয়ে বেশী সময় নষ্ট করেন নি, বরং গান্ধর্বের পরিচয় ও জাতিগানের বিশ্লেষণ নিয়ে বেশী আলোচনা করেছেন।

সামগানের ক্রমবিকাশের ভেতর দেখা যায়—স্বরের নৃষ্টি ও গতি একটি থেকে ক্রমশঃ সাতটিতে গিয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। অনেকে মন্তব্য করেন যে, সামগানে মাত্র চাব অথবা পাঁচটি স্বরের সমাবেশ ছিল। যেমন প্রাচীন গ্রীকদের গানে ও বর্তমান চীনাংগীতে রয়েছে। কিন্তু সেটা ঠিক কথা নয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করলেও একথা জানতে বাকী থাকে না। তাছাড়া আর্চিক, পাণ্ডিক, সামিক গানেরও স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে এবং এরা পঞ্চস্বরমূর্তি ওড়ব গান বা সংগীতের অনেক আগেকার বিকাশ। মোট কথা বৈদিক সমাজে সংগীতের স্বরের ক্রমবিকাশ হয়েছিল। একটি স্বর থেকে সাতটি স্বরের বিকাশ থাকত। এই যে বিকাশের স্তর অথবা গানগুলির নাম আর্চিক পাণ্ডিক সামিক স্বরাস্তর

ওড়ব ষাড়ব ও সম্পূর্ণ। একটি মাত্র স্বর দিয়ে যে গান গাওয়া হত তার নাম আর্চিক। পাণ্ডিক তথা পাণ্ডাগানে থাকত দুটিমাত্র স্বরের সমাবেশ। সামিকে তিনটি, স্বরাস্তরে চারটি, ওড়বে পাঁচটি, ষাড়বে ছটি ও সম্পূর্ণে সাতটি স্বরের বিকাশ থাকত। এই যে বিকাশের স্তর এদের ভেতরই কিন্তু ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের মর্মকথা লুকানো রয়েছে। বর্তমান সংগীতে আমরা কেবল ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণের সংগে পরিচিত, কিন্তু তারও আগেকার বিকাশগুলির ভেতর যে ইতিহাসের একটা পাত্রস্পর্শ ও ধারা আছে, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ লক্ষ্য করি নি। তারপর এই যে সাতস্বরের ক্রমবিকাশ হয়েছিল এরা এক একটি যুগ বা কালিক স্তরও নৃষ্টি করেছিল। বৈদিক সংগীত আমরা যাদের বলতে যাচ্ছি তাদের লীলায়িত গতি এই আর্চিক থেকে সম্পূর্ণ যুগ পর্যন্তই প্রসারিত ছিল। তবে তার স্পষ্টতর রূপ সামিক থেকে সম্পূর্ণ যুগের ভেতরই আমাদের চোখে বেশী পড়ে।

বৈদিক সংগীত সামগানে সাতটি পর্যন্ত স্বরের প্রচলন ছিল। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিতে এর নজির আছে। সামাপ্রাতিশাখ্য পুস্তক্রে উল্লেখ করা হয়েছে,

‘এতৈর্ভাবস্ত গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্ পৃথক্।

পঞ্চস্বৈব তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু।

সামানি ষট্শু চান্যানি সপ্তস্ব ধ্ব তু কোথুমাঃ ॥

‘সর্বাঃ শাখাঃ’ কথাগুলির জন্যে বৈদিক যুগে মনুষ্য সমাজেও যেমন দেব, রীক্ষস ও মনুষ্য অথবা দেবতা গান্ধর্ব ও মনুষ্য এই তিনটি ভাগে অর্থাৎ communityতে বিভক্ত ছিল, বৈদিক তথা সামগানের যুগেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রচলন ছিল। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায় স্বরসংখ্যার প্রয়োগ ও রীতিতেই কেবল পরস্পরে আলাদা ছিল। নারদীশিক্ষাকার নারদ ও কঠ আদি শাখা, ঋগ্বেদ, সামবেদ প্রভৃতি তৈত্তিরীয় আহ্বায়ক ইত্যাদি শাখাভেদের কথা উল্লেখ করেছেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

সুরমল্লার—ত্রিতাল

উমড ঘুমড চহঁ'রত ঘীরে ঘী'রেকে এ সদারঙ্গ অতহী মুখপায়ো ॥

ସ୍ବରଲିପି : ଶ୍ରୀଯାମିନୀନାଥ ଗଞ୍ଜାପାଧ୍ୟାୟ

আরোহণ—সা রা মা পা, গা ধা পা না সা অবরোহণ—সা গা পা মা রা সা

II ⁺ | ^୭ | ^୦ | ^୧ -ା ପଣା ପମା ବମା I
୦ ଏ ୦ ଗା ଉତ୍ତ

সী-গধা-মপা-সঁগা। -ধমা পণা ধপা-পা। পপণা পমা রমা-মা। -রা গ্ণা -সা সা I
আ ০০ ০০ ০০ ০০ ষে ০ হো ০ ০ বা ০০ দর ওয়া ০ ০ মো ০ ০ হে

ମନା ମରମନା - ଗା - ଘନା | ମରା - ରା - ଗନା - ଘନା | -ମନା ଘନା - ମା - ମରା | -ମା ମନା ମନା ମନା II
 ଅତ ହି ୦୦୦ ୦ ୦୦ ଶୁଦ୍ଧା ୦ ୦୦ ୦୦ ୦୦ ଘେ ୦ ୦ ୦୦ ୦ ଏଠ ଗରୁ ଉତ

II ⁺ ⁶ ⁰ ⁵ । मणा र्मणा नर्मा -र्मा I
 उ म ङ ष म ङ ०

নর্মা - র্ন্মা র্ন্মা - র্ন্মা । র্ন্মা ধর্মা পর্মা ধর্মা । পর্মা পর্মা - র্ন্মা - র্ন্মা । গ্ন্মা - র্ন্মা - র্ন্মা ।
 চহ ০০ রত ০ ঘীরে ০ঘী রে০ কে০ এ০০ সদা ০০ ০ রং ০ ০ গ

ମଜା ମରମମା-ମା-ମମା।ମମା ମା-ମମା-ମମା।ମମା-ମମା-ମା-ମମା।-ମା ମମା ମମା ମମା II II
ଅତ ହି ୦୦୦ ୦ ୦୦ ଅଧ ମା ୦୦ ୦୦ ଯୋ ୦ ୦୦ ୦ ୦୦ ୦ ଏ୦ ଗ ର ଜତ

৮ মাত্রার তান—

মপা গধা পর্সা গধা । পণা ধপা মরা মমা ।

সর্গা ধপা মপা গধা । পমা রসা গসা রমা ।

১২ মাত্রার তান—

মরা মপা গধা পনা । সর্গা মরা সনা সর্গা । ধপা মপা গধা পমা ।

নর্সা রমা রসা নর্সা । গধা পমা পণা ধপা । সর্গা ধপা গধা পা ।

স্বরলিপি

হোসেনী কানাড়া—কাহারবা

প্রেম যবে নাহি ছিল মোর কণ্ঠে নাহি ছিল গান,—

ভালবাসা এনে দিল ভাষা, সুরে সুরে ভরে দিল প্রাণ ।

প্রেম এসে ফিরে গেল যবে

থেমে গেল সকলি নীরবে ;

শৃঙ্গ এ মনোবনে আজি সুরহারা কাঁদিয়ে পরাণ ।

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীজগৎ ঘটক

স্বারী

+	২	৩	৪
II গা -সা জা । মা পা পা জা মা । পা -ধা -পধা -গা । -ধগা -সা -া -র্সা ।			
প্রেম ম য বে না হি ছি ল মো ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০			
সর্গা -া সর্গা গা । গা -গা ধা পা । পা -গা -গগা -মা । -মপা -মপা -া -া ।			
ক গ্ ঠে না হি ০ ছি ল গা ০ ০০ ০ ০০ ০০ ০ ন			
পা গা গগা পা । জা জা মা জমা । রা -া সা -া । -া -া -া -া ।			
ভা ল বা সা এ নে দি ল ০ ভা ০ বা ০ ০ ০ ০ ০			
পা ধা গা সা । জা জা জা জা । জমা -মা -রা -ররা । -া -ররা -সা -া II			
সুরে সুরে ভরে দিল গা ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ গ			

$\begin{matrix} + \\ \text{সাঁ} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{গা} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} + \\ \text{পা।} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{না} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} + \\ \text{পা} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{না।} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} + \\ \text{ধা} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{সাঁ} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{সাঁ।} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{পথপথা} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{মা} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{না।} \end{matrix}$

$\begin{matrix} + \\ \text{সে} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{দি} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} + \\ \text{নে} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{র,} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} + \\ \text{গা} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{ন,} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} + \\ \text{আ} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{জি} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{ও} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{আ ০০০} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{মা} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 0 \\ \text{র,} \end{matrix}$

+	০	+	০
মা	পা -পণা ধণা	পধা -পমা I গমা	-রগা -রসা সা -মা -া I
ম	নে ০ র্, বী ০	গা ০ র্ ০ বা ০ ০০ ০০	জ ০ ০

+	০	+	০
গা	পা গা গা	ধা -সা I গা -ধগা -ধসা সা	-া -া II
লু	কা নো হি	য়া - র্ মা ০০ ০০	ঝ ০ ০

+	০	+	০
II মা	পা দা -দা	সা -া I সঁরা সঁরা	গা দা -গা সা I
আ	শা দী প্	হা র্ ত ০ বু ০	নে তে ০ না

+	০	+	০
-া	-া -া -া	-া -া I পা -দা	গা গা সা -রা I
০	০ ০ ০	০ ই ছ ল্	তে তে আ জ্

+	০	+	০
রা	রঁরা রা সঁরা	-উঁরা সা I -না -সা -া -া -া I	-া -া I
কা	ছে ০ পে তে ০ ০০	চা ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ই

+	০	+	০
পা	রা রা -সা	সা -সঁপা I পা দা সঁনা দা দা পা I	
নি	রা শা র্	বা ০ ধ্ ভে তে দা ০ ও	ত ব

+	০	+	০
পা	পা দা -পা	মা পা I মা -মা	গা -গা -া -া II II
বে	দ না র্	অ ব সা ০	নে ০ ০ ০

“কিরারো না অভিমানেন...” ইত্যাদি।

ভান

ষরাবর লয়

II + ৩ ০ ১
| পা পপা পা ধা I
ডা ডেরে ডা বা

+ ৩ ০ ১
মা পপা সা ধা | মা পপা ধধা পপা | মা ররা :স: সা | "সা ররা মা পা" II
ডা ডেরে ডা রা ডা ডেরে ডেরে ডেরে ডা রাডা র ডা ডা ডেরে ডা রা

II + ৩ ০ ১
| সধা -া সসা সধা I
ডা ০ রাডা ডা

+ ৩ ০ ১
-া সসা রা মা | রা মমা পপা ধধা | ধা ধধা :ধ: ধা | মা পপা পা সধা II
০ রাডা ডা রা ডা ডেরে ডেরে ডেরে ডা রাডা র ডা ডা ডেরে ডা ডা

+ ৩ ০ ১
-া সসা ধা পা | মা পপা ধধা পপা | মা ররা :স: সা | "সা ররা মা পা" II
০ রাডা ডা রা ডা ডেরে ডেরে ডেরে ডা রাডা র ডা ডা ডেরে ডা রা

দ্রুত বিশৃঙ্খল লয়

II + ৩ ০ ১
| সসা ধধা ধধা মপা I
ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১
ধসা -া সধা -া | সসা ধধা ধধা মপা | ধসা -া সধা -া | "সা ররা মা পা" II
ডা ০ রাডা ০ ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০ রাডা ০ ডা ডেরে ডা রা

II + ৩ ০ ১
| সরা মপা ধসা রমা | রসা ধধা ধধা মপা I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১
রসা রসা রসা ধধা | সসা ধধা ধধা মপা | মপা ধধা মপা সা | মপা ধধা পধা মপা II
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

II + ৩ ০ ১
| ধা সরা মপা মপা | ধধা ধসা ধসা রমা | রা ধধা ধধা মপা I
ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৩ বাহাদুর সেন

II | | । सन्ना सा गाँ गाँ I

मा -ा गमा -ा । मगा मा पा पा । धा -ा , मा गाँ । सन्ना सा रा सा II

ना धा पा सा । रा सा मगा मा । पा मा गाँ रा । “सन्ना सा गाँ गाँ” II

II

II

II

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বীণকার মিশ্রী সিংঙ্গী ছিলেন রাজপুত্র ক্ষত্রিয়
সিংহলগড়াধিপতি মহারাজ সমুখন সিংয়ের পুত্র। শক্তিমত্তে
তিনি দীক্ষিত ছিলেন—যোর তান্ত্রিক, সর্বদা রক্তবস্ত্র
পরিধান করতেন, ললাটে ধারণ করতেন রক্তচন্দন বা
সিন্দূর ও কক্ষমধ্যে একটি সুভীক্ষ খড়্গ। তৎকালীন
বীণকারদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন।

তা শ্রবণ করে আশ্চর্য হইয়া য়েতেন। মিশ্রী সিংজীর সম্বন্ধে আমরা যে ঐতিহাসিক তথ্য পাই, তা বিবৃত করছি।

আকবর বাদসাহ, রাজা বিক্রমাদিত্যর অনুরূপ “নব রত্ন” সভা প্রবর্তন করে তানসেনের সমকক্ষ একজন যন্ত্রীর অভাব অনুভব করলেন। তানসেনকে একদিন তাঁর মনোভাব জ্ঞাপন কবে তিনি অবগত হলেন যে, সিংহলগড়াধিপতি মহারাজ সমুখন সিং বীণায়ন্ত্রে সিদ্ধহস্ত এবং অদ্বিতীয়। কোন পেশাদার যন্ত্রীর সহিত তাঁর তুলনা হয় না। তন্ত্রীর দিব্যশক্তিসম্পন্ন বীণার স্বরলহরী শ্রবণ করে তিনি যে পরিতৃপ্ত হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাদসাহ তানসেনের নিকট বার্তা পেয়ে মহারাজ সমুখন সিংকে এক নিমন্ত্রণ পত্র পাঠন এই মর্মে—বাদসাহ তাঁর বীণাবাদ শোনবার জন্ত বড়ই উৎসুক, মহারাজ তাঁর দরবারে পদার্পণ করে বীণাবাদ শোনালে তিনি কৃতার্থ হবেন। সমুখন সিং ছিলেন রাজপুত বীর (ক্ষত্রিয়)। তিনি মনেপ্রাণে সম্রাটকে স্মরণ করতেন; তাই তিনি তাঁর এ অল্পবোধ প্রত্যাখ্যান করে পত্রে জ্ঞাপন করলেন, “যে যন্ত্র আমি শিবমন্দিরে পূজাস্তে দেবাদিদেব মহাদেবকে শোনাই, তা মোগল সম্রাটের শ্রবণগোচর হওয়া আমি অর্থোক্তিক মনে করি এবং তজ্জন্ত সম্রাট যদি প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক হন, তিনি আমার বিরুদ্ধে অভিযান করে আমার রাজ্য লুণ্ঠন ও আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন, তত্রাপি আমি সম্রাটকে বীণা শোনাতে অপারগ।”

বাদসাহ এই পত্র পেয়ে ক্রোধাক্ত হয়ে মহারাজ সমুখন সিংজীর সহিত বিরাট সৈন্যসহ ঘোরতর যুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধে তাঁকে নিহত করে রাজকুমার মিশ্রী সিংজীকে কারাগারে বন্দী করেন। বীণায়ন্ত্রবাদনে মিশ্রী সিংজী ছিলেন তাঁর পিতার সমতুল্য; একদিন রাজকুমার অতি গভীর নিশীথে গোপনে বীণায় আলাপ করতেন, তা শুনে

বাদসাহ তো চমকে উঠলেন। পরে তিনি সমস্ত অবগত হয়ে রাজকুমার মিশ্রী সিংজীকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁর অপূর্ণ যন্ত্র-সঙ্গীত শোনবার জন্ত তাঁকে দরবারে আহ্বান করলেন। প্রথমে মিশ্রী সিংজী পূর্বকথা স্মরণে ক্ষুব্ধ হয়ে যন্ত্রবাদনে স্বীকৃত না হ'লেও পরে তানসেনের সান্ত্বনা-বাক্যে শান্ত হয়ে বাদসাহকে বীণায়ন্ত্র শোনান। যন্ত্রীর বীণার সুরধুর বাজের মোহিনীশক্তিতে বিমোহিত হ'য়ে সভাসদমণ্ডলী মস্তমুগ্ধবৎ উপবিষ্ট থাকেন, যেন তাঁদের দেহে প্রাণ নাই; বাজান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চমক ভাঙ্গে এবং সকলেই তাঁকে উচ্চ প্রশংসায় প্রশংসিত করে ‘যন্ত্র-সঙ্গীতে তানসেন’ এই উপাধিতে সম্মানিত করেন। তানসেনও তাঁর গুণপণায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বীণকার বলে সকলের সমক্ষে মেনে নেন এবং সেইদিন হতেই দরবারে সঙ্গীতসভায় তিনি সসম্মানে বসত হন। সঙ্গীতসভায় সরস্বতীর বরপুত্র তানসেনের সমকক্ষ যন্ত্রসঙ্গীতবিদের যে অভাব ছিল, মিশ্রী সিংজীর মিলনে তা পূর্ণ হ'ল। সুরকণ্ঠী তানসেনের গানের সহিত মিশ্রী সিংজীর বীণায় ললিত সুরের মিশ্রণে যে এক অতীব রসের সৃষ্টি হত তা বর্ণনাতীত। তানসেন নিত্য নিত্য নূতন নূতন ধ্রুপদ রচনা করে যেক্রপভাবে সভায় গাইতেন, মিশ্রী সিংজীও তাঁর বীণায় তদ্বীথে তা অবিকল ফুলিয়ে তুলতেন। ক্রমশঃ সিংজীর বীণাবাদনের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুদিন পরে উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব দেখা দিল, ফলে হল বিরোধের সূচনা। তানসেন একদিন একরূপ একটি গান (ধ্রুপদ) রচনা করলেন, যা যন্ত্রীর বীণায় পদার্পণ সুর বাধা। মিশ্রী সিংজী সঠিকভাবে বাজাতে না পেরে অপমান বোধ করলেন এবং তা সহ করতে না পেরে তানসেনের ললাটে ধজাঘাত করলেন, দরদরিত ধারে রক্তপ্রবাহ ছুটে লাগল। যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হ'লেন, কার্ধ্যটি অতীব গর্হিতই হয়েছে মনে করে তিনি

তদ্বশে দরবার ত্যাগ করলেন। আঘাত এত গুরুতর হয়েছিল যে, আরোগ্যলাভ করতে তানসেনের ছয় মাস লেগেছিল।

মিশ্রী সিংজী এদিকে আত্মগোপন করে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ একদিন তিনি অকবর বাদশাহের উজীরের লক্ষ্যে পড়েন। উজীর মিশ্রী সিংজীকে অভয় দিয়ে তাঁর বাটীতে আনেন। বাদশাহ সমস্ত অবগত হয়ে অতীব আনন্দিত হলেন এবং উজীরকে বললেন, “আইনত মিশ্রী সিংজী দণ্ডনীয় কিন্তু এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করুন যাতে মিশ্রী সিংজীর জীবন-দক্ষা হয় এবং তানসেন তাঁকে ক্ষমা করেন।” যুক্তিমত উজীর একটি মতলব স্থির করলেন। তিনি চারিদিকে প্রচার করলেন একটি জীলোক বীণকার তাঁর বাটীতে এসেছেন। বীণাবাদনে তিনি এরূপ সিদ্ধহস্ত, তাঁর তুলনা মেলে না। কথা কাণে হাঁটে। তানসেনও লোকপরম্পরায় এই কথা শুনে, জীলোক বীণকারকে দরবারে আনবার জ্ঞাপত্র বাদশাহকে অনুরোধ করলেন। উজীর বাদশাহকে বলে পাঠালেন— জীলোকটি পদ্মসীন। জাঁহাপনা যদি সভাসদবর্গে পরিবৃত্ত হ’য়ে তাঁর বাটীতে পদার্পণ করেন, তিনি জীলোকটির বাজনা তাঁদের শোনাতে পারেন। তাই হল। একটি দিন স্থির হ’ল। নির্দিষ্ট দিনে বাদশাহ, সভাসদবর্গ সহ উজীরের বাটীতে উপস্থিত হ’লে পর, জীলোকটি পদ্মসীর ভিতর থেকে বাজনা শুরু করলেন। তানসেন তাঁর যন্ত্রের বাজার শুনেই বলে উঠলেন, “এ জীলোক নয়, এ আমার দুঃসমন্” উজীর বললেন, “সত্যি এ জীলোক,

তবে যদি আপনি মিশ্রী সিংজীকে ক্ষমা করেন, আমি এই জীলোকটিকে বাহিরে আনতে পারি।” বাদশাহ সেই সঙ্গে বলে উঠলেন, “তানসেন, তুমি যদি এর জোড়া এনে দিতে পার আমি এর গর্দান নেব।” তানসেন তখন বললেন, “জাঁহাপনার তুষ্টিতেই আমার তুষ্টি, আমি মিশ্রী সিংজীকে ক্ষমা করলাম।” জীলোকবেশী মিশ্রী সিংজীর সহিত তানসেনের মিল। হ’লে পর, বাদশাহ বললেন, “এ মিল ঠিক হ’ল না, তোমরা উভয়েরই হিন্দু এবং উভয়েই গুণী। মিশ্রী সিংজী সর্ব বিষয়ে তোমার কথার যোগ্য পাত্র। তোমার গুণবতী কন্যা সরস্বতীকে ইহার হস্তে সমর্পণ কর।” তানসেনও বাদশাহের আজ্ঞা সর্বাঙ্গতঃ করণে মেনে নিয়ে কন্যা সরস্বতীকে মিশ্রী সিংজীর হস্তে অর্পণ করলেন। মিশ্রী সিংজীর ইসলামী নাম হল নবাব খাঁ। তদবধি তিনি তানসেনের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন এবং তাঁর কাছ থেকে সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাও পেয়ে-
ছিলেন।

মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেও তিনি তত্ত্বমতে সাধনা করতেন, পূর্বদং রক্তবস্ত্র পরিধান করতেন এবং ললাটে সিন্দূর রক্তচন্দন ও কক্ষে খজা ধারণ করতেন। সঙ্গীতে তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; একদিন রাত্রে তিনি অকবর বাদশাহকে বীণা শোনাচ্ছেন এমন সময়ে প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় কক্ষের মোম-বাতিটি নিভে যায়, কিন্তু মিশ্রী সিংজী বীণায় ঠোক বাজিয়ে বাতিটি প্রজ্জ্বলিত করেন। মিশ্রী সিংজীর বংশধরগণ অতীব বীণকার নামে প্রসিদ্ধ।

সংবাদ

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

গত ২৬শে বৈশাখ বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় কবি বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উদ্যোগে হুগলী মনোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটা-প্রাঙ্গণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৮তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এতদুপলক্ষে কবি ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এম, এ, বি. এস্.সি. এম.বি. মহোদয় এই অমুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি-বরণ প্রসঙ্গে বিনয়বাবু সভাস্থ সকলের নিকট সভাপতি মহাশয়ের বাংলা সাহিত্যে অবদান সম্বন্ধে কিছু বলেন এবং তাঁহাকে মাল্যদানের পর সভায় উপস্থিত প্রবীণ সাহিত্য-বসিক ও রবিবাসরের অমৃতম সভা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী, কলিকাতার সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত বেচু দত্ত, বেতারশিল্পী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র বি, এস্.সি. প্রভৃতিকে মাল্যদান করিয়া সকলের নিকট তাঁহাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দান করেন। অতঃপর কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সুগায়ক স্থানীয় শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চক্রবর্তী একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত দ্বারা উদ্বোধন গান করেন। স্থানীয় দেশকর্মী শ্রীযুক্ত মাণিকলাল গুপ্ত মহাশয় সমাগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ইহাব পর কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হুলাল বসু বি. এল. মহোদয় কবিগুরুর একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত বেচু দত্ত মহাশয় একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিবার পর সাধারণের অমুরোধে আরও কয়েকটি ভজন, গীত ও আধুনিক গান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। সুকবি শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিগুরুর 'পাঁচশে বৈশাখ' কবিতাটি অতি মনোরম ভাবে পাঠ করিবার পর প্রবীণ সাহিত্যরসিক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলেন। অতঃপর বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতকুশলী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র বি, এস্.সি. মহাশয় কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত

দ্বারা কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করেন। এই সমস্ত শিল্পীর সহিত তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন কলিকাতার শ্রীযুক্ত হুলালচাঁদ শীল ও স্থানীয় শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণপ্রসঙ্গে বর্তমানকালে বাংলা ভাষার উপযোগীতা ও রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে এক সুগভীর বক্তৃতা দেন। বলা বাহুল্য, সভায় কবিগুরুর প্রস্তরনির্মিত একখানি ধ্যান-গম্ভীর আবক্ষ প্রতিমূর্তি পুষ্পমালা, চন্দন ও ধূপরাশির সুগন্ধসহ অমুষ্ঠানের সৌন্দর্য বর্দ্ধন করিয়াছিল। সভায় সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় উপস্থিত হইয়া কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছিলেন।

পরলোকে সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

বাংলা তথা ভারতের স্বনামধন্য সঙ্গীতবিশারদ ও সঙ্গীতাচার্য্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় সুদীর্ঘকাল রোগভোগান্তে সম্প্রতি বহরমপুরস্থ নিজ বাটিতে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ একজন উচ্চস্তরের প্রকৃত সঙ্গীতশিল্পীকে হারাইয়াছে।

গিরিজাবাবু 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র অমৃতম সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক পদ গ্রহণ করিবার পর তিনি উক্ত কার্যে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে সঙ্গীত সাহিত্যে ও যে তাঁহার অধিকার আছে তাহার পবিচয় দিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় উক্ত কার্যে বিশেষ মনোযোগ না দিতে পারিলেও তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাবাবুর কর্মবহুল জীবনের ঘটনাবলী এই ক্ষুদ্র স্তম্ভে প্রকাশ করা সম্ভব নহে, সুতরাং আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত করিব। আমরা তাঁহার শোকসম্প্রস্তু পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক বিদেহী আত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

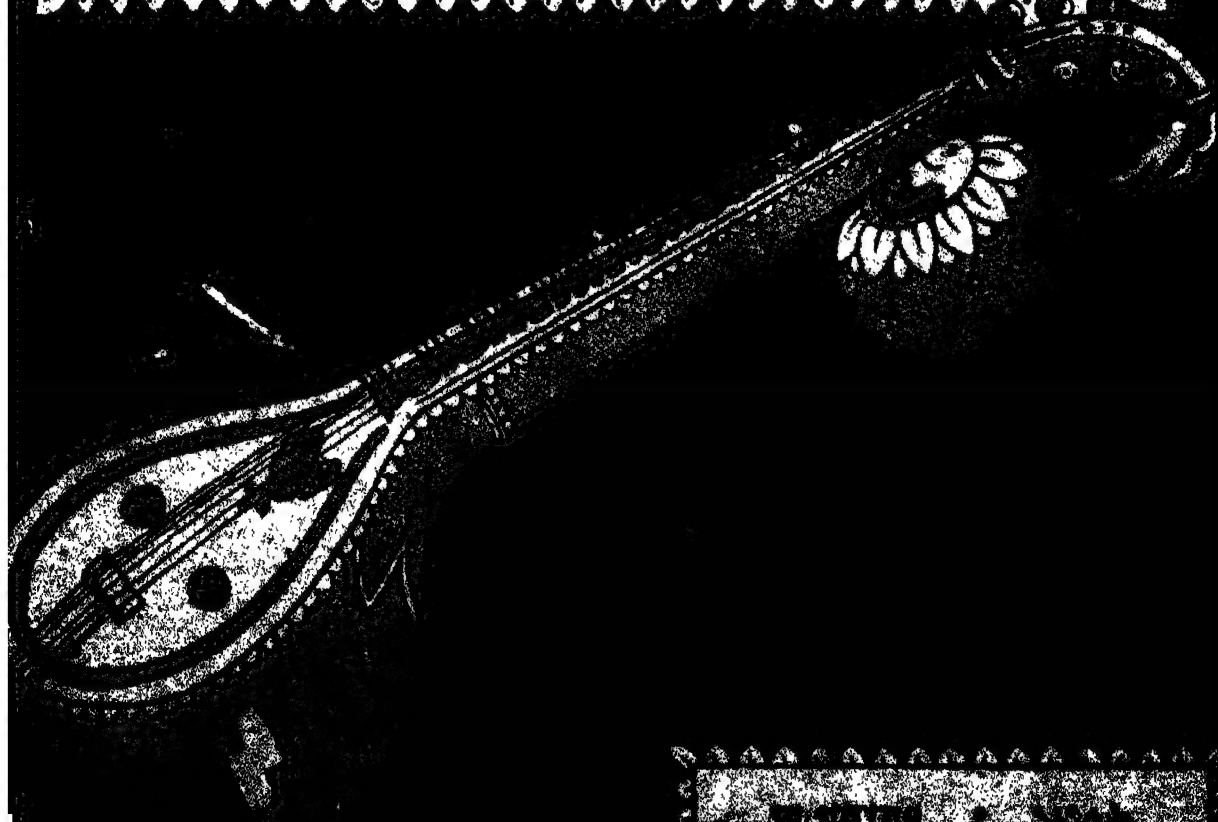
সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীময়ধর্মোহন বসু, এম-এ

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ

ଅବେଷିକା



ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ
ମୁଦ୍ରଣ ୧୯୩୫

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৬শ বর্ষ, সন ১৩৫৬ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দা বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
স্বার হরিশঙ্কর পাল কে-টি
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)
ওস্তাদ আলিউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার টেট)
মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণ-কার) সাহেব
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল
শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন শ্রীতিভারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
মিসেস কে, সি, দে
শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী
শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসিক
শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তদ্বার
শ্রীযুক্ত শৈলজ্ঞানেন্দ্র মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এন্সি
শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত স্থপীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

==বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের রডাসই অদ্বিতীয়==



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেন্টিক্স স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১২৬৭

সূচীপত্র

বাংলা গানের ভবিষ্যৎ—শ্রীজগৎ ঘটক	১৪১	স্বরলিপি—	
স্বরলিপি—শ্রীসুবোধরঞ্জন দাস	১৪৪	কুমারী আরতি বিশ্বাস	১৫৫
গান—শ্রীস্বরজিৎকুমার দত্ত	১৪৬	গান—	
স্বরলিপি—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র	১৪৭	শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী	১৫৬
অসমীয়া গীত—শ্রীদর্পনাথ শর্মা	১৪৮	স্বরলিপি—	
উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা—		শ্রীঅনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৫৭
শ্রীরাভোদ্র মিত্র	১৪৯	এস্বাজের গং—	
স্বরলিপি—		শ্রীঅশ্বিনীকুমার মল্লিক	১৫৯
শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫১	সংবাদ	১৬০
সর্গম—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস	১৫৪		

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার গ্রাহকদিগের নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারন্ত। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকত্ব হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৬০। ষাণ্মাসিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্যাদ্যক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই নাম ও ঠিকানায় লিপিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাস্তবের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি
বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট আছে। মূল্য—২৮ টাকা।

সংগীতমুখ্যাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল—১৥০

সুর-বাণী—২৥০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবাণী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী সমাহিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিষয়বিশিষ্ট গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাক ২৪৩৬

অর্ডার দিবার কালীন অগ্রগৃহীত সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন।

—সদ্য প্রকাশিত হইল—

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র-গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

আবু, বি, দাস—কলিকাতা

—বিশেষ বিজ্ঞপ্তি—

‘সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা’র পুরাতন সংখ্যার জন্য অনেকেই আমাদের নিকট সন্ধান করিয়া থাকেন। এতদ্বারা তাঁহাদের জানাইতেছি যে, নিম্নলিখিত বৎসরের মাত্র কয়েকটি অসম্পূর্ণ সেট বিক্রয়ার্থে আছে। ইহার প্রতি সংখ্যা ১৬/০ আনার স্থলে ১০ চারি আনা মূল্যে মাত্র কয়েক দিনের জন্য বিক্রয় করা হইবে।

- | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| ১৩৪১ | সালের | বৈশাখ | হইতে | শ্রাবণ | ব্যতীত | ৮ খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। |
| ১৩৪২ | সালের | বৈশাখ | ও | আশ্বিন | ব্যতীত | ১০খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। |
| ১৩৪৩ | সালের | বৈশাখ, আশ্বিন, কার্তিক ও পৌষ | ব্যতীত | ৮খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। | | |
| ১৩৪৪ | সালের | মাঘ ও চৈত্র | ব্যতীত | ১০ | খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। | |
| ১৩৪৫ | সালের | জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র | ৬খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। | | | |
| ১৩৪৬ | সালের | কার্তিক ও পৌষ | ব্যতীত | ১০ | খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। | |
| ১৩৪৭ | সালের | বৈশাখ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ | ব্যতীত | ৯ খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। | | |
| ১৩৪৮ | সালের | জ্যৈষ্ঠ ও পৌষ | ব্যতীত | ১০ | খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। | |
| ৩৪৯ | সালের | আষাঢ় ও চৈত্র | ব্যতীত | ১০ | খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। | |
| ১৩৫০ | সালের | জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক | ব্যতীত | ৮ খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। | | |
| ১৩৫১ | সালের | বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় | ব্যতীত | ৯ খানি | হিসাবে | কয়েক | সেট। | | |

অর্ডার দিবার কালীন অল্পগ্রহণ্য সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন।

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত

রাগালাপ—৩

(আলাপের বই)

সংস্করণ (১ম)—৪
এ (২য়)—৩।০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীবেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ বর্ধিতরূপে শীঘ্রই
প্রকাশিত হইবে।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

চাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২।০

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বি-গীত সংস্করণ প্রকাশিত হইল!

সুরের লিখন—২।০

কথা: গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য

স্বর ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ

কবি অজয়কুমারের বচনা-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২।০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্গগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১।০

(সঙ্গীতের উপপত্রক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীভূগাচরণ বিশ্বাস প্রণীত
সঙ্গীত গ্রন্থ

১। সঙ্গীত পরিচয় (হারমোনিয়াম শিক্ষা)

২য় সংস্করণ—ইহা জেলেময়েদের ও সঙ্গীত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ
সহজ পুস্তক। মূল্য—২২ টাকা।

২। সহজ বাঁয়া-তবলা শিক্ষা

ইহা বাঁয়া-তবলা শিক্ষার একমাত্র পুস্তক, ইহাতে
৭পশুপতিসেবক মিশ্র, ৭প্রসন্নকুমার বলিক্য,
আতা হোসেন প্রভৃতি বাদকের ভাল ভাল
বোল আছে। মূল্য—২২ টাকা।

৩। রস-কীর্তন (আখার সমেত)—১।০

৪। নগর-কীর্তন—৫০

৫। এসরাজ শিক্ষা (যন্ত্রস্ব)

প্রাপ্তিস্থান—

শুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা—৬

প্রকাশিত হ'লে!

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলকভাবে
আলোচনা এবং হনুমন্তে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর
উৎপত্তি-রহস্য ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও মূর্তির চাক্ষুষ
পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ-রাগিণীর অল্পশীলনে রসরূপের চাক্ষুষ
রেখাচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

রাগের ও নব রসের নানা প্রকার অভিব্যক্তিময় বহু
চিত্রে স্বেশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস চাপি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা



ষড়বিংশ বর্ষ }

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ সাল

{ চম সংখ্যা

বাংলা গানের ভবিষ্যৎ

শ্রীজগৎ ঘটক

অবাদ্যালী ওস্তাদদিগের কথা ছাড়িয়া দিই, বাঙ্গালী ওস্তাদ মহলেই দেখা যায়, তাঁহারাও বাঙ্গলা গানকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না, বরং সঙ্গীতক্ষেত্রে ইহাকে অপাত্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আজকাল বাঙ্গলা গান যে শ্রেণীভুক্ত হইয়া সঙ্গীতের নামে চলিতেছে, উহাকে গানই বলা চলে না। কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। বাংলা গান ধীরে ধীরে যে সুরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উহাকে যে কোন উচ্চশ্রেণীর রাগ-রাগিণীযুক্ত সঙ্গীতের পাশে স্থান দিতে লজ্জা বোধ হয়।

একটু ভাবিয়া দেখিলে ও বাংলা গানকে বিশ্লেষণ করিলে ইহার কারণ সহজেই অল্পভূত হইবে। যে-শ্রেণীর গান আজকাল বাংলা গান নামে গাওয়া হয় উহার একটি বিশেষ নামকরণও হইয়াছে—ইহা হইতেছে আধুনিক বাংলা গান। একখানি ভাষা ও ভাবাভূত

যুক্ত বাংলা গানের বাণীতে ইচ্ছামত স্তন সংযোজন করিয়া যে গান গাওয়া হইয়া থাকে, ইহাকে বলে আধুনিক বাংলা গান। ভারতীয় শাস্ত্রমত রাগ-রাগিণীকে সঙ্গীতের বাণীর মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার বাংলা ইহাতে নাই, কেবল কথার মধ্য দিয়া হৃদয়াবেগ প্রকাশের স্থান ইহাতে প্রচুর। সুর এখানে গোণ, মুখ্য শুধু কবিতার ভাষা ও ভাব। এই ভাব প্রকাশের জন্য সুরের সাহায্য লওয়া হয়। কণ্ঠ যদি মধুর হয়, সুরশাস্ত্রানুভিজ্ঞ যে কোন গায়ক শ্রুতিব সাহায্যে যেটুকু সুর-সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছে উহাকেই অবলম্বন করিয়া ভাষা ও ভাবের বিকাশ-সাধনে যত্নবান হয়। শাস্ত্রানুযায়ী রাগ-রাগিণীকে সাধনার মধ্যে স্থান দিবার কথাও চিন্তা করে না বা সাধনার কষ্ট পর্যাপ্ত স্বীকার করিতে চায় না। এই গানকেই সে ধরিয়া লয় বাঙ্গলা গানের একমাত্র স্বরূপ—

ইহাকেই সে সঙ্গীতক্ষেত্রে সঙ্গীতের আসনে স্থান দিয়া গর্ব অশুভব করে। তাই বাংলা গান আজ অধিকাংশ এই শ্রেণীর গায়কের হাতে পড়িয়া যে প্রচার লাভ করিতেছে উহাতে বাংলা গান যে ধীরে ধীরে সঙ্গীতক্ষেত্রে হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইবে—ইহাতে আশঙ্ক্যের কিছুই নাই।

কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া যে বাঙ্গালী ওস্তাদগণ তাঁহাদের ঘরের জিনিষকে এমন করিয়া অবহেলার মুখে ঠেলিয়া ফেলিবেন, ইহাও নিন্দার্হ। দেখা যায়, এই সকল স্বরজ্ঞ গায়ক বাংলা গানের উৎকর্ষের প্রতি পরায়ুত্ব হইয়া হিন্দী গানের প্রতিই বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখান। তাঁহারা বলেন, বাংলা গানের ভাষা উচ্চ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর অল্পযুক্ত। কিন্তু এ যুক্তিকে মানিয়া লওয়া যায় কি? যে সকল ভাষা আজকাল উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে চলিয়াছে, বাংলা ভাষা তাহাদেরই একটি। আজ দুই শত বৎসর পূর্বেই ভাষার সহিত আধুনিক ভাষার তুলনা করিলে দেখা যায় ইহা কতদূর উন্নত হইয়াছে। কত কথার নিত্য নূতন আমদানী ও রচনায় বাংলা ভাষা আজ কতদূর সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে। যে হিন্দী ভাষার সহিত বাংলা ভাষার তুলনা করিয়া হিন্দী গানের পক্ষে ওস্তাদগণ ওকালতি করিয়া থাকেন, আজ সেই হিন্দী ভাষার পার্শ্বে শুধু স্থান গ্রহণ নয়, বাংলা ভাষা যে অনেকাংশে অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত হইয়াছে ইহা অন্ততঃ ভাষাবিদগণ অস্বীকার করিবেন বলিয়া মনে করি না। তাহা হইলে একথা অনেকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, যদি আজ দুই শতাব্দিক বৎসর পূর্বে বাংলা ভাষায় উচ্চ সঙ্গীত রচনার প্রচেষ্টা চলিয়া থাকে ও উহা ওস্তাদমহলে গৃহীত হয়, তবে এই প্রগতিশীল ভাষার সাহায্যে আজ অধিকতর ধরণের উচ্চ সঙ্গীতের উপযুক্ত রচনা কেন :স্বষ্টি হইবে না? নিখুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি সে-যুগে হিন্দী গানে যেরূপ ওস্তাদ

ছিলেন, তাঁহারা বাংলা ভাষায় সেই ধরণের উচ্চ সঙ্গীত সৃষ্টির চেষ্টায় যে কৃতশ্রম্য হইয়াছিলেন একথা আজ কোন বাঙ্গালী ওস্তাদ-গায়ক অস্বীকার করিতে পারেন? যদি তাহাই হয়, তবে কি ইহারাও এ-যুগে বাংলা গানকে সঙ্গীত জগতে স্থান দিবার মত গড়িয়া তুলিতে পারেন না? ইহা কি তাঁহাদের অক্ষমতা, না স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের পরিচয়?

আধুনিক যুগের বাংলা গানে শাস্ত্রসম্মত রাগ-রাগিণী বিকাশের স্থানের অভাব। ইহাতে সুর অপেক্ষা ভাব ও ভাষার আদিক্যই বেশী। তাই ওস্তাদগণ ইহাকে কাব্যগীতি আখ্যা দিয়া সঙ্গীতক্ষেত্রে ইহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ এই ভাবাবেগের সহিত সমন্বয় রাপিতে গিয়া ভাষার যেরূপ আড়ম্বর ও আদিক্য রচনার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে—ইহাতে সুরের প্রাধান্য রক্ষা করা কঠিন। ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞান সম্মত রাগ-রাগিণীর বিকাশে সম্পন্ন। তাই রচনাকালে সুরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে ভাব-ভাষাভ্রমে গানের রচনা পূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক।

যাহাকে আধুনিক বাংলা গান বলা হয়—এ ধরণের গানের স্রষ্টা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার রচিত এই নূতন ধরণের গান তাঁহার মানস-সম্মান। ইহা তাঁহার এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁহার এ গানে বিশেষত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একথা কখনও বলিয়া যান নাই যে, তাঁহার এই নূতন সৃষ্টি ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র-সম্মত উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতের পথ্যায়ে উঠিতে পারে। হুতরাং ইহার স্বরমাধুর্য ও নূতনত্বকে বরণ করিয়া লইয়া যদি ইহাকেই বিশুদ্ধ উচ্চ সঙ্গীত পথ্যায়ে ফেলিয়া দিয়া ইহার অল্পকরণে সঙ্গীত রচনায় গীতকার ও সুরকার ব্যস্ত হইয়া ওঠেন তাহা হইলে বিশেষ ভুল করা হইবে। বাংলা গানের মধ্যে বহু প্রকারের গান এতাবৎকাল রচিত হইয়াছে। কীর্তন,

বাউল, ভাটিয়ালী, কুমুর ইত্যাদি কত প্রকারের সঙ্গীতই না আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যদি শুধু ইহাদের পার্শ্বে স্থান দিয়া গায়কবৃন্দ ক্ষান্ত হইতেন তবে আমার বসিবার কিছু ছিল না। কিন্তু উহার অহুত্বের রাশি রাশি গান সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পর্য্যন্ত হালকা করিয়া ফেলিয়া তাঁহারা বাঙ্গলা-সঙ্গীত ভাঙার শুধু এই ধরনের সঙ্গীতে পূর্ণ করিয়াই ফেলিতেছেন না, অত বড় মনীষী রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তাঁহারা অত্মায় করিতেছেন। তাঁহার কবিতা এক অনহুত্বরপণীয় রসে ও ৬ন্দে পূর্ণ, তাঁহার ভাবের মধ্যে যে স্ববের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে উহাকেই তিনি কাব্যগীতির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং ইহাকেই বাংলা গানের আদর্শ রূপে ধরিয়া লইয়া যদি ভারতীয় সঙ্গীতের উচ্চস্থান লাভ করা হইল বলিয়া মনে করা হয় তবে উহা আমাদের শুধু একটা মস্ত বড় ভুল নয়—উহা আমাদের অনভিজ্ঞতার ও অক্ষমতার পরিচয় মাত্র। যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই কাব্যগীতি তিনি আবার উচ্চশ্রেণীর রাগ-রাগিনী-সম্মিলিত কত গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেদিকেও আমাদের অন্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, কাব্যগীতির মধ্যে স্বর ছাড়া পাঁয় না, সুতরাং রাগ-রাগিনী সেখানে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত রচনা কবিত্বের স্থান নাই? ভাব কি সেখানে কবিত্বের রসে অভিষিক্ত হইতে পারে না? অনেক হিন্দী গানের পদ নাকি এরূপ রচিত যে, উহার মধ্যে না আছে ভাষা, না আছে ভাব, শুধু রাগ-রাগিনী-আলাপের জন্তই কথার সাহায্যের প্রয়োজন বোধে ভাব ও ভাষা নির্বিচারে এইরূপ গান রচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা কতকটা স্বীকার করিয়া লইলেও, এমন অনেক হিন্দী গান আছে বাহাতে ভাবের অভাব নাই। বাংলা গানের মধ্যে বাঙ্গালীর ভাবাতিশয্যকে

কিয়ৎপরিমাণে সংযত করিয়া যদি সঙ্গীত রচনা করা যায় তবে সেখানে রাগ-রাগিনী-বিকাশের ক্ষেত্র থাকিবে না একথা বলা যায় না। আধুনিক যুগেও অনেক রচয়িতা যে উচ্চ-সঙ্গীতের উপযুক্ত গান রচনা করিয়া গিয়াছেন ইহা তো গায়কমহলে অনেকেই জানেন। অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতি আরও অনেক খ্যাত ও অখ্যাতনামা সঙ্গীতরচয়িতাদিগের রচনার মধ্যে এরূপ গান বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় গাহিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, বাংলা ভাষাতেও উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করা যায়।

অধুনা অনেক গায়ককে কিছু কিছু রাগ-রাগিনীযুক্ত গান গাহিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহাদিগকে এই ধরনের গান গাহিতে এত অল্প শোনা যায় যে, ইহাতে মনে হয় না বাংলা গান উচ্চ সঙ্গীতের আসরে স্থান লইতে চলিয়াছে। সঙ্গীতরসপিপাসু বা সঙ্গীতপ্রিয় দিগের মধ্যে এরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায় না যে, তাঁহারা বাংলা গানকে ভারতীয় সঙ্গীতের আসনে স্থান দিবার পক্ষে বন্ধপরিষ্কর। বাংলা গানকে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত আসরে তাঁহারা নিম্নস্তরের গান বলিয়াই চালাইতে চান, ইহার উন্নত সংস্করণ-গঠনে ইহাদের কোন উৎসাহ নাই। বরং এরূপ কোন আসরে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত শুনিতে গিয়া তাঁহারা হিন্দী গানের উপরই জোর দিয়া থাকেন। রাগ-রাগিনী-তান-লয়যুক্ত কোন গান বাংলা ভাষায় তাঁহারা কোন আশাই করেন না। বোধ হয় সেই নিমিত্তই বাংলা গান উন্নতিরও আশা রাখে না।

মনে হয়, যদি কয়েকটি ভাল উচ্চশ্রেণীর হিন্দী গান বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া অহরূপ স্বর-তাল সংযোগে গাহিবার চেষ্টা করা হয়, তবে ধীরে ধীরে বাংলা গানের ভবিষ্যৎ উন্নতির দরজা উন্মুক্ত হইতে পারে। একটু আশার আলোক মাঝে মাঝে ক্ষীণ ভাবে জ্বলিতে দেখা যায়,—অধুনা কয়েকজন গীতরচয়িতা ও গায়কের

সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলা গান রাগ-বাগিনী-সম্বলিত স্বতন্ত্র গায়ক ও ওস্তাদগণ যদি উচ্চসঙ্গীতের অল্পরূপ হইয়া তাল-লয়-যোগে মাঝে মাঝে গাওয়া হইয়া থাকে, সঙ্গীত রচনা ও স্বর সংযোজন। কবিয়া অধিকতর কিন্তু, একরূপ গান খুব কমই শোনা যায় এবং সাধারণ মনোযোগ দিয়া প্রচার কাহা না চালান তবে ভয় হয়, গায়ক ও শ্রোতার এই প্রকার স্বর সম্বলিত কাব্যগীতির অদূর ভবিষ্যতে বাংলা গান একদিন অবজ্ঞাত সঙ্গীতরূপে আবিস্কার্য হইতে পারে। উগ্ৰদের গুরুত্ব ও ভারতীয় সঙ্গীত ক্ষেত্র হইতে চিরদিনের মত বিতাড়িত হইতে পারে। যাহাতে বাংলা-গানের ভবিষ্যৎ চির-জীবিত থাকে তাহাতে প্রথমে প্রাথমিক-তাল-তালিত্ব মৃদু-মন্দ হাওয়ায় মতই রাগ-না হয় ইহার জন্ত বাঙ্গালী গায়কবৃন্দের বিশেষ করিয়া বাগিনীবৃত্ত গানের মাধুর্য্য বস ও গুরুত্ব-বোধটুকু বাঙ্গালী ওস্তাদদিগের আব কাল-বিলম্ব না করিয়া এখন কাব্যগীতির স্বলভ আকর্ষণের মুখে সহজেই মরিয়া যায়। হইতেই আগ্রহ চেষ্টা করা উচিত।

স্বরলিপি

মিশ্র-দাদরা

দিন অবসান হোলো।

আমারে কি তব পড়িল মনে বলো বলো।

ধীরে নেমে আসা নীলের জোয়ারে

নিরঞ্জন করি তোলে চারিধারে,

অতীত দিনের আলোছায়া দোলে

নয়নের কোণে ছলছল।

দিগন্ত পারে মিলালো আঁধারে

দূর বনপথ রেখা,

প্রাস্তুর বৃকে সন্ধ্যা-সমীর

কৈঁদে ফিরে একা একা।

ছাঁজনার মাঝে এ মৌনখানি

কোন্ সুরে ভরে' উঠিবে না জানি,

ভুলে যাওয়া কোন্ বিহগ-কাকলি

পরানে জাগায় কলকল।

কথা—অধ্যাপক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন কর চৌধুরী

স্বর ও স্বরলিপি—অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

II সা -পা মা । গা পামা -গা I খা সা -া । -া -া -া I
দি ন্ অ ব সাo ন্ হো লো o o o o

সা -পা পা । পদা পা মা I পা দা সর্গা । সর্গা দা -পা I
আ মা রে কিo ত ব প ডি লo য নে o

পদা পমা মা । -পা -পা II
ব লো ব লোo o o

II পা সর্গা পা । গপা মা মা I পা পগা ধা । সর্গা সর্গা সর্গা I
ধী রে০ নে মে০ আ সা নী লে০ র জো যা রে

-গদা দা দা । -দা দা দা I -পা পা মা । সা -মা মা I
০ নির জ ন ক রি ০ তোলে চা রি -ধা রে

সর্গা সর্গা গা । সর্গা সর্গা -জর্গা I র্গা জর্গা সর্গা । র্গা গদা দা I
এ তী০ ত দি০ মে০ ব আ লো০ ছা০ যা০ দো০ লে

-মা গদা গা । -সর্গা গদা দা I পা মগা মা । পদা -া -া I
০ নয় নে ব কো০ গে ছ ল০ ছ ল০ ০ ০

পদা পমা মা । মা -া -া I
ব০ লো০ ব লো ০ ০

II প্রা প্রা -া । প্রা প্রা প্রা I সা সা দা । দা -সা সা I
দি গ ন ত পা রে মি লা লো জা -ধা রে

সা -মা মা । মা মা মা I মা -গমা -জা । মা -া -া I
দ ব ব ন প ধ রে ০০ ০ থা ০ ০

মা -ধা ধা । নর্গা সর্গা সর্গা I না -সর্গা না । ধনা ধা -া I
প্রা ন ত র০ ব কে স ন ধা স০ যী ব

মা -গা গা । গা গা গা I ধক্ষা -া -া । মা -া -া I
কে দে ফি রে এ কা এ০ ০ ০ কা ০ ০

-সাঁ রঁসাঁ গা । -গা গা গা । সাঁ রা -রা । রা রঁগাঁ -সঁরা ।
০ ছ্র না ব্ মা ঝে এ মো ০ ন খা ০ ০

গঁমাঁ -াঁ -াঁ । -গঁগাঁ -গঁরা -সাঁ । সাঁ -রঁজাঁ রঁসাঁ । রঁসাঁ গা গা ।
নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ কো ন ০ স্থ ০ বে ০ ভ রে

ধা গা ধা । পমা পা -রা । -মা -াঁ -াঁ । -াঁ -াঁ -াঁ ।
উ ঠি বে না জা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০

মা পা জমা । জমপা -াঁ -াঁ । সা -পা পা । পা পদা -গঁসাঁ ।
হ্ লে যাও যা ০ ০ ০ হ্ লে যাও য কো ০ ন

গা গা ধা । পা দা পমা । মা পমা মা । জা সা -াঁ ।
বি হ্ গ কা ক লি ০ প রা ০ বে জা গা য্

পা পদা মপা । গদা -াঁ -াঁ । পদা পমা গা । মা -াঁ -াঁ ।
ক ল ০ ক ০ ল ০ ০ ব ০ লো ০ ব লো ০ ০

গান

শ্রীস্বরজিৎকুমার দত্ত

আপন ঘরে মন বসে না ঘুরি বাটে বাটে, পাগল করা তোমার বাঁশী প্রাণ কাড়া ঐ সুরে,
অজানা কোন্ আপন জনের ডাক শুনে দিন কাটে । ডাকে যারে আপন ভুলে সেজন বেড়ায় ঘুরে ।
উষার পরশ রোজ প্রভাতে, আপন ঘাটে ঠাঁই না পেয়ে
কার নয়নের ইশারাতে তরী তাহার যায় যে বেয়ে
ডাক দিয়ে সে যায় এগিয়ে কোন অকূলের ঘাটে ! : মহাকালের সুর নামে সেই অস্তাচলের পাটে ।

স্বরলিপি

বেলাবল—ত্রিতাল

পিয়া বিনা কায়সেকে ধীরজ ধরিয়ে মায়ে

এ কানা পড়ত কাল।

সব নিশি জাগত গিগত তার

উন বিনা মোহে পড়ত ন এক পল ॥

সংগ্রহ ও স্বরলিপি—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

স্বারী

II গা গা মা রা। সা -ধা সনা সা। সর। -গপা মা গা। মা রা সা ধসা। I
পি যা বি না কা য় সে কে ধী ০ ০ র জ ধ রি য়ে মায়ে

পা -গা পা ধা। ধা -না ধা ধা। নধা -সাঁ ধা পা। মগা -মা -রা সা II
এ ০ কা না প ০ ড ত প ০ ০ ড ত কা ০ ০ ল

অন্তরা

II পা গা ধা পা। ধা -সাঁ সা সা। ধপা -ধসাঁ সা সা। গা -রা সা -না I
স ব নি শি জা ০ গ ত গি ০ ০ ৭ তা তা ০ ব ০

নধা -না -ধা -সাঁ। -না -না ধা পা। মগা -মা -গমা -পধা। মগা -মা -রা -সা I
উ ০ ০ ০ ন ০ ০ বি না যো ০ ০ ০ ০ ০ হে ০ ০ ০

গা গা রা সা। নধা -না ধপা -ধা। পমা পা মগা মা। গরা গা সধা সা II
উ ন বি না যো ০ ০ হে ০ ০ প ০ ড ত ০ ন এ ০ ক প ০ ল

অসমীয়া গীত

(વાગ-અધાન)

হিন্দোল-ত্রিভাল

আবোশাববোহ—স গ, ক্ষ দ ন ধ স ; স ন ধ ক্ষ গ স । ঐকড়—স গ ক্ষ ব, ন ধ, ক্ষ গ স । ঠাট—ক জাণ ।
 জাতি—ড ব ব । বঞ্জিত—ব প । নিখাদ—জুঁকল । গোষাৰ সময়—দিবা ১ম প্রহর । বাদী—খ । সম্বাদী—গ ।

মধুমাস ভাষে কুসুমিত বনে,
 গুপ্তবে অলিকুল নর অনুবাগে ।
 চঞ্চল বনবীণি কাঞ্চন দোলে,
 হৃদি-বীণা বাজে অভিনর তানে ।

কথা, সুব আক স্ববলিপি—শ্রীদর্পনাথ শর্মা (অধ্যক্ষ : যোবহাট মঙ্গীত বিদ্যালয়)

शुभ्रौ

[illegible]

ধা -নসা -ণ সা।সী না ধা ক্রা।গা -ণ -ণী সা।সা -না ধা ক্রা।
 ভা ০০ ০ সে কু শু মি শু ব ০ ০ নে শু নু জ বে
 ধা নসা সা সা।-ণ সা ক্রধা ক্রা।সা -ণ -ণী মা।“সা গা ক্রা ধা” II
 অ লি০ কু ল ০ ন ব অ হু বা ০ ০ গে ম ধু মা স

ଅନ୍ତରା

II + | ° | 0 | গা - ক্রী ধা ধা II
চ ন চ ল

ধা নসাঁ সাঁ সাঁ । সাঁ -াঁ সাঁ জ্ঞাঁ । গাঁ -াঁ -াঁ -সাঁ । সাঁ না ধা জ্ঞা I
 ব ন০ বী থি কা ন্ চ ন দো ০ ০ লে হু দি বী গা

গা -জ্ঞা না -সাঁ । সাঁ না ধা জ্ঞা । গাঁ -াঁ -াঁ সাঁ । “সাঁ গা জ্ঞা ধা” II
 বা ০০ জে ০ অ ভি ন ব তা ০ ০ নে য ধু যা স

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা

(পূর্বাভাস)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

তানসেন ছাড়া আর যে সমস্ত গুণী ব্যক্তি আকবরের
দরবারে ছিলেন তাঁদের নাম এখানে উদ্ধৃত করা
হোলো :—

গায়ক

বাবা রামদাস—বাদাউনির মতো গায়ক হিসাবে
তানসেনের পরেই এর স্থান ছিল।

স্বরদাস—রামদাসের পুত্র। ইনি মল্লারের আলাপে
নিপুণ ছিলেন। তানসেনের মতো ইনি মল্লাবে একটি
বিশেষ ঢং-এর প্রবর্তন করেন যা স্বরমল্লার বা স্বরদাসী-
মল্লার বলে প্রচলিত।

শোভান খান ও তাঁর ভাই বিচিত্র খান, শ্রীগিয়ান খান,
মিঞা চন্দ, সাহেব খান, দাউদ ধারী, সরোজ খান, মিঞা
লাল, নানক জার্জ, চন্দ খান—এঁরা ছিলেন গোয়ালিয়রের
ওস্তাদ।

বাজ বাহাদুর—ইনি মালবের শাসনকর্তা ছিলেন। ইনি
একজন খুব বড় গায়ক ছিলেন। তখনকার দিনে এঁর
সমকক্ষ বেশী ছিল না।

তানভরঙ্গ—ইনি ছিলেন তানসেনের পুত্র।

রাম সেন—ইনি আগ্রার ওস্তাদ ছিলেন।

সুলতান হাফিজ হোসেন ও হাফিজ খাজা আলি—
এঁরা সুর করে আবৃত্তি বা chant করতেন।

পীর জাদা—ইনিও সুর করে আবৃত্তি করতেন এবং
মাঝে মাঝে গানও গাইতেন।

আরও কয়েকজন গায়কের নাম করা হয়েছে—তাঁরা
হচ্ছেন মহম্মদ খাঁ ধারী, মোল্লা ইমাক ধারী ও তাঁর ভাই
রহমতুল্লা।

যন্ত্রী

সাহেব খান তাঁর পুত্র পুরবীন বা প্রবীণ খান—এঁরা
বীণা বাজাতেন।

বীরমণ্ডল খান—ইনি গোয়ালিয়রের অধিবাসী ছিলেন।
বাদশাহের দরবারে স্বরমণ্ডল বাজাতেন।

ওস্তাদ দোস্ত—ইনি 'নাই'(১) নামক এক প্রকার বাদ্য
বাজাতেন।

শেখ দেওয়ান ধারী—ইনি 'কাড়ানা' বাজাতেন।

মীর সাজ্জাৎ আলী ও বহরম্ ফুলি—এঁরা 'বীচক'
নামক বাদ্য বাজাতেন।

ইউসুফ, মহম্মদ হোসেন, সুলতান হাসিম ও মহম্মদ
আমীন—এঁরা 'তবুয়া' বাজাতেন।

কাশিম বা কো-বার—ইনি রবাবের মত একপ্রকার
যন্ত্র বাজাতেন।

কাশ বেগ—ইনি 'কাবাজ' নামক এক প্রকার যন্ত্র
বাজাতেন।

উস্তা শা মহম্মদ—ইনি 'সুর্ণ' বলে এক প্রকার যন্ত্র
বাজাতেন।

আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান সম্রাটগণও সঙ্গীত পছন্দ
করতেন এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।(২) সম্রাট

(১) এটি পারস্যদেশীয় বাদ্য। "The Persians are
allowed the Nay (vertical flute) the
Suryanai (flute in reed pipe) the Tank (harp).
Many of the above instruments are depicted
in Persian art remains.

—A History of Arabian music farmer.

(২) Iswari Prasad, "Short History of
Muslim rule in India"

বাবর সঙ্গীতের অত্যন্ত অমুরাগী ছিলেন এবং নিজে কিছু গান রচনাও করেন। হুমায়ুন সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গ পছন্দ করতেন। (১) ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে মাণ্ডু অধিকারের পর তিনি বন্দীদের সকলকেই বধ করতে আদেশ দেন—এর মধ্যে ‘বাচ্চু’ নামক একজন গায়কও ছিলেন—বাদশা এ কথা জানতে পেয়ে তাকে ডেকে পাঠিয়ে তার গান শুনলেন। তার গুণপণায় হুমায়ুন এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাকে মুক্তি দিয়ে নিজের দরবারে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। হুমায়ুন সাধারণতঃ সপ্তাহে সোমবার এবং বুধবার গান শুনতেন। সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে স্বরগণও মোগলদের পশ্চাতে ছিলেন না। বাদাযুগী বলেছেন যে, তাঁরা সঙ্গীত প্রভৃতি আমোদপ্রমোদে প্রায়ই দৈর্ঘ্য এবং সংযম হারিয়ে উন্নত হয়ে উঠতেন। ইসলাম শা এবং আদিল শা উভয়েই সঙ্গীত ভালবাসতেন। কথিত আছে যে, আদিল শা একবার একটি ছেলের সঙ্গীতনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে দশ হাজারি মনসব প্রদান করেন।

সঙ্গীতবিলাসী আকবরের কথা তো পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে—তবে শোনা যায় তাঁর সভাসদগণের মধ্যে আবুল ফজল নাকি সঙ্গীত পছন্দ করতেন না। ফৈজীর গ্রন্থাগারে বহু সঙ্গীত সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং চিত্র ছিল। (২) আবদার রহমান খান-ই-খানানু নিজে একজন কবি এবং গায়ক ছিলেন এবং তিনি ছয়জন নিপুণ গায়কের প্রতিপালন করতেন। রাজা ভগবান দাস এবং (৩) মানসিংহ সঙ্গীত সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী ছিলেন এবং খান্দেশের মতো দূর দেশ থেকে আগত গায়কদের তাঁরা সাহায্য এবং প্রতিপালন করতেন। মোগল যুগে সবচেয়ে বড় জিনিষ ছিল এই যে, হিন্দু ও মুসলমান গায়কদের কোন বিবাদ বর্তমান ছিল না, তাঁরা সঙ্গীতের প্রচারে একে অপরের সাহায্য করতেন এবং হিন্দুস্থানের সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে

মিলিত প্রচেষ্টায় যত্নবান থাকতেন—এই পারস্পরিক সাহায্যের ফলে বহু নতুন রাগের উদ্ভব হয়। আকবরের উদার নীতির ফলেই এই প্রচেষ্টা সম্ভব হয়েছিল। এই সময় কিছু সংস্কৃত গ্রন্থও পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। মির্জা খাঁ প্রণীত তোফৎ-উল-হিন্দ এ বকম একটি গ্রন্থ।

জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার ধারা সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেন ‘ইক্বালনামা-ই-জাহাঙ্গীর’ নামক গ্রন্থে তাঁর রাজসভায় যে সব গুণী ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের নাম পাওয়া যায়। ললিতকলার প্রতি সাজাহানের অমুরাগ সুপ্রসিদ্ধ—তিনি কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীত দুটিই পছন্দ করতেন এবং (১) হিন্দী ভাষায় এরূপ স্থলিত কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন যে, তা শুনে বহু স্ত্রী সাধক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। সাজাহানের সভায় জনার্দন নামক একজন বিকানীরের গায়ক ছিলেন। সাজাহানের মৃত্যুর পর সঙ্গীতের ক্রমেই অবনতি ঘটতে থাকে, (২) আওরংজেব সঙ্গীত পছন্দ করতেন না তবে জানা যায় তিনি নিজে নাকি সঙ্গীতবিজ্ঞান বেশ ভালই জানতেন। তাঁর আদেশে সঙ্গীতের প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং দরবার থেকে গায়কদের তিনি একেবারে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে Popley তাঁর The Music of India নামক গ্রন্থে একটি মজার গল্প বর্ণনা করেছেন। “A story is told of how the court musicians, desiring to draw the Emperor’s attention to their distressful condition came part his balcony carrying a gaily dressed corpse upon a bir and chanting wonderful funeral songs upon the Emperor enquiring what the matter was, they told him that music had died from neglect and that they were taking its corpse to the burial ground. He replied

(১) Sarkar, “Studies in Mughal India.”

(২) Iswari Prosad, “Short History of Muslim rule in India.”

(১)-(৩) Iswari Prosad “Short History of Muslim rule India.”

at once very well, make the grave deep so that neither voice nor echo may issue from it."

হিন্দুস্থানের শেষ সম্রাট মহম্মদ শাহ রাজত্বে সঙ্গীত আবার প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর সভায় সদারঙ্গ এবং অদারঙ্গ নামক দুইজন সুপ্রসিদ্ধ গুণী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। আজকে যে খেয়াল প্রচলিত আছে সদারঙ্গ তাকে গড়ে তুলেছেন বলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না। ইনি ছিলেন একাধারে গায়ক এবং বীণকার।

শোনা যায়, সদারঙ্গ তাঁর আসল নাম নয়, তাঁর নাম ছিল নিয়ামত খাঁ। মহম্মদ শাহ তাঁকে সদারঙ্গ বলে অভিহিত করেছিলেন। ইনি তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় এবং এর বংশপরম্পরা বীণাবাদন অভ্যাস করে এসেছিলেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহ সদারঙ্গের কাছে বহু গান শিখেছিলেন। শোনা যায়, আমীর খৃষ্ণ প্রবর্তিত কাওয়াল গান থেকেই

সদারঙ্গ খেয়ালের সূত্রপাত করেন। সদারঙ্গ নিজে বহু গান রচনা করে গেছেন আজও সেগুলি প্রকার সহিত গীত হয়। সদারঙ্গ নিজে একজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদীও ছিলেন। তিনি নাকি বীণায় ধ্রুপদের আলাপ বাজাতেই এবং তাঁর বংশধরগণের মধ্যে অনেকে এই ধরণে বীণা বাজিয়ে এসেছেন।

সদারঙ্গের পুত্রের নাম ছিল ফিরোজ খাঁ—ইনিই অদারঙ্গ বলে পরিচিত।

মহম্মদ শাহ নিজে একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গান এখনও অত্যন্ত প্রকার সঙ্গীত হয় এবং ওস্তাদবৃন্দ মহম্মদ শাহ নাম শুনে নত হয়ে প্রজ্ঞা জ্ঞাপন করে থাকেন।

মহম্মদ শাহ মৃত্যুর পর মোগল রাজসভার আর কোন জোলুধ ছিল না এবং এর পরে গুণীগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। (ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

ভীমপল্লী—ত্রিতাল

সুন্দর সুরজন মাতোয়ারা রে ;

ওত পিয়ে প্রেমরস পিয়ালো রে ।

সারর সুরত মোহন মুরত,

মোর মুকুট বংশী বোলে রে ॥

প্রাপ্ত—ওস্তাদ গোলাম আলী ও গোলাম মহম্মদ সাহেবদ্বয়ের কৃতী ছাত্র—সঙ্গীতার্ণব উপকানন দাস
স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য ত্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যবিনোদ

স্থানী

+

৩

০

১

[পসর্গ - পণা - ধধা]

II

|

| { পা - া - গধধা পা | মা জা রা সা I

হ ন ০ দ ০ র হ র জ ন

[জমণা ধধা পা]

রা গা সা - া | জা - মা পা - া | জা - জা মা পা | - গা পা গা - গা I

মা তো যা ০ রো ০ রে ০ ও ০ ত পি ০ য়ে প্রে ০

সাঁ রাঁ - গা সাঁ | পসর্গ - গা ধা পা |

ম র ০ স পিয়া ০ লো রে

অন্তরা

II | ⁺ ^৩ ^০ ^১
[জঁরা সঁগা ধপা মপা | গঁসা গঁসা]
| পঁগা ধপা মজ্জা রসা | রঁগা সসা জঁমা পা I
হু নু দর হু র জন মাতো যা০ রো০ রে০

[মধপা] [সজঁরা]
পা পা পা পা | জঁ মা পা গা | পা গা সঁ সঁ | পা -সঁ সঁ সঁ I
সা র র হু র ত মো হ ন যু র ত মো ০ র যু

[ধধপমা জঁমপমা]
গা গা ধা পা | জঁমা পমা পা -পা } | 'পা -গধধা পা | মা জঁ রা সা' IIII
কু ট বং শী যো০ লো০ বে ০ হু নু ০ দ০ র হু র জন

তান

১। ⁺ ^৩ ^০
গঁসা জঁমা পঁগা সঁরা | সঁগা ধপা মজ্জা রসা | পা...
হু নু দর হু র জন মাতো যা০ রো০ রে০ হুন্দর

২। ⁺ ^৩ ^০
গঁসা জঁমা -পঁগা -পমা | জঁমা -জঁরা -সঁগা সা | পা...
মাতো যা০ ০০ ০০ রো০ ০০ ০০ রে০ হুন্দর

৩। ^০ ^১ ⁺
জঁমা পঁগা পমা জঁমা | -পঁগা -পমা জঁরা সা | রা...
হু র জন মাতো যা০ ০০ ০০ রো০ রে০ মাতো

৪। ^০ ^১ ⁺
জঁজঁ রঁসা -গঁগা -ধপা | মপা জঁমা জঁরা গঁসা | রা...
মাতো যা০ ০০ ০০ হু নু দর হু র জন মাতো

৫। ^০ ^১ ^২ ^৩ ^৪ ^৫
গঁগা পঁগা গঁপা মপা | জঁমা পপা সঁগা ধপা | জঁরা সঁগা -ধপা মপা |
হু নু দর হু র জন মাতো যা০ রো০ রে০ ও০ তপি ০ রে০ জ্রেম

^৩ ^০
গঁসা গঁসা জঁমা পা | পা...
রস পিঃ লো০ রে০ হু

৬। ⁺জমা -পণা স^৩জ^৩র^৩ | গ^৩ধা -পমা জমা পণা | স^০গা -ধপা -মপা -গণা |
স্ব ০ ০ ন্ দ ০ ব ০ স্ব ০ ০ ০ ব ০ জন মা ০ ০ ০ ০ ০

^১পমা জমা জরা সা | ⁺রা...
তো ০ মা ০ রো ০ বে মা

৭। স^০জা মজা জমা পপা | গ^১ধা -পপা -জমা -পপা | ⁺জমা -পণা -পণা -স^১স^১ |
স্ব ন্ দ র স্ব ব জন আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

^৩স^৩র^৩ স^৩গা -ধপা -মজা | ^০রসা গ^০সা -জমা প^১জা | ^১পণা ধপা মজা রসা |
মাতো মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺গ^১ণা সা পণা ধপা | ^৩মজা রসা গ^১ণা সা | ^০পণা ধপা মজা রসা |
মাতো মা, স্ব ন্ দ র স্ব ব জন মাতো মা, স্ব ন্ দ র স্ব ব জন

^১রা রসা রা রসা | ⁺রা...
মা, জন মা, জন মা

অন্তরার তান

১। ^৩জমা -পণা -স^১র^১ -া | ^০গ^০ধা -পমা -র^১ -া | ^১জ^১র^১ -স^১র^১ -গ^১স^১ -গ^১ধা |
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺প^১ধা -পমা -জমা -জরা | ^৩স^৩জা -মপা -জমা -পণা | ^০মপা -গ^০স^০ -পণা -স^১র^১ |
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

^১স^১গা -ধপা -মপা -জমা | ⁺পা
০ ০ ০ ০ ০ সাধব

২। সঁসঁ - গঁগঁ - সঁপা - গঁগাঁ | -মঁপা - পঁজা - মঁমা - জঁজা | -রঁরা - সঁজা - মঁপা - ধঁপা | পা⁺
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ১০ ০০ ০০ সাবর

৩। সঁ - গঁ - সঁসঁ - গাঁ | -গাঁ - গাঁ - গঁগাঁ - ধাঁ | -ধাঁ - গাঁ - ধঁধাঁ - মঁধাঁ |
আ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০

-পঁমা - জঁমা - পঁগাঁ - সঁগাঁ | -সঁগাঁ - জঁরঁরা - সঁগাঁ - সঁ | পা⁺...
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ সাব

সর্গম্

পুরীয়া-ধােনেছী-টিমা-ত্রিতাল

রচনা : উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ডি. মিউজিক, সঙ্গীতাচারী

স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

স্তায়ী

II ⁺ | ^৩ সা ঞ্জা | না ঞ্জা গা গা | জ্ঞা জ্ঞা পা পা | I
⁺ না দা - গাঁ পা | - গাঁ দা পা জ্ঞা | গাঁ গা ঞ্জা গা | - গাঁ গা জ্ঞা না | I
⁺ দা জ্ঞা গা জ্ঞা | গাঁ ঞ্জা "সা ঞ্জা | না ঞ্জা গা গা | জ্ঞা জ্ঞা পা জ্ঞা" II

অন্তরা

II ⁺ জ্ঞা জ্ঞা গা গা | জ্ঞা জ্ঞা পা পা | না দা - গাঁ না | - গাঁ ঞ্জা সঁ - গাঁ | I
⁺ না ঞ্জা গাঁ জ্ঞা | গাঁ ঞ্জা না ঞ্জা | না দা পা জ্ঞা | গাঁ ঞ্জা - গাঁ সা | I
⁺ না না না সা | - গাঁ সা গা গা | গাঁ জ্ঞা - গাঁ জ্ঞা | পা পা না দা | I
⁺ দা না দা জ্ঞা | গাঁ ঞ্জা "সা ঞ্জা | না ঞ্জা গা গা | জ্ঞা জ্ঞা পা পা" II

ভজন-কাহানাবা

তেরে পূজন কো ভগবান
 বানা মন মন্দিরোয়ালে শ্যাম ॥
 জিস্নে জানে তেরে মায়া,
 উস্নে ভেদ তেহরা পায়া—
 (হারে) ঋষি মুনি কর ধ্যান ॥
 বানা মন মন্দিরোয়ালে শ্যাম ॥

তুঁ'হি জলমে, তুঁ'হি থলমে,
তুঁ'হি ডালকে হর পাতামে
তুহারি দিলমে মুরতীমান ।
ঝুটি জগকি ঝুটি মায়া
মুরখ মন কহে ভরমায়া—
কর কুছ জীবনকো কল্যাণ ॥
বানা য়ন মন্দিরোয়ালে শ্রাম ॥

প্রাপ্ত : কুমারী রেবা মিত্র। স্মরণ ও স্বরলিপি : সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার মিত্র মহাশয়ের ছাত্রী
কুমারী আরতি বিশ্বাস।

II সা⁺-পা পা -। পা^০-ধা পমা মা I পা⁺-ধা গা সা^০। গা^০-ধা পা -। I
 তে ০ রে ০ পু ০ জ ০ ন কো ০ ভ গ বা ০ ০০ না ০

মা গা মা পা । মগা -মা জা রা । সরা -জরা সা -না । সা -া -া -া ।
 বা না ম ন ম০ নু দি বো ঘা০ ০০ লে ০ আ ০ ০ ম্

-। मा -पा पा। ना -। र्मा -धना । -। र्मा र्मा ना। र्मा -नर्मा -। -। ।
 ० जि सु ने आ ० ने ० ० ० ० ते रे मा या ० ० ० ० ०

-। ना -। ना। ना -। ना -वा । -। ना री र्ना । ना -धना पा -। ।
 ० उ म ने डे ० ण ० ० ते ह वा पा ०० या ०

-ঐ পধা -ধসী -সঁরী । গা -ঐ গা -ধপা ॥ -ঐ পধা -মা মা । গা -মমা -মা -পা ॥
 ০ ০ ঐ ০০ ষি ০ য় ০ নি ০০ ০ ক ০ ব় তা ধা ০০ ০ ন্

মা গা মা পা । মগা-মা জ্ঞা রা । সরা-জ্ঞরা-সান্না । সা -া -া -া ।
 বা না ম ন য়০ ন দ্বি বো যা০ ০০ ০ লে জা ০ ০ য

-। সা -গা গা। গা -গা গা -। I -। মা -। মা। মা -। মা -। I
০ তু ০ হি জ ল মে ০ ০ তু ০ হি খ ল মে ০

-। রা -মা মা। মা -পা মপা -ধপা I -। মা -গা পা। মজা -। রা -। I
০ তু ০ হি ডা ল কে ০ ০ ০ হ র পা তা ০ মে ০

-। ধা ধা ধা। গণা -ধধা পমা -গমা I মা -গমা রা জা। -পা -। -। -। I
০ তু হা রি দিল ০ ০ মে ০ ০ মূ ০ ০ র তি মা ০ ০ ন

-। মা -পা পা। গা পা গা -। I -পগা সা -। সা। সা -। সা -। I
০ তু ০ টি জ গ কি ০ ০ ০ তু ০ টি মা ০ যা ০

-। গা রা রা। সরা -জরা -সা গা I গা সা ধা -মা। ধা -। ধা -। I
০ মূ র খ ম ০ ০ ০ ন কা হে ০ ড র মা ০ যা ০

-। ধধা ধা -গা। ধগা -ধগা ধা পা I পা -ধপা মা গা। গা -মমা -মা -পা I
০ কর কু ছ্ জী ০ ০ ০ ব ন কে ০ ০ ক ল ল্যা ০ ০ ০ ৭

মা গা মা পা। মগা -মা জা রা I সরা -জরা সা না। সা -। -। -। I
বা না ম ন ম ০ ন দি তো যা ০ ০ ০ লে ০ জা ০ ০ ০ ম

গান

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

শ্রামের বাঁশরী আজো বাজে সেই যমুনা কূলে,
আজো সে সুরে রাধা চলে অভিসারে করম মূলে।
বৃন্দাবনের সেই প্রেম-কাহিনী,
ছন্দে সুরে বাজা মধু রাগিণী,
এই ধরণীর আজো বাজে সবাকার মরম মূলে।

ব্রজের বিরহ আজো কাঁদিয়া ফেরে বরষা রাতে,
আকুল রাধার বাধা বাজে গভীরে একতারাতে।
ফাগুন রাতের সেই কুঞ্জ-ছায়ে,
মিলন-মধুর সুর ফেরে গো বায়ে;
মরে নাই প্রেম সে জাগে আজো হৃদি-কূলে।

স্বরলিপি

তোমার প্রণামখানি আমার প্রাণে
আশীষ হয়ে ঝরে।
জীবন জুড়ে স্বপ্ন ছিল
দূরের আকাশ 'পরে।
স্বরণের তীরে রেখে গেছ তাকি.
আধ ফোটা ফুলে স্মৃতিটুকু পাঠ
নব ফাঙ্কনে সুরে সুরে মোর
দোলা লাগে অন্তরে।

অজানা দিনের প্রথম দেউলে
এসেছিলে মোর পাশে
বিরহ বেদনা পাইনিতো কিছু
জীবনের মধুমাসে।
একদিন তুমি গোধূলি বেলায়
আধেক মায়ায় এঁকে দিলে হায়
স্বপনে রাঙানো মধু আল্পনা
সেই কথা মনে পড়ে।

কথা : শ্রীপিণাকীরজন কৰ্ম্মকার

সুর ও স্বরলিপি : শ্রীঅনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বামী .

II সা সা না । সা গা রা I মা -রা গা । গা মা পা I
তো মা ব প্র গা ম খা ০ নি আ মা র

রা -জ্ঞা রমা । সা জ্ঞা রা I গা ধা -পা । ধা -সা গা I
প্রা ০ গে ০ আ শী য় হ য়ে ০ ঝ ০ রে

সা পা পা । ক্ষা পা -পা I পা ক্ষা গা । রা -সা সা I
জী ব ন জু ডে ০ স্ব প ন ছি ০ ল

পা রা ক্ষা । ক্ষা রা গা I গা -রা সা । সা জ্ঞা রা I
দু রে র আ কা শ প ০ রে আ শী য়

গা ধা -পা । ধা -সা গা II
হ য়ে ০ ঝ ০ রে

অন্তরা ও আভোগ

+	০	+	০
II মা ধা সা সা সা সা I না সা না ধা -দা -া I			
অ র গে র তী রে রে খে গে ছ ০ ০			
এ ক দি ন তু মি গো ধু লি বে ০ ০			
দা -ধা -দা -ধা -না সা I সা না ধা দা মা গা I			
তা ০ ০ ০ ০ ই আ ধ ফো টা ফু লে			
লা ০ ০ ০ ০ য় আ ধে ক মা যা য			
সা গা মা গা ধা ধা I ধা ধা মা -পা পা পা I			
স্ব তি টু কু পা ই ন ব ফা লু গু নে			
এ' কে দি লে হা য় স্ব প নে রা ডা নো			
গা গা সা জ্ঞা রা রা I সা জ্ঞা রা গা ধা পা I			
স্ব রে স্ব রে মো র দো লা লা গে অ ন			
ম ধু আ লু প না সে ই ক থা ম নে			
ধা সা গা সা জ্ঞা রা I গা ধা -পা ধা -সা গা II			
ত ০ রে আ শী য় হ য়ে ০ ঝ ০ রে			
পা ০ ডে আ শী য় হ য়ে ০ ঝ ০ রে			

সঞ্চারী

+	০	+	০
II না সা গা পা রা রা I গা মা রা জ্ঞা রা সা I			
অ জা না দি নে র প্র থ ম দে উ লে			
সা পা পা পা গা -মা I -রা -া পা পা -া -া I			
এ সে চি লে মো ০ ০ ০ ০ ০ ০			
গা পা ধনা ধা পা মা I ধা পা মা গরা মা গা I			
বি র হ বে দ না পা ই নি ত ০ কি ছু			
সা মা গা গা মা রা I না সা -সা সা জ্ঞা রা I			
জী ব নে র ম ধু মা সে ০ আ শী য়			
গা ধা -পা ধা -সা গা II			
হ য়ে ০ ধ ০ রে			

জয়জয়ন্তী-দ্বিতাল

ସ୍ବରଲିପି—ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀକୁମାର ମଲ୍ଲିକ

সঙ্গীত সংসদ

সম্প্রতি বিখ্যাত তবলাবিদ ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন মজুমদার প্রমুখ কতিপয় সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তির উদ্যোগে ৫৭-এ কলেজ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সঙ্গীত সংসদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইদানীং উক্ত ভবনে সংসদ কর্তৃক এক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়, তাহাতে কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পী যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটিকে মনোরম করিয়া তোলেন। অনুষ্ঠান-শেষে গৃহস্থায়ী অভ্যাগতদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

জলসাঁঘর

সম্প্রতি কলিকাতা কলেজ স্কয়ারস্থিত বেঙ্গল থিয়েটারফিক্যাল সোসাইটী হলে জলসাঁঘরের প্রতিমাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতদনুষ্ঠানে জলসাঁঘরের সম্পাদক সঙ্গীতাচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত ষামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত ও মিঃ সাহাবুদ্দিন খাঁ সাহেবের হারমোনিয়ম বাদনের আয়োজন হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মিঃ সাহাবুদ্দিন খাঁ সাহেব হারমোনিয়মে বেহাগ ও ঝাঙ্কাঝ রাগের আলাপ ও গং বাজান। তাঁহার বাদননৈপুণ্যে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষভাবে আনন্দ লাভ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত ষামিনীবাবু প্রিয়া রাগের বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের দুইগানি খেয়াল গাহেন এবং সর্বশেষে একটি ঠুংরী গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করেন। ষামিনীবাবু বাংলার শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এই অনুষ্ঠানে যে

সঙ্গীতকলা প্রয়োগ ও পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা অনবদ্য। এই শিল্পীদ্বয়ের সহিত তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বিমল দাস। তাঁহার সঙ্গতও বিশেষ প্রশংসনীয়।

পাইপবিহীন অর্গান

আমরা একটি সংবাদে জ্ঞাত হইলাম যে, ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন তাঁহাদের লণ্ডনস্থ ষ্টুডিওতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি পাইপ-বিহীন অর্গান স্থাপিত করিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে এই ধরণের অর্গান ইহাই প্রথম।

পরলোকে নিত্যা নৃত্যশিল্পী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত নৃত্যবিদ বিল রবিনসন্ নিউ ইয়র্ক সহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ব্রুকলিনেব সুশ্রামল সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধিক্ষেত্রটি একমাত্র শিল্পীদের জন্যই সংরক্ষিত।

ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ড সহরে রবিনসনের জন্ম হয়। শিশুকালে তিনি মাতৃ-পিতৃহীন হইয়াছিলেন এবং পিতামহীর নিকট প্রতিপালিত হন। বাল্যকালেই তিনি স্বীয় চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং অল্পতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে নিজেকে গড়িয়া তোলেন। তিনি জীবনে এক লক্ষবার মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ত্রিশ লক্ষ ডলার উপার্জন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কয়েকটি চলচ্চিত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমেরিকায় বগন টেলিভিশন স্থাপিত হয় তখন তাহাতেও তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দেড় মাস পূর্বেও তিনি একটি টেলিভিশন অভিনয়ে অবতীর্ণ হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ষাটের অধিক হইয়াছিল।

সম্পাদক - সঙ্গীতনাট্যক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

অধ্যাপক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

গোপ-১৯৩১

জাইয়েল্লার বাহাদুর কর্তৃক লক্ষ্য বসন্তেশ্বর গুরুদ্বারা ও সরকারের সাহায্যে প্রাপ্ত বাজিকা প্রদর্শনীর প্রস্তাবিত প্রদর্শনীর প্রস্তাবিত।

বাজিকা

বাজিকা



পছন্দমত বাজনা
রডাসেই পাবেন।

বডাস কোং

১৪, বেকিং স্ট্রিট
কলিকাতা



প্রতি সপ্তাহের জন্য ১০ টাকা

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ৩রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২১শ বর্ষ, সন ১৩৩১ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম-এল-সি

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

সেক্রেটারী :—

শ্রীহরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাবধারক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রী হরিশঙ্কর পাল কে-টি
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ ও. বি. ই.
রায় বাহাদুর চাকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও. বি. ই.
শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম. এ, ডি-লিট (প্যারিস)
ওস্তাদ আলিউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার টেট)
মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণকার) সাহেব
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন সত্যিভারতী
শ্রীমতী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী
শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
মিসেস্ কে, সি, দে
শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী
শ্রীযুক্তা বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী
শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসাকর
শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ অমিচনাথ সান্দ্রাল
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এমসি
শ্রীযুক্ত হৃদীন্দ্রকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

সূচীপত্র—

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকলা	হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ	
—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	—শ্রীজ্যোত্স্নকিশোর রায়চৌধুরী	১০২
১৩৫	স্বরলিপি—শ্রীবনলতা মুখোপাধ্যায়	১৪১
স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	সেতারের গৎ—কুমারী স্মিতা সেন	১৪২
১৩৭	স্বরলিপি—শ্রীস্বধীন্দ্রনাথ মজুমদার	১৪৩
গান—শ্রীরমেন মৈত্র	১৩৮ সংবাদ	১৪৪

আদর্শ বিদ্যালয়মন্দির ও সঙ্গীত-কলানন্দ

এই বিদ্যালয়ে সম্ভ্রান্ত বালক বালিকাদিগকে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য অল্পসারে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত মৃৎশিল্প, চিত্রকলা ও নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে।

২নং হরি বসু লেন (দর্জিপাড়া) কলিকাতা।

সুরে ও স্বরে

— নাগিনার —

হা র মো নি য় ম

১৮নং মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বরসাধক শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ প্রণীত
অভিনব স্বরলিপি পুস্তক

১/ স্বরমঞ্জরী ১/

অনূন বিশ প্রকার রাগরাগিণী ও তালের বোল পরিচয় ও তানবীট সহ প্রচলিত প্রায় সকল ভাষা ও অঙ্কের অপূর্ণ গীত-গৎ সমাবেশ। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান :—
“কেদার-কুতীর” অথবা আর, বি, দাস
চাঁস, লালবাজার স্ট্রীট ও ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশল।

কুমারী পরিশূর্ণা নিয়োগী প্রণীত

সুরের ব্যঙ্গ—১৮০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বীট, আলাপ, প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—
ঠংরী : “সাঁচ কহ মোসে বাতিয়া” (বাঘাজ), “পাপিহারী
পকী বোলী না বোলে” (পিলু) প্রভৃতি।

আর, বি, দাস—কলিকাতা।

স্বনামধন্য নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ৪র্থ ও ৫ম বার্ষিক
অধিবেশন ও পুস্তকার বিতরণোৎসব উপলক্ষে—

রঞ্জিত গুহের প্রয়োজনায়

“আর্ট সেন্টার অফ দি ওরিয়েন্ট”র

৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী সমন্বয়ে

ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান

বিভিন্ন ভূমিকায় :

কুমারী দীপ্তি সান্যাল, শিবানী লাহা, ডলি ভট্টাচার্য,
অলকা সেন, তপতী সেন, অদৌ বিশ্বাস, ভূপেন সেন প্রভৃতি।

রঙমহল কালিকতা

১২শে ও ২০শে মার্চ

২৩শে মার্চ '৪৫

সঙ্গীত-পরিচালনা :

দুর্গা সেন

সহকারী :

অজিত বসু

প্রাপ্তিস্থান :

নৃত্য-নির্দেশক :

প্রহ্লাদ দাস

সহকারী :

বলাই দত্ত

“আর্ট সেন্টার”—আন্ততঃ কলেজের সম্মুখে

দীপালী কার্যালয়—১২৩-১, আপার সাকুলার রোড

বি, বি, ৩২৫৩

ডালিম টেলারিং—কলেজ স্ট্রীট মার্কেট।

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

সদ্য প্রকাশিত হইল -

সুরশিল্পী পঞ্চজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিকা—২॥০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও
সুপ্রসিদ্ধ গীতিকার শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

রাগসঙ্গীত (বাংলা ও হিন্দী)—১॥০

এই পুস্তকে প্রসিদ্ধ সেনী-ঘরানার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও প্রসিদ্ধ
গীতিকার বিনয়ভূষণের বাংলা ক্লাসিক গানের অপূর্ণ
সমাবেশ হইয়াছে। গানগুলি আকারমাত্রিক স্বরলিপিকৃত।

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এমসি প্রণীত

সঙ্গীতরঞ্জনী—২৮০

(সেতার শিকার একমাত্র সচিত্র পুস্তক)

কবি নজরুল ইসলামের গান ও স্বরলিপি পুস্তক

সুর-মুকুর—১৮০

নজরুল-স্বরলিপি—১৮০

প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরের মালা—২॥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীৰ্ত্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১॥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)



বি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ



“গিনি হাউস”

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কারাদি এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্যাতা।

১০১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অতি
বস্তুর সহিত সত্ত্বর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোটে সর্বত্র গহনা পাঠাই।

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য আছে এরূপ অনেকগুলি নূতন দোকান হইয়াছে।
তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এজন্য আমাদের নবনির্মিত দোকান
“গিনি হাউস” নামে অভিহিত ও রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের
দোকানে আগমন করিবার সময় অথবা আমাদেরকে পত্রাদি লিখিবার সময় অল্পগ্রহ প্রকাশে
“গিনি হাউস” নামটি স্মরণ রাখিবেন।

আমাদের আর কোনও ব্রাঞ্চ দোকান নাই। কিছা আমাদের কোন

অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।

টেলিফোন নং ২০ বড়বাজার।

ক্যাটালগের অন্ত পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম :—গিনিহোস

জনস্বাস্থ্যার্থে সর্বত্র প্রযুক্ত আমাদের বর্তমান ১৭ নং এবং ১৭ক নং ক্যাটালগে যে মঙ্কুরি নির্দিষ্ট আছে,

তাহা অপেক্ষাও প্রায় সমস্ত গহনারই মঙ্কুরি কম করা হইয়াছে।

অর্ডার দিবার কালীন অল্পগ্রহপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোন্মেষ করিবেন।

২১শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবোধিকা

পৌষ
১৩৫১ সাল

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকলা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ষড়্জগ্রামীয় সংস্কৃত ঠাট বা কর্ণাটী করহারপ্রিয়া, যতাস্তরে কনকানীর ঠাটকেই আমরা শুদ্ধ সংস্কৃত সপ্তক বলে বর্ণন করেছি। কিন্তু কর্ণাটী বীণ্কার শিবানন্দ শাস্ত্রীজী আমায় বলেছেন যে, ষড়্জগ্রামের এই শুদ্ধ মূখ্য সাত স্বরের মধ্যে গ ও ধ আন্দোলিত—সেজন্ত ঐ দুটিকে কর্ণাটী সংগীতে শুদ্ধ স্বর বলা যায় না। তাই তাঁরা ভৈরবী ঠাট বা মায়ামালব গোড়ার ঠাটের সপ্ত স্বরকে শুদ্ধ স্ববযুক্ত বলে থাকেন। কনকানী বা করহারপ্রিয়ার স্বরগুলিতে আন্দোলিত ভাব আছে—কিন্তু মায়ামালবগোড়ার স্বরগুলিতে আন্দোলিত ভাব রাখার আবশ্যকতা নাই। তাই ষড়্জগ্রামের প্রধান সপ্তক না হ'লেও মায়ামালবগোড়ার বিশেষ প্রাধান্ত কর্ণাটী সঙ্গীতে দেখা যায়। আমাদের সঙ্গীতেও কানাড়ার স্বর আন্দোলিত—কিন্তু বিলাবলের স্বরগুলি স্থিতিযুক্ত। স্থিতিযুক্ত বিলাবল ঠাটের স্বরসকলের শুদ্ধ বীকার তাই আভাবিক।

সঙ্গীতরত্নাকরে শুদ্ধ সপ্ত স্বর ও বিকৃত দ্বাদশ স্বরের উল্লেখ আছে।

“তে এব বিকৃতাবস্থা দ্বাদশ প্রতিপাদিতাঃ”।

শাস্ত্রীয় মতে এগুলির নাম হচ্ছে—(১) চ্যুত সা (২) অচ্যুত সা (৩) বিকৃত রে (৪) সাধারণ গা (৫) অন্তর গা (৬) চ্যুত মা (৭) অচ্যুত মা (৮) চ্যুত পা (৯) কৈশিক পা (১০) বিকৃত ধা (১১) কৈশিক নি (১২) কাকলী নি। এ সকল বিকৃত স্বরের মধ্যে ষড়্জগ্রামে, চ্যুত সা, অচ্যুত

সা, বিকৃত রে, অন্তর গা, অচ্যুত মা, কাকলী নি ও কৈশিক নি—এই কয়েকটি বিকৃত স্বরই শাস্ত্রীয় ষড়্জ গ্রামের বিকৃত ঠাটসকলে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বিকৃত স্বর ও কতক পূর্বোক্ত বিকৃত স্বর মধ্যম গ্রামে প্রযুক্ত হয়। তবে ষড়্জ গ্রামের ঐতি ও শুদ্ধ বিকৃত স্বরের চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা মধ্যমগ্রামে হাত দিতে চাই না।

চ্যুত সা হচ্ছে আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তীব্রতর নিখাদ্ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সা, যা ‘ছন্দোবতী’ ঐতিহ্যে অবস্থিত তা থেকে এক ঐতি ‘প্চনের স্বর বা ‘মন্দা’র স্বর হচ্ছে, চ্যুত সা। অচ্যুত ‘সা’ হচ্ছে ছন্দোবতীর ‘সা’ তা সাধারণতঃ শাস্ত্রে শুদ্ধ ‘সা’ বলেই পরিগণিত—কিন্তু যখন নিখাদে তীব্র ঐতির ব্যবহারে নি স্থানচ্যুত হয়, তখন অচল স্বর সা নিখাদের সহিত ব্যবধান হ্রাস পেয়ে অগ্ররূপ ঐতি হয়, সে ক্ষেত্রে অচল, অচ্যুত সাও ‘বিকৃত’ নামে অভিহিত। যদিও শুদ্ধ ষড়্জ গ্রামীয় সপ্তকে অচ্যুত ‘সা’ শুদ্ধ। শাস্ত্রীয় শুদ্ধ রে বা রতিকা ঐতির রে ত্রিঐতিসম্পন্ন কিন্তু রে যদি রোদ্রীতে যায়, তখন চতুঃঐতিসম্পন্ন রেখাবকে, ‘বিকৃত রে’ বলা হয়। তেমনি ক্রোধা অবস্থিত গান্ধার ষড়্জগ্রামে দুই ঐতি বিশিষ্ট তা যদি চারি ঐতিতে বা প্রসারিণীতে নিম্পন্ন হয়, তবে একে অন্তর গান্ধার বলা হবে। অচ্যুত মা অর্থাৎ শুদ্ধ মা ও অন্তর গান্ধারের প্রয়োগের সময় গান্ধার হতে দুই ঐতি তৎকাল্যুক্ত হওয়ার

‘বিকৃত’ বলে অভিহিত হয়। কৈশিকী ‘নি’ হচ্ছে ‘তীত্রা’ তুলনা করলে—যদি আমাদের ‘সা’কেও ‘ছন্দোবতী’ শ্রুতি বর্ধনিত নি ও কাকলী নি ‘কুমুদতী’তে স্থিত এরা শ্রুতিতে বসানো হয় তবে শাস্ত্রীয় ষড়্জ গ্রামের বিকৃত যথাক্রমে তিন ও চারি শ্রুতিবিশিষ্ট।

স্বরগুলির কয়েকটি থেকেই যে আমাদের “বেলাবল”

আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শুদ্ধ সপ্তকের সঙ্গে ঠাটের উদ্ভব তা বেশ মনে হয়।

শ্রুতি	শাস্ত্রীয় ষড়্জ গ্রামের শুদ্ধ স্বর (সেনী “শুদ্ধ কানা- ডার” সহিত তুলনীয়)	শাস্ত্রীয় ষড়্জ গ্রামের বিকৃত স্বর (বিলাবল ঠাটের সহিত তুলনীয়)	হিন্দুস্থানী শুদ্ধ বেলাবল ঠাট (শাস্ত্রীয় ষড়্জ গ্রামের বিকৃত স্বরের ভিত্তিতে)	প্রচলিত কর্ণাটী প্রধান সপ্তক (ভৈরোর সহিত তুলনীয়)
১ তীত্রা				
২ কুমুদতী				
৩ মন্দা		চ্যুত স		
৪ ছন্দোবতী	স	অচ্যুত স	সা	স
৫ দয়াবতী				
৬ রঙ্গনী				ঋ
৭ রত্নিকা	রি			
৮ রোজী		চতুঃশ্রুতি বে	বে	
৯ ক্রোধা	গ			
১০ বজ্রিকা				
১১ প্রসারিণী		অস্তর গ	গা	গ
১২ প্রীতি				
১৩ মার্জ্জনী	ম	অচ্যুত ম	মা	ম
১৪ ক্রিতি				
১৫ রক্তা				
১৬ সন্দীপনী				
১৭ আলাপিনী	প		পা	প
১৮ মদন্তী				
১৯ রোহিণী				দ
২০ রম্যা	ধ			
২১ উগ্রা				
২২ কোভিনী	নি		ধা	
১ তীত্রা		কৈশিক নি		
২ কুমুদতী		কাকলী নি	নি	নি
৩ মন্দা				
৪ ছন্দোবতী			সা	স

স্বরলিপি

মিশ্র-কাহারুবা

প্রাণের দেবতা মম কথা কণ্ড কথা কণ্ড
নিষ্ঠুর পাষণ্ড সম নীরবে কেন গো রও ।

যত ফুল যত গান

সকলি কি হবে গ্নান ?

আমার আখির জলে সবি তুমি তুলে লও।

এ বেদনা সহেনা যে অলস রজনী জাগি',
প্রদীপ নিভিয়া যায় জলে' জলে' তব লাগি'।

আমার মনের বীণা

বাজে যে ছন্দহীন।

স্বর হয়ে তুমি প্রিয় আজি সেথা ধীরে বও ।

କଥା—ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁସାର ମେନ

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

II {पा गा वा पा | दा पा -मपा -गमा I पा -ा -ा -ा | -ा -ा सा था ।

প্রাণে র দে ব তা ম ০ ০ ০ ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ক থা

ମନ୍ତ୍ରୀ - ଗ୍ରାମୀଣ ମା - ଟା | - ଟା - ଟା ପଦା ମା । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ - ମର୍ତ୍ତ୍ୟ - ମର୍ତ୍ତ୍ୟ - ମର୍ତ୍ତ୍ୟ | - ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦା - ଟା - ଟା ।

क ० ०० ६ ० ० ० क ० थ। क ० ० ०० ०० ६ ० ०

પાં ધાં પમા માં | પાં -ધા ગા પાં | ધગાં -ાં -ાં -ાં | પાં ધાં પમા -ાં |

ନି ଠି ର ପା ହା ଠ ଣ ମ ସିଠ ଠ ଠ ଠ ନୀ ର ବେ ଠ

ଗା ରା ଗା -ମା | ଯା ଯା -ମା -ମା ||

କେ ନ ଗୋ ୦ ର ୨ ୦ ୦ କଥା କଥା କଥା କଥା

॥ -१ -१ मां प्रां । मी -१ -१ -१ । -१ -१ गां री । मी -१ -१ -१ ।

০ ০ ষ ত ফু ল ০ ০ ০ ০ ষ ত গা ন ০ ০

ଗାଁ ମାଁ ଉର୍ଦ୍ଧା-ଉର୍ଦ୍ଧା । -ରାଁ-ରାଁ-ମାଁ-ମାଁ । ଗଦା-ମାଁ ମାଁ ମାଁ । ମାଁ ମାଁ -ମାଁ -ମାଁ ।

স ক জি ০ ০ ০ ০ ০ কি ০ হ বে ০ মা ন্ ০ ০

ମା ଥା ମା ଥା । ମା-ରା ଉମା ମା । ମରା-ଉମା-ନା-ନା । ନା ଉମା ରା ମା ।

আ মা ব আঁ খি ০ র জ লে ০ ০ ০ ০ ০ স বি তু

दा -ा णा री । जी जी -ा -ा । -ा -ा पा दा । पदा -मपा -ा -ा ।

মি ০ ত লে ল ৬ ০ ০ ০ ০ ক থা ক ০ ০ ৬ ০ ০

-। -। धां ज्ञा । मा -। -। -। ॥

୦ ୦ କ ଥା କ ଓ ୦ ୦

I। সা -গমা মা গমা | -জ্ঞা -জ্ঞা জ্ঞা গমা I জ্ঞা -া সা -া | -া -া -া -া I
এ বে দ না ০ ০ স হে না ০ যে ০ ০ ০ ০ ০

পা দা গা সা | রা জ্ঞা জ্ঞা -মগা I মা -া -া -া | গা গা -া গা I
অ ল স র জ নী জা ০০ গি ০ ০ ০ অ দৌ প্ নি

গা মা পা -গমা | -পা -া -া -া I -া -া পা দা | মা -দা পা -া I
তি রা যা ০০ য় ০ ০ ০ ০ ০ জ লে জ ০ লে ০

জ্ঞা মা মা -া | সা -া -া -া II
ত ব লা ০ গি ০ ০ ০

II পা দা গমা মা | পা -ধা গা পা I সা -া -া -া | সা রা গা -া I
আ মা র য নে ০ র বী গা ০ ০ ০ বা জে যে ০

পা -পা মা পা | জ্ঞা -া -া -া I -জ্ঞা জ্ঞা -জ্ঞা মা | দা -া -া -া I
ছ ন্ দ হী না ০ ০ ০ ০ স্ব য় হ যে ০ ০ ০

-া পা ধা গা | নসাঁ -া -া -া I সা জ্ঞা -া সা | জ্ঞা -া মা মা I
০ তু মি প্রি য় ০ ০ ০ আ জি ০ দে খা ০ বী রে

দা দা -া -া | -া -া -া -া II
ব ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কথা কও কণা কও

গান

শ্রীরমেন মৈত্র

আজও কি বন্ধু সেদিনের মত তোমার বকুলতলা,
গোছুলি সমীরে মুকুল স্ববাসে হয়ে আসে বিহ্বলা।

ফুলভরা সেই আঙ্গিনার পরে

হয়ত এখন দীপ হাতে করে

খেমে গেছে তব আঁখি নত করি ধীর চরণে চলা।

এতদিন ধরি বাহার রচনা শুধুই তোমারে অরি
সে স্বপনগীতি পড়িছে কি মনে আজিকার টানে হেরি।

(যার) আছে শুধু স্বর নাহি কোন বাণী

যার পরশনে মন জানাজানি,

তাই লয়ে আজ জাগিছ কি তুমি যে গান হয়নি বলা।

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বাভূতি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কেদারী—(কলাণ খাট)

কেদারায় শুদ্ধ ম'র ব্যবহার। যথা :—স ম, ম গ ম,
প ম গ, গ ম র, গ ম গ, গ ম স, স ন্ ম, ধ ম গ, স ম গ,
গ ম ধ প ;

কেদারায় এইরূপ স্থলে কড়ি ম ব্যবহৃত হয়। যথা :—
প ক্ষ প, প ক্ষ ধ, ন ক্ষ ধ, ন ক্ষ প, ধ ক্ষ ধ, ধ ক্ষ প,
প ক্ষ ম, ক্ষ ধ প, ক্ষ প ন।

অরাস্তর

প্রয়োগ দৃষ্টান্ত

সর,—খা পা মা গা | মা রা সা রা | সা -া -া -া |
গম,—সা মা গা মা | পা ক্ষা ধা পা | মা -া -া -া |
গক্ষ,—মা গা | ক্ষা পা | ধা পা | স' -া | (বিভিন্ন পদে
অল্প ব্যবহৃত হয়।)

মপ—মা -া মা পা | ধা পা মা গা | মা রা সা -া |
ক্ষপ,—স' স' ধা পা | ক্ষা পা ধা পা | মা -া -া -া |
পধ,—ক্ষা পা ধা পা | মা গা মা রা | সা রা সা -া |
ধন,—ধা না ধা পা | ক্ষা পা মা গা | মা রা সা -া |
নস,—স' না স' ধা | পা ক্ষা পা -া | গা মা রা সা |
স'ন,—স' না স' ধা | পা ক্ষা ধা পা | গা মা রা সা |
নধ,—স' না ধা | পা ক্ষা পা | মা গা মা | রা সা -া |
ধপ,—ধা -া পা পা | ক্ষা পা ধা পা | মা -া -া মা |
পক্ষ,—পা ক্ষা ধা | পা ক্ষা পা | গা মা রা | সা -া -া |
পম,—পা -া পা মা | স' স' -া স' | স' ধা পা -া |
মগ,—মা গা মা | পা ক্ষা পা | মা গা মা | রা সা -া |
রস,—পা ক্ষা ধা | পা ক্ষা পা | মা গা মা | রা সা |
গপ,—গা পা | ক্ষা ধা | পা ক্ষা | পা -া |
মধ,—পা -া পা | মা ধা পা | মা গা মা | রা সা -া |
ক্ষধ,—পা ক্ষা ধা | পা ক্ষা পা | মা গা মা | রা সা -া |
পন,—গা পা ক্ষা ধা | পা না ধা পা | গা মা রা সা |
ধস,—স' না | ধা স' | না ধা | পা -া |

নর,—খা স'না | র' সা | না স' | ধা পা |

স'ধ,—স' না স' ধা | পা ক্ষা ধা পা | মা -া -া -া |
নপ,—ক্ষা ধা না | পা ক্ষা পা | মা গা মা | রা সা -া |
ধক্ষ,—খা না ধা | ক্ষা ধা পা | মা গা মা | রা সা -া |
ধম,—মা গা মা | ধা মা গা | পা -া ক্ষা | পা -া -া |
(অল্প ব্যবহৃত)

পগ,—পা ক্ষা ধা পা | গা মা রা সা |মর,—গমা গমা রা সা | সা রা সা -া |বন্,—পা ক্ষা ধা | পা মগা মা | রা না রা | সা -া -া |সম,—সা মা গা পা | ক্ষা পা ধা পা | মা -া -া মা |গধ,—মা গা ধা | পা ক্ষা পা | মা গা মা | রা সা -া |ক্ষন,—গা পা ক্ষা | না ধা পা | মা গা মা | রা সা -া |পস,—পা ধা | পা স' | ধা পা | ক্ষা পা |ধর,—স' ধা | র' সা | না ধা | পক্ষা পা |

স'প,—পা ক্ষা | ধা পা | স' -া | পা ক্ষা | ধা পা |
মা -া |

নক্ষ,—খা না ক্ষা | ধা পা -া | মা গা মা | রা সা -া |নম,—খা স' না | মা গা পা | মা গা মা | রা সা -া |

(অল্প ব্যবহৃত)

ধগ,—মা গা মা | পা ক্ষা ধা | গা মা রা | সা -া -া |সপ,—সা না সা | পা ক্ষা পা | মা গা মা | রা সা -া |মস,—সা না সা | মা -া -া | স' ধা না | পা -া -া |নুক্ষ,—মা গা মা | রা সা না | ক্ষা ধা পা | মা রা সা |

(বিভিন্ন পদে অল্প ব্যবহৃত)

স'ম,—পা ক্ষা পা | ধা না স' | ক্ষা ধা পা | ক্ষা রা সা |

(বিভিন্ন পদে অল্প ব্যবহৃত)

পস,—মা গা পা | সা -া মা | পা ক্ষা ধা | পা -া -া |

স'ক্ষ,—খা না স' | ক্ষা ধা পা | মা রা সা |

সরগম্

কেদারা—ত্রিতাল (কল্যাণ খাট)

বচন—৭ অমীর খাঁ

প্রদত্ত—উস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁ

স্থায়ী

II সা মা গা মা | পা -১ ক্ষা পা | ধা পা ক্ষা পা | গা মা রা সা I
 +
 সা না ধা পা | না ধা সা -১ | রা রা সা -১ | মা মা রা সা I
 +
 গা মা পা পা | ধা ধা পা পা | সা না ধা পা | গা মা রা সা II

অন্তরা

II পা পা সা সা | রা রা সা -১ | মা মা রা সা | না সা রা সা I
 +
 সা না ধা পা | ক্ষা পা ধা পা | গা মা পা গা | মা রা সা -১ II

সরগম্

কেদারা—ত্রিতাল (কল্যাণ খাট)

বচনা—মজরা

প্রদত্ত—উস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁ

স্থায়ী

II সা মা মা মা | গা পা পা পা | ক্ষা পা ধা পা | গা মা রা সা I
 +
 সা না ধা পা | না ধা পা ধা | না ধা সা -১ | রা রা সা -১ I
 +
 সা মা গা পা | ক্ষা পা ধা পা | না ধা পা -১ | গা মা রা সা II

অন্তরা

II মা গা পা পা | সা -১ সা -১ | রা রা সা -১ | মা মা রা সা I
 +
 মা মা রা সা | সা মা গা পা | ক্ষা পা ধা পা | সা না ধা পা I
 +
 না ধা পা ক্ষা | পা ধা ক্ষা পা | গা মা -১ পা | গা মা রা সা I
 +
 সা -১ সা সা | রা রা সা সা | মা মা মা -১ | গা মা রা সা I
 +
 সা না ধা পা | সা সা মা মা | পা পা ধা পা | গা মা রা সা II

স্বরলিপি

ছুর্গা-ঝাঁপতাল

তুম সঙ্গ নাহি বোলু এইসো চিট লব্বরবা।

করকি চুড়িয়া কারক গয়ি সারি

করত মোসে ঠাটোলি এই সে মোত পিয়ারবা।

প্রাপ্ত—ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ

সংগ্রাহক—শ্রীমিলনময় মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীবনলতা মুখোপাধ্যায়

স্বারী

II	+	পা	পা		ধা	মা	পা		ধা	-মা		রা	-া	সা	I
		তু	ম		স	জ	না		হি	০		বো	০	লু	
		রা	মা		পা	ধা	সাঁ		ধা	মা		রা	-সা	-রা	II
		এই	সো		টি	ট	ল		জ	র		বা	০	০	

অন্তরা

II	+	মা	পা		ধা	-সাঁ	সাঁ		সাঁ	সাঁ		সাঁ	ধা	-পা	I
		ক	র		কি	০	চু		ড়ি	ঘা		ক্য	র	ক	
		মা	পা		-ধা	-সাঁ	ধা		-মা	-রা		-রা	সা	সা	I
		গ	য়ি		০	০	সা		০	০		০	রি	ক	
		রা	মা		পা	ধা	-সাঁ		সাঁ	ধা		মা	সা	রা	I
		র	ত		মো	সে	০		ঠা	টো		লি	এই	সে	
		মা	-পা		ধা	সাঁ	রাঁ		সাঁ	ধা		-মা	-রা	-সা	II
		যি	০		ত	পি	ঘা		র	রা		০	০	০	

তান

১।	+	সরা	মপা		ধা	-া	-া		মপা	ধপা		মা	রা	-া	I
		আ ০	০০		০	০	০		০০	০০		০	০	০	
২।	+	সরা	মপা		ধা	সাঁ	ধা		পা	মা		রা	মা	পা	I
৩।	+	সরা	মপা		ধপা	ধসাঁ	র'সাঁ		ধসাঁ	ধপা		ধপা	মরা	মপা	I

স্বরলিপি

নাটিকা-ছিতাল

গোরী তেরে আঁখনমে কাজরা সোহাবে,
আউর সোহায় গলে মোতিয়ানকে হার।
পানন বিরি মাথে সোহায় বিন্দু-
আউর পহিনে চন্দ্রহার।

প্রাপ্ত—বর্গত শিবসেবক মিশ্র

স্বরলিপি—শ্রীহৃদীন্দ্রনাথ মজুমদার

	+				৩				০				১						
I।	গা	গা	মা	পা	গা	মা	রা	সা	ধা	-পা	মা	গা	রা	সা	-রা	রা	।		
	গো	রী	তে	রে	জা	খ	ন	মে	কা	০	জ	রা	সো	হা	০	বে			
	সাঁ	না	সাঁ	ধা	ধা	পা	ধা	গা	ধা	পা	মা	গা	মা	রা	-রা	সা	।		
	আ	উ	র	সো	হা	য়	গ	লে	মো	তি	য়া	ন	কো	হা	০	র			
	+				৩				০				১						
II	পা	মা	পা	সাঁ	-রা	সাঁ	না	রা	সাঁ	-রা	রা	গা	মা	পা	গা	-মা	।		
	পা	ন	ন	বি	০	রি	মা	০	থে	০	সো	০	হা	য়	বি	০			
	রা	সাঁ	সাঁ	রা	না	সাঁ	ধা	-গা	-ধা	-পা	মা	-গা	মা	রা	-রা	সা	।		
	নু	আ	উ	র	প	হি	নে	০	০	০	চ	০	জ	হা	০	র			
	+				৩				০				১						
১।																			
২।																			
	+				৩				০				১						
৩।	ধা	পমা	পসা	নসা		রগা	মপা	গপা	রসা		নসা	ধা	ধা	মগা	রগা	মপা	গমা	রসা	।
	+				৩				০				১						
৪।	গমা	রসা	ধা	ধা		সনা	রসা	মগা	মসা		সনা	নসা	ধা	ধা	মগা	মপা	গমা	রসা	।

সঙ্গীত-শিক্ষায়তন



৮৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

—সংবাদ—

আওয়ার অর্কেস্ট্রা

বিগত ১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা'র ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন ও স্বর্গত সঙ্গীতাত্যর্থ্য সুরেন্দ্রলাল দাস মহাশয়ের ১ম বার্ষিক স্মৃতি-পূজা বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়াল মহাশয়ের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু



তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার পরিবর্তে শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণান্তে কলিকাতার বিখ্যাত গুণীগণ ও আওয়ার অর্কেস্ট্রার সভ্যবৃন্দ একাধিক সঙ্গীত, ঐক্যতান ও আবৃত্তি দ্বারা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ পরিবেশন করেন। বলা বাহুল্য, এই অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন গুণীর সমাবেশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় কলালয়

সম্প্রতি বঙ্গীয় কলালয়ে এক মহতী সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে ভারত-প্রসিদ্ধ গায়ক ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁ, স্বরোদী হাফেজ আলী খাঁ, তবলা-বাদক আহম্মদ জান খেরাকুয়া প্রভৃতি গুণিগণ স্ব স্ব সঙ্গীতকলাইনপুণ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন। এই ভারত-প্রসিদ্ধ গুণীজনকে আমন্ত্রণ করিয়া বঙ্গীয় কলালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচয়

দিয়াছেন। যে-বোনও সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রছাত্রীদিগের জ্ঞান-রূপ বিদ্যাত গুণীমণ্ডলীর গীতবাত্ত শ্রবণের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সঙ্গীত শিক্ষার পথ বিশেষ ভাবে সুগম হয়। এজন্য আমরা বঙ্গীয় কলালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। এতদ্ব্যতীত কলালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিহর রায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বদাস পাকড়ে প্রভৃতিও গীতবাত্তাদি দ্বারা সভাস্থ সকলের প্রশংসাসম্বিত হইয়াছিলেন।

সুগায়ক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার জনপ্রিয় গায়ক কুমার শচীন দেববর্মা মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মাত্র কয়েক



বৎসর সঙ্গীতানু-শীলন করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ হইয়া-ছেন। ইদানীং বাংলার বাহিরে কয়েকটি অনুষ্ঠানে তাঁহার সুকণ্ঠ-পরিবেশিত আধু-নিক, ভজন, ঠুংরী ও লোক-সঙ্গীত বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। ইনি খেয়াল গানেও বিশেষ কুশলী।

কিছুকাল সঙ্গীতাত্যর্থ্য শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট খেয়াল শিখিয়াছিলেন ভগবচ্চরণে আমরা এই তরুণ সঙ্গীত-সাধকের সাফল্য এই কামনা করি।

আর্ট সেন্টার অফ দি ওরিয়েন্ট

প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যালয় আর্ট সেন্টার অফ দি ওরিয়েন্ট কর্তৃক আগামী মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহে উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার দুইটি বিশিষ্ট রক্তমঞ্চে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরণোৎসব সম্পন্ন হইবে। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ দ্বারা এক বিশেষ সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

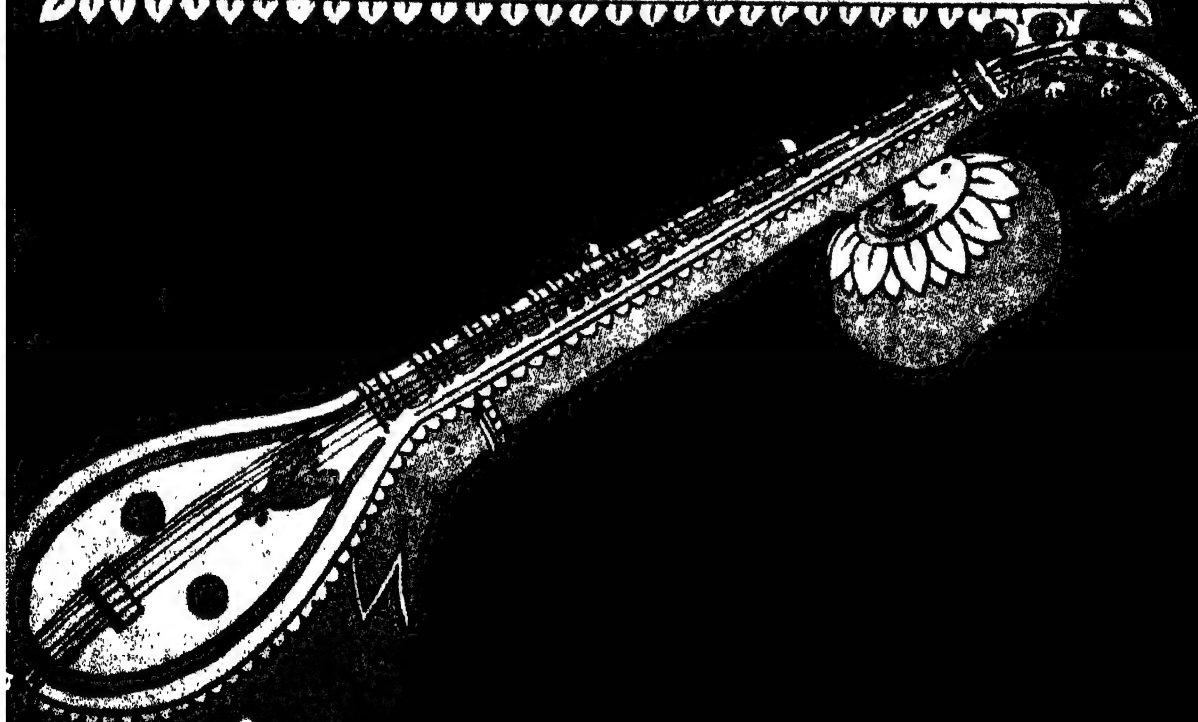
সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিহারদী শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম-এল-সি;

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমদ্রথমোহন বসু, এম-এ।

ମନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ରବେଶିକା



ବିଜ୍ଞାନ ୧ ୧୭୭୭

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র গাণিত্য পত্রিকা

২৫শ বর্ষ, সন ১৩৫৫ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাবধারক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
নাট্যোরাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
কালিদাসোরাধিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দো বাহাদুর
শ্রীযুক্ত অরুণকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
স্বার হরিশঙ্কর পাল কে-টি
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)
গুপ্তাদ আলোউদ্দিন-খা সাহেব (মাইহার ষ্টেট)
মহম্মদ দরীর খা (বীণকার) সাহেব
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল
শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ স্মৃতিভারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
মিসেস কে, সি, দে
শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীত ভারতী
শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যবিদ্যা
শ্রীযুক্ত সত্যবিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এসসি
শ্রীযুক্ত স্বামীনীনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত স্বশীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.
শ্রীমতী অরুণকুমার ভট্টাচার্য

বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের রডাসই অদ্বিতীয় রডাস এও কোং



১৪, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন—ক্যালকাটা ১২৮৭

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত আলাপের বই

রাগালাপ—৩

সুরশিল্পী পঙ্কজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিকা (১ম)—২৥০

এ (২য়)—২৥০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ বধিতরুপে শীঘ্রই

প্রকাশিত হইবে।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদগুণ মনোরম। মূল্য—২৥০

ডি. এম. লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল!

সুরের নিখর—২৥০

কথা: গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য

সুর ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্য ও শচীনবাবুর স্বর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (সঙ্গায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সম্বিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তক-বিশ্লেষণবৃত্ত অভিনব পুস্তক)

সূচীপত্র

পরলোকে রাধাবল্লভ দাস		উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা	
—সঙ্গীতানায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১	—শ্রীযাজেশ্বর মিত্র	১০
সঙ্গীত-সেবাব্রতী ৮রাধাবল্লভ দাস		স্বরলিপি	
—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত	২	—শ্রীমতী রমা .দ ও লীলা মল্লিক	১২
স্বতি-তর্পণ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৪	স্বরলিপি	
স্বর্গত রাধাবল্লভ দাস		—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী	১৪
—শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ	৫	নববর্ষের গান	
স্বরলিপি		—শ্রীঅনিলেন্দু চৌধুরী	১৭
—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	স্বরলিপি	
স্বরলিপি		—শ্রীস্বধাংশুকুমার মিত্র	১৭
—গীতশ্রী কুমারী মমতা মৈত্র	৯	সংবাদ	১৯

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার গ্রাহকদিগের নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০। বার্ষিক মূল্য : ৩৬০। ষাণ্মাসিক : ২।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞাত পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্য্যাদায়ক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাইয়ের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট আছে। মূল্য—২ টাকা।

সংগীতসুধাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল—১।০

সুর-বাণী—৩

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষাধিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবাণী—সঙ্গীতসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র স্বর-রসগিণী সম্বন্ধিত ও কীর্তন, বাউণ, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিদ্বজ্জনশানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী বি. এল. প্রণীত

সঙ্গীতের কয়েকখানি অমূল্য অবদান

- ১। তারের স্বপ্ন—১৪টি সবিস্তার গৎ ও সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ২। সুর-সারথি—৮১টি রাগের আলোচনা ও স্বর বিস্তার।
- ৩। তারের ঝঙ্কার—সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনা, ৪০টি সবিস্তার গৎ এবং যে সকল রাগের গৎ দেওয়া হইয়াছে উহাদের রাগ-বিচার এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ৪। সুরের স্বপ্ন—২৪টি রাগের সম্পূর্ণ ও সবিস্তার আলাপ।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান :—

গ্রন্থকার
“ভবানীপুর লজ”
ময়মনসিংহ

আর. বি. দাস
৮ সি লালবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা।

ভারতীয় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকদের
জীবনের গীতি-আলেখ্য। বাংলা গীতি-কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব
প্রচেষ্টা। প্রথম সংস্করণ বিশেষভাবে প্রায়।

“মানুষের জয়গান”

(প্রথম পর্ব)

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীরবীন্দ্র নাগ

* দ্বিতীয় পর্ব শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক : এন, এম, রায়চৌধুরী লিমিটেড

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সিরিজ
“সর্বমঞ্জরী” মালার ত্রৈমাসিক পুস্তক

২১ সুরমঞ্জরী ২১

[অবিজ্ঞান সন্দীপ্ত সকল ভাষা ও অঙ্গের অপূর্ব]

— সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সংকলন —

সাহিত্য রচনাধীন পূর্বক প্রকৃত সঙ্গীত সাধনা করিতে
হইলে সবার আট আনার Post Stamp পাঠাইয়া
ইহার ২য় ভাগের নমুনা গ্রহণ করুন।

“কেন্দ্র-কুতীল”—পোঃ নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ (বেঙ্গল)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশল।

কুমারী পরিপূর্ণা মিস্ত্রীগী প্রণীত

সুরের ঝঙ্কার—১৬০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাট,
আলাপ, প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—কলিকাতা।

—সত্য প্রকাশিত হইল—

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র গীতলিপি—৫

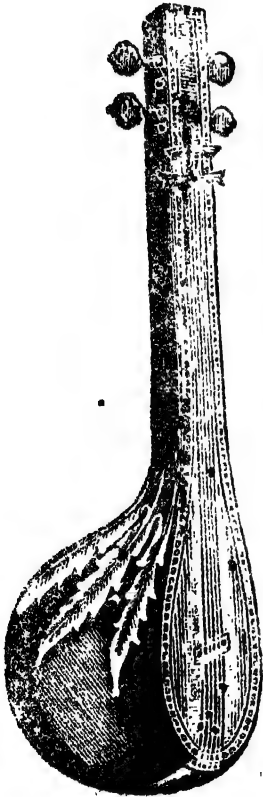
এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

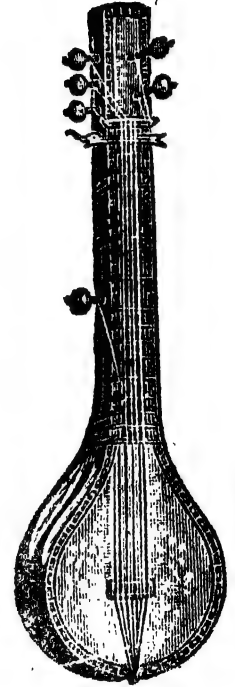
আর, নি, দাস—কলিকাতা

আধুনিক রুচিসম্মত সঙ্গীতের

—বাত্যযন্ত্র—



অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা নিম্নিত
সেতার, এস্রাজ, তানপুরা,
উচ্চাঙ্গের তরফদার - সেতার,
স্বরোদ প্রভৃতি তারের যন্ত্র সকল
সময়ে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।



তরফদার সেতার—১১টি তরফ তার, ৭টি কাণ
২টি লাউ ৩২", ডাণ্ডি, পর্দা নিকেল উৎকৃষ্ট
উপাদানে বিশিষ্ট কারিকর দ্বারা প্রস্তুত— ২০০
এ —স্পেশাল কোয়ালিটি, ৩২" ডাণ্ডি,
পর্দা নিকেল হংসমুখযুক্ত, ওস্তাদদিগের
ব্যবহারোপযোগী— ২৫০

—অন্যান্য বাত্যযন্ত্রের জন্য পত্র লিখুন—

আর, নি, দাস—কলিকাতা

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—



স্বর্গীয় রাধাবল্লভ দাস

জন্ম : ৩১শে আশ্বিন, ১২৭৮ সাল

মৃত্যু : ২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৬ সাল



ষড়বিংশ বর্ষ

বৈশাখ, ১৩৫৬ সাল

১ম সংখ্যা

পরলোকে রাধাবল্লভ দাস

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৮শে বৈশাখ বুধবার বন্ধুবর রাধাবল্লভ দাস তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইদানীং তাঁহার শরীর বারুক্যাগ্রস্ত হইলেও, তিনি এক্ষণ আকস্মিক চলিয়া যাইবেন তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। আত্ম-নির্ভরতা ও কর্মনিষ্ঠা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজ প্রতিভাবলে তিনি যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি যে সকল সঙ্গুণের পরিচয় দিতেন তাহা তাঁহার প্রত্যেককে মুগ্ধ করিত। ধর্ম ও কর্তব্যপরায়ণ ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। এই আদর্শ তিনি চিরদিন অচ্যুত করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণকে

এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর গুণগ্রাহিতা সম্বন্ধে পরিচয় পাই প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে, যখন তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণকিশোর দাসের সাহচর্যে সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। তিনি যাহা সম্বল করিতেন তাহা অতি দ্রুত কার্যে পরিণত করিতেন। সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা প্রকাশ করিয়া ইহার প্রচারকল্পে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। বাঙ্গালার সেকালের শ্রেষ্ঠ কলাবিদগণ এই প্রবেশিকার বিভিন্ন বিভাগে যোগদান করেন এবং ইহার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করেন। সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা কেবল-মাত্র বাঙ্গালায় নয়, সমগ্র ভারতের একমাত্র সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সমগ্র সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ও গুণিসমাজ কর্তৃক ইহা সমাদৃত। এই পত্রিকা প্রকাশের পর সঙ্গীত বিষয়ক

নানারূপ আলাপ, আলোচনা, গীত বাজের স্বরলিপি, দেশ বিদেশের গুণিগণের পরিচয় সাধারণের গোচর সম্ভব হইয়াছে। রাধাবল্লভ দাস ছিলেন অতি অমায়িক ও সমাজ-প্রিয় ব্যক্তি। তাঁহার দান বাঙ্গালা ফোনদিন ভুলিবে না;

তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমি তাঁর পবিত্র আত্মার কল্যাণ কামনা করি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি। প্রার্থনা করি তাঁহার স্মরণ্য পুত্রগণ তাঁহাদের পিতার আদর্শ রক্ষা করিয়া জীবনে ধত্ত হউন।

সঙ্গীত-সেবাত্রতী ৩রাধাবল্লভ দাস

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আজ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার পাঠকপাঠিকাদের নিকট গভীর বেদনার সঙ্গে জানানাইতে হইতেছে যে, কলিকাতার প্রতিভাশালী বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী ও এই পত্রিকার প্রকাশক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ২৮শে বৈশাখ বুধবার বৈশাখী-পূর্ণিমা রাত্রি ৩।০ ঘটিকায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল।

১২৭৮ সালের ৩১শে আশ্বিন সোমবার রাধাবল্লভবাবু কলিকাতার পটলডাঙ্গা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৩মতিলাল দাস। মতিবাবু একজন দরিদ্র ও স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। পিতার এই দারিদ্র্য হেতু রাধাবল্লভবাবুকে অতি অল্প বয়স হইতেই বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র প্রতিষ্ঠান হারল্ড কোম্পানীতে সামান্য বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার কার্যকুশলতায় প্রীত হইয়া উক্ত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে একটি বিশিষ্ট উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। রাধাবল্লভবাবু ঐ পদে সম্মানের সহিত স্বদক্ষ রূপে কার্য করিতেছিলেন। কিছুদিন কাশ করিবার পব সামান্য একটি ঘটনার সৃষ্টি হওয়ায় তিনি উক্ত চাকুরী হইতে ইস্তফা দেন। ঘটনাটি এক্ষেত্রে উল্লেখ না করিলে তাঁহার জীবনের একটি বিষয় সাধারণের নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া যাইবে। ঘটনাটি এই—রাধাবল্লভবাবুর দ্বিতীয়

ভ্রাতা কলিকাতার প্রখ্যাতনামা হারমোনিয়ম বাদক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাস মহাশয়ের বিবাহ স্থির হওয়ায় তিনি অফিস হইতে কয়েকদিন ছুটি গ্রহণ করেন। কিন্তু বিবাহ সংক্রান্ত কার্যের জন্ত তাঁহাকে নির্ধারিত ছুটি অপেক্ষা আরও কয়েকদিন অফিসে অল্পপস্থিত থাকিতে হয়। যেদিন তিনি উপস্থিত হইলেন সেদিন হারল্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ জনৈক সাহেব তাঁহাকে অল্পপস্থিতির জন্য বিরক্তি প্রকাশ করায় তৎক্ষণাৎ তিনি উক্ত সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত জানানাইয়া আসেন যে, জীবনে তিনি আর চাকুরী করিবেন না এবং এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের দ্বারা যদি অপ্রতিষ্ঠ হইতে না পারেন তবে ইহজীবনে আর ভালহোসী স্কোয়ারে পদার্পণ করিবেন না। সত্যি দৃঢ়চেতা রাধাবল্লভবাবু তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কঠোর অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কয়েকজন স্বদক্ষ কারিকর ও কিছু সামান্য যন্ত্রপাতি লইয়া পটলডাঙ্গাস্থিত স্বীয় বাসা-বাটীতে একটি হারমোনিয়মের কারখানা স্থাপন করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি নানাবিধ উন্নত ধরনের হারমোনিয়ম প্রস্তুত করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং তাঁহার হারমোনিয়মগুলি গুণীমহলে বিশেষ আদৃত হয়। মহারাজা স্ত্রী ৩সৌদামিনীমোহন ঠাকুর বাহাদুর তাঁহার বাদ্যযন্ত্র নিৰ্মাণকৌশলে মুগ্ধ হইয়া হারমোনিয়মের সহিত তাঁহার

নাম যুক্ত রাধিবাবর জন্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাহার পর হইতেই “স্রাব সৌরীন্দ্র ফুট”, “সৌরীন্দ্রমোহন ফুট” প্রভৃতি হারমোনিয়ম বাজারে প্রচলিত হয়।

এই সময় রাধাবল্লভবাবুর জীবনে এক স্বর্ণ স্বযোগ ঘটে। তিনি স্বদূর জার্মেনী, লণ্ডন, প্যারিস, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে তদ্বৈজ্ঞানিক বাদ্যযন্ত্রাদি কলিকাতায় আমদানী করেন। ক্রমে ঐ সকল জিনিষ কলিকাতায় বাদ্যযন্ত্রব্যবসায়ীদিগের মধ্যে পাইকারী দরে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। এই সঙ্কে কারখানার কাজও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন তিনি ১৩৮ নং লোয়ার চিংপুর রোডে একটি অতি সামান্যতম দোকান স্থাপিত করেন। ক্রমশঃই এই দোকানের কার্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দোকান গৃহটি ছোট হওয়ায় উঠাতে বিবিধ প্রকার বাদ্যযন্ত্র রাধিবাবর পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয়, এজন্য তিনি ২১ নং বহুবাজার স্ট্রীটে দোকানটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ স্থানে পরিবর্তন করিয়া আনিলেন। এই সময় কারখানার কাজ অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস মহাশয়ের উপর দোকানের যাবতীয় কার্যভার অর্পণ করিয়া তিনি কারখানাটি স্বচাচরূপে পরিচালনা করিবার জন্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সে আজ ১৯১০ সালের কথা। ২১ নং বহুবাজার স্ট্রীটের দোকান হইতেই তাঁহার ব্যবসায় বিশেষভাবে প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিল। ইহার পর এই দোকানেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় কিছুদিন পরে ৩৮ নং বহুবাজার স্ট্রীটে দোকানটি স্থানান্তরিত করিয়া লন। এই সময় ৮-সি লালবাজার স্ট্রীট হইতে স্বদেশী কো-অপারেটিভ স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানটি উঠিয়া যায়। তখন রাধাবল্লভবাবু উক্ত স্থানে দোকানটিকে স্থানান্তরিত করিয়া বৃহৎ রূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

অন্য রাধাবল্লভবাবু বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ ও ব্যবসায় বিশেষ গৌরব ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪

খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অস্থিতি ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল একজিভিশনে তিনি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ইহা ব্যতীত ভারতের বিশিষ্ট রাজা মহারাজাগণও পদক ও প্রশংসাপত্র দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা না থাকিলেও বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদনে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। যন্ত্রের বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপরও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। পিয়ানো, অর্গেন প্রভৃতির tune (সুর বাঁধা)-র কাজও তিনি অতি স্থনিপুণভাবে করিতেন।

বাগ্যযন্ত্র ব্যবসায় জড়িত থাকায় ভারতের বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী ও রাজস্ববর্গের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ঘটে। ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারকল্পে ১৩৩১ সালে তিনি সঙ্গীতনায়ক ৩রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট সঙ্গীতাচার্যের দ্বারা সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা নামক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। তখন হইতে অদ্যাপি বাংলা তথা ভারতের বহু সঙ্গীতশাস্ত্রকার ও শিল্পীগণ এই পত্রিকা দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত কার্য তাঁহার একাধিক পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তিনি তাঁহার স্বযোগে জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গীতকুশলী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস মহাশয়কে পত্রিকার যাবতীয় কার্যভার অর্পণ করেন। কৃষ্ণকিশোরবাবুও যোগ্যতার সহিত কার্যাদি পথ্যবেক্ষণ করিয়া সঙ্গীতস্বধীসমাজে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

রাধাবল্লভবাবু আজীবন ভারতীয় সঙ্গীতের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এজন্য অর্থব্যয় করিতে তিনি কোনরূপ দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। সঙ্গীতের বিবিধ গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয় কার্যেও তিনি বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন।

রাধাবল্লভবাবু একজন ধর্মপরায়ণ ও পরহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। পূজার্কনায় তাঁহার নিষ্ঠা ছিল প্রগাঢ়। তিনি

প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়াও অতি সাধারণ ব্যক্তির জায়
জীবন-যাপন করিতেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদে
কোনরূপ আড়ম্বর দৃষ্ট হইত না। তাঁহার ব্যবহারও ছিল
অমায়িক ও মধুর। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার স্বযোগ্য

তিন পুত্র, দুই কন্যা ও বহু পৌত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া
গিয়াছেন। আমরা এই একনিষ্ঠ সঙ্গীতসেবাত্রতীর
বিদেহী আত্মার শাস্তি কামনা পূর্বক তাঁহার পরিজনবর্গকে
আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

স্মৃতি-তর্পণ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

স্বর্গীয় রাধাবল্লভ দাস মহাশয়ের প্রতি আমার
শ্রদ্ধা প্রদর্শন শুধু এজ্ঞেই নয় যে, তিনি
ছিলেন একজন স্বাবলম্বী ও স্বাধীনচেতা ব্যবসায়ী,
পরন্তু শিল্পবিদ্যার উন্নতি-বিধানের জন্য প্রচেষ্টা ছিল তাঁর
অফুরন্ত। অতি সামান্য অবস্থার ভেতর দিয়ে
তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন বাদ্যযন্ত্র-ব্যবসায়ী
হিসাবে। বাদ্যযন্ত্র-ব্যবসার জগতে খ্যাতি তাঁর
এজ্ঞে যথেষ্ট।

ভারতীয় সংগীতের প্রচারকল্পেও দান তাঁর অপরিমিত।
বর্তমানে বাংলাদেশে 'সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' মাসিক
পত্রিকাটি তাঁর নিদর্শন। বাংলার তথা ভারতের লক্ষ-
প্রতিষ্ঠ সংগীতজ্ঞ স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর
অন্তপ্রেরণা ও উৎসাহ দানকে অবলম্বন কোরে তিনি এই
পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে।
সংগীত সংক্ষেপে অনেক বই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এ
ছাড়া নূতন ধরণের কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রও বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আবিষ্কার কোরে সংগীতগুণী-মহলে তিনি খ্যাতি অর্জন
করেন। সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার আগেও 'সংগীত-
প্রকাশিকা' নামে সংগীতের একখানি মাসিক পত্রিকা
প্রকাশিত হোতো। কিন্তু তাঁরও প্রকাশনা বন্ধ হোয়ে

যায় নানা কারণে। স্বর্গীয় রাধাবল্লভ দাস মহাশয় সংগীত-
শিল্পীদের সংগীত আলোচনার স্বযোগ-সুবিধার অভাব
ভাল কোরেই বুঝেছিলেন। বিশেষ কোরে বাংলাদেশের
সংগীতগুণীদের ভেতর যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য স্থাপনের
মনোভাব নিয়ে তিনি উন্নত ধরণের এই 'সংগীত-বিজ্ঞান-
প্রবেশিকা' প্রকাশ করলেন। বাংলাদেশে সংগীত চর্চার
ভগতেও তখন এক নব চেতনা ও উদ্যোগনার সঞ্চার হোল।
ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের
সম্বন্ধে বোলে বলা যায়; এখানে সংগীত-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পীদের
ভেতর সহযোগীতার ভাব এক রকম নেই বলেই চলে; সকল
শ্রেণীর সংগীতেব আলোচনা এবং প্রচারও এজ্ঞে অনেক
পরিমাণে বাহত। মিলনের পরিবর্তে কলহের ভাবই বরং
স্থপরিষ্কৃত। মহামুভব স্বর্গীয় রাধাবল্লভ দাস মহাশয়ের
সংগীত পত্রিকার প্রকাশ তাই নিরাশার অন্ধকারে আশার
আলোক জেলে দিয়েছিল। তাঁর আদর্শ ও প্রচেষ্টা সকলের
পক্ষেই অমূল্যস্বযোগ্য। তাঁর জায় মহামুভব একজন
সংগীতযন্ত্র ব্যবসায়ীর তিরোধানে সত্যি আমরা মম্বাহত।
শান্ত তাঁর আত্মা শান্তিলোকে অবস্থান করুক। শোক
সম্পন্ন তাঁর পরিবারবর্গের শিরে তিনি তাঁর কল্যাণ
আশীর্বাদ বিতরণ করুন।

স্বর্গত রাধাবল্লভ দাস

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ

আজ ঠাঁহার পবিত্র জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বক্ষ্যমান প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার নাম বর্তমান বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ীমহল ও সঙ্গীতরসিক সমাজের নিকট অবিদিত নহে। তিনি আমাদের প্রজ্ঞাভাজন রাধাবল্লভ দাস; ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁহার নাম আর. বি. দাস নামেই খ্যাত।

কলিকাতার মহানগরীতে সন ১২৭৮ সালের ৩১শে আশ্বিনের এক শুভক্ষেণে রাধাবল্লভবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; সেই সময় তাঁহার মেধাশক্তি ছিল প্রথর। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি কলিকাতার বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রব্যবসায়ী Messrs Harold & Co.-র ফার্মে কিছুকাল কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর একাদিক্রমে উক্ত কার্যে নিযুক্ত থাকার পর চাকুরীর প্রতি বীতস্পৃহা হয়, তাহার ফলে তিনি চাকুরী ত্যাগ করিয়া নিজ বাসায় বস্ত্র হার-মোনিয়ম প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা স্থাপন করেন। ঠিক সেই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ে এক প্রেরণা সঞ্চার হয়, বাহার দ্বারা তিনি উক্ত কারখানায় উন্নতিলাভ করিবার জন্য বন্ধপরিষদ হইয়া পড়িলেন। এই অনুপ্রেরণাই তাঁহার জীবনালোকের প্রথম সূত্রপাত। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্বদক্ষ মিস্ত্রী ও লোকজন বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসায় অদ্ভুত দক্ষতার সহিত আপনাকে ধন, ষণঃ, প্রসার ও প্রতিপত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

গত দশ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্তও তিনি বাদ্যযন্ত্রশিল্পের বিশেষজ্ঞ হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ড, জার্মানী, প্যারিস, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রশিল্পকেন্দ্রগুলির সহিত অতি দীর্ঘকাল বাবৎ তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন।

ইউরোপের নানা স্থান হইতে ভারতবর্ষে বিবিধ প্রকার বাদ্যযন্ত্র আমদানী করিয়া ভারতে যন্ত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

অর্থ ও সম্মান মানবহৃদয়কে অনেক সময়ে অহঙ্কারের আশ্রয়ে লইয়া যায়, কিন্তু স্বর্গত রাধাবল্লভবাবু জীবনে অর্থ ও সম্মানে কোনদিন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি উদার সরল প্রকৃতির, কর্তব্যনিষ্ঠায় অক্লান্তকর্মী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ অধাবসায়ে স্বনামধন্য পুরুষসিংহের জ্যায় (প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে) রূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন 'তাহা অবর্ণনীয়। একদিকে যেমন তাঁহার সুদৃঢ় আত্মনির্ভরতা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল অপর দিকে তেমনি জায়পরায়ণতা ও দানশীলতার যশোরশ্মি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাঁহার অমায়িক চরিত্র-মাধুর্য্যে তাঁহাদের সকলকেই আপনাত করিয়া মুগ্ধ করিয়াছেন; এমনই ছিল তাঁহার মহৎ প্রকৃতি। তাঁহার গুণদানও ছিল অপরিমিত, তিনি অনেককেই গুণভাবে দান করিতেন।

এবস্থিৎ বহু প্রকার সদৃশের অধিকারী সত্ত্বেও সঙ্গীতকলাবিদ্যার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য এমনই অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টা ছিল যে তাহা বলিবার নহে। বাংলায় সঙ্গীত শিক্ষার উন্নয়নকল্পে প্রচেষ্টা রাধাবল্লভবাবু যে প্রকার কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই দৃষ্টান্তযোগ্য। ইতিপূর্বে সঙ্গীতশিল্পের উন্নতিকল্পে তাঁহার মত একরূপ আত্মনিয়োগ করিতে খুব কম লোককেই আমরা দেখিয়াছি। সঙ্গীতশিল্পের উন্নতি ও সঙ্গীত শিক্ষার বহুল প্রচারকল্পে তিনি অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি

একাধারে ধেরূপ জ্ঞানবান্ ছিলেন সেইরূপ গুণগ্রাহিতাও তাঁহার বশেষ্ট ছিল।

বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার প্রচলনে ভারতের একমাত্র সঙ্গীতবিষয়ক পত্রিকা 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' তাঁহার এক শ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলার সঙ্গীতজ্ঞসমাজে তিনি যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনিই এই একমাত্র সঙ্গীত পত্রিকা সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার প্রকাশক হিসাবে স্বদীর্ঘকাল ভারতের যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণীর সহিত বিশেষভাবে সুপরিচিত হইয়াছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীতনাট্যক ক্রীড়াপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ব্রজেনকিশোর রায়-চৌধুরী, স্ত্রী হরিশঙ্কর পাল কে-টি, অনারেবল স্ত্রী ৬নবপ্রসাদ সর্কাধিকারী অনারেবল জাটিস ৬মন্মথনাথ মুখার্জী প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে আসিয়া সঙ্গীত শিক্ষার উন্নতিসাধনে তিনি যে আশ্রয় চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, একথা সঙ্গীতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত রহিবে। তাঁহার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস মহাশয়ের দ্বারা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পুত্রের জন্মের দিনে তিনি যে বীজ রোপণ করিয়াছেন তাহা আজ সাক্ষ্যের মহীকূলে পরিণত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকিশোরবাবুর সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় বাংলা তথা ভারতবাসীর নিকট নূতন করিয়া দিবার কিছুই নাই, তিনি তাঁহার পিতৃদেবের সাধনার সিদ্ধিধরূপ আজ ২৫ বৎসর যাবৎ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষের পদমর্যাদা বক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

আজ ৩০ বৎসর কাল তাঁহার সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম। তাঁহার কত উদারতা, কত মহত্ত্ব দেখিয়াছি তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার এমন অনেক জ্ঞান ও গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যাহা প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী লোকের মধ্যেও বিরল। তিনি সাধারণ গল্পছলে এমন অনেক উপদেশ দিয়াছেন যাহা লেখকের কর্মজীবনে অনেক উপকারে আসিয়াছে।

বিগত ২৮শে বৈশাখ বৃদ্ধপূর্ণিমা তিথি রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকার সময় তাঁহার কলিকাতায় "দাসভিলা"য় সজ্জানে কৃষ্ণনামায়ুত পান করিতে করিতে পার্শ্বিক জগতের মায়া-মমতা কাটাইয়া তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যখন তিনি দীনভাবে ব্যথিত জন্মে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় তাঁহার শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইয়া অমরাভার সহিত বিলীন হইয়া গেল। আজ তাঁহার মৃত্যুতে পিতৃ বিয়োগকালে যে বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম সেই বেদনাই যেন আমাকে পুনরায় শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭৮ বৎসর। শেষ সময়ে তিনি সংসারের সকলকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিব্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্রজয়, পুত্রবধূগণ, দুই কন্যা, বহু পৌত্র পৌত্রী ও আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার অমরাভার শাস্তি কামনা করিতেছি এবং শোকসম্পূর্ণ আত্মীয়স্বজনের নিকট আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। মজলময় ভগবান সকলকে সুস্থ ও সুখে রাখুন।

স্বরলিপি

যে গান গেছে হারিয়ে কবে
মিছেই খোঁজা তাঁরে।
যে সুর গেছে ফুরিয়ে
সাড়া জাগাও বারে বারে।
সেদিন যে ফুল পথের 'পরে
হেলায় গেছে ধূলায় ঝরে
এ কোন মায়া সে ফুল লাগি'
দিনের খেয়া পারে —
শাখায় কভু ফিরবে সে কি
আঁখির শতধারে ?

କଥା : ଓହେମନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ

ସ୍ୱର : ଓହିମାଂଶୁକୁମାର ଦତ୍ତ (ସ୍ୱରମାଗର)

স্বরলিপি : শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

+

৩

০

১

II

সজ্ঞা I

যে ০

পা	-া	-া -া	পা	দা পণা -ধসস'ণা	দা পদা -পদা -মা	I
গা	০	০ ন	গে	ছে হাবি ০০ ০	য়ে কবে ০০ ০	

মা	মপদা	-মপা -া	মজ্ঞা	জ্ঞা জ্ঞা	সজ্ঞা -মপা -জমা -সা	পদা	I
মি	ছে০০	০ ই	খোঁ০	জা তা	বে ০ ০০ ০ ০	যে ০	

গা	-সা	-া -া	সা	সা গরা স'জ্ঞা -জ'রা	গধা স'ণা	-পা	I
স্ব	০	০ ব	গে	চে ফ্রি	য়ে ০ ০	সা ০ ডা জা	

পণা	ধসস'ণা	-া -া	পা	মজ্ঞা জ্ঞা	সজ্ঞা -মপা -জমা -সা	"সজ্ঞা"	II
গা	০ ০ ০ ০	০ ও	বা	বে ০ বা	বে ০ ০ ০ ০	বে ০	

পা পণা-ধসসণা । -। পা মজ্ঞা । জ্ঞা সজ্ঞা -মপা । -জমা-সা "সজ্ঞা" II
জা থি০ ০০০ বু শ ৩০ ধা বে০ ০০ ০ ০ যে০

স্বরলিপি

দেশী ভোড়ী—সাঁপতাল

আরোহণ—সা রা মা পা গা সী। অবরোহণ—সী গা ধা পা মা জ্ঞা রা জ্ঞা রা সা বা গা সা। আরোহণে
গান্ধার ৫ পৈতৃক বজ্রিত। অবরোহণে সম্পূর্ণ। জ্ঞাতি—ওড়ব-সম্পূর্ণ। পকড়—পা বজ্রা রসা রণ। সা।
বাদী—পঞ্চম। সমবাদী—স্বষভ। গাহিবার সময় প্রাতঃকাল। ঠাট—কাফি (জ্ঞ গ)

স্বরবিজ্ঞার

সা, রণা সা, রমা পধা মপা, মজ্ঞা রজ্ঞা, সরা গা সা রজ্ঞা রসা
রমা পধা মপা সী, রণা সী, রজ্ঞা রসা গা, ধণা ধপা ধমা পা, মজ্ঞা রজ্ঞা,
সরা, গা সা রজ্ঞা রসা
মপা সী, রজ্ঞা রমা রজ্ঞা, সরা গা সা, রণা সগা ধপা মপা, রজ্ঞা রা, সরা
গা সা রজ্ঞা রসা

পাতিয়া পতঙ্গরা

পিয়া পাস লে যা মোরে।

যবসে গমন কিছু

পল ন লাগে মোরে সদারঙ্গ পিয়া।

প্রাপ্ত—শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বরলিপি—গীতশ্রী কুমারী মমতা মৈত্র

স্থায়ী

+	৩	০	১
II	রা	পা	মজ্ঞা-জ্ঞা রা
	পা	তি	রা ০ প ত ০ ক ০ বা

মা	রা	পমা	-পা	পা	রমা	-পধা	-গা	ধা	-পা	I
পি	রা	পা	০	শ	লে	০	০০	০	বা	০

পা	-ধধা	-মা	-পা	-১	রা	-জ্ঞা	-সরা	-গা	-সা	II
মে	০০	০	০	০	রে	০	০০	০	০	

অঙ্করা

+ ৩ ০ ১
II মা পা | সঁ -া সঁ | সঁ সঁ | রঁগা -সঁ সঁ I
ব ব সে ০ গ ম ন কি ০ ০ হ

রঁরা -জঁ | রা সঁ সঁ | সঁ -া | -গা ধা -পা -I
পল ০ ন লা গে মো ০ ০ রে ০

ধা পা | -মা ধপা পা | রমপধা -মপা | রজ্জা সরা -গঁসা IIII
স দা ব ০ দ পি০০০ ০০ রা ০ ০০ ০০

তান

+ ৩ ০ ১
(১) সরা মপা | গঁসঁ রঁজঁ রঁসঁ | গঁধা পমা | জঁরা সরা গঁসা I

(২) মপা গঁসঁ | রঁজঁ রঁসঁ রঁজঁ | রঁসঁ গঁধা | পমা জঁরা সা I

০ ১ + ৩
(৩) সরা মপা | ধপা মপা গঁসঁ I রঁসঁ রঁজঁ | রঁসঁ গঁসঁ রঁজঁ |

০ ১
রঁসঁ গঁধা | পমা জঁরা সা I

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা

(পুন্ড্রাবৃত্তি)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

এই গ্রন্থে আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হ'ল পার্শ্বদেব রচিত
সঙ্গীত সম্বন্ধসংগ্রহ। পরবর্তীকালে লেখকগণ এবং টীকা-
কারগণ এই গ্রন্থ থেকে বহু স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। সঙ্গীত
বিষয়ে এটি একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ—সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সব বিষয়
নির্নে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। পার্শ্বদেব কোন সময়
ছিলেন ঠিক জানা যায় না। এই গ্রন্থ সম্পাদনা উপলক্ষে
মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী বলেছেন :—

"It is not known when & where the author
lived, but it is probable he was that of

Jain persuasion in as much as he love the
name of Parsvanatha, one of the Jain
Tirthankaras"

নয়টি অধিকরণে এই গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম
চারটি অধিকরণ বা অধ্যায়ে পূর্ববর্তী গ্রন্থাদির মত গানের
বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধিকরণে রাগ সম্বন্ধে
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বলে এই অধ্যায়টি
আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। সেকালে রাগগুলি এক
একটি অঙ্গ বা Group-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল; যেমন রাগাল

ভাষ্য, উপাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ। গ্রন্থকার এগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন :—

“রাগজ্ঞানকারিত্বাদ্ রাগাঙ্গানি বিভবুধাঃ ।
ভাষ্যকানি তথৈব স্বার্থাভাষ্যজ্ঞানকারতঃ ॥
অঙ্গজ্ঞানকারিত্বাদ্ উপাঙ্গং কথ্যতে বুধৈঃ ।
তানান্যং করণং তজ্জ্ঞাঃ ক্রিয়াভেদেন কথ্যতে ॥
ক্রিয়ায়া বদ ভবেদদং ক্রিয়াঙ্গং তদদাহতম্ ।
মদ বর্ষভৌ চ গাঙ্গারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা ॥
দৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্তৈব কীৰ্তিতাঃ ।”

গ্রন্থকার তৎকালপ্রচলিত রাগগুলি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করেছেন :—

রাগাঙ্গ (২০টি)

সম্পূর্ণ রাগ (১২টি) :—মধ্যমাদি, শঙ্করাভরণ, তোড়ি, দেশী, হিন্দোল, শুক্লবঙ্গাল, আত্মপঙ্ক, বণ্টারব, গুর্জরী, সোমরাগ, মালবস্ত্রী, দীপরাগ, বরাটি।

ষাড়ব রাগ (৪টি) :—গোড়, দেশী (পা-হীন), ধর্মাসি, দেশাধ্য (রে-হীন)।

ঔড়ব রাগ (৪টি) :—ভৈরব এবং ত্রী (রে, পা-হীন), মার্গ হিন্দোল এবং গুণ্ডকী (ধা, রে-হীন)।

ভাষ্যজ্ঞ (৭টি)

সম্পূর্ণ রাগ (২১টি) :—কৌশিকি, বেলাউলি, শুক্লবরাটি, আদিকামোদ, নাট্য, আভীরি, বৃহদাক্ষিণাত্যা, লক্ষী দাক্ষিণাত্যা, পৌরানী, ভিন্ন পৌরানী, মধুকরি বঙ্গস্তি, গোরঞ্জি, প্রথম মঞ্জরী, সালবাহিনী, নটনারায়ণ, উৎপলী, বেগরঞ্জী, তরঙ্গিনী, ধনি, নানাস্তুরি।

ষাড়ব রাগ (১১টি) :—কর্ণাট বঙ্গাল ও সাবেরি (পা-হীন), অঙ্কালি, ত্রীকণ্ঠী, উৎপলি (পা-হীন), গোড়ী,

শুকা, সৌরাষ্ট্রী, ভয়ানি (রে-হীন), সৈকী (পা-হীন), ছায়া* (সা-হীন)।

ঔড়ব রাগ (১৫টি) :—নাগধ্বনি (পা, ধা-হীন), আভীরি (পা, রে-হীন), কামোদ (পা, রে-হীন), পুলিন্দি (পা, পা-হীন), কচ্ছলি (পা, ধা-হীন), চোহারি গোষ্ঠী (পা, নি-হীন), গাঙ্গার গতি* (সা, পা-হীন)।

ললিতা, ত্রাবনি, সৈকব, ডোম্বকি, সৈকবি, কালেন্দি, পসিকা, এই সাতটি রাগ পা এবং রে-হীন।

উপাঙ্গ (১১টি)

সম্পূর্ণ রাগ (১৮টি) :—সৈকব বরাটি, অস্থল বরাটি, অবস্থান বরাটি, ত্রাবিড় বরাটি, প্রতাপ বরাটি, স্বর বরাটি, তুরঙ্গ কোড়ি, মৌবাহু গুর্জরী, দক্ষিণ গুর্জরী, ত্রাবিড় গুর্জরী, কণাট গোড়, ত্রাবিড় গোড়, ছায়া গোড়, লাউলী গোড়, ভৈরবী, মংহল কামোদ, দেবাল, মহরি, ছায়ানট্য।

ষাড়ব রাগ (৭টি) :—মহারাহু গুর্জরী, বংভাতি, গুর্জরী, রামকী—এই চারটি রাগ রে-হীন।

লুঞ্জি—এই রাগটি কোন স্বরহীন পাণ্ডুলিপিতে বোঝা যায় না।

মল্লারী (পা-হীন), ভল্লাতি (রে-হীন)।

ঔড়ব রাগ (৬টি) :—ছায়া তোড়ি, দেশাল গোড়, তুরঙ্গ গোড়, প্রতাপ-বেলাউলি, পুণাট—এই পাঁচটি পা-হীন।
মড়হার :—(পা, নি-হীন)।

ক্রিয়াঙ্গ (৩টি)

সম্পূর্ণ রাগ (২টি) দেবকি, ত্রিনৈত্রিকি

ষাড়ব (১টি) :—স্বভাবকী (পা-হীন)

—ক্রমশঃ

* ছায়া এবং গাঙ্গার রাগকে সা-হীন বলা হয়েছে—গ্রন্থকারের এইরূপ বলার উদ্দেশ্য বোঝা যায় না।

স্বরলিপি

ইমন—দাদরা

ওগো পথিক, ফিরে এস আপন আলয়ে—

হাটের মাঝে দিন কাটে যে বিকিকিনি লয়ে।

আপন মনের আধারে দেখতে না পাও তাঁরে

প্রিয় তোমার একলা ঘরে উপবাসী হয়ে।

প্রেমের অল্প দাও

নিরন্ন মুখে

জীবন মালা দাও

মালাহীন বুকে।

তাঁর পায়ে আনো

জীবন যৌবন

তাঁর নামে থাকো

অশোকে অভয়ে ॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল, বাণীকণ্ঠ

স্বরলিপি—শ্রীমতা রমা দে ও লীনা মল্লিক

II

সা সা I
ও গো

সা - সা সা | -া সা না I ধা - না না | -া না ধা I
প ০ খি ক কি রে এ ০ সো ০ ফি বে

পা - ধা - ধা | -া ধা পা I জা - গজা পা | -া -া -া I
এ ০ সো ০ ফি বে এ ০ ০ সো ০ ০ ০

সা সা -া | রা -সা রা I গা -া -া | -া -া -া I
আ প ন আ ০ ল যে ০ ০ ০ ০ ০

গা গা -পা | পা পা -া I জাপা -ধা পা | জা গা -া I
হা টে র মা বে ০ দি ন কা টে বে ০

গা গা রা | সা -রসা রা I গা -া -া | -া "সা সা" II
বি কি কি নি ০০ ল যে ০ ০ ০ ও গো

II	গা	গা	-া	পা	ধা	-া	সী	-না	রী	সী	-া	-া	I
	আ	প	ন	ম	নে	ব	আ	০	ধা	বে	০	০	
	পা	-না	না	না	না	-ধা	না	-া	-া	ধা	-া	-া	I
	দে	প	ক	না	পা	৭	তা	০	০	বে	০	০	
	পা	পা	-া	পা	পা	-া	পা	-জ্ঞা	-ধা	পা	জ্ঞা	-গা	I
	শ্রি	৮	০	না	মা	ব	এ	ক	না	ঘ	বে	০	
	গা	গা	রা	সা	-রসা	রা	গা	-া	-া	-া	-া	-া	II
	৫	প	বা	সী	০০	হ	য়ে	০	০	০	০	০	
II	সা	সা	-া	সা	-না	রা	সা	-া	-া	-া	-া	-া	I
	পে	মে	ব	অ	০	ম	দা	০	০	ও	০	০	
	রা	রা	-া	রা	-সা	রা	গা	-া	-া	-া	-া	-া	I
	নি	র	ন	ন	০	ম	থে	০	০	০	০	০	
	পা	পা	-পা	পা	-া	পজ্ঞা	ধপা	-জ্ঞা	-গা	-া	-া	-া	I
	জ	ব	ন	মা	০	লা	দা	০	০	ও	০	০	
	গা	-া	রা	সা	-রসা	রা	গা	-া	-া	-া	-া	-া	I
	মা	০	না	সী	ন০	ব	কে	০	০	০	০	০	
	পা	পা	পা	পা	-ধপা	ধা	সী	-া	-া	-া	-া	-া	I
	তা	ব	পা	য়ে	০০	আ	নো	০	০	০	০	০	
	না	না	নধা	না	-া	নধা	ধা	-া	-া	-পা	-া	-া	I
	জী	ব	ন০	ধৌ	০	ব০	ন	০	০	০	০	০	
	পা	-া	পা	পা	-া	পজ্ঞা	ধপা	-া	-জ্ঞা	-গা	-া	-া	I
	তা	ব	না	য়ে	০	ধা০	কো	০	০	০	০	০	
	গা	গা	রা	সা	-রসা	রা	গা	-া	-া	-া	-া	-া	III III
	অ	শো	কে	অ	০০	ড	য়ে	০	০	০	০	০	

স্বরলিপি

(ভজন)

মিশ্র—একতাল

রাধারমণ মধুসূদন মোহন মুরলীধারী,
ব্রজগোপাল নন্দলাল শ্যাম গোকুলবিহারী।

কৃষ্ণ কেশব কালীয়-দমন

নটনারায়ণ মদনমোহন,

কলুবহারী কংসাবি ময়ূর-মুকুটধারী।

পাপ-তাপহারী নব ঘনশ্যাম,

বনমালা গলে বনমালী নাম।

মধুর নৃপূরধারী

ব্রজরাজ বনচারী,

মাধব শ্যামল গিরিধারী লাল

নবজলধব যশোদাতুল্য,

কামু শ্রীপতি কমলাপতি মুরারি রাসবিহারী

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

স্থায়ী

II গা রা সা । রা রা রা I গা -রা গা । মা পা পা ।
বা ০ ধা ব ম গ ম ০ ধু স্ব দ ন

মা ধা পা । মা গা মা I গা -রা -গা । মা -পা -পা ।
ঘো হ ন সু ব লী ধা ০ ০ রী ০ ০

সা সা সা । রা -রা রা I গা -রা গা । মা -পা -পা ।
ব্র জ গো পা ০ ল ন নু দ লা ০ ল

ধা -রা গা । ধা পা পা I পা -রা গা । মা -পা -পা ।
শ্রা ০ ম গো ক ল বি ০ হা রী ০ ০

অঙ্কুরা

II { মা -ী মা | ধা ধা না I সী সী সী | না সী সী |
ক ০ ক কে শ ব কা লৌ য দ য ন

না সী সী | না সী সী I না সী রসী | গা ধা ধা |
ন ট না রা য শ ম দ ন ০ মো ঠ ন

সী সী সী | গী -ী গী I না -সী রসী | গা -ধা ধা |
ক লু য ঠা ০ রী ক ০ উ, ০ সা ০ বি

সী গা ধা | পা মা গা I মা -রা -গা | মা -পা -পা |
ম য় ব মূ কু ট রা ০ ০ রা ০ ০

সংগারী

II { নসা সা গমা | মা মা মা I গা মা পা | ক্রা মা -ী |
পা প তা প শা য়ী ন ব ঘ ন জা ম

ধা ধা না | ধা পা পা I ক্রা পা ধপা | মা গা মা
ব ন মা লা গ সে ব ন মা ০ লৌ না ম

গা রা গা | মা পা পা I গা -মা -রা | সা -ী -ী
ম য় ব ন পু ব ধা ০ ০ রী ০ ০

না সা মা | গা পা -রা I সা -না -সা | পা -ী -ী
ব জ রা জ ব ন চা ০ ০ রী ০ ০ ০

১১শা-বিহ্বল তাপিত হিয়াম উঠিয়াছে আবাহনৌ।

স্বরলিপি

দেশী বা দেশী তোড়ী

এই তোড়ী রাগটি অত্যন্ত আতিমধুর ও বিখ্যাত। দুঃখের বিষয় এতদ্দেশে খুব সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় রাগটী সৰ্ব্বদে মতান্তরই একমাত্র কারণ। বঙ্গদেশে বেশীর ভাগ লোকে ইহাকে কাফি ঠাটের অন্তর্গত রাগ বলে প্রচারিত করায় ভারত সভায় ইহার স্থান না হওয়ায়, রাগটির বহুল প্রচলন ব্যাহত হয়েছে। শাস্ত্রমতে ইহা আশোয়ারী ঠাটের রাগই আছে। পুরাতন শাস্ত্রে সব বিষয়েই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও স্বার্থবোধক ভাবে উল্লিখিত থাকায় শাস্ত্র সৰ্ব্বদে নানারূপ ব্যাখ্যা আমাদের জ্ঞানানুসারে করে থাকি। বিশেষ করে সঙ্গীত শাস্ত্র সৰ্ব্বদে শাস্ত্রকারগণ অত্যন্ত সংক্ষেপে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তা' থেকে যে যেমন খুসী মত তাহার অর্থ ক'রে নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে কলহের সৃষ্টি করেন। দেশের

শ্রুতগণ মিলিত হয়ে এ সৰ্ব্বদে একটা সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত এইরূপেই চলবে।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডজীর গ্রন্থগুলির প্রচলন অধিক হ'লে এই মতান্তরের সম্পূর্ণ না হ'লেও কিছুটা বিলুপ্ত হ'ত। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ও অধ্যয় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ইহা আসোয়ারী ঠাটের ভেড়া + সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। ব্যবহাৎ কোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত। অবরোহী সম্পূর্ণ। বাদী মধ্যম, সংবাদী ষড়্জ (মা-সা)।

আরোহী: সা রা মা পা গা সা।

অবরোহী: সা গা না পা মা জা রা সা।

কখন শুনে মোরি বাত

রোয়ে রোয়ে নিশি যাত।

পিয়া বিন কায়সে রহ,

উনহিকে মন্দির কায়সে যাউ

কাসে কহ মায় ছখকি বাত ॥

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীমুখাংকুমার মিত্র

স্বারী

II +

I °

I °

I ° -১ রসা রা-পা I

০ কণ্ড ন শু

মজা -১ -১ -রসা | রা-রা-রা-গা | সা -১ -১ সা | -১ সরা মা -পা II

নে ০ ০ ০ ০ ০ মো ০ ০ বি বা ০ ০ ত ০ গো ০ যে ০

গা -দা গদা -পা | মপদা-মপা জা -১ | রসরা-গা-সা সা | "১ রসা রা-পা" II

গো ০ যে ০ ০ নি ০ ০ ০ শি ০ যা ০ ০ ০ ত ০ কণ্ড ন শু

অন্তরা

II + | ° | ° | ° মা পা - I
পি যা ০

গদা - গদা - গদা - পা | -I মপগর্সী -I সী | র্গা - গা - সা সী | -I গর্সী পগর্সী সী I
বি ০ ০০ ০০ ন ০ কাষ ০০ ০ সে ব ০ ০ ০ হ ০ উন হি ০০০ কে

মর্জী - মর্জী মর্জী রা সী | -I গর্সী সী -I জর্গী সগা - দা পা | -I মপা গা দা I
ম ০ ০০০ ন দি ব ০ কাষ ০ সে ০ যা ০ ০০ ০ উ ০ কা ০ সে ক

গা - দা - গদা পা | -I মপা জা রসা | রা - গা - সা সা | “-I রসা রা - পা” II II
হ ০ ০০ মাষ ০ হ ০ খ কি ০ বা ০ ০ ত ০ কও ন শু

তান

১। + ° | ° | ° | ° মজা রসা গদা পমা | পমা সরা মপা দপা | মজা রসা র্গা সা | কওন শু ইত্যাদি।

২। + ° | ° | ° | ° | রসা রমা পগা সর্গী | সর্গা দপা মজা রসা | কওন শু ইত্যাদি।

৩। + ° | ° | ° | ° | গুসা রমা পগা দপা I

+ ° | ° | ° | ° মপা রমা পগা সর্গী | মর্জী রর্সী গদা পমা | পগা দপা মজা রসা | কওন শু ইত্যাদি।

বাঁট

+ ° | ° | ° | ° | মজা রসা রমা পগা | সর্গী জর্গী সগা দপা | মজা রসা রসা রপা I মজা
কওন শুনে মোরি বাত ঝো ০ ঘে ০ রো ০ ঘে ০ নিশি যাত কও ন শু নে ০

স্বরগ্রাম

II + ° | ° | ° | ° | মজা রসা মা সা | গদা পমা পগা সমা | রমা পদা পগা দপা |

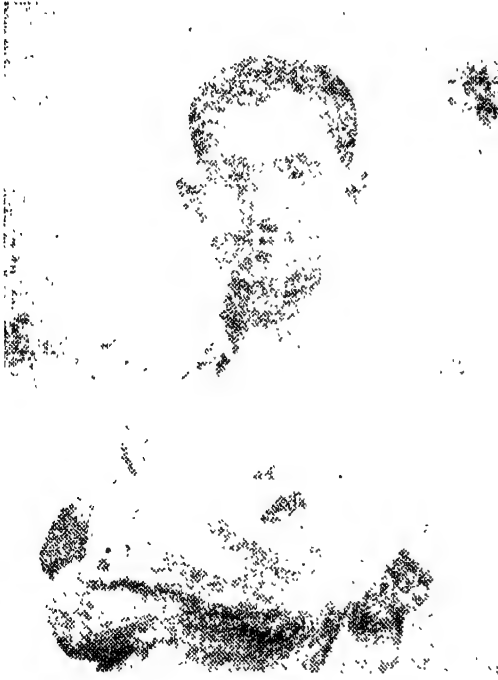
+ ° | ° | ° | ° | মপা গর্সী মর্জী রর্সী I মজা রসা র্গা সা | পমা দপা মজা রসা |

+ ° | ° | ° | ° | রসা পগা জা রসা | “-I রসা রা - গা” I
০ কও ন শু

-সংবাদ-

শোক-সংবাদ

দীর্ঘ কয়েকমাস রোগভোগের পর স্বকণ্ঠগায়ক
শ্রীবীজনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোক গমন



শ্রীবীজনাথ মুখোপাধ্যায়

করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতপ্রতিভা
দেখা যায়। স্বীয় অধ্যবসায় দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া
তিনি অল্পকাল মধ্যেই স্থানামের অধিকারী হইয়াছিলেন।
স্বর ও স্বরলিপি-রচনায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। একদা
সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা ও বিবিধ মাসিক পত্রে তাঁহার
স্বরুত স্বর ও স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। সঙ্গীত

সাধনা ব্যতীত পেলাধলা ও সহরধপটুতা তাঁহার বিশেষ
খ্যাতি ছিল। মৃত্যুকালে মাত্র তাঁহার ৩২ বৎসর বয়স
হইয়াছিল। তাঁহার সান্নী পত্নী, দুই শিশু কন্যা, বৃদ্ধ পিতা
ও ভ্রাতাভগিনী বিদ্যমান। আত্মগা এই তরুণ শিল্পীর
পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

কুমারী মমতা টেগত

কলিকাতার সুবিখ্যাত সঙ্গীতচাচা শ্রীযুক্ত যামিনী-
নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্রী কুমারী
মমতা মৈত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ সুনাম অর্জন



গীতলী কুমারী মমতা মৈত্র

করিয়াছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্গীত সম্মিলনী কর্তৃক
অনুষ্ঠিত বার্ষিক গীতলী পরীক্ষায় ইনি কৃতিত্বের সহিত
উত্তীর্ণ হন এবং গীতলী উপাধি লাভ করেন।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

বিগত ২৫শে বৈশাখ রবিবার সকাল দশ ঘটিকায় হুগলী গবলগাছা গ্রামে স্থানীয় আশুতোষ স্মৃতি সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগার-সংলগ্ন বকুল ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী অমুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহোদয় অমুষ্ঠানপোরেহিত্য করেন। সভার প্রারম্ভে স্থানীয় প্রবীণ দেশকন্ময়ী শ্রীযুক্ত মানিকলাল গুপ্ত মহোদয় সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার পর শ্রীত-বোণির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তদীয় ছাত্রছাত্রীগণ একাধিক রবীন্দ্র সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

কবি শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর স্থানীয় বালকবালিকাদের আবৃত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়। শ্রীযুক্ত রতনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ও ভক্তমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বেলা ১২ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়। অভাগতদিগকে প্রচুর ভূমি-ভোজে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

শিল্পী-সম্বর্দ্ধনা

গত ২৪শে এপ্রিল শ্রীরামপুরস্থ বনফুল সাহিত্য সমিতি কর্তৃক শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে কলিকাতার স্ববিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল) মহাশয়কে এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই অমুষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় অমুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া শচীনবাবুকে মালাদান করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর স্বকবি শ্রীযুক্ত বিনয়-ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় শচীনবাবুর সঙ্গীতনিপুণতার কথা উল্লেখপূর্বক সাহিত্যের সহিত সঙ্গীতের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, তৎসম্পর্কে কিছু বলেন। শ্রীযুক্ত শচীনবাবু তাঁহার অনবদ্য সঙ্গীত আরম্ভ করিবার পূর্বে আধুনিক কালের সঙ্গীত সম্বন্ধে এক তুলনামূলক আলোচনাপূর্ণ ভাষণ দেন। তাহার পর তিনি গারা-কানাড়া রাগের বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল ও কয়েকটি ঠুংরী গাইয়া উপস্থিত শ্রোতাদিগকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিতা তবল সঙ্গত করিয়াছিলেন কলিকাতার প্রসিদ্ধ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত বীরু পাল। রাত্রি নয় ঘটিকায় অমুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

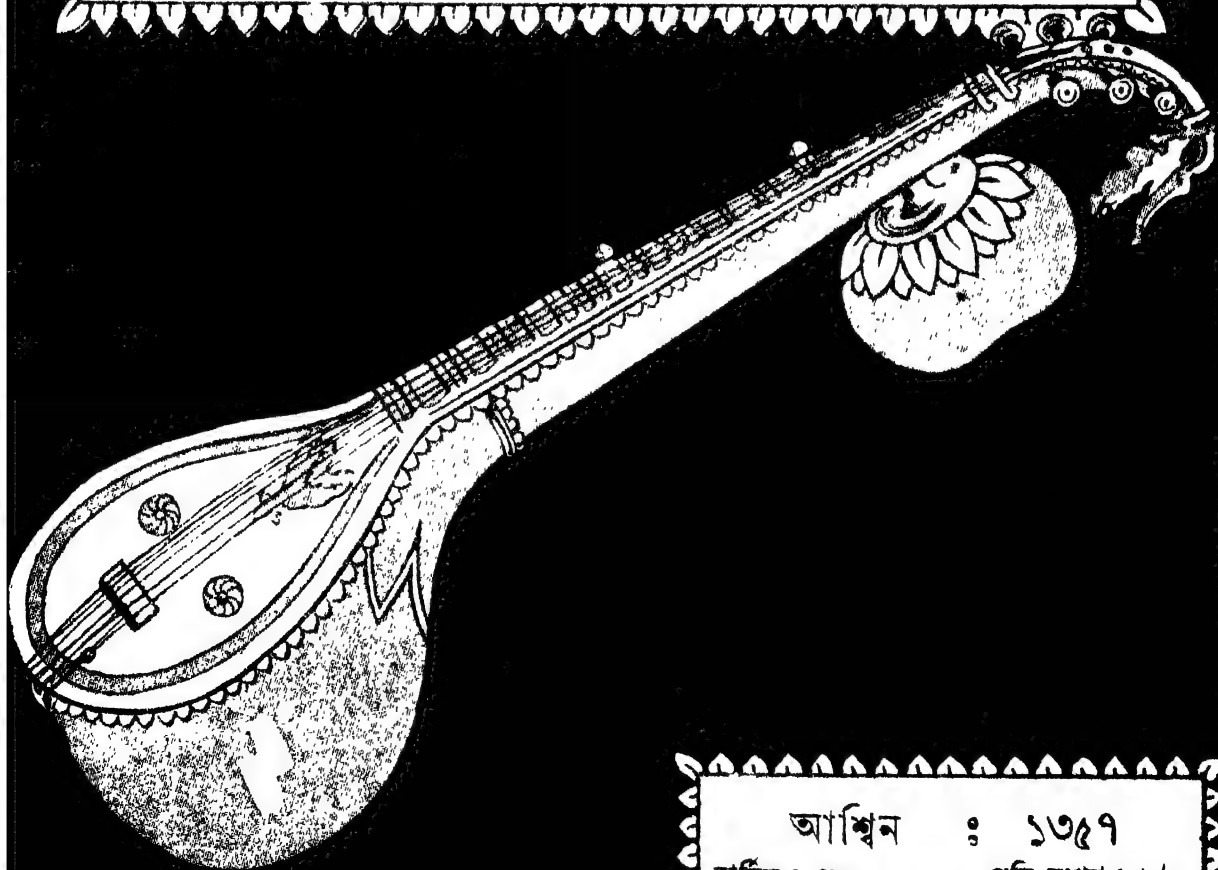
সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম্-এল্-সি।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীময়ধর্মোহন বসু, এম্-এ.

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ରବେଶିକା



ଆଶ୍ୱିନ : ୧୩୫୭
ବାର୍ଷିକ : ୭୮୦ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା : ୧୦୦

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৭শ বর্ষ, সন ১৩৫৭ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্নথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাপ্রদক্ষ শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধানকগণঃ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাদিপতি মহাবাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিপতি মহাবাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দো বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্বার হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)

গুপ্তাদ আল্লাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার স্টেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বীপ্কার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অমিয়নাথ সাঙ্গাল

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্বতিভারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

মিসেস কে, সি, দে

শ্রীযুক্তা বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরত্নাকর

শ্রীযুক্ত সত্যকিন্দব বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এমসি

শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

==বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের রডাসই অদ্বিতীয়==



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১২৬৭

সূচীপত্র

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ—		বেহালায় গৎ— শ্রীক্ষিতীন রায়	১১২
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১০১	কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল—	
ভূগা রাগ—		শ্রীরাজেন্দ্রশ্বর মিত্র	১১৩
শ্রীতরুণকুমার ঘোষাল	১০৪	স্বরলিপি—	
স্বরলিপি—শ্রীমতী গৌরী দেবী	১০৬	শ্রীভাস্করানন্দ রায়	১১৬
নবযষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার—		দামোদর অষ্টক—	
শ্রীরমণীমোহন পাল	১০৮	শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী	১১৮
কাজী নজরুলের গান—শ্রীজয়দেব রায়	১০৯	সংবাদ	১২০

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরেব যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হইয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১৮০। বার্ষিক মূল্য : ৩৬০।
বাৎসরিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞান পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্যাদি সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—চসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতবিদ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

ভারতীয় সঙ্গীত পরিচিতি

মূল্য তিন টাকা

একদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, অপবদিকে বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ-পরিচয় এবং উচ্চাঙ্গের রূপদা শ্বেয়াল, সাদরা প্রভৃতির গান, আকারমাত্রিক স্বরলিপি সহ বইখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস

চসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মরা-ভজন মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাদীর হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সম্মিষ্ট আছে। মূল্য ২৮ টাকা।

সংগীতসুধাকর শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল—১।০

সুর-বাণী—২।০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবাণী—সঙ্গীতসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী সমাধিত ও কীর্ত্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিয়াল্লিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সম্মিষ্ট হইয়াছে।

আর, বি, দাস—চসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাক ২৪৩৬

অর্ডার দিবার কালীন অগ্রপূরক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোক্ত্যে কারবেন

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র-গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি
বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।
যাহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

বদ্ধিত আকারে ২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের
ভূমিকা-সম্বলিত।

স্নাত-দর্পণ

উচ্চাঙ্গের খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি হিন্দী,
উর্দু ও বাংলা গানের বহুল সমাবেশ !!

আর, বি, দাস—কলিকাতা

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

রাগানির্গম—(১ম)—৬

এ —(২য়)—২১০

একত্রে দু'ভাগ ৮১০ স্বলে ৭১০

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের

স্বরলিপিকা (১ম)—২৫০

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

রাগানামা—৩

সঙ্গরঞ্জনী (১ম)—৪

এ (২য়)—৩১০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর

ভবনা বিজ্ঞান ও নানী

চাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২১০

সুরের নিয়ম—২১০

কথা: সঙ্গীতকার ও অজয় ভট্টাচার্য্য

স্ব ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মা

কবি অক্ষয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বর-

নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মানা—২১০

গণ্য—শ্রীমতী শ্রীমতী রাধা

এবং স্বরলিপি—শ্রী কল্যাণচন্দ্র দেব (অক্ষয়কুমার)

কবি শ্রীমতী শ্রীমতী রাধা ও চিত্র প্রাণী কল্যাণচন্দ্র,

কী—২১০ গান এই পুস্তকে সংগৃহীত ১০০ টি।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১১০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)

সুরাবহার :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গ খণ্ড স্বরলিপির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এতে নানা ভাষা থেকে আহৃত সুর আছে, হিন্দী সংস্কৃত গানও আছে। স্বদেশী গান দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্কৃত অনূদিত, বন্দেমাতরম্, নাট্যনৃত্য প্রভৃতি। দিলীপকুমারের আবাল্য সঙ্গীতগবেষণার ফল—এই স্বরলিপি।

ভাগবতী গীতি :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লোকপ্রিয় গীতিগুচ্ছ

আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা—১

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলকভাবে

আলোচনা এবং হনুমান্তে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর

উৎপত্তি-রহস্য ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় বাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও মূর্ত্তির চাক্ষুষ

পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ-রাগিণীর অল্পশীলনে রসরূপের চাক্ষুষ

যেখচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিক্ষাচার্য্য শ্রীন্দ্রলাল বসু

রাগের ও নব রসের নানাপ্রকার অভিব্যক্তিময় বহু

চিত্রে হুশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস ৮ সি, লালবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।



ମସ୍ତବିଂଶ ବର୍ଷ

ଆଶ୍ୱିନ, ୧୩୫୭ ସାଲ

ଷଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା

ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ରାଗମନ୍ତ୍ରୀତେର ବ୍ୟାକରଣ

(ପୂର୍ବାହୁତି)

ଶ୍ରୀବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରକିଶୋର ବାୟଚୌଧୁରୀ

ଓ

ଶ୍ରୀବିମଳ ରାୟ, ଏମ. ବି.

ବିଳାବଳ ଠାଟେର ଆରଓ ଅନେକ ରାଗ ଆଡେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ବା ଆଓଟାର ବା ସରଗମ, ତାବାବା, ବା ଥେୟାଲ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ହୋଇଅଛି ଏପନକାର ମତ ସେଗୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷେପ ବିବେଚନା ଯୁକ୍ତିତ ରାସିୟା ଖାନ୍ସାଜ ଠାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଲାମ । ପରେ ଏକ ସମୟେ ଅପ୍ରଚଳିତ ବା ଅଗ୍ରପ୍ରଚଳିତ-ଗୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷେପ ଯତଟା ପାରି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଜାନାଉବ ।

ଖାନ୍ସାଜ ଠାଟେର ପ୍ରଥମ ରାଗ

ଖାନ୍ସାଜ

ସେନୀ ଯତେ ଖାନ୍ସାଜ ଦୁଇ ନିଧାନସ୍ଥର ରାଗ ; ଓଡବ-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ; ବିଳାବଳ+କାଫି+ଦେଶ ସଂକ୍ଷିପ୍ତେ ଯୁକ୍ତ । ଇହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁର୍ଦ୍ଧନା ଦେଖା ଯାଏ ଯଥା—

(୧) ମା ଗା ମା ପା ଧା ନି ମା, ମା ଗା ମା ପା ଧା ନି ମା ।

(୨) ମା ଗା ମା ପା ଧା ନି ମା, ମା ଗା ମା ପା ଧା ନି ମା ।

ବାଦୀ ଗାନ୍ଧାର, ସ୍ୱଧାନୀ କୋମଳ ନିଧାନ, ଗ୍ରହ ପଦ୍ଧତି । ଅଗ୍ରାନ୍ତ ଘରେ ଖାନ୍ସାଜ ଆରଓ ଦୁଇ ଏକପ୍ରକାର ଦେଖା ଯାଏ, ଯଥା—
ମା ଗା ମା ପା ଧା ପା ମା ଗା ମା ଗା ନି ମା, ମା ଗା ମା ପା ଧା ନି ମା ।
ଗା ବେ ମା ଇତ୍ୟାଦି । କେନଓ କେନଓ ଘରେ ଖାନ୍ସାଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର—(କ) ଶୁଦ୍ଧ ଖାନ୍ସାଜ ଯାହାତେ କେବଳମାତ୍ର କୋମଳ ନିଧାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ (ଖ) ଖାନ୍ସାଜ ଯାହାତେ ଦୁଇ ନିଧାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ନାନା ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଓ ଘରାନା ହିତେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରା ଯାଏ, ତାହା ହିତେ ଇହାହି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ, ଖାନ୍ସାଜେର ଆରୋହେ ମା ପା ଧା ନି ମା, ମା ଗା ମା ପା ଧା ନି ମା ।

ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, আর অবরোধে নি ধা পা মা গা, নি ধা মা পা ধা-মা গা, নি ধা পা ধা মা গা, সর্গ নি ধা নি ধা পা মা গা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সাধারণ চলনে আমরা কচিং পা নি সর্গ-ও পাইয়া থাকি; পা মা গা, পা গা মা গা, পা মা পা, গা মা পা মা পা, ধা পা মা পা, ধা মা গা মা গা মা ধা নি ধা পা, মা নি ধা পা, পা ধা নি ধা মা গা ইত্যাদি ব্যবহার ইহার বৈশিষ্ট্য। এইবার সেনী মতের আওচাৰ লিখিতেছি :—

(মনে রাখিবেন ঋগ্বেদে পূর্বাঙ্কের ব্যবহার বেশী নহে, কিন্তু তাহার অপভ্রাস সর্ব সময়ে গাঙ্কারে, কচিং মধ্যমে ন্যস্ত হয়, সংক্রাস ধৈবতে দেখা যায়)

(১) সা গা গা মা গা, মা পা মা গা সা, মা গা রা সা -১, গা মা পা মা গা, মা পা ধা পা -১, গা মা পা মা গা, মা গা রে সা -১;

সা রা নি ধা -১, মা পা ধা নি সা, নি সা গা মা গা, মা পা মা গা -১, পা মা পা ধা পা, ধা পা মা গা মা, পা মা পা ধা পা গা মা গা রে সা;

গা মা পা নি ধা, নি ধা পা মা পা, ধা নি ধা পা মা, গা মা পা মা গা, স গা, সা মা গা, মা পা ধা নি ধা, পা ধা পা মা গা, পা মা গা রে সা; মা পা ধা নি সর্গ, নি সর্গ নি ধা পা, ধা নি সর্গ নি সর্গ রে সর্গ নি ধা -১, গা মা পা গা মা, পা ধা নি ধা পা, ধা নি সর্গ নি ধা গা মা পা মা গা, নী সা গা মা গা, গা মা পা গা মা, পা ধা নি, পা ধা, গা মা পা ধা নি, ধা পা মা গা মা, পা মা গা রে সা;

(২) নং-এ শুধু অবরোধে মাঝে মাঝে ধা মা পা দা মা মা গা -১ যোগ হইবে, ইহাই প্রভেদ। আরোহে দা মা গা মা।

সরগম্ ঋগ্বেদ-ত্রিতাল আমীর খাঁ কৃত

II + ৩ ০ ১
| সা মা গা মা | পা ধা না সর্গ I
ধা ধা -১ মা | গা রা সা -১ | না সা রা না | সা গা গা ধা I
না সা রা না | সা গা -১ মা | পা ধা মা পা | সর্গ -১ -১ -১ I
রর্গ গা ধা মা | গা রা সা না | “সা মা গা মা | পা ধা না সর্গ” II
II গা মা গা ধা | না সর্গ রর্গ সর্গ | মর্গ গা -১ মর্গ | গা রর্গ সর্গ -১ I
সর্গ মর্গ গা মর্গ | গা রর্গ সর্গ -১ | না সর্গ রর্গ সর্গ | গা ধা -১ পা I
মা গা -১ মা | গা রা সা না | “সা মা গা মা | পা ধা না সর্গ” II

খান্সাজ - চিমা ত্রিভাল

সদাৱন্য কৃত ।

० यद् य न ना ० पि वा

তু ০ ম ০ বা ০ জ গ ০ ০ ত মে ০ ০ ফা ধে ০ ল র হো ০ ঙ

ଜି ଯା ୦୦ ୦୦ ୦ ରୋ ୦୦ ୦୦ ୦୦ ୦ ୦ ବହୁ ଅ ନ ଶା ୦ ପି ଯା

চ হ ০ দে ০ স মে

ধু ০ ম ম চাঁ০ ০০ হাঁ ম্ ০ প্র ভু ০ তু ম হো ০

প্যা ০ ০ ০ য়ো ০ ০ ০ ০ ০ মহা ন্য দ শা ০ পি ষা

—ক্রমঃ

দুর্গা রাগ

শ্রীতরুণকুমার ঘোষাল

এই দেশে দুর্গা রাগ সম্বন্ধে দু'বকম মত প্রচলিত। কেউ কেউ বলেন যে, দুর্গা বিলাবল ঠাটের এক সাবেকী রাগ—মধ্যম এর বাদী, ষড়্জ সঙ্গাদী। আবার কারো কারো মতে দুর্গা এক আধুনিক রাগ, কর্ণাটি সঙ্গীত থেকে নেওয়া। প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে এর কোন নামোল্লেখ নেই। এঁদের মতে ধৈবত এবং বাদী, ঋষভ সঙ্গাদী এবং পঞ্চম প্রাণন অঙ্গবাদী। তর্ক যাই হোক, দু'দলই দুর্গাকে ত্রিভুব জাতীয় গ, নি বজ্রিত রাগ স্বীকার করেন।

এখন মুস্থল হচ্ছে, সামন্ত-সারঙ্গ নামধারী দুর্গার এক সমপ্রকৃতিক রাগ আছে। কিন্তু আমার সামান্য জ্ঞানে মনে হয়, সামন্ত-সারঙ্গ দুর্গার পাক্টা ঘর অর্থাৎ একের যা বাদী, অস্তের তা সঙ্গাদী। এখানেই উত্তরাঙ্গ পূর্ণাঙ্গের প্রক্স স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে। সাধারণতঃ, পূর্ণাঙ্গপ্রধান বাগের বাদী পূর্ণাঙ্গেই থাকে, উত্তরাঙ্গ প্রধানের, উত্তরাঙ্গে। তবুও, সামন্ত-সারঙ্গে সমস্তা এখানেই, কেননা বাদী ঋষভ হওয়া সত্ত্বেও এর কাজ যেন উত্তরাঙ্গেই বেশী। এ বিষয়ে দুর্গাকে অনেকটা 'সম' বলা যেতে পারে, অর্থাৎ উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ হলেও, দুর্গার উত্তর-পূর্ব সমান। এর কারণ, এর পঞ্চম-ধৈবতের এবং অনেকের মতে মধ্যমেবও প্রাবল্য। দুই চতুঃস্বরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মধ্যমের প্রবলতার কারণ, একে আমি 'সম' বলেছি। অবশ্য, চতুঃস্বর অর্থাৎ tetra chord আমি আমাদের দরগেই ব্যবহার করেছি, বিলিতি diatonic major scale অস্থায়ী নয়।

আরো কথা হচ্ছে, সামন্ত-সারঙ্গ সারঙ্গ জাতীয় রাগ। যার মধ্যে সুর-সারঙ্গের ছায়া বেশ একটু আছে বলেই মনে হয়, অর্থাৎ রাগ তাত্র মধ্যম যেন কণ্ হিসাবে চাললেই বেশী শ্রুতিমধুর হয়। অতদিকে, দুর্গা রাগে যেন কিঞ্চিৎ ভূপালীর ভাব আছে, বিশেষ করে যখন ঘুরে ফিরে 'সা রা, ধা ধা সা'র আবৃত্তি হয়। অবশ্য ভূপালীর ঋষভ ও ধৈবত বাদী সঙ্গাদী (এদেশী মতে অবশ্য) এবং গাঙ্কার পঞ্চম সঙ্গতির কথা আমি তুলিনি।

দুর্গা গম্ভীর জাতীয় রাগ। আরাধনাদি দেবকায়ো বিশেষ প্রশস্ত। সময় নিয়েও মতান্তর আছে। কেউ বলেন, দিনের রাগ, কেউ বলেন রাতের। আমার সামান্য জ্ঞানে একে দিনের রাগ স্বীকার করা মানে একে সারঙ্গেব পর্যায়ে ফেলে দেওয়া। মনে হয়, সঙ্কার দিকে সঙ্কা-বন্দনাদি অহুষ্ঠানের উপযোগী সঙ্কা-রাগ এটা। "রপা, মপধমরা" অথবা "মপধপা, মরগরা" স্বরের দ্বারা ই-রাগের প্রতিষ্ঠা হয়।

রাগ বিস্তার

সা, ধপ্‌সা সরা, ধপ্‌সা | সরমরা, ধপ্‌সা | সরা, মরসরা, ধপ্‌সা | সরমপা, মরসরা, ধপ্‌সা | সরমপা, ধপমপা, সরা, ধপ্‌সা | সরমপা, মসাঁ, ধপমপা, মরসরা, ধপ্‌সা | রমপধা, পধা, মপমপধা, মরসরা, ধপ্‌সা | রমপধসা, ধস'র'সাঁ, ধমপা, ধমরা, ধপ্‌সা | মপধসা, র'স'ধসা, রা, ম'র'গরা | স'ধপধমা, পধপমরা, মপধা, মরা পমপধমরা, সরা, ধপ্‌সা ॥

দুর্গা—ত্রিতাল

জব জাতী হৌ জল ভরণ, বা যমুনাকে তীর।

ডগর মাঁহি নিত প্রতি মিলত, কৈ হলধর কৌ বীর।

ইকটক দেখত, মনহী সকুচত,

বার বার বরজউ তজ, মানত না বনধীর ॥

কথা—পণ্ডিত বদরীপ্রসাদ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীতরুণকুমার ঘোষাল

স্বারী

II + ৩ ০ ১
| | |
| ধা-সা রা-মা I
জা ০ তী ০

[পা-মরা রা-সা]

৭ ০০ ৭ ০

মপধা-ধা-ধা-পমা | মা পা মপা ধা | (পা-মরা-রা-সরা) | ধসা মরা-মপা-ধপা I
হৌ ০ ০ ০০ জ ল ৫০ ব ৭ ০০ ০ জব যমু না ০ ০০ ০০

সধা-ধা-ধা-ধা | মপা-পমা-পধা-ধপা | -মা-রা-রা-সরা | “ধা-সা রা-মা” I
কে ০ ০ ০ ০ তী ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ জব জা ০ তী ০

পা পা পা মপা | -ধা পা মা রা | মা রা সা ধা | সা ধসা-রসা-ধা I
ড গ র মা ০ ০ হি নি ত প্র তি মি ল ত বৈ ০০ ০

পধা-ধা মা রা | সরা-মরা মপা-ধসা | -ধপা-ধমা-মরা সরা | “ধা-সা রা-মা” II
হল ০ ধ ব কো ০০ বী ০০ ০০ ০০ ০০ জব জা ০ তী ০

অন্তরা

II + ৩ ০ ১
| | |
| মা মা পা ধা I
ই ক ট ক

সা-সা সা সা | ধা সা রা-মা | রা রা সা সা | ধসা-রসা ধা ধা I
দে ০ খ ত ম ন হী ০ স কু চ ত বা ০ ০০ ব বা

-পমা পা রমা-মরা | মপা-পমা পধা-ধপা | ধসা-সা ধসা রসা | ধপা-মপা ধা মা I
০০ র ব ০ ০০ র ০ ০০ জ ০ ০০ উ ০ ০ ত ০ জ ০ মা ০ ০০ ন ত

রা-সধা-সা-সা | রা ধপা-ধা-ধা | মপা-ধপা-মরা সরা | “ধা-সা রা-মা” II II
না ০০ ০ ০ ০ ব ন ০ ০ ধী ০০ ০০ জব জা ০ তী ০

স্বরলিপি

স্বপন পারের দেশে কি গো

বর্ষা নেমেছে !

তাহার পরশ আজ কি আমার

প্রাণে লেগেছে ।

ভয়ঙ্করী মূর্তি ধরি'

জলে স্থলে দিল ভরি,

অকারণের অশ্রুবারি

শুধুই ঝরেছে ।

চোখের জলের দাম দিব গো

আমার পরাণ দিয়া,

ওগো মিতা, তোমার দেশে

আমারে যাও নিয়া ।

সব অপরাধ ভুলবে জানি

কাছে আমায় নিতে টানি'

ব্যথায় ভরা আকাশখানি

আমায় ডেকেছে ।

কথা—শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুর—শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু স্বরলিপি—শ্রীমতী গৌরী দেবী

II গা মা মা | ধা পা -া I মা জা -া | রা সা -রা I
 স্ব প ন পা রে ব্ দে শে ০ কি গো ০

না -া সা | গা মা -া I -পা -া -া | -া -মা -গা I
 ব ০ ধা নে মে ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা গা -া | ধা গা -া I ধা -জা গা | ধা পা -া I
 তা হা ব্ প র ণ্ আ জ্ কি আ মা ব্

ধা পা -া | মা গা -রগা I মা -া -া | -া -া -া II
 প্রা নে ০ লে গে ০০ ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০

II মা পা - ন | না না - ন I সা - ন সা | না সা - ন I
ভ য ং ক রী ০ ম ০ তি ধ রি ০

সা সা - গা | রা সা - ন I না না - ন | সা রা - ন সা I
জ লে ০ স্থ লে ০ দি ল ০ ভ রি ০

সা সা - না | সা রা - ন I ধা - সা গা | ধা পা - ন I
অ কা ০ র গে ০ অ ০ ঞ্চ বা রি ০

ধা পা - ন | মা গা - রগা I -মা - ন - ন | -ন -ন -ন II
ঙ ধু ই ঝ রে ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II সা সা - জা | রা জা - ন I রা - ন - ন | জা রা জা I
+ চো খে র জ লে বৃ দা ০ মৃ দি ব গো

পা পা - ন | মা জরসরা জা I রা সা - ন | -ন -ন -ন I
আ মা বৃ প রা ০০০ ৭, দি য়া ০ ০ ০ ০

গা মা - পা | পা পা - মা I পা গা - গা | ধা গা - পা I
ও গো ০ মি তা ০ তো মা বৃ দে শে ০

ধা পা - ন | মা গা - রগা I মা মা - ন | -ন -ন -ন II
আ মা ০ রে বা ০৩ নি য়া ০ ০ ০ ০

II মা - পা পা । না না -া I সা -া সা । না সা -া I
স ব্ অ প বা ধ্ ভ ল্ বে জা নি ০

সা সা -জা । রা সা -সা I না না সা । নসা -রসা -সা I
কা ছে ০ আ মা য্ নি তে টা নি ০ ০ ০

সা সা -না । সা নসা -রা I ধা -সা -গা । ধা পা -া I
বা থা য্ ভ রা ০ ০ আ কা শ্ ধা নি ০

ধা পা -া । মা গরা -গা I মা -া -া । -া -মগা -রসা II II
আ মা য্ ডে কে ০ ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০

নবষষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার

(সঙ্গীতপারিজাত মতে)

শ্রীরমণীমোহন পাল

তন্মধ্যে অবরোহী অলঙ্কার ১২ প্রকার—

৭। আক্ষিপ্ত—

সর্গধ্ব, নিনিপপ, ধধমম, পপগগ, মমরিরি, গগসস :

৮। সন্ধিপ্ৰাচ্ছাদন—

সনিধা, নিধপা, ধপমা, পমগা, মগরী, গরিসা ॥

৯। উদগীত—

সর্গনিধা, নিনিধপা, ধধপমা, পপমগা, মমগরী, গগরিসা ॥

১০। উদ্বাহিস—

সর্গসর্গনিধিপ, নিনিধিধধপম, ধধধধপপমগ, পপপপমমগরি, মমমমগগরিস ॥

১১। ত্রিবর্গ—

সনিধধধ, নিধপপপ, ধপমমম, পমগগগ, মগরিরিরি, গরিসসস ॥

১২। পৃথগ্বেণী—

সর্গসর্গ, গিগিগি, ধধধ | গিগিগি, ধধধ, পপপ | ধধধ, পপপ, মমম | পপপ, মমম, গগগ |
মমম, গগগ, রিরিরি, সাসাসা ।

কাজী নজরুলের গান

(শেবাংশ)

শ্রীজয়দেব রায়, বি. এসসি., বি. কম., এম. এ.

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় নজরুল ইসলামকে স্বর-প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর বলিষ্ঠাছেন। “কাজী নজরুল ধরেছিলেন এ-সত্য কিন্তু তাঁর অসামান্য স্বরপ্রতিভা ব্যাহত হ'ল ঠিক সেই সময়েই যে-সময়ে তাঁর সৃষ্টিশক্তি আত্মোপলব্ধি করবার কিনারায় এসেছিল। আমাদের গানের দিক দিয়ে তাঁর কাল যাদিকে আমি আমাদের দেশের পরম হৃদ্যাগা বলে মনে করি।”

নজরুলের গান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইলে প্রথমেই যে ভঙ্গীর কথা মনে পড়ে তাহা ‘গজল’। গজল ঢঙটি পারস্য দেশের গানের রীতি। পশ্চিম ভারতে যেখানে মুসলিম সংস্কৃতির বিস্তার রূপ ছিল, সেখানে এই গজল গানের প্রচলন বহুদিনই ছিল। বাংলা গানে এই ভঙ্গীর আনয়ন করেন নজরুল এবং অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদ লক্ষ্মীতে বাস করিতেন, তাঁহার পক্ষে এই শ্রেণীর গানের ধারা অমুকরণ সম্ভব হইয়াছিল। তবে তাঁহার স্বর উচ্চ গজলের অমুরূপে রচিত, নজরুল পাসাঁ গজলের অমুরূপে বাংলা গান বহুল প্রচার করেন। অতুল-প্রসাদের দুইটি গজল গানের উল্লেখ করা যায়—

বাতারাতি কবুল কে রে ভয়া বাগান ফাঁকা!

ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে?

নজরুলের পরেই বোধহয় এ গানের রচনা। নজরুলের পূর্বে এই ভঙ্গীতে গান বোধহয় কেহই রচনা করেন নাই, তাঁহাকেই এই রীতির গানের প্রবর্তক বলা যায়। নজরুলের এই শ্রেণীর গানের মধ্যে ভৈরবী মিশ্রিত একটি বাউল (তাল কার্কা)—

আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী!

খুলে দাও রংমহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি ॥

মিশ্র ইমন বাগিনী আশ্রিত আরও একটি নজরুল গজল উল্লেখ করি—

বসিয়া যিজনে

কেন একা মনে

পানিয়া ভরণে

চল গো গোরী ॥

নজরুলের অধিকাংশ গানই গজল ভঙ্গীকে সুন্দরী অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহার ভৈরবী বাগিনী মিশ্রিত গজলের স্বর-রূপটি দেখাইতেছি—এইটি তাঁহার অত্যন্তম শ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ গান—

বাগিচার বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল।
আজো তা'র ফুলকলিদের ঘুম টুটেনি' তজ্রাতে বিলোল ॥
আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় রুরছে নিশিদিন,
আসেনি 'দগ'নে' হাওয়া গজল গাওয়া মোমাছি বিভোল।
কবে সে ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি' আসবে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শ স্থখে ভাঙবে রে ঘুম রাঙবে রে কপোল ॥
ফাগুনের মুকুল-জাগা হুকুল-ভাঙা আসবে ফুলেলু বাণ,
কুড়িদের ওঠপুঠে লুটেবে হাসি, ফুটেবে গালে টোল
কবি তুই গন্ধে তুলে ডুবলি জলে কুল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস আজকে জলে ভরবে আঁখির কোল

II সা সা -ঝা সগা -সা -া মা -া মা মা -া মা
বা গি ০ চা০ য় ০ ব ল ব লি ০ তু
জা -া পা -া মা I জা -রা জা -রা -জা সা -া
ই ০ ফ ল শা খা ০ তে ০ ০ দি স
ঝা -জা -রা -জা ঝা সা -া -া II পা | পা
নে আ ০ ০ জি দো ল ০ আ জে
-া পা -মা -া -দা -া দা দা -া দা -পা -া প
০ হা য় ০ রি ক ত শা ০ খা য় ০ উ
-পা দা I পা -মা গা -সা -ঝা গা -া মা পা
০ ত রী ০ বা ০ য় ব ব ছে নি

-দা মপা -া মা -গা -া II II

০ শি ০ ০ দি ন ০

নজরুলের এই মুসলমানী ঢঙের গানে এবং তাঁহার কাব্য-ধারায় যথেষ্টাচার উহু' কথা ব্যবহার করিয়া অপরিচিত সমাজের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রুতিমধুরও করিয়াছেন।

রাগরাগিণীর ক্ষেত্রে নজরুল মিশ্রণ বাপারের পক্ষপাতী ছিলেন; এই বিষয়ে কবি রবীন্দ্রসদ্বীতের রাগিণী মিশ্রণের সুন্দর অনুল্লেক করিয়াছেন।

নজরুল চির বিদ্রোহী। সমাজের নির্ঘাতন তিনি সছ করিয়াছেন, পর্ষের গোঁড়ামি তাঁহাকে বিরত করিয়াছে, অর্থের অভাব তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছে, তাই তিনি চির বিদ্রোহী; তাঁহার গানেব সুরেও এই বিদ্রোহী ভাব প্রকাশ পাইতেছে—

বল বীর—বল উন্নত মম শিব!

শির নেহাবি' আমরা, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!

বল বীর—

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জলে রাজ-রাজটীকা

দীপ্ত জয়শ্রীব!

হিন্দু সমাজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা এবং মুসলমান সমাজের প্রতি গভীর অমুরাগ তাঁহাকে বঙ্গবাদীর অতি প্রিয় কবি করিয়া রাখিয়াছে! সাধারণ নির্ঘাতিত জন-গণের প্রতি সমবেদনা তাঁহার গানে প্রকাশ পাইতেছে।

'মিশ্র যোগিয়া' একতালার রচিত একটি গান—

জাগো হে রুদ্র জাগো হে রুদ্রাণী,

কাঁপে ধরা দুখ-জর-জর,

জাগো গোঁবী জাগো হর।

গভীর উদ্দীপনার ভাবে রচিত। এই উদ্দীপনার গানে নজরুলের কৃতিত্ব আছে—রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনার গানের মধ্যে যে অভাবটি ছিল, সেই Marching সুর নজরুল তাহা আনিয়াছেন। শব্দ, গম্ভীর, জোয়ালো ভঙ্গীর গান

তাঁহার অনেক আছে। মালকৌষে রচিত “গরজে গম্ভীর গগনে কধু। নাচিছে সুন্দর” এই ধারার গান।

Marching Tune যা যুদ্ধযাত্রার গান নজরুল ইসলামের অপূর্ণ উদ্দীপনাময়—

(১) চল চল চল উর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল

নিম্নে উতলা ধরণীতল।

(২) দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তব পারাবার

লজ্জিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

প্রথম গানটির মাঠের সুর

II পা সা -া পা সা -া পা -সা -া -া -া -া II

চ ০ ল চ ০ ল চ ০ ০ ০ ০ ল

সা গা গা সা গা গা সা গা গা মা -া -া না

উ বৃদ্ধ গ গ নে বাজে মা দ ০ ল নি

রা বা না রা রা I না বা রা গা -সা -া সা

ম নে উ ত লা ধ র গী ত ০ ল অ

গা গা সা গা গা গা গা বা পা -া -া I ধা

ক গ প্রা তে বৃ ত ক গ দ ০ ল চ

[সা রগা মপা নদা নদা সা]

পা মা গা রা গা সা -া -া -া -া -া II

ল তে চ ল রে চ ০ ০ ০ ০ ০

ঠিক এই ভঙ্গিতেই নজরুল ইসলামের আরও একটি মাঠের গান “টলমল টলমল পদভরে” এই গানটিতে Slow march এবং Quick march উভয়েরই ছন্দ অনুসৃত হইয়াছে। Slow march আরম্ভ হইলে চতুর্মাত্রিক ‘একতালার গাহিতে হইবে। এই গানটির সুর

II রা ধা সা সা রা ধা সা সা সা রা মা পা

ট ল ম ল ট ল ম ল প ০ ক ভ

ধা -া -া -া I মা ধা পা মা রা সা রা ধা

রে ০ ০ ০ বী র দ ল চ লে স ম

সা -া -া -া সা সা সা -া II

রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

নজরুলের এই গানগুলি রাজ্য-বিজয়ের গান নয়, ব্যাঙ্গ্যপথের তরুণদের আহ্বানের গান। সুরে ইংরাজি মিলিটারি ব্যাণ্ডের March Tune এর বাজনার সুর অনুকরণ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইগুলি সমবেত কণ্ঠের উপযোগী করিয়া রচিত।

কাজী নজরুল বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে কখনও অস্বীকার করেন নাই। বাংলার লৌকিক সুরের গানের মধ্য দিয়া তিনি বাংলায় নিজস্ব রূপটিকে দেখাইয়াছেন। কীর্তনের সুরে, বাউলে, রামপ্রসাদী সুরে, ভাটিয়ালিতে তিনি গান গাহিয়াছেন।

আমি তাই ক্ষাপা বাউল আমার দেউল (বাউল)

আমি কি সুরে লো গৃহে রব (কীর্তন)

লুকাবি মা কোথায় কালী, আমার বিশ্বভূবন...

(রামপ্রসাদী)

কোনকূলে আজ ভিড়লো তরী (ভাটিয়ালী)

নজরুল বাংলা দেশের অধুনিক গানের প্রথম স্রষ্টা। অধুনিক গান বলিতে আমি কালাহুক্রমিক ভাগের গানের কথা মনে করি না, এই অর্থে রবীন্দ্রোত্তর মিশ্র সুরের নূতন Technique এর গানকেই ধরিতেছি। এই ধারায় কাজী নজরুল ইক্বামই আজ ২৫ প্রদর্শক; এই শ্রেণীর কয়েকটি গানের উল্লেখ করিব—

(১) কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী

(খাষাজ ও গারার মিশ্রণ)

(২) এলে কি শ্রামল পিছা কাজল মেঘে (কাজরী)

(৩) আজি ঘুম নহে, নিশি জাগরণ (ভীমপলত্ৰী)

(৪) কেন আন ফুলডোর আজি (মিশ্র কানাড়া)

(৫) আজি এ শ্রাবণ নিশি (মিঞামল্লার)

(৬) ফাগুন রাতেয় ফুলের নেশায় (পিলু)

প্রতিটি গানই বিচিত্র গীতি রীতি (গায়কী)-র উপর নির্ভর করিতেছে। নানা বিচিত্র অপূর্ণ ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া নজরুল রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রভাব এড়াইবার

চেষ্টা করিয়াছেন। এই গান দুইটিতে নানা Dramatic ভঙ্গীর দ্বাৰাও ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে : তাঁহার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিব মধ্যে এই দুইটি স্থান পাইবার ধোয়া।

(১) কুমঝুমু কুমঝুমু কে এলে নূপুর পায়

(২) মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর নমো নমো

সঙ্গীতশাস্ত্রে নজরুল সত্যই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নানা রাগিণীর মিশ্রণে তিনি নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করিয়াছেন; তিন চারিটি রাগিণীর মিশ্র সুর তাঁহার অনেক গানেই ব্যবহার করিয়াছেন : যেমন—

তিলক-কামোদ, বেহাগ এবং খাষাজের অপূর্ণ মিশ্রণে দাদরায় রচিত “কেন কাদে পরাগ কী বেদনায় কারে কাহি”; ভৈরবী, আশাবরী এবং ভূপালীর মিশ্রণে কাহারবায় রচিত “রংমহলের রংমশাল মোরা আমরা রূপের”!

শুদ্ধ রাগপ্রধান গানে অতুলপ্রসাদের ধারায়ও নজরুলের কৃতিত্ব আছে, কিন্তু সুর সৃষ্টি হয় নাই। শুদ্ধ জোনপুরীতে “আমার সকলি হরেছ হরি”, মিঞামল্লারে— “আজি এ শ্রাবণ নিশি”, রামকেলিতে ঠুংরি চালে “ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙতে”—নজরুলের রাগ-নিষ্ঠার স্পষ্ট নিদর্শন।

উর্দু গজলের অমুরূপে সম্পূর্ণ নূতন সুরে নজরুলের জন্ত গান আছে। ইহার মধ্যে ‘মান্দ’ ভঙ্গীতে রচিত কবির একটি গান ‘নজরুলী গানে’র মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। গানটির করুণ অনুভূতি এবং আক্ষেপাহুঁরাগ সুরে প্রকাশ করিয়াছে; কার্ফা ছন্দে— “অতীত দিনের স্মৃতি, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে”। দুর্গা রাগিণীর সঙ্গে মান্দকে মিশাইয়া রচিত আরও একটি কবির গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়—

“আমলো যখন ফুলের ফাগুন

গুলু বাগে ফুল চায় বিদায়”

কাজী নজরুল Born Artist ; তাই তিনি হিন্দু কাজী নজরুলের গানের দুইজন শ্রেষ্ঠা শিল্পী ঢাকা সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করিয়া ইসলামী কল্পনায় আব্বাধুনা বেতার প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত গায়িকার নাম প্রচার সঙ্গে করিয়া 'ইসলামী' গান রচনা করেন নাই। তিনি শিল্পী উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই বলিয়াই ত্রীকৃষ্ণের রূপকল্পনা করিয়াছেন, শ্রামামাদের বন্দনা শিল্পীদ্বয় হইতেছেন শ্রীমতী লহলা আজু'মন্দ বাহু এবং করিয়াছেন। 'ভৈরবী' রাগিণীতে ত্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী মালকা পারবীন্ বাহু। যে রূপ দরদভরা কণ্ঠে প্রকাশিত তাহার অতি সুন্দর— তাঁহারা নজরুলের গান পরিবেশন করেন তাহা সত্যই "তিমির বিদ্যারি অলখ বিহারী কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ প্রশংসনীয়। পরিশেষে কবির ভগ্নস্বাস্থ্যের নিরাময় কামনা টুটিল আগল নিখিল পাগল সর্বসহা আজি সর্বজয়ী ॥" করিয়া ঈশ্বর সমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বেহালায় গৎ

“মাইনুয়েট ইন্ জি”—বেঠোভেন

পরিবেশক—শ্রীক্ষিতীন রায়

ধণা II সনা সনা সনা । সী -া রধা I গা -া সপা । ধা -া মপা I
 ধদা ধদা ধদা । ধা -া পমা I মগা গপা মরা । সা -া সর্মা I
 মী গী মী । পী -া মর্গর্গর্মা I গা ধা রধা । ধা পা মপা I
 ধদা ধদা ধদা । ধা -া গক্ষা I পা -া ধগা । মাঃ সঃ নর্মা I
 ধর্মা মধা সধা । পগা গপা সগা I মগা মপা ধগা । সনা সর্মা সগা I
 ধদা ধগা ধপা । মধা পমা গপা I রগা মরা নপা । মাঃ সঃ নর্মা I
 গা পধা পধা । গপা গর্মা নর্মা I রগা পধা পধা । গপা গর্মা নর্মা I
 ধর্মা মধা সর্মা । রর্মা গর্মা পগা I গপা সরা জগা । পা মা -া II

কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল

(পূর্বাভাস)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

ইংরেজি গানের প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের বহু গানে অল্পবিস্তর আছে। সে সমস্ত আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে করা যাবে—এখন দ্বিজেন্দ্রলাল যে কটি গান একেবারে খাস ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছিলেন সেইগুলি উল্লেখ করছি। আধ্যাত্মিক দ্বিতীয় ভাগে এই গানগুলি স্থান পেয়েছে। এসব গান আজকাল কেহ জানেন কিনা জানি না, সুতরাং কেবলমাত্র তথ্য হিসাবেই এগুলির অবতারণা করছি বাধ্য হয়ে। “আধ্যাত্মিক” দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

“এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে কতিপয় অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজী, স্কচ ও আইরিশ সঙ্গীতের অনুবাদ দেওয়া গেল। সে অনুবাদ ষাঁহারা ইংরাজী ভাষা জানেন না, শুদ্ধ তাঁহাদিগের জ্ঞান। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেন তাহাদের মূল পড়েন, আমার ইহাই প্রার্থনা। ষাঁহারা ইংরাজী গানগুলির স্বর জানেন, তাঁহারা অনুবাদগুলিও সেই স্বরে গাহিতে পারিবেন।”

ইংরাজি ভাঙা গানগুলির তালিকা এখানে দেওয়া গেল :

স্কচ গান

Auld Lang syne—পুরান প্রেমকো নাহি যাও

ভাইয়াহো (১)

Ye banks and braes—কেমনে তুইরে যমুনা পুলিন

Robin Adair—কিসের নগর আর নবীন যেনাই

Land of the Leal—আমি ক্লাস্ত হইয়ে লীল

পড়ি ঘুমাইয়ে

(১) গানটি হিন্দিতে রচিত—খুব সুপাঠ্য নয়। হয়তো ইংরেজি টংটি বাতে বিশেষ করে ফুটে ওঠে সেজ্ঞাই এটি হিন্দিতে রচনা করা হয়েছে।

Annie Laurie—সেই মধুপুর কুন্তবনে

Blue bells of Scotland—ওরে বল যোরে প্রেমী তোর

গিঘাছে কোথায়

Auld Robin Gray—হেম বিয়ে করবে বলে বাসতো

মোরে ভালো

We're a noddin—মোরা বড়ই খুসী

Gin a body—যদি ধ্যানের মাঝে কেউ কার দেখা পায়

My heart's in the highland—মোর হৃদয় ভেসে

যায়রে দেশে

My ain firecide—আমি দেখিয়াছি কতশত ধনী

মানী জনে

Jack of Hazeldean—কেন কানচিস নদীর ধারে

Caller Herring—কে কিনবে তাজা পোনা মাছ এ

Man's a man for a that—হয় ইমানদার গরীবী সে (২)

ইংরেজী গান

Home Sweet home—প্রাসাদে বিশ্রামে ভাই

যেখানে বেড়াই

Lines to an Indian air—জাগি তোমাতে স্বপনে দেখি

Won't you buy my pretty flower—আলোর

নীচে পথের ধারে

Father dear father—বাবা, মোর সাথে বাবা

আয় বাড়ী আয়

It was a dream—ভাঙিল স্বপন ভাঙিল স্বপন

Come lasses and lads—আয় ছেলে মেয়ে

O Willie we have missed you—ও শ্রাম একি

তুই শ্রাম

(২) এটিও হিন্দিতে লেখা এবং পূর্বের গানটির সম্বন্ধে মন্তব্য এটিতেও খাটে।

Rule Britannia—যখন নীলিমা জলধি হৃদয়ে উঠিল

বটন ঈশ্ববান্দে

Under the Green wood tree—পল্লবিত শ্রামতরু ছায়

Blow blow thow winter wind—বহ বহ বাতাস

Weep no more ladies—কঁদ না রমণীকুল

Take away those lips—যাও নিয়ে যাও ও অধরদ্বয়

Hark hark the lark—শোন শোন গায় আকাশে

পাপিয়া

Some folks—কেউ কেউ করে হায়

Etheldene May—আমি কুড়ায়েছি কুসুম কাননে।

আইরিশ গান

Last rose of summer—নিদাঘের শেষ গোলাপটি এ

When he who adores thee—তোমার ভক্ত অমুরাগী

Go where glory waits thee—যাও যেথা যশ আছে

Kathleen O' more—আমার প্রিয়ায় আক্সো ভাবি

যেন দেখি পুনরায়

Erin Oh Erin—যেথা রাবণের চিতা ধরণীর বৃক

Believe me if all those—

Endearing young charm—স্বেনো যদি তোমার

চাক ঘোবনের ও রূপরাশি।

Oft in the stily night—কভু যখন নীরব রাত্তি

ইংরেজি স্বর বজায় রাখবার জন্ত বা যে কারণেই হোক এসব গানগুলির অধিকাংশই সাহিত্যের দিক থেকে উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে নি। সে কারণে সাহিত্যের দিক থেকে এগুলিকে বিচার করলে ভুল হবে। আমার মনে হয় এই অসম্পূর্ণতার জন্তই বোধ হয় এ গানগুলি তেমন সমাদর লাভ করে নি এবং ক্রমে লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের পুরোনো গানগুলিতেও এই সব ইংরেজি গানের স্বর বসানো হয়েছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী “রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ” নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

“কবি প্রথম জীবনে বিলাতপ্রবাসে কিছুকাল কাটিয়ে-ছিলেন, তাই তাঁর প্রথম দিককার গানে বা গীতিনাটো

বিলেতী প্রভাব লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। যথা “বাল্মীকি-প্রতিভা” ও “কাল-মৃগয়া”, ‘কালী কালী বলরে আছ’ নামক ভাকাতদের কালী-বন্দনার স্বর একেবারে সশরীরে একটি ইংরেজী গান থেকে তোলা ; সে গানটি হচ্ছে Nancy Lee, এবং তাতে একজন নাটিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান করছেন।

মূল ॥ Nancy Lee ভাঙা ॥ কালী কালী

মূল ॥ Ye banks and braes ভাঙা ॥ ফুলে ফুলে

চলে চলে

মূল ॥ Robin Adair ভাঙা ॥ সকলি ফুরালো

মূল ॥ Go where glory ভাঙা ॥ মানা না মানি

মরি ও কাহার বাছা ওহে দয়াময়

মূল ॥ The British Grenadiers ভাঙা ॥ তুই আয়রে

কাছে আয়

মূল ॥ ? ভাঙা ॥ ও দেখাবি যে ভাই আয়রে ছুটে

মূল ॥ Auld Lang Syne ভাঙা ॥ পুরনো সেই

দিনেব কথা

মূল ॥ Drink to me only ভাঙা ॥ কতবার ভেবেছি

(অচলিত)

কালমৃগয়ার অনেক গানই ইংরেজী বা স্কট্ ও আইরিশ স্বর ভাঙা। Go where glory waits thee—স্বরটি Tom Mooreএর Irish Melodiesএর অন্তর্গত। কবীজ্ঞের জীবনীকারেরা জানেন তাঁর অল্পবয়সে তাঁদের দলে মুর-এর কবিতার এক সময় খুব চল ছিল। এই গানটির স্বর আমার বড় মিষ্টি ও করুণ লাগে। তাঁরও নিশ্চয় তাই লেগেছিল, কারণ বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া দুই নাট্যেই বনদেবীর করুণভাবাত্মক দুটি গানে এই স্বর দিয়েছেন।”

(বিখ্যাতরতী পত্রিকা—অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা)

উক্তভাংশের ইংরেজি গানগুলির মধ্যে, যিজেন্দ্রলাল “Ye banks and braes”, “Robin Adair”, “Go where glory” এবং “Auld’ Long Syne”—এই গানগুলির অমুবাদ প্রকাশ করেছেন। “Go where glory waits thee” গানটির সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণীর মন্তব্য পাঠ করে অনেকে হয়তো কৌতূহলী হয়ে থাকবেন, এই কারণে উক্ত গানটির যিজেন্দ্রলাল যে অমুবাদ করেছেন সেটি নীচে দেওয়া গেল :

Go where glory waits thee

যাও যেথা বশ আছে
কিন্তু সে বশের মাঝে
আমায় একবার মনে কোরো,
যখন অতি অধীর প্রাণে
শুনবে আপন নামের গানে
আমায় একবার মনে কোরো
পাবে অন্ত আলিঙ্গনে,
প্রিয়তর বন্ধুজনে,
সব সুখ ও জীবনে
পাইবে মধুরতর
যখন বন্ধু প্রিয়তম,
যখন সুখ মধু স্নম,
আমায় একবার মনে করো ;
যখন দেখবে মধুর সাঁঝে
সে তারটি আকাশ মাঝে
আমায় একবার মনে কোরো ;
আসতে মোরা বাড়ী ফিরে
দেখতেম সে তারটিরে
আমায় একবার মনে কোরো ।

নিদ্রাঘ শেষে তরুণীরে
দেখবে যখন গোলাপটির
ঘুমায়ে পড়িছে ধীরে
তুলে অতি মনোহর
তাছে যে গাঁথিতে হার
ভালবাসতে ওরে বার
তারে একবার মনে কোরো ।
যখন দেখবে চারিদারে
শীতের পাতা গ্যাছে ঝরে
আমায় একবার মনে কোরো ;
দেখবে যখন ছাদে বসি
শরতের পূর্ণশলী—
আমায় একবার মনে কোরো ।
যখন শুনবে প্রেমের গানে,
ঢালিবে সে মধু কানে,
হয়তো ডেকে দিবে এনে
একটি অশ্রু আঁখিপরে ;
তখন একবার কোরো মনে
গাইতাম আমি কিসব গানে
আমায় একবার মনে কোরো ।

Rule Britannia গানটির প্রভাব আর্থগাথায় অমুবাদের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়নি। শেষ জীবনে “যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ”—এই বিখ্যাত গানটির মূলেও উক্ত গানের পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছিল।

Irish Melodies-এর “My Harp” নামক গানটিও যিজেন্দ্রলালের খুব প্রিয় ছিল। শোনা যায় উক্ত গানটিকে আদর্শ করেই তিনি নাকি তাঁর “সাধের বীণা” গীতটি রচনা করেন।

—ক্রমণ:

স্বরলিপি

দূর গগনে কোন্ স্বপনের আল্পনা
 আশ্বিনেরই শুভ মেঘে গেছে একে :
 শিউলিগুলি থেকে থেকে আনমনা,
 জল্পনা মোর মনে মনে : এল সে কে ?
 কাশের বনে কিসের আলো ধীরে ধীরে
 বাতাস এসে ঢেউ দিয়ে যায় ফিরে ফিরে ;
 শিশির বলে : ঘাসের বুকে থাকুবোনা
 স্বপ্ন-না যায় আকাশেতে ডেকে ডেকে ।
 চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে' আঙিনাতে
 প্রদীপ জ্বলে কার বাসরে আজি রাতে ;
 শিশির তাতে পায় বুঝি বা সাস্বনা—
 কল্পনা মোর : ভেসে যেতে মেঘে মেঘে ॥

কথা ও স্বরলিপি : শ্রীভাস্করানন্দ রায়

সুর : শ্রীনীহাররঞ্জন সরকার

II প্ৰা -সা সা | সা সা -া I সা -রা রা | সা না -া I
 হ্ ব্ গ গ নে ০ কো ন্ ব প নেব্ ০

সা -গা -া | গা -া -জ্জা I পা -া -া | -া -া -া I
 আ ০ ন্ প ০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০

জ্জা -পা না | ধা পা -ধা I জ্জা -পা ধা | পা জ্জা -পা I
 আ ০ বি নে বি ০ ভ ভ্ ব মে ঘে ০

গা জ্জা -পা | জ্জা গা -া I -সা -া -া | -া -া -া I
 গে ছে ০ এ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা সা সা | সা সা -া I সা সা -া | সা সা -রা I
শি উ লি শু লি ০ খে কে ০ খে কে ০

না -রা রা | রা -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
আ ন্ ম না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

না -া না | না ধনা -র্সা I না ধা -া | পা গা -জ্ঞা I
জ ল্ প না মো ০ ব্ ম নে ০ ম নে ০

পা না -া | ধা পা -া I -া -া -া | -া -া -া II
এ লো ০ সে কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II | গা পা -া | ধা না -া I ধা পা -া | গা জ্ঞা -া I
কা শে ব্ ব নে ০ কি সে ব্ আ শে ০

গা গা -মা | গা -জ্ঞা -গা I পা -া -া | -া -া -া I
ধী রে ০ ধী ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধা সর্গা -া | র্গা সর্গা -া I গা -া র্গা | সর্গা না -া I
বা তা স্ এ০ সে ০ টে উ দি ঘে যা য্

সর্গা সর্গা -র্গা | র্গা -র্গা -র্গা I সর্গা -া -া | -া -া -া I
ফি রে ০ ফি ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা সা -মা | মা মা -া I মা মা -া | মা মা -পা I
শি শি ব্ ব লো ০ যা সে ব্ ব কে ০

গা -পা পা | পা -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
খা ক্ বো না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

না -ঁ না | না ধনা -সাঁ I না ধা -ঁ | পা গা -জ্ঞা I
ষ প্ ন না ষা০ য় আ কা ০ শে তে ০

পা না -ঁ | ধা পা -ঁ I -ঁ -ঁ -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ II
ডে কে ০ ডে কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II | ধা ধা -ঁ | ধা পধা -ণা I ধা পা মা | গা রা -সাঁ I
টা দে য় আ শো০ ০ লু টি য়ে প ডে ০

ধা সা -ঁ | রা মা -ঁ I গজা -গা -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ I
আ ডি ০ না ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা গা -জ্ঞা | গা পা -ঁ I গা -ঁ রা | সা ধা -ঁ I
প্র দী প্ আ লে ০ কা য় বা স রে ০

ধা ধা -ণা | ধা -দা -ধা I সা -ঁ -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ I
আ জি ০ বা ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা সা -মা | মা মা -ঁ I মা -ঁ মা | মা মা -পা I
শি শি য় তা তে ০ পা য় য় য়ি বা ০

গা -পা পা | পা -ঁ -ঁ I -ঁ -ঁ -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ I
সা ন্ য় না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

না -ঁ না | না ধনা -সাঁ I না ধা -ঁ | পা গা -জ্ঞা I
ক ল্ প না মো০ য় ভে সে ০ বে তে ০

পা না -ঁ | ধা পা -ঁ I -ঁ -ঁ -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ II II
মে যে ০ মে যে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

শ্রী শ্রী দামোদর অষ্টক*

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী

নয়ামি ঈশ্বর দেব দামোদর
সচ্চিত-আনন্দ কায় ।
কর্ণেতে কুণ্ডল করে ঝলমল
শ্রীগোকুলে শোভা পায় ॥
যশোদা ভয়েতে উদ্বুখল হতে
নামিয়া দোড়িয়া যায় ।
অতি বেগভরে গোপী যারে ধরে
ভক্তিজোরে বাধে মায় ॥ ১ ॥
প্রফুল্ল কমল নয়ন যুগল
ক্রন্দনে বহিছে ধারা ।
থাকিয়া থাকিয়া কর-কঙ্ক দিয়া
মুছিতেছে ননীচোরা ॥
মায়ের তারাসে চাহে দিশে দিশে
ঘন ঘন শ্বাস বহে ।
ত্রিরেখা অঙ্কিত কণ্ঠে অবস্থিত
হারাদি তুলিছে তাহে ॥ ২ ॥
এই সে প্রকার লীলা আপনার
আপনারি মন হরে ।
তা দিয়া ডুবায় গোকুল জনায়
আনন্দেরি সরোবরে ॥
তার তত্ত্ব জানে সেই সব জনে
তাদিকে প্রকাশে যিনি ।
আমি ভক্তজিত তাঁহারে প্রেমত
শতবার বান্ধি শুনি ॥ ৩ ॥
তুমি বরেশ্বর যত বিধধর
হে দেব দিতে যে পার ।
তবু তব ঠাই কিছু নাহি চাই
মোক্ষ মোক্ষা বধিবর ॥
এই কর নাথ যেন অবিরত
গোপবাল তহু এই ।
আমার হৃদয়ে আবির্ভূত রহে
অন্ত বরে কাজ নাই ॥ ৪ ॥
চিকণ সুনীল রক্তিম কুন্তল
ঢেকেছে এই মুখ তোরি ।

ফুল শতদলে অলি দলে দলে
বসিরাছে যেন ঘেরি ॥
অবিধ নিন্দিয়া অধর রক্তিয়া
গোপী চুষে বারে বারে ।
আমার মনেতে হও আবির্ভূতে
লক্ষ লাভ যাউ ছাড়ে ॥ ৫ ॥
দেব দামোদর অনন্ত ঈশ্বর
প্রণমি প্রসাদ প্রভু ।
বিবিধ দুঃখের দুস্তর সাগর
উদ্ধার নাহিক কভু ॥
তা হাতে নিমগ্ন মূহ অতিদীন
কৃপা দৃষ্টি বৃষ্টি করি ।
বিষ্ণুহে উদ্ধার অল্পগ্রহ কর
অস্ত্রে দেখা দাও হরি ॥
যেজন বন্ধনে আছে সে কাননে
অস্ত্রে মোচিবারে নারে ।
তুমি বন্ধ হয়ে কুবের তনয়ে
দিলে প্রভু মুক্তি করে ॥
তারা অভাজন ভক্তির ভাজন
করিলে হে দামোদর ॥
আমারে তেমাতি দাও প্রেম ভক্তি
মোক্ষে যত নাহি মোর ॥ ৬ ॥
উছাল উছাল কম-কান্তগুল
ছড়িয়ে পড়েছে যার ।
এমতি তোমার বারে বারে বার
দামে রহ নমস্কার ॥
হে প্রভু তোমার বিশ্বের আধার
উদরেও নমস্কার ।
তব প্রিয়াধিকা শ্রীমতী রাধিকা
তারে নমি বারবার ॥ ৭ ॥
তোমার লীলার নাহি ভরপার
হে দেব প্রণমি তোরে ।
যেমতি তোমারে গোপী সেবা করে
সে সেবা দিতে হে মোরে ॥ ৮ ॥

দামোদরোষ্টক সমাপ্ত । *

* উপরোক্ত অষ্টক কয়টি কার্তিক মাসের প্রাতঃকালে প্রত্যহ পাঠ করিতে হয় ।

—সংবাদ—

বালাই ইনষ্টিটিউটে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত বালাইস্থিত শান্তিরাম বিজ্ঞান্যে বালাই ইনষ্টিটিউট কর্তৃক তৃতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিবস বেলা ২৪০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ও শ্রীযুক্ত শক্তিভূষণ সেন মহাশয়ের প্রধান আতিথেয় অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এইদিন আধুনিক গান ও ভক্তনের প্রতিযোগিতা গৃহীত হয়। ইহাতে বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীঅনিল বাকচী, শ্রীহর্গা সেন ও শ্রীধনজয় ভট্টাচার্য।

২য় দিবস বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ও ডাঃ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের প্রধান আতিথেয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এই দিন বিচারকের কার্য্য করিয়াছিলেন কলিকাতা গীতবিতানের শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল দাস, শ্রীগীতা সেন (নাহা) ও শ্রীচন্দ্রা মজুমদার। এই দিনেও অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় যে ভাষণ প্রদান করেন তাহা প্রাধান্যযোগ্য। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিস্তৃতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৩য় দিবস শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার সেনের সভাপতিত্বে ও শ্রীমমরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান আতিথেয় খেলা প্রতিযোগিতা ও পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই দিবস ডাঃ যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (ডি. মিউজ'), শ্রীদীপেন্দ্রজিত মিত্র ও গীতশ্রী মমতা মৈত্র বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই তিন দিবস কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সঙ্গীতপ্রতিযোগী বালক বালিকা ও তরুণ তরুণী এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া স্ব স্ব সঙ্গীতনিপুণতার পরিচয় প্রদান করে। অত্যন্ত সাফল্যের সহিত এই অনুষ্ঠান উদ্বোধিত হওয়ায় আমরা ইহার উদ্যোক্তাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সুরচ্ছন্দ সন্মিলনী

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, সুরচ্ছন্দ সন্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহাবোধি সোসাইটি হল সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে সদস্যগণের মধ্যে শ্রীমমিত্রা ইমন ও শ্রীমঞ্জুরী ঘোষ চৌধুরী মূলতান গাহিয়া যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। অন্ত্যান্ত সদস্যদের মধ্যে শ্রীঅনিলবরুণ ও হি.মি.এম.এল্লার ও শ্রীঅখিল গঙ্গোপাধ্যায় জয়জয়ন্তী রাগে গান করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীমমতুলচন্দ্র পাত্র ও শ্রীনীলরতন সিংহের সঙ্গত বেশ ভালই হইয়াছিল।

সঙ্গীতশাস্ত্রী শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, “শতকরা চারপাঁচ জন হয়ত প্রকৃত সঙ্গীত-কুশলী হইবে আর বাকী জনগণ যাহাতে সঙ্গীতরসিক হইতে পারে তাহার জন্য সঙ্গীতালোচনা ও বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্ত ব্যক্তিগণ যেন এইদিকে দৃষ্টি-পাত করেন।” শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তবলা সম্পর্কে আলোচনা কবিত্তে গিয়া বলেন যে, “সঙ্গত করার প্রকৃত অর্থ বোধোক্তিগণের কর্তৃক বয়োজ্যেষ্ঠের অনুগমন। গায়ক বা যন্ত্রীকে বয়োজ্যেষ্ঠ কল্পনা করিয়া তবলাসঙ্গতকারী তাঁহার অনুগমন করিবেন যেন তাঁহার সাহচর্য্যে গায়ক বা যন্ত্রীর অনুষ্ঠান মধুময় হয়।” ডাক্তার বিমল রায় বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, “লোকসঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াই উৎকর্ষ সঙ্গীত রূপ ধারণ করিয়াছিল।”

অতঃপর কুশলতার সহিত সেতাবে পুরিয়া-ধানেশ্রী রাগ বাজাইয়া শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ইমন রাগে গান গাহিয়া শ্রীউষারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সকলকে মুগ্ধ করেন। ইহাদের সহিত শ্রীশুকলাল কাঞ্চিলালের সঙ্গত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষে স্বরোদে দেশ রাগ বাজাইয়া শ্রোতাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন শ্রীযুক্ত শ্রাম গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার সহিত সঙ্গত শ্রীবিধনাথ বসু।

সম্পাদক—সঙ্গীতনাথক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম্-এ।

বৈশাখ, ১৩৫৯ সাল

২৬শ বর্ষ

১ম সংখ্যা



সঙ্গীত-বিজ্ঞান



বাঁজযন্ত্র ব্যবসায়ে
রডাসই অধিতীয়
কলিঙ্গি মণ্ড কো
সংগীত-বিজ্ঞান
মলিকাতা

ফোন : সিটি ১৯৬৭

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা।

২৯শ বর্ষ, সন ১৩৫৯ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীঅন্নমথমোহন বসু, এম এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অর্জুনের গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস)
ওস্তাদ আলীউদ্দিনাখাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)
মহম্মদ দবীর খাঁ সাহেব (বীণকার)
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
ডাঃ অমিয়নাথ সচাল
শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী
শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীযুক্ত বাদ্য দেবী D. Mus. সঙ্গীতভারতী
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরত্নাকর
শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী বি, এ, গীতমাগর
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এম্‌সি
শ্রীযুক্ত বামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ভঞ্জন চৌধুরী বি. এ.

— ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

সঙ্গীতশাস্ত্রী শ্রীহরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত

সঙ্গীতপ্রবেশ (১ম ভাগ)—২১

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

রাগনির্ণয় ১ম-৬১ ২য়-২১০

একত্রে দু'ভাগ ৮১০ স্থলে ৭১০

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের

স্বরলিপিকা (১ম)—২৫০

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

রাগালাপ—৩

সপ্তরঞ্জনী ১ম-৪১ ২য়-৩১০ ৩য়-৩১

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রের

যন্ত্রসঙ্গীত প্রবেশিকা—২১

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২১০

সুরের লিখন—২১০

কথা : গীতিকার ৮ অঙ্কস্ব ভট্টাচার্য্য
স্বর ও স্বরলিপি : কুমার শচীন্দ্র দেবশর্মা
৮ অঙ্কস্বকুমারের কথা ও শচীনবাবুর সুরে ভরপুর।

সুরের মালা—২১০

কথা—শ্রীশৈলেন ব্রাহ্ম

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)
কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি গানের সমাবেশ।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১১০

সুরবিহার :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সপ্ত খণ্ড স্বরলিপি প্রথম
খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এতে নানা ভাষা থেকে আহৃত
স্বর আছে, হিন্দী সংস্কৃত গানও আছে। স্বদেশী গান
দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্কৃত তনুদিত, বন্দনাত্মক নাট্যনৃত্য
প্রভৃতি। দিলীপকুমারের আবাণ্য সঙ্গীতগবেষণার
ফল—এই স্বরলিপি।

ভাগবতী গীতি :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লোকপ্রিয় গীতিগুচ্ছ

আর. বি. দাস

৮/১, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

— ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ—

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলক ভাষা
আলোচনা এবং হনুমান্তে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর
উৎপত্তি-রহস্য ও তাদের বিস্তৃত
পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রভতানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও মূর্তির চাক্ষুষ
পরিচয় দিয়াছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅঞ্জলিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতের রাগ-রাগিণীর অন্তর্নিহিত রস রূপের চাক্ষুষ
রেখাচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু।

রাগের ও নবরসের নানাপ্রকার অভিব্যক্তিময় বহু
চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য : আট টাকা।

আর, বি, দাস ৮/১, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র : বৈশাখ '৫৯

বাংলা দেশে সঙ্গীতের অঙ্কীলন—		শ্রীশ্রলিপি—সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	১১
দ্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	১	বাংলা সঙ্গীতের মর্যাদা—শ্রীঅমূলচন্দ্র দাস	১৩
গান—শ্রীদেবগুরু চট্টোপাধ্যায়	২	গান—শ্রীরেখা চট্টোপাধ্যায়	১৬
শ্রলিপি—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী	৩	শ্রবদের গৎ—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস	১৭
শ্রলিপি—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র পুরকাইত	৫	শ্রী—কুমারী শ্রীমমতা মৈত্র, গীতশ্রী	১৮
সাক্ষাতিক শিল্পী পরিচয় (১৭৮-১৯০০ খৃঃ)—		সংবাদ—	১৯
শ্রীজ্যোতির্ষ্ময় মৈত্র	৭		

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ । বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায় ।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০। বাৎসরিক : ১। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞান পত্র লিখুন ।
- ৪। বাবতীয় চিঠিপত্র কার্য্যধারক—

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

৮সি, লালবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা
এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে ।

শ্রীকৃষ্ণদয়রঞ্জন রায় প্রণীত

ভজন গীতিকা ১ম খণ্ড

গ্রাহকবর্গের নিকট যথেষ্ট সূখ্যাতি অর্জন করিয়াছে । সকলের বিশেষ অনুরোধে ভজন-গীতিকা (২য় খণ্ড) ছাপিতে বাধ্য হইয়াছেন । শ্রব-বৈচিত্র্যে এবং অত্যন্ত সুব দিক হইতে বইখানি সর্বদা অনুর হইয়াছে । ইহাতে ভাবার্থও দেওয়া আছে । মূল্য ২২ টাকা মাত্র ।

আর. পি. দাস—৮সি লালবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।

ভাতখণ্ডে লিখিত—

“হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি ক্রমিক পুস্তক-মালিকা”

প্রথম ভাগ (মারাঠী ভাষা) মূল্য ১।০

তৃতীয় ভাগ (হিন্দী ভাষা) মূল্য ৬

দ্বিতীয় ভাগ (হিন্দী ভাষা) ” ৫

ষষ্ঠ ভাগ (মারাঠী ভাষা) ” ৬

শ্রীবিনায়ক পট্টবর্দ্ধন রাও কৃত

“রাগ বিজ্ঞান”—বিস্মৃদিগম্বর পদ্ধতি অনুসারী লিখিত

১ম ভাগ—২ ২য় ভাগ—২।০ ৩য় ভাগ—২।০ ৪র্থ ভাগ—৩ ৫ম ভাগ—৩।০

“তান মালিকা” রাজা ভইয়া পুছয়ালে কৃত

১ম ভাগ—২৫০ ২য় ভাগ—৪ ৩য় ভাগ—২।০ ৪র্থ ভাগ (উত্তরার্দ্ধ)—২।০

“তান সংগ্রহ” শ্রীরতন জনকার কৃত

১ম ভাগ—৩।০ ২য় ভাগ—৩।০ ৩য় ভাগ—৫

ভাতখণ্ডে সঙ্গীতশাস্ত্রে

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি খিওরী (হিন্দী অনুবাদ) ও ৫৪ রাগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মূল্য ৫

—ভারতীয় সংগীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত

রাগালাপ—৩

(রাগের আলাপ ও তাহার ঔপপত্তিক বিষয়ের একত্র পুস্তক)

সুরশিল্পী পদ্ম মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপি সহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপি (১ম)—২৥০

ঐ (২য়)—২।০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সংগীত

২য় সংস্করণ গীত্ৰই প্রকাশিত হইবে

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২৥০

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

সুরের লিখন—২৥০

কথা : গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য

সুর ও স্বরলিপি : কুমার শচীন্দ্র দেববন্দী

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্য ও শচীন্দ্রবাবুর

সুরনৈপুণ্যে গানগুলি তরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)



বি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ



“গিনি হাউস”

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলংকারাদি এবং রৌপ্যের বাসনাদি নিম্নাংক।

১৩১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ অফিস—হজরৎগঞ্জ



একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অতি যত্নের সহিত সত্ত্বর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোষ্টে সর্বত্র গহনা পাঠাই।

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে এরূপ অনেকগুলি নতুন দোকান হইয়াছে। তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এজ্জন্তে আমাদের নবনির্মিত দোকান “গিনি হাউস” নামে অভিহিত ও রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের দোকানে আগমন করিবার সময় অথবা আমাদের পত্রাদি লিখিবার সময় অল্পগ্রহ প্রকাশে “গিনি হাউস” নামটা স্মরণ রাখিবেন।

আমাদের অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।

টেলিকোন নং ২০ বহুবাজার।

ক্যাটালগের অল্প পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম :—গিনিহৌস

জগদ্ব্যাপী অর্বসকট প্রযুক্ত আমাদের বর্তমান ১৭ নং এবং ১৭ক নং ক্যাটালগে যে মজুরী নির্দিষ্ট আছে,

তাহা অপেক্ষাও প্রায় সমস্ত গহনারই মজুরী কম করা হইয়াছে।

অর্ডার দিবার কালীন অল্পগ্রহপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোক্তেখ করিবেন।

সূচীপত্র

১। স্বর্গীয় হুম্মানদাস ওস্তাদজী—	
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র বি, এ, বি, এল ...	৮১
২। গান—সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	৮৬
৩। স্বরলিপি—শ্রীঅমিতা দাস ...	৮৭
৪। সর্গম—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস ...	৮৯
৫। বাহান্তর ঠাট—শ্রীবিমল রায় ...	৯০
৬। গান—শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৯৩
৭। স্বরলিপি—চন্দনকুমার ...	৯৪
৮। মেতারের গং—শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য ...	৯৭
৯। স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণ বসু ...	৯৯
১০। সংবাদ ...	১০০

সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

গ্রাহকদিগের নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০/- । বার্ষিক মূল্য : ২৫০/- ।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্য্যাধ্যক্ষ, সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই নামে লিখিতে হইবে।



বাত্যযন্ত্র ব্যবসায়
রডাসই অদ্বিতীয়

রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেকিং ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন—ক্যালকাটা ১২৮৭

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতমাগর, বি. এ. কৃত

মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাইয়ের হিন্দী ভজন গান তারাবর্ষ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট আছে। মূল্য—২/- টাকা।

সঙ্গীতসুধাকর শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল ১৥০

সুর-বাণী ৩

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরিকারিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাথমিক বাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুর-বাণী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ মিশ্র রাগ-রাগিণী সমন্বিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিয়াল্লিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অর্ডার দিবার কালীন অল্পগ্রহণপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন।

সত্তা প্রকাশিত হইল

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র গীতলিপি-৫

এই পুস্তকে ৯৭টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি

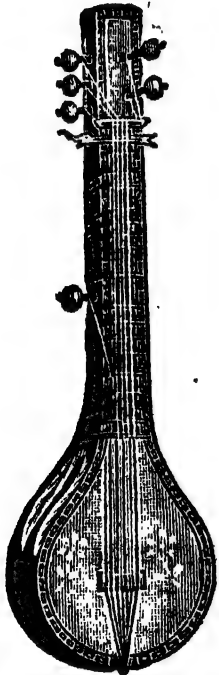
বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী

আর, বি, দাস—কলিকাতা

আধুনিক রুচিসম্মত সর্ববিধ তারের

—বাদ্যযন্ত্র—



অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা নিশ্চিত
সেতার, এস্রাজ, তানপুরা,
উচ্চাঙ্গের তরফদার - সেতার,
স্বরোদ প্রভৃতি তারের যন্ত্র সকল
সময়ে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

তরফদার সেতার — ১টি তরফ তার, ৭টি কান, ২টি

লাউ ৩২", ডাণ্ডি, পদ্দা নিকেল উৎকৃষ্ট

উপাদানে বিশিষ্ট কারিকর দ্বারা প্রস্তুত—২০০-

ঐ — স্পেশাল কোয়ালিটি, ৩৬" ডাণ্ডি, পদ্দা

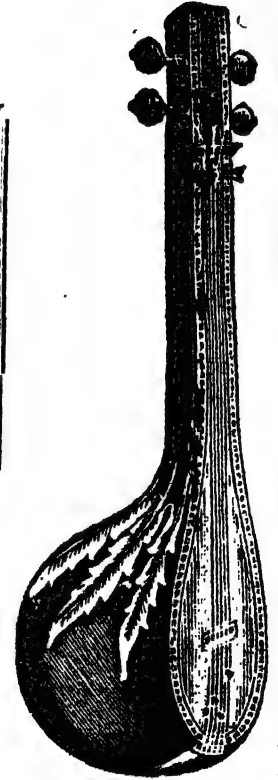
নিকেল হংসমুখযুক্ত, ওস্তাদদিগের

ব্যবহারোপযোগী---

২৫০-

অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের জন্য পত্র লিখুন

আর, বি, দাস—কলিকাতা



শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী, বি. এল. প্রণীত

সঙ্গীতের কয়েকখানি অমূল্য অবদান

- ১। তারের স্বপ্ন—১৪টি সবিস্তার গৎ ও সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ২। সুর-সারথি—৮১টি রাগের আলোচনা ও সুর-বিস্তার।
- ৩। তারের ঝংকার—সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনা, ৪০টি সবিস্তার গৎ এবং যে সকল রাগের গৎ দেওয়া হইয়াছে উহাদের রাগ-বিচার এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ৪। সুরের স্বপ্ন—২৪টি রাগের সম্পূর্ণ ও সবিস্তার আলাপ।

—প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকার
“ভবানীপুর লজ”
ময়মনসিংহ

আর, বি. দাস
৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা

ভারতীয় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকদের
জীবনের গীতি-আলেখ্য। বাংলা গীতি-কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব
প্রচেষ্টা। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়।

মা নু য়ের জ য় গান

(প্রথম বর্ষ)

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীরবীন্দ্র নাগ

দ্বিতীয় পর্ব শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক : এন, এম, রায়চৌধুরী লিমিটেড

৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত ও কথা-সাহিত্য সিরিজ
“সর্বমঞ্জরী” মালার ত্রৈমাসিক পুস্তক

২১ সুরমঞ্জরী ২১

[ঋষিভজ্ঞানসন্দীপ্ত সকল ভাষা ও অঙ্গের অপূর্ণ]

—সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সংকলন—

সাহিত্য রসাস্বাদনপূর্বক প্রকৃত সঙ্গীত সাধনা করিতে
হইলে সর্বর আট আনার Postal Stamp পাঠাইয়া
ইহার ২য় ভাগের নমুনা গ্রহণ করুন।

“কেদার-কুটীর”—পো: নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ (বেঙ্গল)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত সচিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশলা

কুমারী পরিপূর্ণা নিরোক্ষী প্রণীত

সুরের ঝংকার—১৯/০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাট,
আলাপ প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

আর, বি. দাস—কলিকাতা



পঞ্চবিংশ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৫১ সাল

৫ম সংখ্যা

স্বর্গীয় হুম্মানদাস ওস্তাদজী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, বি. এ., বি. এল.

আজ স্বর্গীয় হুম্মানদাসজী ওস্তাদের কথা যতি অল্প লোকেই জানেন। কিন্তু ৪৫।৫০ বৎসর পূর্বে তাঁহার নাম সংগীত-জগতে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের অদ্বিতীয় এস্‌রাজি কানাইলাল টেরিজীর তিনি ছিলেন গুরুতাই এবং শিক্ষাগুরুও। উচ্চাংগ ভারতীয় সংগীতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতার কথা কিছু বলাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কারণ আমাব মনে হয় হিন্দুদের ভিতর সংগীতে তাঁহার মত একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন একথা মনে করিলে হিন্দুমাত্রেই গর্ক ও আনন্দ বোধ করিবেন। অবশ্য একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কলা-জগতে সাম্প্রদায়িকত্বের স্থান নাই। তত্রাত যথার্থ হিন্দু গুণী যাহাতে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান অস্বতঃ হিন্দুদের কাছেও পান, এ বিষয়ে হিন্দুমাত্রেরই দেখা কর্তব্য। নচেৎ

কলা-জগতে হিন্দুদের নিরংসাহ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে।

ওস্তাদজীব প্রথম জীবনের কথা আমার বিশেষ জ্ঞান নাই, কারণ আমি যখন তাঁহাকে প্রথম দেখি তখন তাঁহার বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে। তবে লোকপদম্পরায় শুনিয়াছি তাঁহার গয়ায় বসবাস এইরূপে আরম্ভ হয়। স্বর্গীয় কানাইলাল টেরিজীর পিতা ছিলেন ওস্তাদজীর পিতার পাণ্ডা। ওস্তাদজীর পিতা সংগীতে একজন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সপুত্র গয়াকার্য্য করিতে আসিলে টেরিজীর পিতা সুফল দিবার সময় এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, তিনি গয়াতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিবেন। টেরিজীর পিতার এইরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার পুত্র টেরিজীকে

ওস্তাদজীৱ পিতার দ্বারা গীতশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিবেন। গল্পটী আর একটু বলিয়া শেষ করিলে নেহাত অবাস্তব হইবে না। কিছুদিন গান শিখিবার পর টেরিজীর মুখ দিয়া রক্ত বাহির হয়, সেজন্ত চিকিৎসক তাঁহার গান গাওয়া নিষেধ করেন। কিন্তু টেরিজীর প্রাণে ছিল সুরের আশ্রয়। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল গীতশিল্পে। তিনি একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল কোনও সুরের যন্ত্র বাজাইতে শিখেন। কিন্তু ওস্তাদজীর বংশ ত কোনও প্রচলিত বাস্তবস্ত্রের ধরওয়ানা ছিল না। এইজন্তে একটু মুন্সিল হইল এই যে, ওস্তাদজী এবং তাঁর পিতার নিকট কোনও যন্ত্রবাদন শিখিলেও টেরিজীকে সঙ্গীতে অপর গুণীগণ পরে মানিবেন না। সেই হেতু তাহা চিন্তিয়া ইহা স্থির হইল ওস্তাদজী এতাজে খেলাল বাজাইয়া এতাজের এক নূতন ধরওয়ানার সৃষ্টি করিবেন এবং টেরিজী এতাজে খেলাল বাজাইতে শিখিবেন। (তখন পর্য্যন্ত কাহারও ধারণা ছিল না যে, এতাজে খেলাল বাজান যায়।) ওস্তাদজীর পিতা তখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন সেজন্ত ওস্তাদজীই বেশীর ভাগ টেরিজীর শিক্ষকতা করিতেন। তিনি অচল ঠাট এতাজ তৈয়ার করাইয়া তাহাতে মোটা তার চড়াইয়া এবং নূতন ধাঁজে এতাজ ধরিবার রীতি প্রচলিত করিয়া তাহাতে অতি দুক্লহ দুক্লহ খেলাল গানও বাহির করিতেন, এবং সেগুলি টেরিজীকে শিখাইতেন। ক্রমে এতাজে টেরিজীর একরূপ অপূর্ণ ও মনোমুগ্ধকর হাত বাহির হইল যে, অল্পদিনেই তিনি অবিশ্বাস্য মতে ভারতের অদ্বিতীয় এতাজী বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

এতাজে যে নূতন পন্থা ওস্তাদজী সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় তাঁহার ভিতর মৌলিকতা গুণ যথেষ্ট ছিল। গায়ক হিসাবে তিনি যে কত বড় গুণী ছিলেন তাহা সাধারণ লোকের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কত সুরই যে তিনি জানিতেন তাহার আর ইয়ত্তা ছিল

না। বহু বৎসর তাঁহার সঙ্গ করিয়াছিলেন এমন লোককেও তিনি ইঠাৎ নূতন সুর শুনাইয়া চমৎকৃত করিতেন। কোনও বিশিষ্ট রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি যে শুধু সুরটী বলিয়া দিতেন তাহা নহে, তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তিনি সংক্লান্ত শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়া দিতেন। সঙ্গীত-বিজ্ঞায় তাঁহার গভীরতা দেখিয়া অনেক গুণী ব্যক্তি চমৎকৃত বা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না একরূপ নূতন সুর শুনাইয়া তাঁহার চমক লাগান অতি দুক্লহ ছিল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র দেশবিখ্যাত শনিজীও একবার একরূপ ভাবে চমৎকৃত করিতে যাঁইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। শুধু যে খেলালে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, বহু ধ্রুবপদও ওস্তাদজীর জ্ঞান ছিল।

সঙ্গীতে পাণ্ডিত্য যেমন অসাধারণ ওস্তাদজীর খেলাল গাহিবার ভঙ্গীটীও তেমনই চমৎকার ছিল। আসরে গাহিতে বসিয়া প্রথমই তিনি সম্পূর্ণ স্বামী সুরটি পরিষ্কার বলিয়া দিতেন। তাহার পর আরম্ভ হইত তাঁহার সুরের শিল্পকাব্য। তাঁহার পূর্ণ যৌবনে তিনি কিরূপ গাহিতেন তাহা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আমি যখন প্রথম প্রথম তাঁহার গান শুনি তখন তাঁহার বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সময়েও তিনি একবার গানের আসরে দরবারী কানাড়া এমন পরিষ্কার করিয়া গাহিয়াছিলেন যে, সে গানের অবতারণা আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পরেও আমার বেশ মনে পড়ে। তখন বোধ হয় ১৯০৭ কি ১৯০৮ সাল। আগরটী হয় ৬ দুর্গাপূজার সময়—আমার খুল্লতা মহাশয় গয়ার স্নানমথ্যাত উকিল ৬উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে। সেদিন ওস্তাদজীর সহিত বাজাইতে বসিয়াছিলেন তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ এসরাজী তিনজন ৬বুলাকিলাল বাবু গয়ালি, শ্রদ্ধেয় বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী ওরফে ডেবু বাবু এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা দ্ববেজী, বিখ্যাত হারমোনিয়ম বাদক শনিজী এবং আরও দুইজন

ভাল হারমোনিয়ম বাদক। উহাদিগের হাতের ছয়টা সুরের যন্ত্র ছাড়া দুইটা তানপুরাও ব্যবহার করা হইয়াছিল। সব কয়টা যন্ত্রে সুর মিলাইবার পর একটি তানপুরা হাতে লইয়া ওস্তাদজী যখন দরবারী কানাড়া সুরে গান ধরিলেন “রাজন কে শিরতাজ রামচন্দ্র আসে” তখন সমস্ত সুরের যন্ত্র যেন ঢাকা দিয়া তাঁহার গলায় সুর বাহির হইল। একে অত বড় ওস্তাদ, তাহাতে আবার হুম্মানদাস নাম সার্থক করিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত। কাজেই গানখানি তিনি যেন প্রাণ মন ঢালিয়া গাহিলেন। সেরূপ গান একবার শুনিলে আজীবন স্মরণ থাকিবারই কথা। ষাঁহারা তাঁহার মুখে একবার খেয়াল শুনিয়াছিলেন, আশা করি তাঁহার সাক্ষ্যেই স্বীকার করিবেন ঐরূপ খেয়াল গান খুব কমই শোনা যায়। তাঁহার গানে সুরের অতি স্নায়ব বন্দেজ ছিল। স্থায়ী সম্পূর্ণ বাণীটি গাহিয়া যখন তানবিস্তার আরম্ভ করিতেন, প্রত্যেকটা তান হইত নাদস্বরের এবং দানাদার। আবার তানবিস্তার ক্রমেই দুকুহ হইতে দুকুহতর হইত। তাঁহার সহিত সঙ্গত করিতে বিশিষ্ট সুরযন্ত্রীরাও যথেষ্ট বেগ পাইতেন। একবার স্তরতবিখ্যাত শ্রীবিষ্ণু দিগম্বরজী তাঁহার গান শোনেন। তখন ওস্তাদজীর বয়স বোধ হয় অশীতির কাছাকাছি। শ্রীবিষ্ণু দিগম্বরজী ওস্তাদজীর গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন : “ওস্তাদজী, আপ বুঢ়াপেমে এসসা গাতেবেঁ ন জানে ষোয়ানীমে ক্যা করতে থে”। স্বর্গীয় অঘোরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন যে, ওস্তাদজীর মত খেয়ালী সারা ভারতে যে কয়টি আছেন তাহা আঙ্গুলে গণনা করা যায়। ভাগলপুরের স্বনামখ্যাত ৮সুরেন্দ্র মজুমদার মহাশয় ওস্তাদজীর অতি বৃদ্ধ বয়সের গাওনা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার এতদূর শ্রদ্ধা হইয়াছিল যে, ওস্তাদজীর সম্মুখে গাহিতে তিনি কিছুতেই রাজী হন নাই।

অতবড় গুণী ‘ওস্তাদ হইয়াও হুম্মানদাসজী যেরূপ

আড়ম্বরহীনভাবে গানের আসরে বসিয়া থাকিতেন তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ হইবার কথা। তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অভ্যস্ত সাদাসিধা সামান্য পরিচ্ছদ পরিয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন যেন একজন সাধারণ শ্রোতা। যখন তানপুরা হাতে লইয়া গান ধরিতেন তখনই ষাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না তাঁহার্য্য বুঝিতে পারিতেন তিনি একজন বিশিষ্ট গায়ক। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্ত হুম্মানদাসজীর প্রয়োজন ছিল সামান্য। সেজন্ত দরিদ্র হইয়াও তিনি অর্থের জন্ত অল্প লোকের মত দৌড়াদৌড়ি করিতেন না বা ধনী নিকট আত্মসম্মান বিক্রয় করিতেন না। যেখানে তাঁহার পছন্দ হইত কেবলমাত্র সেখানেই তিনি শিক্ষকতা করিতেন এবং তাহা অতি সামান্য পারিশ্রমিকের জন্ত। যেখানে তাঁহার ভাল লাগিত না, অনেক বেশী বেতন দিলেও সেখানে তিনি শিখাইতে বা গায়ক হিসাবে থাকিতে রাজী হইতেন না।

হুম্মানজীর গাহিবার পদ্ধতিতে একটি বিশেষত্ব ছিল যাহা গয়া ছাড়া অল্প কোথাও গান-বাজনার আসরে বড় দেখা যায় না। গান গাহিবার সময় তিনি কোনও টুকরা গাহিয়া বা সুরের কাজ কি তানবিস্তার করিয়া একটু থামিয়া যাইতেন এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী সুরযন্ত্রীদিগকে অবসর দিতেন যাহাতে তাঁহার পৃথক পৃথক ভাবে আপন আপন যন্ত্রে গীতের টুকরাটা বা তানটা বা তাহার অনুরূপ কোনও কাজ আপন আপন ক্ষমতামুসারে নিজ নিজ যন্ত্রে বাহির করিয়া শ্রোতাগণকে শোনাইয়া দেন। এইরূপ একটি পদ্ধতি থাকায় আসরে অনেকগুলি সুরের যন্ত্র এক সঙ্গে বাজিলেও কোনরূপ হট্টগোল হইত না, প্রত্যেক সুরযন্ত্রী আপন আপন কৃতিত্ব দেখাইবার সুবিধা পাইতেন। ওস্তাদজী এবং গয়ার শিষ্যমণ্ডলীর গানবাজনা করিবার এই বিশেষত্ব শ্রোতাদের যে মুগ্ধ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ওস্তাদজীর সম্বন্ধে বহু কথাই মনে পড়িতেছে, কিন্তু চতুরঙ্গ গানের। আশা করি স্বরলিপি দুইটির বদলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দার্ঘ্য হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় আর বেশী সঙ্গীতামোদী পাঠকদিগের ভাল লাগিবে। ওস্তাদজীর বড় লিখিতে সাহস হইতেছে না। পরিশেষে তাঁহার নিকট বড় খেয়াল গানে এত স্বল্প কারুকার্য থাকিত যে, তাহার হইতে প্রাপ্ত দুইটি সুরের স্বরলিপি শুধী পাঠকবর্গকে কোনওটির স্বরলিপি তৈয়ারী কব। বিশেষ শ্রম ও সময় উপহার দিতেছি। স্বরলিপি দুইটিব একটি, পলশ্রী সাপেক্ষ। ভবিষ্যতে তাঁহার দুই একটি খেয়াল গানের স্বর-লিপি দেওয়ারও ইচ্ছা রহিল।

ସର୍ଗମ
 ପଲକ୍ଷି—କାଓସାଲୀ

II

[सर्गसर्गा धनधा पधा]

धा -ा -ा पा | मा ज्ञा -ा मा | ज्ञा -ा रा -ा | सा -ा ना सा

गा -ा मा गा | -ा मा पा मा | ज्ञा रा सा रा | "ना सा गा मा" II

II

[सर्गसर्गा धनधा पधा]

धा -ा -ा धा | मा ज्ञा -ा मा | गा मा पा -ा | गा मा पा -ा I

धा -ा पा -ा | सा गा -ा पा | मा ज्ञा -ा मा | ज्ञा -ा रा -ा I

सा -ा सा -ा | रा -ा सा -ा | सा सा गा गा | धा धा पा पा I

मा मा धा धा | पा पा मा ज्ञा | रा सा -ा रा | ना सा गा मा I

धा -ा -ा पा | मा ज्ञा -ा मा | "सा -ा -ा रा | ना सा गा मा" II

চতুঃপদ
ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী

চতুরঙ্গ বনায়ে নৃপ দ্বারে গায় ।

সা নি ধা পা মা গা রে সা ॥

শিব ডমরু বজায়ত

দেবেনা দেবেনা দে দে দে ড্রিম ড্রিম তা না না ॥

ডিমকি ডিমকি রাম জনম শুনি কানে আজু হাঁ ॥

ধা কেটে তাক ধুম কেটে তাক ধে ধেং

পা পা পা মা গা রে গা মা পা ধা নিসা রে

ধেরে কেটে তাক ধিম তা ধা তা ধা ॥

ज्यासी

II + ৩ ০ ১

| না ধা | পা ক্ষা গমা রগা | -। রা গা পা ।

চ ভ ব ক ব ০ না ০ ০ য়ে নু প

+ ৩ ০ ১

রগা -৭ -৭ রা। সা -৭ না ধা। পা ক্ষা গমা রগা। -৭ রা গা দ্বা I
দ্বা ০ ০ ০ রে গা য় চ তু র স্ থ ০ না ০ ০ যে ন প

+ ৩ ০ ১

রগা -াঁ -াঁ রা। না -রা সা -াঁ | জনা সা রা গা। জ্ঞা পা গা পা I
ধা ০ ০ ০ রে গা ০ য় ০ শি ০ ব ড ম কু ০ ব জা

+ ৩ ০ ১

কৃপা পা পা কৃপা । গা পা কৃপা গা । রা -া গা পা । কৃপা ধা সা সা I

৪০ ৩ ডি য়০ কি ডি য়০ কি রা ০ য জ ন০ য শু মি

+ ৩
না -া রা না । -া ধা গা -ক্সা II
কা o নে আ o জু হাঁ o

অন্তরা

II | | पा -ा पा -ा | पा का गा रा ।

गा॒ क्का॑ पा॒ धा॒ । ना॒ जा॑ रा॒ - । जा॒ ना॒ धा॒ पा॒ । क्का॑ गा॒ रा॒ जा॒ ॥

जम्हाती

II ⁺ সা ^৩ সা ^০ সা ^১ না । ধা ^০ না ^১ সর্সা ^০ ররা [ররা রগা - রগা । - রা সা সা II
 দে রে না দে রে না জে ০ জে ০ জে ০ দ্বিম্ ০ দ্বিম্ ০ তা না না

আভোগ

II সা সসা সা রা । ররা রা গগা -। I পপা পপা পা -। পা -। ধা -। I
ধা কেটে তাক্ ধ্ম কেটে তাক্ ধে ধেং ০ ধেরে কেটে তাক্ ০ ধ্রিম্ ০ তা ০

পা -⁺ সা -^৩। সা -^৩ না ধা। “পা জ্ঞা পমা রগা। -^৩ রা গা পা” II II
 ধা ০ তা ০ ধা ০ চ ছ র জ ব ০ না ০ ০ য়ে বু প

গান

শ্রীমুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

গানের বাঁধনে তোমারে বাঁধিতে চাই
 হয়ত মনের ভুলে
 সুদূর চাঁদের লাগি' বৃষ্টি বৃথা হয়
 সাগর উঠে গো ছুলে' !
 জানি মিছে মোর হৃদয়ের আকুলতা
 তুমি বৃষ্টিবে না প্রাণের গোপন ব্যথা
 ভিড়িবে না তব সোনার তরলী কভু
 মোর জীবনের কূলে ।

ধরার ধূলিতে রচিব স্বর্গ নব
মনে ছিল এই আশা,
সুখে দুখে হেথা এক সাথে রব দৌড়ে
বৃকে নিয়ে ভালবাসা ।
কমল তুলিতে পেলাম কাঁটার জ্বালা
হ'ল না যে গাঁথা আমার পুজার মালা,
ভাসানু তাই গো অশ্রু-সায়রে মম
না-বলা বাণীর ফলে ॥

স্বরলিপি

মিশ্র ভৈরবী—দাদ্রা

আজি বারে বারে মনে পড়ে
আখো-ঢাকা চাঁদমুখটি তোমার
দেখেছিছু ঘুম ঘোরে।
যেন গো শেফালি শিশির সজল
রোদের সোনায়ে যেন গো কমল
যেন উন্মনা বাঁশরীর সুর
বিদায় রজনী ভোরে।

অলকার চির স্বপন জড়ানো
তোমার সে মায়া-ছবি
হৃদয় ঢালিয়া কে রচিলো ওগো
জান কি সে কোন্ কবি।
শত চাঁদ যেন তিল তিল করি'
তোমারে গোপনে রেখেছিল গড়ি'
যেন মুকুলিত শত জুঁই ফুল
মালা হয়েছিলে ভোরে ॥

কথা—জনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সুর—শ্রীবেচু দত্ত

স্বরলিপি—শ্রীঅমিতা দাস

+ 0 + 0
মজ্জা জ্ঞমা II মপা পণা গর্সণা | দগদা পদপা মজ্জমা I পা -া পা | -া মজ্জা জ্ঞমা I
আ ০ জি ০ বা ০ রে ০ বা ০০ রে ০০ ম ০০ নে ০০ প ০ ডে ০ আ ০ জি ০

+ 0 + 0
মপা পণা গর্সণা | দগদা পদপা মজ্জমা I পা -া পা | -া -া -া I
বা ০ রে ০ বা ০০ রে ০০ ম ০০ নে ০০ প ০ ডে ০ ০ ০

+ 0 + 0
সা সজ্জা জ্ঞা | রা জ্ঞা -া | সা সজ্জা মপা | জ্ঞমা জ্ঞা -খা I
আ ধো ০ ঢা কা টা দ য় খ টি ০ ভো ০ যা য়

+ 0 + 0
সজ্জা জ্ঞমা মপা | পমা সা গর্সণা I সা -া রা | সা "মজ্জা জ্ঞমা" II
দে ০ খে ০ ছি ০ হু য় ম ০০ ঘো ০ রে ০ আ ০ জি ০

+ 0 + 0
II পা গদা গমা | পসাঁ সা সা | রসাঁ রসাঁ গদা | গসাঁ গসাঁ সা |
যে ন গো শে ০ ফা লি শি শি র ০ স ০ জ ০ ল্

+ 0 + 0
সঁরা সঁরজা রা | সঁগধা গা -া | ধা ধগধা গমা | রমপগদপা পা -া |
রো ০ দে ০ ০ র সো ০ ০ না য়্ যে ন ০ ০ গো ক ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম ল্

+ 0 + 0
পা পদা পপা | পা মজরা জা | রা গ্গা সরমা | -জা -জরা -সরা |
যে ন ০ উ ন্ ম ০ ০ না বা শ রী ০ ০ র্ জ ০ ০ ০

+ 0 + 0
-সা -া -া | -া -া -া | সা -জা -া | রঁজরা সা সা |
০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ বি দা য়্ র ০ ০ জ নী

+ 0
গঁসঁসাঁ গঁসঁসাঁ গদা | -দা "মজা জমা" II
ভো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ জি ০

+ 0 + 0
II গদা গা পমা | -জমপমা জা জা | পা মা জরমজা | সা সা সা |
অ ০ ল কা ০ ০ ০ ০ ০ র্ চি র স্ব প ন ০ ০ ০ জ ডা নো

+ 0 + 0
পসাঁ পসাঁ -সা | সরা গ্গা গা | সরা সরমজা -জা | -া -া -া |
তো ০ মা ০ র্ সে ০ মা য়া ছ ০ বি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

+ 0 + 0
সা মা -া | মা মা মা | পা ধা গা | ধগধা পধপা মা |
জ দ য়্ টা লি য়া কে র চি ল ০ ০ ০ ০ ০ গো

+ 0 + 0
দা পা -মা | জরা গঁসরমা -জা | রজরা সা -া | -া -া -া |
জা ন কি সে ০ কো ০ ০ ০ ০ ০ ক ০ ০ বি ০ ০ ০ ০ ০

+ 0 + 0
মপা পসাঁ সা । -াঁ সা সা । সঁরা -রঁসা গধা সা । -গা ধগা -পধা ।
শ ০ ত ০ টা দ্ যে ন তি ০ ল ০ হি ০ ০ ল্ ক ০ ০ ০

+ 0 + 0
সা -াঁ -াঁ । -াঁ -াঁ -াঁ । পঁ জঁ জঁ । রঁজঁরা সা সা ।
রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো মা রে গো ০ ০ প নে

+ 0 + 0
গঁসা গঁসঁরা সা । গা ধা -মপধসঁগা । ধা -পা -াঁ । -াঁ -াঁ -াঁ ।
রে ০ থে ০ ০ ছি ল গ ০ ০ ০ ০ ০ ডি ০ ০ ০ ০ ০

+ ৩ + 0
গধা গঁগা পমা । জঁমপমা জঁ জঁ । জঁরা জঁ জঁ । সঁরা সা -াঁ ।
যে ০ ন মু ০ কু ০ ০ ০ লি ত শ ০ ত জু ০ ই ০ ফ ল্

+ 0 + ১
সা জঁ জঁ । রঁজঁরা সা সা । গঁসঁরঁসা গঁসঁরঁসা গঁদা । -দা "মজঁ জঁমা" II
মা লা হ যে ০ ০ ছি পে ডো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ জি ০

সর্গম

আশাবরী--টিমা-ত্রিতাল

প্রাপ্ত : উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার) স্বরলিপি শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

+ ৩ 0 ১
। । । রা মা পা -াঁ ।

+ ৩ 0 ১
দা -াঁ পা -াঁ । দা মা পা দা । মা জঁ ঋ সা । গা সা ঋ সা ।

+ ৩ 0 ১
গা দা সা -াঁ । রা মা পা দা । মা জঁ ঋ সা । "রা মা পা -াঁ" II

II ⁺ মা ^৩ পা ^০ দা ^১ মা । ^০ পা ^১ দা ^০ সা -। ^১ জা ^০ জা ^১ স্বা ^১ সা । ^০ গা ^১ দা ^১ পা -।

+ ° ° °

दा मा पा दा । मा ज्ञा क्षा सा । सा रा मा पा । दा पा दा मा ।

⁺ [:] ⁰ ²
 गा दा जा गा । खा गा दा पा । मा जा खा जा । “रा मा पा - ॥

বাহাদুর ঠাট

শ্রীবিমল রায়

୧୭ । ଅନ୍ତରା

ভূমিকা—যদিও শুধু মল্লার নামটি অল্প-প্রচলিত নামের মধ্যে গিয়েছিল, তবুও মল্লার নামটি লোকের মধ্যে এতো বেশী চলে যে, তাকে পিছনে ফেলে রাখা অসুচিত মনে করে সাধারণ হিসাবে তার আলাচনা এইখানেই করছি। এর উচ্চারণ কি হবে বলা একটু শক্ত, তবে মল্লার বলাই সাধারণ রীতি, লকে একটু ছোট করে। প্রাচীন গ্রন্থে মল্লার, মল্লারী, মল্লার, মল্লারী, মলহরী, মল্লহরী মল্লহার পাই; কর্ণাটকে মলহরী; হিন্দুস্থানীতে মল্লার, মল্লারী। মল্ল জাতীয়, মল্ল দেশীয় হ'লে মল্লার, মল্লহার দুইই হয়। রক্তাকর মল্লার মল্লের অল্প প্রকার বানান থেকে পেলেন কিনা জানিনা।

মল্লার আদি রাগ বা রাগিণী, কিন্তু তার অদর্শনও যেমন ঘটেছে রূপও সেই রকম বদলিয়েছে। এমন কি মেঘের সঙ্গে এক হবার চেষ্টাও করেছে।

প্রাচীন তথ্য—

१। यमहरी

मन्त्रायाम्

२। यस्मिन्नि

୭ । ସମ୍ଭାର

४ । यज्ञात्री

୧ । ସଙ୍ଗୀତ

७। यज्ञाग्नी

१। यथात्र

একটি তুল

ଦେଉଳାଗାଡ଼

ଏ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ

८ । यज्ञाद

७० । मलहर

49-111

1101-1102

এখনকার দি

১৬৬ অঃ ২২।

। बने करेन।

धन्वन्तरि गमय नाना लूहा

५

४. सरयपक्षज

ज र य प क्ष ग १

୩୩

ਸਰਪਥਪਗਨਸ

७ प ७ प म य म द्र गा

একটু ভুল আছে এটিতে, কারণ ওড়ব ব'লুছে আবার
নি'কেও লাগাচ্ছে, এ ভুল তরঙ্গিনীকে টুকবার ফল।
যেহা এই রকম হবে।

ਸ ਰ ਪ ਮ ਪ ਨ ਪ ਨ

ਪੰਥ ਪੰਥ ਰਾਜਾ

ଆଦାନି ବର୍ଜିତ ।

অক୍ଷাটীম তথ্য ।—

এখনকার দিনে মল্লার বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে
মতভেদ আছে। কোনও গুণী মল্লারকে একটি পৃথক্
রাগ মনে করেন, কেউ মল্লার = শুধু মল্লার বলেন, কেউ বা

বলেন মল্লার = মিঞাকি মল্লার; অপরের মতে মল্লার = মেঘ + ধৈবত। আমরা মল্লারকে একটি পৃথক রাগ বলেই মনে করি, যেমন মনে করি ভৈরবকে, টোড়ীকে, কানরাংকে, কল্যাণকে, সারংকে।

প্রাচীন মল্লারগুলি সবই প্রায় বেঁচে আছে বিভিন্ন নামে তবে কেউই মল্লার নেই, আর রূপগুলিও সামান্য পরিবর্তিত হ'য়েছে। যাই হ'ক মল্লার এখন

১ ক।	গ ন	সম্পূর্ণ
১ খ।		ধৈবত বর্জিত
১ গ।		গান্ধার বর্জিত
২।	উচ্চ	সম্পূর্ণ

রূপ—

১ ক। উপঠাটি—খাছাঙ্গ, জাতি সম্পূর্ণ, উপজাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ, গতি বক্র, বর্গ—স র ম প ন স' ধ প ম গ ম র সা, উপবর্গ—স র ম র পা স' ন স' ধ প ম প ধ প মা গ মা র সা, বাদী মধ্যম বিশিষ্ট স্বর হিসাবে, ব্যবহার বেশী হিসাবে পঞ্চম বাদী বলা যায়।

১ খ। জাতি খাড়ব, বর্গ—স র ম প ন স' গ প ম গ ম র সা, উপবর্গ—স র মা র পা ন স' গ প মা গ ম রা সা; মেঘের সঙ্গে তফাৎ অল্প।

১ গ। বর্গ—স র ম প ন স' গ প ম প ধ প ম র সা উপবর্গ—স র মা র পা স' ন স' ধ প ম প ধ প মা র সা।

২ নং। ঠাট বেলাবল, জাতি সম্পূর্ণ, উপজাতি ওড়ব খাড়ব, গতি বক্র, বর্গ—স র ম প ন স' ধ প ম গ ম র সা, উপবর্গ—স র মা পা পা স' ন স' ধ পা মা গ ম রা সা।

নাম ব্যবহার।—

আমার মতে এবং প্রাচীন অনেক গুণীর মতে

২ নং

১ নং ক

১ খ

১ গ

মল্লার

মল্লার সম্পূর্ণ

মল্লারী

সারেসী মল্লার

এ ছাড়াও ছ এক রকম মূর্তি দেখা যায়, তবে তারাত্ব কম চলিত বলে এখানে দিলাম না।

বিস্তার।—

১ ক। স র মা ম র পা ম গ মা র স নু সা; মা ম প ধ গ পা ধ প ধা মা গ ম র স নু সা; র ম প মা র ম প মা র পা গ প মা প ধ প ম গ মা র ম প স' ন স' র' স' ধ প ম প ধ গ পা ধা ম প মা গ ম র স নু সা।

১ খ। র মা র পা গ প মা গ ম র সা; ম প স' ন স' র' স' ন স' প গ পা মা গ মা র স র নু সা।

১ গ। স র মা পা ধ প ধ মা র সা; র ম প স' ন স' ধ প মা প ধ গা প ধ মা পা মা র নু সা।

২ নং। র মা র পা ম প ধ প মা গ ম র সা; ম প স' ন স' ধ প ম প ধা মা গ ম র সা।

প্রকার। ক। শ্রেণী—

১। অরুণ মল্লার ২। কনক মল্লার ৩। গোঁড় মল্লার ৪। গওড় মল্লার ৫। গোড় মল্লার ৬। গোঁড় গিরি ৭। চঙ্কু মল্লার ৮। চঞ্চলস্ মল্লার ৯। ছঙ্কু মল্লার ১০। জয়জয়ন্তী ১১। জয়ন্ত মল্লার ১২। জয়ন্তী মল্লার ১৩। দেস ১৪। দবশি মল্লার ১৫। ধওরি মল্লার ১৬। ধোড়িয়া মল্লার ১৭। ধুকীকি মল্লার ১৮। নট মল্লার ১৯। নারায়ণী মল্লার ২০। নারায়ণ গোঁড় ২১। পূরণ মল্লার ২২। বক্র মল্লার ২৩। বক্রুকি মল্লার ২৪। বরী মল্লার ২৫। ময়ুরী মল্লার ২৬। মীরা-বাইকি মল্লার ২৭। মিঞাকি মল্লার ২৮। মেঘ মল্লার ২৯। রামদাসী মল্লার ৩০। রূপমল্লারী ৩১। সাওনী

মল্লার ৩২। সোহন্ মল্লার ৩৩। সবুসি মল্লার ৩৪।
সন্তু কি বা সাওন্তি মল্লার ৩৫। সুরস বা সুরজ মল্লার
৩৬। সুরদাসিকি মল্লাব ৩৭। সোরট।

খ। গোত্র

১। রাম মল্লার।

গ। মিশ্রণ

১। জয়জয়ন্তী মল্লার ২। দেস মল্লার ৩।
রূপ-মঞ্জরী মল্লার ৪। সোরট মল্লার।

৫৪। মাণ্ড

ভূমিকা।—

মাণ্ডকে দেশী বা গ্রাম্য রাগ বলা চলে। সত্যি
কথা বলতে এ ঠিক রাগ নয়, এ হ'লো গ্রাম্যসঙ্গীতের
চং, যেমন চং হ'লো, ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী ইত্যাদি।
ওস্তাদদের হাতে প'ড়ে মাণ্ড আজকাল রাগ-আখ্যায়
ভূষিত হ'য়েছে। এখন এতে ভজন, ঠুংরী জাতীয় গান
ছাড়া খেয়ালও তৈরী হ'চ্ছে, অবশ্য রূপ সামান্য একটু
ফেরফার ক'রে। আমার নিজের এইই বিশ্বাস যে,
প্রাচীন প্রত্যেকটি রাগই এইভাবে দেশী চং থেকে উল্ট-
পলট ক'রে সৃষ্টি হ'য়েছিল। মাণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে
আমি কিছু প্রমাণ উদ্ধার করতে পারি নি, তবে মারু
ইত্যাদি থেকে যে মাণ্ড সৃষ্টি হয়নি, এটা সাধারণ
হিসাবে বলতে পারি। এর নাম পাই মাণ্ড, মাড়
মাচ, মান্দ। কেউ বলেন, এটি নতুন রাগ, স্বরগুলি
ঘোর-প্যাচ খেয়ে যণ্ড আকারে চলে বলে মাণ্ড নাম
পেয়েছে; কেউ বা বলেন মাড়বার দেশীয় সুর, তাই ছোট
নাম মাড় বা মাণ্ড। পুরাতত্ত্ববিদেরা উত্তর দেবেন ভাল।
পূর্বনাম হিসাবে 'মার' বলে একটি শব্দ আছে.—মার
জয়ন্ত, মার রঞ্জিনী, এই 'মার'এর সঙ্গে কোনও রকম
সম্পর্ক নেই তো?

অর্কাচীন তথ্য।—

আধুনিক মাণ্ড অনেক প্রকার দেখতে পাওয়া যায়।
যাদের দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

১। শুদ্ধ

২। গন

এদের মধ্যে পাই ক। ভজনের রূপ খ। বেলাবলের
ও নটের রূপ গ। ভাটিয়াল, আশা বেলাবল ওড়ুতির
রূপ।

১ নং। জাতি সম্পূর্ণ বর্গ তিন রকম।

ক। আরোহে রেখাব মধ্যবল, গান্ধার দুর্কল, মধ্যম
অতি প্রবল।

খ। আরোহে রেখাব দুর্কল, গান্ধার প্রবল।

গ। রেখাব গান্ধার সমবল, মধ্যম মধ্যবল, গতি
সব কটিরই বজ্র, ধর'বিক্ষেপ বৈশিষ্ট্য, বাদী খড়জ, কেন
না অত্যাশ্রয় প্রত্যেক সুরেরই ব্যবহারে কিছু বৈশিষ্ট্য
পাওয়া যায়।

১ নং ক। উপবর্গ—স র গ র স র ম মা প প ধ ধ
র'স'ন ধা পা ধ ন প ধ ম প মা গ প ম গ মা র গ র
সা।

১ নং খ। উপবর্গ—স গ গ মা গ প মা গ র গ ম
পা প ধ ধ ন প ধ ন স'ন ধ ন ধ পা ধ ম প মা গ প
ম গা র গ র সা।

১ নং গ। স র গ মা পা ধ ন প ধ ন স'ন ধ পা ম
গ প ম গ'র সা।

২ নং। ১ গ + সামান্য অবরোহে কোমল নিখাদ।

নাম ব্যবহার।—

আজকাল ১ নং গ ধরণের চলনই বেশী, কাজেই

১ নং ক।

মাণ্ড-মেবারা

১ নং খ।

মাণ্ড-নট

২ নং।

মাণ্ড-খাষাচ্

১ গ।

মাণ্ড্

গ র সা, মা ম প প ধা ধ র'স' না স'ন ধ পা প ধ ন
স'ন ধ প ধ ম মা প ম গ মা গ র র সা।

বিস্তার।—

মনে রাখবেন যে, গ্রাম্য রাগ নির্ভর করে তার সমগ্র হিসাবে ঢংএর উপর, কাজেই গ্রহ, অংশ, ছায়া বা নুরসা, সরা এই ভাবে কোনও বিচার চলে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে ব্যাকরণের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো না যাচ্ছে। স্বরের পারস্পরিক সম্পর্ক এক, উপবর্গ এক অথচ সামান্য ঢংএর তফাতে গ্রাম্য সুর আলাদা শোনায় এবং নানা দেশের গ্রাম্য সুর তাই এক হয়েও ঢং-এর জন্ত পৃথক বলাতে হ'য়েছে। অবশ্য দেশভেদে একই ঢং যে দুটি নাম পায় নি, তা আমি বলছি না।

১ ক। স র র গ র ম গ র সা, র ম মা ম পা ম গ
র ম গ র সা, স র মা ম ম প পা ধ ধ ন পা প ধ ম প ম

১ খ। স র গা ম ম গ র সা, গ ম মা ম প প ধ না
প ধ প মা ম পা ধ প মা গ ম গ র সা, স র র স গ ম মা
প ধ ন স'র'স'ন ধ প ধ ন প ধ ম প মা গ প ম গ র
সা।

১ গ। স র গ মা প ম ম গ গ প মা, গ ম গ র সা,
ম ম পা ম ধ প মা প ধ র'স'ন ধ প ধ না, প ধ মা প
ম গ প মা প ম গ র মা।

২ নং। মা ম প ধ না প ম প ধ ন স'ন ধ প ম
প ধ গ ধ পা ম গ র সা।

প্রকার।—

মাণ্ড্ নাম যুক্ত দু একটি রাগ পাওয়া যায়, তাদের
ঠিক প্রকার বলা চলে না, তবে মিশ্রণ বলা যায়, যেমন।
মাণ্ড খিঁঝোটি, মাণ্ড আশা।

গান

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী

যৌবন জাগে জাগে !

নব-কিশলয় সম নব অনুরাগে।

পুষ্পে জাগে প্রেম প্রণয় আনন্দ,

উজ্জ্বল-অভিসার-পুলকিত হৃন্দ,

তমাল বনে জাগে আবেগ অঙ্গ,

নূতন দিনের বাণী মাগে ॥

এস মুক্ত কবরী মেঘ-বরণী-কন্যা,
অলিত পায়ে এস রূপসী অনন্তা,
জাগাও প্রাণে প্রেম-অনুরাগ বন্যা,
অরুণ কিরণ রেখা রাগে ॥

হৃদয়ে জাগো মোর দেবতা অনঙ্গ,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা বাধা ছলজ্বা,
বিরাম লভুক প্রাণে লভি তব সঙ্গ,
নূতন দিনের আলো লাগে ॥

গাল ছাড়া

শ্রবের

I. পা -াঁ দা -াঁ গা -াঁ সা -াঁ সসা -সা সা -সা গা -সা সা -াঁ
স ব্ হ্ স্ তে ০ হ্ য়্ অও ব্ থে ল্ তে ০ হ্ য়্

-সগা -দগা -সসা -সা -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I গা -গা গা -াঁ গা সা সা -াঁ
০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ মে রা দি ল জাঁ হেঁ কে ও

-াঁ -সসা -সসা -সগা -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I -াঁ -াঁ গা -সা
০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভ য়্

-পা -গা -াঁ -দা পা -াঁ -াঁ -াঁ I সা -সা মা -াঁ -মা -মা -মা -মা
তে ০ ০ ০ হ্ য়্ ০ ০ অ ন্ জা ০ ০ ০ ০ ০ ০

-মা -মা -মা -মা পা -মা -জা -াঁ I জমা -দা -াঁ পা -মা জা -াঁ -াঁ II
০ ০ ০ য়্ মে রা ০ ০ কয় ০ ০ হো গা ০ ০ ০

তালে

+ ০ + ০
II দা -াঁ দা -াঁ I গা -াঁ সা সসা I সা -জা -াঁ সা -াঁ -াঁ -াঁ I
ত ক্ দি ব্ তু য়্ নে এহ্ কা য়া ০ কি য়া ০ ০ ০

+ ০ + ০
সা -জা -াঁ -জা I জা -াঁ -রা -সা I রমা -জা -াঁ -াঁ I দা -মজা -সা -াঁ I
জা ০ ০ রে ত ক্ দি ব্ জা ০ ০ ০ ০ জ হাঁ ০ ০ ০

+ ০ + ০
সা -সা -জা -পা I -পা দা -পা -পা I দা -াঁ -াঁ -াঁ I -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I
ত ক্ রা ০ ০ ব্ তু হী ০ হ্ য়্ ০ ০ ০ ০ ০ ০

+ 0 + 0
স্বা - া - া সগা | সা - া - া গদা | গা - া - া দা | পা - া - া - া |
জা ০ ০ ০ ০ জা ০ ০ ০ ০ জা ০ ০ ০ ০ জা ০ ০ ০ ০

+ 0 + 0
পা - দপা - মজা - স্বা | গা - া - রা - া | া - া - জা - মসা | জা - া - া - া ||
জ হা ০ ০ ০ ০ ই ন কা ০ ০ ব্ জ হী ০ হা য় ০ ০

“তুমনে এহ্ কায়্য কিয়া...”

তাল ছাড়া

শ্রবের

II দা দা দা - মা - জা মা - া - া দা - সা - দা সা - া - া - া - া
মে রে জী ও ন্ কে ০ ০ চ ম ন্ যে ০ ০ ০ ০

- া - া - া - া - া - া - া - া | গা গা গা - া - সা - া - া - া
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মে রী উ ন্ য়া ০ ০ ০

সা - া - া - া সস্বা - সস্বা - সস্বা - সগা গা সা পা - গা - দা পা - া - া
দো ০ ০ ০ ০ কী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ক লি য় ন্ ০ মে ০ ০

জা গা - া - া - দদা দা - া - দা পদা - পমা - জা - া জা - পা মা - া
ব হা ০ ০ ০ ০ লা ০ কে দে ০ ০ ০ রে ০ উ ন্ যে ০

- া - া - া - া - া - া - া - া II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

তালে

+ 0 + 0
II মা - া ধা - গা | রা - া সা - গা | দা - া - া গা | পা - া - মা - জা II II
তু ন্ নে ০ ঘো ০ ব র্ বা ০ দ্ কি য়া ০ ০ ০

“তুমনে এহ্ কায়্য কিয়া...”

ରଚନା—ଶ୍ରୀମୁଖୀଳକୂମାର ଭଞ୍ଜଚୌଧୁରୀ

গোপীবসন্ত দক্ষিণ ভারতের রাগ। ইহা আশাবরী ঠাটের ষড়্জ জাতীয় রাগ। ইহাতে ঋষভ বর্জিত; বাদী ষড়্জ, সন্থাদী পঞ্চম। ইহা প্রাতঃকালে গেয় রাগ।

पुस्तक

II + ७ ০ ১

| | - মা - জা মা | পা জা - মা ।
দা বু দা দা দা বু দা

+ ७ ॥ ० २

पां -ां -ां ण्हा । -ां दा मा पां । हा गणा जा ण्हा । -ां गा हा मा ।
दा ० ० दा ० रा दा रा दा दिदि दा दा व दा दा रा

+ ° ० १

पा ऋ -ा मा । उा सा णा जा । “-ा मा -उा मा । पा ऋ -ा मा” II
दा दा वृ दा दा बा दा रा दा वृ दा दा दा वृ दा

असुखा

+ ° o s

II पा -ा पा ङ्गा । -ा ङ्गा मा मा । दा :दः -ा गा । जा -ा दा गा I
दा वृ दा दा वृ दा दा दा दा वा दा वृ दा दा वृ दा दा वा

+ ° ° °

जा ऋँ माँ छँ । जाः कः -ं पा । -ं गमा ण्णा ण्णा । 'गणा-जा-ं मा ।
दा रा दा रा दा रुदा रू दा ० दा दा दा दा ० रू दा

+ ° ° °

পা শ্রুতা - মা । জ্ঞা সা গা সা । “-মা-জ্ঞা মা । পা শ্রুতা - মা” II

দা দা বৃ দা দা রা দা রা দা বৃ দা দা দা বৃ দা

ভোড়া

- ১। পমা জমা দণা সঁণা | সা মপা জমা জমা | জমা পমা পদা গঁসা | গঁদা মপা জমা জমা I
- ২। গঁসা মমা জমা পপা | জমা দমা দণা সঁসা | দণা সঁজা মঁমা জঁসা | জঁজা সঁণা দপা মপা I
- ৩। দণা সঁদা গঁণা দমা | পপা জমা জমা গঁসা | -া দ্ণা সা, -া | দ্ণা সা -া জমা I পা
- ৪। পা -া জমা পা | সঁজা মপা জমা পপা | জমা পমা পদা গঁসা | গঁদা মপা জমা জমা I
- ৫। সমা জঁজা জঁপা মমা | মণা দদা দঁসা গঁণা | সঁজা সঁসা মঁজা জঁমা | সঁসা জঁণা গঁসা দদা I
- ৬। গঁমা মপা দদা গঁসা | মপা জমা জমা দণা | সা জমা জমা দণা | সা গঁসা গঁসা জমা I পা I
- ৭। পা -া -া -া | দদা মপা জমা পা | জমা পজা মজা সা | গঁসা জঁজা সঁণা দ্ণা I
- ৮। ম্ণা দ্ণা সঁদা গঁসা | দ্ণা সঁজা মমা জমা | সঁজা মপা দমা পদা | মপা দণা সঁদা গঁসা I
- ৯। দণা সঁজা মঁসা জঁমা | সঁজা মঁজা সঁণা দপা | দণা সঁপা দণা মপা | দঁজা মপা সঁজা মপা I
- ১০। দণা সঁদা গঁসা দণা | সা -া দ্ণা সঁদা | গঁসা দ্ণা সা -া | জমা পজা মপা জঁপা I পা I

ভিন্ন-বিত্ত

अत्रलिपि - श्रीकृष्ण वन्द्य

কায়সে যাঁউ মায়, দ্বারে ননদিয়া ॥

সংবাদ

জলসা ঘর

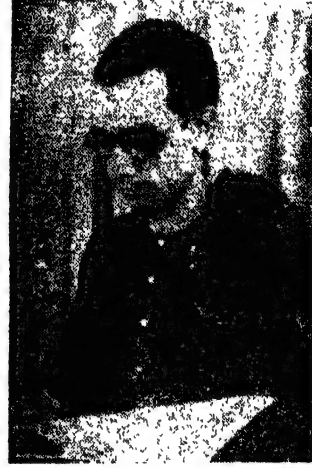
গত ১৭ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় কলেজ রোয়ারস্থিত মহাবোধি সোসাইটি হলে জলসা ঘরের ৩য় মাসিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে ভারত বিখ্যাত উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব স্বরোদ যন্ত্রে দেবদাসী মল্লার বাজাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সঙ্গত করিয়াছিলেন বিখ্যাত তবলা বাদক উস্তাদ কেরামত খাঁ সাহেব। বলা বাহুল্য এই উত্তম শিল্পীর সম্মুখে উক্ত অধিবেশনটি অতিশয় মনোগ্রাহী ও প্রাণম্পূর্ণ হইয়াছিল।

বাণী মন্দির নারী শিক্ষা সমিতি

গত ৬ই ভাদ্র বৈকাল সাড়ে চার ঘটিকায় পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় প্রদেশ পাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজ মহোদয় বাণী মন্দির বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষা সমিতির কুটার-শিল্প প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রীগণ কর্তৃক এক নৃত্যগীতানুষ্ঠান হয়। ছাত্রীগণ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত এবং কয়েকটি নৃত্য প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাননীয় প্রদেশপাল মহোদয় বিদ্যালয় ও শিক্ষা সমিতির বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলীর বিশেষ প্রশংসা করেন এবং একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দ্বারা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলেন। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী কমলা রায় বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক অবস্থা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। অতঃপর সকলকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়।

জন্মদিবস অনুষ্ঠান

কিশোর বাংলার সম্পাদক অরুণের ৪৭ তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ৬ ভাদ্র মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় বড়বাজার শাখাভবনে একটি মনোজ্ঞ আনন্দ অনুষ্ঠান হয়। শ্রীজীবানীতোষ ষটক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং



শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত, আবৃত্তি, ম্যাজিক প্রভৃতির মধ্য দিয়া অনুষ্ঠানটি মাদুর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। শ্রীশোভা কুণ্ডুর সেতার, শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত ও শ্রীকালীন্দ্র দাসের সঙ্গীত এবং ষাটুকর ডি পি দাসের ম্যাজিক সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করে। কিশোর সত্তার ছেলেমেয়েরা সভায় গান ও আবৃত্তি করে। কিশোর বাংলার ভাইবোনদের আয়োজনে এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ করিয়া গান বাজনার আসরটি অতি মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।



ওস্তাদ শওকত আলি খাঁ
প্রণীত

সেনী-গীতিমালার দ্বিতীয় ভাগ

সদ্য প্রকাশিত হইল !

ইহাতেও প্রবেশিকা বিজ্ঞান অনুযায়ী ১৬টি রাগ ও রাগিণীর ঔপন্যাসিক পরিচয় সহ
আলাপ, ঞ্জপদ, হোরী, সাদরা, খেয়াল, তারানা, সর্গম, তান, বাট, বিস্তার,
চিমা গৎ, ছনৌ গৎ, তান, তোড়া, ঝাংগা ও তংলার ঠেকা প্রভৃতি
সঙ্গিবেশিত করা হইয়াছে।

মূল্য মাত্র ৪ টাকা।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান : সেনী সঙ্গীত সমাজ

৬৬ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

সংগীতমুখ্যাকল্প শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল—১৯০

সুর-বাণী—২৯০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা হিন্দী ভাষায় রচিত
ছদ্মশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই
পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুর-বাণী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী
সমন্বিত কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি বিদ্যমানশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সঙ্গিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : বাক ২৪-৬

নবকলেবরে প্রকাশিত হইল !

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের

ভূমিকা-সম্বলিত

★ গীত-দর্পণ ★

মূল্য—৪ টাকা

উচ্চাঙ্গের খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি হিন্দী,

উর্দু ও বাংলা গানের বহুল সমাবেশ !!

আর, বি, দাস : কলিকাতা—১

আ-কারমাত্রিক স্বরলিপির ব্যাখ্যা

৭

প্রথম শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ

১। সঙ্গীতে সাতটি স্বর ব্যবহৃত হয় :—স, র, গ, ম, প, ধ ও ন। এই সাত স্বরে একটি সপ্তক হয়। কণ্ঠস্বর তিন সপ্তক পর্যন্ত প্রকাশিত হইতে পারে—ত্রিসপ্তকের নাম উদারা বা খাদ, মূদারা বা মধ্য, তারা বা উচ্চ সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন সুরের নীচে হ্রস্ব, উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন সুরের মাথায় রেফ ও ঋষী সপ্তকের চিহ্ন নাই। যথা—

স, র, গ, ম, প, ধ, ন (মধ্য সপ্তক) স, র, গ, ম, প, ধ, ন (খাদ সপ্তক) স, র, গ, ম, প, ধ, ন (উচ্চ সপ্তক)।

আড়াই সপ্তক পর্যন্ত বাহাতে কণ্ঠস্বর প্রকাশিত হয়, তাহার জ্ঞান নিয়মিত কণ্ঠসাধনা চাই।

২। ঐ সাতটি শুদ্ধ স্বরের পাঁচটি বিকৃত স্বর আছে যথা—বোমল র=ঋ; কোমল গ=ঙ্ক; কড়ি ম=ঙ; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ণ অর্থাৎ সর্বশুদ্ধ ২২টি স্বর।

৩। মাত্রা :—যে কোন স্বর উচ্চারণ করিতে কিছু সময় লাগে—সেই সময়ের পরিমাণকে ‘মাত্রা’ বলে। প্রথম শিক্ষার্থী ‘সরগম’ অভ্যাস করিবার সময় ভূমিতে ঠিক সমকাল অন্তর ঠোকা মারিয়া, মাত্রা বা স্বরোচ্চারণের সময় ঠিক রাখিবেন তাহা হইলেই মাত্রাজ্ঞান হইবে।

মাত্রার চিহ্ন=। (আকার) যথা সা, (এক মাত্রা) সা-।, (দুই মাত্রা) সা-।-।, (তিন মাত্রা) ইত্যাদি।

অর্দ্ধ মাত্রার চিহ্ন=:। দুটি অর্দ্ধ মাত্রা যথা সর। অর্থাৎ সঃ ও রঃ মিলিয়া এক মাত্রা। চারিটি সিকি মাত্রা যথা ‘সরগমা’। একটি অর্দ্ধমাত্রা ও দুইটি সিকি মাত্রা মিলিয়া এক মাত্রা যথা ‘সঃ গঃ’। একটি দেড় মাত্রা ও একটি অর্দ্ধমাত্রা মিলিয়া দুই মাত্রা যথা ‘রাঃ গঃ’।

৪। যখন কোন আনুষঙ্গিক স্বর কোন প্রধান স্বরকে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র অক্ষরে এইরূপ লিখিতে হয়, যথা—সরা, জার ইত্যাদিকে। ইহাকে ‘স্পর্শস্বর’ বলা হয়।

৫। তাল :—কয়েকটি মাত্রার সমষ্টিকে ‘তাল’ বলে। কবিতায় যেমন ছন্দ, গানে তেমনি তাল। ‘তাল’ অর্থাৎ কালের বিভাগ। তাল নানাপ্রকার :—একতালা, দাদরা, তেতাল বা কাওয়ালী, ঠুংরী, ঝাঁপতাল, ধামার, তেওরা

ইত্যাদি। প্রত্যেক তালে এক বা ততোধিক আঘাত ও ফাঁক (অবাক্ত আঘাত) থাকে। তালসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা চিহ্নিত হয়। ফাঁকের চিহ্ন ‘.’। তাগের যে স্থানে বিশেষ একটা ঝাঁক পড়ে তাহাই সম অর্থাৎ +।

৬। প্রতি তাল-বিভাগের পর এইরূপ “।” ছেদ চিহ্ন বসে; এবং তালের এক আওদা অথবা ফের পূর্ণ হইলে “I” স্তম্ভ হিহ্ন বসে।

৭। স্থায়ীর প্রারম্ভে, যেখান হইতে রীতিমত তাল আরম্ভ হয় সেইখানে ও প্রত্যেক কলির শেষে এইরূপ “II” যুগল স্তম্ভচিহ্ন বসে এবং যেখানে গান ও গৎ এককালীন শেষ হয় সেইখানে এইরূপ “II II” দুই জোড়া স্তম্ভচিহ্ন বসে। স্থায়ীর আরম্ভে এইরূপ যুগল স্তম্ভ চিহ্নের বাহিরে গানের যে অংশটুকু লিখিত হয়, তাহা কেবল গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিতে হয়, উহা আর দ্বিতীয় বার গাহিতে হয় না। কারণ প্রত্যেক কলির শেষে ঐ অংশটুকু এইরূপ “” কোটেশন চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

৮। পৌনরুক্তির চিহ্ন এই { গুফ বন্ধনী ; এবং পৌনরুক্তিবলে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া বাইবার হিহ্ন এই () বক্র বন্ধনী যথা { সা রা (মা পা) ধা না }

৯। পুনরাবৃত্তি ও পৌনরুক্তিকালে কোন সুরের পরিবর্তন হইলে শিরোদেশে ত্র্যাকোটের মধ্যে পরবর্তিত স্বরগুলি স্থাপিত হয়। যথা, [রা গা মা]

[সা রা গা]

১০। কোন এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষভাবে গড়াইয়া যায় তখন স্বরের নীচে মৌড়ের চিহ্ন—এইরূপ থাকে; যথা গা জা

১১। স্থায়ীর যে পর্যন্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ভ করিতে হয়, সেই স্থানের শিরোদেশে “II” যুগল ঠাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা :—সা রা গা মা

১৫। কম্পনের চিহ্ন সুরের নিচে “~~~~~”

ভাঙ্গ, আখিন ১৩৫৯ সাল

২৫শ বর্ষ

৫ম ও ৬ষ্ঠ
সংখ্যা



অস্মীত-বিজ্ঞান



বাণ্যযন্ত্র ব্যবসায়ে
রডাসই অদ্বিতীয়
বড়ান এও কো

১০ বেলিউরঃ দ্বিতীয়
কলিকাতা

ফোনঃ সিটি ১২৬৭

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত
বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী একমাত্র মাসিক পত্রিকা।

২৯শ বর্ষ, সন ১৩৫৯ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ
সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অর্জুনেরুমা গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস)
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)
মঃমদ দবৌর খাঁ সাহেব (বৌণ্কার)
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
ডাঃ অমিয়নাথ সাথাল
শ্রীযুক্ত হর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী
শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীযুক্ত বাণী দে D. Mus. সঙ্গীতভারতী
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরত্নাকর
শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত সুষাময় গোস্বামী বি, এ, গীতমাগর
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এসসি
শ্রীযুক্ত বামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

সঙ্গীতশাস্ত্রী শ্রীহরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত
সঙ্গীতপ্রবেশ (১ম ভাগ)—২১

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

রাগনির্ণয় ১ম-৬ ২য়-২১০

একত্রে দুইভাগ ৮১০ স্থলে ৭১০

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের

স্বরলিপিকা (১ম)—২৫০

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সনগুপ্তের

রাগালাপ—৩

সম্পূর্ণজননী ১ম-৪ ২য়-৩১০ ৩য়-৩

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে

ডি, এম, লাইব্রেরী—১২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রেয়

যন্ত্রসঙ্গীত প্রবেশিকা—২১

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য ২১০

স্বরের লিখন—২১০

কথা : গীতকার অজয় ভট্টাচার্য

স্বর ও স্বরলিপি :—কুমার শ্যামসুন্দর দেববর্মণ

অজয়কুমারের কথা ও শচানবাবুর স্বরে ভরপুর।

স্বরের মাল্য

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্গগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি গানের সমাবেশ।

শ্রীমতা শেফালিকা শেঠের

সঙ্গীতশাস্ত্র-কণিকা—১১০

সুবিহার :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সপ্ত খণ্ড স্বরলিপি প্রথম
খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এতে নানা ভাষা থেকে আহৃত
স্বর আছে, হিন্দি সংস্কৃত গানও আছে। স্বদেশী গান
ষি চক্রবর্তীর সংস্কৃত তনুদিত, বন্দেমাতরম নাট্যনৃত্য
প্রভৃতি। দিলীপকুমারের আবাণ্য সঙ্গীতগবেষণার
ফল—এই স্বরলিপি।

ভাগবতী গীতি :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লোকপ্রিয় গীতিগুচ্ছ

আর. বি. দাস

৮'স, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

স্বামী চজ্ঞানানন্দ প্রণীত
সঙ্গীতের নুতন বই

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

—প্রথম খণ্ড—

“ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস” এই সর্বপ্রথম
প্রকাশিত হলো। সমগ্র ইতিহাসটি ৪টি বিস্তৃত খণ্ডে সম্পূর্ণ
হবে। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। ২য় খণ্ড (পৌরাণিক
যুগ) যন্ত্রস্থ।

‘পূর্বাভাস’, ৪টি অধ্যায়, ৭টি পরিশিষ্ট, ইংরাজী ও
বাংলা গ্রন্থপঞ্জী ও শব্দসূচী সমেত ৩৫০ পৃষ্ঠা ৭৭ অধিক দীর্ঘ
কলেবর নিয়ে প্রকাশিত হ'লো এই মৌলিক গ্রন্থ!

বইখানি পূর্ণাঙ্গ লাভ করেছে। শ্রদ্ধাচার্য শ্রীমদলাল বসু-
অঙ্কিত প্রচ্ছদপট, শ্রীমদজননী শ্রীমতী বোমের সংগীত
রাগ-রাগিণী চিত্র ও অসংখ্য রাগ, বাস্তব ও সম্ভার
চিত্রের সমাবেশ নিয়ে।

এটিক কাগজ ছাপা, ডিমাই সাইজ, সুদৃশ্য বই-
বাউণ্ড—মূল্য দশ টাকা।

আর. বি দাস—কলিকাতা ১।

সূচীপত্র : ভাদ্র ও আশ্বিন '৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাদ্যলাবেশে বিপুল সঙ্গীতের প্রসারতর উপায়	৬১	গান	৭৬
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ		শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	
স্বরলিপি	৬৪	সংক্ষিপ্ত ও সাধারণভাবে সঙ্গীত শিক্ষার উপায়	৭৭
শ্রীদিলীপকুমার রায়		শ্রীরংগপ্রিয় গুহ	
দেশ	৬৬	সঙ্গীত পারিজাত মতে ১২২টি রাগ-রাগিণী	৭৯
শ্রীনগীগোপাল চট্টোপাধ্যায়		শ্রীরমণীমোহন পাল	
মণিপুরী কীর্তন	৬৮	পুস্তক পরিচয়	৭৯
শ্রীপরমেশচন্দ্র সিংহ বি. এ.		সংবাদ	৮০
আগমনী	৭৪	বিজ্ঞপ্তি	৮০
শ্রীজগৎ ঘটক			

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ । বৎসরের যে কোন মাসে বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায় ।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০। ষাণ্মাসিক ২। বার্ষিক মূল : ৩৫।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন ।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্য্যে থাকুক—

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

৮সি, লালবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।
এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে ।

শ্রীমদয়রঞ্জন রায় প্রণীত

ভজন গীতিকা ১ম খণ্ড

গ্রাহকবর্গের নিকট যথেষ্ট সূখ্যাতি অর্জন করিয়াছে ।
সকলের বিশেষ অনুরোধে ভজন-গীতিকা (২য় খণ্ড)
ছাপিতে বাধ্য হইয়াছেন । সুর-বৈচিত্র্যে এবং অত্যাশ্চর্য
সব দিক হইতে বইখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে । ইহাতে
সুর ও স্বরলিপি দেওয়া আছে । মূল্য ২ টাকা মাত্র ।
আর. বি. দাস—৮সি লালবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।

ভাতখণ্ডে লিখিত—

“হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি ক্রমিক পুস্তক-মালিকা”

প্রথম ভাগ (মারাঠী ভাষা) মূল্য ১।০ তৃতীয় ভাগ (হিন্দী ভাষা) মূল্য ৬
দ্বিতীয় ভাগ (হিন্দী ভাষা) ” ৫, ষষ্ঠ ভাগ (মারাঠী ভাষা) ” ৬

শ্রীবিনায়ক পট্টবর্দ্ধন রাও রুত

“রাগ বিজ্ঞান”—বিশ্বদ্বিগম্বর পদ্ধতি অনুশাস্ত্রী লিখিত

১ম ভাগ—২, ২য় ভাগ—২।০ ৩য় ভাগ—২।০ ৪র্থ ভাগ—৩, ৫ম ভাগ—৩।০

“তান মালিকা” রাজা ভইয়া পুছরালে রুত

১ম ভাগ—২।০ ২য় ভাগ—৪, ৩য় ভাগ—২।০ ৪র্থ ভাগ (উত্তরার্দ্ধ)

“তান সংগ্রহ” শ্রীরতন জনকার রুত

১ম ভাগ—৩।০ ২য় ভাগ—৩।০ ৩য় ভাগ—৫

ভাতখণ্ডে সঙ্গীতশাস্ত্রে

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি খিওরী (হিন্দী অনুবাদ) ও ৫৪ রাগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মূল্য—৫

আর. বি. দাস—কলিকাতা-১

সংগীতসুধাকর শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র সান্ন্যাস

গানের মুকুল-১৥০

সুর-বাণী-২৥০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা হিন্দী ভাষায় রচিত ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাথমিক বাস্তব জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবাণী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী সমৃদ্ধ কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি বিয়াল্লিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সম্মিলিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাঙ্ক ২৪৩৬

নব কলেবরে প্রকাশিত হইল !

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের

ভূমিকা-সম্বলিত

★ গীত-দর্পণ ★

মূল্য-৪ টাকা।

উচ্চাঙ্গের খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি হিন্দী,

উর্দু ও বাংলা গানের এক বহুত্র সমাবেশ !!

আর, বি, দাস : কলিকাতা-১

আ-কারমাত্রিক স্বরলিপির ব্যাখ্যা

ও

প্রথম শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ

১। সঙ্গীতে সাতটি স্বর ব্যবহৃত হয় :—স, র, গ, ম, প, ধ ও ন। এই সাত স্বরে একটি সপ্তক হয়। কণ্ঠস্বর, তিন সপ্তক পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতে পারে—ত্রিসপ্তকের নাম উদারা বা খাদ, মুদারা বা মধ্য, তারা বা উচ্চ সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন স্বরের নীচে হ্রস্ব, উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ ও মধ্য সপ্তকের চিহ্ন নাই। যথা—

স, র, গ, ম, প, ধ, ন (মধ্য সপ্তক) স্, র্, গ্, ম্, প্, ধ্, ন্ (খাদ সপ্তক) স', র', গ', ম', প', ধ', ন' (উচ্চ সপ্তক)।

আড়াই সপ্তক পর্য্যন্ত যাহাতে কণ্ঠস্বর প্রকাশিত হয়, তাহার জ্ঞান নিয়মিত কণ্ঠসাধনা চাই।

২। ঐ সাতটি স্তম্ভ স্বরের পাঁচটি বিকৃত স্বর আছে, যথা—কোমল র=ঋ; কোমল গ=ঋ; কড়ি ম=ঋ; কোমল ধ=দঃ; কোমল ন=ণ অর্থাৎ সর্বস্তম্ভ ১২টি স্বর।

৩। মাত্রা:—যে কোন স্বর উচ্চারণ করিতে কি সময় লাগে=সেই সময়ের পরিমাণকে 'মাত্রা' বলে। প্রথম শিক্ষার্থী 'স্বরগম' অভ্যাস করিবার সময় ভূমিতে ঠিক সমকাল অন্তর ঠোকা মারিয়া, মাত্রা বা সুরোচ্চারণের সময় ঠিক রাখিবেন তাহা হইলেই মাত্রাজ্ঞান হইবে।

মাত্রার চিহ্ন=। (আকার) যথা—সা (এক মাত্রা) সা।, (দুই মাত্রা) সা-।, (তিন মাত্রা) ইত্যাদি।

অর্দ্ধ মাত্রার চিহ্ন=: দুটি অর্দ্ধ মাত্রা, যথা—সরা অর্থাৎ সঃ ও রঃ মিলিয়া একমাত্রা। চারিটি সিকি মাত্রা যথা—সরগমা। একটি অর্দ্ধমাত্রা ও দুইটি সিকি মাত্রা মিলিয়া এক মাত্রা যথা 'সঃ গঃ'। একটি দেড় মাত্রা ও একটি অর্দ্ধমাত্রা মিলিয়া দুই মাত্রা যথা—'রাঃ গঃ'।

৪। যখন কোন অনুষ্ঠানিক স্বর কোন প্রধান স্বরকে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র অক্ষরে এইরূপ লিখিতে হয়, যথা—^১রা, সা^২ ইত্যাদিকে। ইহাকে স্পর্শস্বর বলা হয়।

৫। তাল :—কেয়েকটি মাত্রার সমষ্টিকে 'তাল' বলে। কবিতায় যেমন ছন্দ, গানে তেমনি তাল। 'তাল' অর্থাৎ কালের বিভাগ। তাল নানাপ্রকার:—একতালা, দাদরা, তেতালা বা কাওয়ালী, চুংরী, বাঁপতাল, ধামার, তেওরা

ইত্যাদি। প্রত্যেক তালে এক বা ততোধিক আঘাত ও ফাঁক (অব্যক্ত আঘাত) থাকে। তালসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা চিহ্নিত হয়। ফাঁকের চিহ্ন '০' তালের যে স্থানে বিশেষ একটা বৌক পড়ে তাহাই সম অর্থাৎ +।

৬। প্রতি তাল-বিভাগের পর এইরূপে "।" ছেদ চিহ্ন বসে; এবং তালের এক আওর্দা অথবা ফের পূর্ণ হইলে "I" স্তম্ভ চিহ্ন বসে।

৭। স্বায়ীর প্রারম্ভে, যেখান হইতে রীতিমত তাল আরম্ভ হয় সেইখানে ও প্রত্যেক কলির শেষে এইরূপ 'II' যুগল স্তম্ভচিহ্ন বসে এবং যেখানে গান ও গৎ এককালীন শেষ হয় সেইখানে এইরূপ "II II" দুই জোড়া স্তম্ভ চিহ্ন বসে। স্বায়ীর আরম্ভে এইরূপ যুগল স্তম্ভ চিহ্নের বাহরে গানের যে অংশটুকু লিখিত হয়, তাহা কেবল গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিতে হয়, উহা আর দ্বিতীয়বার গাহিতে হয় না। কারণ প্রত্যেক কলির শেষে ঐ অংশটুকু এইরূপ " " কোটেশন চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

৮। পৌনঃপুনিক চিহ্ন এই { শুদ্ধ বন্ধনী; এবং পৌনঃপুনিকভাবে কংকগুলি সুর বাদ দিয়া বাইবার চিহ্ন এই () বন্ধ বন্ধনী যথা { সা রা (মা পা) ধা না }।

৯। পুনরাবৃত্ত ও পৌনঃপুনিককালে কোন সুরে পরিবর্তন হইলে শিরোনামে ব্রাকেটের মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলি স্থাপিত হয়। যথা [রা গা মা]

সা রা গা

১০। কোন এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষ ভাবে গড়াইয়া যায় তখন স্বরের নীচে মোড়ের চিহ্ন—এইরূপ কঃ যথা—গা জা

১১। স্বায়ীর যে পর্য্যন্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ভ করিতে হয়, সেই স্থানের শিরোনামে "II" যুগল দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা:—সা রা গা মা

১২। কল্পনের চিহ্ন সুরের নীচে " "



উনত্রিংশ বর্ষ

ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৫৯ সাল

৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গলাদেশে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের প্রসারতার উপায়

(শেষাংশ)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বাঙ্গলাদেশের সঙ্গীতগুণীদের বর্তমানে কর্তব্য কি, সে-সম্বন্ধেই আমরা এখন বলতে চেষ্টা করব। সঙ্গীতের বিশুদ্ধ রূপের অমূল্যলবণ বিস্তার সাধন করতে আমরা সকলেই চাই এবং এই চাওয়ার পীতি যদি সকলের মধ্যেই থাকে তবে সকল শিল্পীই মধ্যে একেবারে পরিবেশ সৃষ্টি করাকেও আমরা অবহেলা কবতে পারি না। বাঙ্গলাদেশের সকল শ্রেণীর সঙ্গীতকেই আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে, তবে সে বাঁচানোর মনোবৃত্তির পিছনে থাকা উচিত উচ্চাঙ্গ বিশুদ্ধ সঙ্গীতের প্রতি ভালবাসা। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নামটির বয়স খুব বেশী না হলেও উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের নাম বেশী প্রাচীন এবং এর আমদানী মোটেই আধুনিক নয়। নাট্যশাস্ত্রের (খৃষ্টীয় ২য় অথবা ৩য় শতক) জাতিগানের প্রসঙ্গ না হয় হেঁড়েই দিলাম,

কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম ৯ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বৃহদ্দেশীকাদের প্রবর্তিত মার্গ-পদ্ধতির কথাই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। বিবর্তন যখন বিশ্ব প্রকৃতিরই স্বভাব, তখন প্রাচীন সঙ্গীতধারার জগতেও হয়েছিল অনেক পরিবর্তন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাস্ত্রদেবের সমবেগে সঙ্গীত-জগতে এসেছিল এক পরিবর্তনের প্রবাহ। বেকটমুখী, বিজ্ঞারণা, বায়ানত্য, পুণ্ডরীক বিটল, রাজা রত্ননাথ রাগ-বিভাগেব জগতেও বিবর্তন-রীতিকে কম বড় অনুসরণ করেন নি। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে শুভঙ্কর হরিনায়ক, বিজ্ঞাপতি, লোচন কবি এঁরাও নূতন ধারার করেছিলেন প্রবর্তন। বর্তমানে উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে পরিবর্তনের গতি তো সক্রিয়ভাবেই আছে। উত্তর ভারতে মোগল রাজত্বের আমলে বিরাজ

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবন্ধিকা

পরিবর্তনের কথা সকলের কাছেই আছে সুপরিষ্কার। সুতরাং পরিবর্তন সকল যুগেই যখন স্বাভাবিক, তখন মতভেদেব অজুহাত দিখে সম্প্রদায় বা দল সৃষ্টি করায় কোন ফল নাই। বিশেষ কবে বাঙ্গলাদেশে গুণীদেব মধ্যে পারম্পরিক সহায়ুভূতিব ভাবকে এখন জাগিয়ে তোলা উচিত। সকল রকম সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আনতে হবে সহযোগিতাব মনোভাব ও গঠনমূলক পরিবেশের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতের সকল দিককে করা উচিত উদ্দীপিত। সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত গণ্ডীর মধ্যে কোন শিক্ষাই বেচে থাকতে পারে না, উদার ও অমুসন্ধিস্থ মন নিয়ে অথও ও সমগভাবে দেখতে হবে বাঙ্গলাদেশে বিস্তৃত সঙ্গীতের রূপ ও তার যথাযথ অমূল্যনকে। শাস্ত্র ও সাধনার মধ্যে যোগসূত্র বচনা ক'রে সঙ্গীতকলাকে করতে হবে পরিপূর্ণ ও সার্থক। নিজের আনন্দ ও উন্নতি কামনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও জাতির কল্যাণ-সাধনের দিকে থাকবে সঙ্গীত শিল্পীমাত্রের সজাগ দৃষ্টি। শিক্ষা ও সংস্কৃতিব পরিবেশের মধ্যে সঙ্গীত-সাধনা বেড়ে নেবে তার অভিমান, মাছুষের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সেবায় উদ্দেশ্যে সঙ্গীত-সাধনা হবে নিয়োজিত।

বাঙ্গলাদেশে সকল রকম সঙ্গীত ও বিশেষ ক'রে বিস্তৃত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অমূল্যনকে ও সর্বসাধারণের ভেতর ভাব কচিকে পাঁচিয়ে রাখতে গেলে আমাদের মনে হয় নিম্নলিখিত উপায়গুলিকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য—দলাদলির মনোভাবকে বিসর্জন দিয়ে আমরা সঙ্গীতকে দেখব জাতীয় ও আমাদেরই ভাবতবর্ষীয় সম্পদ হিসাবে। কোন জাতি বা সীমায়িত দেশ-বিশেষের এ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

উপায়গুলি যেমন,

(১) বাঙ্গলাদেশে সমস্ত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ও বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞানকুশলীদের নিয়ে অসাম্প্রদায়িক একটি 'সঙ্গীত-আলোচনা বৈঠক' (Music Accademy) তৈরী করা।

(২) উচ্চাঙ্গ বিস্তৃত সঙ্গীতের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সহজ সরলভাবে—যাতে বাঙ্গলাদেশের সর্বসাধারণ ভারতীয় শিক্ষা হিসাবে সঙ্গীতকে গ্রহণ করে।

(৩) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও তার প্রতি রুচিসম্পন্ন করতে হলে কাব্যসৌন্দর্যপূর্ণ বাঙ্গলা গান বচনা করা ও সেই বাঙ্গলা-গানকে বিস্তৃত বাগের মাধ্যমে গাওয়া ও সর্বসাধারণকে শোনানো।

(৪) নবমুঠ 'সঙ্গীত আলোচনা বৈঠক' বা Music Accademyর তত্ত্বাবধানে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরের ব্যবস্থা করা ও তাতে বাঙ্গলা রাগসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরও পরিবেশন করা।

(৫) বাঙ্গলাদেশে সকল শ্রেণীর সঙ্গীতকেই অব্যাহত রাখতে হবে, কিন্তু যে কোন শ্রেণীর সঙ্গীতের সাধকদের স্বব ও রাগসৌন্দর্য ও সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ছন্দ ও তালের সুপরিষ্কার পরিচয় লাভের জন্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষা লাভ করা উচিত।

(৬) মিউজিক একাডেমীর মারফতে মাঝে মাঝে সঙ্গীত বৈঠকের প্রারম্ভ সঙ্গীতশাস্ত্রীদের দিখে সহজবোধ্য ভাবে বিভিন্ন সাঙ্গীতিক আলোচনার উদ্বোধন থাকবে।

(৭) মিউজিক একাডেমীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবেন বাঙ্গলাদেশের সকল শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পীরা এবং সঙ্গীত-পরিবেশনের আয়োজন হবে সকল শ্রেণীর গানের পৃথক পৃথক আসরের ব্যবস্থা ক'রে।

(৮) সকল শ্রেণীর শিল্পীদেরও ঔপপত্তিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং তার জন্ত একাডেমীতে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সঙ্গীতের ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকবে।

(৯) একাডেমী মাঝে মাঝে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সত্যিকারের সঙ্গীতগুণীদের আহ্বান করে আসরের ব্যবস্থা করবে এবং একাডেমীর সভ্য ছাড়াও যারা যথার্থ সঙ্গীতপিপাসু ও শিল্পী তাদের বিস্তৃত ধারসঙ্গীত শোনার সুযোগ সুবিধা থাকবে।

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবন্ধিকা

(১০) একাডেমীর একটি মুখপত্র থাকবে এবং তাতে বাঙ্গলাদেশের ছাড়াও বিভিন্ন দেশের গুণীদের চিত্তাশীল প্রবন্ধ স্থান পাবে।

(১১) বাঙ্গলাদেশে যে-সকল সঙ্গীত-অধিবেশনের আয়োজন হয়, তার ওপর পরিপূর্ণ অধিকার থাকবে এই একাডেমীর। পক্ষপাতিত্বের স্থান সেই সব অধিবেশনের আয়োজনে থাকবে না, এবং অধিবেশনগুলি হবে শিক্ষামূলক।

(১২) সবভারতীয় সঙ্গীত অধিবেশনে সকল দেশের গুণীদের থাকবে সমান অধিকার সঙ্গীত পরিবেশনের বেলায়। এ ছাড়া বছরে একবার প্রাদেশিক অধিবেশনেরও থাকবে আয়োজন, এবং সে-অধিবেশনে প্রদেশের বিভিন্ন কণ্ঠ ও সঙ্গীতের এবং নৃত্যশিল্পীগণই করবেন যোগদান ও দেখাবেন তাদের কলা নৈপুণ্য।

(১৩) বেতার যন্ত্রের মারফতে আধুনিক গানের মত উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্তানী ও রাগসঙ্গীতেরও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে এবং এর জুড়ে বেতাব-কর্তৃপক্ষগণকে বুঝাতে হবে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেব প্রচলনকে যদি তাঁরা শিল্প হিসাবে স্থান দিতে অস্বীকার না করেন, তবে তার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বেতার মারফৎ অবশ্যই থাকবে। এ ছাড়া সঙ্গীতের ঐতিহাসিক আলোচনার (বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত) নিয়মিত ভাবে বেতারে ব্যবস্থা থাকবে। কোন একটি সঙ্গীতিক বিষয়-বস্তু নিয়ে দু-তিন জনের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থাও বেতারে থাকবে।

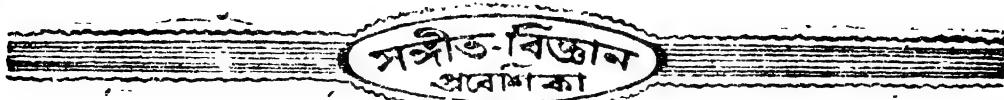
(১৪) একাডেমীর পরিচালনাধীনে একটি বিজ্ঞান্য থাকবে, কম পারিশ্রমিক নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে

সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীতের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিশেষ থাকবে।

(১৫) মাঝে মাঝে সকল শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পীদের নিয়ে বাঙ্গলাদেশে সঙ্গীতের বিস্তৃত রূপকে অন্যত্র বাখার জুড়ে আলোচনা বৈঠক আহ্বান করা হবে। এবং সর্বসাধারণের জ্ঞানার জুড়ে দৈনিক ও মাসিক ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকাগুলিতে আলোচনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে।

(১৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনে বিভিন্ন কলেজ স্কুলগুলিতে যাতে সুনির্দিষ্টভাবে সঙ্গীতাহুশীলনের ব্যবস্থা থাকে সেজুছে সেই সেই প্রতিষ্ঠান-গুলিরও বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের কর্তব্য-বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। অপরাপর প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে স্কল ফাইনাল, ইন্টারমিডিয়েট, বি.এ. ও এম.এ. প্রভৃতি ক্রাশে সঙ্গীতের বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং এম.এ. ক্রাশের ছাত্রদেরও যথার্থ সঙ্গীতশাস্ত্রীদের যাতে কলিকাতা বিদ্যালয়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণার Research বন্দোবস্ত থাকে তার জুড়ে বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

এ উপায়গুলি মোটামুটিভাবে উপস্থাপিত করা হোল মাত্র। এই উপায়গুলিকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করার জুড়ে বাঙ্গলাদেশের সত্যিকারের সঙ্গীতগুণী ও সঙ্গীত-শাস্ত্রীদের একত্র সমবেত হওয়া প্রয়োজন এবং যত কিছু আলোচনা হবে, সকলের পিছনে থাকবে সৌহার্দ্য মিলনের ও গঠনমূলক মনোভাব।



স্বরলিপি

কাপতাল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রেমিক আজ তোমার পায়	সোদাগর হ' সোদা কিয়া
বিছায় তার সকল পন,	চাহ্তা হ'
গ্রহণ ঠায় কবাই চাই	মে দে কর তুঞ্জে কুছ্ লিয়া
তোমার এই সমপন।	চাহ্তা হ'।
রতন সাপ আমার নেই	ন দৌলৎ মৈ মাগু'
আকিঞ্চন মত্বেব-	ন তস্মত্ মৈ চাহু'
শুখের দৌল না চাই আর	ন বাতৎ মৈ মাগু'
বিলাস রোল অনর্থেক।	মুসরৎ ন চাহু'
আমার ছুই জগৎ দেই	দো আলমনি ভারর কিয়া
তোমার পায় বিসজ্জন	চাহ্তা হু'
চরণ ছায় তোমার পায়	মে চরণোমে বংনা পিয়া
পরম ঠাই আকিঞ্চন	চাহ্তা হু'।
নয়ন জল সমুচ্চল	যে ঐর্থো কে মোতীয়ে
দাঁঘ স্থাস অশান্ত,	হল কি সিআহেঁ
আশার রূপকলির বাস	উমাদো কি কলিয়া জো
লাজুক প্রেম একান্ত।	খেলনে না পায়ে
তোমায় দান করেই নাথ	নজর যো হিলায়া জিয়া
সফল হয় হৃদয় মন,	চাহ্তাহু'।
অদৃষ্টের বিধান সব	যে হস্তা তিলে লোয়ে
জীবন বাগ তোমায় দেই	তক্দীরে লে লো
যে বন্ধন মায়ার হয়	অজল সে জোব্বায়ে'
মরণ ডোর মুহূর্ত্তেই।	রজল জীবৈ লেলো
নিজের হোক হে নিঃশেষ	মিটা কর যুদী অব জীয়া
মিলাও প্রাণ চিরন্তন।	চাহ্তা হু'।

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১ ॥
II সা I না-সা I রা-না I ধা-ধা I ধা-না I পমা-পা I পা-না I জমজরা I সা-না I
প্রো মি কি আ জ তো মা ব পা য় নি ছা ০ য় তা ব য় ০ ০ ০ ল ধ ন
সৌ দা ০ গ র হু সৌ ০ দা ০ কি রা ০ ০ চা ০ হু তা ০ ০ হু ০

সা I সা-না I মা-না I ধা-ধা I ধা-না I সা-সা I রা-না I ধা-ধা I ধা-না I ॥
জ হ গ না প্ ক বা ই চা ই তো মা ব এ ট স ম ব প য়
মৈ দে ০ ক ব ভুম চে ০ ক ড় লি রা ০ চা ০ হু তা ০ হু ০

রা I না-সা I জা-না I রা I রা-না I সা-না I পা I জা-পা I ধা-না I ধা-না I পা-না I
র ত ন্ সা ধ্ আ মা ব নে হ য় কি ন্ চ ন্ ম হ হু চে ১
ন দৌ ০ ল ২ মৈ মা ০ গু ০ ন হ শ্ ম ২ মৈ চা ০ হু ০

সা I না-সা I জা-না I রা I রা-না I সা-না I না-সা I জা-না I রা I রা-না I সা-না I
জ থে বু দৌ ল্ না চা হ আ র বি লা স বো ল অ ন ব পে র
ন বা ০ হ ২ মৈ মা ০ গু ০ ম স ব র ২ ন চা ০ হু ০

সা I সা-গা I গা-না I মা-ধা I পা-না I পা-না I না-না I সা-না I রা-না I সা-না I
আ মা ব হু ই জ গ ত দে ই তো মা ব পা য় বি স ব্ জ ন
দৌ আ ০ ল্ ম গি ছা ০ র র কি রা ০ চা ০ হু তা ০ হু ০

সা I জা-জা I রা-না I গা-গা I ধা-না I পা-না I মা-না I জা-না I রা I সা-না I সা-না I ॥
চ র গ ছা র তো মা র পা র প ব ম ঠা ই আ কি ন্ চ ন
মৈ চ ব গৌ ০ মে র হ না ০ পি রা ০ চা ০ হু তা ০ হু ০

সা I সা-না I সা-রা I রা-না I রা-না I রা-না I জা-না I জা-না I জা-না I জা-না I
ন র ন জ ল স মু চ্ ছ ল দৌ র ধ ধা স অ শা ন্ ত ০
বে জী ০ খৌ ০ কে মো ০ ভৌ ০ রে হ ল্ কৌ ০ সি আ ০ হৌ ০

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

জ্ঞা I রজ্ঞা মা। মা-না মা। মা-না। মপা গমা মা। গমা পা। পা-না পা। পধা গপা। পা-না।
 আ শা ০ বু দ প ক লি বু বা ০ ১ ০ লা জু ০ ক প্রে স এ কা ০ ন ত ০
 উ মা ০ ০ দো ০ কি ক লি যা ০ ০ ০ জো খি ০ নে ০ ন পা ০ যে ০

পা। মা পা। গদা-না দা। পদা গা। গা-না গা। গা সর্গা। দগা সর্গা। সর্গা-না। সর্গা-না।
 গো মা য দা ন ক বে চ না ণ স ফ ল ত য দ দ য ন ন
 ন জ বু যে ০ চি লা ০ যা ০ দি যা ০ চা ০ হ্ তা ০ হা ০

সা I পা-না। পা-না পা। পা-না। পা-না ধা। মপা ধা। ধা-না ধা। পমা গমা। রা-না।
 অ দ ষ্ টে বু বি ধা ন স ব জা বা ন বা গ গো মা ০ ০ য দে টে
 যে চ স্ তা ০ তি লে ০ লো ০ যে ত ০ ক্ দী ০ রে লে ০ ০ লো ০

রা I সা রা। মা-না পা। রা মা। পা-না ধা। মা পা। ধা সর্গা সর্গা। সর্গা-না। সর্গা-না।
 যে ব ন ধ ন মা বা বু চ য্ ম র ণ ভো ব মু ত বু তে টে
 অ জ ল্ সে ০ জো বা ০ যে ০ র জ প্ জী ০ বে লে ০ লো ০

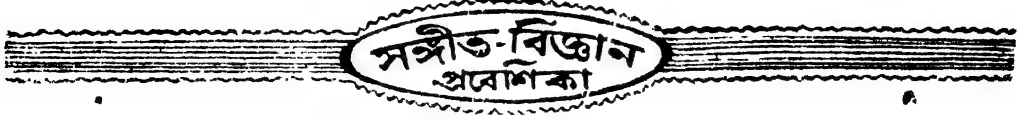
সর্গা I না সর্গা। রা-না গা। ধা-না। ধা-না গা। পধা গগা। ধা-না গা। গধা-না। পা-না
 নি জে র হো ক্ হে নি : শে স্ মি লা ও প্রা ণ চি ব ন্ ত ন
 মি টা ০ ক র য় দী ০ অ ব জি যা ০ চা ০ হ্ তা ০ হ্ ০

মূল উর্দু গানটি শ্রীমতী ইন্দিরা মালহোত্রের লেখা সংকৃত ভূজঙ্গপ্রয়াতের কদমে রচিত। বাংলা অম্ববাদে আমি ভূজঙ্গপ্রয়াতের “লদু গুরু গুরু” এ বিজ্ঞাস বজায় রেখেছি ৮সত্যোক্তনাথ দত্ত প্রদর্শিত পন্থার—অর্থাৎ যুগ্মধ্বনিকে গুরু ও অযুগ্মধ্বনিকে লঘু করে। বাংলার এ চল্লের নাম “প্রাশনী চল্ল” দেওয়া হয়েছে। ইতি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

দেশ

শ্রীমনীগোপাল চট্টোপাধ্যায়

দেশ বর্ধা ঋতুর রাগ। আরোহণে রে ও ধা বর্জিত, অবরোহণ সম্পূর্ণ। উভয় নিখাদ ব্যবহার হয়। বাদী পঞ্চম, সংবাদী রেখাব। অবরোহণে কোমল নিখাদ লাগে। আরোহণ—সা রা মা পা না সর্গা; অবরোহণ—সর্গা গা ধা পা মা গা রা গা সা। জাতি—ওড়ব+সম্পূর্ণ। কেহ কেহ আরোহণে কোমল গাঙ্কার স্পর্শ করেন।



মণিপুরী কীর্তন

শ্রীপরমেশ সিংহ বি. এ.

মণিপুরী নৃত্য সঙ্কে আজ কলাবসিক সমাজে একটা ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই মণিপুরী নৃত্যের সঙ্কে অ-মণিপুরী সমাজের কোন পবিত্র ধারণা নেই বললেই হয়। তাই আজ এই মণিপুরী নৃত্যের পটভূমিকা সঙ্কে দু'একটা কথা আলোচনা করা আশা করি অপ্রাসংগিক হবে না।

মণিপুরী নৃত্যের অচ্ছেদ্য আত্মসংগিক হিসেবে মণিপুরী কীর্তন ও মণিপুরী পোলের কথা উল্লেখযোগ্য। কারণ মণিপুরী নাচ সাধারণতঃ সমবেত কণ্ঠের কীর্তন ও খোলবাদকদের খোলের মিষ্টি খোলের সংগেই হয়ে থাকে। মণিপুরী কীর্তন বলতে অনেকেই মণিপুরী ভাষায় রচিত কোনো দুর্বোধ্য ধরণের সংগীতের কথাই চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু মণিপুরী বাস বা ঝুলন নৃত্যের সময় ও অগাচ্ছ উৎসবে মণিপুরীরা যে কীর্তন গান করে তার প্রায় অধিকাংশই প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত পদকর্তা মহাজনদের গান। জয়দেব ও অচ্যুত একজন কবির রচিত কিছু সংস্কৃত গানও মণিপুরী কীর্তনে অঙ্গীভূত। অজ্ঞাতনামা অনেক পদকর্তার বাংলা কীর্তন গানও মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত আছে যার রচনা-মাধুর্য্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কে অম্লসন্ধিঃ সুধীজন এ সঙ্কে অম্লসন্ধান করে দেখলে রীসার্চের অনেক পোরাক পাবেন, সন্দেহ নেই।

মণিপুরীরা যে কীর্তন গায় তার কথা বাংলা হলেও তাকে মণিপুরী কীর্তন বলার বিশেষ অর্থ আছে। কারণ মণিপুরীদের কীর্তন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বাংলা কীর্তন থেকে আলাদা। যদিও মূলতঃ এগুলো মণিপুরী বা বাঙালীদের কাছে শিখেছিলো তবু পাঁচ-ছয় শতাব্দী ধরে এগুলো শিরকুশলী মণিপুরী সমাজের কিশোর কিশোরীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে হয়ে তাদেরই একটা নিজস্ব

ছাঁদে বিকাশ লাভ করেছে। অর্থাৎ মণিপুরীরা ওগুলো বাঙালীদের কাছ থেকে ধার করলেও নিজস্ব শিল্প-প্রতিভার বলে নিজস্ব করে নিয়েছে। এখানেই নিঃসন্দেহে মণিপুরীর রুতিম্ব।

মণিপুরী কীর্তনের দু'টি ঢঙ। একটি কম্পন-বহুল টানা ছাঁদের। সাধারণতঃ আক্ষেপ বা বিরহজনক গানে, ও গভীর প্রেম, ভক্তি ও আত্মনিবেদনের ভাবমূলক গানে এই ঢঙের সমধিক চলন। মণিপুরী কীর্তনের এই ঢঙে অনেকটা কণ্ঠটকী সঙ্গীতের আদল দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই ঢঙ অ-মণিপুরী ব্যক্তির পক্ষে শেখা গত্যন্ত অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। স্বরলিপিতেও এই ঢঙের কোনো নির্দেশ দেওয়া এক রকম অসম্ভবই। কাবণ স্বরলিপি করতে গেলে তা এতো জটিল হবে যে, স্বরলিপি থেকে গান তুলে শেখার মজুরী পোষাবে না। যারা এই ঢঙের গান শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই আমার কথার যুক্তিবত্তা স্বীকার করবেন। কাজেই এই ঢঙের গানের সঙ্কে যারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান তাঁরা আমার সঙ্গে পত্রালাপ করে সাক্ষাৎ করলে আমি তাব ব্যবস্থা করতে পারি।

দ্বিতীয় ঢঙের গান সাদামাঠা সুরের সহজ গান, কিন্তু সুরের গান্ধীর্ঘ্য ও মনোহারিত্বে অতুল্য। রবীন্দ্র-সংগীতে এই ঢঙের কিছু কিছু গান আছে। যেমন “চিত্রাঙ্গদা” নৃত্যনাট্যের “রোদন ভরা এ বসন্ত” “বিনা আভরণে সাজি” ও “যে ছিল আমার স্বপনচারিণী” প্রভৃতি গান। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ তাঁর “রবীন্দ্র সংগীত” নামক আলোচনা গ্রন্থে এই ঢঙের গান সঙ্কে বলেছেন যে, কবিগুরু এই ঢঙে শেখেন যশোহরের মধু কাইন নামীয় কীর্তনীয়ার গান থেকে। মধু কাইনের কোনো গান শোনার সৌভাগ্য আমার অবশ্য হয়নি।

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রদর্শিকা

কিছু মিছে মণিপুরী বসে আমি ছোট গলায় বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের অধরণের গানের সঙ্গে মণিপুরীদের রাসকীর্তন ও বুলন কীর্তন গানের চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে কবিগুরু ছদ্মিত থাকতে কয়েকজন মণিপুরী শিল্পীকে শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শেখাবার জুজ্ঞা নিয়োগ করেছিলেন। তাদের মুখে মণিপুরী কীর্তন গান

শোনাব তাঁর যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিলো। কাদের কবিশুরু কে ধরণের গান মণিপুরী কীর্তনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রচনা করেছিলেন বললে বোধ করি ভুল বলা হবে না। নীচে এই চব্বের দুটি মণিপুরী কীর্তনের স্বরলিপি দিচ্ছি। গানগুলো স্বরে আঙুলেই আমাব কথাব সত্যতা উপলব্ধি হবে।

১ম গান

স্বব দেশ-বড়হংস-সাবং মিশ : তাল-—মণিপুরী 'চালী'*

আতর গোলাপ সুগন্ধি চন্দন
শ্রীদাসমণ্ডলী মধ্যে মিছে ঘনে ঘনে ॥
কেয়া সুরেকতকী লবংগ মানাতী
যাতি যথি শেফালিকা গন্ধবাজ মল্লিকা ॥
তুলসীদাম সুগন্ধ বিভাল
তবি চন্দন চচিত কেতকী ফল।
মনোবর গংগা উপবনে বনে
যথা তথা শ্রীনাথ মাধব সংগে বৃন্দাবনে
দরশন পদশন কেলি সুবংগে জয় বৃন্দাবনে।

॥

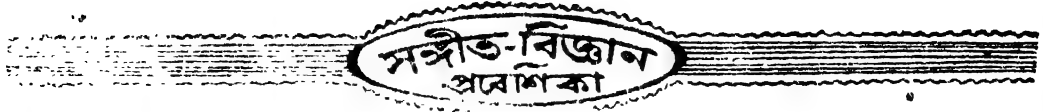
II রা-না গা-মা । গা-রা । রা-না । রা-রা রা-রা । রা-গা । রা-সা ।
আ ০ ত র গো লা প ০ স্ব গ্ন ধী চন্ দ ০ ন ০

সা সা সা ধা । সা সা । সা রা । গা মা পা মা । গা মগা । রা-সা ॥
ত্রি রা স মণ্ ড লী ম ধো গ্নি চে ঘ নে ঘ ০ ০ নে ০

* মণিপুরী 'চালি' তাল ৮ মাত্রার। কাহারবা কার্ফা তালের সমগোত্রীয় হ'লেও এর কদম ৪+২+২ হওয়ায় এ'ব চলন আলাদা। প্রথম মাত্রায় এর সম্। এ তালটি মণিপুরী নাচের একেবারে প্রাথমিক শিলাংগের। সাধারণো প্রচলিত মণিপুরী খোলের ঠেকা হচ্ছে—

+ ২ ৩
গ্নি তে ইন্ তাত্ । তাত্ গেই । ঘিনা গেই I
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

নাচের সময় নাচের ভংগীর সংগে ওস্তাদরা অবশ্য বোলের অনেক রকম বৈচিত্র্য দেখিয়ে থাকেন—যার নির্দেশ পাদটীকায় দেওয়া সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে বারাস্তরে আলোচনা করবো।



ରୀ ରଗା ଶା ଶା । ଶା -ନୀ । ଶନା -ଧା । ଧା ନା ଶା ଶରୀ । ଶରୀ -ନୀ । ରଗା -ରଗା ।
କେ ଷା ୦ ଷ୍ଟ କେ ତ ୦ କୀ ୦ ୦ ଲ ବଢ୍ ଗ ଯା ଲ ୦ ଡୀ ୦ ୦

ରୀ ରଗା ଶରୀ ରୀ । ଶା -ନୀ । ଶନା -ଧା । ଧା ନା ଶା ଶରୀ । ଶରୀ -ନୀ । ଶରୀ -ଗରୀ ।
କେ ଷା ୦ ଷ୍ଟ କେ ତ ୦ କୀ ୦ ୦ ଲ ବଢ୍ ଗ ଯା ଲ ୦ ଡୀ ୦ ୦

[ମା ମମା]

। ମନା ଶା ନା ଶା । ଧା ମନା । ଧା ମା । ମଗା ମା ମା । ମା -ମଗା । ମା -ମା । II
ମା ଶି ଷ୍ଟ ଧି ଶେ ଫା ଲି କା ଗନ୍ ଧ ରାଜ୍ ଷ୍ଟ ଲି ୦୦ କା ୦

। ମା ମା ମା -ମା । ମରା -ମା । ମା ରଗା । ରା -ନୀ ରଗା ମଗା । ମରା -ନୀ । ରା ମା ।
ଡ ନା ମା ୦ ନା ୦ ଯ ଷ୍ଟ ୦ ଗ ନ୍ ଷ୍ଟ ୦ ବି ତୋ ଲ୍ ହ ରି

[ରା -ନୀ -ନୀ]

ମା -ମା ମା ମା । ମା -ନୀ । ମଗା ମା । ମା -ମା ମା ମା । ମରା -ନୀ । -ମା -ନୀ । I
ନା ନା ନା ନା ନା ନା ନା ନା କେ ୦ ତ କୀ ଷ୍ଟ ୦ ୦ ଲ୍

ରୀ ରଗା ଶା ଶା । ଶା -ନୀ । ଶା -ନରନା । ଧା ନା ଶା ଶରୀ । -ନୀ ରଗା । ଶରୀ -ମା । I
ମ ରୋ ୦ ବ ବ ଗ ଷ୍ଟ ଗା ୦୦୦ ଉ ପ ବ ନେ ୦ ବ ୦ ନେ ୦

-ନୀ -ନୀ -ନୀ । ରୀ -ଗା । -ମା -ଗରଗା । ରୀ ରଗା ଶରୀ ରୀ । ଶା -ନୀ । ଶା -ନରନା । I
୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦୦୦ ମ ଗୋ ୦ ବ ର ଗ ଷ୍ଟ ଗା ୦୦୦

ଧା ନା ଶା ଶରୀ । -ନୀ ରଗା ଶରୀ -ମା । -ନୀ -ନୀ -ନୀ -ନୀ । -ନୀ -ନୀ । -ନୀ -ନୀ । I
ଉ ପ ବ ନେ ୦ ବ ୦ ନେ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦

ନା ଶା -ନା ଧା । ଗା -ଧା । ମା -ଧା । ମା -ନା ମା -ନା । -ନୀ -ନୀ । -ନୀ -ନୀ । I
ଧ ଧା ୦ ତ ଧା ୦ ଶ୍ରୀ ୦ ରା ଧା ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

গা -মা -পা -মা | গা -মা | রা -গা I মা -রা সা | -গা | রা -গা I
মা ০ ধ ব স ০ঙ্ গে ০ র ন্ দা ০ ০ ব নে ০

{ রা গা মা পা | পা পা -গা -ধা I পা -গা মা -মা | রা গা সা সা I I
দ র শ ন প ব শ ন কে ০ লি ঞ ০ রঙ্ গে ড য

[রা -মা]

রা -রা -রা -রা | -গা | রা -রা } II
র ন্ দা ০ ০ ব নে ০

২য় গান

সুব—আলাইয়া বিভাস মিশ্র : তাল—চালী

রি স্বতৃপতি বিহবই ।

ভুলাল লবংগ নাগেশ্বর চম্পা ফুলে ॥

বৃন্দাবনে প্রফুল্লিত

শারী শুক পিক

যমুনা পুলিন বনে

শ্রীরাসমণ্ডলী মধো

কোকিল পঞ্চম ধরে ॥

ডালে বসি' শারী

জয় জয় রাধা বলে'

'গাম্ভাডালে বসি' কোকিল

জয় বংশীধারী ।

জয়রে রাধা জয়রে কৃষ্ণ

অন্যে অন্যে প্রশংসিলা রাসের মাধুরী ॥

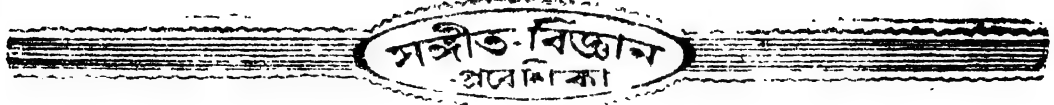
II সা -রা -গা -পা | -গা -রা | পা -রা I -গা -রা -গা | -মা -রা | গা -রা |
রি ০ ০ ০ ঞ ০ তু ০ প ০ তি ০ দি ০ ই ০

॥

রা -গা -সরা -সা | সা -রা | -রা -রা I পা -রা পধা -ধা | -রা -রা | পধা -ধা |
র ০ ০০ ০ ই ০ ০ ০ হ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধা -রা -পা -রা | পা -ধা | -না -ধপা I ধা -রা -পা -গা | গা -রা | পা -রা |
ল ০ ব ঙ গ ০ ০ ০০ না ০ গে ০ ধ ০ র ০

গা -রা -রা -রা I সা -রা সা -রা | II
চ ম পা ০ ০ ক ০ লে ০



না না গা না । না না । সা-রা । গা না না না । গা মা । গমগা রা ।
 ০ ০ জ ০ ০ য় বে ০ রা ০ ০ ০ ধা ০ ০০ ০

না না রা না । না না । রা গা । গা রা সরা রা । সা না । না না ।
 ০ ০ জ ০ ০ য় বে ০ ক ০ ০০ য় ধ ০ ০ ০

না না পা পা । গা না । না না । গা না । না না । না না ।
 ০ ০ অ ছে অ ছে ০ গা ০ গা ০ গা ০ গা

পরা রা পা না । না না । না না । পা না রা গা । পরা পা । পা মগা ।
 ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা ০ সে ০ ০ ০ ০ মা ০০

• গা পা মা গা । রা সা । না না ।
 ধ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

নামসব "তলাল সবংগ নাচের চ'পাকপে" গেয়ে ধবড়ে হবে।

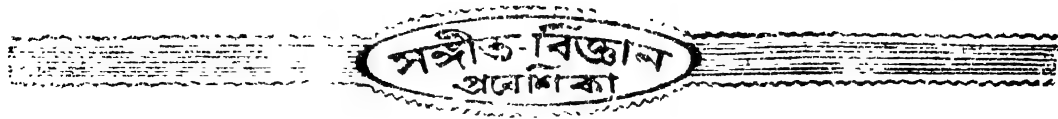
(পূর্ণাপর মণিপুরী নাচের ওস্তাদরা প্রায়ই অল্প শিক্ষিত, অনেকে সম্পূর্ণ নিদক্ষর। তাই তাঁদের মুখে পুরুষাত্মকমে শ্রমিকজীব সাহায্যে শেখা গানের কথা কিছু কিছু বিকৃতি ঘটেছে। তবে সে রকম ভুল নয়। আমি যথাসম্ভব শুধু পাঠ সংকলন করেছি। ত'এক ক্ষেত্রে এ সমস্ত গানের পাঠান্তর থাকতে পারে। যেমন "রি স্তম্ভতি বিহবহ" গানের ১৩তম পংক্তির "বন্দাবনে প্রকৃতিত"র স্থলে ত'এক জায়গায় আমি 'বন্দাবনে প্রকৃতিত' এ রকম পাঠও শুনেছি। গানগুলো বরাগের নামও প্রায় কোনো ওস্তাদই জানেন না। আমি নিজের ধারণা থেকে নামকরণ করেছি। ভুল হ'লে প্রমজ্ঞা সম্মুখে নেবেন।)

উপরে যে গানগুলোর স্বরলিপি তা সবই অজ্ঞাতনামা কবির রচিত। কিন্তু এগুলো পুরুষাত্মকমে মণিপুরীরা তাঁদের রাসলীলার সময় গেয়ে আসছে। কাজেই

গানের প্রাচীনত্ব সন্দেহ কববার কিছু নেই। এ সমস্ত গানের রচয়িতা কে বা কাঁবা জানিনে সত্য, কিন্তু তাঁদের বচনার পদ-শালিতা ও রাগ-মাধুর্য আভ্যুত আমাদের মনে সধম জাগায়। তবু শুধু গান শুনে এর পুঁথোপুঁথি মৌল্যের দাবী করা সম্ভব হবে না। কারণ ওগুলো নিকপম নাচের সংগতে মণিপুরী খেলের চলোচ্চল বোলের তালে বাধা। "নৃত্যং গীতং বাদ্যং"—এই তিনের জুড়িতেই এই পরিপূর্ণ প্রকাশ।

পরিশেষে একটি কথা কপুল কবা দবকার যে, আমার প্রবন্ধে উল্লিখিত দুটি গানের স্বরলিপি ক'বে দিয়েছেন আমার স্ত্রী শ্রীদেবলা সিংহ।

যাক! অল্পকল্প হ'লে এককম মণিপুরী কীতনের আবণ্ড স্বরলিপি প্রকাশ কববার হ'ল্লে বহ'লো। মণিপুরী খোলবাদন সঙ্কেত অনেক আলোচনা করাব আছে। বারাস্তরে সে সঙ্কেত কিছু লিখবার প্রয়াস পাবো। নমস্কে সবেভো।



আগমীন

জাগো জননী জাগো,
 দু'মায়ে থেকোনা আর,
 দুঃখ-নিশি-অবসানে
 খোল গো বন্ধ দ্বার ।
 নবীন প্রভাতে উদিত পুন,
 তাসিছে রাডায়ে শাবদ-ভুবন,
 নবা-শেফালির পাপড়ি খসিয়া
 ছেয়েচে পথেব ধার ।
 খোল গো জননী মন্দির তব
 বন্ধ বেথোনা আন ॥

আনন্দময়ী ! চাহিনা তোমায়
 প্রশান্ত রূপে আজি,
 দশভুজা মাগো, এসো আরবার
 দশপ্রহরণে সাজি' ।
 দুঃখ-দানব—মানবের অরি—
 দাড়ায়ে বাহিরে শতরূপ ধরি',
 সন্তান তব তারি' ভুজপাশে—
 ডাকি তাই বারে বার ।
 খোল গো জননী মন্দির তব
 বন্ধ রেখোনা আর ॥

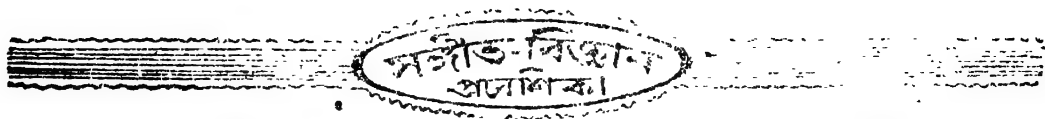
কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীজগৎ ঘটক

সঙ্খা -গা II সা -গা সদা । পদা পা মা I রমা -পদা পদা । -মপা -গা I
 জা ০ গো জা ০ গো ০ জ ০ ন নী জা ০ ০০ গো ০ ০০ ০০

মা মদা দপা । মা মদা দপা I মা -গা -স্খা । -গা -সা -গা I
 মা ০ পে পে কো ০ না অ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা সা সা । স্খা সা গা I সা -রা -রা । -জা -গা -গা I
 হ খ নি শি অ ব সা ০ নে ০ ০ ০

রা জা গা । পা -গা দদা I পদা -মপা -গা । -গা -গা -গা II
 ধো ল গো ব ন ধ দা ০ ০ ০ ০ ০ ০



না না II সা সা সা । গা দা-মা । মা গদা গা । গসা সা না ।
 ০ ০ ন বী ন প্র ভা তে উ দি ছে ত প ন

পা দা গা । সা রগা মজা । সা খা জা । খা সা না ।
 হা সি ছে রা গা ০ যে শা ব দ ভ ব ন

গা গা গা I গদা রগা না I পা -দা রগা । দগা দা পা I
 ঝ রা শে ফা লি বু পা প্ ডি খ ০ মি য়া

সা সা গা । সা মজা -রা I জা না না । না -সখা -গসা I
 ছে যে চে প থে র ধা ০ ০ ০ ০ ০ বু

সা খা মা । মপা পা পা । পদা -গদা গদা । গদা দা পা ।
 গো প গো ০ ০ ন না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা -দা সা । পা দগদা গা । সা না না । না না না II
 ব ন ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

না না II সা সমা না । মা মপা মা I জা মপা মা । জমা মপা -সা I
 ০ ০ মা ০ ০ ন দ ম যী চা ছি না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা গদা না । গা সা মজা I মপা -সখা সা । না না না I
 প্র গা ন ক ক পে খা ০ ছি ০ ০ ০ ০

সা জা মা । দা দা দা । মা দা গা । গদা সা না ।
 দ শ ভু জা মা গো এ গো মা ০ ব ব ব

পা গদা গদা । পদা মা-সা I মজমা -জমপদা মপা । না না না I
 দ শ প্র চ ব গে সা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০



সা - রা সা । গা গা দা । সা দা গা । -সা সা সা ।
 গ: ০ ৮ দা ৮ ৮ সা ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮

পা দা গা । সা রা জা । সা রা সা । জা রা সা ।
 দা জা য়ে ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮

গা - রা গা । -রা গা সা । পা দা গা । গা দা পা ।
 গ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮

সখা গা সা । -রা জা মা । জা -রা -রা । -জা -সখা -সা ।
 জা ০ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮

সা রা সা । মপা পা পা । পদা -গসা গা । গা দা পা ।
 গা ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮

পা -দা সা । পা দগসা গা । সা -রা -রা । -রা -রা -রা ।
 ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮

গান

শ্রীনিগয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বিদায় সুরে বাজে কেন	চন্দনের গোবলিতে
তাতার বোণাখানি,	ঘনায় বিষাদ ছায়া,
গন্ধীব ব্যথায় মিক্ত যে 'তাপ	ময়ন মনে ঢেঁঢ়ে ভরে'
হিয়ার গোপন বাণী !	মিনন অগ্নের মায়া ;
সে কোন্ নব ফাগুন দিনে	ফোটা ফুলের সুবাস লয়ে,
নিয়েছিল আমায় চিনে,—	'উদাস বায় বেড়ায় বয়ে,
অপন-জাগা আঁধার রাতে	ঝরা ফুলের বুকের সুবাস
পেলাম পরশখানি ।	ফিরবে না তা জানি ।



সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ ভাবে সঙ্গীত শিক্ষার উপায়

(শেষাংশ)

ত্রীরঞ্জিৎ গুহ

১০। গান গাইতে হলে কী কী থাকা এবং করা প্রয়োজন? অধ্যবসায়, ইচ্ছা বা আগ্রহ, চেষ্টা, বৈধা ও নমনতা। নিয়মিত দৈনিক অভ্যাস, মনোযোগ সহকারে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ শ্রবণ করা, বৃকবার স্তম্ভ চেষ্টা করা, ভালভাবে বুঝে নেওয়া এবং ঠিক সেইভাবে তৈরী করা। কথা, বাণী, সুর, লয়, তাল প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। Practical এবং Theoretical উভয়ই জানা ও বোঝা। নিয়মিত স্বরলিপি চর্চা করা এবং প্রত্যেক গানের সুর ও তাল এবং তার প্রত্যেক ঠেকা জানা বিশেষ প্রয়োজন।

১১। গান ও তাল সাধারণতঃ কত প্রকারের? সাধারণতঃ কি কি তালে গান গাওয়া হয়? কোন তাল কত মাত্রার? লয় ও তাল কাহাকে বলে?

গান :— অঙ্গদ, খেরাল, হুংরী, ভজন, কীর্ত্তন রামপ্রসাদী, রবীন্দ্র সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, আধুনিক, বাউল, মালগী, ঝুমুর, ভাটিয়ালী, জারী প্রভৃতি।

তাল :—ত্রুতাল, ধামার, তেওট বা তেওরা, সুরফাঁক, আড়াঠেকা আড়া-চৌতাল, পঞ্চম-সোয়ারী ঝাপ বড় এবং ছোট দশকুশী, যৎ, কার্কা, ত্রিতাল, একতাল দাদরা প্রভৃতি। সাধারণ গান সাধারণতঃ কার্কাতেই বেশী হয়। তারপরে ত্রিতাল, দাদরা ও একতাল হয়।

কয়েকটা তালের ঠেকা ও মাত্রা :—

ধামার—১৩ মাত্রা—ক তে টে থে টে ধা গ দি নে
ধি নে ভা

তেওরা—৭ মাত্রা—ধা খেডে নাক গদ দি খেডে
নাক।

ঝাপ—১০ মাত্রা—ধি না ধি ধি না তি না তি তি
না

ছোট দশকুশা—৭ মাত্রা—ঝাধি নাধি তাধি নাধি

ঝাপ্তক গুরু ঝিক্তা ভাতাতাতা (খোলের বোল)

চৌতাল—১২ মাত্রা—ধা ধা ধুন না কৎ তাগে ধুন
না তেটে কতা গদি ঘেনে

ত্রিতাল—১৬ মাত্রা—ধা বিন্ বিন ধা ধা বিন বিন
ধা না তিন তিন তা তেটে বিন বিন ধা

সুরফাঁক—১০ মাত্রা—ধা খেডে নাক দি খেডে
নাক গৎ দি খেডে নাক।

কাহারবা—১৬ মাত্রা—ধাগে নাগে তাগে বিন্
(৪ বার)

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রৱেশিকা

একতাল—১২ মাত্রা = ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে
থুন নানা কং ধিন ধাগে তেরেকেটে ধিন নানা

দাদ্রা—৬ মাত্রা = ধি ধি না না তি না

পঞ্চম সোয়ারী—১৫ মাত্রা = না ধেং তা না ধি ধেং
তা তেটে কেটে তাক তাকধি তাগধি কং

লয় ও তাল :—ঘড়ির পেণ্ডুলাম (Pendulum)
যেমন টক্ টক্ করে সমান গতিতে ঠিক একই ভাবে চলে
গীত বা বাজেরও ঠিক সেই গতিটিকে সমানভাবে চলার
নাম “লয়”। কয়েকটা মাত্রার সমষ্টিতে একটি তাল
হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তালের বিভিন্ন মাত্রার সমষ্টি।

১২। সম, ফাঁক কাছাকে বলে এবং সাধারণতঃ তালের
ভাগ কি কি করে হয়? গানের কোঁক যে স্থানে এসে
পড়ে তাকেই সম বলে (সমের চিহ্ন +)। সমের পূর্বের
তালকে প্রথম তাল বলে (চিহ্ন ১)। প্রথম তালের পূর্বের
তালকে ফাঁক বলে (চিহ্ন ০) এবং সমের পরের তালকে
তৃতীয় তাল বলে (চিহ্ন ৩)। এখানে ত্রিতাল ফাঁক
প্রভৃতি দিয়ে মাত্রা সহ তালের ভাগ করে দেখালাম :—

+ ৩ ০ ১

ত্রিতাল : | | | | | | | | | | | | | | | |

+ ০

কাহারবা : | | | | | | | |

+ ৩ ০ ১

একতাল : | | | | | | | | | | | |

+ ০

দাদ্রা : | | | | | |

বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, যে কোন তাল বা
মাত্রা থেকে গান বা গং আরম্ভ হ’তে পারে। তাহলেও
তার সম এবং ফাঁক সর্বদাই প্রত্যেকের গলার স্রের
ছোর অনুযায়ী ঝেল বা রীড ঠিক করে গান করা

বিশেষ প্রয়োজন। যাতে অন্ততঃ তারার গা মা এবং
উদারার মা পা পর্য্যন্ত গলার স্র ওঠা-নামা করতে
পারে অনায়াসেই।

১৩। প্রথমে কি গান শেখা প্রয়োজন? এবং
গান গাইতে কী কী দরকার? যদিও ধৈর্য্য, অধ্যবসায়
এবং বেশ একটু কষ্টকর ও সময়ের প্রয়োজন।
তথাপি প্রথম থেকে খেলাল গান শেখা প্রত্যেকের
উচিত। খেলাল গান তানপুরার সাহায্যেই গাওয়া
উচিত। একটু দীর্ঘ সময় লাগলেও এতে সব কিছু
তাল ভাবে শেখা ও আয়ত্ত করা এবং ভবিষ্যতে অল্প
সময়ের মধ্যেই অল্প যে কোন গান অতি সহজেই আয়ত্ত
করা যায়। তা ছাড়া ব্যাকরণের দিক দিয়েও বহু কিছু
জানা ও চেনা যায়। দৈনিক খুব ভোরে এবং সন্ধ্যায়
অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করে এক মনে অভ্যাস করা বিশেষ
দরকার। খেলাল গানের রাগ রাগিণীর অবরোহী
আরোহী (স্বরগ্রাম সাহায্য উপরের দিকে যাওয়া) এবং
(উপর হইতে নীচের দিকে নেমে আসা) স্বরগ্রাম,
গান গাইবার পূর্বে কয়েকবার তারার মা এবং উদারার
পা পর্য্যন্ত অভ্যাস করে নিলে ভাল হয়।



সঙ্গীত পারিজাত মতে ১২২টী রাগ-রাগিনী

(পূর্বাহ্নরতি)

শ্রীরমণীমোহন পাল

কুড়াই।

কুড়াই তীব্র-সোপেতা চাহরোহে - ম-নি -বজিতা।

গাঙ্কারোদগ্ৰাহ সংযুক্তা পঞ্চমাংশেন শোভিতা ॥

ধ-ষোরস্তুরেনৈব যত্রাবরোহণ মতম।

গাঙ্কারেণ বিহীন মোহযবরোহেচ্চিহ্নিতা ॥

রূপ।—

গপধসরিসনিপসগরিগসারিসসরিগপম-গধপমগরিগমারি
সগপগপধনিপসধপমগরিগগারিস ॥

জয়শ্রী।

কোমলাখ্যো রি-ধো যত্র গ-নী চ তীব্রসংজ্ঞিতো।

সঙ্গীততর সংজ্ঞা: স্ত্রাজ্জয়শ্রী নামকে পুনঃ।

আরোহণে রি-ধো-ন স্তো নি-স্বরোদগ্ৰাহমণ্ডিতে ॥

রূপ:—

নিসগরিগমপনিধপমগমগরিসনিসগরিসনীসগরি। গম
পম পম গরি সনৌপানীসা নীনৌগারি রিসনিস ॥

সোরটী

শ্রীরাগ মেলসমুতা সোবটী রি-স্বরোদগ্ৰাহ।

পঞ্চমাহুক্ষিতোপেতা রি-পর্যন্তং পুনঃপ্রথা ॥

স হুক্ষিতা ম-পর্যন্ত মগ্ৰস্থান ষড়জকা।

কৌমারী।

গৌরীমেলসমুতা ধৈবতোদগ্ৰাহ শোভিতা।

ধস্ত্রসাংশাইপি কৌমারী প্রায়শঃ কম্পিতাশ্রয়া ॥

রূপ :—

ধনিসরিগমগরিসনিধ। ধনিসরিস। গমপধ দিধপধ
নিধপগ মপমপ গমগরি সরিসধ নিধনীসগ ॥

নাদনামক্ৰিয়া।

নাদরামক্ৰিয়া গৌরীমেলোৎগম্মা ম-ভূষিতা।

ষড়জোদগ্ৰাহ চ নি-স্বসারোহে গঙ্কার বজিতা ॥

রূপ :—

সসসরিগমম্মাগমপধনিধপমপমমগ। সরিসস। গমগন
পমগরিসরিনিস সনিধপমপ মগমপমগ মগরিসরিসনি।
সরিসম্মগরি সরিসনিসরিমমমগ রিসরিস নিসরিমমগ মপ
ধনিধপধপমপমগমগরিস রিসনী কুড়াই। সরিসাগরি
সরিষ।

পুস্তক পরিচয়

স্বর বিতান (ধর্মসঙ্গীত : ৪র্থ ও ২২শ খণ্ড) স্বনামখ্যাত গায়কগণ আদি ব্রাহ্ম সামাজ্যের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিশ্বভারতী ৬০৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য ৪র্থ খণ্ড—৩।০ টাকা, দ্বাবিংশ খণ্ড—২।০ টাকা।

কবিগুরু রচিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এক সময়ে বাঙ্গালার সঙ্গীতভক্ত গণী সমাজের অতি প্রিয় ছিল। স্বর্গত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্রীমহেশ্বর মিত্র, ও শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

স্বনামখ্যাত গায়কগণ আদি ব্রাহ্ম সামাজ্যের উপাসনায় এবং নানাধি উৎসব ও সঙ্গীত অধিবেশনে এই সকল গান গেয়ে আমাদের সঙ্গীতে এক নব প্রেরণা দিয়েছেন। উক্ত দুই খণ্ডে প্রকাশিত গানের অধিকাংশই পুরাতন প্রসিদ্ধ কলাবিদগণের হিন্দী গানের অমূল্য রচনা। কয়েকটি মিশ্র রাগের গানে কবির নিজস্ব সুর কিছু দেওয়া আছে। সেগুলি সম্পূর্ণ হিন্দীভাষা না হইলেও আংশিক বলা যায়। ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে,

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতগুলি শিক্ষাদান ও প্রচারের যথেষ্ট এই বাণী ও সুরের চরম বিকাশ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-চেষ্ঠা হচ্ছে। হিন্দুস্থানী এবং পদ্ধতির সঙ্গীতের সুর, সঙ্গীতে। ঞ্জপদ, খ্যাল, টপ্পা, চুম্বী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর তাল ও ছন্দকে ভিত্তি করে, রবীন্দ্রনাথ যে অভিনব সঙ্গীত সুরের সমাবেশ দেখা যায় ৩র্থ ও ২২শ খণ্ডে প্রকাশিত সৃষ্টি করুলেন, তাকে কাব্য ও সুরের মিলন-তীর্থ বলা গানে। বিশ্বভারতী এই গানগুলি পুনঃ প্রকাশ করে যার। তাহার অসম্পূর্ণতা সুর পূরণ করে এবং সুরের সুষীলমাজের রূতজ্ঞতা অর্জন করুছেন।
অসম্পূর্ণতা ভাষা পূরণ করে। ইহার পরস্পর অবিকল্প।

—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ

বিগত ৬ই জুলাই শনিবার বার্ষিক উৎসব সন্ধ্যা ছয় করেন। অতঃপর অঙ্কগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয় ঘটিকায় ১০নং দি মল, দমদমহু এস, জি আর ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রায় ১ ঘণ্টাকাল গানভঞ্জন পালাকীর্তন করেন। উপস্থিত লিমিটেডের ৪র্থ বার্ষিক অমুষ্ঠান হয়। এই অমুষ্ঠানে জনমণ্ডলার বিশেষ অমুরোধে তিনি আরও কয়েকখানি ভঞ্জন ও বাংলা গান করেন। ইহার পর সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয় উচ্চাঙ্গ বিশেষ শ্রীতি প্রকাশ পূর্বক প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা সঙ্গীতাদি করেন। অধিক রাত্রে অমুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞপ্তি

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের নিকট আমাদের সন্কুঠ নিবেদন এই যে, সুদীর্ঘকাল যাবত নানারূপ অনুবিধার জ্ঞাত পত্রিকাটি নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইতেছিল না। এই কারণে, ভবিষ্যতে পত্রিকাটি যাহাতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় তজ্জন্ত এক্ষণে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম। এবং উক্ত বিলম্বকাল পরিপূরণের জন্ত আমরা কাস্তিক হইতে পৌষ ও মাঘ হইতে চৈত্র সংখ্যা দুই খণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আশা করি গ্রাহকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা পূর্বক অনুগৃহীত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সম্পাদক : শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও বাবী প্রজ্ঞানানন্দ।

পরিচালক : অধ্যাপক শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু, এম, এ



==গান ও স্বরলিপি পুস্তকের তালিকা==

১। সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা ও সঙ্গীত সোপান—শ্রীবীকেশ বিশ্বাস	মূল্য	টাকা
১ম ও ২য় ভাগ, প্রতি ভাগ	"	১২
২। রাগের গঠন শিক্ষা—৮দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত ১ম ও ২য়, প্রতি ভাগ	"	৬
৩। সঙ্গীত-বিকাশ (কানাডাকুণ্ড)—শ্রীকামের বসু	"	১/০
৪। সঙ্গীতকানন (টোন্সট্রিক)—শ্রীকামের বসু	"	১/০
৫। সঙ্গীত বিতান—(সারংসঙ্গ)—ঐ	"	১/০
৬। Music Indiana ইংরাজী স্বরলিপি শিক্ষার পুস্তক	"	১০
৭। সঙ্গীত প্রকাশ—গুণ্ডান কাদের বসু ১ম ও ২য় প্রতি ভাগ	"	৫০
৮। ধোকাধুকুর গান-বাজনা—শ্রীঅম্বুলচন্দ্র দাস প্রণীত	"	১০
৯। গীতিকুণ্ড—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেনমজুমদার প্রণীত	"	৫০
১০। গীতাকুর—শ্রীদয়রঞ্জন রায় প্রণীত	"	৫০
১১। তান-ভরঙ্গ—শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত	"	১০
১২। পূর্ণতান অঞ্জলী—শ্রীবিভূতিভূষণ গাঙ্গুলী প্রণীত	"	১০
১৩। সেনী গীতিমালা—শওকত আলী প্রণীত	"	১০
১৪। গীতঞ্জী—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত	"	৬
১৫। প্রবেশিকা সঙ্গীত—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	"	২২
১৬। গানের মালা—শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায় প্রণীত	"	৫০
১৭। মঞ্জুবা—শ্রীহংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত	"	২৫০
১৮। সঙ্গীত প্রবেশিকা—শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়	"	১৫০
১৯। দিনেন্দ্র রচনাবলী—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত	"	১৫০
২০। সাধন সঙ্গীত—বামী অপূর্ণানন্দ প্রণীত	"	২৫০
২১। স্বর বিতান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ১মু হইতে ৫ম প্রতি ভাগ	"	১৫০
২২। তারের স্বপ্ন—শ্রীকোমলচন্দ্র রায়চৌধুরী	"	৪
২৩। কীর্তন গীতি প্রবেশিকা—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত	"	২৫০
২৪। সেতার মার্গ (হিন্দী অক্ষরে ছাপা)—শ্রীশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত	"	২২
২৫। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	"	১২
২৬। হারমোনিয়ম শিক্ষা (ইংরাজী স্বরলিপি)—৮কৃষ্ণদেব চট্টোপাধ্যায়	"	১৫০
২৭। সঙ্গরঞ্জনী সেতার সাধনা—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	"	২৫০
২৮। গীত সূত্রসার (ইংরাজী স্বরলিপি অবলম্বনে) ১ম ও ২য় প্রতি ভাগ	"	৫
২৯। ভজন—(হিন্দী অক্ষরে ছাপা)—শ্রীশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়	"	১০/০

এ ছাড়া হিন্দী ভাষার মুদ্রিত বাবতীর সঙ্গীতগ্রন্থ পাওয়া যায়।

সমগ্র পুস্তকতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা সঙ্গীত গ্রন্থালয়

৮-সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাংলালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ, সন ১৩৫০ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম-এল-সি

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমশখমোহন বসু, এম-এ

সেক্রেটারী :—

শ্রীহরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
নাটোরাদিগতি মহারাজা বোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
কাশিমবাজারাদিগতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
স্বার হরিশঙ্কর পাল কে-টি
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
শ্রীযুক্ত চুর্ণাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী
শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসায়ন
শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রলাল দাস, ডিরেক্টর—বঙ্গীসভা : (রেডিও)

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী
শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী
শ্রীযুক্তা বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী
মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণকার) সাহেব
শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ অমিয়নাথ সান্নাল
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এসসি
শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ —শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৬২
স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার	১৭২
গান—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	১৭৩
স্বরলিপি—শ্রীনেপালচন্দ্র আচা	১৭৪
মুদ্রক শ্রীগণেশ তাল—শ্রীপিনাকপাণি পাঠক	১৭৬
স্বরলিপি—শ্রীহরিপদ সরকার	১৭৮
রাগালাপন—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও —শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	১৮১
গান—শ্রীবমারাগী বসু	১৮৩
স্বরলিপি—শ্রীমজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৮৪
সেতারের গৎ—কুমারী তারা মুখার্জী বি, এ,	১৮৫
স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি, এন, বাণীকর্ষ	১৮৭
উত্তর ভারতীয় কথক নৃত্য—শ্রীপ্রহ্লাদ দাস	১৮৮
স্বরলিপি—শ্রীসুখময় সিংহচৌধুরী	১২০
রাগধ্যানানুবাদ—শ্রীনির্মলকুমার চট্টরাজ	১২১
সম্পাদকীয়	১২৩
সংবাদ	১২৪

ব্রাহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দনাথ মিত্র বাহাদুর প্রণীত কীর্তন-গীতি-

প্রবেশিকা—২॥০

কীর্তন গানের একমাত্র পুস্তক

৬কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

গীতসূত্রসার—১ম ভাগ ও ২য় ভাগ ১ম খণ্ড

স্থূলপাঠ্য, ডিসেম্বর ১২৪১ সংস্করণ মূল্য—৩ টাকা।

গীতসূত্রসার—বড় সংস্করণ, ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ প্রত্যেকে—৫ টাকা।

গীতসূত্রসার—ইংরাজী সংস্করণ—৩০ টাকা।

হারমোনিয়াম শিক্ষা—১৥০

এই পুস্তক দেখিখা শিক্ষক ব্যতিরেকে পিয়ানোও শিক্ষা করা যাইবে।

শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত

স্বপন খেয়া—১

ভোরের পাখী—১

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রিট, কলিঃ।

—ভারতীয় সঙ্গীতের অনবদ্য গ্রন্থ—

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও
গীতিকবি শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

রাগসঙ্গীত

(হিন্দী ও বাংলা)

ভারতের শ্রেষ্ঠতম ওস্তাদগণের নিকট সংগৃহীত একাদিক
হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদরা ও ঠুংরী গানের স্বরলিপি
রাগসঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া কবি বিনয়-
ভূষণ রচিত বাংলা ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদরা ও ঠুংরী গানও
ইহার অন্ততম সম্পদ। গানগুলিতে সুর-সংযোগ দ্বারা
স্বরলিপি করিয়াছেন কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

মূল্য—দেড় টাকা

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

প্রবেশিকা সঙ্গীত

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতালিকাভূমায়)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থিনী
মহিলাদের জন্য যে সঙ্গীত বিষয়টি নির্ধারিত হইয়াছে,
তাহারই পাঠ্যতালিকাভূমায় প্রবেশিকা সঙ্গীত রচিত।
ইহাতে প্রসিদ্ধ যোলটি রাগের ঔপপত্তিক ব্যাখ্যা, সরগম,
ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদরা ও ঠুংরী গানের স্বরলিপি আছে।
গানগুলি ভারতবিখ্যাত গুণীগণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।
বইখানি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্বিশেষে আবশ্যকীয়।

মূল্য—দুই টাকা

বীরেন্দ্রবাবুর আর একটি সচিত্র পুস্তক

—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান—

ভারতের অমর গায়ক মিঞা তানসেন ও তৎপরবর্তী বংশধরগণের বিচিত্র জীবন-পরিচয়।

ভারতীয় সঙ্গীতের অপূর্ণ ইতিহাস। মূল্য—এক টাকা।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

স্বরসাধক শ্রীদেবব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
অভিনব স্বরলিপি পুস্তক

সুরমঞ্জরী

১ম ভাগ “হরবোলা” স্বর অন্যান্য বিশ প্রকার
রাগরাগিণী ও তালের বোল-পরিচয় ও তান বাঁটা সহ
সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলাদি ভাষার, ধ্রুপদ, হোরি, ধেমাল,
টপ্পা, টপ্পেয়াল, ঝুংরী, গজল, ভজন, আধুনিক, শ্রামা-
সঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, ডুয়েট, বন্দনা, চতুরঙ্গ,
ত্রিবিট, তেলেনা, সরগম প্রভৃতি প্রচলিত প্রায় সকল ভাষা
ও অঙ্গের অপূর্ণ গীত-গৎ সমাবেশ।

মূল্য এক টাকা। অগ্রিম খরচ ফ্রি।

প্রাপ্তিস্থান :—

“কেদার কুচীর” পোঃ নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

আর, বি, দাস | ডি, এম, লাইব্রেরী
চাঁসি, লালবাজার ষ্ট্রীট | ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার যে কোনও সঙ্গীত পুস্তকালয়।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশল।

কুমারী পরিপূর্ণা নিম্নোক্ত প্রণীত

“সুরের সারসংক্ষেপ”

মূল্য—১১/০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাঁট,
আলাপ, প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—
ঝুংরী : “সাঁচি কহ মোসে বাতিয়া” (খাছাঙ্গ), “পাপিহারী
পিকী বোলী না বোলে” (পিলু), নহি পরত যেরা চয়ন
সাঁবরিয়া (ভৈরবী) প্রভৃতি গান বিস্তারিতভাবে দেওয়া
হইয়াছে। পুস্তকটি প্রসিদ্ধ গুণ্ডাঙ্গনের দ্বারা প্রশংসিত
এবং সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, সচিৎ ভারত, আনন্দবাজার,
বেতার জগৎ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা
লাভ করিয়াছে।

লেখিকার নূতন পুস্তক সুরের আরতি কতগুলি
বাংলা ধ্যান গানের স্বরলিপি সহ নীত্ৰই প্রকাশিত হইবে।

সুরকা সারসংক্ষেপ—(হিন্দী সংস্করণ) সচ
প্রকাশিত হইল। দাম—দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস

চাঁসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দিলীপকুমারের কয়েকটি গানের বই

হাসিন গানের স্বরলিপি—(বিষ্ণুজ্ঞানেন্দ্র) ২৮
নবগীতিমঞ্জরী—(হিন্দী ও বাংলা গান, কীর্তন
ইত্যাদির স্বরলিপি) ২১০

সঙ্গীতিনী—(বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) ২৮

গীতিনী—(বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য, বহু বাংলা ও হিন্দী
গানের স্বরলিপি) ৩৮

ছান্দসিনী—(বাংলা ছন্দের বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ) ২১০

দিলীপকুমারের ও ৬৩মা বস্তুর কয়েকটি

শ্রেষ্ঠ রেকর্ড :—১। বৃন্দাবনের লীলা—দিলীপ,

২। লচকে লচকে—দিলীপ, ৩। তু নে ক্যা কিয়া—

দিলীপ, ৪। যুঁ তো ক্যা ক্যা—উমা, ৫। নিবরিণী

—উমা, ৬। শ্রীচরণে (কীর্তন)—উমা, ৭। বধু কি আর

কহিব আমি—উমা, উন্টোপিঠে ওকে গান গেয়ে চলে

যায়—দিলীপ, ৮। হোলি খেলত—দিলীপ, উন্টোপিঠে

নেকনামি (গজল)—উমা, ৯। দিও না দিও না—দিলীপ,

উন্টোপিঠে আধারের ভোরে—উমা, ১০। ডুয়েট উভয়ে

—ভোরের পাখী, ১১। ডুয়েট উভয়ে—অকুলে সনাই।

আর, বি, দাস—চাঁসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গীতচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত

সঙ্গীত-পরিচয়

এই পুস্তকে প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগীরূপে
সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়সমূহ প্রমোত্তর হলে করা
হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল-
গীতি ও উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের বিশুদ্ধ দণ্ডমাত্রিক
স্বরলিপি-সমাবেশও আছে। পুস্তকের বিষয়-তুলনায়
মূল্য অতি কম করা হইল। মূল্য মাত্র এক টাকা।

মূলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার সমগ্র বাণ্যযন্ত্রালয় ও

পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
সুপ্রসিদ্ধ গীতিকার শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

রাগ-সঙ্গীত (বাংলা ও হিন্দী)—১১০

এই পুস্তকে প্রসিদ্ধ সেনা-ঘরানার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও প্রসিদ্ধ
গীতিকার বিনয়ভূষণের বাংলা ক্লাসিক গানের অপূর্ণ
সমাবেশ হইয়াছে। গানগুলি আকারমাত্রিক স্বরলিপিকৃত।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায় বি-এসসি প্রণীত

রাগ-নির্ণয়—২১

(পণ্ডিত ভাতখণ্ডেব মতে রাগ-রাগিণীর পরিচয়)

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এসসি প্রণীত

সপ্তরঞ্জনী—২১০

(সেতার শিকার একমাত্র সচিত্র পুস্তক)

কবি নজরুল ইসলামের গান ও স্বরলিপি পুস্তক

সুর-মুকুর ১১০

নজরুল-স্বরলিপি ১১০

প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরের মালা—২১

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)
কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১১০

(সঙ্গীতের উপপত্তিক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)

কবি অজয় ভট্টাচার্য ও কুমার শচীন দেববর্মা প্রণীত

সুরের লিখন—১১০

(সাধন-সঙ্গীত, ভজন, গজল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী
প্রভৃতি গানের স্বরলিপি-পুস্তক)



বি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ



“গিনি হাউস”

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কারাদি এবং রোপ্যের বাসনাদি নির্মাতা।

১০১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অতি
যত্নের সহিত সত্বর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোষ্টে সর্বত্র গহনা পাঠাই।

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য আছে এরূপ অনেকগুলি নূতন দোকান হইয়াছে।
তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এজন্য আমাদের নবনির্মিত দোকান
“গিনি হাউস” নামে অভিহিত ও রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের
দোকানে আগমন করিবার সময় অথবা আমাদের পত্রাদি লিখিবার সময় অল্পগ্রহ প্রকাশে
“গিনি হাউস” নামটি স্মরণ রাখিবেন।

আমাদের আর কোনও ব্রাঞ্চ দোকান নাই। কিহা আমাদের কোন

অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।

টেলিফোন নং ২০ বড়বাজার।

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম :—গিনিহৌস

জগদ্বাপী অর্থ-সঙ্কট প্রযুক্ত আমাদের বর্তমান ১৭ নং এবং ১৭ক নং ক্যাটালগে যে মজুরি নির্দিষ্ট আছে,

তাহা অপেক্ষাও প্রায় সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে।





২০শ বর্ষ



কার্তিক, ১৩৫০ সাল



{ ৭ম সংখ্যা

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বসংস্কৃতি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শুদ্ধ কল্যাণ বা শুদ্ধ কল্যাণ

আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য রাগ শুদ্ধ কল্যাণ। শুদ্ধ কল্যাণ শিল্পীশ্রেষ্ঠ ৬তানসেনজীর গঠিত রাগ বলিয়া অনেকের ধারণা রহিয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার বংশধরগণের নিকট অনুসন্ধান কবিয়া জানিয়াছি যে, ঐরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক; অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, ৬তানসেনজী এই রাগটির বিশেষ প্রচলন এবং ইহার উৎকর্ষ প্রভৃতিরূপে সাধন করিয়াছিলেন এবং স্বীয় সঙ্গীত-নৈপুণ্য দ্বারা শ্রোতার মনোরঞ্জনরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বেও এই রাগের অস্তিত্ব ছিল বটে কিন্তু বিশেষ আদর বা ব্যবহার ছিল না। ৬তানসেনজী এই রাগের বহু কলানৈপুণ্যসম্বিত গীত

রচনা করিয়া গুণীসমাজে ইহার সমাদর ও প্রচার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ইমন-কল্যাণ প্রবন্ধ অভ্যন্তর সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত লিখিতে বাধ্য হইয়া ভ্রমক্রমে ইহার স্রষ্টার নাম উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ইমন-কল্যাণের স্রষ্টা স্বয়ং ৬তানসেনজী। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ হইয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ৬তানসেনজীর গঠিত রাগের নামে “দরবারী” বা “মির্জাকি” বিশেষণ সংযুক্ত থাকে। ইমন-কল্যাণে সেরূপ কিছু নাই। এ বিষয়েও আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, বাদশাহেব দরবারে গাহিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল রাগ গ্রহণ করিতেন তাহাই “দরবারী” বা “মির্জাকি” বিশেষণ দ্বারা বর্ণিত হইত।

আব যে সকল রাগ—৩তানসেনজীর নাদ সাধনা ও আস্তর প্রেরণাব প্রভাবে রূপায়িত হইত অথচ দরবারে গাহিবাব উদ্দেশ্যে গঠিত হইত না। তাহাতে ঐরূপ কোন বিশেষণ প্রযুক্ত হইত না। এই প্রসঙ্গে স্বামী হরিদাস ও মিঞা তানসেনের বহু কৌতুকাহিনীর প্রসঙ্গ বহিয়াছে কিন্তু তাহা আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু নহে, সুতরাং আমরা তৎসম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক আলোচনা করিব না। শুদ্ধ কল্যাণ বাগে দেখা যায় আরোহণে ভূপালী ও অব-রোহণে কল্যাণ রাগেব সুস্পষ্ট মূর্তি রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকে কেহ কেহ স্বভাবতঃই মিশ্ররাগ মনে করিলেও অসঙ্গত বলা যায় না। কিন্তু এই রাগটি ৩তানসেনজীর পূর্বেও শুদ্ধ রাগ রূপেই বিদ্যমান ছিল জানা যায়। কোন এক বা ততোধিক রাগের কিয়দংশের অনুরূপ মূর্তিসম্পন্ন অনেক স্বতন্ত্র নামবিশিষ্ট রাগও দেখা যায়। সুতরাং শুদ্ধ কল্যাণ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাগ কিম্বা কল্যাণ ও ভূপালীর রূপ মিশ্রণে গঠিত মিশ্র রাগ সে বিচারের ভার আমরা নাদ ও স্বরের সুক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন শ্রোতৃগণের হস্তেই হস্ত করিতেছি। শুদ্ধ কল্যাণ নামটি লইয়াও নানা প্রাঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। অনেকে শুদ্ধ কল্যাণ শব্দের অর্থ শুদ্ধ কল্যাণ অর্থাৎ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ, কল্যাণ—এইরূপেই গ্রহণ করিতে চাহেন। বস্তুতঃ এ স্থলে তাহা সমীচীন নহে। কারণ কল্যাণ আখ্যাবিশিষ্ট একটি রাগ অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত এবং তাহার বিশুদ্ধ রূপ গ্রন্থাদিতেও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাকে অবিশুদ্ধ বলিবার কোন বিশিষ্ট হেতু নাই। আমরা “শুদ্ধ বা শুদ্ধ বাণী” এই একটি শব্দ সঙ্গীতশাস্ত্রে দেখিতে পাই ও সঙ্গীতাদ্যাপকগণের নিকটেও শুনিতে পাইয়া থাকি। এ স্থলে কিন্তু শুদ্ধ বা শুদ্ধের অর্থ সরল (বক্রতাহীন) গতি বিশিষ্ট বাণী বুঝিয়া থাকি। শুদ্ধ কল্যাণের শুদ্ধ ও সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে অথবা যদিও

ইহাকে ভূপালী ও কল্যাণের ছায়াসম্পন্ন দেখাইতেছে তবুও ইহা সালঙ্ক (দুইটি রাগেব মিশ্রণে যে রাগ গঠিত হয়) রাগ নহে। শুদ্ধ রাগ অর্থাৎ অবিমিশ্র রাগ এই অর্থ বুঝাইবার জন্তও শুদ্ধ বা শুদ্ধ শব্দ বিশেষণরূপে সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। অর্থাৎ ইহাও কল্যাণেরই একটি অবিমিশ্র রূপ ইহাই বুঝাইবার জন্ত ঐরূপ বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। এ বিষয়েও সঙ্গীতের তত্ত্বানু-সন্ধানকারী মহোদয়গণের হস্তে যথার্থ ইতিহাস সংগ্রহের ভার অর্পণ করিয়াই আমরা এই রাগের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শুদ্ধ কল্যাণ

কল্যাণ খাটের ইহা তৃতীয় রাগ বলিয়া শ্রোতৃগণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা শুদ্ধ-সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ রাগ। আগোহীতে তীব্র মধ্যম ও নিষাদ বজ্জিত। অবরোহীতে সরগন্ধপধনস এই সাত স্বরই ব্যবহৃত হয়। গান্ধার ইহার বাদী ও ধৈবত সম্বাদী। গ্রহ স্বর ষড়জ ও জ্ঞান স্বর ধৈবত। গান্ধার বহুলরূপে ব্যবহায্য। ধৈবত বহু স্থলে নিষাদসহ আন্দোলিত (নধ্ নধ্)। মধ্যম ও নিষাদ বহু স্থলে মৌড়ে বা হ্রত হয়, কিন্তু নিষাদ মৌড় ছাড়াও স্বাধীনভাবে ব্যবহারের পদ্ধতি রহিয়াছে। মধ্যম সর্বদাই দুর্বল। দেখা যায় পঞ্চমের পরে মধ্যমে যাইয়া আবার পঞ্চমে ফিরিয়া মধ্যমকে ডিঙাইয়া গান্ধারে যাওয়া হয় অথবা পঞ্চম হইতে মধ্যমে আসিয়া ধৈবতে ফিরিয়া যাইয়া আবার পঞ্চম স্পর্শ করিয়া মধ্যম লঙ্ঘন করিয়া গান্ধারে গমন করা হয়। পাঠকগণ আচার, সরগম প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেই মধ্যমের দৌর্জল্যসূচক ব্যবহার পদ্ধতি সম্যক-রূপেই অবগত হইতে পারিবেন। ঋষভ ও পঞ্চম স্বাধীনভাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুদ্ধ কল্যাণ রাগের প্রধান স্থান মঙ্গ ও মধ্য। তার স্থানের ক্রিয়া অল্প।

এই রাগ গাহিবার সময় রাত্রির প্রথম গ্রহর পণ্ডিতগণ
নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

আরোহণবরোহ

স, রগ, প ধ স'; স' ন ধপ, ক্ষগ, রস।

স্বরাস্তর

শুধ্ কল্যাণে প্রাচীন কলাণের জায় অধিক সংখ্যক
স্বরাস্তর লক্ষিত হয় না। যে কয়েকটি আমবা পাইয়া
থাকি তাহা নিয়ে দৃষ্টান্ত সহ প্রদশিত হইতেছে।

স্বরাস্তর

প্রয়োগ দৃষ্টান্ত

প্‌স—প্‌া ধ্‌া -১ প্‌া | প্‌া সা -১ রা | গা রা সা -১ |
সপ্‌—রা সা রা সা | প্‌া সা -১ রা | গা রা সা -১ |
প্‌ন্‌—না -১ ধ্‌া -১ | প্‌া -১ -১ -১ | প্‌া -১ না ধ্‌া |
ধ্‌স—ধ্‌া না ধ্‌া প্‌া | ধ্‌া সা -১ রা | গা রা সা -১ |
সধ্‌—গা -১ পা গা | ধ্‌া পা রা সা | সা ধ্‌া সা রা |
নর—ধ্‌ন্‌বা -১ সা পা | পা গা -১ পা | ধ্‌া পা -১ গা |
সগ—পা গা গা গা | পা পা ধ্‌া পা | গা রা সা গা |
গস—পা গা | পা রা | -১ সা | গগা সা |
রধ্‌—সা রা | গা রা | সা রধ্‌া | সা রা |
রপ—গা গা গা রা | পা গা রা পা | ধ্‌া ধ্‌া পা -১ |
পর—গা -১ পা গা | ধ্‌া পা রা সা | সা ধ্‌া সা রা |
রধ—গা গা | গা রা | ধ্‌া পা | গা পা | রা -১ |
গপ—ধ্‌া ধ্‌া পা -১ | পা গা গা পা | গা রা সা -১ |
পগ—পা গা গা গা | পা -১ সা ধ্‌া | সা -১ -১ -১ |
পন—পা পা গা পা | -১ পা না ধ্‌া | সা -১ -১ -১ |
পস—পা গা গা গা | পা -১ সা ধ্‌া | সা -১ -১ -১ |
ধস—পা -১ ধ্‌া পা | ধ্‌া সা ধ্‌া পা | গা রা সা -১ |

সধ—পা পা পা গা | পা পা সা ধ্‌া | সা -১ -১ -১ |
ধর—গা গা রা | গা -১ পা | ধ্‌া বী সা |

আচার

- ১। সা ধ্‌া ধ্‌া প্‌া -১ ধ্‌া প্‌া -১ না ধ্‌া না ধ্‌া
পা -১ পা সা -১ সা -১ রা -১ সা গা রা সা -১
ধ্‌া ধ্‌া রা সা -১ |
- ২। সা ধ্‌া ধ্‌া প্‌া -১ প্‌া ধ্‌া প্‌া না ধ্‌া প্‌া ক্ষপ্‌া
ধ্‌া ধ্‌া প্‌া -১ সা সা রা রা সা -১ গা গা রা গা
গা রা গা পক্ষা পা ধ্‌া ধ্‌া পা -১ পক্ষা পা গা গা
রা গা -১ বা সা -১ ধ্‌া ধ্‌া প্‌া প্‌া প্‌া না ধ্‌া
সা গা -১ রা -১ সা -১ ধ্‌া ধ্‌া রা সা -১ |
- ৩। গা পক্ষা ধ্‌া ধ্‌া পা -১ না ধ্‌া পা -১ ধ্‌া ধ্‌া পা -১
সা -১ বী বী সা গা রা গা রা সা -১ না ধ্‌া
না ধ্‌া পা -১ ধ্‌া ধ্‌া পা ধ্‌া ধ্‌া পা ক্ষপা গা রা -১
গা গা রা গা -১ রা সা -১ ধ্‌া ধ্‌া রা সা -১ |
- ৪। সধ্‌া সধ্‌া -১ গা -১ গা রা গা গা রা গা পা
পক্ষা ধ্‌া ধ্‌া পা ধ্‌া ধ্‌া পা নধ্‌া নধ্‌া পা ক্ষপা ধ্‌া
পা গা বা পা পা গা গা রা গা -১ রা সা -১ ধ্‌া
ধ্‌া রা সা -১ |
- ৫। গা পা ধ্‌া পা ধ্‌া ধ্‌া পা না ধ্‌া না ধ্‌া পা সা -১
সা -১ সা রা রা সা গা গা রা রা সা -১ না ধ্‌া
না ধ্‌া পা -১ ক্ষপা ধ্‌া ধ্‌া পা -১ ক্ষপা গা গা রা
গা -১ পক্ষা পা গা -১ রা গা -১ রা সা -১ ধ্‌া
ধ্‌া রা সা |

পকড়

- ১। গা, রা সা, না ধ্‌া প্‌া, সা, গা রা, পা রা, সা |
- ২। সা -১ ধ্‌া ধ্‌া প্‌া না ধ্‌া সা -১ গা গা রা -১ গা
রা -১ সা -১ -১ -১ |

(ক্রমশঃ)

স্বরলিপি*

প্রেম এসেছিল

নিঃশব্দ চরণে

(তাই) স্বপ্ন মনে হ'ল তারে

দিইনি তাহারে আসন।

বিদায় দিছু যারে শব্দ পেয়ে

গেছু ধৈয়ে,

সে তখনো স্বপ্ন কায়াবিহীন

নিশীথ তিমিরে বিলীন

দূর পথে দীপশিখা

রক্তিম মরীচিকা।

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II {সা -মা মা -জ্ঞা | জ্ঞা -খা জ্ঞাঃ -সঃ I সা -া -া -া | (দ্ -া গ্ -সা I
প্রে ম এ ০ | সে ০ ছি ০ ল ০ ০ ০ | নিঃ ০ শ ব্

সা -রা জ্ঞা -রা | জ্ঞা -রা জ্ঞা -খা) I -া -া সা -গ্ I
দ ০ চ ০ র ০ গে ০ ০ ০ ০ তা ই

সা -া দা দা | দপা -া পা দা I পগা দপা যজ্ঞা -া | -া -া দ্ -া I
স্ব প্ ন ম নে ০ ০ হ ল তা ০ ০ ০ রে ০ | ০ ০ দি ই

গ্ গ্ সা সা | সা -রা জ্ঞা -খা I সা -মা মা -জ্ঞা | জ্ঞা -খা জ্ঞাঃ -সঃ I
নি তা হা রে আ ০ স ন্ প্রে ম্ এ ০ | সে ০ ছি ০

সা -া -া -া | -া -া -া -া I সা -া সা -া | সা -া সা -খা I
ল ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ বি ০ দা য্ দি ০ হ ০

* লয়—বিলম্বিত

জ্ঞা -া 'মা -া | -া -া -া -পা I গমা -া মগা গদপা | মজ্ঞা -া -া -া I
যা ০ রে ০ | ০ ০ ০ ০ শ ব্ দ ০ পে ০ | য়ে ০ ০ ০

জ্ঞা -মা মজ্ঞা স্বা | সা -া -া -া I সা দা দা দপা | পা -া পা পা I
গে ০ ছ থে | য়ে ০ ০ ০ সে ত থ নো ০ | স্ব প্ ন কা

পা -া পা -মপা | পা -গা -দা -া I দপা মা জ্ঞা রা | জ্ঞা মা জ্ঞাঃ -সঃ I
যা ০ বি ০ | হী ০ ০ ন্ নি জী থ তি | মি রে বি ০ ০

সা -া -া -া | দা -া গা গা I সী -া -া -া | দা -া গা গা I
লী ০ ০ ন্ দ্ ০ র প থে ০ ০ ০ | দী ০ প শি

সী -া -া -া | দা -া দজ্ঞা স্বা I সী -া গা -া | দা -দপা মজ্ঞাঃ -স্বাঃ I
খা ০ ০ ০ | র ক্ তি ম ম ০ রী ০ | চি ০ কা ০

সা -মা মা -জ্ঞা | জ্ঞা -স্বা জ্ঞাঃ -সঃ I সা -া -া -া | -া -া -া -া II II
শ্রে ম্ এ ০ | সে ০ ছি ০ ল ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

ভুলে যেও মোরে তুলিও না মোর গান
তব কাছে মোর এত নয় অভিমান।
গন্ধবিহীন অকারণে
যে ফুল ফুটিয়া রহে বনে
ফাগুন সমীরে সে কি দিল তার দান!

ধূপ জলে যায় স্রুতি তাহার বয়
ফুলের গন্ধে ফুলেরে যে মনে রয়।
মোর গান রাখো যদি মনে
আমিও যে রব তারি সনে,
হেলাভরে জানি করিবে না তারে ম্লান।

স্বরলিপি

(রূপস)

বেহাগ-চৌতাল

রাজা রামচন্দ চটি হৈঁ ত্রিকুট পর লঙ্কাগড়
ডগ মগাত জবহিঁ বস্ম বাজেরী।
প্রথম শ্রবণ টঙ্কা পরো রাবণ ঘন নাদ মারো
কুস্তকরণ রণ বিদার দেব গগন গাজেরী।
দশদিশ শোর ভয়ো সুতল বিতল তলাতল
রসাতল পতাতল জেতে কিয়ো কাজেরী।
চটি বিমান সৈন্য সাজ কোট কোট মান লাজ
বাহন বিলাস আশ অবধ ভূপ রাজেরী।

কথা ও সুর—বিলাস সেন

স্বরলিপি—শ্রীনেপালচন্দ্র আঢ্য
(বিষ্ণুপুর কলেজের ছাত্র)

+	১	০	২	০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯			
II	সাঁ	-১	নধা পক্ষঃ	পঃ	-মা	-গা	গা	-মপা	মা	গা	-ঃ	-রঃ	সা	।
	রা	০	০০	আ ০ ০	০	০	রা	০০	ম	চ	০	০	অ	

+	১	০	২	০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
সন্	-১	-পা	না	-১	-মপা	মা	-গা	গা	রসসা	-১	সা	।
চটি	০	০	হৈ	০	০	ত্রি	কু	০	ট	প ০	০	র

+	১	০	২	০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
সা	-১	গাঃ	রঃ	সা	সা	পা	পা	পা	না	-১	না	।
ল	০	কা	০	গ	ঢ	ড	গ	ম	গা	০	ত	

+	১	০	২	০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
-১	পনা	না	সাঁ	-১	নধা	পা	-ক্ষগা	মঃ	-গা	মঃ	পনা	-১	II
০	জব	হিঁ	ব	০	অ ০	বা	০০	০	০	জে	রী ০	০	

II	+	পা	পা	পা	না	না	না	সী	-	সী	-সী	সী	সী	I	
		প্র	থ	ম	প্র	ব	৭	ট	০	কা	০	০	প	রো	
	+	সী	-	সী	সী	-	র'সী	নাঃ	-ধঃ	পক্ষা	পা	-সী	না	I	
		রা	০	ব	৭	০	ঘন	না	০	দ	০	মা	০	রো	
	+	পা	-ক্ষা	মা	গা	গা	মা	পা	পা	পা	না	-	না	I	
		কু	০০	ভ	ক	র	৭	র	৭	বি	দা	০	র		
	+	না	-	না	সী	সী	নধা	পক্ষা	-পগা	মঃ	-গা	মঃ	পনা	-	II
		দে	০	ব	গ	গ	ন০	গা	০ ০০	০	০	জে	রী	০	
II	+	সী	সী	-	পা	-	পা	পা	-ক্ষা	গা	মা	গা	-মা	I	
		দ	শ	০	দি	০	শ	মো	০	র	ভ	যো	০		
	+	পা	না	না	না	সী	সী	সী	না	ঃধঃ	পক্ষাঃধঃ	-মা	গা	I	
		যু	ত	ল	বি	ত	ল	ত	লা	০	ত ০ ০	০	ল		
	+	গগা	-	-	মা	-	-পমা	গগা	-	ঃরঃ	সী	-	সী	I	
		রসা	০	০	ত	০	০ ল	পতা	০	০	ত	০	ল		
	+	না	সী	-	গা	-	গা	পা	-ক্ষা	-গমা	-পমা	গা	-রসা	II	
		জে	স্তে	০	কি	০	য়ে	কা	০০	০০ ০	জে	রী	০০		

II	⁺ {পা	পা	^০ পা	না	^২ -না	না	^০ সী	-না	^৩ সী	স'না	^৪ -সী	সী	I
	চ	ঢি	বি	মা	০	ন	সৈ	০	হু	সা ০	০	জ	
	⁺ সী	-না	^০ সী	স'না	^২ -রী	সী	^০ নাঃ	ধঃ	^৩ পক্ষা	পা	^৪ -সী	না}	I
	কো	০	ট	কো ০	০	ট	মা	০	ন ০	লা	০	জ	
	⁺ পা	-ক্ষগা	^০ মা	গা	^২ -নাঃ	মঃ	^০ পা	-না	^৩ না	সী	^৪ -না	সী	I
	বা	০ ০	হ	ন	০	বি	লা	০	স	আ	০	শ	
	⁺ -না	পনা	^০ না	সী	^২ -না	নধা	^০ পক্ষা-পগা	^৩ মঃ-গা মঃ	^৪ পনা	-না	II		
	০	অব	ধ	হু	০	প ০	রা ০ ০ ০	০ ০ ছে	রী ০	০			

মুদঙ্গে শ্রীগণেশ তাল

[লক্ষ্মী স্মারিস্ মিউজিক কলেজের অধ্যাপক শ্রীসখারাম রাও কর্তৃক লিখিত বিষয়ের ছায়া অবলম্বনে]

শ্রীপিণাকপানি পাঠক

বর্তমান কালে বহু প্রাচীন বিজ্ঞান উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। এই সমস্ত প্রাচীন বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যা একটি মহৎ বিদ্যা—যাহা প্রাচীন মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রণীত। যাহা দ্বারা পরমাত্মার প্রসন্নতা লাভ করা যায় ও পাখিব শোক দুঃখ হইতে জ্ঞান লাভ করা যায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে সামবেদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন—দেবানাং সামবেদোশ্মি। এই মহৎ বিদ্যা দুঃখী ও শোকগ্রস্ত মানুষকে নিজের প্রভাব দ্বারা শোক দুঃখ হইতে পরিজ্ঞান লাভ করাইয়া আনন্দ দান করিতে সমর্থ হয়।

সঙ্গীত শাস্ত্রে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনেরই সমাবেশ দেখা যায়। গীত বাদিজ নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে—অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বয়ের নাম সঙ্গীত। গীতের সহিত বাদ্য ও নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। বাদ্য ব্যতিরেকে গীত শোভিত হয় না—ইহা শাস্ত্রের উক্তি।

সঙ্গীত রত্নাকরে চারি প্রকার বাদ্যের বর্ণনা আছে। মুদঙ্গ ও তবলা ইহাদের মধ্যে অন্যতম। মুদঙ্গ বাদ্য কিরূপ, কখন কিরূপে ইহার সৃষ্টি হয় ও কে সৃষ্টি করেন সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। উপস্থিত মুদঙ্গে গণেশ তালের বোল ও পরণ কেবলমাত্র প্রকাশিত হইল।

গণেশ তাল

মাত্রা একুশ, গণপতি তাল প্রমাণ

দশ তাল, ফাঁক বজ্জিত

ঠেকা-২১ মাত্রা

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
 ধা তা দিন্ তা কং তেটে ধা দিন্ তা কং তিট তা ধাগি দিন্ তা ধাগি তা
 ২ ১০
 তেটে কং গদি গন

সাধ

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
 ধাৎ কেটে তাকে টেতা কাং কেটে ধুম কেটে তাকি দিত কাং কিট তাক তাক ধুম
 ৭ ৮ ৯ ১০
 কিট ধুম কিট তাক গদি গন

পরগ

+ ২ ৩
 ধেৎধেৎ ত্রেকেধেৎ ধাগিতিট ত্রেধাকিট ধিটিং গিনধাগি তিরকির তাকতাকং কতাকং
 ৪ ৫ ৬ ৭
 কতাকং তকধুম কিটিতক তিরিকিড়কতা ধাগিগিন তিরকিড়কতা তিটিকংগদিগন
 ৮ ৯ ১০
 ধাতিরকির তকতাতিটিকং গদিগনধা তিরকিরতাকতা তিটিকংগদিগন
 + ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

স্বরলিপি

মিশ্র জয়জয়ন্তী—দাদরা

তুমি যে আমায় ভুলিবে না কোনদিনো

সে কথা আমিও জানি,

তবু নিরালায় গেয়ে যাবো হায়

তোমারি সে গানখানি।

যদি কেহ কিছু শুধায় আভাসে

শুধু ক্ষীণ হেসে তাকায়ে আকাশে,

ফিরে গিয়ে তুমি আপন ভবনে

হাসিবে তাহাও মানি,—

আমারে ভুলিতে পার না যে তুমি

সে কথা আমিও জানি।

মোর জীবনের দুখের পশরা

হয়েছে অসহ ভারী

যে আগুন জ্বলে চির নিশিদিন

তারে কি নিভাতে পারি ?

তবু আশা রাখি গোধূলির ক্ষণে,

দাঁড়াবে আবার এই বাতায়নে—

আমার সকল বেদনা মুছাবে

হে মোর হৃদয়রাণি,

তুমি যে আমারে ভুলিবে না সখি

সে কথা আমিও জানি।

কথা—শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহরিপদ সরকার

+	০	+	০
II {মপা	পধা	ধগা	পধা
তু০	মি০	ধে০	আ০
+	০	+	০
রমা	মা	-মা	-মা
দি০	নো	০	০
+	০	+	০
রগা	রা	-মা	-মা
জা০	নি	০	০
+	০	+	০
গা	গমা	স'র'া	র'ধা
গে	য়ে০	যা০	বো০
+	০	+	০
পা	মা	-গপা	-পা
ধা	নি	০০	০

II। $\begin{array}{c} + \\ \{ \text{গা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গর} \\ \text{দি} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{স} \\ \text{কে} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ \text{ধস} \\ \text{হ} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গা} \\ \text{কি} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গা} \\ \text{ছ} \end{array}$ | $\begin{array}{c} + \\ \text{গস} \\ \text{গ} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গস} \\ \text{গ} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{য} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{ধা} \\ \text{খা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{মপা} \\ \text{ভা} \end{array}$ I

$\begin{array}{c} + \\ \text{গা} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{সে} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ | $\begin{array}{c} + \\ \text{গা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গা} \\ \text{ধু} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গা} \\ \text{কো} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ -\text{গস} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{স} \\ \text{হে} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{স} \\ \text{নে} \end{array}$ I

$\begin{array}{c} + \\ \text{ধা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{ধা} \\ \text{তা} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধগা} \\ \text{য়ে} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ -\text{পধা} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{পা} \\ \text{আ} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{মপা} \\ \text{কা} \end{array}$ | $\begin{array}{c} + \\ \text{পা} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{শে} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ I

$\begin{array}{c} + \\ \{ \text{গর} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{স} \\ \text{ফি} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গর} \\ \text{রে} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গস} \\ \text{গি} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ \text{ধগা} \\ \text{য়ে} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{পধা} \\ \text{তু} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{মপা} \\ \text{মি} \end{array}$ | $\begin{array}{c} + \\ \text{পগা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গা} \\ \text{আ} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গধপা} \\ \text{প} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ \text{পধা} \\ \text{ভ} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{পস} \\ \text{ব} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গা} \\ \text{নে} \end{array}$ I

$\begin{array}{c} + \\ \text{পা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{পগা} \\ \text{হা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গা} \\ \text{সি} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ \text{গা} \\ \text{তা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গস} \\ \text{হা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{স} \\ \text{ও} \end{array}$ | $\begin{array}{c} + \\ \text{স} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{স} \\ \text{মা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{র} \\ \text{নি} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ I

$\begin{array}{c} + \\ \text{গস} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{স} \\ \text{আ} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{স} \\ \text{মা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গ} \\ \text{রে} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ \text{মপা} \\ \text{তু} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{পস} \\ \text{লি} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গধপা} \\ \text{তে} \end{array}$ | $\begin{array}{c} + \\ \text{পধা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{ধা} \\ \text{পা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{গধা} \\ \text{না} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ \text{পধা} \\ \text{যে} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{মপা} \\ \text{তু} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{পা} \\ \text{মি} \end{array}$ I

$\begin{array}{c} + \\ \text{রা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{রমা} \\ \text{ক} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{মা} \\ \text{ধা} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ \text{মপা} \\ \text{আ} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{পধা} \\ \text{মি} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{ধগা} \\ \text{ও} \end{array}$ | $\begin{array}{c} + \\ \text{পধা} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{পমা} \\ \text{আ} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{নি} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0 \\ -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ $\begin{array}{c} -\text{ধ} \\ \text{ও} \end{array}$ II

II $\begin{matrix} + \\ \text{সা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{সরা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{গা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ \text{গা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{সা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} -1 \\ \text{না} \end{matrix}$ I $\begin{matrix} + \\ \text{সরা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{রজ্জা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{-সরা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ \text{গা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{সা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{সা} \end{matrix}$ I
 মো ০ ব জী ব ০ নে ব হ ০ খে ০ ০ র প ০ শ রা

$\begin{matrix} + \\ \text{সরা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{রগা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{গমা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ \text{রগা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{রসা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{সা} \end{matrix}$ I $\begin{matrix} + \\ \text{রপা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{-মা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ I
 হ ০ ঘে ০ ছে ০ অ ০ স ০ হ ভা ০ রী ০ ০ ০ ০ ০

$\begin{matrix} + \\ \text{মা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{মপা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{পমা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{মা} \end{matrix}$ I $\begin{matrix} + \\ \text{মা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{মপা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{পমা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ \text{মপমা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ I
 ঘে আ ০ শু ন অ ০ লে চি র ০ নি ০ শি ০ ০ দি ন

$\begin{matrix} + \\ \text{রা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{রমা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{মা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ \text{মপা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{পমা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধমা} \end{matrix}$ I $\begin{matrix} + \\ \text{পমা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ I
 তা রে ০ কি নি ০ ভা ০ তে ০ পা ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ ০

$\begin{matrix} + \\ \text{পা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{মা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{মা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ \text{গ'রা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{র'গা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{-র'গা} \end{matrix}$ I $\begin{matrix} + \\ \text{মা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ I
 ত ব আ শা ০ রা ০ ০ ০ ধি ০ ০ ০ ০ ০ ০

$\begin{matrix} + \\ \text{রা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{গা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{ম'গা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ \text{রা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{-সা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধমা} \end{matrix}$ I $\begin{matrix} + \\ \text{রা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ I
 গো ধ লি ০ ব ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

$\begin{matrix} + \\ \text{সা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{সা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{নমা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধনা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{-নরা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{র'গা} \end{matrix}$ I $\begin{matrix} + \\ \text{র'মা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{গা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ I
 ধা ডা বে আ ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ র ০ ০ ০ ০ ০

$\begin{matrix} + \\ \text{গা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{সা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{রা} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ \text{ধা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{-মা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ \text{পা} \end{matrix}$ I $\begin{matrix} + \\ \text{ধা} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ | $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$ I
 এ ই বা তা ০ র নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

+ মা মপা পমা | রা রমা মা | মা মপা পমা | মপা পমা ধা |
আ মা ০ র ০ স ক ০ ল বে দ ০ না ০ মু ০ ছা ০ বে

+ ধা গা -দ'র'ী | ধা পা মা | গা -পা - | - | - | - |
হে মো ০ র ০ জ দ য রা নি ০ ০ ০ ০

+ গ'স'ী স'র'স'ী -গা | মপা পমা গধপা | পধা ধা গধা | পমা মপা পা |
তু ০ মি ০ ০ বে আ ০ মা ০ রে ০ ০ জু ০ লি বে ০ না ০ স ০ মি

+ রা রমা মা | মপা পধা ধগা | পধা পমা - | - | - | - |
সে ক ০ থা আ ০ মি ০ ও ০ জা ০ নি ০ ০ ০ ০

রাগালাপন

৩

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

বিভিন্ন প্রকারের আলাপ পদ্ধতি পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কয়েকটি পদ্ধতি ছাড়া আরও দুই একটি আলাপের পদ্ধতি প্রচলিত আছে—যাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

আলাপ সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানার্জন করিতে হইলে প্রথমেই বিভিন্ন প্রকারের বিস্তার পদ্ধতি ও আলাপের ক্রম অর্থাৎ কোন স্তর (stage) হইতে কোন স্তরে ক্রমশঃ কি নিয়মে স্বর বিস্তার হইবে তাহার সম্যক জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

নিম্নে আলাপের “ক্রম” সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

আলাপের সঙ্গতবিহীন অংশ

প্রথম অধ্যায়

১। **বিলম্পদ**—ইহাষ্ট আলাপের আরম্ভ। স্বর-বিস্তার অতি বিলম্বিত লয়ে হইবে। যে কোনও রাগের আলাপ বাদী, সঙ্গীতী, গ্রহ স্বর অথবা খড়্গ স্বর হইতে আরম্ভ হইতে পারে। স্বরবিস্তার মৌড়বহুল হইবে। কৃন্তন, স্রুত, গমক, আশ্রিত্তি অলঙ্কারের সাহায্যে স্বরবিস্তার হইবে। বিলম্পদ সাধারণতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত যথা—(ক) স্থায়ী, (খ) অন্তরা, (গ) ভোগ ও (ঘ) আভোগ।

(ক) স্থায়ী—ক্রপদ, ধামার প্রভৃতির স্থায়ীর স্রায় আলাপের স্থায়ীতে একটি নির্দিষ্ট স্বরবিস্তার না হইয়া ১০।১৫ বা অধিক সংখ্যক তান বা স্বরবিস্তার হইতে পারে। প্রত্যেক তান মোহড়া দিয়া শেষ করিতে হইবে। স্থায়ীর স্বরবিস্তার উদারার নিম্ন সপ্তক, উদারার ও মূদারার গ্রামের নিখাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিবে। স্বরবিস্তার মীড়বহুল হইবে এবং তানগুলি বিবিধ অঙ্কুর প্রয়োগ দ্বারা সুসংবদ্ধ, নবরঞ্জিত ও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে। লাগুডাট্, অর্থাৎ সুরের যথার্থ প্রয়োগ ও স্থিতি হওয়া কর্তব্য।

(খ) অন্তরা—ক্রপদ, ধামার প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তরা তুকের স্রায় সাধাবণতঃ আলাপের অন্তরার স্বরবিস্তার মূদারার গ্রামের গাঙ্কার অথবা মধ্যমের মধোই সীমাবদ্ধ থাকিবে। লয় স্থায়ী তুকেব মত বিলম্বিত অথবা তদপেক্ষা দ্রব্য বর্দ্ধিতও হইতে পারে। ইহা মীড়, কম্পন, কুস্তন ও স্তবহল।

(গ) ভোগ—ইহার আরম্ভ গমক সংযোগে। সাধাবণতঃ মূদারার খড়্গ স্র হইতে আরম্ভ করিয়া তারার দিকের কয়েকটি স্বর ব্যবহার করিয়াই উদারার গ্রামের সুরগুলির স্বরবিস্তার করিতে হয় এবং মূদারার খড়্জে স্বরবিস্তার শেষ করিতে হয়। তুকের স্বরবিস্তার উদারার নিম্ন সপ্তক লইয়া চারি গ্রামের স্র নিয়াই বিস্তৃত হইতে পারে। ইহা সুরিত গমক, বিক্ষেপ প্রক্ষেপ বা ছুট প্রধান। লয় দ্রব্য বর্দ্ধিত হইতে পারে।

(ঘ) আভোগ—এই তুকের স্বরবিস্তার তারার গ্রামের সুরগুলি নিখাদ অধিক হইয়া থাকে। মূদারার মধ্যম বা পঞ্চম হইতে আরম্ভ করিয়া তারার গ্রামের সুরগুলির কাজ করিয়া মূদারার খরজেই শেষ হইবে। লয় একটু বাড়িবে। সুরগুলি মীড়, গমক সংযোগে ও মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। বিলম্পদ মধ্—আলাপের এই স্তর (stage) বিলম্পদ ও মধ্ এই প্রথম দুইটি প্রধান স্তরের সন্ধি স্থলে অবস্থিত। বিলম্পদ বা বিলম্বিত লয় হইতে ক্রমশঃ লয় দ্রব্য বাড়িয়া দেড়ী লয়ে উপনীত হইবে। লয়ের পরিবর্তন ক্রমবর্দ্ধমান ও সূক্ষ্ম হওয়া কর্তব্য।

স্বরগুলি সাধারণতঃ চিকারীর তারের একটি ও নায়েকী তারের একটি বা দুইটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কাটা কাটা ভাবে নির্গত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে গমক প্রয়োগ হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩। মধ্ বা মধ্য তান—(ক) মধ্—লয় ক্রমশঃ বিলম্পদের দ্বিগুণ বাড়িবে। মীড়ের কাজ ক্রমশঃ কমিবে। স্বরবিস্তার খণ্ড প্রকৃতি হইলে সুরগুলি বেশীর ভাগই চিকারীর সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত রূপে লহর বা মালার স্রায় সংগৃহীত হইবে।

স্পর্শ, কুস্তন, আশ, ছুট, গমক, মীড় ইত্যাদি অলঙ্কার ব্যবহৃত হইতে পারে।

(খ) মধ্-ক্রত বা লড়ি জোর—ইহা মধ্য তান ও ক্রতের সমন্বয়ে উৎপন্ন। এই স্তর মধ্ ও ক্রতের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত।

চিকারীর তারের আঘাত কমিয়া যাইবে সুরগুলি বাজাইবার প্রধান তারগুলির দ্বারাই প্রকাশ পাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫। ক্রত—এই স্তরে লয় ক্রমশঃ বাড়িয়া মধ্-এর দ্বিগুণ হইবে। সেতারের ক্রত গং তোড়ার স্রায় আলাপের তানগুলি ক্রত হইবে। বোলের কাজ প্রয়োগ করিতে হইবে।

ষট্কেসর আলাপের সঙ্গত অংশ

যাহাকে প্রচলিত কথায় “তারপরণ” বলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬। ঝালা, ঝঙ্কার বা ঝারু

(ক) সাধারণ ঝালা—

ঘেননন ঘেননন ঘেননন ঘেনন ঘেনন
ডাররর, ডার ডার ডাররর, ডারর ডারর
ঘেন ঘেনন ঘেনন ঘেনন ঘেনন ঘেন ঘেন
ডার, ডারর ডারর ডারর ডারর ডার ডার
প্রভৃতি ঝালার বোল দ্বারা স্বরবিস্তার করিতে হইবে।
গায়কগণ সাধারণতঃ এই স্তরে “ঝ না না না” তুম্ নানা,
হুম্ নানা এই কাল্পনিক শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন।
আলাপের এই স্তর হইতেই পাখোয়াজ সঙ্গত আরম্ভ
হইতে পারে।

(খ) ঠোক বা বোল মিশ্রিত উল্টা ঝালা—রাডারর,
ডিরিডিরি ডাররর ইত্যাদি বোল মিশ্রিত ঝালা দ্বারা
স্বরের উল্টা পালটাই এই স্তরের বিশেষত্ব। কেহ কেহ
এই স্তর হইতেও পাখোয়াজ সঙ্গতে তারপরণের কাজ
আরম্ভ করেন।

(গ) লড়ী—এক শ্রেণীর মৃদঙ্গ বোলের বিস্তার।

(ঘ) লড়গুথাও—লড়ি অর্থ মালা, গুথ, অর্থাৎ গুচ্ছ,
বিভিন্ন প্রকারের বোলের গুচ্ছ।

(ঙ) লড়লপেট—লড়ীর সহিত আশযুক্ত লপেটী তান।

তারপরণ—সারণতঃ পাখোয়াজই চৌতাল,
দামার, আড়া-চৌতাল, ঝাঁপতাল, স্বর্ফাক, ত্রিতাল
প্রভৃতি তালের যে কোন একটির ছন্দে আরম্ভ হইতে
পারে। এক বা একাধিক আশযাব্দী মৃদঙ্গের পরণকে
যন্ত্রে বাজাইলে তাহাকে তারপরণ বলে। যন্ত্রী যাহা
বাজাইবে তাহা মৃদঙ্গী অহুকরণ করিয়া সঙ্গত করিলে
‘তাহাকেও তারপরণ বলে।

লড়ন্ত বা সাধু সঙ্গত—মৃদঙ্গী যাহা বাজাইবে
যন্ত্রী সেই প্রকার বোল অহুকরণ করিলে তাহাকে সাধু
সঙ্গত বলে।

ধূধা—এই স্তরেই আলাপের সমাপ্তি।

শুধু চিকারীর তারে আঘাত দ্বারা বিভিন্ন বোলের
সৃষ্টি করিয়া পরণ বাজাইলে তাহাকে ধূধা বলে। চিকারী
বাজাইবার প্রধান তাবগুলির সাহায্যে যে বোল বাজাইবে
তাহাকে মাঠা বলে। এইখানেই আলাপ শেষ হয়।

গান

ত্রীরমারাগী বসু

ভাল যদি বেসে থাকে।
ভালবেসে মোর গান
সে ভালবাসার মাঝে
রাখিও না অভিমান।

পিয়ালী চাতক সম
এ গান শুনেছ সম
তাই তারে অনাদরে
করিও না অপমান।

ফাগুনের দিনে যবে
ঘনাবে গোধূলি বেল।
জানি প্রিয় সেই ক্ষণে
হবে না তো শেষ খেলা।

১। নিরালী রাতের বুকে
ফুলেরা জাগিবে স্বখে
পরিচিত সেই গানে
নিও তুমি মোর দান।

স্বরলিপি

ললিতা গৌরী—ত্রিতাল

কুঁদ পড়ো যমুনা জলমে

যব কৃষ্ণ মুরারী।

রাধিকা সোচ করে মনমে

শোর করে নরনারী।

প্রাপ্তি—৮সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

স্বরলিপি—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

+	৩	০	১	
II				পা -পা দা না ।
				কুঁ ০ দ প
+	৩	০	১	
দপা -পা -া -া	মা পা গা -া	ঝগা ঝা সা -া	সা ঝা পা -পা ।	
ডো ০ ০ ০	য মু না ০	জ ০ ল মে ০	য ব কৃ ষ্	
+	৩	০	১	
ঝা -পা গা -দা	পা -দা -মা -গা	-ঝা -গা ঝা -সা	“পা -পা দা না” II	
গ ০ মু ০	রা ০ ০ ০	০ ০ রী ০	কুঁ ০ দ প	
+	৩	০	১	
II				মা -পা দা দা ।
				রা ০ ধি কা
+	৩	০	১	
সাঁ -সাঁ -না -সাঁ	নসাঁ ঝাঁ সাঁ -া	সাঁ নসাঁ ঝাঁ দা -পা	সাঁ -সাঁ -না সাঁ ।	
শো ০ ০ ০	চ ০ ক রে ০	ম ন ০ ০ ০ মে ০	শো ০ ০ র	
+	৩	০	১	
ঝাঁ সাঁ -া -া	পাঁ দা মা -পা	-গা -ঝগা ঝা -সা	“পা -পা দা না” II	
ক রে ০ ০	ন র না ০	০ ০ ০ রী ০	কুঁ ০ দ প	

রাগ পরিচয়—জাতি সম্পূর্ণ, ঠাট ভৈরব, রা ও ধা কোমল, বাদী পঞ্চম, সষাদী সা ।

এই গৌরী ললিত অঙ্গের বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহার নামকরণ ললিতা গৌরী হইয়াছে। তীব্র মধ্যমের ব্যবহার সামান্য মাত্র, ব্যবহার না করিলেও কিছু আসিয়া যায় না।



সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

গৌড় মল্লার—ত্রিতাল

বচনা—শ্রীশুশীলকুমার ভগ্নচৌধুরী, বি. এ.

স্বরলিপি—কুমারী তারা মুখার্জি বি. এ.

স্থায়ী

II +

৩

রা পপা মা পা | -১ ধা মা পা I
দা দিরি দা দা | বু দা দা দা

+ ১১ -১ ধা পা | ৩ মা পা মা গা || ০ রা গগা ররা মমা | ১ গা গরা :৪: সা I
দা ০ দা রা | দা রা দা রা | দা দিরি দিরি দিরি | দা রাদা রা দা

+ রগা -রা গা মপা | ৩ -মা পা ধা গা | ০ পা ররা সর্মা ররা | ১ নস ১৪: -১পা পা I
দা ০ ০ রা দা ০ ০ রা দা রা | দা দিরি দিরি দিরি | দা বু দা ০ রা দা

+ ধনা -স ১ ধা পা | ৩ মা গা ররা সসা | ০ "রা পপা মা পা | ১ -১ ধা মা পা" II
দা ০ ০ দা রা | দা রা দিরি দিরি | দা দিরি দা দা | বু দা দা দা

অস্তুরা

II + ৩
ধা পপা ধা মা | -ী পা ধা সী
দা দিদি দা দা | বু দা দা রা

+ ৩
সী না ধধা র'রী | সী ন'না : : : র'মা | রী র'নী : : : র'রী | সী ন'ধা : : : র'মা ।
দা রা দিদি দিদি | দা রাদা রা দিদি | দা রাদা রা দিদি | দা রাদা রা দিদি

+ ৩
ধা ধপা : : : ধা | মা গা ররা সসা | "রা পপা মা পা | -ী ধা মা প," II
দা রাদা রা দা | দা রা দিদি দিদি | দা দিদি দা দা | বু দা দা রা

তোড়া

+ ৩
১। রগা মপা ধপা পধা | স'মা ধপা মগা রসা |

+ ৩
২। মপা স'সী ধপা মগা | রগা রমা গরা সসা |

+ ৩
৩। সরা গসা রগা মমা | রগা মরা গমা পপা | মপা ধমা পধা স'মা | ধপা মগা রসা মপা I ধসী

+ ৩
৪। স'সী ধপা মপা মগা | রগা মপা মগা রসা, | সরা সরা সসা গমা, | রমা রমা রপা মপা, I
মপা মপা মধা পধা, | পধা পধা পসা ন'মা, | সরা সসা গমা, রমা | রপা মপা, মপা মধা I
পধা, পধা পসা ন'মা ; | সসা গমা, রপা মপা, | মধা পধা, পসা ন'মা, | নর স'সী স'না ধপা I
মপা মগা রসা ন'সা | স'সী ধপা মগা রসা |

+ ৩
৫। সী -ী -ী -ী | ন'সা রমা পধা স'মা | র'গা ম'মা র'মা ন'মা | রগা মমা রসা ন'সা ।
রা রা

+ ৩
ধনা স'মা ধপা মপা | স'মা ধপা মগা রসা | :মম: :প: সী, :মম: | :প: সী, :মম: :প: : ধসী
আবু দা দা, আবু দা দা, আবু দা দা

স্বরলিপি

(মীরার ভজন)

সুরট—দাদরা

জানি না কি ছলে মিলন হইবে প্রভু সনে !

ছিলেম যখন নিদ্রা মগন

ফিরে গেল প্রিয় সেই ক্ষণে !

বিরহ ব্যথায় দহে নিশিদিন

সময় সে যেন কাটে না—

হে মীরার প্রভু হরি অবিনাশী

এসে ফিরে যাও কেমনে ।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল, বি. এল., বাণীকণ্ঠ

+	রা	পা	পা	০	মা	ধা	পা	I	+	মা	মা	গা	০	রা	সা	সা	I
জা	নি	না	কি	ছ	লে	মি	ল	ন	হ	ই	বে						

+	সা	রা	মগা	০	-রগা	রা	-}	I	+	না	না	-	০	না	না	-সা	I
প্র	ভু	স০	০০	নে	০	ছি	লে	ম্	ষ	থ	ন						

+	সা	-	সা	০	সা	সা	-	I	+	পা	রা	সা	০	গা	ধা	পা	I
নি	০	জা	ম	গ	ন	ফি	রে	গে	ল	প্রি	য়						

+	মগা	রা	গা	০	রা	-	-	II
সে০	ই	ক	নে	০	০			

+ না	না	না		না	না	-সী		সী	সী	সী		সী	সী	-	I
বি	র	হ		বা	ধা	য়		দ	হে	নি		শি	দি	ন	
+ পা	পা	-সী		সী	সী	না		ধা	র	সী	রা		-	-	-
স	ম	য়		সে	যে	ন		কা	টে	না		০	০	০	
+ রা	গা	মা		-গা	রা	সী		সী	রা	গা		ধা	পা	পা	I
হে	মী	রা		বু	প্র	ভু		হ	রি	অ		বি	না	শী	
+ পা	ধা	পা		পমা	মা	-	I	মগা	রগা	রা		-	-	-	II II
এ	সে	ফি		রে	বা	ও		কে	ম	নে		০	০	০	

উত্তর ভারতীয় কথক নৃত্য

শ্রীপ্রহ্লাদ দাস

কিছুকাল পূর্বে নৃত্যকলাকে সামাজিক জীবনে কেউ ভালভাবে স্বীকার করেনি। নৃত্য বা নাচ বলতে সাধারণতঃ সেকালে থেমটা নাচকেই বোঝাত। এই থেমটা সম্প্রদায়ের নৃত্যকেই কথক নৃত্য বলা হয়। তবলার বোলার সঙ্গে অল্পরূপ পদবিক্ষেপ এবং ঠুমরী গানের সঙ্গে গানের ভাব ও রস অল্পযায়ী অভিব্যক্তি প্রকাশ করা—যাকে উক্ত সম্প্রদায় “ভাও বাংলান” বলে, এই হ’ল কথক নৃত্যের বৈশিষ্ট্য। কথক নৃত্যের প্রচলন সেকালের বিলাসী ধনীসম্প্রদায়ের বিলাসকক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আনন্দের বিষয়, সম্প্রতি এক জ্ঞেয় শিক্ত সম্প্রদায়ের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি এই নৃত্যের উপর পড়েছে, তাই

আজ মার্জিত রচিসম্পন্ন নৃত্য-শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এই কথক নৃত্যের আংশিকভাবে প্রচলন শুরু হয়েছে।

বাদশাহীযুগে এই নৃত্যের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না। মহারাজা ৩৭ম্বাদীন এই নাচকে নিয়মবদ্ধ করে একে সমৃদ্ধির ছাপ দিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে মহারাজজীর বিষয় একটু জানা দরকার। ৩ঠাকুরপ্রসাদ মিশ্রের দুই পুত্র ৩কাল্কাপ্রসাদ ও ৩বৃন্দাদীনপ্রসাদ। ৩ঠাকুরপ্রসাদ মিশ্রের পিতা ও তিনি উভয়েই ছিলেন লক্ষ্মী নবাবের সভা-নর্তক। কাল্কা মহারাজের তিন পুত্র—আচ্ছান, লজ্জু ও শঙ্কু মহারাজ। আচ্ছান ও শঙ্কু মহারাজ কয়েক বৎসর ধরে

স্বরলিপি

মূলভানী-ত্রিতাল

লঙ্গর মোহে ছাড় দে বনরারী ।

হা হা করতছ পাইয়া পড়তছ

লাখে যতন করো হারি ।

শিক্ষক—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সংগ্রহ—শ্রীসুখময় সিংহচৌধুরী

বাদী—পঞ্চম, সহাদী—ষড়জ, রে, গা, ধা কোমল, কড়ি মধ্যম ।

আরোহণ—না সা জ্ঞা স্বা পা না সা

অবরোহণ—সাঁ না দা পা স্বা গা ঞা সা

স্থায়ী

II + ৩ ০

পা	জ্ঞা	জ্ঞা	স্বা	না	I .
ল	জ	র	মো	হে	

সা -া -া সা | সা -জ্ঞা জ্ঞা -জ্ঞা পা | দপা -জ্ঞাপা জ্ঞা "পা | জ্ঞা ^{৩২} স্বা সা না II

ছা ০ ০ ড় দে ০০ ব ন বা ০ ০০ রী ০ ল | জ র মো ০ হে

অন্তরা

II + ৩ ০

পা	-জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	পা	না	সাঁ	-া	না	-া	সাঁ	জ্ঞা	সাঁ	সাঁ	না	-দপা	I
হা	০	হা	ক	র	ত	ছ	০	পাই	০	য়া	প	ড	ত	ছ	০০	

জ্ঞা -সাঁ সা না | দা পা জ্ঞা প' | জ্ঞা -পদপা জ্ঞা "পা | জ্ঞা জ্ঞা স্বা সা না II

লা ০ খো ষ | ত ন ক রে | হা ০ ০০০ রি ০ ল | জ র মো ০ হে

ভান

1. + ৩ ০

না দপা জ্ঞাপা জ্ঞা | পা জ্ঞা জ্ঞা, সা | ন' জ্ঞা পা ^{৩২} মোহে ছাড়...

2. + ৩ ০

ন' জ্ঞাপা গজ্ঞা | পনা দপা জ্ঞাপা জ্ঞা | পা জ্ঞা জ্ঞা ^{৩২} | ন' জ্ঞা পা ^{৩২} মোহে I ছাড়...

3. + ৩ ০

ন' জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | ন' দপা ন' জ্ঞা জ্ঞা I

+ ৩ ০

সাঁ সা ন' জ্ঞা স্বা | জ্ঞা সা সা ন' না | দপা ^{৩২} পা ^{৩২} | স্বা সা ন' মোহে I ছাড়...

রাগধ্যানানুবাদ

শ্রীনির্মলকুমার চট্টরাজ

তৃতীয় ভৈরব রাগিনী বাঙ্গালী :—আদি ছয়টি পুরুষ রাগ এবং তাহাদের প্রত্যেকটির ১ম ও ২য় একটী করিয়া ১২টী রাগিনীর ধ্যানানুবাদ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে পুনরায় উক্ত আদি ছয় রাগের ৩য় ছয়টী রাগিনীসংযুক্ত তালিকা প্রকাশপূর্বক, পূর্ববৎ পরিচয় ও তান, উপজসহ উহাদের (বিশুদ্ধ “ক্রপথেয়ালাদে”) হিন্দী ধ্যানানুবাদ গীত স্বরলিপি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছি।

ঋতুসহ .ম, ২য় ও ৩য় রাগিনী সংযুক্ত আদি রাগ তালিকা :—

ছয় ঋতু	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত	শিশির	বসন্ত
ছয় রাগ	ভৈরব	মেঘ	পঞ্চম	নটনারায়ণ	শ্রী	বসন্ত
১ম ছয় রাগিনী	ভৈরবী	সৌরাটী	ভূপালী	কল্যাণী	গৌরী	তোড়িকা
২য় ছয় রাগিনী	রামকেলী	কৌশিকী	কর্ণাটী	কামোদী	কেনারী	ললিতা
৩য় ছয় রাগিনী	বাঙ্গালী	মল্লারী	পটমঞ্জরী	হাছীরা	মালতী	বরাটী

বাঙ্গালী—(ঋষভ, ধৈবত কোমল বিশিষ্ট) ভৈরব ঠাটের ঔড়ব রাগিনী। বর্ণ—ঔড়ব + ঔড়ব। আরোহণাবরোহণে যথাক্রমে মধ্যম ও নিখাদ বিবাদী। বাদী—ধৈবৎ। স্ববাদী—ঋষভ। গান্ধার অমুবাদী। ধৈবত বাদী হেতু প্রবল উত্তরাজ। শ্রেণী সালঙ্ক। দিবা ১ম প্রহর ও ঋতু গ্রীষ্মে গেয়া।

হুমন্ত মতেও বাঙ্গালী ভৈরব রাগেরই ৩য় রাগিনী। মতান্তরে ইহার ঠাট—ঋষভ, ধৈবৎ বজ্জিত ঔড়ব জাতীয়। বঙ্গে তাহার প্রচলন বিরূপ তাহা অজ্ঞাত থাকায়, বর্তমানে প্রচলিত উপরোক্ত Methodকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিলাম।

আরোহণ—সা ঋ গা পা দা সা

অবরোহণ—সাঁ দা পা গা ঋ সা

ধ্যান

কক্ষা নিবেশিত করণধরায়তাক্ষী

ভস্মোজ্জ্বলা নিবিড়বহু জটাকলাপা

ভাস্বত্রিশূল পরিমণ্ডিত বামহস্তা।

বান্ধালিকৈতাভিহিতা তরুণার্কবর্ণা ॥ (সঙ্গীতদর্পণ)

ব্যাখ্যা—ঐহার কক্ষে করণ, বামহস্তে উজ্জ্বল ত্রিশূল এবং ঐহার জটাকলাপ নিবিড়বহু সেই আয়ত লোচনা, ভস্মোজ্জ্বলা এবং তরুণ অর্কের ত্রায় বর্ণাবিশিষ্টা নারী মুক্তিই—ভৈরবপত্নী “বাঙ্গালী” নামে অভিহিতা।

বাঙ্গালী—ত্রিতাল (বিলম্বিত)

ভস্ম উজ্জর তন্ তরুণার্ক বরণ্

নয়নায়ত ঘন জটাকপালী।

করণ কোটী পড়্ ভাস্ব ত্রিশূল কর

বামে, মনোহর উক্ত বাঙ্গালী।

কথা ও সুর—শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ

স্বরলিপি—শ্রীনির্মলকুমার চট্টরাজ

স্বামী

II + স্বা স -গা স্বা -পা গা -দা পা গা -পা দদা - পা -সী দা পা ।
 ড স্ ম উ জ র ত ন্ ত ক্ণা ০ ০ ক্ ব র ণ

+ সা গা পা -দা সী দা -স্বা সী দা পা -দা পা গা -দপা গা -সা II
 ন য না ০ য ত ব ন জ টা ০ ক পা ০ ০ ০ লী ০ ০

অন্তরা

II + {পা দদা - পা -সী সী সী সী ।
 ক র ০ ০ ও ক টা প ড্

+ স্বা স্বা - সা -গা স্বা স্বা সী সী গা পা -দা পা -সী সী সী সী ।
 ভা ০ ০ স্ব জি শূ ল ক র ক র ০ ও ক টা প ড্

+ স্বা - সা সী গা স্বা সী দা পা গা -পা দা পা -সী -দা স্বা সা ।
 ভা ০ স্ব জি শূ ল ক র বা ০ মে ম নো ০ হ র

+ দা -পা দা পা গা -দপা গা -সা "স্বা সা গা স্বা -পা গা দা পা" II
 উ ০ ক্ণা বা দা ০ ০ ০ লী ০ ০ ড স্ ম উ জ র ত ন্

তান

১। + গপা দপা সীদা স্বা সী দসী স্বা সী দপা গপা ।

২। + স্বা সা গা পা দপা সগা পদা সীদা স্বা সী গপা দসী পদা সীদা দসী গা স্বা সীদা পগা II

ছন্দী উপজ (সোম্ হইতে)

II + দপা দপা সীদা স্বা সী দসী স্বা সী গা সীদা পদা সীদা স্বা সীদা গপা দপা গা সা ।
 ড স্ ম উ জ র ত ন্ ত ক্ণা ক্ ব র নন যপা যত মন জটা কপা লীক পালী পালী ড

সম্পাদকীয়

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নাট্যসঙ্গীতে সেনী অবদান

ঋণীয় উজ্জীর থা। সাহেবের নাট্যসঙ্গীতে কথ্য আমরা ইতিপূর্বে কিছু উল্লেখ করিয়াছিলাম। পরে খোঁজ নিয়া জানলাম যে, বর্তমানে তাঁহার নাটকসকলের মধ্যে নিম্নলিখিত নাটকগুলি অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে— এইগুলির অন্তর্গত সব গানের স্বর ও স্বরলিপি দবীর থা সাহেব বিদিত আছেন। নাটকগুলির নাম হইতেছে— (১) দেবদুতলীলা, (২) গোয়ালরাসলীলা, (৩) শ্রীকৃষ্ণ সুদামা, (৪) রাজা ভর্তৃহরি, (৫) আপদ্ কা প্রকলা, (৬) তস্বির-এ-ইক্, (৭) সৌকৎ-ইসলাম, (৮) হাসিনা জমিল, (৯) বেবা মালিনী, (১০) শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা। এইগুলির মধ্যে অধিকাংশ নাটক বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় বিরচিত ও তিনটি নাটক কিছু উর্দু মিশ্রিত। এক্ষেত্রে আমাদের এ কথাও অবগত রাখিতে হইবে যে, উজ্জীর থা হিন্দী, উর্দু ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন—সংস্কৃত ভাষায়ও পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তদ্বিন্ন বাংলা ও ইংরাজীতেও তাঁহার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। তিনি অনেক বাংলা গান জানিতেন ও নিজে স্বর বসাইয়া গাহিতেন—সেগুলি টপ্পা ও ঠুংরী জাতীয়—তা ছাড়া কীর্তনও বেশ গাহিতে পারিতেন।

তাঁহার তিরোধানের ৬৭ বৎসর পূর্বে, জ্যেষ্ঠ পুত্র প্যারে মিয়ার অকালবিয়োগ হয়। তাহার পূর্ব অবধি ১৫২০ বৎসর ধরিয়া রামপুর ষ্টেটে থিয়েটার পার্টির

আগাগোড়া সবই উজ্জীর খারই সৃষ্টি ছিল। দৃশ্যপট, সজ্জা, পাঠ, নৃত্য সবই তিনি নিজে পরিচালন করিতেন। এই নাট্যশালার ঐক্যতানবাননের উন্নতি ও নাট্যসঙ্গীত, নৃত্যসঙ্গীতে তাঁহার সমধিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে, সেনী সঙ্গীত প্রস্তরাবন্ধ সৃষ্ট ও সুপেয় এক প্রাচীন জলাশয় নয়—ইহা হইতেছে একটি সজীব, বেগবতী শক্তিশালিনী স্রোতস্বতী—ইহার স্রুজ স্বামী হরিদাসজীর সাধনকুঞ্জে—বহুবিহারী মন্দির-প্রাঙ্গণে—বৃন্দাবনে, আব ইহার শেষ সমুদ্রতীরে। যাহা হউক প্রত্যেক সেনী গুণীরই কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রসঙ্গীতে এমন কিছু অবদান দিয়া দিয়াছেন—যাহা তাঁহার পূর্বসূরীদের অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ও নতুন। এক্ষণে সঙ্গীতবিদ্যাকে ইহার 'গুরুমায়া বিদ্যা' বলেন—অর্থাৎ শিল্পকে গুরু অপেক্ষাও নূতনতর কিছুর বিকাশ করিতে হইবে।

উজ্জীর থা নিজে আধুনিক যুগের অমুভূতি ও দৃষ্টি নিয়াই সেনী সঙ্গীতের নবগঠন দান করিয়াছেন—তাঁহার সর্বতোমুখী সঙ্গীতিকী প্রতিভার নানা সৃষ্টির মধ্যে নাট্যসঙ্গীতেরও খুব বড় স্থান রহিয়াছে। ঋপদ, খেয়াল, ঠুংরী ও নানা নৃত্যসঙ্গীতের নানা তালে পাখোয়াজে ও তবলার নানা ছন্দে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র বিচিত্র স্বরে সেই সকল গীতি রচিত। রামপুর ষ্টেটের দুই একজন নাট্যশিল্পী বর্তমানে বোম্বাইএ film সঙ্গীতে উজ্জীর খার নাট্যগীতির অনুকরণে অনেক সুন্দর গীতের প্রচলন করিয়াছেন। সম্প্রতি বাংলার চিত্রসঙ্গীতের সমুজ্জল তারকা ও

প্রতিভাশালী গায়ক শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র দে ঐরূপ গীতের প্রচলন বোম্বাই film প্রতিষ্ঠানে করিতেছেন। চিত্র-সঙ্গীতে শ্রীযুত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও একই পথ ধরিয়া বিশেষ কলাকুশলতা দেখাইতে পারিতেছেন। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে উজ্জীর থা সাহেবের কিছু কিছু নাট্যসঙ্গীত প্রকাশিত করিলেও ইহাদের দ্বারাই চিত্রযোগে নাট্য-সঙ্গীতের যথার্থ উন্নতি হইতেছে ও হইবে।

এক সময়ে ভারতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সহযোগেই সঙ্গীতের প্রকাশ হইত, আবার এই ত্রয়ী বিদ্যাই নাটকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইত। পরবর্তী যুগে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের বিচ্ছিন্ন বিকাশে প্রত্যেকটিরই নিজস্ব

বিকাশের চূড়ান্ত পরিপাটি দেখা গিয়াছে। কিন্তু আজিকার দিনে এই তিনের সঙ্গতির প্রয়োজন আসিয়াছে আর ভারতীয় নাট্যক্ষেত্রে ও filmএ ইহার যথাযোগ্য বিকাশ দেখাইতে হইবে। নাট্যকলার মধ্যে নাটকের রসানুযায়ী কখনও কাব্যপ্রিত্তি বিচিত্র সুর-পূর্ণ সঙ্গীত আর কখনও রাগপ্রিত্তি সঙ্গীতের প্রবেশ হওয়া চাই। কাব্যসঙ্গীত, রাগসঙ্গীত ও background যন্ত্রসঙ্গীতে বিভিন্ন সুরের সঙ্গতি বা harmonyর কতদূর বিকাশ হইতে পারে এই ভারতীয় সুরের মধ্যে পাশ্চাত্য দান আমরা কিভাবে গ্রহণ করিতে পারি, তাহারও এক বৃহৎ প্রচেষ্টা বা experiment film সঙ্গীতে হইতে পারে।

—সংবাদ—

পরলোকান্তে সুগায়িকা পাকুলপ্রভা দাশগুপ্তা

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার পাঠকপাঠিকার নিকট সুগায়িকা ও সুরলেখিকা শ্রীযুক্তা পাকুলপ্রভা দাশগুপ্তার পরিচয় অনাবশ্যক। আজ গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, তিনি বিগত ৬শ্রামাপূজার দিন পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবত তিনি শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিতেছিলেন।

পাকুলপ্রভা কলিকাতা ল্যান্সডাউন জুট মিলের অন্ততম উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাশগুপ্ত মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। অতি বাল্যকাল হইতেই পাকুলপ্রভার সঙ্গীতপ্রতিভা দৃষ্ট হয়। মাত্র বার বৎসর বয়সে তিনি খেঁরপ কীর্তন ও রামপ্রসাদী গান করিতে পারিতেন তাহা খুব কম বালিকার মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহার এই প্রতিভা দৃষ্টে সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা পত্রিকার অন্ততম সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে সঙ্গীত শিখিবার উৎসাহ দেন, ফলে

তাঁহার পিতা মধুসূদনবাবু কলিকাতার সুদক্ষ সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত শৈলেশ দত্তগুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত করেন। শৈলেশবাবুর সুনিপুণ শিক্ষাধীনে পাকুলপ্রভা উচ্চাঙ্গের খেয়াল ও আধুনিক বাংলা গানে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। সে সময় কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে তিনি কয়েকটি আসরে গান করিয়াও তাঁহার সুমধুর কণ্ঠের পরিচয় দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কলকাতা গ্রামোফোন কোম্পানীর শিল্পী হিসাবে কয়েকখানি রামপ্রসাদী (শ্রামাসঙ্গীত), কীর্তন ও আধুনিক বাংলা গান রেকর্ড করিয়া বিশেষ যশস্বিনী হইয়াছিলেন।

পাকুলপ্রভার প্রতিভা নানাদিকে ব্যাপ্ত ছিল। তিনি অতি সুন্দর ভাবলালিতাপূর্ণ কবিতা ও গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার গানগুলি অধিকাংশই দেবদেবী-বিষয়ক ও অধ্যাত্ম ভাবধারায় পরিপূর্ণ। দেবদেবী-তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় রাধাকৃষ্ণের পটসম্মুখে তিনি যে কীর্তনগীতিরস পরিবেশন করিতেন,

তাহা প্রবণে অতি যত্নের চিত্তে অবীড়িত হইত। এই ভক্তিমতী মহিলার অকালপ্রয়াণে তাঁহার আত্মীয়-পরিজনের সহিত আমরাও মর্মান্বিত হইয়াছি। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দুইটি শিশু পুত্র ও স্বামী বর্তমানে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা এই পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিয়া তাঁহার পরিজনকে সাহসনা জ্ঞাপন করিতেছি।

তানসেন সঙ্গীত সমাজ

সম্প্রতি তানসেন সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে ভবানীপুর্ব সঙ্গীত সম্মিলনী ভবনে এক মহতী সঙ্গীতাহুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই অহুষ্ঠানে মহম্মদ দবীর খাঁ সাহেব (বীণকার) ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের গীত ও বাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ কার্যবশতঃ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় অহুপস্থিত থাকায় তাঁহার বীণ ও সুরশৃঙ্গার বাদন হয় নাই। অহুষ্ঠানের প্রারম্ভে হাওড়া শিবপুরেব প্রসিদ্ধ “কলকংকলি” ঐক্যতানিক বাদক সম্মুখ কর্তৃক দুইটি স্বমধুর ঐক্যতান বাদিত হয়। পরে মহম্মদ দবীর খাঁ সাহেবের ছাত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস সাম্রাণ মহাশয় পুরিষা রাগের একটি খেয়াল গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের স্বযোগ্য ও কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কামোদ রাগের একটি খেয়াল, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহম্মদ দবীর খাঁ সাহেব সুরম মজারের আলাপ করেন। এই সুরম মজার রাগটি অতি প্রাচীন। মির্জা তানসেনের পোস্তপুত্রের পুত্র মির্জা সুরম সেন এই রাগটি সৃষ্টি করেন। অতঃপর খাঁ সাহেব একটি দেশী কানাড়ার রূপদ ও বিংখিট রাগের ধামার গান করিয়া সভাস্থ সকলকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। দবীর

খাঁ সাহেব বীণকার রূপেই সর্বসাধারণে পরিচিত, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠসঙ্গীতে যে একরূপ কলানৈপুণ্য বিদ্যমান তাহা হয়তো অনেকেই জ্ঞাত নহেন। কণ্ঠ-সঙ্গীতের স্বস্থ কারুতার পরিচয় তাঁহার সেদিনের চুংরী গানে পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এই সঙ্গ তবলা সঙ্গত করিয়াছেন শ্রীযুক্ত মানিক পাল এবং সুদক্ষ সঙ্গীতে শ্রীযুক্ত সতীশ দত্ত (দানীবাবু) মহাশয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সভায় বহু বিশিষ্ট শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ

(লক্ষ্মী ভাতখণ্ডে কলেজ অহুমোদিত)

এই আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ সমগ্র ভারতের মধ্যে তৃতীয় অবৈতনিক উচ্চ সঙ্গীত বিদ্যালয়। এই বিদ্যাপীঠে বিদ্যার্থীর নিকট হইতে কোন প্রকার বেতন গ্রহণ করা হয় না। স্বনামধন্য দানবীর বিদ্যোৎসাহী ও বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত যুগোলকিশোর বিরলা মহাশয় হিন্দুর সঙ্গীত-চর্চার উন্নতিবিধানকল্পে ইহার সমস্ত ব্যয় বহন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল সঙ্গীতগুণগ্রাহী নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে এবং কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্র-ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে ইহার উদ্বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন মহাশয় ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিদ্যাপীঠ ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর স্বযোগ্য শিষ্য লক্ষ্মীর ম্যারিস্ কলেজের পরীক্ষায় প্রথম ও শীর্ষস্থান অধিকার লাভে ‘ভাতখণ্ডে’ পুরস্কার ও গভর্নমেন্টের বৃত্তি প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হইতেছে।

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, বঙ্গদেশেও সঙ্গীত সম্মেলন

ও উচ্চ সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা ও সমাদর হইতেছে। ননী-গোপালবাবুর অধ্যক্ষতায় ইহা দৃষ্ট হয় যে, একদিকে তিনি যেমন হিন্দুস্থানী গান বিদ্যাপীঠে শিক্ষা দিতেছেন তেমনি অপর দিকে বাংলা গানকেও যথেষ্ট সম্মান দিয়াছেন; এখানে বাংলা গান শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা অধ্যক্ষের বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও স্ফুর্তির পরিচায়ক। হিন্দুস্থানী গানের উপর সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত না হইলে তান ও সুরবিস্তারের পদ্ধতি ভাল রূপে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তাহা তিনি সম্যকরূপেই জ্ঞাত আছেন এবং সেই কারণে একই বিদ্যাপীঠে তিনি বাংলা ও হিন্দুস্থানী গানের সমন্বয় করিয়াছেন। এই বিদ্যাপীঠে কণ্ঠসঙ্গীত (ক্লাসিক্যাল, রবীন্দ্রগীতি, ভাটিয়ালী, বাউল ও কীর্তন ইত্যাদি), যন্ত্রসঙ্গীত (সেতার, বেহালা, এক্সাজ ইত্যাদি), এবং তবলা ও পাখোয়াজ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এই বিদ্যাপীঠ বাংলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-মন্দির রূপে বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া হিন্দুস্থানী ও বাংলা গানের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করিবে।

ক্যালকাটা মিউজিক এসোসিয়েশনের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত ২৮শে আগষ্ট ক্যালকাটা মিউজিক এসোসিয়েশন কর্তৃক যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা গৃহীত হয়, নিয়ে তাহার ফল শুধাংশে প্রদত্ত হইল :—

খেয়াল—১ এফ, কুমারী শ্রামলী দে, প্রতিমা দাসঘোষ,
২ এফ, আরাধনা চ্যাটার্জী, রূপালী মজুমদার, অপর্ণা দাস,

ছন্দারাগী ঘোষ, ৩ এফ রাজশ্রী ব্যানার্জী, ঝর্ণা মজুমদার।
ভজন—১ এফ, পুষ্পরাণী পালচিনা, চিত্রা ব্যানার্জী,
২ এফ হেনা নাগ, শাস্তা গুহ, স্ফূর্তা গুহ, রূপালী
মজুমদার, আরাধনা চ্যাটার্জী, গীতা চ্যাটার্জী, ছন্দারাগী
ঘোষ, ৩ এফ, রাজশ্রী ব্যানার্জী, ঝর্ণা মজুমদার, মীনা
নাগ, ১ এম্ মাষ্টার নৃপেশ ব্যানার্জী, ৪ এম্ মিঃ হরিপদ
রায়, মশারফ হোসেন ফরিদ। টপ্পা—শ্রীমতী হাসি
চট্টরাজ। তারাপা—কুমারী আরাধনা চ্যাটার্জী। আধুনিক
বাংলা গান—১ এফ প্রতিমা দাসঘোষ, কণা দাশগুপ্তা,
চিত্রা ব্যানার্জী, কানন দাস, শ্রামলী দে, অঞ্জলি শূর,
পুষ্পরাণী পালচিনা, যুক্তিকা মুখার্জী। ২ এফ স্ফূর্তা
গুহ, শাস্তা গুহ, আরাধনা চ্যাটার্জী, রূপালী মজুমদার
হেনা নাগ, পুষ্পরাণী বোস, প্রতিমা দত্ত, অমিতা দেবী,
অপর্ণা দাস, ছবিরাণী নন্দন; গীতা চ্যাটার্জী। ৩ এফ
রাজশ্রী ব্যানার্জী, মীনা নাগ, ঝর্ণা মজুমদার, ৩ এম্
মিঃ আবহুল রসিদ খা, ৪ এম্ হরিপদ রায়। প্রাচীন
বাংলা গান—কুমারী মীনারাণী চক্রবর্তী। বাউল—
১ এফ, বেলাবাণী তরফদার, ২ এফ শাস্তা গুহ, স্ফূর্তা
গুহ, চামেলী রায়। ভাটিয়ালী—আরাধনা চ্যাটার্জী,
৪ এম্ মিঃ মশারফ হোসেন ফরিদ, দেবপ্রসাদ মিত্র।
সেতার—কুমারী বাসনা চৌধুরী, ৪ এম্ মিঃ নরেশচন্দ্র
দত্ত, ননীগোপাল ভরদ্বাজী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। স্বরোদ—
শ্রীমতী হাসি চট্টরাজ, ২ এম্ মাষ্টার বনমালী ব্যানার্জী।
বেহালা—মিঃ নরোত্তম কেশজী। তবলা—কুমারী প্রিয়দ
সেন। কথক নৃত্য—বিষ্ণুপ্রিয়া গোস্বামী। আধুনিক
নৃত্য—রমলা মুখার্জী, ২ এফ অনিমা মল্লিক। গ্রাম্য
নৃত্য—পূর্ণিমা মল্লিক, ১ এম্ মাষ্টার দীপককুমার বোস।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিদ্যারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ও
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম্-এল-সি।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ



राधा

पारसिका
ॐ



विश्वनाथ
श्रीमद्भगवद्गीता
अध्याय १०

==গান ও স্বরলিপি পুস্তকের তালিকা==

সংখ্যা	সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা ও সঙ্গীত সোপান—শ্রীজীবকেশ বিশ্বাস	মূল্য	টাকা
১।	১ম ও ২য় ভাগ, প্রতি ভাগ	"	১২
২।	রাগের গঠন শিক্ষা—৩দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত ১ম ও ২য়, প্রতি ভাগ	"	৩২
৩।	সঙ্গীত-বিকাশ (কানাড়া কৃষ্ণ)—শ্রীকাদের বসু	"	১/০
৪।	সঙ্গীতকামন (টোরিটক)—শ্রীকাদের বসু	"	১/০
৫।	সঙ্গীত বিতান—(সারংসঙ্গ)—ঐ	"	১/০
৬।	Music Indiana ইংরাজী স্বরলিপি শিক্ষার পুস্তক	"	১০
৭।	সঙ্গীত প্রকাশ—ওস্তাদ কাদের বসু ১ম ও ২য় প্রতি ভাগ	"	৫০
৮।	খোকাথুকুর গান-বাজনা—শ্রীঅমূলচন্দ্র দাস প্রণীত	"	১০
৯।	গীতিকুঞ্জ—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেনমজুমদার প্রণীত	"	৫০
১০।	গীতাকুর—শ্রীদয়রঞ্জন রায় প্রণীত	"	৫০
১১।	তান-তরঙ্গ—শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত	"	১১০
১২।	পূর্ণতান অঞ্জলী—শ্রীবিভূতিভূষণ গাঙ্গুলী প্রণীত	"	১০
১৩।	সেনী গীতিমালা—শওকত আলী প্রণীত	"	১০
১৪।	গীতমী—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত	"	৩২
১৫।	গানের মালা—শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায় প্রণীত	"	৫০
১৬।	মঞ্জুবা—শ্রীহংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত	"	২৫০
১৭।	সঙ্গীত প্রবেশিকা—শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়	"	১১০
১৮।	দিনেন্দ্র রচনা বলী—৩দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত	"	১১০
১৯।	সাধন সঙ্গীত—স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত	"	২৫০
২০।	স্বর বিতান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ১ম হইতে ৫ম প্রতি ভাগ	"	১৫০
২১।	তারের স্বপ্ন—শ্রীজ্যোতিচন্দ্র রায়চৌধুরী	"	৪২
২২।	কীর্ত্তন গীতি প্রবেশিকা—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত	"	২৫০
২৩।	সেতার মার্গ (হিন্দী অক্ষরে ছাপা)—শ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত	"	১২
২৪।	হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	"	১৫
২৫।	হারমোনিয়ম শিক্ষা (ইংরাজী স্বরলিপি)—৩কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	১৫
২৬।	সপ্তরঞ্জনী সেতার সাধনা—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	"	২৫০
২৭।	গীত সূত্রসার (ইংরাজী স্বরলিপি অবলম্বনে) ১ম ও ২য় প্রতি ভাগ	"	৫২
২৮।	ভজন—(হিন্দী অক্ষরে ছাপা)—শ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	১৭০

এ ছাড়া হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত যাবতীয় সঙ্গীতগ্রন্থ পাওয়া যায়।

সমগ্র পুস্তকতালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা সঙ্গীত গ্রন্থালয়

৮সি. লালমাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ৩রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ, সন ১৩৫০ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম-এন-সি

পরিচালক— অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

সেক্রেটারী :—

শ্রীহরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক— শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাদিধিপতি মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ বায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিধিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দা বাহাদুর

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল কে-টি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ

শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ওস্তাদ আলিউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরত্নাকর

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল দাস, ডিরেক্টর— যন্ত্রীসম্ম : (রেডিও)

শ্রীযুক্ত সরলা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীযুক্ত প্রমদা চৌধুরাণী

শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভাবতী

মহম্মদ দবীব খাঁ (বাণ্কাব) সাহেব

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ অমিয়নাথ সাহা

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এমসি

শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার ভঞ্জন চৌধুরী বি. এ.

সূচী-পত্র

রাগালাপন—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম-এল-সি	
শ্রীহিতৈশ্বমোহন সেনগুপ্ত বি-এসসি	১
গান—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	৩
স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার	৪
গান—শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত	৬
স্বরলিপি—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র	৭
গান—শ্রীশশীকাজীবন চক্রবর্তী	৯
রাগখানাবাদ—শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০
হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতেব ব্যাকরণ	
—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১২
কোমল রাগ—ওস্তাদ কাদের বক্স সাহেব ও	
শ্রীঅরুণকুমার দত্ত	১৭
স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল	১৯
উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকলা	
—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	২১
গান—শ্রীজ্যোতিভূষণ ভাট্টা	২৩
স্বরোদের গং—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস	২৪
স্বরলিপি—শ্রীসঞ্জয়কুমার পাঠক	২৫
রাগসঙ্গীত—রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ.	২৬
সংবাদ	২৮

রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর প্রণীত

কীর্তন-গীতি-

প্রবেশিকা-২৥০

কীর্তন গানের একমাত্র পুস্তক

৬কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

গীতসূত্রসার—১ম ভাগ ও ২য় ভাগ ১ম খণ্ড

মূলপাঠ্য, ডিসেম্বর ১৯৪১ সংস্করণ মূল্য—৩২ টাকা।

গীতসূত্রসার—বড় সংস্করণ, ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ প্রত্যেকে—৫২ টাকা।

গীতসূত্রসার—ইংরাজী সংস্করণ—৩১০ টাকা।

হারমোনিয়াম শিক্ষা—১৥০

এই পুস্তক দেখিয়া শিক্ষক বাতিরেকে পিয়ানোও শিক্ষা করা যাইবে।

শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত

ভোরের পাখী-১

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ।

স্বনামধন্য সঙ্গীততত্ত্ববিৎ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম. এল. সি.

সুপ্রসিদ্ধ গীতিকার শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

হিন্দী ও বাংলা ধ্রুপদ, খেয়াল, মাদুরা, ঠুংরী গানের অভিনব পুস্তক

—রাগসঙ্গীত—

“রাগসঙ্গীত” সম্বন্ধে ভারতপ্রসিদ্ধ গায়ক ও সাধক-শিল্পী

শ্রীমুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি চিত্র

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিতগণ

প্রীতিভাষনেষু

* * * * * বইখানি দেখলাম, আপনাদের উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। তানসেনের ও পুরোকার সাধকদের রচিত যে-সব ধ্রুপদ আছে তাদের সংস্পর্শে আসবার সুবাইকে আপনারা একটা স্বর্ণ সুযোগ পাইয়ে দিচ্ছেন ও সেই সঙ্গে বাংলা গানকে সেই ছাঁচে ফেলে স্বর ও ভাষার সমন্বয়ে বহুকালব্যাপী বাস্তব যে নতুন সৃষ্টি করবার প্রয়াস পাচ্ছেন তাতে মঙ্গল কামনা না করে কে থাকতে পারে? বীরেন্দ্রকিশোরবাবু আজীবন সঙ্গীতসাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করে যে রত্নের ভাণ্ডার লাভ করেছেন তা অফুরন্ত ও আপনার কথা ও তাঁর স্বর এই দুইটির মিলন নবরূপ ও নবজীবন লাভ করে আপনার নিজ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুক এই আমার প্রার্থনা। * * * —ভীষ্মদেব

মূল্য—দেড় টাকা

আর, বি, দাস—৮-সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বরসাধক শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ প্রণীত
অভিনব স্বরলিপি পুস্তক

সুরমঞ্জরী

১ম ভাগ “হরবোলা”য় অনূন বিশ প্রকার রাগবাগিনী ও তালের বোল-পরিচয় ও তান বাঁটা সহ সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলাদি ভাষার, ধ্রুপদ, হোরি, খেয়াল, টপ্পা, টপ্‌খেয়াল, ঠুংরী, গজল, ভজন, আধুনিক, শ্রামা-সঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, ডুয়েট, বন্দনা, চতুর্ভঙ্গ, ত্রিভট, তেলেনা, সরগম প্রভৃতি প্রচলিত প্রায় সকল ভাষা ও অঙ্গের অপূর্ণ গীত-গৎ সমাবেশ।

মূল্য এক টাকা। অগ্রিম খরচ ফ্রি।

প্রাপ্তিস্থান :—

“কেদার কুটীর” পোঃ নবগ্রাম, মুন্সিদাবাদ।
আর, বি, দাস | ডি, এম, লাইব্রেরী
চাঁসি, লালবাজার ষ্ট্রীট | ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার যে কোনও সঙ্গীত পুস্তকালয়।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশলা

কুমারী পরিপূর্ণা নিম্নোক্ত প্রণীত

“সুরের বারুণা”

মূল্য—১৯/০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাঁট, আলাপ, প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—
ঠুংরী : “সাঁচি কহ মোসে বাতিয়া” (খান্সাজ), “পাপিহারী
পিকী বোলী না বোলে” (পিলু), মহি পরত মেরা চয়ন
সাঁবরিয়া (ভৈরবী) প্রভৃতি গান বিস্তারিতভাবে দেওয়া
হইয়াছে। পুস্তকটি প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের দ্বারা প্রশংসিত
এবং সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, সচিত্র ভারত, আনন্দবাজার,
বেতার ভগৎ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা
লাভ করিয়াছে।

লেখিকার নূতন পুস্তক সুরের আরতি কতগুলি
বাংলা খেয়াল গানের স্বরলিপি সহ লৌহই প্রকাশিত হইবে।

সুরকা বারুণা—(হিন্দী সংস্করণ) সত্ত
প্রকাশিত হইল। দাম—দেড় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস

চাঁসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার

মাত্র কয়েক সেট বিক্রয় আছে।

১৩৪৩ সাল হইতে ১৩৪৭ সাল পর্য্যন্ত—

প্রতি সেটের মূল্য—৩৫০ আনা।

ডাক/মাণ্ডল রেজেষ্ট্রী খরচ—১/০ তিন আনা।

একুনে ৩৫৪/০ আনা

পালিইয়া অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

শ্রীযুক্ত সরলা দেবী প্রণীত

শতগান—২৥০

(স্বরলিপি পুস্তক)

এই পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, স্বর্ণকুমারী দেবী
প্রভৃতির অনবদ্য গানসহ বিভিন্ন দেশীয় একশতটি
গান আছে।

আর, বি, দাস

চাঁসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীহুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত

সঙ্গীত-পরিচয়

এই পুস্তকে প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগীরূপে
সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়সমূহ প্রশ্রোতর ছলে করা
হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল-
গীতি ও উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের বিশুদ্ধ দণ্ডমাত্রিক
স্বরলিপি-সমাবেশও আছে। পুস্তকের বিষয়-তুলনায়
মূল্য অতি কম করা হইল। মূল্য মাত্র এক টাকা।

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার সমগ্র বাণ্যযন্ত্রালয় ও

পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
সুপ্রসিদ্ধ গীতিকার শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

রাগ-সঙ্গীত (বাংলা ও হিন্দী)—১১০

এই পুস্তকে প্রসিদ্ধ সেনী-ধরানার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও
গীতিকার বিনয়ভূষণের বাংলা ক্লাসিক গানের অপূর্ণ
সমাবেশ হইয়াছে। গানগুলি আকারমাত্রিক স্বরলিপিকৃত।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায় বি-এসসি প্রণীত

রাগ-নির্ণয়—২১

(পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে রাগ-রাগিণীর পরিচয়)

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এসসি প্রণীত

সঙ্গীতরঞ্জনী—২১০

(সেতার শিক্ষার একমাত্র সচিত্র পুস্তক)

কবি নজরুল ইসলামের গান ও স্বরলিপি পুস্তক

সুর-মুকুর ১১০

নজরুল-স্বরলিপি ১১০

প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরের মানস—২১

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

স্বব ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১১০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)

কবি অজয় ভট্টাচার্য্য ও কুমার শচীন দেববর্মা প্রণীত

সুরের নিখন—১১০

(সাধন-সঙ্গীত, ভজন, গজল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী
প্রভৃতি গানের স্বরলিপি-পুস্তক)



বি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ



“গিনি হাউস”

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কারাদি এবং রোপ্যেত বাসনাদি নির্মাতা।

১০১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অতি
ষত্রে সহিত সম্ভব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোষ্টে সর্বত্র গহনা পাঠাই।

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য আছে এরূপ অনেকগুলি নূতন দোকান হইয়াছে।
তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এজন্য আমাদের নবনির্মিত দোকান
“গিনি হাউস” নামে অভিহিত ও রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের
দোকানে আগমন করিবার সময় অথবা আমাদের পত্রাদি লিখিবার সময় অল্পগ্রহ প্রকাশে
“গিনি হাউস” নামটি স্মরণ রাখিবেন।

আমাদের আর কোনও ব্রাঞ্চ দোকান নাই। কিম্বা আমাদের কোন

অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।

টেলিফোন নং ২০ বড়বাজার।

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম :—গিনিহৌস

জগদ্ব্যাপী অর্থ-সঞ্চয় প্রযুক্ত আমাদের বর্তমান ১৭ নং এবং ১৭ক নং ক্যাটালগে যে মজুরি নির্দিষ্ট আছে,

তাহা অপেক্ষাও প্রায় সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে



85



২০শ বর্ষ



বৈশাখ, ১৩৫০ সাল



১ম সংখ্যা

রাগালাপন

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম. এল্. সি.

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এস্‌সি

রাগের স্বরূপ প্রকাশক ভাবপ্রধান স্বরবিজ্ঞানকেই আলাপ বলা যাইতে পারে। আলাপ শব্দের অর্থ রাগের বিস্তারসাধন। রাগের মূর্তি বা বিশেষ রূপ কোনও গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া স্বরশিল্পীর স্বরকল্পনায় রাগের বিভিন্ন রূপ গড়িয়া তুলাই আলাপের উদ্দেশ্য। যে কোনও রাগের রূপ সম্বন্ধে খুব ভাল জ্ঞান না থাকিলে বিশুদ্ধ আলাপ করা সম্ভব নহে। আলাপের প্রত্যেক তানে স্বর-বিস্তার নূতন গঠনে গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুনরাবৃত্তি দ্বাৰে যাহাতে দোষী না হয় তজ্জন্ত প্রত্যেক তান নূতন ছন্দ ও অলঙ্কারাদির প্রয়োগ দ্বারা নব রস সৃষ্টি করিয়া তুলি চাই।

গান বা গং-এর এক একটি বিশিষ্ট বন্দন বা নিদিষ্ট রূপ থাকে। কিন্তু আলাপ ভাবপ্রধান (idealistic), গং বস্ত প্রধান (realistic)। আলাপ সূক্ষ্মবিচার সূক্ষ্মালুভূতি-সাপেক্ষ। কোনও স্বরবিস্তার বোল বা ভাষার দ্বারা আকৃতিগত হইলে গান বা গং হয়, কিন্তু আলাপে প্রযুক্ত স্বরবিস্তার সর্বদাই অস্থায়ী। যাহা একবার গীত বা বাদিত হইল তাহা পুনরায় গীত বা বাদিত হইলেও নূতন রূপ ও নূতন ছন্দে প্রকাশ পাইবে। শ্রোতার কর্ণে কখনও একঘেয়ে (monotony) না লাগা চাই। আলাপ রাগের সকল ভাব ও ধারা (with all the aspects) লইয়া হয়, কিন্তু গানে বা গংএ সাধারণতঃ রাগের সামান্য অংশ

বাবহৃত হয়। রাগালাপে রাগের পূর্ণ রূপ ফুটাইয়া তুলার সম্ভব, কিন্তু গান বা গৎ-এ রাগের সকল রূপ প্রকাশ করা সম্ভব নহে। কারণ গান ও গৎ সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ বাদন ও ছন্দ দ্বারা পরিকল্পিত। আলাপে কোন ভাষা নাই—কথার আড়ম্বর নাই, আছে শুদ্ধ স্ববেব বিভ্রাস ও লয়ের অবাধ গতি ও অ, না, নে, তে, ঋ, নে, হুম্ ইত্যাদি কাল্পনিক শব্দ দ্বারা রাগের পূর্ণ বিকাশ-সাধন।

তানসেনবংশীয় ওস্তাদগণ ও এই বংশীয় শিষ্যগণ আলাপের স্থান বহু উচ্চে দিয়া থাকেন। ইহাকে এক কথায় সঙ্গীত-সাধকের পরিণত জ্ঞানের অবদান বলা যাইতে পারে। অধুনা প্রসিদ্ধ সকল গায়ক বাদকই প্রথম রাগেব আলাপ করিয়া পরে গান বা গৎ বাজাইয়া থাকেন। গান বা গৎএর স্থায়ী যেমন বিশিষ্ট একটি রূপ থাকে, যাহার পুনরাবৃত্তি শিল্পী পক্ষে দৃশ্যীয় নহে। আলাপের কোন বিশিষ্ট রূপ থাকে না। প্রত্যেক শিল্পীর কল্পনা ও জ্ঞানেব অবদান সমান নহে। যদিও প্রত্যেকেই মোটামুটি কোন বিশিষ্ট রাগেব একই মূর্তি গড়িবার প্রচেষ্টা করেন কিন্তু বিকাশসাধন বিভিন্ন স্ববিশ্লীর্ণ নিকট সর্কুদাই বিভিন্ন হয়। এস্থলে একটি সামান্য উদাহরণেই কথাটি সহজবোধ্য হইবে। কোনও মংশিল্পী যেমন যে কোনও প্রতিমা গড়িতে একই মূর্তি বিভিন্ন আকারে নির্মাণ করেন—স্বরশিল্পীগণ তেমনি এক একটি রাগের রূপ মোটামুটি এক হইলেও শিল্পীর জ্ঞান ও নির্মাণকুশলতা বা প্রকাশভঙ্গীর দরুণ একই রাগ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করেন। কোনও রাগের যাবতীয় আরোহণ, অবরোহণ, বাদী, সধাদী, অহুবাদী, বিবাদী, অংশ, গ্রহ ও গ্রাস ইত্যাদির শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও এই রাগের বিশুদ্ধ রূপ, ধারার, সাদরা ইত্যাদি উচ্ছাদের গান জানা থাকিলে এবং আলাপের ক্রম ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকিলে

অধিক সময়ব্যাপী সম্পূর্ণরূপেব আলাপ করা গুণীজনের পক্ষে সম্ভব হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় আলাপ বহু সংখ্যক অনভিজ্ঞ (average) শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয় না। ইহার কারণ মনে হয় কতকটা শিল্পীর অক্ষমতা হেতু ও অন্য কারণ আলাপেব প্রথম বিলম্বিত অংশে কোন তাল-যন্ত্রেব সঙ্গত হয় না বলিয়া সাধারণ শ্রোতাগণ বিলম্বিত মাত্রা বা লয়ের অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে না থাকার দরুণ আলাপের বিলম্বিত অংশ মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয় না।

আলাপ সাধারণতঃ তিন প্রকারঃ—

(১) বাগ-আলাপ, (২) রূপ-আলাপ, (৩) সম-আলাপ।

১। **বাগ-আলাপ**—এই প্রকারে প্রথম বিলম্বিত তানেই রাগের সম্পূর্ণ রূপ খুলিয়া বা প্রকাশ করিয়া বাদিত বা গীত হইয়া থাকে। প্রথমেই স্বরবিস্তারের কোন গভী না বাঁধিয়া বাগকে প্রকাশ করিতে যে সমস্ত স্বরের সাহায্য প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত স্বরই বাবহৃত হয়। বাদী, সধাদী, অহুবাদী, গ্রহ, অংশ ও গ্রাস-সকলের প্রয়োগ যথাযথ হইয়া থাকে। স্পর্শ, রুস্তন, আশ, গমক, যৌড়, সূত, ছুট ইত্যাদি অলঙ্কারের প্রচলন দৃষ্ট হয়।

২। **রূপ বা রূপক-আলাপ**—এই প্রকার আলাপে রাগের রূপ স্বরের গভী বাঁধিয়া ক্রমশঃ বাড়িত অর্থাৎ বিস্তার করিতে হয়। বাদী, সধাদী বা গ্রহস্বরের যে কোনও একটি স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ স্বরের গভী বাড়াইয়া রাগ খুলিতে হয়। উক্ত প্রকার আলাপে রাগের সম্পূর্ণ মূর্তি প্রকাশ করিতে সময়ের প্রয়োজন হয় বলিয়া অনেক সময় শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে দেখা যায়। এই প্রকার আলাপ কঠিন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কিন্তু সামান্য গুণীজন ব্যতীত এই প্রকারের নীরব শ্রোতা বর্তমান

সঙ্গীতজগতে বিরল। সঙ্গীতের যাবতীয় অলঙ্কারই এই প্রকারে ব্যবহৃত হয়। বীণ, সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বনে আলাপ করিবার প্রচলন রহিয়াছে।

৩। সম-আলাপ বা আওচার অঙ্গীয় আলাপ—এই প্রকার আলাপে রাগের বিশেষ তান বা পকড়ের সাহায্য লইয়া রাগের যাবতীয় আরোহণ ও অবরোহণ অবলম্বনে বিস্তার সা (ষড়জ স্বর) তইতে আরম্ভ করিতে হয়। এই প্রকারে আলাপের কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম পালন না করিয়া সহজ ভাবে রাগের মূর্তি প্রকাশিত হয়। আরোহাবরোহণ অর্থাৎ যাতায়াতের পথ-প্রদর্শক আলাপকেই আওচার-অঙ্গীয় আলাপ বলা যাইতে পারে। গমক্, মৌড়, স্ত্ ও ছুট্ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ ইহাতে বিশেষ হয় না।

স্বর্গগত পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী তাঁহার “হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি” ক্রমিক পুস্তকমালিকায় আওচার-অঙ্গীয় আলাপের স্বরবিস্তার প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে আওচার অঙ্গীয় আলাপই প্রশস্ত, কিন্তু উন্নত শিক্ষার্থীর (advanced student) পক্ষে রাগ ও রূপক-আলাপ শিক্ষা করা খুবই প্রয়োজন। নতুবা রাগ পূর্ণ দখলে আনা সম্ভব নহে।

উপরোক্ত এই তিন প্রকার আলাপের রীতি উত্তর-ভারতে প্রচলিত। তানসেনবংশীয় ওস্তাদগণ এই তিন প্রকার আলাপের ভেদকে চারি প্রকারে ভাগ করিয়া নিম্নোক্ত নামে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং সেনীমতে আলাপ চারি প্রকার। যথা—(ক) আওচার আলাপ, (খ) বন্ধান আলাপ, (গ) বিস্তার আলাপ, (ঘ) কয়েদ্ আলাপ।

গান

শ্রী বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

ভুলিয়া যাবে গো মোবে
স্বরণে রবে না জানি
মিলনের ফুলে দিলে
বিদায়ের মালাখানি।
প্রথম ফাগুন যবে
চাঁদেরে ধরিল নভে
সেদিন নিশামে মম
দিয়েছ স্বরভি আনি।

সেদিনের গানে ছিল
পরানের কত কথা
মিলনের লাগি ছিল
বিরহের ব্যাকুলতা।
আজিকে ফাগুন শেষে
বিদায় দিয়েছ হেসে—
ক্ষণিকের এই গান
ভুলিওনা অভিমানী।

স্বরলিপি

আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতি
স্মৃতি-বেদনার মালা একেলা গাঁথি ।
আজি কোন ভুলে ভুলি
আঁধার ঘরেতে রাখি ছুয়ার খুলি'
মনে হয় বৃষ্টি আসিছে সে মোর
দুখ-রজনীর সাথী ।
আসিছে সে ধারাজলে সুব লাগায়ে
নীপবনে পুলক জাগায়ে ।
যদিও বা নাহি আসে
তবু বৃথা আশ্বাসে
ধূলি' পরে রাখিব রে মিলন আসনখানি পাতি ।

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শৈলজারঞ্জন মজুমদার

ধা না II {মাঁ সর্গা গাঁ গর্গা | রাঁ র'সাঁ স'াঁ -াঁ I মা -াঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I
আ জি ব রি০ ষ ৭০ | মু খ০ রি ০ ত ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

গা -মাঁ -পাঁ -মাঁ | গা -মাঁ -পাঁ পমা I গা -রা সা -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I
শ্রা ০ ০ ০ | ব ০ ০ ৭ রা ০ তি ০ | ০ ০ ০ ০

সা সমা মা মা | মা -াঁ মা -াঁ I মাঁ -পাঁ -গাঁ -াঁ | মাঁ ধা ধা -াঁ I
স্ব তি০ বে দ না ব মা ২ লা ০ ০ ০ | এ কে লা ০

না -াঁ স'াঁ -রাঁ | -নাঁ -স'াঁ ধা না I
গা ০ থি ০ | ০ ০ আ জি

সী রী II {না-সী-ধা ধা | না-না সী-রী I না-সী-না-না | না-না-না সী-রী I
আ জি কো ০ নু ভু লে ০ ভু ০ লি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

না-সী-ধা ধা | না না সী রী I না সী-ধা না | সী-না(সী-রী)}-না-না I
ধা ০ বু ঘ রে তে রা ধি দু যা বু খু লি ০ আ জি ০ ০

না সী সী-না | না-না ধা ধা ধা I পা-মা মা-না | না-না সী-না I
ম নে হ বু বু ঝি ০ আ সি ০ ছে ০ সে ০ ০ ০ মো বু

সী গী গী গী | গী-মা-পী-পী-মা I গী-রী সী-রী | না-সী-ধা না II
ছ থ র জ নৌ ০ ০ বু মা ০ খৌ ০ ০ ০ "আ জি"

II {সী সমা মা-না | মা-না-না-না I সমা মা মা-না | মা-পা-গা-না I
আ সি ০ ছে ০ সে ০ ০ ০ ০ ০ ধা ০ বা জ ০ লে ০ ০ ০

মা-ধা ধা ধা | ধা-না-মা-না I মা-ধা না সী | ঝা ঝা ঝা-সী সী I
স্ব বু লা গা য়ে ০ ০ ০ নৌ প ব নে পু ল ক ০ আ

না-না সী-না | না-না-না-না I {সী গী গী গী | গী-মা-গী-পী-মা I
গা ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০ য দি ও বা না ০ হি ০ ০ ০

ম'পাঁ -প'মাঁ গাঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I গাঁ মাঁ মাঁ -গাঁ | গাঁ -রাঁ রাঁ -সাঁ I
আ ০ ০ সে ০ | ০ ০ ০ ০ ত ব ব ০ | থা ০ আ ০

সাঁ -ধাঁ ধাঁ -সাঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I সা সমা মা -াঁ | মা -াঁ -াঁ -াঁ I
থা ০ সে ০ | ০ ০ ০ ০ ধু লি ০ প ০ | রে ০ ০ ০

গমা মা মা -াঁ | মা -পাঁ -গাঁ -াঁ I মা ধা ধা ধা | না সাঁ সঁরাঁ রঁসাঁ I
রা থি ব ০ | রে ০ ০ ০ মি ল ন আ | স ন থা নি

না -াঁ সাঁ -রাঁ | -না -সাঁ ধা না II II
পা ০ তি ০ | ০ ০ "আ জি"

গান

শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত

তব সাথে যবে হ'ল পরিচয়
মধুর ফাগুন রাতে
সেইক্ষণে তুমি ছিলেনা ত একা
চাঁদ ছিলো তব সাথে।
হারানো স্মৃতিরে ঘিরে
যে-কথা কাদিয়া ফিরে
সে-কথা কহিতে পরাণের ব্যথা—
ধরা দিল আঁখি-পাতে।

হিয়াতল ভরি ব্যাকুল বেদনা
সারাক্ষণ ভরি জাগে
আশা-নিরাশার স্বপন দেখিছ
যৌবন অল্পরাগে।
কত ফুল ঝরে গেল
কেহবা পরশ পেল
কেহবা ধুলায় লভিল শরণ
জীবনের বেদনাতে।

স্বরলিপি

(ধ্রুপদ)

ভূপালী-চৌতাল

শুভ করণী ভবানী ধ্যায়ো পাও,
 গেম ভক্তি জ্ঞান বাঢ়ত শ্রীত্ অতি বিশ্বাম।
 যোগ যাগ তীরথ ব্রত সন্ধ্যা-পূজা,
 জপ সুফল চরত এহি শ্রীতি অষ্ট-যাম।
 দয়া জীয়ে মধ্য ধরো জান,
 ছুখ সুখ পরে কো এয়াহিতে প্রসন্ন হোথে।
 পাওয়ে সুখধাম আনন্দি চার-যুগ,
 নিশ্চয় এ হামা নিলেও আওর সব হোত কাম, জগমে নাম।

প্রাপ্ত—চন্দন চৌবে

স্বরলিপি—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

স্থায়ী

II	+	০	২	০	৩	৪		
	ধা	ধা	ধপা	পা	পগা	রা	I	
	ঙ	ভ	ক	র	গী	ড		
+	০	২	০	৩	৪			
গা	পা	ধা	না	মা	মা	না	পা	I
বা	নী	ধা	০	গো	পা	০	ও	ম
+	০	২	০	৩	৪			
পা	ধা	ধপা	না	পা	ধা	ধা	পা	গরা
ভ	কি	জা	০	ন	বা	ঢ	ত	পী ০
+	০	২	০	৩	৪			
গা	গা	পা	গরা	না	রা	ধা	ধা	ধপা
অ	তি	বি	জা ০	০	ম	ঙ	ভ	ক
								র
								গী
								ড
								রা" II

অস্তুরা

II $\overset{+}{\text{পা}} - \overset{0}{\text{ধা}}$ | $\overset{0}{\text{পা}} \overset{1}{\text{সী}}$ | $\overset{2}{-} \overset{1}{\text{সী}}$ | $\overset{0}{\text{সী}} - \overset{1}{}$ | $\overset{3}{\text{সী}} \overset{2}{\text{সী}}$ | $\overset{8}{\text{সী}} \overset{7}{\text{সী}}$ I
 ঘো ০ | গ ধা | ০ গ | তৌ ০ | র থ | ত্র ত

$\overset{+}{\text{ধা}} - \overset{0}{\text{সী}}$ | $\overset{0}{\text{সী}} \overset{1}{\text{সী}}$ | $\overset{2}{\text{সী}} - \overset{1}{\text{রী}}$ | $\overset{0}{\text{গী}} - \overset{1}{\text{রী}}$ | $\overset{3}{-} \overset{2}{\text{সী}}$ | $\overset{8}{-} \overset{7}{\text{ধা}}$ পা I
 স ০ | ন ধা | পু ০ | জা ০ | ০ জ | ০ প

$\overset{+}{\text{ধা}}$ ধা | $\overset{0}{\text{পা}} \overset{1}{\text{পা}}$ | $\overset{2}{\text{গা}} \overset{1}{\text{রা}}$ | $\overset{0}{\text{গা}} \overset{1}{\text{পা}}$ | $\overset{3}{-} \overset{2}{\text{ধা}}$ | $\overset{8}{-} \overset{7}{\text{সী}}$ I
 হু ফ | ল ক | র ত | এ হি | ০ প্রী | ০ তি

$\overset{+}{\text{সধা}} - \overset{0}{}$ | $\overset{0}{\text{পা}} \overset{1}{\text{ধা}}$ | $\overset{2}{-} \overset{1}{\text{পা}}$ | $\overset{0}{\text{ধা}} \overset{1}{\text{ধা}}$ | $\overset{3}{\text{ধপা}} \overset{2}{\text{পা}}$ | $\overset{8}{\text{পগা}} \overset{7}{\text{রা}}$ II
 অ ০ | ষ্ট যা | ০ ম | শু ড | ক র | গী ড

ভোগ

II $\overset{+}{\text{গা}}$ - $\overset{0}{}$ | $\overset{0}{\text{পা}}$ - $\overset{1}{}$ | $\overset{2}{\text{পা}} \overset{1}{\text{পা}}$ | $\overset{0}{\text{ধা}}$ - $\overset{1}{}$ | $\overset{3}{\text{পা}} \overset{2}{\text{পা}}$ | $\overset{8}{-} \overset{7}{\text{গা}}$ রা I
 দ ০ | ধা ০ | জি য়ে | ম ০ | ধা ধ ০ | রো

$\overset{+}{\text{গা}} - \overset{0}{\text{পা}}$ | $\overset{0}{\text{সী}} - \overset{1}{\text{ধা}}$ | $\overset{2}{\text{সী}} \overset{1}{\text{রী}}$ | $\overset{0}{\text{সী}} \overset{1}{\text{ধা}}$ | $\overset{3}{-} \overset{2}{\text{সী}} \overset{1}{\text{ধা}}$ | $\overset{8}{\text{ধা}} \overset{7}{\text{পা}}$ I
 জা ০ | ন ০ | হু থ | সু থ ০ | প রে কো

$\overset{+}{\text{পা}}$ পা | $\overset{0}{\text{রা}} \overset{1}{\text{গা}}$ | $\overset{2}{-} \overset{1}{\text{পা}}$ | $\overset{0}{\text{গা}}$ - $\overset{1}{}$ | $\overset{3}{\text{রা}} \overset{2}{\text{সা}}$ | $\overset{8}{-} \overset{7}{\text{সী}}$ I
 এ যা | হি তে | ০ প্র | স ন | ন হো | ০ থে

আভোগ

+	০	২	০	৩	৪
পা	-১	পা	-১	পা	গা
পা	০	ঘে	০	০	ম

+	০	২	০	৩	৪
পা	-১	পা	-১	পা	গা
আ	০	ন	০	ব	০

+	০	২	০	৩	৪
ধা	-স	ধা	-১	ধা	গা
নি	০	চ	০	নি	০

+	০	২	০	৩	৪
ধা	-১	পা	পা	গা	-১
আ	০	ব	০	হো	০

+	০	২	০	৩	৪
স	ধা	পা	ধা	পা	পা
জ	গ	মে	না	০	ম

গান

শ্রীশশঙ্কজীবন চক্রবর্তী

তোমারে স্মরিয়া গেঁথেছি যত
 গানের মালিকা মোর
 বিদায় বেলায় তারি সাথে দিহু
 ছুটি ফোঁটা আঁখিলোর;
 ব্যাকুল বাহুতে বেঁধেছি যবে
 তখনো জানি না ফিরে যেতে হবে,
 জীবনের সাঁঝে ঘনাবে সহসা
 বিরহের ঘন ঘোর।

অশ্রু আমার খুঁজিছে তোমারে
 উত্তল দাঁখনা বায়ে
 ঝরা বকুলের গন্ধ কাঁদিছে
 নিরঞ্জন বনছায়ে।
 মোর বিদায়ের বেলাশেষে প্রিয়
 শুধু ছুটি ফোঁটা আঁখিজল নিও
 সেইত আমার শেষ বিদায়েব
 প্রেম বন্ধন ভোর।

রাগধ্যানানুবাদ

শ্রীনির্মলকুমার চট্টরাজ

দ্বিতীয় শ্রীরাগ রাগিনী কেরারী ৪--

কেরারী (তীত্র মধ্যমযুক্ত) কল্যাণ ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিনী। বর্গ—উড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে ঋষভ ও নিষাদ বিবাদী বা বজ্জিত। বাদী—মধ্যম। সখাদী—ষড়্জ। পঞ্চম—অনুবাদী। মধ্যম বাদী হেতু ক্ষেত্র বিশেষে ইহার উভয় অঙ্গেই সমপ্রাবল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাত্রি প্রথম প্রহরে ও ঋতু শিশিরে গেষ।*

কেরারী হুম্মস্ত মতে প্রথম দীপক রাগিনী। মতান্তরে কেরারী স্বাভাবিক স্বরসম্বিত বেলাবল ঠাটের সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিনী হইলেও, বঙ্গে উহার কল্যাণ ঠাটই প্রায় সর্ববাদীসম্মত।

আরোহী—সা মা গা মা পা ধা সা

অবরোহী—সা না ধা পা ক্ষা পা মা গা মা রা সা

ধ্যান

অনেন শুদ্ধাংগুনীলদেহা

কেশধ্বনিষান্ধিত বারিবিন্দুঃ।

মনোহরন্তী জগতাং ত্রয়ানাং

কেরারিকা। বৃত্তপয়োধরশ্রীঃ ॥

ব্যাখ্যা ৪—সুগোল পয়োধর শ্রীমণ্ডিতা ত্রিজগতের মনোহারিণী কেরারিকার দেহ, অান বিস্কৃত পট্টবস্ত্রাবরণে নীলাভ এবং ইহার কেশদাম হইতে বিন্দু বিন্দু বারি ঝরিয়া পড়িতেছে।

(হিন্দী গীতানুবাদ)

কেরারী—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

বৃত্তপয়োধর শোভাতি সুন্দর

কেরারিকা সো ত্রিজগ্ মনহারী।

অান শুদ্ধাংগুন

বনা নীল তাঁকো

কেশসে গিড়ত বিন্দু বারি ॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষেত্রব্রত চট্টরাজ

স্বরলিপি—শ্রীনির্মলকুমার চট্টরাজ

* প্রতি অহোরাত্রেই স্থম্পষ্টরূপে পর পর ছয়টি ঋতুর আবেশ “সংক্রান্ত সংহিতা” স্বীকার করিতেছেন। কাজেই রাগসঙ্গীতসাধকগণ প্রভাতে—বসন্ত, মধ্যাহ্নে—গ্রীষ্ম, অপবাহ্নে—বর্ষা, সন্ধ্যারাত্রে—শরৎ, মধ্যরাত্রে—হেমন্ত এবং ভোর রাত্রে—শিশির হিসাবে প্রত্যহই ছয়টি আদি রাগ (রাগিনীসহ) সাধনা করিতে পারেন।

স্থায়ী

II ^০ সা -না রা সা | ^১ -মা -া মা মা | ⁺ মা -গা মা গা | ^৩ পা -ক্ষা ধা পা |
 ব ০ ত্ত প য়ো ০ ধ র শো ০ ভা তি হু ০ ন র

^০ ^[সী | না ধা] ^১ ⁺ ^৩
 ক্ষপা -ধনা ধা -রা | সা নধা পক্ষা পা I মা -ধা পক্ষা পা | মা -গমা রা -সা II
 কে ০ ০০ দা রি কা ০০ সো ০ ত্রি জ গ্ ম ০ ন্ হা ০ রী ০

অন্তরা

II ^০ {পা -া ধা পা | ^১ সা সা সা সা | ⁺ মা গা -মা রা | ^৩ -সা না রা সা |
 আ ০ ন শু ধা ঃ শু ক ব না ০ নী ০ ল তাঁ কো

^০ ^১ ⁺ ^৩
 পা -া ধা পা | সা সা সা সা | সা -ধা -সা না | -রা সা ধা পা |
 আ ০ ন শু ধা ঃ শু ক ব না ০ নী ০ ল তাঁ কো

^০ ^[সী | না ধা] ^১ ⁺ ^৩
 ক্ষপা -ধনা ধা রা | সা -নধা পক্ষা পা I মা -ধা পক্ষা পা | মা -গমা রা -সা II
 কে ০ ০০ শ সে গি ০০ ড় ত বি ০ ন্ হু বা ০ রি ০

তান

⁺ ^৩
 ১। সমা গমা পক্ষা ধপা | নধা সনা ধপা ক্ষপা |

^০ ^১ ⁺ ^৩
 ২। মগা মরা সমা গমা | পক্ষা ধপা সনা রসা I মর্গা মরা সনা রসা | ধরা সনা ধপা ক্ষপা |

ছন্দী উপজ (সম হইতে)

II ⁺ ^৩ ^০ ^১ ⁺
 সমা গমা পক্ষা ধপা | ক্ষপা নধা সনা রসা | মর্গা মরা সনা রসা | পধা নধা সনা ধপা I মা
 ব ০ ত্তপ য়োধ রশো ভাতি হুন্ রকে দারি কা ০ সোত্রি জগ্ মন হারী বৃত্ত পয়ো ধর শো

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বানুবর্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নিম্নলিখিত স্বরাস্তবগুলির মধ্যে কতকগুলি একই পদের অন্তর্গত আবার কতকগুলি ভিন্ন পদের সহিত সংযুক্ত। তালের ছেদ বা দাঁড়ি দ্বারা পদগুলির সীমা নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

স্বরাস্তর

প্রযোগ দৃষ্টান্ত

সগ,—না রা | সাঁ গা | পা ফা | পা - ।
গস,—পা ফা গা | সাঁ না সাঁ | ধা না ধা | পা - ।
স'গ,—ধা না সাঁ | গা - পা | ফা ধা না | পা - ।
স'ফ,—সা সাঁ ফা ফা | পা - পা - | ফা গা বা গা |
রা না সা - ।

কস,—গা পা ফা | সাঁ না ধা | পা - ফা | গা - ।
স'ফ,—ধা না সাঁ | ফা পা গা | রা গা রা | সা - ।
সপ,—সা সাঁ পা - | গা রা গা রা | না রা সা - ।
পস,—পা গা - পা | - পা সাঁ ধা | সাঁ রা সাঁ - ।
স'প,—ধা না সাঁ | পা না ধা | পা - ফা | গা - ।
সধ,—গা রা সাঁ | ধা পা ফা | গা - ফা | পা - ।
ধস,—গা পা ফা ধা | পা - - - | ধা সাঁ না রা |
সাঁ - - - ।

স'ধ,—পা গা - পা | - পা সাঁ ধা | সাঁ রা সাঁ সাঁ |
রফ,—সা রা গা | রা ফা পা | ধা পা ফা | গা - ।
ফর,—না ধা পা ফা | গা ধা পা ফা | রা গা রা সা |
রপ,—ফা গা রা | পা - গা | রা না রা | সা - ।
পর,—সা - রা - | পা রা - না | রা - সা - ।

স্বরাস্তর

প্রযোগ দৃষ্টান্ত

বধ,—পা ফা গা বা | ধা পা ফা পা | না ধা পা ফা |
গা - - - ।

ধর,—ফা পা ধা | রা গা ফা | না - রা | সা - - ।

বন,—বা গা বা | না ধা পা | ফা গা রা | সা - - ।

নব,—পা ধা না | বা গা পা | ধা পা ফা | গা - - ।

বনু,—ফা গা বা | পা ফা গা | বা না রা | সা - - ।

ন'ব,—না বা গা ফা | পা ফা গা রা | গা রা সা - ।

বধ,—গা বা সা বা | ধা সা না বা | সা - গা রা |

গা - - - ।

রপ,—না সা রা | পা না ধা | পা - ফা | গা - - ।

প'র,—না না ধা | না পা - | রা সা গা | পা ফা গা |

গপ,—পা গা - পা | - পা সাঁ ধা | সাঁ - - - ।

পগ,—পা ফা পা গা | ফা গা রা সা |

গধ,—পা ফা গা | ধা - পা | রা গা রা | সা - - ।

ধগ,—ফা পা ধা | গা - পা | না ধা না | সাঁ - - ।

গন,—পা ফা গা | না ধা পা | ফা গা রা | সা - - ।

নগ,—পা ধা না | গা ফা পা | ধা পা ফা | পা - - ।

গধ,—সা রা গা | ধা না ধা | পা - ফা | গা - - ।

ফধ,—না রা গা | পা ফা ধা | না ধা না | সাঁ - - ।

ধফ,—ধা ফা পা | না ধা না | পা - ফা | গা - - ।

ফন,—পা ফা না ধা | পা ফা গা রা | গা পা ফা ধা |

পা - - - ।

স্বরাস্তর

প্রয়োগ দৃষ্টান্ত

নক্ষ,—না না | ক্ষা না | পা ক্ষা | গা না |
ক্ষন,—রা গা ক্ষা | না সা রা | গা না রা | সা না না |
নক্ষ,—সা রা গা | রা সা না | ক্ষা গা রা | গা না না |
পন,—পা না না পা | পা ক্ষা গা রা | গা রা পা ক্ষা |
গা রা সা না |
নপ,—গা ক্ষা পা না | না না না পা | না না সা রা |
সী না না না |
ধর,—রা গা ক্ষা পা | না না রা না | সী না না পা |
ক্ষা গা রা সা |
রধ,—রা গা ক্ষা পা | না না রা না | না না গা রা |
সী না না পা |
ধর্গ,—রা গা ক্ষা পা | না না রা না | না না গা রা |
সী না না পা |
নর,—পা ক্ষা না পা | সী না রা সী | না না পা ক্ষা |
গা না না না |
নর্গ,—রা সী না | গা রা সী | না না না | পা না না |

প্রাচীন কল্যাণের বা আধুনিক ইমনের আচার

হিন্দুস্থানী গায়কবাদকগণ এই ‘আচার’ শব্দটিকে ‘আওচার’ উচ্চারণ করেন। অথচ তাঁহারা কেহই ‘আওচার’ শব্দের মৌলিক অর্থ বলিতে পাবেন নাই। আমরা উর্দু ও পার্শী অভিধান অধ্যয়ন করিয়া ‘আওচার’ শব্দ পাই। রেভারেন্ড টি. ক্র্যাভেন এম. এ., বি. ভি. সম্পাদিত “দি রয়েল ডিক্শনারী”র ‘হিন্দুস্থানী এণ্ড ইংলিশ’ খণ্ডে এই ‘আচার’ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। যাহার অর্থ চালচলন। এই অর্থানুসারেই ‘আচার’ শব্দের স্থলে ‘আওচার’ শব্দ উদ্ভাদগণ ব্যবহার করেন এবং তাঁহাদের

উচ্চারণ ভেদ জগুই ‘আচার’ স্থলে বোধ হয় ‘আওচার’ বলেন। আচার বলিয়া যে রাগের পদগুলি উদ্ভাদগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন তাহা রাগ-নির্দেশক কতকগুলি পদসমষ্টি। ইহাদিগকে সংক্ষিপ্ত আলাপ বলিলেও অসম্ভব হইবে না। গীত বা বাজাবস্তুর পূর্বে যে বাগ গীত বা বাদিত হইবে তাহারই আওচার শুনাইয়া থাকেন। আমরা এই সকল তথ্য হইতে সহজেই বুঝিতে পারি যে, সংস্কৃত আচার শব্দ হইতেই তাহা বা ‘আওচার’ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ রীতি বলিয়াই আমরা বিবেচনা করিতে পারি। স্বতন্ত্রাং বাগের ‘আওচার’ বলিলে বুঝিতে হইবে বাগের চালের রীতি বা পদ্ধতি—ইহাকে সংক্ষিপ্ত বাগালাপও বলা যায়। এই আওচার বা সংক্ষিপ্ত আলাপ গায়কবাদকগণ গাহিয়া বা বাজাইয়া সেই রাগের একটা আবহাওয়া গীত বা বাজাব পূর্বে সৃষ্টি করিয়া লইয়া থাকেন এবং বোঝা শ্রোতাগণ উহা শুনিয়া কি বাগ গীত বা বাদিত হইবে তাহার পূর্নভাসনা লাভ করেন। আমরা নিম্নে তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

স্থায়ী

- ১। না না গা না, না রা সা না, না না পা না ক্ষা
না না সা না বা না সা না |
- ২। না না গা না, ক্ষা ক্ষা গা না, রা গা ক্ষা পা,
ক্ষা গা না রা সা না |
- ৩। না রা গা ক্ষা পা পা, না না পা, না না না না
পা, ক্ষা ক্ষা গা রা গা, রা ক্ষা গা, ক্ষা, পা না,
ক্ষা গা না রা গা না, ক্ষা গা রা সা না |

অন্তরা

ক্ষা না না না, ক্ষা না না না না না না সী সী না,
রা সী গা রা সী না না না পা, ক্ষা গা রা গা
ক্ষা পা, রা গা রা সা না |

সংকারী

সা কাঁ া কাঁ কাঁ কাঁ গা, কাঁ গা পাঁ া, পাঁ পা -া,
ধাঁ ধাঁ পা -া, কাঁ কাঁ গা -া, রাঁ গা -া, রাঁ কাঁ রাঁ
পা -া, পাঁ কাঁ গা রা -া, সাঁ ন্ধাঁ ধাঁ ন্ধাঁ সাঁ
রাঁ সাঁ গা -া, রাঁ সাঁ -া ।

আভোগ

গাঁ কাঁ পা -া, ধাঁ, পা -া, নাঁ ধাঁ পা -া নাঁ ধাঁ
নাঁ সাঁ -া, সাঁ সাঁ সাঁ রাঁ -া, সাঁ গাঁ -া রাঁ সাঁ,

কাঁ কাঁ গাঁ রাঁ গাঁ -া কাঁ পাঁ কাঁ গাঁ রাঁ গাঁ
রাঁ সাঁ, নাঁ নাঁ ধাঁ পাঁ নাঁ ধাঁ পাঁ কাঁ গাঁ রাঁ গাঁ
কাঁ পাঁ কাঁ গাঁ রাঁ গাঁ -া রাঁ সাঁ -া ।

আধুনিক ইমনের পকড়

১। গা, রা, ন্ধা, সা; গা, রা গা, পা কাঁ গা, রা;
পা, রা, সা ।

২। ন্ধা -া, রা -া, গা -া -া -া, কাঁ -া, গা -া; পা -া
কাঁ -া, গা -া -া -া; রা -া, সা -া । ।

সরগম্

(সুহৃদর স্বর্গীয় বিশ্বনাথ রাও নিকট হইতে প্রাপ্ত)

II + ৩ ০ ১
গাঁ রাঁ নাঁ ধাঁ | পাঁ কাঁ গাঁ রাঁ ।
+ ৩ ০ ১
গাঁ -া -া -া | কাঁ -া পাঁ -া | গাঁ কাঁ পাঁ ধাঁ | পাঁ কাঁ গাঁ রাঁ ।
+ ৩ ০ ১
গাঁ রাঁ পাঁ কাঁ | গাঁ রাঁ সাঁ ন্ধাঁ | ধাঁ ন্ধাঁ সাঁ রাঁ | গাঁ কাঁ পাঁ ধাঁ ।
+ ৩ ০ ১
রাঁ সাঁ -া নাঁ | ধাঁ পাঁ -া সাঁ II

অন্তরা

II + ৩ ০ ১
গাঁ রাঁ কাঁ গাঁ | পাঁ কাঁ ধাঁ পাঁ ।
+ ৩ ০ ১
নাঁ ধাঁ সাঁ নাঁ | ধাঁ পাঁ কাঁ পাঁ | ধাঁ নাঁ সাঁ রাঁ | সাঁ নাঁ ধাঁ পাঁ ।
+ ৩ ০ ১
ধাঁ নাঁ সাঁ নাঁ | সাঁ -া -া -া | ধাঁ নাঁ সাঁ রাঁ | -াঁ রাঁ সাঁ রাঁ ।
+ ৩ ০ ১
গাঁ রাঁ পাঁ কাঁ | গাঁ রাঁ সাঁ নাঁ | ধাঁ নাঁ সাঁ রাঁ | গাঁ রাঁ সাঁ নাঁ ।
+ ৩ ০ ১
ধাঁ রাঁ সাঁ নাঁ | ধাঁ -া -া -া | ধাঁ নাঁ ধাঁ -া | -াঁ -া নাঁ সাঁ ।

+ ধা -১ -১ রী | সী^৩ না ধা -১ | গী^০ গী -১ ধা | ধা -১ গী -১ ।

+ রী সী -১ না | ধা^৩ পা -১ ক্রা | গী^০ গা ক্রা ক্রা | পা^১ পা ধা ধা ।

+ না না সী রী | রী^৩ সী সী না | গী^০ রী গী সী | রী^১ না সী ধা ।

+ না ধা না পা | ধা^৩ পা -১ ক্রা ।।

সঞ্চারী ও আভোগ

II + পা -১ -১ ক্রা | -১ -১ পা ধা ।

+ ক্রা -১ -১ পা | ক্রা^৩ -১ -১ ধা | ক্রা^০ -১ না ধা | -১ -১ পা ক্রা ।

+ পা ধা না ধা | -১^৩ পা ক্রা -১ | পা^০ ধা ধা পা | পা^১ ক্রা পা ধা ।

+ পা না না ধা | ধা^৩ পা ক্রা -১ | না^০ ধা না পা | ধা^১ পা না -১ ।

+ না ধা ধা পা | ধা^৩ পা ক্রা -১ | সী^০ -১ রা গা | -১^১ ক্রা রা -১ ।

+ গা ক্রা গা -১ | -১^৩ ধা পা ক্রা | সী^০ -১ না ধা | না^১ সী না রী ।

+ সী^৩ গী রী সী | না^৩ ধা পা ক্রা | গী^০ গী ক্রা গী | রী^১ সী না সী ।

+ না রী সী না | ধা^৩ পা -১ ক্রা | রা^০ গা -১ ক্রা | -১ -১ ধা না ।

+ গী^৩ রী -১ সী | না^৩ ধা পা মা ।।

সরগম্

(মদীয় অগ্রতম গুরু গয়ার সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালী ও এশাজ শিক্ষক শতজীবী
স্বর্গীয় হনুমানদাসজী নিকট হইতে প্রাপ্ত)

II + ৩ ০ ১
মঁ না ধা পা | -১ ক্কা গা -১ ।

+ ৩ ০ ১
পা রা -১ গা | রা -১ মা -১ | মা গা রা গা | রা মা না মা ।

+ ৩ ০ ১
ধা না মা রা | গা রা মা -১ | মা মা রা রা | গা গা ক্কা ক্কা ।

+ ৩
রা রা গা ক্কা | পা ধা না ধা II

অস্তুরা

II + ৩ ০ ১
পা ধা পা মঁ | -১ মঁ মঁ না | ধা না মঁ রা ।

+ ৩ ০ ১
গাঁ রাঁ মঁ -১ | গাঁ গাঁ রাঁ রা | না না ধা ধা | ক্কা ক্কা গা গা ।

+ ৩ ০ ১
রা রা মা -১ | মঁ না ধা না | ধা পা ধা পা | ক্কা পা ক্কা গা ।

+ ৩ ০ ১
ক্কা গা রা গা | রা মা না মা | মা : গা ক্কা | পা ধা না মঁ ।

+ ৩
মঁনা ধপা ক্কাপা ধনা | মঁনা ধপা ক্কাগা রমা II

সরগম্

কাশীবাসী সুরদর স্বর্গীয় উস্তাদ আসক্ আলি খাঁ (কলিকাতার উদীয়মান সেতারী
মস্তাক্ আলি খাঁর পিতা) হইতে প্রাপ্ত

II + ৩ ০ ১
না রা গা ক্কা ।

+ ৩ ০ ১
না ধা ক্কা পা | ক্কা গা রা মা | গা গা রা মা | না ধা ক্কা পা ।

+ ৩ ০
না না ধা পা | ক্কা গা পা ক্কা | রা গা রা মা II

II + ७ गा आ | धा ना आ धा | ना री मी - ।
+ ७ गी गी री मी | ना धा आ पा | आ गा रा मा | री धा - । ना ।
+ ७ गा - । आ पा | आ गा रा मा | गा गा रा मा | ना धा आ पा ।
+ ७ ना ना धा पा | आ गा पा आ | रा गा रा मा ।।

বিশেষ দৃষ্টব্য—কোন রাগের বিভিন্ন গঠন ও বিবিধ রূপ-বৈচিত্র্যে অভিজ্ঞতা না থাকিলে সেই রাগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় না। এই জ্ঞান আমরা প্রত্যেক রাগের সম্ভব হইলে একাধিক সর্বশ্রম, তেলনা ও গীত প্রতি রাগবিশ্লেষণের সহিত সংযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি পাঠকগণ এই বহুলতায় অদীর্ণ হইবেন না, বরং বিশেষ প্রাণধানসহ অধ্যাস ও আয়ত্ত করিতেই উৎসাহ প্রকাশ করিবেন। (ক্রমশঃ)

কোমল রাগ

ওস্তাদ কাদের বক্স সাহেব ও শ্রীঅরুণকুমার দত্ত

ইহা দীপক রাগেব পুত্র। ইহাকে কেহ কেহ কমল বা করল কিংবা কোমল-ভৈরবীও বলিয়া থাকেন। ভৈরবী ঠাটের ঋতু-সম্পূর্ণ জাতি; আরোহণে মা ও নি বজ্রিত ও অবরোহণ সম্পূর্ণ। সময় দিবা প্রথম প্রহর। ইহার একটি বিশিষ্ট মূর্তি থাকিলেও স্থান বিশেষে বাগেশ্রী ও তাম্বাজ জাতীয় রাগের রূপ প্রকাশ করে। ভৈরবীর স্বর ব্যবহৃত হইলেও দা -১ দপা মা জা ঝা -১ মা জা ঝা সা; সা ঝা জা মা জা পা দা -১ ঝা মা ঝা মা জা ঝা সা ইত্যাদি স্বরবিজ্ঞাসে ভিন্ন মূর্তি প্রকাশ করে।

কোমল-দৈর্ঘ্যমাত্রিক একতাল (জলদ)

ভোর নিদিয়া উচাই গয়িরি
 দেখি স্বপনে পিয়াকি মুরত।
 একতো মায়ছ' বিরহকি মারি
 ছুজে কোয়েল কুকত কারি
 জিয়া জরারত, কদর পিয়াকি
 মোহনী মুরত।

রচনা ও সুর—ওস্তাদ কাদের বক্স সাহেব

স্বরলিপি—শ্রীঅরুণকুমার দত্ত

II + গদা -া দা | ৩ পা মা জা | ০ ঝা -মা -জা | ১ ঝা সা ঝা I
ভো ০ ব | নি দি যা | উ চ ট | গ ঘি রি

+ দা -মা ঝা | ৩ জা পা দা | ০ স'স' গা দা | ১ পা মজা মা II
দে ০ থি | স্ব প নে | পি০ যা কি | হ ব ০ ত

II + ৩ জা জা জা | ০ পা -া দা I
এ ক তো | মা য় হ

+ স'স' স'গা স' | ৩ স' -া স' | ০ গা দা গা | ১ জা জা জা I
বির হ ০ কি | মা ০ বি | ছ ০ জে | কো য়ে ল

+ জা জা জা | ৩ ঝা -া স' | ০ জা ঝা স' | ১ গা দা পা I
কু ক ত | কা ০ বি | জি যা জ | রা ব ত

+ জা পা দা | ৩ পা মা জা | ০ ঝা মা জা | ১ ঝা সা ঝা II
ক দ র | পি যা কি | মো হ নী | য় র ত

স্বরলিপি

সিন্ধু মিশ্র—একতাল।

জগতে এত যে দুঃখ

সকলি তোমারি দান

সুখও আসে অলক্ষ্য

সকলি তোমারি দান ।

রণ-তাণ্ডব আনিয়া

কোটি কোটি প্রাণ হানি।

ক্রন্দন-রোল তুলিলে—

সেও যে তোমারি দান ।

চলেছে ঋতুর নৃত্য

প্রকৃতি সে তব ভৃত্য

কি মোহন সাজে সাজিয়া

মোহিছে মানব-চিত্ত ।

আড়ালে বসিয়া সব

দেখিছ মুগ্ধ কবি

হৃদয়ে কহিছ, 'অভাঃ

আমি যে সবারি প্রাণ ।’

কথা, স্মৃতি ও স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি. এল, বাণীকণ্ঠ

II ২' ৩ ০ ১

সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ ন্‌ সাঁ I

জ গ তে | এ ত যে

রা	-১	রা	-১	-১	-১	প্রজ্ঞা	সা	সা	রা	জ্ঞা	জ্ঞা	I
দুঃ	০	খ	০	০	০	স	ক	লি	তো	মা	রি	

রা	-সা	-া	-ী	-ী	-ী	[মা]	-রা	মা	পা	ধা	গা	I
দা	০	০	০	ন	০	হ	খ	ঙ	আ	সে	অ	

গধা	-পধা	পা	/	-া	-ি	-ি	/	মা	মি	জা	/	রা	জা	জা	I
ল ০	০ ০	ক্ষ	/	০	০	০	/	স	ক	লি	/	তো	মা	বি	

रा	-मा	-ा		-ा	-ा	-ा	II
मा	०	०		०	न	०	

II	২'			৩			০			১			I
	মা	পা	পা	মা	পা	পা	মা	পা	পা	মা	পা	পা	
	র	ণ	তা							ন	ড	ব	
না	না	সাঁ		-াঁ	-াঁ	-াঁ	সাঁ	রাঁ	সাঁ	সাঁ	ণাঁ	-ধাঁ	I
আ	নি	য়া		০	০	০	কো	টি	কো	টি	প্রা	ণ্	
ধসাঁ	গধা	পা		-াঁ	-াঁ	-ধাঁ	মা	-ধা	ধা	ধা	ধা	-সাঁ	I
হা	নি০	য়া		০	০	০	ক্র	ন	দ	ন	বো	ল্	
ণাঁ	ধা	পা		-াঁ	-াঁ	-াঁ	মা	মা	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	জ্ঞা	I
তু	লি	লে		০	০	০	সে	ও	যে	তো	মা	রি	
রাঁ	-সাঁ	-াঁ		-াঁ	-াঁ	-াঁ	II						
দা	০	০		০	ন	০							
II	২'			৩			০			১			I
	গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	
	চ	লে	ছে							ঋ	তু	র	
রগা	-াঁ	মা		-াঁ	-াঁ	-াঁ	সা	সা	রা	রা	রা	রা	I
ন	০	তা		০	০	০	প্র	ক	তি	সে	ত	ব	
রাঁ	-সরাঁ	মজ্ঞা		-াঁ	-াঁ	-াঁ	রা	রা	রা	-ণা	ণা	ণা	I
ভ	০০	তা		০	০	০	কি	মো	হ	ন	সা	জে	
ধা	ধা	পা		-াঁ	-াঁ	-াঁ	মা	পা	মা	রা	মা	জ্ঞা	I
সা	জি	য়া		০	০	০	মো	হি	ছে	মা	ন	ব	
রাঁ	-াঁ	সা		-াঁ	-াঁ	-াঁ	II						
চি	০	ত		০	০	০							

II	২	৩	০ [মা]			১		
			পা	পা	পা	পা	পা	দা I
			আ	ডা	লে	ব	সি	য়া
না	-া	সাঁ	-া	-া	-া	রাঁ	রাঁ	জাঁ I
স	ব্	ই	০	০	০	দে	খি	ছ
রাঁ	সাঁ	-া	-া	-া	-া	ধা	সাঁ	সাঁ I
ক	বি	০	০	০	০	হা	দ	য়ে
গা	-ধা	পা	-া	-া	-ধা	মা	পা	মা
অ	০	ভাঃ	০	০	০	আ	মি	য়ে
রা	-সা	-া	-া	-া	-া	II	II	II
প্রা	০	০	০	৭	০			

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকলা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও বিশেষভাবে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, যে সভ্যতার প্রসার করেছিল—তাতে দর্শন, সাহিত্য, তন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের সমৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। ভারতীয় মন্দিরসমূহে বৌদ্ধ-শিল্পকলার উৎকর্ষ সুপ্রচুর। কিন্তু বৌদ্ধ সভ্যতা সঙ্গীতের দিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্পদ দান করেনি। তবে “শিল্পাদিগবন্ম” তামিল গ্রন্থটি বৌদ্ধ পণ্ডিতের রচিত। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত “পালি পিটকে” আমরা দেখতে পাই যে, সঙ্গীতভূয়িষ্ঠ কোনো নাট্যাভিনয়ে বুদ্ধ-দেবের দুই শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ের কাছা-

কাছি বচিত “মহাজনক জাতক” নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থে আমরা শত্রু, মুদঙ্গ, শিঙ্গা প্রভৃতি বাগধর্মনির বর্ণনা পাই। এতে আবার পাই যে, ব্রহ্মদত্ত নামক জনৈক বৌদ্ধ এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে একটি ঢোলক উপহার দিয়েছিলেন—সেই ঢোলকেব গুণ এই যে, উঠাতে আবার দিলে, সেই শব্দে শত্রু ও শত্রুতা ভুলে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়।

মহাকবি কালিদাসের সময় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী বলেই নির্ণীত। মহাকবি তাঁর বহু নাটকেই সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর নাটকে গীত ও স্বন্দর ভাবে রচনা করেছেন। মহাকবির নাটকসকলে পাওয়া

যায় যে, তৎকালে বিশিষ্ট নরপতিগণ তাঁদের সভায়, সভাপণ্ডিতদের দ্বারা সভাগায়ক ও সভাপাদক সঙ্গীতজ্ঞ গুলীদেবও সম্মানের সহিত ভরণপোষণ করতেন। মহাকবি কালিদাসের “মালবিকাগ্নিমিত্র” নাটকে সঙ্গীতের অনেক সুখী কারুণ্যের বর্ণনা রয়েছে এবং তখন সর্বসাধারণ যে সঙ্গীতের যথেষ্ট অনুরাগী ছিল, এই নাটকের আখ্যানভাগে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তখন সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে সভায় যে মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতা হত ও তা দশজনের বিশেষ উপভোগ্য হত, তাও দেখা যায়। সে সময় দেবমন্দির ও নাট্যমঞ্চ এই দুই স্থানই সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হত।

ঋষি নারদ ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যে বিশেষ বরণীয় স্থান অধিকার করেছেন। পুৰাণ ও সঙ্গীতশাস্ত্রাদিতে নারদের নামের বহুল পরিমাণে উল্লেখ পাই। মুসলমান যুগে নারদের সম্মান মুসলমান ওস্তাদেবও চিরদিনই কবে এসেছেন। এমন কি বাংলায় বাঙালী কৌর্ভনীয়ারাও আজো উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মুন্ডারোহুলহুন্দে গায় “নারদ ঋষি দিবানিশি দীপা যন্ত্রে গান করে।” ঋষি নারদের জন্মকর্ম পৌরাণিক যুগের অন্তর্গত—তবে তাব দ্বারা ধরে নারদ নামধেয় অজ্ঞাত সঙ্গীতপণ্ডিতের বচিত গ্রন্থের নিদর্শন আমবা পাই। “নারদ শিক্ষা” নামক পুস্তকটি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত। এই গ্রন্থে সঙ্গীত-শাস্ত্রের বিশদ আলোচনা আছে। সামগানের স্বরবলীর প্রতি-নির্ণয়ও এতে রয়েছে। ভারত-নাট্যশাস্ত্রের মূল উপপত্তি রক্ষা ক’রেও, এই গ্রন্থ সঙ্গীত-শাস্ত্রের বৃহত্তর বিশ্লেষণ করেছে। “সঙ্গীত মকরন্দ” নামক অপর একটি গ্রন্থও সমসাময়িককালে বিরচিত এবং নারদ প্রণীত। এই গ্রন্থে আমরা বাগ ও রাগিণীর পরিচয় সর্বপ্রথম পাই। রাগ-রাগিণী ভেদ ঋষি নারদই সর্বপ্রথমে মহাদেবের নিকট শিক্ষা করেছিলেন এই আখ্যায়িকা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। তাই পরবর্তী

নারদ নামধেয় লেখকও যে রাগ রাগিণীর তত্ত্ব প্রকাশ করবেন, এইটাই স্বাভাবিক। “সঙ্গীত মকরন্দ” গ্রন্থে আমরা পাঠ্য কবি যে, মহাদেবের পঞ্চমুখ হ’তে পাঁচটি রাগ ও পার্শ্বতীত মুখ হ’তে অপর একটি রাগ, সর্বগমেত ছয় রাগই আদি রাগ। বলা বাহুল্য, সঙ্গীতের এই রাগতত্ত্ব ভরত-বর্ণিত জাতিরাগ ও গ্রামরাগ হ’তে বিভিন্ন। তাত্ত্বিক ও পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতি এই সময় হ’তে ভারতীয় সাধনারাজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। রাগ-রাগিণীতত্ত্ব আগমসম্মতও তাত্ত্বিক-সাধনার যুগেরই বিশেষ অবদান। তন্ত্রশাস্ত্রেও আমরা ষড়্ আশ্রয়ের পরিচয় পাই। পাঁচ আশ্রয় মহাদেবের পঞ্চমুখ হ’তে পাঁচ প্রকার আগম শাস্ত্রের প্রবর্তন করেছে ও ষষ্ঠ আশ্রয় পার্শ্বতীর বন্ধু হ’তে নিগমরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাত্ত্বিক সাধনার অনুগামী এই নারদীয় সঙ্গীত পদ্ধতি পরবর্তীকালে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন হ’য়ে নাড়িয়েছিল। আজো উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞা রাগ-রাগিণীর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

নারদীয় সঙ্গীত গ্রন্থের দ্বারা সিদ্ধাচার্যকৃত চর্য্যচর্য্য-বিনির্ভয় নামক সঙ্গীত পুস্তকেও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। এর পর রাজা নাগদেব সারস্বত হৃদয়ালঙ্কার নামক এক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন (১০৯৬—১৪৩৭ খৃষ্টাব্দ)। এই গ্রন্থে দক্ষিণী রাগসকলেরও উল্লেখ আছে। তা ছাড়া সোবান্দী, গুজ্জরি, বাঙ্গালী ও সৈন্ধবী প্রভৃতি দেশী রাগের বর্ণনা আছে। ইহার পরই সঙ্গীত-রত্নাকরের উৎপত্তি হয় (১২১০—১২৪৭ খৃষ্টাব্দ)। শঙ্ক-দেব নামক জনৈক মহাপণ্ডিত ও তন্ত্রসাধক এই মহাগ্রন্থের রচয়িতা।

শঙ্কদেবকৃত সঙ্গীতরত্নাকরকে আমরা সমগ্র হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রধানতম স্তম্ভ ও মেরুদণ্ড বলতে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা ভারত মূনির নাট্যশাস্ত্র ও

মতঙ্গ মুনির “বৃহদ্দেশী”—কিন্তু সে সকল গ্রন্থে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক প্রাথমিক ভিত্তি মাত্র পাওয়া যায়। অপবপক্ষে সঙ্গীতরত্নাকর রত্নাকর সদৃশই বিশাল—এতে মূল থেকে আরম্ভ করে সমগ্র হিন্দু সঙ্গীতই সগোববে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে আছে। সঙ্গীতের আদি থেকে এর বর্ণন শুরু হয়েছে ও এর গতি অনন্তমুখী। হিন্দু সঙ্গীতের অনন্ত সম্ভাবনীয়তা এর মধ্যে নিহিত রয়েছে—আজো সঙ্গীতরত্নাকরের মূল্য পূর্বের ত্রাণ সমভাবেই রয়েছে। হিন্দু সংস্কৃত classical যুগের, নায়ক, গন্ধর্বদের থেকে শুরু করে মিথ্যা ভানসেন ও পববত্তী সব সঙ্গীতসিদ্ধ ও সঙ্গীতসাধকগণ এই সঙ্গীতরত্নাকরের মূলমন্ত্র ও মূল তত্ত্বকে অবলম্বন করেই হিন্দু সঙ্গীতের অনন্ত ক্রমবিকাশেব পথে অগ্রসর হয়েছেন। আশ্চর্য্য এই যে, সঙ্গীতরত্নাকর যুগপৎ উত্তর ভারতীয় ও কর্ণাট এই উভয় সঙ্গীত পদ্ধতিরই উৎস স্থানীয় হ’য়ে আজো রহেছে। সঙ্গীতবত্তাকর সকল পদ্ধতির মূল হিন্দু সঙ্গীতেব সার্বজনীন ও সার্বকালিক ঔপপত্তিক ধারা দেখিয়ে গেছেন—যা অবলম্বন ক’বে সকল পদ্ধতিই সমৃদ্ধ হ’তে পারে। শাঙ্গদেব দাক্ষিণাত্যস্থিত দেবগিরি রাজ্যে যাদববংশীয় বাজাব সভাপণ্ডিত ছিলেন। ঐ সময় মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য দাক্ষিণাভিমুখে কাবেরী নদী পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল—সেদ্বারা শাঙ্গদেব মহারাষ্ট্রস্থিত

উত্তর ভারতীয় কলাবিদদের সাহচর্য্য পেয়েছিলেন, একথা স্বত্য়মান ক’বা যায়। তা ছাড়া শাঙ্গদেবের পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীর থেকেই ক্রমে দাক্ষিণাভিমুখে প্রয়াণ করেন—সেইজগৎ কাশ্মীরগত উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য শাঙ্গদেবের পক্ষে বংশানুক্রমে লাভ ক’বাও স্বাভাবিক। সঙ্গীতবত্তাকবে, বহু মার্গরাগ ও দেশীবাগেব বর্ণনা আছে—দেশীবাগসমূহ উত্তর ভারতীয় ও কর্ণাটী—তৎকাললভ্য সমুদয় রাগেবই ঔপপত্তিক বিবরণ রয়েছে—তা ছাড়া তুরঙ্গ প্রভৃতি পশ্চিম-দেশ হ’তে আগত রাগের বর্ণনাও এতে পাওয়া যায়। শাঙ্গদেব ঔপপত্তিক যে বিশাল ভিত্তি দিয়ে গেছেন তাতে প্রত্যেক দেশেরই উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল সম্মিলিত করা যেতে পারে। তবে কর্ণাটী সঙ্গীতেব বর্ত্তমান প্রচলিত রাগ-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গীতবত্তাকবে লিখিত বাগেব প্রত্যক্ষ মাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত, এর পবে, মুসলমান যুগে অনেক রূপান্তরিত হয়েছিল—কিন্তু রূপান্তরের ফলে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা কিছু বিভিন্ন হলেও রসপারায় সমৃদ্ধতব ও প্রগাঢ়তর হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নাই। এই রূপান্তর ও পরিপুষ্টির ম্যোও সঙ্গীতরত্নাকরের মূল শিক্ষা, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত কখনও হাবাযনি।

(ক্রমঃ)

গান

শ্রীজ্যোতিভূষণ ভাট্টী বি. এ.

ফিরে এলাম আবার তোমার ঘবে
সকল পথের চলা সাঙ্গ কোরে।

তোমার হাসি তোমার বেদন
এবার আমার হ’ল আপন
অচল হ’ল তোমার আসন

আমার এ অন্তরে ॥

সর্ব্বনাশী কোন সে বাঁশীব ডাকে
হারিয়েছিলাম পথ ভোলা আপনাকে।

এবার ধ্যানের আলোক বয়ে
এলে তুমি নূতন হয়ে
সকল পাওয়াব মন্ত দিয়ে

দিলে পরাণ ভরে ॥

স্বরোদের গৎ

কামোদ-ত্রিতাল (ক্ষতলয়)

রচনা—গুস্তাদ আলিউদ্দিন খাঁ সাহেব

স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

+	৩	০	১
১। রা -। পা ক্ষা	ধা পা গা মমা	পা গা -। মমা	রা সা ন্। সা I
ডা ০ ডা বা	ডা রা ডা ডিরি	ডা বা ০ ডিরি	ডা বা ডা রা
সা ররা সা প্।	ক্ষা প্। সা -।	ধা গা -। মমা	রা পা -। পা I
ডা ডিরি ডা বা	ডা বা ডা ০	ডা বা ০ ডিরি	ডা রা ০ ডা
সঁ। া সঁ। ধা	পা ধা গা মমা	পা গা -। মমা	রা ন্। -। সা II
ডা ০ ডা রা	ডা বা ডা ডিরি	ডা বা ০ ডিরি	ডা রা ০ ডা

তোড়া

+	৩	০	১
১। সঁ। ননা সঁ। ধা	পা ধধা ক্ষা পা	মা গগা মা রা	পা ক্ষক্ষা ধা পা I
ডা ডিরি ডা বা	ডা ডিরি ডা রা	ডা ডিরি ডা রা	ডা ডিরি ডা বা
সা ররা সা ন্।	-। সা মা গগা	ধা রা -। পা	ধা ক্ষা -। পা I
ডা ডিরি ডা রা	০ ডা ডা ডিরি	ডা বা ০ ডা	ডা রা ০ ডা
পা সঁ। নরঁ। সঁনা	ধপা ক্ষপা সঁ। -।	পা গা -। মমা	রা ন্। -। সা II
ডা রা ডারা ডারা	ডারা ডারা ডা ০	ডা রা ০ ডিরি	ডা রা ০ ডা
+	৩	০	১
২। সর। ন্। সা মা -।	রা পা -। পা	পধা ক্ষপা সঁ। -।	ধা পা -। পা I
ডারা ডারা ডা ০	ডা রা ব্ ডা	ডারা ডারা ডা ০	ডা রা ০ ডা
পা সঁ। -। সঁ।	পা ধা -। ধা	ধপা ক্ষপা সঁ। -।	গমা পা মগা রসা I
ডা রা ০ ডা	ডা রা ০ ডা	ডারা ডারা ডা ০	ডারা ডা ডারা ডারা
ক্ষপা ধনা সঁরা সঁনা	ধপা মগা রসা ন্। সা II		
ডারা ডারা ডারা ডারা	ডারা ডারা ডারা ডারা		

স্বরলিপি

ভৈরব—চিমা ত্রিতাল

জাগি ম্যয় জাগি সারী রয়্ন ভোর ভয়ি”

জাগত জগত মানু ভোর ভৈলী পিয়া।

দেখরি ম্যয় শীষ কারোরি ও নিদসে মতি মোরি নয়্ন ভোর ভয়ি” ॥

প্রাপ্ত—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসাতকড়ি পাঠক

স্বরলিপি—শ্রীসঞ্জয়কুমার পাঠক

গা] ০ ঋ সা -ন্ সা ১ ঋ গা -১ গা ১ (মা -১ গা গা ৩ ঋ মা মা ১) ১

জা গি মা য় জা গি সা ০ রী র য় ন ভো ব ভ য়ি ১

১ মা মা দা দা ৩ দা -১ -১ পা ০ দা পা -১ গা ১ মা মা মা -গা ১

রয় ন জা গি মা য় ০ জা গি সা ০ বী বয় ন ভো ০

ঋ মা মা -১ -মপা -১ -১ গা “ঋ সা -ন্ সা ঋ গা -১ গা” ১ ১

র ভ য়ি ০ ০ ০ ০ জা গি মা য় জা গি সা ০ রী

১ মা মা -১ -১ ৩ দা -১ না সী ঋ -১ -১ সী সী ১ না -১ -১ -১ ১

রয় ন ০ ০ জা ০ গ ত জ ০ ০ গত মা ০ ০ ০

সী -১ -১ -১ সী -১ -১ সী ঋ -১ -১ -সী নসী-নসী-সী-সী ১

হ ০ ০ ০ ভো ০ ০ র ভৈ ০ ০ ০ গৌ ০ ০ ০ ০ পি ০

গদা -পা -১ -১ দা দা দা পা -মা -১ -১ মা দা -১ না -১ ১

য়া ০ ০ ০ ০ দে খ রি মা য় ০ ০ শীষ কা ০ রো ০

সী -১ -১ -১ সী গা দা পা -দমা -১ -১ মা গদা পা -১ গা ১

রি ০ ০ ০ ও নি দ সে ০ ০ ০ ম তি মো ০ রি

মা -১ মা গা ঋ মা মা গা “ঋ সা -ন্ সা ঋ গা -১ গা” ১ ১ ১

ন য় ন ভো র ভ য়ি জা গি মা য় জা গি সা ০ রী

রাগসঙ্গীত

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ.

বাংলা দেশে বহুকাল হইতে সঙ্গীতপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতে সুরের অনভিভবনীয় প্রভাব বাঙালীর জীবনে যে মোহ বিস্তার করিয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আমাদের দেশ নদীমাতৃক ; নদীর জলতরঙ্গ যেমন আমাদের আঞ্জিনার নিকট দিয়া বহিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশের লোকের প্রাণেও তেমনি বিচিত্র সুরের অনুরণন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলার কীর্তন, বাউল, সারি, বারাসে, জারি, কবি, ভাসান, রামপ্রসাদী প্রভৃতি বহু রূপে যুগে যুগে বাঙালীর জীবনের সুর-তৃষা মিটাইয়াছে। আমাদের কাব্যেরও জন্ম এই সুরের মধ্য দিয়া। সংস্কৃত কাব্যের গুরুগম্ভীর ছন্দ আমরা সুরের খলে পিষিয়া মধুর করিয়া লইয়াছি। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত পাঁচালীর ছন্দে রচিত। আমাদের মঙ্গলকাব্য সুরে গঠিত দেবদেবীর উপাখ্যান। আমাদের ভাটেরা ইতিহাস ও বংশ-পরিচয় একদিন গানের সুরে গাহিয়া মনোরঞ্জন করিত। স্তবরাং বাংলার আধ্যাত্মিক ও মানসিক ভিত্তিভূমি বহু প্রাচীনকাল হইতে যে সুরেব উপাদানে বিবচিত, একথা বলিলে অসঙ্গত হয় না।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের জগৎ আমরাগকে বাংলা ছাড়িয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হইবে। অবশ্য একথা অস্বীকার্য নয় যে, প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত একদিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজদরবারে আশ্রয় পাইয়া প্রসার লাভ করিয়াছিল। মুসলমান বাদশাহের পৃষ্ঠ-পোষকতা যে ভারতীয় সঙ্গীতের পক্ষে অত্যন্ত উপকারপ্রদ হইয়াছিল, সে সন্দেহে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার বহুপূর্ব হইতে সঙ্গীতের উৎকর্ষ হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নিঃশব্দ শাস্ত্রদেব সুবিখ্যাত সঙ্গীতরত্নাকর রচনা করিয়াছিলেন এবং ঐ শতাব্দীতেই সিংহভূপাল তাহার টীকা করেন। পরে বিজয়নগর রাজ-সভায় চতুর কল্লিনাথ তাহার সুবিখ্যাত টীকা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্য দেশে গোবিন্দ দীক্ষিত, ত্যাগরাজ প্রভৃতি সঙ্গীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল হইতে মনে হয় যে পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে নিজস্ব সঙ্গীতের যথেষ্ট অঙ্গুশীলন ছিল। দক্ষিণ ভারতে যেখানে মুসলমান প্রভাব তাদৃশ প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, সেখানে হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন রূপটি অনেক সময়ে সহজেই পরা পড়ে।

হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রে মার্গসঙ্গীতই চিরদিন ভারতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মার্গসঙ্গীত বলিতে শাস্ত্রসম্মত রাগরাগিণীবিশিষ্ট সঙ্গীত বুঝায়। মোগল রাজসভার বৈদূর্ঘমণি সঙ্গীতনায়ক তানসেন হিন্দু সঙ্গীতের সুরেই পরিপুষ্ট হইয়া বিশ্বজয়ী সঙ্গীতপ্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন। আবুল ফজল বলিয়াছিলেন যে, এক সহস্র বৎসরের মধ্যে তানসেনের স্রায় সঙ্গীতকলা-বিৎ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তানসেন আকবরের উদার রাজনীতির আতপত্রতলে বসিয়া সুরসৃষ্টির নব নব পরিকল্পনায় ভারতে এক অপূর্ব প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিলেন। অত্যাঁপ সে প্রেরণা সঙ্গীতবিচার উপাসকদের মনে বিচিত্র কুহকের সৃষ্টি করে।

তানসেন হইতে যে ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাই বর্তমানে উত্তর ভারতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাকে 'রাগসঙ্গীত' নামে অভিহিত করিবার

হেতু বোধ হয় এই যে, ইহাতে রাগের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ রাগরাগিণীর ঠাঁট বজায় রাখিয়া শিল্প পদ্ধতি অনুসারে যে গীত হয় তাহাকেই সাধারণভাবে রাগসঙ্গীত বলা হয়। যাহারা এই রাগসঙ্গীতের পক্ষপাতী, তাহারা উত্তর-পশ্চিমের গায়কী রীতি সর্বাংশে অনুসরণ করা প্রেয়ঃ মনে করেন।

আমার মনে হয় যে, বাংলাভাষায় রাগসঙ্গীত হইতে কোনই বাধা নাই। বহুদিন বাংলাদেশে মার্গসঙ্গীতের তাদৃশ চর্চা ছিল না বলিয়াই হিন্দীর প্রতি এতটা ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাংলাদেশ স্বরেলা দেশ, এখানকার আকাশের নীলে, জলের ফাটিকে স্বরের রঙ মাখানো। বিশেষতঃ রবীন্দ্রযুগের পরে বাংলাভাষার নমনীয়তা সযত্নে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। দক্ষিণ ভারতের মার্গসঙ্গীতে হিন্দী ভাষার ব্যবহার নাই। কাজেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রকাশ বাংলা ভাষায় হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে অনুকূল হাওয়া বহিতে শুরু হইয়াছে। এই সময়ে সঙ্গীতজগৎ বাংলায় তাহাদের গীতশিল্প প্রচার করিলে যে কৃতকার্য হইবেন সে সযত্নে সন্দেহ নাই। রাগরাগিণীর খাতুগত অর্থই হইতেছে যাহাতে লোকের মনোরঞ্জন করা যায়। কাজেই জনপ্রিয়তা যদি সঙ্গীতের লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের কোটা কোটা নরনারী-বন্দিতা, বরণ্যা নানা সৌভাগ্য-শালিনী বঙ্গভাষাজননী শবণ কেনই বা না লইব?

সম্প্রতি প্রচেষ্টা বন্ধুরী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও কবি বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত রাগসঙ্গীত নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার প্রতি সঙ্গীতজগৎের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। বীরেন্দ্রকিশোর ইহাতে তানসেন, বৈজু বাওয়া, সদারঙ্গ প্রভৃতির কতকগুলি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত

স্বরলিপি সহ সংকলিত করিয়াছেন এবং বিনয়ভূষণ বচিত কয়েকটি বাংলা গানেও ঐরূপ স্বর-সংযোগ করিয়াছেন। ঞ্চপদ, খেয়াল, ঠুংরী ও সাদ্রা এই চারি প্রণীত বাংলা সঙ্গীত ও তাহার স্বরলিপি দিয়া যুগ্ম সম্পাদক যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বসন্ত মাত্রেই উচ্চ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। বিনয়ভূষণের গানগুলি কবিত্ব সম্পদেও মন মুগ্ধ করে।

ভোবেব শিশিব নীবে
সুন্দর কিগো ফোটালে আমাব হৃদয় কুহুমটিবে।
উদয়-তোরণে যে রঙ লাগালে,
মদির স্বপনে যে ঘুম ভাঙালে,
সোনালী আকাশে আজি সে মধুব তোমার তত্তবে দিবে ॥

অথবা—

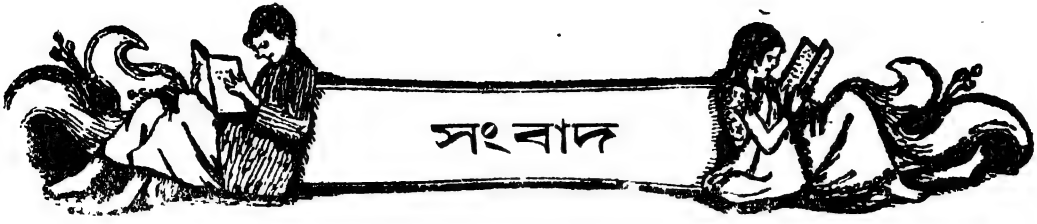
আজি মেঘ ঝর ঝর শ্রাবণ গগনে
কাঁপে বায় খব খব বাদল লগনে।

কিংবা—

তুমি জাগিও চাঁদের স্বপনে
নিদ্রাবা রাতে কুহুমের সাথে
আমিও জাগিব গোপনে ॥

এই সকল গান ছন্দে, রসে, লালিত্যে ভরপুর। খেয়াল, ঠুংরীতে গানগুলির বাজনা কেমন ফুটিবে, তাহা কল্পনা কবা যাইতে পারে।*

* রাগসঙ্গীত (হিন্দী ও বাংলা)—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।



সুগায়কের সম্মান

বাংলাব তরুণ গায়কদের মধ্যে ঋহাবা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিযাছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্তী (নাকুবাবু) অন্ততম। তাঁহার গীতনৈপুণ্যেব সহিত বাংলাব সঙ্গীতবস্তু ব্যক্তি মাড্রেই স্থপরিচিত।



সম্প্রতি ডট্টপল্লীর পণ্ডিতবর্গ এক মহতী সঙ্গীতানুষ্ঠানে তাঁহাকে নিমন্ত্ৰণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি এবং কলিকাতার কতিপয় সঙ্গীতজ্ঞ যোগদান কবিযাছিলেন। তারাপদবাবু এই আসবে একটি শুধু কল্যাণের খেয়াল গান করেন। পরে পণ্ডিতবর্গের বিশেষ অনুরোধে একটি বাগেত্রী রাগিণীর বাংলা গান কবিযাছিলেন। বলা বাহুল্য তারাপদবাবুর সঙ্গীতনৈপুণ্যে বিশেষ মৃদ্ধ হইয়া ডট্টপল্লীর

পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে 'সঙ্গীতচার্য্য' উপাধি দ্বারা অভিনন্দিত করেন। এই উপাধি-পত্রটি সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বিরচিত। অতঃপর তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে তারাপদবাবু আরও কয়েকটি উচ্চাঙ্গের গান কবিযাছিলেন। আমরা এই তরুণ গায়কের সম্মানলাভে বিশেষ আনন্দচিত্তে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কবিতেছি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আশুতোষ কলেজে গীত-বিতানের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতাব বহু গণ্যমান্ত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। কলেজ হলে একুপ জনতা হইয়াছিল যে, বহু সংখ্যক শ্রোতা স্থানভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শৈলজ্ঞারঞ্জন মজুমদার এবং তাঁহার সহকর্মী-গণের পরিচালনায় অনুষ্ঠান-লিপি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পারদর্শী বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক গানগুলি মধুর ভাবে গীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পুণাতন রূপদের অমুকরণে রচিত একটি রূপদ গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। শ্রীমতী রেণুকা দাশগুপ্ত একক সঙ্গীত এবং অগ্নান্ন সমবেত ও একক গীতগুলি আকর্ষণীয় হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয়ের উৎসাহে এই উৎসব সাফল্য লাভ কবিযাছিল।

সুগায়কের শুভ বিবাহ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, সম্প্রতি গ্রামোফোন রেকর্ড ও বেতারের প্রতিভাশালী তরুণ গায়ক শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিত্রের সহিত শ্রীযুক্তা বাণী দেবীর শুভ পরিণয় হইয়াছে। এই দম্পতি গীতবিভাগ্যে সুনিপুণ। আমরা ভগবদ্ সমীপে ইহাদের কল্যাণ কামনা কবি।

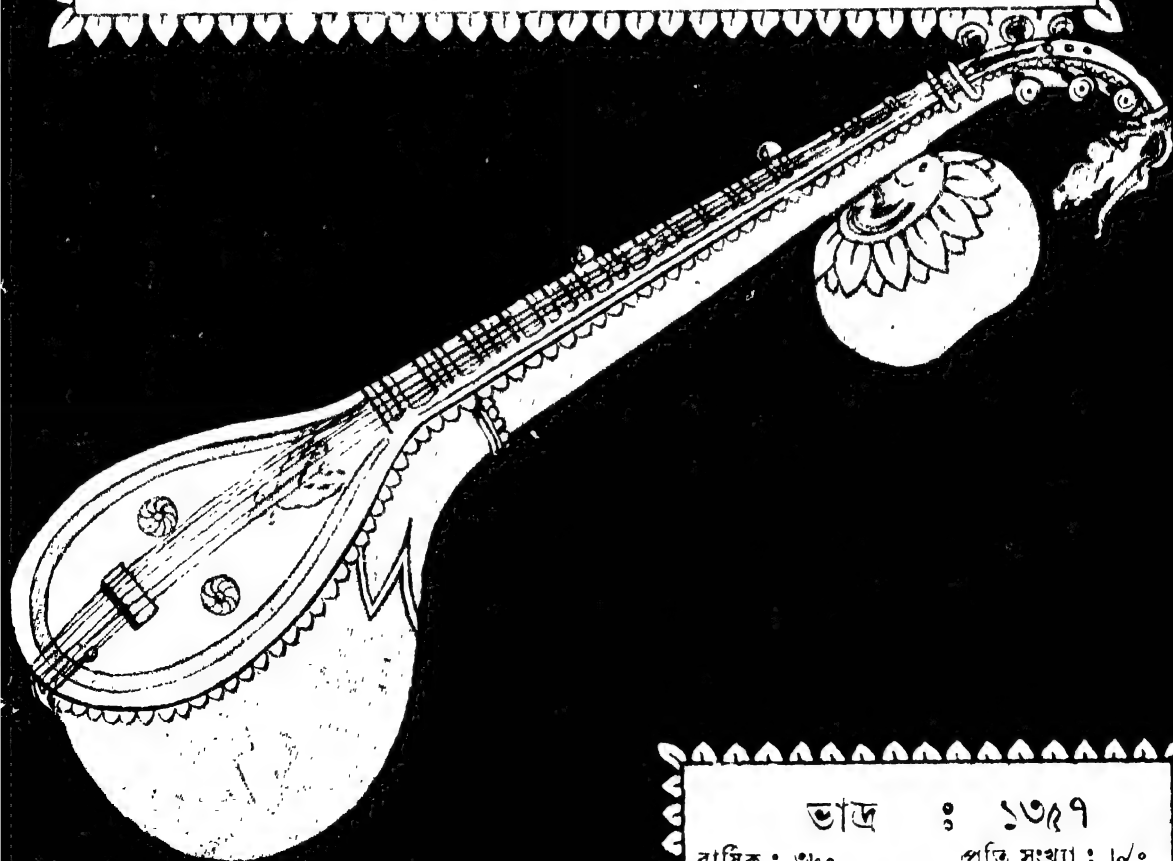
সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম্-এল-সি।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীময়্যখোহন বসু, এম-এ

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ରବେଶିକା



ଭାଦ୍ର : ୧୩୫୭

ବାସ୍ତିକ : ୭୫୦

ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା : ୧୫୦

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৭শ বর্ষ, সন ১৩৫৭ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরামিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত খোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারামিতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্রার হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম. এ. ডি-লিট (প্যারিস)

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বৌদ্ধার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অমিয়নাথ সান্নাল

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্বত্বভারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

মিসেস কে, সি, দে

শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mius সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরত্নাকর

শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এসসি

শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

==বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের রডাসই অদ্বিতীয়==



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেন্ট্রিক স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১৯৬৭

সূচীপত্র

শতবর্ষের সঙ্গীতধারা—	স্বরলিপি— শ্রীমতীকুমার মল্লিক	১১
শ্রীরামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১ গান—	
গান—শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮৪ শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	১২
পুরিষা ধানেশ্রী—কুমারী মমতা মৈত্র গীতশ্রী	৮৫ স্বরলিপি—	
নবমষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার—	অধ্যাপক শ্রীসুবোধক্লেশন রায়	১৩
শ্রীরমণীমোহন পাল	৮৬ কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজজ্ঞানাল—	
স্বরলিপি—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৭ শ্রীরাজেশ্বর মিত্র	১৫
কাঞ্চী নজরুলের গান—শ্রীজয়দেব রায়	৮৯ সংবাদ	১০০

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ চতুর্দশী বর্ষারম্ভ। এসবেরে যে কোন মাস বা সংখ্যা চতুর্দশী গণকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিস্তারিত জ্ঞপ্তি পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কাখাখাফ সঙ্গীত নিবন্ধন প্রবেশিকা—চাঁদ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

গানের স্বরলিপি

‘গীত-ভারতী’

শ্রীরাজকুমার সেন কর্তৃক রণীজ্যোতির যুগের শ্রেষ্ঠ আধুনিক বাংলা ও স্বদেশী গান সম্বলিত। যবে যবে সুনাম অর্জন করিয়াছে।

এখনই সংগ্রহ করুন, প্রায় শেষ হইয়া এসেছে।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস
৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ১০ খানি মূল মীরাবাদ্যের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সম্মিলিত আছে। মূল্য ২০ টাকা।

সংগীত সন্সারের শ্রীকান্তিকচন্দ্র বাকের

গানের মুকুল—১৥০

সুর-বানী—২৥০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পলীক্ষাধিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) চিত্রাখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবানী—সঙ্গীতধারার উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিনী সমাধিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিদ্যালিখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সম্মিলিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাংক ২৪৩৬

অর্ডার দিবার কালীন অগ্রপুরুষ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোক্ত করিবেন

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র-গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি

বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহাবা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

বদ্ধিত আকারে ২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের
ভূমিকা-সম্বলিত।

স্নাত-দর্পণ

উচ্চাঙ্গের খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি হিন্দী

উর্দু ও বাংলা গানের বহুল সমাবেশ !!

আব্ব, বি, দাস—কলিকাতা

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
রাগনির্ণয়—(১ম)—৬

এ —(২য়)—২৥০

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের
স্বরলিপিকা (১ম)—২৫০

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

রাগালাপ—৩

সঙ্গরঞ্জনী (১ম)—৪
এ (২য়)—৩৥০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর
তবলা-বিজ্ঞান ও নানী

ছাপা, বাঁকু এবং পঞ্চদশট মনোরম। মূল্য—২৥০

সুরের লিখন—২৥০

কথা : গীতিকার ও অজয় ভট্টাচার্য্য

এ ও স্বরলিপি : কুমার শচীন্দ্র দেববস্মা

কবি অজয়কুমারের বসনা-মাদুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বব-

নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—সঙ্গীত-সম্মান হাতি

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী (অধ্যাপক)

কবি শ্রীশ্রীমেন রায় বচ ও প্রাচীন গীতি কাব্যসমীক্ষা,

কবি শ্রীমদ গান এই পুস্তকে সংগৃহীত ও প্রস্তুত।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঐপপত্তি-বিশ্লেষণ-যুক্ত গাঠনিক পুস্তক)

সুরাবহার :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গ ও স্বরলিপির প্রথম
খণ্ড প্রকাশিত হইল। এতে নানা ভাষা থেকে আহৃত সুর
আছে, হিন্দী সংস্কৃত গানও আছে। স্বদেশী গান
দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্কৃত অনূদিত, বন্দেমাতরম্, নাট্যানুতা
প্রভৃতি। দিলীপকুমারের আবালা সঙ্গীতগবেষণার ফল—
এই স্বরলিপি।

ভাগবতী গীতি :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লোকপ্রিয় গীতগুচ্ছ

আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলকভাবে

আলোচনা এবং অনুম্মতে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর

উৎপত্তি-বিস্তার ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বাম প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও মূর্তির চাক্ষু-

পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅঙ্কজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের বাগ-রাগিণীর অল্পশীলনে রসরূপের চাক্ষু-

রেক্ষাচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিল্পাচার্য্য শ্রীমন্দলাল বসু

বাগের ও নব রসের নানা প্রকার অভিব্যাক্তির বহু

চিত্রে স্থাপিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস ৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



সপ্তবিংশ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৫৭ সাল

পঞ্চম সংখ্যা

শতবর্ষের সঙ্গীতধারা

(উপসংহাৰ)

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা রাঘমোহন রাঘের সমসাময়িক ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে নীলমণি ঘোষ, নিমাইচরণ মিত্র, গৌরমোহন সরকার, কালীনাথ রায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ও অষোধ্যানাথ পাকড়াশির নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত নববর্ধমান সমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ভক্তকবিগণ কর্তৃক রচিত। ত্রৈলোক্যানাথ সান্তাগ, চিরঞ্জীব শর্মা প্রভৃতি রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ভগবতুপাসনার শ্রেষ্ঠ গীতরূপে পরিগণিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচিত কীর্তনাক্ষের গান সঙ্গীতজগতে প্রসিদ্ধ। সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কা'মিনী রায়, সুনীতি দেবী, সরলা দেবী প্রভৃতি মহিলা কবিগণের রচিত গীত বাংলা দেশে বিশেষ সমাদৃত।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষা করিবার ও শুনিবার অপূর্ণ সুযোগ ছিল। যে কোন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী কলিকাতায় আসিলেই ঠাকুরবাড়ীর সংস্পর্শে আসিতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেব গান শুনিয়া নানাবিধ রাগ ও ছন্দ আয়ত্ত করিয়া লইতেন এবং স্বীয় রচিত গানে তাহা সংযোজন করিতেন। বাঙ্গলার স্বনামধন্য ওস্তাদ যহু ভট্ট ও বিষ্ণুরাম চকবর্তীর নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। যহু ভট্টের রচনাশাক্ত ছিল অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত বহু গানের অঙ্কুরণে বাঙ্গলা গান লিখেন। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত গানের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ঢংয়ের স্বর দান করেন। ইউরোপীয় সুরের অঙ্কুরণে তিনি অনেক গান লিখেন। স্বর-সংযোজনে তিনি তাঁহার ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

বিশেষ সহায়তা পান। আনুমানিক ১৮২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমহেন্দ্র মিশ্র ও বাসিন্দা প্রসাদ গোস্বামী কবিগুরুব সংস্পর্শে আসেন। ইহারা 'আদি ব্রাহ্ম সমাজের' সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের নিকট বহু সংখ্যক হিন্দী গান সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অল্পকরণে বাঙলা গান রচনা করেন। কবিগুরুব রচিত অনেক বাঙলা গানের মূল হিন্দী গান, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত 'কর্ণ কোমলী', কৃষ্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'গীত সুরসার' (১৮৮৫), রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' (বা: ১৩১৫ সাল) এবং শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' (১৩২৫ সাল) গ্রন্থে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ও অতীত কবিগণের রচিত সঙ্গীতগুলি একত্রিত করিয়া স্বরলিপিসহ ছয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়া কান্দালীচরণ সেন সঙ্গীতজগতে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আনুমানিক ১৩০৮ সালে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ হয়। ১২০৮-১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আদি সমাজের' সঙ্গীতাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কবিগুরু রচিত বহু গানের স্বরলিপি করেন এবং 'গীতলিপি' ছয় খণ্ডে (১২১৮-১২২২) প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তীকালে দ্বৈনন্দনাথ ঠাকুর 'গীতলেখ', 'স্বরবিতান' এবং কবির রচিত নাটকাবলীর স্বরলিপি প্রকাশ করেন। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব প্রণীত 'রাগকল্লক্রম' নামক বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্গীত-জগতে এক অতুলনীয় কীর্তি, ইহাতে সহস্র প্রকার নানা শ্রেণীর গান সন্নিবেশিত আছে।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সর্বপ্রথম ভাবতবর্ষে স্বরলিপি প্রথা আবিষ্কার করেন। 'ইউরোপীয় ষ্ট্রাক নোটেশন' অল্পকরণে তিনি নিজস্ব সঙ্কেতে উদ্ভাবন করিয়া ভারতীয় স্বর-লিখন-প্রথা প্রণয়ন করেন। বাঙলা ১২৮১ সালে তিনি প্রথম স্বরলিপি গ্রন্থ 'সঙ্গীতসার' প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত 'স্বরলিপি প্রথা' 'দণ্ডমাত্রিক' স্বরলিপি নামে খ্যাত। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও রাজা দৌরীন্দ্রমোহন

ঠাকুর এই কার্য্যে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। রাজা দৌরীন্দ্রমোহন বাঙলা ও ইংরাজী ভাষায় বহুবিধ গ্রন্থ লিখিয়া দেশবিদেশ হইতে সুনাম অর্জন করেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে বহু সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক যশস্বী হইয়াছিলেন। ববোদা রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মদেব মৌল্যবল্লভ এই সময় কলিকাতায় আসেন এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী লিখিত স্বরলিপি অবলম্বনে হিন্দী ভাষায় ও দেবনাগরী অক্ষরে সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ এবং ১২০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত পুস্তক 'সঙ্গীতানুভব' প্রকাশিত হয়। এই যুগে, পশ্চিমের সঙ্গীতগ্রন্থকারগণের মধ্যে পণ্ডিত বিষ্ণুদীপস্বর ও পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাটসংগের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ইহারা বহু সংখ্যক গান স্বরলিপি সহ প্রকাশ করিয়া সঙ্গীতপ্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতের প্রচারকল্পে জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আকার-মাত্রিক' স্বরলিপি প্রকাশ করেন। ইহাব লিখনপণালী সহজ ও সরল। এই স্বরলিপির সাহায্যে নানাবিধ মাসিক পত্রিকাদিতে গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা সহজ হইল। বাঙলা দেশে সঙ্গীতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নরূপে গীতবাদ্যের স্বরলিপি ও প্রবন্ধাদি আলোচনার জন্য সঙ্গীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন হইল। ১২০৮ সালে জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়। সমগ্র ভারতে ভারতীয় সঙ্গীতের ইহাই প্রথম সঙ্গীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' দশ বৎসর বাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া অর্থের অভাবে ১৩১৭ সালের পর বন্ধ হয়। ইহাতে বহু শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রবন্ধ ও স্বরলিপি প্রকাশিত আছে। তৎপরে কলিকাতার 'সঙ্গীত সজ্জা' হইতে ১২১১ হইতে ১২১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৩৩০ সালে প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র বাবসায়ী আর. বি

দাসের তত্ত্বাবধানে ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর সম্পাদনায় 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি অত্যাধিক নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গুণিগণ ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯২৪২৫ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের তত্ত্বাবধানে কয়েক মাস 'সঙ্গীত-সন্ধ্যা' নামক মাসিক পত্রিকা হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলার নানা স্থানে তখন সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহেব উৎসাহে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় অনন্থলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিষ্ণুপুরে প্রথম সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলায় ইহাই আদি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য। এই বিদ্যালয় এখন ভারতের একটি বৃহৎ সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। ১৩০৮ সালে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩১৫ সালের দশম মাসে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে সাধারণ শিক্ষার সহিত সঙ্গীত ও অগ্রগত শিল্প নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশের ইহা একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। ১৩০৮, ১৩০৯ সালে ভারত সঙ্গীত সমাজ এবং কিছুদিন পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় "বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয় দুইটি কেবল পুরুষদিগের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় প্রথম মহিলাদিগের জন্য সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীর আশুতোষ চৌধুরী ও তদীয় পত্নী প্রতিভা দেবী। ১৯১১ সালের আগষ্ট মাসে রাখী-পূর্ণিমা তিথিতে 'আনন্দ-সভা'কে সংস্কার করিয়া 'সঙ্গীত-সন্ধ্যা' নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভারতে ইহাই প্রথম জ্ঞানীশিক্ষা বিষয়ক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান যেখানে নিয়মিত ও পদ্ধতি অনুযায়ী কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করা হইত। এই সময়ে প্রমদা চৌধুরাণী 'সঙ্গীত সন্মিলনী' নামে মহিলাদিগের জন্য আর একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুইটি

বিদ্যালয় বাংলায় সঙ্গীত প্রচারে যে সাহায্য করিয়াছে তাহা সঙ্গীত সমাজ চিরদিন স্মরণ রাখিবে। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বাংলায় বৌদ্ধ সঙ্গীতের প্রচার ও উন্নতিকল্পে অদ্যাবধি যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে সঙ্গীতসেবী মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী। 'সঙ্গীত সন্ধ্যা' ও 'সঙ্গীত-সন্মিলনী'র বার্ষিক অধিবেশন ও উৎসব উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক যে গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হইত তাহা অতি উচ্চাঙ্গের। বাৎসরিক পরীক্ষা নিয়মিত হইত এবং দেশের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণ ইহাতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিক্ষার্থীগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। উক্ত বিদ্যালয়ে যে সকল বিখ্যাত সঙ্গীতাদর্শাগণ নিযুক্ত ছিলেন এবং সাহায্যের আন্তরিক চেষ্টা ও শিক্ষাদানের ফলে সঙ্গীত তাহার পূর্বে গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র, বিশ্বনাথ রাও, কৌকব খা, কেদারমতীলা খা, শ্যামসুন্দর মিশ্র, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ইনায়েত খাঁ, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুরেরজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাফেজ আলি খাঁ সাহেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার তৎকালীন গায়ক কাশীনাথ, অঘোর চক্রবর্তী, মৈজুদ্দিন খাঁ, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় মুদঙ্গ বাদ্যের চর্চা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। লালকেবল কিষণ, পীরবক্স প্রভৃতি বিখ্যাত মুদঙ্গবাদকগণের প্রচলিত পদ্ধতি বাংলায় অনুশীলিত হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রামমোহন চক্রবর্তী পীরবক্সের নিকট মুদঙ্গ শিক্ষা করিয়া আসেন। একশত বৎসরের মধ্যে যে সকল প্রসিদ্ধ মুদঙ্গবাদক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মুরারীমোহন গুপ্ত, কেশব মিশ্র, দ্বলভ ভট্টাচার্য্য, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভগদত্ত গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের সভাসঙ্গতিকগণের মধ্যে শিবনারায়ণ মিত্র, গুরুদাস মিশ্র, ইন্দাদ খাঁ, সৈয়দ মহম্মদ, হুলা গোপাল, রামবাবু সঙ্গীতজ্ঞানপ্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া

গিয়াছেন। বাঙ্গলার যে সকল রাজপরিবারে সঙ্গীত চর্চা হইত তন্মধ্যে ঠাকুর পরিবারে, নাটোর, গোবীপুর, (মৈমনসিং), বঙ্গমান, মেদিনীপুর, মৈমনসিং কালীপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অধুনা আমাদের সঙ্গীত অনেকাবধি উন্নত। বহু চেষ্টার ফলে সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মহিলাদিগের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়রূপে ধার্য হইয়াছে এবং ১৯৪০ হইতে ইহার 'নয়মিত পরীক্ষা' হইতেছে। সঙ্গীতের যথারীতি প্রচার করিতে হইলে ইহাকে উচ্চ শিক্ষার অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন। ভারতের প্রতি বিদ্যালয়ে সঙ্গীতের একটি পৃথক বিভাগ করা উচিত। যাহারা সঙ্গীতবিষয়ক সাধনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিবেন, তাহাদের তত্ত্বযুক্ত সুবিধা ও সুযোগ দান দেশীয় সরকারের কর্তব্য। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন। স্বাধীন দেশে শিল্পচর্চা যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তদ্বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত। ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠান নানাবিধ কার্যানুষ্ঠানের মধ্যে সঙ্গীতের রীতিমত ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন শ্রোতাদের জন্য কর্তৃপক্ষকে নানাবিধ বিষয় পরবেশন করিতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক বিষয় যাহাতে

শিক্ষামূলক ও আদর্শহানীয় হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তৃপক্ষের উচিত, কারণ বেতার লোকশিক্ষার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। বিগত ৪০৪৫ বৎসর যাবৎ নিখিল-ভারত এবং প্রাদেশিক সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতেছে। ইহাতে বাঙ্গলা ও অন্ধ্র প্রদেশের মধ্যে সঙ্গীতবিষয়ক ভাবের আদান প্রদান ও আলোচনা সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের গুণিগণের একত্র সমাবেশ ও সঙ্গীতানুষ্ঠান শিক্ষার্থী ও শ্রোতার পক্ষে এক অপূর্ব সুযোগ। বেনারস, লক্ষৌ, দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, মজঃফরপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে ও তাহাকে উন্নত করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। সঙ্গীতের উচ্চ আদর্শ ও ভাব গ্রহণ করাই শিক্ষার্থীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বেথুন বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যে সঙ্গীতানুষ্ঠান হইতেছে, তাহাতে আমরা সেই আদর্শ রক্ষা করিবার প্রয়াস করিয়াছি।

সমাপ্ত

গান

শ্রীমুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তব মণিহার নাইবা ছলিল গলে,

শুধু বেখে ঘাই গানের কমল

তোমার চরণ-তলে।

মোর প্রোমে-গড়া তব এ মুরতি

যদি মোছে কভু নাহি তাহে ক্ষতি,

জীবনের পূজা হোক সমাপন

নীরব নয়ন জলে।

কোন আশা নিয়ে তব দ্বারে আসি নাই,

পথে যেতে যেতে বাখা ল'য়ে বুকে

আনমনে গান গাই।

যদি সেই গান মনে পড়ে ফিরে'

খুঁজিবে কি তব উদাসী করিবে—

যে গিয়াছে চলি' তোমারে পূজিয়া

বেদনার শতদলে।

পুরিয়া ধানেশ্রী

কুমারী মমতা মৈত্র গীতশ্রী

ঠাট—পূর্ববী (ঋ, ক্ষা, দা) গাহিবার সময়—সন্ধ্যাকাল । আরোহণ—না ঋ গা ক্ষা পা দা পা না সা ।
অবরোহণ—ঋ না দা পা ক্ষা ঋ গা ঋ সা । জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ । বাদী—পঞ্চম । সমবাদী—ঋষভ ।
পকড়—না ঋ গক্ষা পদা পা ক্ষগা ক্ষগা ক্ষগা ঋসা ।

পুরিয়া-ধানেশ্রীতে কেবল তাত্র মধ্যমই ব্যবহৃত হয় । পূর্বাঙ্গে ক্ষা ঋ গা এবং উত্তরাঙ্গে ঋ না দা পা—
রাগপ্রকাশক স্বর ।

স্বর-বিস্তার

নৃগা গা, ক্ষা, ক্ষা ঋগা, ঋসা, ঋগা, ঋগা ক্ষপা, ক্ষদপা, ক্ষা, গা ঋগা ঋসা ।

নৃগা গা, ঋগা ক্ষপা, ক্ষদা পা, দা ক্ষপা ক্ষগা, ক্ষা ঋগা ঋগা ক্ষগা ঋগা ঋসা ।

ক্ষা, দপা, ক্ষদা নদা নদা ঋগা, ক্ষা ঋগা, ঋসা, নদা নদা পা, ক্ষগা ক্ষগা, পা, ক্ষদপা, ক্ষগা ক্ষগা,
ক্ষগা ঋসা ।

পুরিয়া ধানেশ্রী—ত্রিতাল

বালমুয়া মোরি ইতনি আরজ শুন

হাহা করতভঁ তোরে ছয়ারপে ।

অদাবঙ্গ পিয়া মোরি ইতনি বিনতি শুন

লাগু মায় তোরে গোরপে ॥

শিক্ষক : শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বরলিপি : কুমারী মমতা মৈত্র, গীতশ্রী

স্থায়ী

II পা -ক্ষা পা দা | পা -া ক্ষা গা | গক্ষা ঋ গা গক্ষা গা ঋ সা সা II
বা ০ ল মু যা ০ মো রি ই ত নি আ র জ শু ন

না -া ঋ গা | ক্ষা ঋ গা -া | ক্ষদা -নদা নদা -পক্ষা | গা -ক্ষগা ঋগা ঋসা II
হা ০ হা ক র ত হঁ ০ তো ০ ০০ যে ০ ০০ ছা ০০ র ০ পে ০

অন্তরা

II ক্ষা⁺ ক্ষা^৩ দা^০ দা^০ | ক্ষদন^০সাঁ^০ সা^০ সা^০ | না^০ খাঁ^০ গাঁ^০ গাঁ^০ | খাঁ^১ গাঁ^১ খাঁ^১ সা^১ I
অ দা র ধ পি০৩০ যা মো রি ট ত নি বি ন তি শু ন

সাঁ -া -নসাঁ^০ সা^০ | দনসা^০ -না^০ -দা^০ -পা^০ | পা^০ -ক্ষপদা^০ পা^০ ক্ষগা^০ | -ক্ষা^০ -খগা^০ খা^০ সা^০ II
লা ০ ০০০ শু মাঘ ০ ০ ০ তো ০০৩ রে গো ০ ০ ০০ র পে

তান

- (১) ন⁺খা^০ গক্ষা^০ দনা^০ সর্গা^০ | খাঁসা^০ নদা^০ পক্ষা^০ গক্ষা^০ | দনা^০ সর্গা^০ খাঁসা^০ নদা^০ | পক্ষা^১ গক্ষা^১ গখা^১ সা^১ I
(২) ন⁺খা^০ গক্ষা^০ পক্ষা^০ খগা^০ | ক্ষদা^০ নসা^০ নদা^০ ক্ষদা^০ | নখা^০ গক্ষা^০ খাঁগা^০ খাঁসা^০ | নদা^১ পক্ষা^১ গখা^১ সা^১ I
(৩) ক্ষগা^০ পক্ষা^০ দপা^০ নদা^০ | সনা^০ খাঁসা^০ গাঁ^০ খাঁসা^০ | নদা^১ পক্ষা^১ গক্ষা^১ পদা^১ | পক্ষা^১ গক্ষা^১ গখা^১ সা^১ II

নবষষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার

(সঙ্গীত পারিজাত মতে)

৫

শ্রীরমণীমোহন পাল

তন্মধ্যে অবরোহী অলঙ্কার ১২ প্রকার :

১। বিস্তীর্ণ—

সাঁ নৌ ধা পা মা গা রী সা ॥

২। নিষ্কর্ষ—✓

সর্স, নিনি, ধধ, ধধ, পপ, মম, গগ, রিরি সস ॥

৩। গাত্রবর্ণ—✓

সর্সর্স, নিনিনি, ধধধ, পপপ, মমম, গগগ, রিরিরি, সসস ॥

সর্সর্সর্স, নিনিনিনি, ধধধধ, পপপপ, মমমম, গগগগ, রিরিরিরি, সসসস ॥

৪। সার্সানি, নীনৌধ, ধাধাধা পাপাপা, মামামা, গাগাগা, রীরীরি, সাসানি ॥

৫। ইষিত—

স, সঁনি, সনিধ, সঁনিধ, সঁনিধম, সঁনিধমগ, সঁনিধমগরি, সঁনিধমগরিস ॥

অথবা—

সঁ, নিনি, ধধ, পপপ, মমমম, গগগগগ, রিরিরিরিরিরি, সসসসসসস ॥

৬। প্রোষিত—✓

সাঁনী, নৌধা, ধাধা, পাধা, মাগা, গারী, রীসা ॥

(ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

মিশ্র-দাদরা

এতো নহে ব্যথা এতো নহে অভিমান,
তুমি যে আমার ছিলে কোনদিন
এ যে শুধু তারি গান।

গন্ধে ও গানে তোমারে ঘিরিয়া
এসেছে আবার কাণ্ডন ফিরিয়া,
ভুল সে কি বল ফুল যে এনেছে
সুরভির অবদান।

স্রবণের বীণে বাজে বার বার
তোমারি সে গানখানি
যদি কভু বল ভুলে যাও মোরে
সে কথা কেমনে মানি !
পরিচয়টুকু শুধু দিয়ে গেলে
বিনিময়ে তার কিছু নাহি পেলে,
এ বেদনা লাজ কাছে এসে আজ
কর তুমি অবসান।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

[পা সা]
II রা জ্ঞা সা । রক্তরা সন্না সা I রা গা মধা । ধপা গমা রগা I
এ তো ন হে ০০ ব্য ০ থা এ তো ন ০ হে অ ০ ভি ০

গা —মা -। -। -। -। I পা মজ্ঞা সা । রক্তরা সন্না রা I
মা ০ ০ ০ ০ ০ ন এ তো ০ ন হে ০০ অ ০ ভি

সা -। -। -। -। -। I সা মা মা । মা মা -। I
মা ০ ০ ০ ০ ০ ন তু মি যে আ মা ব

পা ধা গা । সর্বা নর্মা -। I পদা মপা মজ্ঞা । রা জ্ঞা দা I
ছি লে কো ন দি ন এ ০ যে শু ০ ধু তা রি

পা -। -। -। -। -। I পা মজ্ঞা সা । রক্তরা সন্না রা I
গা ০ ০ ০ ০ ০ ন এ তো ০ ন হে ০০ অ ০ ভি

সা -। -। -। -। -। II
মা ০ ০ ০ ০ ০ ন

II { সা -মা মা | মা মা মা I মা পা পা | মধ্যপা মজ্জা মা I
গ ন্ ধে ও গা নে তো মা রে ঘি০ ০ রি০ যা

পা গা গা | পগা রা -I সা সা রসনা | না সা সা I
এ সে ছে আ০ বা ব্ ফা গু ন০০ ফি রি যা

সা -I পা | দা মা পা I পা -গা গধা | পধা পমা মা I
ভু ল্ সে কি ব ল ফ ল্ যে০ এ০ নে০ ছে

ধা ধপা মা | -মগা সা রা I মা -I -জা | -পা -I -I
হু ব ভি ব্ অ ব দা ০ ০ ০ ০ ন্

পা মজ্জা সা | রজ্জরা সনা রা I সা -I -I | -I -I -I II
এ তো০ ন হে০০ অ০ ভি মা ০ ০ ০ ০ ন্

II { পা সা সা | -সা সা ন্ I সা জা রা | -মা মজ্জা -রা I
স্ব র গে ব্ বী গে বা জে বা ব্ বা ব্

রা গা মা | পা মগা -মা I মজ্জা রা -I | -I -I -I I
তো মা রি দে গা০ ন্ খা নি ০ ০ ০ ০

রা জ্জসা রা | মা মা মা I পা গা গধা | -গধা পমা মা I
ঘ দি০ ক ভু ব ল ভু লে যাও ০ মো০ রে

পা সা সগা | ধা পা গা I গধা পা -I | -I -I -I I
সে ক থা কে ম নে মা নি ০ ০ ০ ০

{ গা পা পা | -া পা পা I ধা গা ধা | সগা ধা পা I
প রি চ য় টু কু শু ধু দি য়ে গে লে

ধা সা সা | রা রা -জা I রা মা মজা | রা সা সা } I
বি নি ম য়ে তা ব কি ছ না হি পে লে

সা সা পা | দা মা -পা I গা গা গধা | পধা পমা -া I
এ বে দ না আ জ্ কা ছে এ০ সে০ আ০ জ্

ধা ধপা মা | সগা সা রা I মা -া -জা | -পা -া -া I
ক র০ তু যি অ ব সা ০ ০ ০ ০ ন

পা মজা সা | রজরা সনা রা I সা -া -া | -া -া -া III II
এ তো০ ন হে০০ অ০ ডি মা ০ ০ ০ ০ ন

কাজী নজরুলের গান

শ্রীজয়দেব রায় বি. এস্‌সি., এম. এ, বি. কম.

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের আধুনিক যুগের সর্বশেষ Composer. গানের কথা ও সুর একই সঙ্গে ষাঁহারা রচনা করিয়াছেন, বাংলাদেশে নজরুল তাঁহাদের শেষ ধারা-রক্ষক—নজরুলের পর বাংলায় আধুনিক গানের কথা ও সুরের বিভাগ হইয়া গিয়াছে। সুরচিত বাণীর গান আর তেমন সৃষ্টি হয় নাই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে গানের ধারার স্বরূপ করিয়াছিলেন—ষিজেঞ্জলাল, রজনীকান্ত এবং অতুলপ্রসাদের মধ্য দিয়া, নজরুলের হাতেই তাহার পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ষিজেঞ্জলালের গান ব্যতীত তাঁহার অপূর্ণ নাটকেরও সুনাম আছে; রজনী সেন ও অতুলপ্রসাদ সেন অল্প সংখ্যক গানের

সীমায় বদ্ধ—নজরুলের কবিপ্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের স্রায়ই সুনাম হইয়াছিল। স্তবরাং রজনীকান্ত এবং অতুলপ্রসাদ সেনের স্রায় নজরুল ইসলাম কেবল সুরের সীমায় সম্পূর্ণ নয়, তাঁহার পরিচয় অন্তরে, তাঁহার অপূর্ণ কাব্যও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাবে থাকিয়াও যে নজরুল কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বমহিমায় নয়, ইসলামীয় সংস্কৃতির রূপ প্রকাশে তাঁহার তুলিনৈপুণ্যই তাঁহাকে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। আর মুসলমান সমাজের নিকট তাহাদের ধর্ম, সমাজ এবং সংস্কৃতির বাস্তব চিত্রের অঙ্কনে নজরুল বাঙ্গালী

মুসলমানের জাতীয় কবির সম্মান পাইয়াছেন। পশ্চিম ভারতের আরও একজন মুসলমান কবি স্যাব মহম্মদ ইকবালও যে কারণে সারা ভারতে সম্মান পাইয়াছেন, বঙ্গবাসী মুসলমান নজরুলকেও সেই সকল কারণেই অতি আপন ভাবিয়া জাতীয় কবির আসন দিয়াছে।

তবে নজরুল কোনদিনই নিজে মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন নাই, বাংলাদেশের হিন্দু-সামাজিক জীবনের গভীর বাগিরে তিনি সাধ্যপক্ষে ঘাইতে চাহেন নাই। হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায়ই তাঁহার জীবন।

রবীন্দ্রনাথের স্বরই যে তাঁহার গানের ভিত্তি তিনি তাহা অকুণ্ঠিত চিন্তে স্বীকার করিয়া তাঁহার গানের ডালি “বিশ্বকবিমুখাটী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দমু”তে নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়—“আমার রচনার উৎস দুইজনের কাব্য হইতে। একজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অগুজন কবিত্বাত্মক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আমি অন্তরে অনুভব করি, কিন্তু লেখায় প্রকাশ করিতে পারি সত্যেন্দ্রনাথের ভাবকেই।” তবে নজরুল যে দৃষ্টিতে বাংলার ধর্মসংস্কৃতিকে দেখিয়াছেন, তাহা রসেরই দৃষ্টি। তিনি বাংলার চিরচরিত ধারারই অধুবর্তন করিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যপ্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহাদেব জলে ভরা গ্রামে যে উদাসী মনোভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা হৃদয় Romantic প্রকৃতির সহায়তা করে, গানের সৃষ্টি হইলেও কাব্যের উৎকর্ষতা হয় না; তবে কবিরূপে আমি নজরুলকে

যুগপ্রবর্তক মনে করি না—কারণ তাঁহার কাব্যের মধ্যে উচ্চাঙ্গ ব্যতীত সংযত কিছুই নাই। যাহা তাঁহাকে স্থায়ী করিতে পারে এমন ইঙ্গিতও তিনি কোথাও দেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইয়াও তিনি তাঁহার অল্পভূতির গভীরতা প্রদর্শন করেন নাই, তাহাই তাঁহার কৃতিত্ব।

নজরুলের কাব্যে অবশ্য বৈচিত্র্য আছে, তাঁহার জীবনও বিচিত্র। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিক্ষা সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াও তিনি আজ নমস্যা হইয়াছেন। তিনি নানা সভায় গান কবিতা বেড়াইয়াছেন, এমন কি তিনি কলিকাতা রেডিওর মত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হইয়াছেন, কিন্তু হায়! কি পরিতাপের বিষয় আজ তিনি অক্ষম হইয়া পরের দয়া ভিক্ষা করিতেছেন—এত বিচিত্র ঘটনামূলক জীবন বোধহয় আমাদের দেশের আর কোন Artist-এর নয়।

বাংলাদেশের স্বার্থের ক্ষেত্রে পরস্পর দুইটি বিরোধী সম্প্রদায়ের উভয়েরই প্রত্না তিনি পাইয়াছেন। একটি সম্প্রদায় তাঁহাকে তাহাদের জাতীয় কবিরূপে গ্রহণ করিয়াছে, অপরটি তাঁহার কাব্য উৎকর্ষতায় নিঃসন্দ্বিগ্ন মত প্রকাশ কবিতা এক শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছে। —এই উভয় প্রকার সম্মান বাংলাদেশে দুর্লভ। আজ তাঁহার লেখনী শুক, তিনি একরূপ মৃতই বলা যায়; অতএব আজ আর বৃথা উচ্ছ্বাসে তাঁহার কাব্যকে বিব্রত না করিয়া তাঁহার ‘দেওয়-নেওয়া’য় হিসাব-নিকাশ করার প্রয়োজন। [আগামীবারে সমাপ্য।

୧। ⁺ନା ^୦ଉକ୍ତା ନା ^୦ଉକ୍ତା । ^୦କ୍ତା ପକ୍ତା ^୦ଉକ୍ତା ନା ।
 ୨। ⁺ପଦା ^୦ପକ୍ତା ^୦ଉକ୍ତା ^୦ପଦା । ^୦ପକ୍ତା ^୦ଉକ୍ତା ^୦ନା ନା ।
 ୩। ^୦ନନା ^୦ନଦା ^୧ନନା ^୧ଦଦା । ^୧ପକ୍ତା ^୧ଉକ୍ତା ^୧ନା ।
 ୪। ⁺ନା ^୦ଉକ୍ତା ^୦ପଦା ^୦ପକ୍ତା । ^୦ଉକ୍ତା ^୦ନା ^୦ନା ।

[illegible]

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

মিলন মধুর পরশ স্বপনে
 আমল বঁধুর বুকে
 ঝরিছে শেফালি ঝরে ফুলদল
 উতল ব্যাকুল স্নেহে ।
 মোর বাঁশীখানি যদি গো আবার বাজে
 রাগিণী তাহার ফিরিবে কি পুনঃ লাজে,
 এই বেদনায় বারে বারে হাষ
 পরাজয় শুধু মানি ।

স্বরলিপি

ভৈরবী মিশ্র-কাফী

আলোকের একটি কণিকা
সেদিন আসিয়াছিল দুখের ধরণী 'পরে
জয় হোলো, হোলো তার জয়।
সে যে, ভেঙে দিলো নিখিলের অমাব আঁধার
শেষে নীলিমায় হোলো বুঝি লয়।
জয় হোলো, হোলো তার জয়।

ভালোবাসা এসেছিলো মরতে—
অশ্রু-সজল করুণায়,
সে কী, রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে ভিক্ষা মাগি'
ফিবে গেল মুক বেদনায় ?

যে-কুসুম ফুটিল ধূলায়
সে কী শুধু ঝরে গেল হায়,
হৃদয়-গলানো তারি সৌরভে আজ
হ্যালোক ভুলোক মধুময়।
জয় হোলো হোলো তার জয়।*

কথা—অধ্যাপক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন করচৌধুরী

সুর ও স্বরলিপি—অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

II সা -দা দা -া । দা -ণা সা সা । সা -া -পা -া । -া -া -া -া ।
আ লো কে বু এ ক টি ক ণি ০ কা ০ ০ ০ ০ ০

সা সা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা মা পা । মজ্ঞা -া সগ্গা সা ।
সে দি ন আ সি যা ছি ন ছ খে ০ ব ধ ব ০ ০ গী ০ প

নন্দা -া সগ্গা -শ্বা । সা সা -া সা । -রা জ্ঞা মা -া । জ্ঞা জ্ঞমা জ্ঞা -শ্বা ।
রে ০ ০ জ ০ য হো লো ০ জ য্ হো লো ০ হো লো ০ তা বু

জ্ঞা -সা -া -া । -া -া -া -া II
জ য ০ ০ ০ ০ ০ ০

*গানটি মহাত্মা গান্ধীজির উদ্দেশ্যে রচিত।

মা মা II মানদা - গা । সী - গা - গা - গা II না সী ঋ - গা । সী গদা - গা ঋ II
সে যে ডে ডে ০ দি ল ০ ০ ০ নি যি লে ব্ অ মা ব্ ঋ

সা সী সী সী । সী রী জ্ঞা - মজ্ঞা II ঋ সী গা সী । গদা - দা - গা - গা II
ধা ব্ শে যে নী লি মা ০ য্ হো লো ব্ ঋ ল ০ য্ ০ ০

-সা সা -সা রা । জ্ঞা -মা - গা - গা II জ্ঞা জ্ঞামা জ্ঞা - ঋ । জ্ঞা -সা - গা - গা II
০ জ য্ হো লো ০ ০ ০ হো লো ০ তা ব্ জ য্ ০ ০

II সা মা মা গা । মা পা দা গদা II দা ঋ মা - গা । -গা - গা - গা - গা II
ভা লো বা সা হ য়ে ছি ল ০ ম ব্ তে ০ ০ ০ ০ ০

মা -ধা ধা ধা । ধগা পা ধা সী II গা - গা - গদা - ধপা । -মা - গা মা মা II
অ ০ জ স জ ০ ল ক ক্ গা ০ ০ ০ য্ ০ সে কো

মা -দা দা পা । মা জ্ঞা সা - গা II সা -পা -পা -পদা । -দপা -মা - গা - গা II
ক ০ ক্ ক্ দ য় ঘা ০ বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মা - গা জ্ঞা গমা । জ্ঞা - গা - গা - গা II রা রা সগা গা । সা ঋ জ্ঞা ঋ II
ভি ০ কা মা গি ০ ০ ০ ফি রে গে ০ ল য় ক বে দ

সা -সা - গা - গা । -গা - গা - গা - গা II
না য্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II মা পা মজ্জা জ্ঞা | মা দা গা দা I -সী -া -া -া | -া -া -া -া I
 যে কৃ স্ব ০ য ফু টি ল ধু লা য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
 সী ঞ্জী সী গা | গা ধা গা সর্গা I গদা -া -া -া | -া -া -া -া I
 সে কি শু ধু ঝ রে গে ল ০ হা য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
 দা গা সী সী | সী জ্ঞী জ্ঞী জ্ঞী I জ্ঞী -া সজ্ঞী ঞ্জী | সী -া -া -া I
 হু দ য গ লা নো এ কী সৌ ০ র ০ ভে তা য় ০ ০
 সর্গী সর্গা গা গসী | নদা দা গা দা I পা -া -া -া | -া -া -া -া I
 ছা ০ লো ০ ক ভু ০ লো ক য ধু য য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
 -সা সা -া রা | জ্ঞা -মা -া -া I জ্ঞা জ্ঞমা জ্ঞা -ঞা | জ্ঞা -সী -া -া II II
 ০ ক য় হো লো ০ ০ ০ হো সৌ ০ তা য় ঞ্জ য় ০ ০

স্বরোদের গৎ

গাঙ্গারী--ঝাঁপতাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

স্থায়ী

II ⁺পা মা | ^০পা সর্সী সী | ^০গা দা | ^১পা মমা পা I
 ডা রা ডা ডিরি ডা ডা রা ডা ডিরি ডা
 রা মমা | পা গা দা | পা মা | জ্ঞা ররা সা II
 ডা ডিরি ডা রা ডা ডা রা ডা ডিরি ডা

অস্থায়ী

II ⁺সী গা | ^০সী ররা জ্ঞী | ^০মী জ্ঞী | ^১রী সী সী I
 ডা রা ডা ডিরি ডা ডা য় ডা ডা রা
 গা সী | রী গা গা | পা মা | জ্ঞা ররা সা II
 ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা ডিরি ডা

কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

“মেবার পাহাড় শিখরে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চশির” গানটি আদ্যন্ত গ্রন্থিত হইলে, কোন সুরে ইহার ঠিক—এই বিখ্যাত গানটিও একটি ইংরেজি ভাঙা গানের সুর। ভাবানুগ ও ‘লাগমৈ’ হইবে, তাহা লইয়া অনেকক্ষণ ঠাট্টা এই গানটি সম্বন্ধে তাঁর চরিতকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বিদ্রূপ হাসি তামাসা, চেষ্টা ও চিন্তার পর ইংরাজীভাঙা লিখেছেন—“কবি ‘মেবার পাহাড় শিখরে যাহার রক্ত-পতাকা উচ্চশির’ ইত্যাদি যে গানটি লেখেন আমি তখন তাহাই অগত্যা নির্দিষ্ট হইল। অতঃপর দেশের যথার্থ তাঁহার পাশ্বেই উপবিষ্ট ছিলাম। দু’এক ছত্র লিখিতেছেন, অবস্থার সহিত মিলাইয়া আমি ‘মেবার পতন’ সম্পর্কেও আর আপন মনে তাহা নিজেই আকৃতি করিয়া আর একটা যোগ্য গান তখনই তাঁহাকে রচনা করিতে শুনাইতেছেন—এমনি ভাবে সে গানটা লিখিতে বসিলাম। তদনুসারে, সেদিন কাছারি হইতে বাসায় ঘণ্টাখানেক কি তাহারও কিছু বেশী সময় লাগিল। ফিরিয়া, কক্ষকপাট রুদ্ধ করিয়া লিখিলেন—

“ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর

ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার

এ মহাঅশানে ভগ্ন পরাণে

আজি মা কি গান গাহিব আর”

এইসব গানে তিনি কি রকম ভাবে ইংরেজি সুর এনেছিলেন সেটি নিম্নলিখিত স্বরলিপি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে—

II	সরা	গা	গা		গা	মগা	-রসা		সরা	-গমা	মা		মা	মা	-I	II
	ভে০	ডে	গে		ছে	মো০	০ব্		স্ব০	০০	প্রে		ব	ধো	ব্	
	মা	মপা	পা		পা	ধপা	-মগা		মা	গা	মা		ধা	-I	-I	II
	ছি	ডে	গে		ছে	মো০	০ব্		বী	গা	ব		তা	০	ব্	
	ধা	ধা	পধণা		গা	গা	গধপা		পধা	-পধণা	গধধা		পপা	ধপা	-ধপমা	II
	আ	ধি	এ০০		খা	শা	নে০০		ভ০	০০০	গ০০		পর	গে০	০০০	
	মা	মা	মা		গা	গা	-মা		ধা	পা	মা		গা	-I	-I	II
	ব	ল	মা		কি	গা	ন্		গা	হি	ব		আ	০	ব্	

II	মা	পা	-া	।	মা	ধা	-া	।	গা	-গা	গা	।	ধা	পা	-া	।
	মে	বা	ব্		পা	হা	ড্		হ	ই	তে		তা	হা	ব্	
	সর্গ	গা	ধা	।	পা	মগা	-মা	।	পা	সর্গ	গা	।	ধা	-া	-া	।
	নে	মে	গে		ছে	এও	ক্		গ	রি	মা		হা	ও	য্	
	ধা	ধা	পধগা	।	গা	গধা	-পা	।	পা	পা	পা	।	মা	গা	-া	।
	ষ	ন	মেও		ষ	রাও	শ		ঘে	রি	য়া		আ	কা	শ্	
	গা	গা	গা	।	পা	পাঃ	রঃ	।	রা	রা	রা	।	মা	-া	-া	।
	হা	নি	ধা		ত	ডি	ত		চ	লি	য়া		যা	ও	ব্	
	সা	সরগা	-া	।	রা	রগমা	-া	।	গা	পা	পা	।	মা	ধা	-া	।
	মে	বাও	ব্		পা	হাও	ড্		শি	থ	রে		তা	হা	ব্	
	সর্গ	-া	গা	।	ধা	পমগা	-া	।	মা	গা	মা	।	রা	-া	-া	।
	র	ও	ক্ত		নি	শাও	ন্		ও	ড়ে	না		আ	ও	ব্	
	সর্গ	সর্গা	জর্গ	।	রা	-া	সর্গ	।	গা	গা	-া	।	ধা	-া	পা	।
	এ	হাও	ন		স	ও	জ্জা		এ	ঘো	ব্		ল	ও	জ্জা	
	পা	পা	সর্গ	।	সর্গ	সর্গ	-া	।	মা	-া	মা	।	মা	-া	-া	।
	টে	কে	ছে		গ	ভা	ব্		অ	ন্	ধ		কা	ও	ব্	

বিজ্ঞানজ্ঞানের মতো পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে বাংলা গানে আর কেহই গ্রহণ করেননি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সহায়তায় বাংলা গানে যে ওজস্বিতা তিনি এনেছেন তা আমাদের গানকে যেমন বলিষ্ঠভাবে গঠিত করেছে তেমনি সমগ্র জাতিকে বলিষ্ঠতার প্রেরণা দিয়েছে। এই পাশ্চাত্য সঙ্গীত সঙ্কে তাঁর ধারণা কিভাবে পরিবর্তিত হয় “ইংরাজী ও হিন্দু সঙ্গীত” নামক প্রবন্ধে তিনি সে সঙ্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধটি যেমন সুচিন্তিত ঠিক তেমনি সরস ও স্থূলিত। আমাদের সঙ্গীতমহলে এটির পুনঃ প্রচার হওয়া আবশ্যিক। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

“আমি সলজ্জ স্বীকার করি যে, এককালে আমারও ইংরাজী গানে বিমুগ্ধ ও আন্তরিক যুগা ছিল। আমি যেদিন ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান সঙ্গীতরচয়িতার রচিত সর্বোত্তম oratoria শুনতে টিকিট কিনিয়া “আলবার্ট” হলে প্রবেশ করিলাম ও গুটিকতক গান শুনলাম সেদিন ইংরাজী সঙ্গীতের হীনত্ব ও অপদার্থত্ব আরও সম্যক স্পষ্টকর করিয়া আমি অবজ্ঞায় “আলবার্ট” হল পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে ক্ষত পদচারণা করিয়া একেবারে শয়ন-কক্ষে উপনীত হইলাম এবং কেন যে লোকে পয়সা খরচ করিয়া এরূপ সঙ্গীত শোনে ইহা পর্যালোচনা করিতে

করিতে শয়ন করিয়া কতক শাস্তি উপভোগ করিলাম।
ক্রমে বিলাতপ্রবাসে, নানা বন্ধুর নিকটে ছোটখাট
ইংরাজী গান শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম 'বাঃ এ মন্দই বা
কি?' ক্রমে তাহার অমৃতগাণী হইয়া আরও শুনিতে
চাহিতাম; এবং শেষে আমার ইংরাজী গান শিখিবার
প্রবৃত্তি হইল ও পয়সা দিয়া গান শিখিতে আরম্ভ করিলাম।
ইহাতে প্রমাণ হয়—প্রথমতঃ যে মানুষের প্রবৃত্তি কি
পরিবর্তনশীল! ও দ্বিতীয়তঃ যে, প্রথম ধারণা সব সময় ঠিক
নহে।"

এই ইংরেজি গানের অমূল্যত্বের ফলেই বিশেষ করে
স্বিজেলারের কণ্ঠস্বর সতেজ ও ভরাট হয়ে উঠেছিল।
এ সম্বন্ধে একদিন তিনি গল্পছলে তাঁর এক বন্ধুর কাছে
বলেছিলেন যে, প্রথম যে ইংরেজ রমণীর কাছে গান
শিখতে আরম্ভ করেন তিনি অমুনাসিক স্বরের সংস্কার
এবং ভরাট গলার চর্চা করবার জন্য তাঁকে বহুবার বিশেষ
অমুরোধ করেছিলেন।

উক্ত প্রবন্ধেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিভিন্নতা
নিরূপণ উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছেন—“ইংরাজী ও বাঙ্গালা
সঙ্গীতে আর একটি বিভিন্নতা এই যে, ইংরাজী রাগ-
রাগিণীতে স্বরগুলি একেবারে বাঁধা, তাহার এদিক ওদিক
হইবার যো নাই। তাহারা বেলগুয়ে ট্রেনের মত সর্ব
বাঁধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া, তাহার জন্ত প্রস্তুত বস্ত্র—যেন
ঘড়ি ধরিয়া হুস্ হুস্ শব্দে সোজা চলিয়া যায়। বাঙ্গালা
সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীগুলি যেন তাহার অন্তর্গত স্বরেরই
মত নদীবেশে নৌকার মত পাল তুলিয়া দিয়া নিজের
বস্ত্র নিজে রচনা করিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। রাগ-
রাগিণীগুলির চলিবার দিক কতক নির্দিষ্ট থাকে বটে, কিন্তু
তাঁহা অনেক পরিমাণে গায়কের মজির উপর নির্ভর করে।
ইংরাজী গায়কের এত স্বাধীনতা নাই। সে সঙ্গীত-
রচয়িতার রচিত বস্ত্র ঘাইতে বাঁধ্য। ইহার জন্ত বাঙ্গালা
সঙ্গীতে তান ও আলাপ আছে, ইংরাজী সঙ্গীতে তাহা

বড় নাই। ইংরাজী গানে আবার যেরূপ ভাবের বৈচিত্র্য
আছে হিন্দুসঙ্গীতে তাহা নাই। কি করুণ, কি প্রেম, *
কি হাস্য, কি বীর সব রসই ইংরাজী গানে আছে, সব
রাগই ইংরাজী গানেতে আছে। হিন্দুসঙ্গীতে রাগ-
রাগিণীর এত বৈচিত্র্য নাই;—সবই ভাবের সেই এক মধুর
সংমিশ্রণ; সব রাগ-রাগিণীই হৃদয়কে মাতাইয়া দেয়,
চিত্তকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া বা নাচাইয়া লইয়া যায়। সেই
জন্ত ইংরাজী গান একসঙ্গে অনেক শোনা যায়, হৃদয় শান্ত
বা পরিভূপ হয় না; আর হিন্দু সঙ্গীত গুটিকতক শুনিলে
আর শুনিতে পারা যায় না; হৃদয় শীঘ্র অতি মুগ্ধ, অতি
তৃপ্ত পরিপূত হইয়া যায়। ইংরাজী গানে যেমন এক
রাগের মধ্যেই বিবিধ ভাব আছে, তেমনি তাহাতে বিভিন্ন
ভাবের রাগ-রাগিণীই আছে। হিন্দু গানে রাগরাগিণীতে
যেমন স্বরগুলির monotony সেইরূপ বিভিন্ন রাগ-
রাগিণী একের পর আর একটি শুনিতে শুনিতে mono-
tonous (একঘেয়ে) হইয়া দাঁড়ায়: প্রতিটাই অতি
মিঠে, অতি মোহকর; কিন্তু প্রাণ অধিকরণ সে মানুষের
নিষ্পেষণ সহ্য করিতে পারে না, শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা সঙ্গীতেও আব একটু বিশেষত্ব এই যে, তাহার
রাগরাগিণীগুলি যেন একটি আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকে।
তাহারা কিছু না সে আশ্রয় বিচ্যুত হইতে চাহে না। ইংরাজী
সঙ্গীতে প্রতি গানের স্বর নিরাশ্রয়। তাহাদের আধার
নাই। তাহারা কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি হইতে উঠে না, বা
কোন নির্দিষ্ট স্থানে শেষ হয় না। ইংরাজী স্বর ধুমকেতুর
মত কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া যায়, তাহার
ঠিকানা নাই, বাঙ্গালা রাগ-রাগিণীগুলি যেন কোন গ্রহের
তায় একটি কেন্দ্রস্থিত পদার্থের চারিদিক পরিভ্রমণ করে।
হিন্দুসঙ্গীতে প্রথমে যেন একটি স্বরের রাজ্য স্থাপ্ত করিতে
হয়, রাগ-রাগিণীগুলি যেন তাহা হইতে জন্মিয়া তাহাতেই
মরে; যেখানেই বাউক, তাহার ভ্রমভূমিকে কখনই বিন্দুত
হয় না। দস্তুর মত হিন্দু সঙ্গীত গাইতে হইলে আগে

যেন একটা স্বরের সমুদ্র সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়, রাগরাগিণী-গুলি যেন সেই সমুদ্রের বক্ষে উদ্ভাসমান হইতে থাকে—তাহা হইতেই উঠে, তাহাতেই মিলাইয়া যায়; সেট তরঙ্গভঙ্গই রাগ ও রাগিণী। ইংরাজী রাগ-রাগিণী যেন হাউইয়ের মত একেবারে উর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়া যায় এবং সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যমার্গেই নিভিয়া যায়।

ইহারই জ্ঞান ইংরাজী গানের সঙ্গ পিয়ানো বা অর্গান। রাগের সহিত সঙ্গ চলিয়াছে। হিন্দু-সঙ্গীতে সঙ্গ তবুবা ইত্যাদি যন্ত্রে একটি বিশেষ অপরিবর্তনীয় স্বর রাশি সৃষ্ট হয় ও তাহা হইতে রাগ বা রাগিণীর স্বর উদ্ভিত হয়, পরে স্বরটা জমাট হইয়া আসিলে শ্রোতাদিগের মনে একটা আবেশ বা মোহের সঞ্চার হইলে পরে রাগ রাগিণীর স্বররাজ্য বুনিতে শুরু করা হয়। প্রথমে যেন একটা মধুর স্বরের মদিরা শ্রোতাদিগের চিত্তকে পান করাষ্টয়া পরে তাহাকে সঙ্গীতের ভাবে নৃত্য করান হয়। সাপুড়ে যেমন সাপকে খেলাইবার পূর্বে বংশীবাদন করিয়া প্রথমে যেন mesmerise করে, হিন্দু গায়কও সেইরূপ শ্রোতার হৃদয়কে খেলাইবার পূর্বে তবুবাতির স্বরে তাহাকে একটা নূতন atmosphere বা গান শোনার mood আনিয়া দেয়। যেমন গ্যাসের আলোকরাশি ও চিত্রপটশোভিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ একটি স্বরের রঙ্গমঞ্চ রচনা করিয়া তাহাতে হিন্দু রাগ ও রাগিণী গীত হয়।...

ইংরাজী সঙ্গীতে কেবল মাত্র ১২টি স্বর (৭টি সহজ ও ৫টি বিকৃত স্বর) ব্যবহৃত আছে। তাহাতে দুই প্রকার স্বরবিভাগ প্রণালী (scales) আছে (chromatic ও diatonic)।

বাংলা সঙ্গীতে ঐ ১২টি স্বর ছাড়াও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর ব্যবহৃত হয়। ঐ প্রতিস্বর ব্যবধানকে সঙ্গীতশাস্ত্রে “শ্রুতি” বলে। বিলাতে হিন্দুসঙ্গীতে ব্যবহৃত scale-এর নাম enharmonic। ইহারই জ্ঞান ইংরাজীতে স্বরগুলি স্পষ্ট, বাঙ্গালাতে তাহা যেন মদিরাজনিত তন্দ্রাবিজড়িত।

এটি ব্রষ্টব্য যে, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি কবিতা, কি সঙ্গীত সব বিষয়েই জাতীয় চরিত্র সমান প্রতিভাত হয়। এই সব বিষয়েই ইংরাজী জিনিষটা পরিষ্কার, মাঙ্কিত, উত্তমশীল ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত; বাঙ্গালী জিনিষটা অস্পষ্ট, সালঙ্কার ও কল্লনাবহল। ইংরাজী সঙ্গীতাদি যেন বেড়াইতে বেড়াইতে প্রকৃতি দর্শনে পরিস্ফুট হয়; বাঙ্গালী সঙ্গীতাদি একস্থানে শুইয়া মনে মনে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে। ইংরাজী সঙ্গীতাদি যেন ‘পাইন’ বৃক্ষের ন্যায় শোকা সংঘত নিয়মিত; যেন প্রকৃতি মনুষ্যকৌশল দ্বারা শাসিত। বাঙ্গালা সঙ্গীতাদি বটবৃক্ষের ন্যায় বহু শাখাসম্বিত, নিজ-ভারে অধনত, বিশৃঙ্খল; অথবা অত্যাদরে বিকৃতস্বভাব উচ্ছন্ন মতি (spoilt child) ন্যায়। ইংরাজী ও হিন্দুসঙ্গীতে সেই প্রভেদ—যাগা মেসপীয়র ও কালিদাসের কবিতাতে আছে বা স্পেন্সারের দর্শন ও হিন্দু যজ্ঞদর্শনে আছে।

হিন্দু গানে ‘ধ্রুপদ’ কতকটা ইংরাজী গানের অনুরূপ। ইংরাজী গানে Home sweet home ইত্যাদি ও পুরাতন স্বচ্ছ স্বরগুলি কতকটা হিন্দু গানের অনুরূপ। কিন্তু সে সাদৃশ্য অতি সামান্য।

এক কথায় ইংরাজী গানে একটা সংঘের ভাব আছে, যাগা হিন্দু গানে নাই। ইংরাজী গান স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর; হিন্দু গান আনন্দাধিক্য হেতু পীড়াজনক। একটি উন্নয়নোন্মুখ, অপরটি অর্ধনিম্নমীলিত। একটি জাগরণ অপরটি তন্দ্রা। একটি আনন্দ অপরটি ভোগ। একটি দিবা অপরটি সন্ধ্যা। একটি যেন রাজপথে নির্ভয়, স্বাধীন গতিস্বাবলম্বিনী, বিশ্রুতিবর্ষীয়া সূকুমারী ইংরাজ মহিলা অপরটি যেন গৃহ-প্রাঙ্গণে সলজ্জা সশক্গতি, গৃহপ্রবেশোচ্ছাত্তা ঘোড়শী স্বন্দরী বঙ্গবধূ। একটি যেন প্রভাত আকাশে উড্ডীন স্বরসুধাবর্ষী পাখিয়া, অপরটি যেন নিভৃত নিকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল। একটি আশাময়ী উন্মুখী স্বর্ধ্যমুখী, অপরটি যেন সভয়া, বিনত-নয়না অপরাধিতা। একটি হাস্য অপরটি বিলাপ।” (ক্রমশঃ)

—সংবাদ—

“শেষ বর্ষণ”

সম্প্রতি বালী ইনষ্টিটিউটের সভ্য ও সভ্যাগণ কর্তৃক স্থানীয় শান্তিগাম বিদ্যালয়ে কবিগুরু গীতি সঙ্কলনপূর্বক “শেষ-বর্ষণ” উৎসব অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি ভাষণ প্রসঙ্গে কাব্যসাহিত্য ও সঙ্গীতের রূপধারা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। ইহার পর ইনষ্টিটিউটের সভ্য ও সভ্যাগণ কর্তৃক কতিপয় একক ও সম্মেলক রবীন্দ্র সঙ্গীত সহযোগে শেষ-বর্ষণ উৎসব বিশেষ মনোরমভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে প্রসিদ্ধ গীতিকবি শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীমোহনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকালীকৃষ্ণ গোস্বামী কবিগুরু তিনটি কবিতা শেষ-বর্ষণের গীতসমষ্টির সহিত অত্যন্ত সুমধুরভাবে আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

বিশ্বকর্মা পূজা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী তড়িৎ, যন্ত্র ও বাস্তব বিভাগের ২য় বার্ষিক অধিবেশন গত ৩১শে ভাদ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারী তড়িৎ, যন্ত্র ও বাস্তব বিভাগের কর্মচারীগণ কর্তৃক বিশ্বকর্মা পূজা উৎসব খিদিরপুর কারখানা প্রাঙ্গণে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় আরম্ভ হয়। শ্রীতিনকড়ি মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার প্রধান অতিথি ছিলেন। বিভাগীয় সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সঙ্গীতের আসরে বাজলাব বিখ্যাত গীতশিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ, ধামার ও উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং প্রসিদ্ধ বাদক শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্রের যুদঙ্গ ও তবলা সঙ্গত শুনিয়া সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হন। প্রফেসর আলতাসের ম্যাজিক

এবং শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের পরিচালনায় কারখানায় কর্মীবৃন্দ কর্তৃক ‘সিন্ধুগোরব’ নাটক অভিনয় উপভোগ্য হইয়াছিল।

জলসাঘর

কলিকাতার জনপ্রিয় ও বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠান জলসাঘরের প্রতিমাসিক অনুষ্ঠান বিগত ১৩ই আগষ্ট রবিবার সকাল নয় ঘটিকায় কলিকাতা কলেজ স্বেচ্ছাসেবিত ষ্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বাংলার স্বনামধন্য গায়ক শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহোদয় দেশী টোড়ী রাগের দ্রুত ও বিলম্বিত খেয়াল গান করেন। ইহার পর তিনি একাদিক্রমে হুংরী, গীত ও ভজন গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তবলা সঙ্গত করেন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ তাবলিক ওস্তাদ কেয়ামত আলি খাঁ এবং সারোদী সহযোগ করেন উস্তাদ সগীন্দ্রদীন খাঁ সাহেব। এই ত্রয়ী গুণীর সমাবেশে অনুষ্ঠানটি অতিশয় মনোরমভাবে সম্পন্ন হয়।

বিগত ২ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় কলেজ স্বেচ্ছাসেবিত বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে জলসাঘরের আর একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সামন্ত মহাশয় একাধিক ধ্রুপদ ও ধামার গাহিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। তাঁহার সহিত যুদঙ্গ সঙ্গত করেন বাংলার প্রবীণ মাদঙ্গিক শ্রীস্বরূপপ্রকাশ অধিকারী মহাশয়। অতঃপর কলিকাতার প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ সরোদী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বহু মহাশয়ের স্বযোগ্য পুত্র শ্রীমান সুনীত বহু সরোদে আলাপ ও গং বাজান। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীতারাপদ পাল।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীময়মোহন বসু, এম্-এ।



সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ও রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২১শ বর্ষ, সন ১৩৩১ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতবিশারদ শ্রী গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

শ্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম-এল-সি

পারিচালক — অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

সেক্রেটারী :—

শ্রী হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাবধক্ষ—শ্রী কৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রী হরিশঙ্কর পাল কে-টি
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ ও. বি. ই.
রায় বাহাদুর চাকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও. বি. ই.
শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)
মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণকার) সাহেব
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী
শ্রীযুক্তা ঈন্দ্রিয়া দেবী চৌধুরাণী
মিসেস কে, সি, দে
শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী
শ্রীযুক্তা বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসাকর
শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ অমিয়নাথ সাংখ্যাল
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এমসি
শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.
শ্রী বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

সদ্য প্রকাশিত হইল—

স্বরশিল্পী পঞ্চজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিকা—২॥০ apurba Kumar Barua

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও
সুপ্রসিদ্ধ গীতিকার শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

রাগসঙ্গীত (বাংলা ও হিন্দী)—১৮০০

এই পুস্তকে প্রসিদ্ধ সেনী-ঘরানার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও প্রসিদ্ধ
গীতিকার বিনয়ভূষণের বাংলা ক্লাসিক গানের অপরূপ
সমাবেশ হইয়াছে। গানগুলি আকারমাত্রিক স্বরলিপিকৃত।

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এম্‌সি প্রণীত

সঙ্গীতরঞ্জনী—২৮০

(সেতার শিকার একমাত্র সচিত্র পুস্তক)

কবি নজরুল ইসলামের গান ও স্বরলিপি পুস্তক

সুর-মুকুর—১৮০ নজরুল-স্বরলিপি—১৮০

প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরের মালা—২॥০

কবি—শ্রীশৈলেন রায়
Sailendra Roy.

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,

কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১॥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)

বি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
“গিনি হাউস” ২৫ Chy Kedy

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কারাদি এবং রৌপ্যের বাসনাদি নিম্নোক্ত।

১০১, বড়বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার মিলেও অতি
বস্তুর সহিত সম্বর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ডি: পি: পোটে সর্বত্র গহনা পাঠাই।

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য আছে এরূপ অনেকগুলি নতুন দোকান হইয়াছে।

তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এজন্য আমাদের নবনির্মিত দোকান

“গিনি হাউস” নামে অভিহিত ও রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের

দোকানে আগমন করিবার সময় অথবা আমাদেরকে পত্রাদি লিখিবার সময় অনুগ্রহ প্রকাশে

“গিনি হাউস” নামটি স্মরণ রাখিবেন।

আমাদের আর কোনও ভ্রাতৃ দোকান নাই। কিহা আমাদের কোন

অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।

টেলিফোন নং ২০ বড়বাজার।

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম :—গিনিহৌস

জগদ্বাপী অর্থ সঙ্কট প্রযুক্ত আমাদের বর্তমান ১৭ নং এবং ১৭ক নং ক্যাটালগে যে মজুরি নির্দিষ্ট আছে,

তাহা অপেক্ষাও প্রায় সমস্ত গহনায়ই মজুরি কম করা হইয়াছে।

অর্ডার দিবার কালীন অল্পগ্রহণ্য সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন।

সূচীপত্র—

বাহাত্তর ঠাট—শ্রীবিমল রায়	১৪১	স্বরলিপি—শ্রীগৌরী রায়	১৪২
স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৪৬	হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের ব্যাকরণ	
গান—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	১৪৭	—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৫০
স্বরলিপি—শ্রীসৌরেন মিত্র বি, এসসি	১৪৮	সেতার ও স্বরের গং—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস	১৫২
		স্বরলিপি—শ্রীস্বধীন্দ্রনাথ মজুমদার	১৫৩
		সংবাদ	১৫৪

আদর্শ বিদ্যালয়মন্দির ও সঙ্গীত-কলানন্দ

এই বিদ্যালয়ে সম্ভ্রান্ত বালক বালিকাদিগকে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য অঙ্গুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত সংশ্লিষ্ট, চিত্রকলা ও নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে।

২নং হরি বসু লেন (দর্জিপাড়া) কলিকাতা।

সুরে ও স্বরে — নাপিনার — হার মো নিয়ম

১৮নং মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

অল্পসাপেক্ষ শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ প্রণীত
অভিনব স্বরলিপি পুস্তক

১/ সুরমঞ্জরী ১/

অনান্য বিশ প্রকার রাগরাগিনী ও তালের বোল পন্নিচয় ও তানবীট সহ প্রচলিত প্রায় সকল ভাষা ও অঙ্গের অপূর্ণ গীত-গং সমাবেশ। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান :—
“কেদার-কুটীর” অথবা আর, বি, দাস
চামি, লালবাজার স্ট্রীট ও ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশল।

কুমারী পদ্মপূর্ণা মিস্ত্রোগী প্রণীত

সুরের ব্যাকরণ—১৯/০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাট, আলাপ, প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—
ঠংরী : “সাঁচি কহ মোসে বাতিয়া” (খাছাজ), “পাপিহারী
পিকী বোলী না বোলে” (গিলু) প্রভৃতি।

আর, বি, দাস—কলিকাতা।

আধুনিক গানের স্বরলিপি পুস্তক

গীতি-কথা

কবি শ্রীচারু মুখোপাধ্যায়ের বাণীতে

ও

জনপ্রিয় গায়ক শ্রীজগন্ময় মিত্রের

সুরে সমৃদ্ধ হইয়া

বাহির হইতেছে।

২১শ বর্ষ

১০ম সংখ্যা

সঙ্গীত বিজ্ঞান

প্রবেশিকা

মাঘ

১৩৫১ সাল

বাহাত্তর ঠাট

৩০

শ্রীবিমল রায়

সে যাই হোক, আমরা 'রমগ'টি রাখা ভাল মনে করি, কারণ রাগটি তাহ'লে পৃথক হকার স্বযোগ পায়; দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা গোণ্ডের একটা বিশেষত্বও প্রকাশ পায়—সাবন্ধগোণ্ডেও অর্থাৎ গোড়-সারন্ধেও এই বিশেষত্ব রয়েছে। এর ঠাট ঝাঁঝোটি, উপঠাট খাম্বাচ, জাতি সম্পূরণ, উপজাতি খাড়ব-সম্পূরণ, আরোহে গান্ধার বক্র, অববোহে নিখাদ ও গান্ধার বক্র; বাদী মধ্যম, 'বা পঞ্চম' গান্ধার ও দৈবত প্রবল; মল্লার অঙ্গ হিসাবে রম, রপ, গপ, সঙ্গ। খড়্জ থেকে দৈবত আরোহণ এর দ্বিতীয় বিশেষত্ব। মাঝে মাঝে নিখাদ উল্লঙ্ঘন চলে। বিস্তার—সরমগরপধনস'ধপমগমরসা, সধ'পম গমরপধপধপমমগমরসা, রমগরপমপধমপমরপধপমগমরসা, মমপধনধপধপমগরপধনস'ধপধপমগরমগমরসা, মপধনস'র'স'র'ম'গ'ম'র'স'ধপমপধপধপগমরসা। অরুণ-মল্লারের এক রকম রূপ কেউ কেউ গন দিচ্ছে গান, সেটির গতি বক্র, কিন্তু তাহ'লেও রূপটা অনেকটা গোণ্ড-মল্লারের মতো, কাজেই সাবধানে বিচার কর্তে হবে। আমাদের বিস্তার পঞ্চমে জোর আছে, কিন্তু কেউ কেউ পঞ্চমকে গোণ ক'রে মধ্যমে অতিরিক্ত জোর দেন, যেমন সরপম, মগরগম, পম, গমরসা। এটিতে কর্ণাটকের মতো নোঙ্গা সরগম আছে, যেটি অরুণ-মল্লারেও আছে। আমি 'মা' অথবা 'পা' বাদী বলেছি এইজন্য যে, মল্লার-অঙ্গের মধ্যমের বিশেষত্ব ধ'রলে 'মা' বাদী বলতে পারেন, আবার পঞ্চমের বহুলত্বের জন্য পঞ্চমও বাদী বলতে পারেন বিশেষ নটমল্লারের বহু মধ্যম যখন পাশাপাশিই পাচ্ছি।

২য় গোড়মল্লারকে আমরা শুধু বা কোমল বলি, তবে শুধু বলাই ভাল, কারণ এই রূপটিই গ্রন্থ-মত মেনে চলে। এটি ঝাঁঝোটি ঠাট, ব্যবহার গ, জাতি সম্পূরণ, উপজাতি খাড়ব-সম্পূরণ, মুচ্ছনা—সরমগরপধনস'ধপমগমরসা; বিস্তার ১মএর মতোই। অবশ্য আর এক রকম আরোহী-অবরোহী আছে যা খাম্বাচের অঙ্করণে চলে; তা'তে বেশ নূতনত্ব আছে, তবে শোনায় একটু অল্প রকম

অর্থাৎ ঠিক গোড় অঙ্গ পাওয়া কষ্টকর মনে হয়। একে "খাম্বাচ গোড়" বলে বর্ণন করা হয়। মুচ্ছনা—সরমগমপধপধপ'ধপমরসা।

৩য় গোড়মল্লার বা গওড়মল্লার সিদ্ধবি ঠাট, ব্যবহার জগন, জাতি সম্পূরণ, উপজাতি ওড়ব-সম্পূরণ, আবোহে জগন বজ্রিত, অবরোহে নিখাদ বক্র; গান্ধার বক্র ও মল্লার-অঙ্গ-হেতু আন্দোলিত, পঞ্চম বাদী, দৈবত প্রবল; মধ্যম এ ক্ষেত্রে বাদী না বলাই ভাল, কারণ মধ্যমের প্রাধান্য এতে বিশেষ নেই। বিস্তার—সরমরপধস'ধপমজমরসা, সরমরপধপধপমজমরসা, সধপধপমরপধপধপমজমরসা, স'ধপস'র'স'ধপমপধপধপপজমরসা, মপপধমপধস'র'ম'জ'ম'র'স'ধপমপজমরসা। অবরোহে মল্লার-অঙ্গ হিসাবে 'মর' প্রয়োগ দেখা যায়। কারো মতে আরোহী মণধস'হ'য়ে "মধ্যম বাদী" হয়, আর লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, এই মত শুধু গোড়মল্লারেও রয়েছে। অতএব এইখানে সামান্য একটু বিস্তার দিলাম—সরজরস'ধপমজমবসা,রমরপধপধপ'ধস'ধপমজমরসা, মণধস'র'স'র'ম'জ'স'র'স'ধপমরপজমরসা। এই বিস্তার বেশী করা যায় না, আর মধ্যমেও খুব জোর দেওয়া চলে না, কারণ বক্র, বক্র প্রভৃতির ছায়া তাহ'লে বড় এসে পড়ে। এই রাগকে "বন্ধগোড়" বলে বোধ হয় ভাল হয়।

৪র্থ গোড়বেলাবল—বেলাবল ঠাট, জাতি সম্পূরণ, উপজাতি খাড়ব-সম্পূরণ, আবোহে নিখাদ বজ্রিত, মুচ্ছনা—সরমগরমরপধস'নধপমগমরসা। বাদী মধ্যম। কেউ কেউ একে নিখাদবজ্রিত করেন, কেউ বা বক্র না ক'রে সিধা যান (গ্রন্থের মতো) যথা—সরগমমপধনধস'নধপমমগমরসা। বিস্তার—সধ'পম, মরমগমরপম, মগমরসা, মরপধপমপধনধপমগমরসা, মরপধস'নধপধমপমগমরগমমগমরসা।

৫ম গওড়মল্লার—সিদ্ধবি ঠাট, জয়জয়ন্তী উপঠাট, ব্যবহার জগন, জাতি সম্পূরণ, উপজাতি সম্পূরণ-সম্পূরণ।

উৎপত্তি হ'য়েছে গোড়কে আর মঞ্জারকে পৃথক রাগ ধরে তাদের নূতন মিশ্রণ করে। কবিশ্বের ভাষায়, গোড়-বেলাবল আর মঞ্জারের মিশ্রণে গওড়-মঞ্জারের উৎপত্তি। বিস্তার—সরগমপধমপনদর্শধণপমপজমরসা, সরগমপজমরপধমপজমরসা, পজমরগমপনদর্শধণপমজমরসা। বানী—মধ্যম। এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি যে, এই গোড় সর্বদা 'ড়' দিয়ে বানান ও উচ্চারণ হবে, আর ভৈরবোঁ প্রভৃতি ঠাটের গোর, গোরো 'র' দিয়ে বানান ও উচ্চারণ হবে। আর একটি কথা হ'চ্ছে 'ব্যবহার'এর অর্থ নিয়ে। এর সাধারণ অর্থ প্রয়োগ বা স্বরনিচয়-প্রকাশ। আমি অর্থ করেছি একটু অল্প ধরণের—স্বরসম্প্রদায়ের বিকৃতি ঘটলে শুধু মাত্র সেই "বিকৃতির" প্রকাশের নাম ব্যবহার—যথা সরজগমপধমপনদর্শ, এর মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে গ, ম এর কি ভাবে? না জগম পক্ষ উভয় প্রকার স্বর প্রয়োগে; এই জগমপক্ষেই আমরা বলি (কোনও রাগের) ব্যবহার। তৃতীয়—এতোদিন কোনও রাগের বিভিন্ন মূর্তি, মিশ্র রূপ ও সমকারী (অর্থাৎ প্রায় সেই ধরণের মূর্তি)-কে আমরা এই রাগের প্রকারভেদ ব'লে এসেছি; এখন তার

একটু বদল কর্ত্তে হ'চ্ছে। সমাজে যেমন নানা ভাগ আছে, এতেও এবার থেকে সেই ধরণের নাম ব্যবহার করবো। যদি রূপটি আসল রাগ থেকে উৎপন্ন হয় বা রাগের সঙ্গে সামান্য প্রভেদ রেখে চলে, তাহ'লে সেই রূপটিকে আমরা আসল রাগের শ্রেণী বা গোষ্ঠীভুক্ত ব'লবো। আর যদি রূপটির আসল রাগের থেকে প্রভেদ হয় অত্যন্ত বেশী, অথচ নাম-সাম্য থাকে কিংবা অঙ্কের প্রভাব থাকে তাহ'লে রূপটিকে আমরা ব'লবো আসল রাগের গোত্রভুক্ত। অর্থাৎ প্রকার হ'লো হু' ভাগ 'গোষ্ঠী' ও 'গোত্র' কল্যাণ ভেদে ইমন, চন্দ্রকান্ত হ'লো গোষ্ঠী (শ্রেণী), আর হেম, গোমতী হ'লো গোত্র। এই মত অনুসারে গোড় প্রকারভেদে গোড়-গোষ্ঠী (শ্রেণী) হ'লো :—

১। অনন্তগোড়, ২। কেদারগোড়, ৩। খাম্বাচ-গোড়, ৪। বহুগোড়।

গোড়-গোত্র হ'লো :—

১। নারায়ণ গোড়, ২। রীতি গোড়, ৩। সারঙ্গ-গোড়, ৪। সালঙ্গ-গোড়।

স্বরলিপি

(রূপদ)

হিঙোল—চৌতাল

ঋত বসন্ত রাগ হিঙোল

গাবত গায়ন শুণী বোল পণ্ডিত।

পাঁচ সুর পঞ্চ পংচা মিল হোয়

সর্ব লেত সপ্ত কৰ্ম বোল পণ্ডিত।

প্রাপ্ত—স্বর্গত মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব (রবাবী)

স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্থানী

11	+	0	1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ধা	-ধা	ধা	-ধা	-ধা	-ধা	সা	-ধা	সা	-না	ধা	-ধা	সা	-না	I
স	0	স	0	0	0	রা	0	গ	0	হি	0			
না	-সা	সা	-ধা	ধা	-ধা	-গা	-ধা	গা	-সা	সা	-ধা	সা	-ধা	I
গো	0	ল	0	গা	0	0	0	ব	0	ত	0			
সা	-গা	ধা	ধা	-সা	-ধা	সা	-সা	সা	-ধা	-নসা	-ধা	সা	-না	I
গা	0	ধ	ন	0	0	স	0	নী	0	0	0			
ধা	গা	ধা	-ধা	গা	-সা	-ধা	সা	"না	-সা	সা	না	"না	-সা	II
ব	রে	প	0	গি	0	0	ত	ধ	0	ত	ব			

স্বরলিপি

মিশ্র-কাহারুবা (মধ্যলয়)

আজ সন্ধ্যাবেলার এই গানখানি
মোর নাও নাওগো প্রিয়,
কণ্ঠে তোমার ছলবে বলে'
এ স্বর হ'ল রমণীয়।
দিনের শেষের গানের কমল
করণ করে অশ্রু সজল,
যাবার বেলায় বিদায় বাধায়
বিধুর হ'ল স্বর-অমিয়।

অস্তাচলে নিভল আজি
দিনের চিতা—
ফুরিয়ে এলো মিলন-মেলা
মনের মিতা!
রাজি যখন নিবিড় হ'বে
কণ্ঠ আমার নীরব র'বে,
তোমায় যে গান শু'নয়েছিলাম
সেই কথাটি হবে স্মরণীয়।*

কথা ও স্বর—৮/অনিল ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—শ্রীসৌরেন মিত্র বি, এম্‌সি

+
 I পা -া গা দা | পা -া মা -জমা । মা -পা -া -া | -া -া জা -মা I
 স ন খা বে লা বু এ ০ ই গা ০ ০ ন ০ ০ আ জ

 পা -া গা দা | পা -া মা -জমা । মা -পা -া মা | পা -খা গা -সী I
 স ন খা বে লা বু এ ০ ই গা ন ০ খা নি ০ মো বু

 সর্দা -া পা -া | -া -া -া -া । পা -া গা খা | গা -া খগা -সী I
 না ও গো ০ ০ ০ ০ ০ না ও গো প্রি য় ০ ০ ০

 পাঃ -দঃ পা মগা | মা -া -া -া I মা -পা মা জরা | জা -া -া -া I
 কন ০ ঠে তো ০ মা ০ বু ০ ছ ল্ বে ব ০ লে ০ ০ ০

 সা সা -া -মা | মা -া -া -া I রা -মা পগা দা | পদা -মপা -া -া II
 এ স্ব বু হ ল ০ ০ ০ র ০ ম ০ গী য ০ ০ ০ ০

 -া -া II { পা পা -া -রা | রা -া -া -া I রা -জরা -সী সনা | সী -া -া -া I
 ০ ০ দিনে বু শে বে ০ ০ বু গা নে ০ র ক ০ ম ০ ল ০

 সী সী -রসী গধা | গা -া -া -া I সী -গসী গা -দা | পা -া -া -া I
 ক রু ০ ০ স্ব ০ রে ০ ০ ০ অ ০ ০ অ স জ ০ ল ০

 পা পা -া পা | পদা -পদা -পা -মা I পা পা -গা খা | গা -া -া -া I
 বা বা বু বে লা ০ ০ ০ ০ য় বি দা য় ব্য খা ০ য় ০

 সী গসী -গা -দা | পা -া -া -া I রা -জা মা পা | খা -গা -সী -পা II
 বি ধু ০ বু হ ল ০ ০ ০ স্ব বু অ মি য় ০ ০ ০

* স্বরলিপিকার কর্তৃক সর্বস্ব সংরক্ষিত।

-১ -১ II ⁺সা -১ -পা পা | ^০পা -১ -১ -দা | ⁺মা -পা দা মপা | ^০মা -জ্ঞা -১ -১ I
 ০০ অ সূ তা চ লে ০ ০ ০ নি ভ্ ল আ ০ জি ০ ০ ০
 সা জ্ঞা -জসা না | সা -১ -১ -১ | সা সা জ্ঞা রা | জ্ঞা -১ -১ -১ I
 দি নে ব্ চি তা ০ ০ ০ ফ্ রি য়ে এ লো ০ ০ ০
 সা জ্ঞা পা জ্ঞা | পা -১ -১ -১ | পা দা গা গসাঁ | সাঁ -পা -১ -১ I
 দি নে র থে লা ০ ০ ০ ম নে র মি ০ তা ০ ০ ০
পা -১ -রাঁ সাঁ | রাঁ -১ -১ -১ I রাঁ-জ্ঞাঁ-সাঁ সাঁ | সাঁ -১ -১ -১ I
 রা ০ জি য থ ০ ন্ ০ নি বি ০ ড় হ ০ বে ০ ০ ০
 সাঁ -সাঁ সাঁ গধা | গা -১ -১ -১ I সাঁগাঁ-দাঁ-দাঁ | পা -১ -১ -১ I
 কন্ ০০ ঠ আ ০ মা ০ ব্ ০ ০নৌ ০ র ব র বে ০ ০ ০
 পা পা -১ পা | পদা -পদা পা -মা | পা পা -গা ধা | গা -১ -১ -১ I
 তো মা য্ য়ে গা ০ ০০ ০ ন্ শু নি য়ে ছি লা ০ ম্ ০
 গাঁ -সাঁ গা দা | পা -১ পা পা I রা -জ্ঞা মা পা | ধা -গা -সাঁ -পা I II
 সে ই ক থা টি ০ র বে অ ০ র গী য ০ ০ ০

স্বরলিপি

(ঠুংরী)

মিঞ্জ ধাতেনজী—ত্রিতাল

আবার বাজাও শ্রাম বাঁশ্রীথানি,

হারানো স্বপন দাও নয়নে আনি।

বাঁশ্রীর সুরের রেশে

ফাগুন বনেতে এসে

ফুলে ফুলে করে যাক কানাকানি ॥

কথা—শ্রীচাক মুখোপাধ্যায়

স্বর—শ্রীবিষ্ণুনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীগৌরী রায়

II -১ -১ -১ পা | পা -১ মজ্ঞা মা | পা -১ -১ -না | না সাঁ নধা -নর'সাঁ I
 ০ ০ ০ আ বা ব্ বা ০ জাও জা ০ ০ ম্ বা শ রী ০ ০০০
 নধা পমা -১ ধা | পা -১ মজ্ঞা মা | পা -১ -১ -না | না সা মজ্ঞা -১ I
 থা ০ নি ০ ০ আ বা ব্ বা ০ জাও জা ০ ০ ম্ হা রা নো ০ ০
 মা পা -না -১ | সাঁ -১ সাঁ -১ | না সাঁ মজ্ঞা -মর'সাঁ | -সাঁ -১ নস'না ধা II
 অ প ন্ ০ দা ০ ও ০ ন র নে ০ ০০ ০ ০ আ ০০ নি

II -পা -মা -া ধা | পা -া মজ্জা মা | পা -া -া না | পা পা মা -জ্জা I
 ০ ০ ০ আ বা বু বা ০ জাও জা ০ ০ ম বা শী র ০

মা পা সা -া | -া না সা -া | -া -া -া -া | না না সা -া I
 সু রে র ০ ০ রে শে ০ ০ ০ ০ ০ ফা শু ন ০

-া রা না সা | -না -া ধা পা | -া -া -া -া | মা মা -জ্জা পা I
 ০ ব নে তে ০ ০ এ সে ০ ০ ০ ০ হু লে ০ হু

-া না না -া | সা না -া -সা | না -সা -জ্জা রসা | নসা -নধা পা -মা I
 ০ লে ক ০ রে যা ০ ক কা ০ ০ না ০ কা ০ ০০ নি ০

-া -া -া ধা | পা -া মজ্জা মা | পা -া -া -না | না সা নধা -নরসা II
 ০ ০ ০ আ বা বু বা ০ জাও জা ০ ০ ম বা শ রী ০ ০০০

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

তারানা

কেদারা (কল্যাণাধ)—টিমা-ত্রিতাল

রচনা—৬ বাহাদুর সেন

প্রদত্ত—উস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁ

স্থায়ী

II + ৩ ০ ১
 | | |
 সা ররা না সা I
 ও দেবু তা না

+ ৩ ০ ১
 মা -া মা মা | ক্ষা পপা ধা পা | মা গমা রা সা | ধ্পা মা গা পা I
 দি ইম্ তা না দেবু দেবু না তে দি ইম্ তা না তা ০ দি ইম্ তা

+ ৩ ০ ১
 সা -া রা সা | ক্ষপা ধপা ক্ষা পা | মা গমা রা সা | "সা ররা না সা" II
 দি ইম্ তা না দেবু দেবু না তে দা রে ০ দা নি ও দেবু তা না

অন্তরা

I পা ধধা পা সা^৩ | সা^৩ সা^৩ রা সা^৩ | সা^৩ সা^৩ :নঃ সা^৩ | ধা^১ -া পক্ষা পা I
না দেব দেব তোম দেব দেব না নি তা দি ইম তা দি ইম তা ০ না

+
ক্ষা পপা ধধা পপা | ক্ষা পা ধা পা | মগা সরা রা সা | "সা ররা না সা" II
দেব দেব দেব দেব দি ইম তা না দি ০ ইম তা না ও দেব তা না

তারানা

কেদারা—দ্রুত-ত্রিভাল

রচনা—৩ বাহাদুর মেন

প্রদত্ত—উস্তাদ মহম্মদ দবীর খা

স্তায়ী

II সা^৩ সা^৩ ধা পা | ক্ষা পপা ধা পা | মা^৩ গা পা পা | মা^৩ গমা রা সা I
দেব দেব দেব দেব তোম দেব দেব দেব দি ইম তা না দেব দেব না তে

+
সা সা ধা পা | সা^৩ ধা রা সা | সা^৩ -া সা^৩ সা | :সঃ সা রা সা II
দেব দেব না তে দা রে দা নি দি ইম তা দি ইম তা না না

অন্তরা

+
II পা ধধা ক্ষা পা | সা^৩ -া রা সা^৩ | মা^৩ গা পা পা | মা^৩ গা পা পা I
ও দেব তা না দি ইম তা না দেব দেব না দেব দেব দেব না দেব

+
সা^৩ না ধা পা | মা^৩ গা পা পা | মা^৩ রা -া সা^৩ | না সা^৩ ধা -পা I
দি ই ই ই ই ই ইম তা না তাক খেলা আং ধা ধিবু কিটু ধা ০

+
ধা ক্ষা -া পা | ক্ষা পা ধা -পা | মা^৩ গা -া মা^৩ | গা মা রা -সা II
তাক খেলা আং ধা ধিবু কিটু ধা ০ তাক খেলা আং ধা ধিবু কিটু ধা ০

—সংবাদ—

পরলোকে শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য

সম্প্রতি কলিকাতার বিশিষ্ট গায়ক ও কবি শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য মহাশয় মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অনিলবাবু আবাল্য সঙ্গীত সাধনা করিয়া তাহার অর্জন করিয়াছিলেন, কলিকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান, হিঙ্গ মাষ্টার্স ভয়েস প্রভৃতি সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানে তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে যেমন স্বকণ্ঠ গায়ক বলিয়া পরিচিত, অন্তর্দিকেও তাঁহার প্রতিভা বিশেষভাবে দীপ্ত ছিল। তিনি একাধিক গান ও নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি নাটক সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় ও বেতার-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে। অভিনেতারূপেও তিনি স্বয়ং নাটকে অংশ গ্রহণ করিয়া বিশেষ নট-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ছাত্রাবস্থায়ও তাঁহার প্রতিভা ছিল অনগ্রসাধারণ। তিনি ষ্টিশ চার্লস কলেজ হইতে গোবর্দেব সহিত বি. এন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনাপ্রতিভা এই সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। অল বেঙ্গল ইন্টার-কলেজ সঙ্গীতপ্রতিযোগিতায়ও তিনি বহুবার পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলা চিরকুমার। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তরুণ গায়ক শ্রীযুক্ত নিম্মল ভট্টাচার্য বেতার-প্রতিষ্ঠানের প্রিয় শিল্পী। আমরা অনিলবাবুর মৃত্যুতে একজন প্রতিভাদীপ্ত গুণীকে হারাইলাম। পারিশেষে আমরা তাঁহার আত্মার শান্ত-কামনা করিতেছি।

তীর্থসাথী পরিষদ

সম্প্রতি তীর্থসাথী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বর্ণজিৎ-কুমার সেনের গ্রন্থানে তদীয় বাসভবনে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় কবি শ্রীযুক্ত সুরেশ বিশ্বাস বার-এট-ল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সভার প্রথমে সমবেত ভক্তমণ্ডলী পরলোকগত কবি কনক মুখোপাধ্যায়ের অকাল প্রাণ অরণ করিয়া তাঁহার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সমাগত সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ভক্তমহোদয়গণ আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বক্তৃতা দ্বারা অনুষ্ঠানটিকে সাকল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলেন।

আদর্শ বিদ্যামন্দির

(সঙ্গীতকলালয়)

বিগত বাণীপূজা উপলক্ষে আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রীগণ কর্তৃক উক্ত বিদ্যামন্দিরে এক বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে যে-সব ছাত্রী সঙ্গীতাদি করেন তাঁহাদের মধ্যে কুমারী বাণী দেবী, ছায়া দত্ত, ভারতী দেবী, বাণী ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারী ছায়া দত্তের কথাকলি নৃত্য ও ভারতী দেবীর আরতি ও সাঁওতালী নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

রাজসাহীতে সঙ্গীত সম্মেলন

কলিকাতায় নিপিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার পর রাজসাহীতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ধরনীমোহন মৈত্র মহোদয়ের উদ্যোগে আব একটি সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জমিদার ও সঙ্গীতোৎসাহী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকান্ত মৈত্র মহোদয় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং সঙ্গীততত্ত্ববিৎ ও বীণকার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী এম. এল. সি. মহোদয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানে ভারতপ্রসিদ্ধ গায়ক উদ্ভাদ গোলাম আলী খাঁ, কলিকাতার শ্রীযুক্ত বখান চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতিও উচ্চাঙ্গ কর্তৃক সঙ্গীত এক সমারোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবিখ্যাত শ্রোতাদী হাফেজ আলী খাঁ, আলী আকবর খাঁ, শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন মৈত্র মহোদয় প্রভৃতি স্বংবাদ বাজাইয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের বীণ ও সুরশৃঙ্গার বাদন অতিশয় উপভোগ্য হয়। ভারতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ তবলচী উদ্ভাদ আহম্মদ জ্ঞান খেরাকুমার তবলা-লহরী ও সঙ্গতও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বিশিষ্ট গায়ক-বাদকগণও এই সম্মেলনে স্ব স্ব সঙ্গীতকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। রাজসাহীতে এইরূপ বিরাট সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা ইহার উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত ধরনীমোহন মৈত্র মহোদয়কে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। রাজসাহীর জায় বাংলায় প্রতি মফঃসলে মাঝে মাঝে একদল সঙ্গীতাদিবেশন হইয়া ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি সাধন হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

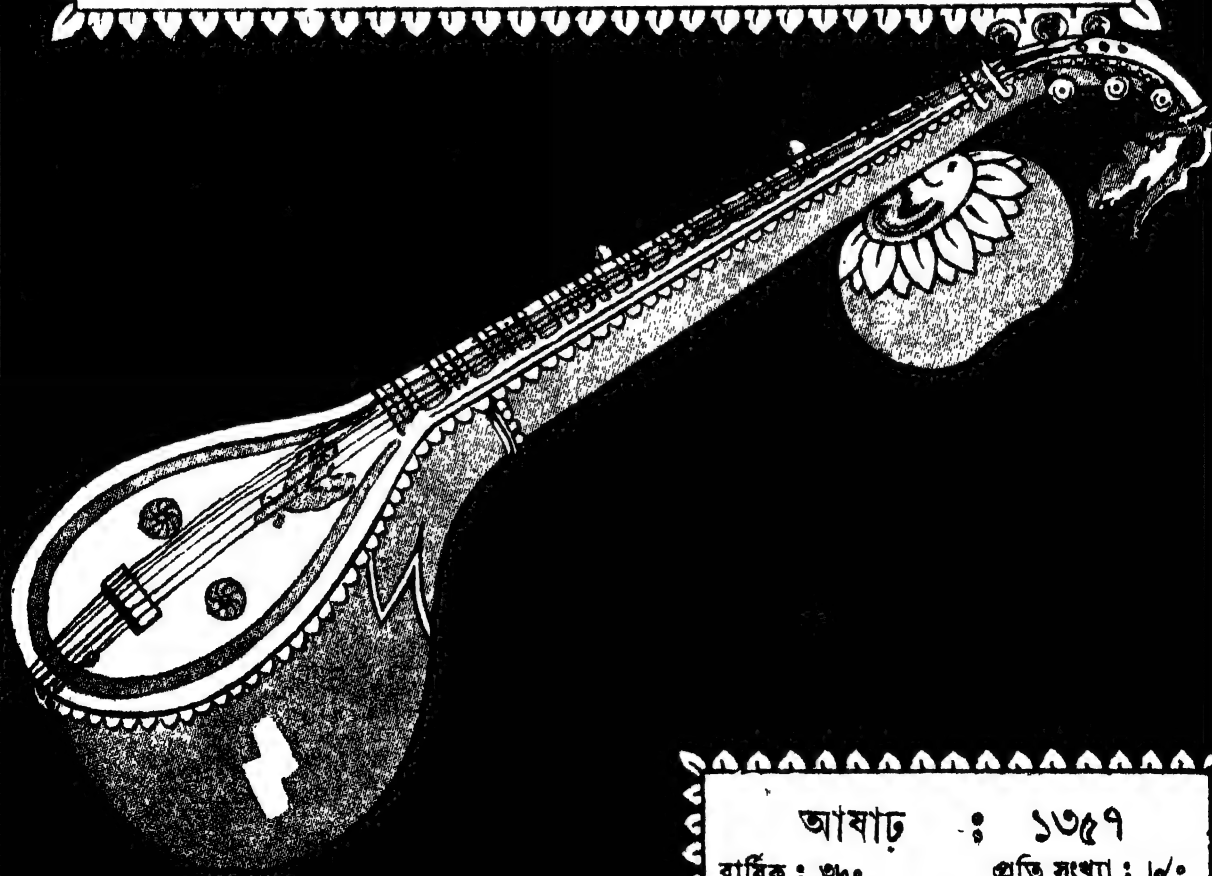
সম্পাদক—সঙ্গীতনাট্যক গ্রিগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিদ্যার শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম-এল-সি;

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমম্বাধমোহন বসু, এম-এ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ରବେଶିକା



ଆଷାଢ଼ : ୧୩୫୭

ବାର୍ଷିକ : ୩୫୦

ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା : ୧୦୦

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৭শ বর্ষ, সন ১৩৫৭ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীগন্যধর্মোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণঃ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্ত্রীর হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত গগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)

চন্দ্রদ আল্লাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বীপ্কার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল

শ্রীযুক্ত হর্গাঙ্গসম্মতিভারতী

শ্রীযুক্ত উন্মিরা দেবী চৌধুরাণী

মিসেস কে, সি, দে

শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত অরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসিক

শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এসসি

শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

==বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ে রডাসই অদ্বিতীয়==



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১২৬৭

সূচীপত্র

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও শ্রীবিমল রায়, এম, বি,	৪১	আড়ানা—	কুমারী মমতা মৈত্র, গীতশ্রী	৫৪
নবযুগ (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার— শ্রীরমণীমোহন পাল	৪৪	স্বরলিপি—	শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৬
স্মৃতি (স্বরলিপি) শ্রীদিলীপকুমার রায়	৪৫	বেহালায় গং—	শ্রীক্ষিতীনাম রায়	৫৮
শতবর্ষের সঙ্গীতধারা— শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	স্বরোদের গং—	শ্রীব্রজেন্দ্র রায়	৫৯
স্বরলিপি— শ্রীমোহিতকুমার সরকার	৫৩	সংবাদ		৬০

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসবে যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০।
ষাণ্মাসিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্যাদ্যক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান
প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

গানের স্বরলিপি

‘গীত-ভারতী’

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেন কর্তৃক রণীশ্রোতর
যুগের শ্রেষ্ঠ আধুনিক বাংলা ও স্বদেশী গান সম্বলিত। ঘরে
ঘরে সুনাম অর্জন করিয়াছে।

এখনই সংগ্রহ করুন, প্রায় শেষ হ’য়ে এসেছে।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস
৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাস্তবের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি
বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট আছে। মূল্য ২৮ টাকা।

সংগীতসুশীলকর শ্রীকান্তকলচর রায়ের

গানের মুকুল—১৥০

সুর-বানী—২৥০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত
(৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই
পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবানী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী
সমাবৃতি ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিদ্যালয়স্থানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাঙ্ক ২৪৩৬

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র-গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি
বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।
যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

বর্দ্ধিত আকারে ২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের
ভূমিকা-সম্বলিত।

স্নাত-দর্পণ

উচ্চাঙ্গের খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি হিন্দী

উর্দু ও বাংলা গানের বহুল সমাবেশ !!

আব্ব, বি, দাস—কলিকাতা

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়ের
রাগনির্ণয়—(১ম)—৬

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের
স্বরলিপিকা (১ম)—২৫০

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

রাগালোপ—৩
সংস্করণী (১ম)—৪
ঐ (২য়)—৩০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরার

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর

ভাবনা-লিখন ও বানী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোবম। মূল্য—১১০

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরের লিখন—২৥০

কথা : গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য

স্বর ও স্বরলিপি : কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বর-

নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্গগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন বায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,

কীবদ, ভজন গান এই পুস্তকে সম্বিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণমূলক আধুনিক পুস্তক)

সুরবিহার :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সপ্ত খণ্ড স্বরলিপির প্রথম
খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এতে নানা ভাষা থেকে আহৃত সুর
আছে, হিন্দী সংস্কৃত গানও আছে। স্বদেশী গান
দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্কৃত অনূদিত, বন্দেমাতরম, নাট্যনৃত্য
প্রভৃতি। দিলীপকুমারের আবালা সঙ্গীতগবেষণার ফল—
এই স্বরলিপি।

ভাগবতী গীতি :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লোকপ্রিয় গীতিগুচ্ছ

আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলকভাবে

আলোচনা এবং হনুমান্তে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর

উৎপত্তি-রচনা ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও মূর্তির চাক্ষু

পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ-রাগিণীর অনুলীলনে রসরূপের চাক্ষু

রেখাচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

রাগের ও নব রসের নানাপ্রকার অভিব্যক্তিময় বহু

চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস ৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



সপ্তবিংশ বর্ষ

আষাঢ়, ১৩৫৭ সাল

তৃতীয় সংখ্যা

হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও

শ্রীবিমল রায়, এম বি.

সরপদ্বী

সরপদ্বী বিলাবল ঠাটের সম্পূর্ণ রাগ। ইহার উদ্ভব কবাল ধর হইতে, সে কারণে সেনী ঘরে ইহার উল্লেখ বা প্রচলন নাই; তবে এই ঘরের সাধারণ মন্তব্য হইতে আমাদের যে ধারণা হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। সরপদ্বী মিশ্র সম্পূর্ণ-রাগ; কামোদ, নট ও অলইয়ার সংমিশ্রণে সৃষ্ট। বাদী ষড়্জ, সন্ধ্যাদী পঞ্চম। সাধারণ চলন অলইয়ার, তাহার সহিত নট অঙ্ক, হিসাবে মধ্যমে অপতাস ও কখনও কখনও 'রেপা' হিসাবে কামোদ অঙ্কের মিশ্রণ। অগ্ৰাণ্ত ঘরে বিহাগের অন্তরাভাগ বা গোড়ের রমগ অংশ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কখনও বা নবস

গরগরসা ভাবে ইমনের রূপ বিকশিত হইতে দেখা যায়।

কেহ কেহ ইমন মিশ্রণের যুক্তিতে কচিং তীব্র মধ্যমের ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহা অগ্ৰাণ্ত ঘরের বিরোধী।

ইহার আরোহী-অবরোহী হইল—

স ম গ ম প ন ধ ন স। স ন স ব প গ ধ প ম
প ম গ ম র গ ম প ম প ম গ র প ম প ম গ ম র গ ব স
ন স।

সেনী ঘরের উদাহরণে দুই নিখাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

রবাবী ঘরের উদাহরণে আমরা বেহাগ-অংশ। বেশী লক্ষ্য করি, কামোদ-অংশ বিশেষ পাই না। “মা ধা

পা", বা "ধা মা পা" প্রযোগ কখনও কখনও পাইয়া থাকি। মধ্যম অপন্যাস বা অপন্যাসের গ্রহ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আঙচার

১। সন্স র স গ র গ ম প ম গ মা, র প ম প ম গ ম র গ র গ ম গ ব সা।

২। ম গ ম প প ম প ম দ প দ প ম প ম গ ম র গ ম গ র স ন্ সা, স দ প্, প্ ন্ ধ্ ন্ স গ ম প গ ম গ র সা।

৩। গ ম প প ম প ম প ম প ম গ মা, র গ ম প ম গ র সা।

৪। র র প প ব ব ব প প, প দ প ম গ প ম প, ধ দ প দ প ম গ, ম ম গ ম প ম পা, ম ধ প ম গ ম র গ র স ন্ সা।

৫। ম ম ম পা প ম প ধ দ প ম প ম গ ম প ধ ন ধ ন প ম গ ম র প ম প ম গ র সা।

৬। প প গ ম ব গ ম পা পা প ন দ ন স' ধ ধ পা, ম ধ প ধ প ম পা গ ম প গ ম গ প ম পা গ ম র গ র সা।

৭। প ন দ ন স', প ন দ, ধ ন স' র' সা ন স', ন র' সা ন স' ধ প প, প দ প ম প গ ম প, র র প প ধ ন ধ প প ধ প ম প ম গ ম, র গ ম প ম প ম গ ম র গ ম গ র সা।

সর্গম

সরগর্দা-ত্রিতাল

স্থায়ী

II + 0 ৩
| | | সা রা গা মা I
ধা -া পা -া | গা মা পা মা | গা -া মা রা | সা -া না ধা I
গা -া প্ -া | ধা -া না ধা | না সা রা সা | সা গা রা মা I
গা পা মা না | ধা পা গা মা | পা গা মা রা | "সা রা গা মা" II

অন্তরা

II + ২ 0 ৩
| | | গা মা পা ধা I
না ধা পা -া | গা মা পা না | ধা পা মা গা | পা না ধা না I
স' রা স' না | ধা গা ধা পা | -া মা গা -া | গা মা রা স' I
না ধা -া না | পা -া গা মা | পা গা মা রা | "সা রা গা মা" II

সর্গম্

সরপর্দা-ত্রিতাল

স্থায়ী

II ⁺ সা -^১ গা রা | ^২ গা -^৩ মা -^৪ না | ^৫ গা -^৬ মা -^৭ না | ^৮ গা রা সা না I
সা না ধা গা | ধা পা পা -^১ | না ধা না সা | রা -^২ সা -^৩ I
মা ধা পা মা | গা রা গা মা | পা মা গা মা | রা সা সা না II

অন্তরা

II ⁺ সা -^১ পা পা | ^২ না ধা না সা | ^৩ রা -^৪ সা -^৫ না | ^৬ গা রা সা না I
ধা -^৭ ধা পা | ধা -^৮ মা গা | নধা পমা গমা পমা | গা মা রা সা II

খেয়াল

সরপর্দা-ত্রিতাল

ক্যায়সে করুঁ বাঙ্গুরি বেঁইয়াঁরে রোরি
মোরি মাই টিট লঙ্গররা শ্যাম মনোহর।
মায় যমুনা জল ভরণ জাতি বহি,
নন্দকে টিট নেওরা, বাট-ঘাট মোহে
বোকত টোকত বোলি ঠোলি কবে মাই।

স্থায়ী

II ⁺ | ^২ | ^৩ রা -^৪ | ^৫ পা -^৬ পা পা I
কা য়্ সে ০ ক ক
ধা গা ধা -^১ | পা -^২ মা গা | গা মা পা মা | গা -^৩ -রা -^৪ I
বা ধু রী ০ বে ই য়া রে রো রি মো রি মা ০ ০ ০
সা -^১ -^২ -^৩ -^৪ | সা -^৫ রা রা | রা পা পা -^৬ | গা -^৭ -পা -^৮ -মা I
ই ০ ০ ০ টি ০ ট ল ঙ্গ র রা ০ গা ০ ০ ০
গা -^১ -^২ -^৩ -^৪ | গপা মা গা -^৫ রা | সা -^৬ রা -^৭ | পা -^৮ পা পা II
ম ০ ০ ০ ম০ নো হ ০ র ০ ক্য য়্ সে ০ ক ক

অস্তুরা

II + ১ ০ ৩
| পা - না না না | না - না না না I
মা ষ্ ষ্ ষ্ ষ্ না ঠ জ ল

সনা সা না - | না সা -না -সা | ধা পা -মা -গা | গা -মা গা গা I
ভা র ণ ঠ যা তি ঠ ঠ র হি ঠ ঠ ন ন্ দ কে

গা -মা -পা মা | গা রা সা - | সা - সা গা | -গা মা গা মা I
টি ঠ ঠ ট নে ষ্ রা ঠ বা ঠ ট যা ঠ ট মো হে

পা - পা পা | ধা - ধা ধা | ধা -সা সা না | -রা রা সা না I
বো ঠ ক ত টো ঠ ক ত বো ঠ সি চো ঠ লি ক পে

সা -সা -না -ধা | -পা -মা -গা -মা | -রা রা "রা - | পা - পা পা" III
মা ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ কা ধ্ সে ঠ ক ক

নবষষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার

৩

শ্রীরমণীমোহন পাল

আবোহ্যলংকার ১২ প্রকার, তন্মধ্যে—

বিস্তীর্ণ। ১।

স রি গ ম প ধ নি স' ॥

নিষ্কর্ষ। ২।

সস বিরি গগ গম পপ ধধ নিনি স'স' ॥

গাত্রবর্ণ। ৩।

সসস রিরিবি গগগ মমম।

পপপ ধধধ নিনিনি স'স'স'।

সসসস রিরিরিবি গগগগ মমমম।

পপপপ ধধধধ নিনিনিনি স'স'স'স'।

বিন্দু। ৪। ✓

সাসাসরি বীবীবীগ গাগাগম মামামাপ

পাপাপপ ধাধাধনি নীনীনীস'।

হসিত। ৫।

স | সরি | সরিগ | সরিগম | সরিগমপ |

সরিগমপধ | সরিগমপধনি | সরিগমপধনিস' |

অথবা

স | রিরি | গগগ | মমমম | পপপপপ |

ধধধধধ | নিনিনিনিনিনি | স'স'স'স'স'স'স' |

ক্রমশঃ

স্মৃতি

শ্রীমতী ইন্দিরা মালহোত্র

ফির কিসীকী যাদ আঁধি...
ফির ঘটা জীবন পে ছাঁধি...
ইক সুহানী রাতমে বো
দূরসে বনসী বজ্রাতা...
ধীমিশী বরসাত যে বো
ধীরেসে কুছ গুনগুনাত...
পাস আয়া বা কনাই।

ফির সখী, বো যাদ আঁধি...
ফির ঘটা জীবন পে ছাঁধি...
নয়ন চূপকে মূদ মেবে
হৃদয়ে বো চূপকে আয়া...
সুনে মন্দির যে অঁধেবে,
দীপ আশাকা জলায়া...
মেবী ছনিয়া মুসকরাঁধি !

ফির সখী, বো যাদ আঁধি...
ফির ঘটা জীবন পে ছাঁধি...
দেব কিতনী হো গয়ী হৈ...
শ্যাম বন্দাবন ভুলায়ে...
বোল মধুবন ! ক্যা বহী হৈ
তু—জঁই পায়ল বজায়ে
নাচি সখিয়া সঙ্গ কনহাই।

ফির সখী, বো যাদ আঁধি...
ফির ঘটা জীবন পে ছাঁধি...
উধো ! প্রীতম মিলে তুম্‌সে
চরণ পর সর্ব সুকা দেনা...
তুম্‌ হে পুছে জো কুছ উনসে...
যহী কহনা বতা দেনা
“প্রীত কৈসী হৈ নিভাঈ
তুম্‌ ন আয়ে—যাদ আই।”

অম্ববাদ : শ্রীদিলীপকুমার রায়

কার সে-কথা আসে স্মরণে ফিরে ফিরে...
আবার মেঘ সম ছেয়ে জীবন-তীরে...
যেদিন স্মরণে নিখুম ধারাপাতে
সুদূর হতে বধু বাজ্রাত বাঁশি তার...
উষ্ণিত গুনগুনি' পরে সে—আজ্ঞা গুনি
কানে সে-গান তার মুদুল-ঝঙ্কার...
গাহিত যবে বধু শিখরে অতি বীবে...

কত যে কথা সখী, স্মরণে আসে ফিরে
আবার মেঘ সম ছেয়ে জীবন-তীরে...
মুন্দিয়া ঘুমঘোরে আমার হুটি আঁখি
গোপন-সঙ্কারে হৃদয়ে আসিত সে...
শূন্য মন্দির সম আঁধারে ঢাকি'
ছিল এ-প্রাণ—আঁশা-প্রদীপ জালিত সে
আমার ভূবন সে-হাসিতে উজ্জলি' রে।

কত যে কথা সখী, স্মরণে আসে ফিরে...
আবার মেঘ সম ছেয়ে জীবন-তীরে...
ফুরায়ে এল বেলা...সে কই কাছে নেই
বন্দাবন বুঝি বধুয়া গেছে ভুলে...
বলো না মধুবন ! তুমি কি ব্রজ সেই
যেখানে সখী সাথে নাচিত ঢলে ঢলে
অতুল নীলমণি মুরলী-মঞ্জীরে।

কত যে কথা সখী, স্মরণে আসে ফিরে...
আবার মেঘসম ছেয়ে জীবন-তীরে...
হে উদ্ধব ! যদি প্রিয়ের সাথে ফের
তোমার দেখা হয়—চরণে নমি' তার
বোলো—সে পুছে যদি বারতা গোপীদের
“ছলনা বাধি” আজ বলো না হে অপারে,
সফল হবে প্রেম কেমনে হে অচিরে,
নিজে না এসে শুধু স্মরণে এলে ফিরে।”

আড় কাওয়ালী

সুর ও সুরলিপি : শ্রী দিলীপকুমার রায়

II +

I I সী -৭ রী | সর্গা ধা গা পধা I

o ফি রু কি সী o কী o

o কা o বু ক থা আ সে

I ধগা সী না | সী -৭ সী -৭ I I সা -৭ রী | সর্গা ধা গা পধা I

o যা o দ আ o ঙৈ o o ফি র ঘ টা o জী o

o স্র র গে ফি রে ফি রে o আ বা র মে ঘ স ম

I ধগা সা না | সা -৭ সা -৭ I I সা -৭ রী | সর্গা মা মা -৭ I

o ব ন্ পে ছা o ঙৈ o o ই ক হু হা o নী o

o ছে য়ে জী ব ন তী রে o যে দি ন হু খ রা তে

-৭ জা রা জা | সর্গা -৭ সা -৭ I -৭ পা -৭ ধা | পধা সী সী -৭ I

o রা o ত মে o বো o o দু o এ সে o ব ন্

o নি বু ম ধা রা পা তে o হু দু র হো তে ব ধু

গা গা ধা গা | ধা -৭ পা -৭ I -৭ সা -৭ রী | সর্গা মা মা মা I

o সী o ব জা o তা o o ধী o মি সী o ব র

o বা জা ত রা শি তা র o উ ঠি ত গু ন গু নি

-৭ জা রা জা | সর্গা -৭ সা -৭ I -৭ রা গা ধা | ধা মা ধা পা I

o সা o ত মে o বো o o ধী o রে সে o হু ছ

o প বে সে আ জো গু নি o যে ন সে আ য় আ য়

-৭ মা -৭ পা | মজ্জা মজ্জা রা -৭ I -৭ সা রা মা | পা গা মা পা I

o গু ন্ গু না o তা o o পা o স আ o যা o

o য় হু ল ঝ ং কা র o গা হি ত ব বে ব ধু

-৭ না সী রী | মজ্জা রা সর্গা সী I -৭ সী -৭ রী |

o থা o কন্ হা o ঙৈ o o ফি র কি সী কী যাদ আদি

o কা জে ই অ তি ধী রে

II

তালফের-তেওরা

+	২	৩	+	২	৩
II সা -৭ মা মা -৭ মা -৭ I গমা -৭ মা গমা -৭ মা -৭ I					
ফি র স খী ০	বা ০	য়া ০	দ	আ ০	ই ০
ক ত যে ক থা	স খী	অ র	ণে	আ সে	ফি রে
মা -৭ গপা পা -৭ পা -৭ I পা -৭ পা পা -৭ পা -৭ I					
ফি র ঘ টা ০	জা ০	ব ন্ মে	ছা ০	ই ০	
অ বা র মে ঘ	স ম	ছে য়ে জী	ব ন	তী	রে
পা কপধা ধা ধা -৭ ধা -৭ I দধা -৭ গা ধা গা দধা -৭ I					
ন য় ন চ্ প্ কে ০	মু ০	দ	মে ০	রে ০	
আ ব বি সু ম	ঘো রে	আ মা	র হ্ টি	জা থি	
দধা গা গা গা -৭ দধা -৭ I গা গা গা ধগা -৭ ধগা -৭ I					
হ্র দ য় মে ০	রো ০	ছ প কে	আ ০	য় ০	
গো প ন স ন্	চা রে	হ্র দ য়ে	আ সি	ত সে	
ধগসা সা সা সা -৭ সা -৭ I সা -৭ ঞ্ সা সা ঞ্ সা নসা -৭ I					
স্ব ০ নে ম ন্	দি র	থে ০	ঐ থে ০	বে ০	
শূ ন্ ন ম ন্	দি র	স ম	আ ধা	রে চা	কি
নসর্রা রা রা রা -৭ রা -৭ I রা -৭ জ্ রা রা জ্ রা সর্রা -৭ I					
দী ০ প আ ০	শা ০	কা ০	জ লা ০	য়া ০	
ছি ল এ প্রা ৭	আ শা	প্র দী প্	জা লি	ত সে	
সর্সর্জা -৭ জ্ জা জ্ জা জ্ -৭ I জ্ -৭ পা মজ্জা রা জ্ সা I					
মে ০ রি হ্ নি	য়া ০	ম্ স্ ক	রা ০	ই ০	
আ মা র ভু ব	ন সে	হা সি	তে উ	জ লি	রে

তালফের-আড়কাওয়ালী

-৭ সা -৭ রা	I"
০ কি র "কি	সী কী যা দ আঁই"
০ কা র "সে	কথা আসে অরণে ফিরে ফিরে"

II + ৩

I - ১ ০ ১

১ ০ ১

০ ফি র স গী ০ বো ০

০ ক ত যে ক থা স গী

- ১ গা - ১ গা | গা - ১ গা - ১ I - ১ গা - ১ সী | সী ধা ধা - ১ I

০ যা ০ দ আ ০ ঙ ০ ০ ফ র্ ঘ টা ০ জী ০

০ অ র গে আ সে ফি রে ০ আ বা র মে ঘ স ম

- ১ ধা ধা ধা | ধা - ১ ধা - ১ I - ১ ধা - ১ গা | পা পা পা - ১ I

০ ব ন মে ছা ০ ঙ ০ ০ দে ০ ব কি ত নী ০

০ ছে যে জী ব ন তী রে ০ দু রা যে এ ল বে লা

- ১ পা - ১ পা | পা - ১ পা - ১ I - ১ পা - ১ ধা | পা মা মা - ১ I

০ হো ০ গ যী ০ হৈ ০ ০ গ্যা ০ ম ব ন্ দা ০

০ সে ক ই কা ছে নে ই ০ ব ন্ দা ব ন ব ঝি

- ১ মা মা মা | মা - ১ মা - ১ I - ১ মা - ১ পা | মা জ্ঞা জ্ঞা - ১ I

০ ব ন ভু লা ০ যে ০ ০ বো ০ ল ম ধু ব ন্

০ ব ধু যা গে ছে ভু লে ০ ব লো না ম ধু ব ন্

- ১ জ্ঞা - ১ জ্ঞা | জ্ঞা - ১ জ্ঞা - ১ I - ১ জ্ঞা - ১ মা | মা রা রা - ১ I

০ ক্যা ০ ব হী ০ হৈ ০ ০ তু ০ জঁ ই ০ পা ০

০ তু ম কি ব্র জ সে ই যে খা নে স খী সা থে ০

- ১ রা রা রা | জ্ঞা সা সা - ১ I - ১ সা ধা মা | পা গা মা পা I

০ য ল ব জা ০ রে ০ ০ না ০ চি স খী যা ০

০ না চি ত ছ লে ছ লে ০ অ তু ল নী ল ম গি

- ১ না সী রী | মজ্ঞী রী সনা সী I - ১ সী - ১ রী | I

০ সং গ কন্ হা ০ ঙ ০ ০ "ফি র কি সী কী যা দ আ ঙ"

০ মু র লী মন্ ০ ধী রে ০ "ধী রে সে কথা আসে অরণে ফিরে"

তালফের : তেওরা

+	২	৩	+	২	৩
II সী -৭ গী গী -৭ মী -৭ I রী মী জী রী সী সী -৭ I					
ফি র স খী ০	বো ০	যা ০	দ	আ ০	ঈ ০
ক ত যে ক খা	আ সে	অ র	ণে	ফি রে	ফি রে
পা -৭ না না -৭ সী রী I ধা সী গা ধা -৭ পা -৭ I					
ফি র ঘ টা ০	জী ০	ব ন	পে	ছা ০	ঈ ০
আ বা র মে ঘ	স ম	ছে যে	জী	ব ন	তী রে
গা ধা -৭ ধা -৭ গা সী I গা ধগা -৭	দা -৭ পা -৭ I				
উ ধো ০	প্রী ০	ত ম	মি লে ০	কৃ ম্	সে ০
ধে উ দ্	ধ ব	য দি	প্রি য়ে	ব	সা থে ফে র
মা মা পা মজা -৭ সরী -৭ I জা মা -৭ মা -৭ মা -৭ I					
চ র ৭	প র	স ব্	কু কা ০	দে ০	না ০
তো মা র	দে খা	হ য়	চ র	ণে	ন মি তা র
সা গা -৭ গা -৭ মা পা I মা গমা মা জা -৭ রা -৭ I					
ভূম্ হে ০	পু ০	ছে ০	জো কু ছ	উ ন্	সে ০
বো লো সে	পু ছে	য দি	বা র	তা	গো পৌ দে র
সী রা -৭ সগা গা প্ধা -৭ I গা সা -৭ সা -৭ সা -৭ I					
য হী ০	ক হ	না ০	ব তা ০	দে ০	না ০
ছ ল না	রা গি	আ জ	ব লো না	হে অ	পা র
সরী জী জী জী -৭ জী -৭ I মী -৭ পী মজী রা জী সী I					
প্রী ০	ত কৈ ০	সৌ ০	হৈ ০	নি	ভা ০
স ফ ল	হ বে	প্রে ম	কে ম	নে	হে অ চি রে

তালফের : আড় কাওরাসী

+	৩	০	১
-৭ সী -৭ রী সগা ধা গা পধা I -৭ ধগা সী না সী -৭ সী -৭ I			
০ কৃ ম ন	আ ০	যে ০	০ যা ০
০ নি জে না	এ সে	ঙ ধু	০ অ র
			ণে এ লে
			ফি রে

শতবর্ষের সঙ্গীত ধারা

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.

বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ তানসেনের বংশধর বাহাদুর খাঁ (সেন) সাহেবকে দিল্লী হইতে আনয়ন করিয়া নিজে দরবারে নিযুক্ত করেন। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ থাকায় শিল্পাত্মনীর অল্পকাল ছিল না। বাহাদুর খাঁ বাঙ্গালী ত্যাগ করিয়া বাংলার এক প্রাচীন রাজ্যে আসেন এবং একাগ্রচিত্তে সঙ্গীত সাধনা ও শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। নির্দোষান উপযুক্ত শিষ্যকে বিদ্যাদান করাষ্ট তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি বাংলার বহু প্রতিভাশালী ছাত্রকে শিক্ষা দান করেন। সর্বপ্রথম তাঁহার যে শিষ্য বিশেষ কৃতকার্য হন তাঁহার নাম গদাধর চক্রবর্তী (১৭২১-১৭৬০)। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার এক প্রাচীন রাজ্যে সঙ্গীত চর্চার প্রথম সূচনা হয়। বাংলাদেশে একশত বৎসরের সঙ্গীত ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে পূর্ববর্তী ঘটনাবলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুস্থানী বা উচ্চ সঙ্গীত প্রচলনের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় সঙ্গীতের অল্পশীলন হইত। দেশীয় ভাষা ও সুরে এই সঙ্গীত রচিত হইত। কীর্তনের সৃষ্টি বাংলায়; কথিত আছে সপ্তম শতাব্দীতে রাজা মহীপালের সভায় কীর্তন হইত। দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি জয়দেবের আবির্ভাব হয়। তাঁহার রচিত 'গীতগোবিন্দ'তে রাগরাগিণী ও তালের ষথারীতি উল্লেখ আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভক্তকবি চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলী লিখেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রবর্তিত কীর্তন বাংলাদেশে

অদ্যাপি প্রচলিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলী লিখেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রচিত বৈষ্ণব পদাবলী বাংলার সাহিত্যে ও সঙ্গীতে এক অমূল্য সম্পদ। এষ্ট কীর্তন গান একদিন বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্মের মহিমা প্রচার করিয়াছিল। কীর্তনের সুর ও তালে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগরাগিণী কিছু কিছু অভাস পাওয়া যায়। অনেক স্থানে ইহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। কীর্তন গানে কতকগুলি সুর ও তালের উল্লেখ আছে, যাহা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নাই। সম্ভবতঃ ইহা দেশীয় রাগ ও তাল যাহা কীর্তনের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হয়। কীর্তনে যে সকল রাগরাগিণী ও সুর উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর হইতে গৃহীত। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কীর্তনের ষথারীতি প্রচলনের পূর্বে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অল্পশীলন বাংলাদেশে হইত। বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গ্রাম্যসঙ্গীতগুলি বাংলার নিজস্ব। অর্ধশতাব্দী পূর্বে চণ্ডীর গান, ভাগবত, কথকতা, রামায়ণ গান, তর্জী, যাত্রা প্রভৃতি বাংলাদেশে বিশেষ সমাদৃত হইত। এই সকল গানে ওস্তাদী, কীর্তন ও নানাজাতীয় সুরের সংমিশ্রণ ছিল। ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের রচিত শ্রাম্যসঙ্গীত বাংলার সঙ্গীতে এক শ্রেষ্ঠ দান। রামপ্রসাদ ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত শ্রাম্য-সঙ্গীত বাংলার সঙ্গীতে এক শ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার রচিত সুর 'রামপ্রসাদী সুর' সুর নামে খ্যাত। ইহাতে কীর্তনের সুরের ষথেষ্ট অভাস পাওয়া যায়। কমলাকান্তের রচিত গীত ওস্তাদী সুরে গাওয়া হয়। যাত্রাগানে বাহালের নাম বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও মতি রায়ের নাম বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। নীলকণ্ঠ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণ-বিষয়ক গীত বাঙ্গলায় একসময় জনপ্রিয় ছিল। মতি রায়েব লিখিত নাটক প্রকাশিত আছে। ইঁহার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল গীত রচয়িতা আগমনী, শ্যামাসঙ্গীত এবং অগ্রাণ্ড ধর্মসঙ্গীত লিখিয়াছেন তন্মধ্যে রাজা নরেশচন্দ্র রায়, দেওয়ান অকিঞ্চন, হরকুমার শাস্ত্রী, রামনারায়ণ তর্কবত্ত, তাঁরাচাঁদ, পারীচাঁদ মিত্র, দাশরথি রায়, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), কালী মেবজা প্রভৃতির নাম বিখ্যাত। তাঁহাদের রচিত গান সেকালের গায়কগণ প্রায় আসরেই গাহিতেন। কালী মেবজা কেবলমাত্র গীতরচয়িতা ছিলেন না, তিনি স্বগায়কও ছিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজে গান করিতেন। আনুমানিক বাঙ্গলা ১২২৯৩০ সালে নিধুবাবু শেরীমিঞার রচিত টপ্পা গানের অঙ্কুরণে প্রথম বাঙ্গলা টপ্পা গান লিখেন। এই গানগুলির ভাব, ভাষা ও সুরে অদ্বিতীয়। শ্রীধর কথক নিধুবাবু কিছুদিন পরে ঐরূপ টপ্পা গান লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। ধর্ম ও সঙ্গীত একসূত্রে গাঁথা। তাই ভারতের ধর্মপ্রচারকগণ সঙ্গীতকে ভগবদ্গুণাসনার অত্যন্তম অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব (১৮৩৬) শ্যামাসঙ্গীত ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত প্রবণে ভাবে বিভোর হইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিজের স্বগায়ক ও গীত রচয়িতা ছিলেন। স্বামীজী ও নীলকণ্ঠের গান শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি প্রিয় ছিল। পঞ্চাদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান যুগে পশ্চিমের অনেক ধর্মসংস্কারকগণ গীতি সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। তন্মধ্যে কবীর (১৬৮০-১৪২০), নানক (১৪২৬) দাদু (১৫৪৪) তুকারাম (১৬০২), এবং পরবর্তীকালে তুলসীদাস, স্বরদাস ও মীরাবাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের রচিত ভজন-সঙ্গীত সমগ্র ভারতে ভক্ত গায়কগণ কর্তৃক গীত হয়। দিল্লী,

গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে যখন কণ্ঠ-সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছিল, লক্ষ্মীতে ঠুংরী-গান ও কথক-নৃত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। লক্ষ্মীর কালকা বিন্দাদীনের বংশ কথক নৃত্যের জন্ম বিখ্যাত। আজ পর্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ ঐ নৃত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। লক্ষ্মীর শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজেদ্ আলি শাহ (১৮৪০-১৮৭০) একজন সুনিপুণ গায়ক ও নৃত্যকলাবিদ ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু ঠুংরী গান প্রচলিত আছে। ইংরাজ যখন নবাবকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় মেটিয়ারকুজে রাখেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সভা-সঙ্গীতজ্ঞগণও কলিকাতায় আসেন। এই সকল গুণিগণের মধ্যে আলিঙ্গ (ফরাদ), তাজ খাঁ (খাল) এবং রত্নল বক্সের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহারা বাঙ্গলার সঙ্গীত চর্চাও উন্নতি-কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করেন। মুসলমান রাজত্বের সময় বাঙ্গলার তৎকালীন রাজধানী মুশিদাবাদ ও ঢাকায় সঙ্গীতের অনুশীলন হইয়াছিল। ঢাকাতে বাদ্যযন্ত্রের (সেতার ও তবলা) যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ সেতার-বাদক গুবান দাস এবং তবলায় প্রসন্ন বণিক্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুশিদাবাদে কণ্ঠ-সঙ্গীতের কিছু কিছু আলোচনা হইত; তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে বাঙ্গলার সহরে ও গ্রামে অল্পবিত্তের সঙ্গীতচর্চা হইত। বাঙ্গলায় সঙ্গীতের পুনরুত্থান ও তাহার ক্রমবিকাশ আলোচনা করিতে হইলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রয়োজন। মুসলমান রাজ্যের অবসান ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে দেশের নৈতিক ও সামাজিক অবনতি ঘটে। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা সমস্তই সনাতন রীতি হইতে রূপায়িত হইয়া বিকৃত অবস্থায় পরিণত হয়। ধর্মের নামে অন্যায় সামাজিক নানাপ্রকার কুসংস্কার দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিল। বৈদিক ধর্মের আদর্শ দেশবাসী ভুলিল এবং অনেকে বিদেশীর ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া দীক্ষিত হইতে লাগিল। দ্বীশিক্ষা শাস্ত্রবিরুদ্ধ—এই ভিত্তিহীন অহুশাসন সামাজিক

জীবনকে হীন করিয়া তুলিল। শিল্পাভিমান জাতীয় শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বিবেচিত না হওয়ায় তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। এই সময় যুগমানব রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাত্মা দেশকে নানাবিধ কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পূর্ব গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হন। সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা তিনি আইন দ্বারা রহিত করেন এবং স্বাশিক্ষা জাতীয় উন্নতির পক্ষে যে অপরিহার্য্য তাহার শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিয়া তিনি ঐ বিষয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন করেন। রামমোহন ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। তিনি প্রথমে 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সভায় জাতি নির্বিশেষে সকলেই উপাসনায় যোগ দিতেন। সঙ্গীতকে তিনি উপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে গণ্য করিতেন। উপাসনার সহিত তানপুরা ও মৃদঙ্গ যোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইত। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গুলাম আব্বাস এই "আত্মীয়-সভায়" মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতেন। এই 'আত্মীয়সভা' ক্রমে 'ব্রাহ্মসভা' ও পরে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়। রামমোহন রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ওস্তাদী স্বর ও তালে গঠিত। 'ভাব সেই একে, কি স্বদেশে কি বিদেশে' প্রভৃতি গানের স্বর তাহার প্রমাণ। স্বাশিক্ষা বিস্তারে রাজা রামমোহনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেব কর্তৃক কার্য্যে পরিণত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে স্বাশিক্ষাবিষয়ক ভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠান 'বেথুন বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক। অগ্রাশ্রয় শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সঙ্গীতও একটি বিষয়রূপে ধার্য্য হইল এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ইহা নিয়মিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বে সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হয়। বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এক শতাব্দীর মধ্যে বহু উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় বাঙ্গালায় এবং ভারতের অগ্রাশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দী ভাষা বোধগম্য না হওয়ায় তখনকার দিনে জনসাধারণ ওস্তাদী গান উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি উচ্চ সঙ্গীতের পুনরুত্থানকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মহর্ষির পুত্রগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই বহুসংখ্যক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীতশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। ইউরোপীয় সঙ্গীত তাঁহার উত্তমরূপে আয়ত্ত ছিল। বাঙ্গলা নাটকে তিনি ভাবানুযায়ী ভারতীয় ও ইউরোপীয় স্বর সংযোজনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তিনি বাঙ্গলা ভাষাকে জগতের সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া গিয়াছেন। নানা ভাবে, নানা স্বরে তিনি অসংখ্য গান লিখিয়া বাঙ্গলার সঙ্গীত-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গলা তথা ভারতের ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ যুগ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গীত রবীন্দ্রনাথের স্বব সংযোজনায় অভুলনীয় হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি প্রায় সমস্তই উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী স্বর ও ছন্দের অনুরূপে রচিত। পরবর্তী গানগুলিতে তিনি কবিতার ভাবানুযায়ী স্বর সংযোজনা করেন। কবি অতুলপ্রসাদ (১৮৬১) ঠুমরী, টম্কা, গজল ও কীর্তনের স্বরে বহু জনপ্রিয় গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি স্বনামধন্য কবিগণ বাঙ্গলা ভাষায় বহু গান লিখিয়াছেন। তাঁহার হাসির গান আমাদের সঙ্গীতে এক নূতন দান।

(ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

খাজা-একতাল

এ জীবনে মম খেলা না ফুরাতে
 ভেঙে গেল খেলাঘর
 মিলন না হ'তে মিলন মালিকা
 ঝরে গেল ধূলি'পর।
 উষর মরুতে রচিতে কানন
 ঝরায়েছি হায় বৃথা ছ'নয়ন
 স্বপন রাঙাতে রাঙায়েছি শুধু
 বেদনায় অন্তর

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমোহিতকুমার সরকার

II + ৩ ০ ১

II | সা গা- মা | পঞ্চপা মগা মা II
এ জী ব নে০০ ম ০ ম

পা গা -গধা | সধা ধপা ধা | গা মা পা | সনরা -গা -ধপধা II
থে লা না০ ফু০ বা০ তে ভে ডে গে ল ০ ০০

গা মা গা | -া -া -া | পা না না | সা না সা II
ঘে লা ঘ ০ ব ০ মি ল ন না হ তে

পা না সরা | সধা ধপা ধা | গরা সরা -সগা | ধপা -া -ধা II
মি ল ন ০ মা০০ লি০ কা ঝ ০ বে০ গে ল০ ০ ০

গা মা গমা | -পধা -মপা -নসরা | -া -গা -ধপা | -া -া -ধা II
ধু লি প০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০

গা মা গা | -া গা -া | “সা গা মা | পঞ্চপা মগা মা” II
থে লা ঘ ০ ব ০ এ জী ব নে০০ ম ০ ম

II + | ৩ | ০ | ১

গা মা পধনর্সা | না র্সা র্সা | পা না না | র্সা র্সা -৭ I

র চি তে০০০ কা ন ন ঝ রা য়ে ছি হা য়্

না র্সা ধা | সর্সা ধর্মণা -ধা | ধা র্গা র্গা | সর্গর্মর্গা র্মর্গা র্সা I

ব ধা হ ন০ য়০০ ন স্ব প ন রা০০০০ ঙা০০ তে

না র্সা ধা | সর্সা ধর্মণা ধা | গা মা পধনর্সা | -ণা -ধপা -ধা I

বা ঙা য়ে ছি ৩০০ ধু বে দ না০০০ ০ ০০ য়্

গা -পমা গা | -৭ -৭ -৭ | "সা গা মা | পধগপা মগা মা" II

অ ০ন্ ত ০ ০ ০ ব এ জী ব নে০০ ম০ ম

আড়ানা

শ্রীমমতা মৈত্র, গীতশ্রী

গাহিবার সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

ঠাট—কাফি (জা, গা)। আবোহণ—সা রা মা পা গা র্সা। অবরোহণ—র্সা গা পা মা জা মা রা সা।
জাতি—ওড়ব-বাড়ব। বাদী—ষড়্জ (তার সপ্তকের)। সমবাদী—পঞ্চম। পকড়—র্সা, র্না র্সা, গপা,
মপা নর্সা, র্র্সা নর্সা।

ইহা কানাড়া প্রকারের উত্তরাজ প্রধান রাগ। ইহাতে কানাড়া ও মেঘ রাগের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল।
ইহার পূর্বাঙ্গে সারং-এর সহিত সবিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

উত্তরাজ প্রধান বলিয়া মধ্য-এবং তার সপ্তকই ইহার তান বিস্তারের প্রধান ক্ষেত্র। তার সপ্তকে ষড়্জ স্থানে
ইহার ব্রজকতা প্রকাশ পায়। ইহার অন্তরাতে গপা মপা র্সা—এই মত কানাড়ার শ্রায় হইয়া থাকে।
আড়ানাতে গাঙ্কার-পঞ্চম সঙ্গত খুব ভাল এবং এই সঙ্গতের দ্বারা ইহাকে সারং হইতে পৃথক রাখা হইয়া
থাকে। ইহার অবরোহণে গাঙ্কার স্বর বক্র, যথা—জা মা রা সা। অল্প পরিমাণে শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহার করিয়া ইহার
মাধুর্য্য বৃদ্ধি করা হয়। না সা জা মা—এইরূপেও আড়ানার আবোহণ হইয়া থাকে।

স্বরবিস্তার

র্সা, র্না র্সা, গা পা, মপা গর্সা, র্র্সা, র্সা, নর্সা গপা মপা, গর্সা, পগা র্র্সা, গপা মপা, গপা মপা মজা, মা রসা,
সা রমা পা, গমা পা, জর্মা র্র্সা, র্গা র্সা পগা র্র্সা, নর্সা গপা, মপা গপা মপা র্সা।

ଶ୍ରୀମ ଗହନ ସୁର ଜୟ ଜୟ ଚିତ୍ତ ହର ହରତ ହରି ସବକୋ ॥

স্বরলিপি—কুমারী মমতা মৈত্র, গীতশ্রী

স্বরলিপি

ভজন-কাফী

তন্-মন্সে জো ইশ্বর কো জানে,
মুঁহ্‌মেঁ প্রেমকী বাণী,
কহে কবীর শুনো ভাই সাধু,
রহী সচা জানী।

মান্‌কা ফিরাকে জনম গঁরাই
ন গয়া মন্‌কা ফের,
হাথ্‌কে মান্‌কা ডার্‌কে অব
মন্‌কা মান্‌কা ফের।

মালা ফিরাকে হরিকো পারে তো
মায়্‌ ফিরারী ঝাড়,
জেড়া পথল পূজ্‌কে হর্‌ মিলে তো
মায়্‌ পূজ্‌য়া পহাড়।

কথা : কবীর

সুর ও স্বরলিপি : শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়

II {সী -া সী -া-া | গা -ধা পা -া | -জা -মা পা ধা | রা -া সা সা II
ত ন্‌ ম ন্‌ সে ০ জো ০ ই ০ খ র কো ০ জা নে

সা পা -রা -া | মা -জা রা সা II [না -া -া -া | -সী -া -া -া] রা -জা -মা -পা | ধা -গা -গা -সী II
মুঁ হ্‌ মেঁ ০ প্রে ০ ম কৌ বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সী জী -া জী | জী -রা মজী -রসী II সী রী সী রী | সী -া -গা -া II
ক হে ০ ক বী ০ বা ০ ০ ০ হ্‌ নো ভা ই সা ০ ধু ০

ধা সী -গা -া | ধা -া পা -া II জা -মা -পা -ধা | -রা -া -া -া II
ব ০ হী ০ স চ্‌ চা ০ জা ০ ০ ০ ০ নী ০ ০ ০

বেহালা'র গৎ

“ওগো সঙ্ক্যাতারা”

(O Star of Eve—Wagner)

পরিবেশক : শ্রীক্ষিতীন রায়

II মা -া -া । সা -া না I গা -া -া । গা -া ধা I
 দা -া -া । দা -া পা I মা -া -া । -া -া -া I
 মা -া -া । গা -া -া I ধা -া -া । ধা -া মা I
 সা -া -া । সা -া না I ধা -া -া । -া -া -া I
 -া -া -া । মা -া -া I গা -া গা । গা -া ধা I
 দা -া -া । দা -া পা I মা -া -া । -া -া -া I
 মা -া -া । গা -া রা I সা -া -া । না -া সা I
 ধা -া -া । ধা -া পা I মা -া -া । -া -া -া I
 রা -া -া । মা -া ধা I রা -া -া । সা -া -া I
 গা -া -া । গা -া ধা I ধা -া -া । পা -া পা I
 মা -া -া । পা -া -া I ধা গদা পদা । সা -া গা I
 ধা -া -া । ধা -া পা I পা -া -া । মা -া -া I
 মা -া -া । গা -া রা I ধা -া -া । সা -া -া I
 ধা -া -া । ধা -া গা I গা -া -া । রা -া রা I

গী -৭ -৭ | মী -৭ -৭ I জী -৭ -৭ | পী -৭ দী I
ধী -৭ -৭ | ধী -৭ মী I ধী -৭ -৭ | ধী -৭ পী I
মী -৭ -৭ | -৭ -৭ -৭ I মী -৭ -৭ | সা -৭ নী I
ণী -৭ -৭ | ণী -৭ ধী I দী -৭ -৭ | দী -৭ পী I
মী -৭ -৭ | -৭ -৭ -৭ I মা -৭ -৭ | গা -৭ রা I
সা -৭ -৭ | না -৭ সা I ধা -৭ -৭ | ধা -৭ পী I
মী -৭ -৭ | -৭ -৭ -৭ I ধসমা ধী -৭ | -৭ -৭ -৭ I
সমধা সী -৭ | -৭ -৭ -৭ I মী -৭ -৭ | -৭ -৭ -৭ II

স্বরোদের গং

ষোগিরা-ত্রিতাল
ত্রিযোগেশচন্দ্র রায়

II + | ° | °
| ঋা মমা মমা মমা | পদা দপা -মা পা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডাব ডা° ব ডা
দা -৭ পমা -মা | মা ঋা সা সা | না সসা ঋা সসা | দা ণা পী -৭ I
ডা ° ডা ব ডা ডা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব ডা °
মা পপা দদা পপা | মা মঃ ঋাঃ সা | ঋা মমা মমা মমা | পদা দা পমা পা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব ডাব ডা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডাব ডা ব ডা
II + | ° | °
| মপা পা দা সী | সী ঋা সী সী I
ডাডি রি ডা ব ডা রা ডা রা
সী ঋা মমা মমা | মা মঃ ঋাঃ সী | মা ঋা সী না | দা ণা দা পা I
ডা রা ডিরি ডিরি ডা ব ডাব ডা ডা রা ডা রা ডা রা
মা পপা দদা পপা | মামঃ ঋাঃ সা | “ঋা মমা মমা মমা | পদা দপা -মা পা” II
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডাব ডাব ডা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডাব ডাব ব ডা

—সংবাদ—

সংস্কৃতি পরিষদ

গত ১৭ই আষাঢ় রবিবার বালীগঞ্জে, ১১নং বঙেল কোটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ শর্মা কর্তৃক সংস্কৃতি পরিষদের উদ্বোধন হয়। কুমারী ডলি মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর পরিষদের উদ্বোধনাঙ্গ শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী বিশদভাবে পরিষদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তৎপরে শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী কল্পনা ভট্টাচার্য্যের গান ও স্বকবি শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্তের স্বরচিত 'যক্ষের নিবেদন' শীর্ষক কবিতা পাঠ সকলকে মুগ্ধ করে। এতদুপলক্ষে শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী রচিত 'বর্ষা-উৎসব' নামক একটি পরম উপভোগ্য অঙ্কুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীশচীন মিত্র এবং শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায় ও তাঁদের সম্প্রদায়। পরিশেষে উদ্বোধক শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ শর্মা মহাশয় ভারতবর্ষের ধর্ম ও সাহিত্যে বর্ষাঋতুর স্থান ও বসন্ত বর্ষার আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সূচিস্থিত অভি-ভাষণে সকলে বিমোহিত হন।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মানিত,

'গান-বাজনা' পত্রিকার চতুর্থ অধিবেশন গত ১৮ই জুলাই মঙ্গলবার অতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বিখ্যাত সুরশিল্পী ও সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সভায় সম্মানিত হন। প্রথমে শ্রীযুক্ত রমেশবাবুকে চন্দন ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। পরে তিনি সুর-মল্লার, দেশ ও জয়জয়ন্তী রাগের খ্যাল গান এবং দুইটি উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

শ্রীস্বধীন মজুমদার মহাশয় দুইটি খ্যাল গাহিয়া প্রশংসা অর্জন করেন। শেষে নৃত্যানুষ্ঠানের পর রাত্রি ১০ টায় সভা ভঙ্গ হয়।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন

বিষ্ণুপুর অধিবেশন

গত ১৫ ও ১৬-ই জুলাই বিষ্ণুপুরে (বাকুড়া) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। সমগ্র বাঙ্গলার প্রায় এক সহস্র শিক্ষক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বিষ্ণুপুর চিরদিন সঙ্গীত চর্চার জন্ম বিখ্যাত। শিক্ষক সম্মেলনের সঙ্গে ১৫ই জুলাই সন্ধ্যায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়, তাহাতে বিষ্ণুপুর নিবাসী কয়েকজন কৃতী সঙ্গীতজ্ঞ যোগদান করিয়া শিক্ষকমণ্ডলী এবং অগ্রাগ্র অসংখ্য শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ দান করেন। সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এই সঙ্গীত সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরবাহার যন্ত্রের অপরূপ আলাপ সকলকে মুগ্ধ করেন। বিষ্ণুপুর অনন্ত সঙ্গীত বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীস্বরের এক্যতান এবং গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুপুর নিবাসী বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পীর খ্যাল, বাঙ্গলা গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং বিখ্যাত বাদক-গণের মৃদঙ্গ ও তবলা সঙ্গত উপভোগ্য হইয়াছিল। রাত্রি ১০ টাকায় অনুষ্ঠান শেষ হয়।

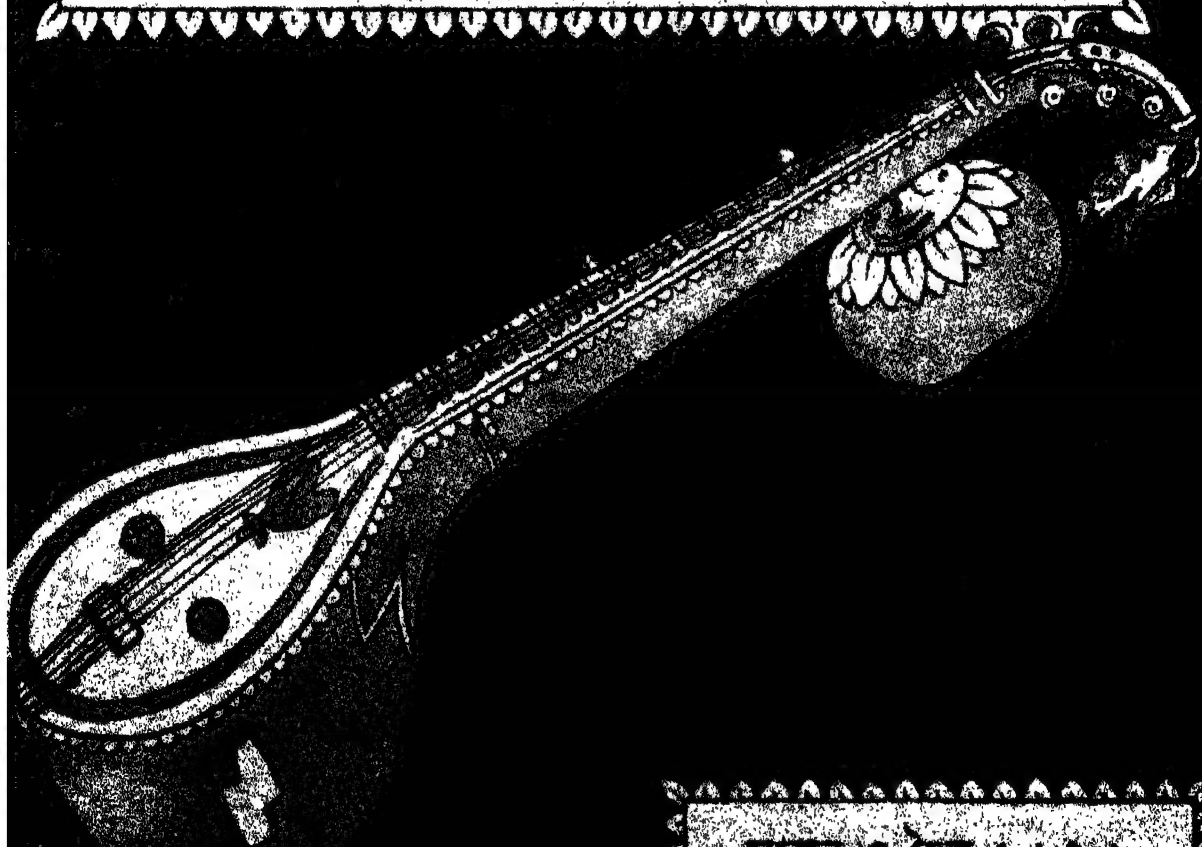
সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীময়ধর্মোহন বসু, এম-এ।

ମନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ରବେଶିକା



କାଳ୍ପନ ଓ ଡ୍ରେସ : ୧୦୧୫

ସାଧକ : ଡା.

ପ୍ରତି ମାସା ୧ ଟଙ୍କା

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাল্যলার সঙ্গীত সঙ্কলীর একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৫শ বর্ষ, সন ১৩৫৫ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
নাটোরাদিপতি মহাবাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
কাশিমবাজারাদিপতি মহাবাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রী হরিশঙ্কর পাল কে-টি
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নার্ম এম্. এ. ডি-লিই (প্যারিস)
ডাক্তার আলিউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার টেট)
মহম্মদ হবীরা খাঁ (বীণকার) সাহেব
শ্রীযুক্ত বিলীপকুমার রায়
ডাক্তার অম্বিকনাথ সান্তাল
শ্রীযুক্ত হর্নাএসর স্বত্বভারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
মিসেস কে, সি, দে
শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী
শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসাকর
শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এন্সি
শ্রীযুক্ত বামিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত হৃদীশকুমার তত্ত্ব চৌধুরী বি. এ.
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কল্যাণী

বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের রডাসই অদ্বিতীয় রডাস এণ্ড কোং



১৪, বেষ্টিক্স স্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন—কালকাতা ১২৮৭

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

লীজি়াতন্ত্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত আলাপেব বই

রাগালাপ—৩

সুবিশিষ্ট পঞ্চজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিকা (১ম)—২॥০

ঐ (২য়)—২।০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ বর্ণিতরূপে শীঘ্রই
প্রকাশিত হইবে।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২।।০

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

সুরের নিখন—২॥০

কথা: গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য

স্বর ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্মা

কবি অজয়কুমারের ৭৮না-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপূর্ব।

সুরের মালা—২॥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অভিগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১॥০

(সঙ্গীতের উপপত্তক-বিভিন্নগণ্যক অভিনব পুস্তক)

সূচীপত্র

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা		স্বরলিপি	
—শ্রীরাজেশ্বর মিত্র	২০১	—শ্রীনেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০২
গান		স্বরোদের গং	
—শ্রীপ্রদোষকুমার	২০৪	—শ্রীশ্যামকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	২০২
স্বরলিপি		বাহান্তর ঠাট	
—শ্রীঅমলেন্দু ঘটক	২০৫	—শ্রীবিমল রায়	২১১
গান		স্বরলিপি	
—শ্রীশান্তশীল দাশ	২১০	—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৫
স্বরলিপি		হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের ব্যাকরণ	
—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৮	—শ্রীব্রজেনকিশোর রায়চৌধুরী	২১৭
		সংবাদ	২২১
		নিবেদন	২২২

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার গ্রাহকদিগের নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০। ষাণ্মাসিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষত্ৰ পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্যাব্যাহক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাইয়ের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সম্মিলিত আছে। মূল্য—২৮ টাকা।

সংগীতসুধাকর. শ্রীকান্তিকচন্দ্র সান্ন্যেয়

গানের মুকুল—১।০

সুর-বাণী—৩

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষাধিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবাণী—সরুসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী সমন্বিত ও বীর্জন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিদ্বান্ধিগণ গানের স্বরলিপি ইহাতে সম্মিলিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী বি. এল. প্রণীত

সঙ্গীতের কয়েকখানি অমূল্য অবদান

- ১। তারের স্বপ্ন—১৪টি সবিস্তার গৎ ও সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ২। সুর-সারথি—৮১টি রাগের আলোচনা ও স্বর-বিস্তার।
- ৩। তারের বাঙ্কার—সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনা, ৪০টি সবিস্তার গৎ এবং যে সকল রাগের গৎ দেওয়া হইয়াছে উহাদের রাগ-বিচার এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ৪। সুরের স্বপ্ন—২৪টি রাগের সম্পূর্ণ ও সবিস্তার আলাপ।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান :—

গ্রন্থকার
“ভবানীপুর লজ”
ময়মনসিংহ

আর. বি. দাস
৮১ দি লালবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

ভারতীয় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকদের
জীবনের গীতি-আলেখ্য। বাংলা গীতি-কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব
প্রচেষ্টা। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়।

“মানুষের জয়গান”

(প্রথম পর্ক)

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীরবীন্দ্র নাগ

* দ্বিতীয় পর্ক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক : এন, এম, রায়চৌধুরী লিমিটেড

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সিরিজ
“সর্গমঞ্জরী” নামের ত্রৈমাসিক পুস্তক

২১ সুরমঞ্জরী ২১

[স্বাধিক্তান সন্দীপ্ত সকল ভাষা ও অঙ্গের অপূর্ব]

— সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সংকলন —

সাহিত্য রসাবাদন পূর্বক প্রকৃত সঙ্গীত সাধনা করিতে
হইলে সত্তর আট আনার Post Stamp পাঠাইয়া
ইহার ২য় ভাগের নমুনা গ্রহণ করুন।

“কেদার-কুটীর”—গোঃ নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ (বেঙ্গল)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশলা

কুমারী পরিপূর্ণা নিম্নোক্তি প্রণীত

সুরের বারণা—১৬০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাট,
আলাপ, প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—কলিকাতা।

—সদ্য প্রকাশিত হইল—

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯০টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

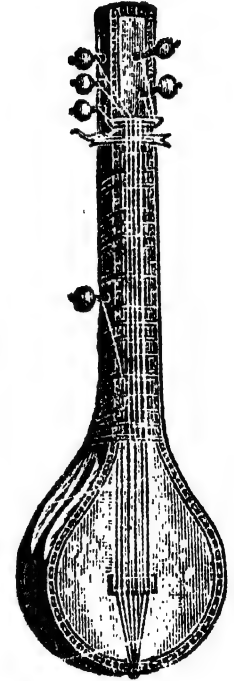
যাঁহাবা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

আব্দুল, নি, দাস—কলিকাতা

আধুনিক রুচিসন্মত সর্ববিধ তারের

—বাণ্যযন্ত্র—

অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা নিম্নিত
সেতার, এস্রাজ, তানপুরা,
উচ্চাঙ্গের তরফদার - সেতার,
স্বরোদ প্রভৃতি তারের যন্ত্র সকল
সময়ে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।



তরফদার সেতার—১১টি তরফ তার, ৭টি কাণ,
২টি লাউ ৩২", ডাণ্ডি, পর্দা নিকেল উৎকৃষ্ট
উপাদানে বিশিষ্ট কারিকর দ্বারা প্রস্তুত— ২০০

এ —স্পেশাল কোয়ালিটি, ৩২" ডাণ্ডি,
পর্দা নিকেল হংসমুখযুক্ত, ওস্তাদদিগের
ব্যবহারোপযোগী— ... ২৫০

—অন্যান্য বাণ্যযন্ত্রের জন্য পত্র লিখুন—

আব্দুল, নি, দাস—কলিকাতা



পঞ্চবিংশ বর্ষ

ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৫৫ সাল

১১ ও ১২শ সংখ্যা

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা

(পূর্বাত্ত্বতি)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

এর পরে আমরা একটি ভেদে গ্রন্থের পরিচয় পাই 'বৃহদেদী'। এটি মতঙ্গ মুনি কর্তৃক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয় বলে মনে হয়। এই সময়টি হিন্দু রাজত্বে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যুগ—এই সময়ে বিবিধ কলায় যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং সঙ্গীতও তার মধ্যে একটি।

গ্রাম রাগ এবং রাগ এই কথাগুলির উল্লেখ আমরা পূর্বশাস্ত্রে পেলো পরিচয় কিছুই পাইনি—মতঙ্গ প্রবর্তিত শাস্ত্রেই প্রথমতঃ রাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এই কারণে এই শাস্ত্রটির মূল্য খুব বেশী।

বৃহদেদীর সম্পূর্ণ অংশ এখনও পাওয়া যায় নি, প্রবন্ধাদ্বয়ের পরে গ্রন্থকার বানোয় বিষয় আলোচনা করেছিলেন—সে অংশ আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

(১) ভরত এবং নারদী শিকা।

দেখো' এই কথাটির প্রসঙ্গে মতঙ্গ বলেন—

দেশে দেশে প্রবৃত্তোহসৌ ধ্বনিদেবীতি সংজ্ঞিতঃ

আক্রান্তং ধ্বনিং সর্বে জগৎ স্বাববজ্জমম্

...

...

...

ধ্বনিস্ত দ্বিবিধঃ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো ব্যাক্তাব্যাক্ত বিভাগতঃ।

বর্ণোপলভ্যনাম্ ব্যাক্তো দেবীমুখমুপাগতঃ ॥

এই দেবী সংজ্ঞিত ধ্বনি থেকেই তাঁর সমগ্র শাস্ত্রটি পরিণতি লাভ করেছে—এই কারণেই গ্রন্থের নাম হয়েছে বৃহদেদী।

মতঙ্গ তাঁর শাস্ত্রে পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণের জ্ঞান নাদোৎপত্তি, স্বরনির্গম প্রভৃতি যথাযথ আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে জাতি এবং রাগের একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায় এবং তাতে মনে হয় রাগ পূর্বে জাতির

অস্তুর্গত ছিল। জ্ঞাতির লক্ষণ নির্দেশ করে মতঙ্গ বলছেন—
“শ্রুতগ্রহস্বরাদি সমুদায়জ্ঞায়ন্তে জাতয়ঃ। অতো জাতয়
ইত্যাঙ্কন্তে। যস্মাজ্জায়তে রসপ্রতীতিবাহরভ্য ও ইতি জাতয়ঃ।
অথবা সকলস্য রাগাদের্জগ্মহেতুস্বাজ্জাতয় ইতি।”
জ্ঞাতির দশটি বিশেষলক্ষণ ছিল—গ্রহ, অংশ, ষাড়ব, ঔষব,
অঙ্গভ, বহভ, স্তাস এবং অপস্ভাস। প্রথম যে স্তর নিয়ে আরম্ভ
হতো তাকে বলা হতো গ্রহস্বর এবং গানের প্রথম এবং
মায়ের কলিগুলির শেষে যে স্বরে শেষ তাকে থাকতো বলা
হতো ন্যাস। যে স্বরে বহল প্রয়োগ হতো তাকে বলা
হতো অংশ। অপস্ভাস অর্থে বলা হয়েছে—“যত্র গীতমিতি
সমাপ্তিরীতি সজ্জাব্যতে সোহপন্যাসঃ।” একেবারে শেষে
যে স্বর দিয়ে গান সমাপ্ত হতো তার নাম ছিল অপন্যাস।

রাগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মতঙ্গ বলছেন—

রাগমার্গস্য যদ্রূপং যস্মোক্ং ভরতাদিভিঃ।

নিরূপ্যতে তদস্মাভিলক্ষ্যলক্ষণসংযুতম্॥

তজ্ঞানো

স্বরবর্ণবিশেষে ধ্রুনিভেদেন বা পুনঃ।

বজ্রাতে যেন যঃ কশ্চিং স রাগঃ সংমতঃ সত্যম্॥

অথবা—

যোহসৌ ধ্রুনিবিশেষস্ত স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।

রজ্জ্বকো জনচিন্তানং স চ রাগ উদাহৃতঃ॥

সামান্যং চ বিশেষশ্চ লক্ষণং দ্বিবিধং মতম্।

চতুর্বিধং তু সামান্যং বিশেষশ্চাংশকাদিকম্॥

ইত্যেব রাগশব্দস্ত ব্যাপ্তিরভিধীয়তে।

স্জনাজ্জায়তে রাগো ব্যাপ্তিঃ সমুদাহৃতঃ॥

তৎকালপ্রচলিত সাতটি গীতির মধ্যে একটি ছিল
রাগগীতি। ভরত চারটি গীতির উল্লেখ করেছেন—মাগধী,
অর্ধমাগধী, সজ্জাবিতা এবং পৃথলী। ষাটিক পাঁচ প্রকার
গীতির উল্লেখ করেছেন, যথা—শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা,
গোড়া, সাধারিতা। এ ছাড়া আরও তিনটি গীতির কথা
ষাটিক বলেছেন—ভাষা, বিভাষা এবং অন্তরভাষা।

মতঙ্গের মতে গীতি সাত প্রকার, যথা—

“প্রথমা শুদ্ধগীতিঃ স্তাদ্ দ্বিতীয়া ভিন্নকা ভবেৎ॥

তৃতীয়া গোড়িকা চৈব রাগগীতিশ্চতুর্থিকা।

সাধারণী তু বিজ্ঞেয়া গীতিজ্ঞৈঃ পঞ্চমী তথা॥

ভাষাগীতিস্ত যষ্টী স্তাদ্ বিভাষা চৈব সপ্তমী।”

মতঙ্গের সময় যে সকল রাগ প্রচলিত ছিল সেগুলি
এখানে উদ্ধৃত হলো—

গীতানাং লক্ষণং প্রোক্তং রাগসংখ্যোচ্যতেহধুনা।

পঞ্চ চোক্ষাঃ সমাখ্যাতাঃ স্তং প্রমাণাশ্চ ভিন্নকাঃ॥

গোড়াশ্রবস্ত কথিতা রাগাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ।

সপ্ত সাধারণাঃ প্রোক্তা ভাষাশ্চৈবাত্র যোড়শ॥

দ্বাদশৈব বিভাষাঃ স্তর্গামানি চ নিবোধ মে।

ষাড়বঃ পঞ্চমশ্চৈব তথা কৈশিক মধ্যমঃ॥

চোক্ষ সাধারিতশ্চৈব চোক্ষ কৈশিক ইত্যপি।

এতে চোক্ষান্ত বিজ্ঞয়া ভিন্নকান্ সাম্প্রত্যং শৃণু॥

ভিন্ন ষড়্ভঙ্গ তানশ্চ ভিন্ন কৈশিক মধ্যমঃ।

ভিন্ন পঞ্চম ইত্যুক্তদ্বয়ো গোড়া প্রকীর্তিতাঃ॥

টকুরাগশ্চ সৌবীরস্তথা মালবপঞ্চমঃ।

ষাড়বো বোঢ়ারাগশ্চ তথা হিন্দোলকঃ পরঃ॥

টককৈশিক ইত্যুক্তস্তথা মালবকৈশিকঃ।

এতে রাগাঃ সমাখ্যাতা নামতো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

(গতঃ) শকাখাঃ ককুডস্তথা হর্ষাণ পঞ্চমঃ।

রূপসাধারিতশ্চৈব তথা গাছার পঞ্চমঃ॥

ষড়্ভঙ্গকৈশিক সংজ্ঞাশ্চ সপ্ত সাধারণাঃ স্তথাঃ।

খৃষ্টীয় সপ্তম এবং একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত আর
একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তকের নাম ‘সঙ্গীত মকরন্দ’।
এই বইখানির রচয়িতার নাম নারদ—এর প্রচলিত মতকেই
নারদ মত বলা হয়। বলা বাহুল্য, শিক্ষাকার নারদ আর
এই নারদ এক নন।

নারদই সর্বপ্রথম রাগ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা
করেছেন এবং রাগসমূহকে পুরুষ, স্ত্রী এবং নপুংসক
জাতিতে ভাগ করেছেন। এই রাগগুলিকে তিনি

আবার কম্পনের যাত্রাহুয়ায়ী মুক্তাঙ্গ কম্পিত, অধ-
কম্পিত এবং কম্পবিহীন বলে ভাগ করেছেন। নারদ
খুব সুন্দরভাবে রাগগুলিকে নানা দিক থেকে দেখে ভাগ
করেছেন, যথা—সম্পূর্ণ, ষাড়ব এবং ঔড়ব। এইগুলিকে
আবার সমগ্রহুসাবে কোন্ কোন্ রাগ সকালে, মধ্যাহ্নে
এবং শেষ রাত্রে গাইতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে
রাগ-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত
ভারতবর্ষে সঙ্গীতের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। শুধু
বাগ রাগিণী নয় নাটকেও সঙ্গীতের বেশ প্রাধান্য ছিল।
প্রাচীন নাটকাদিতে বিশেষ করে শূত্রকের মুচ্ছকটিকে
এবং কালিদাসের নাটকগুলিতে আমরা সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু
উল্লেখ পাই। প্রাচীন শাস্ত্রকার বলেছেন নাটকে প্রথমেই
গীতবিষয়ে যত্ন করা উচিত, কেননা নাটকে গীতই হোলো
সবচেয়ে প্রিয়—গীত এবং বাস্তব থাকলে সেই নাটক নিয়ে
কখনও বিপদে পড়তে হয় না। প্রাচীনকালে নাট্য-
শালার সঙ্গে অনেক সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠানও ছিল, সেগুলিকে
বলা হতো সংগীতশালা। নাটকে সাধারণতঃ প্রস্তাবনার
আগে এক রকম গান হতো—এ গানগুলি অভিনয়েব
অঙ্গ ছিল না। নাটকে আর এক রকম গান গাওয়া
হতো। তাকে বলা হতো ‘ধ্রুবা’। নাটকে পাত্র-
পাত্রীদের আগমন এবং নিষ্কমণের সময় কালোপযোগী
ভাব বজায় রেখে স্বর-লয় সহকায়ে এই ধ্রুবা গান গাওয়া
হতো। এ ছাড়াও অল্প রকম গানের প্রয়োগও
স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে শুধু ভারতেই নয় ভারতের
বাইরেও নানা স্থানে ভারতীয় সঙ্গীত বা তার প্রভাব
ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই প্রাচীনকালে ভারতীয় সঙ্গীতের
নিদর্শন হিমালয়ের অপর পারে ‘কুচী’ নামক মধ্য এশিয়ার
রাজ্য থেকে পাওয়া গেছে। এই সম্বন্ধে ত্রীপ্রবোধচন্দ্র
বাগচী তাঁর “ভারত ও মধ্য এশিয়া” নামক গ্রন্থে যে
বিবরণী দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি—

“উত্তরবাহী পথের উপর যে সব জনপদ অবস্থিত ছিল
তার মধ্যে ভরুক, কুচী ও অগ্নিদেশ ছিল প্রসিদ্ধ। এই তিন
দেশের মধ্যে কুচী ছিল সর্বপ্রধান আর সে দেশের অধিবাসীরা
চীনা ইতিহাসে গৌরবর্ণ জাতি হিসাবে খ্যাত হয়েছে।

...এসব দেশের প্রচলিত ভাষার আলোচনা থেকেই
বুঝতে পারি যে, এ অঞ্চলে যে জাতি বাস করত তারা
ছিল, প্রাচীন ইরানীয় ও ভারতীয়দের মত একটি আর্য
জাতি। সে জাতি ছিল সুদর্শন, গৌরবর্ণ ও নীলচক্ষু।
সে জাতি মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য জাতি হ’তে অনেক বেশী
সভ্য ছিল এবং তাদের হাতে ভারতীয় সভ্যতা নূতন রূপ
গ্রহণ করেছিল। সে জাতির কচি ছিল মাজিস, তাদের
বেশভূষার পারিপাট্য ছিল, কারণ তারা পশুমেব ও
সিঁকেব বস্ত্র বহন করত, অ বিদেশেও বিশেষ আদরের
বস্তু ছিল। উপরন্তু, সে জাতি ছিল সঙ্গীতপ্রিয়।

...এ দেশের প্রাচীন রাজাদের নাম ধারাবাহিক ভাবে
না পেলোও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে যে সব রাজারাাজত্ব
করেছিলেন, তাঁদের নাম পুরানো ছিন্নপত্রে পাওয়া
গিয়েছে। এসব নাম ভারতীয়, যথা : স্বর্গতে (= স্বর্গদেব),
অগ্নতে (= হরদেব) স্বর্ণপুষ্প, হবিপুষ্প ইত্যাদি।

...প্রাচীন কুচী জাতি ভারতবর্ষ হতে যে শুধু ধর্ম,
লিপি ভাষা ও সাহিত্য নিয়েছিল তা নয়। মধ্য এশিয়ার
নানা জাতিব মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাদের বিশেষ খ্যাতি
ছিল। তাদের মধ্যে নানা প্রকারের যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠ-
সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। সঙ্গীতে তাদের অদ্ভুত পারদর্শিতা
সম্বন্ধে চীনা-সাহিত্যে নানা উল্লেখ আছে। বর্ষাকালে যখন
বৃষ্টিপাত শুরু হত তখন কুচী সহরের সন্নিহিত পর্বতমালায়
নানা। জলপ্রপাত পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, আর কুচী
সঙ্গীতজ্ঞেরা সেই জলপ্রপাতের শব্দকে অতি নিপুণভাবে
রূপান্তরিত করত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে
চীনা সম্রাট নানা দেশের সঙ্গীত শোনার জন্য এক বিরাট
‘জলসার’ আয়োজন করেন। এই ‘জলসার’ জাপান,
কম্বুজ, কাশগর, সূর্য প্রভৃতি দেশ হতে শিল্পীরা আসেন

এবং তৎসঙ্গে কুচীর শিল্পীরাও আসেন। সে জলসায় কুচীক শিল্পী এমন দক্ষতার সঙ্গে নানা যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত করেন যে, পরিশেষে তাঁরাই সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পান। কুচীর সঙ্গীতের অন্ততঃ ২০টি বিভিন্ন স্বরের উল্লেখ চীনা-সাহিত্যে রয়েছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্য-ভাগে সুজীব নামে এক কুচীয় শিল্পী চীনদেশে চীনসম্রাজ্ঞী কুচীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁকে অনেক প্রশংসা করেন এবং সুজীব তাঁকে বলেন যে, কুচীয় সঙ্গীতে সাতটি স্বর-গ্রাম আছে। এই স্বর-গ্রামগুলির যে নাম চীনা-সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে, তন্মধ্যে ষষ্ঠ স্বরের নাম হচ্ছে—পন্-চেন্ (—পঞ্চম), তৃতীয়ের নাম—স-লি-ছ (—ষড়্জ), সপ্তম—ব্যু, এবং চতুর্থ—সহগ্রাম। এসব নাম যে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র হ'তে গৃহীত ইয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই, হয়ত তাদের প্রয়োগ ছিল কিছু পৃথক।”

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতকলা যে স্বদূর জাপানেও সমাদর লাভ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

“৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তরমাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আচাৰ্য্য বোধি সেন তাঁহার চম্পা ও চীনেব শিষ্যবর্গ লইয়া আসিলেন জাপানে। ইহারা অনেকেই শিল্পী ও গায়ক এবং ইহা-দিগকে লইয়াই বোধি সেন ৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানে আচাৰ্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর ভারতীয় বীণা ও বান্যযন্ত্র এবং গান্ধার রীতির অনেক প্রস্তর চিত্র আজও জাপানের চিত্রশালায় সমৃদ্ধে রক্ষিত আছে।”

(ভারত-মৈত্রী-মহামণ্ডল, শ্রীকালিদাস নাগ

অনুবাদক—শ্রীনিহারবঙ্কন রায়

প্রবাসী—পৌষ ১৩৩৩)

তথু প্রাচ্যেই নয়, স্বদূর অতীতে আমাদের সঙ্গীতের প্রভাব গ্রীস দেশে পড়েছিল।

Pythagorus ভারতবর্ষে তিনটি সপ্তকের প্রচলন দেখে গ্রীক সঙ্গীতে এই রীতির প্রবর্তন করেন। আরব দেশেও আমাদের সঙ্গীতের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বলে জানা যায়।

—ক্রমশ

গান

শ্রীপ্রদোষ কুমার

তোমারে চেয়েছি মোর বেদনার কূলে!

মিলনে তোমায় চাহিনিতো হায়

বাঁধিতে প্রেমের ফুলে

দীপ-নেভা রাতে, গহন আঁধারে,

এসো প্রিয়তম মোর অভিসারে—

হৃদয়-যমুনা তব লাগি' প্রিয়

ক্ষণে ক্ষণে ওঠে ছলে।

চাহনা তাঁদের মধুময় মধুরাতি

চাহি না ফুলের দিন,

আলোকে-আঁধারে নাইবা জালিলে বাতি

প্রাণে নাইবা বাজালে বীণ।

মোর জীবনের ওগো ধ্রুবতারা,

বিরহ-মিলনে একি তব ধারা—

নিতি নব-রূপে এলে চূপে চূপে

স্মৃতির ছয়ার খুলে।

স্বরলিপি

বাথা দিয়ে কথা বলেছিলে কিনা
মনে নাই মনে নাই,
বারেক আমারে ডেকেছিলে কাছে
মনে আছে শুধু তাই।

ভীরা হৃদয়ের মিনতি জানাতে
হাতখানি শুধু রেখেছিলে হাতে,
সহসা সে হাত শূন্য করেছে
তবু যেন ছোঁয়া পাঠ।

নীরবে কখন দূরে সরে গেলে
বুঝি নাই অভিমান
ভেবেছিলাম বুঝি সরমে বাধিল
শোনাতে প্রাণের গান।
মালাটি আমার ফিরে দিলে যবে
বুঝিছু বরণ করিলে নীরবে,
ফিরালে নয়ন তবু ফিরে ফিরে
সে নয়ন পানে চাই।

কথা—শ্রীমোহিনী চৌধুরী

সুর—শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীঅমলেন্দু ঘটক

+	o	+	o
II সা সা গরা সগরা ধা সা I রা মা মা পা ধণা -পধা II			
বা ধা দি o রে o o ক ধা ব লে ছি লে কি o o o			
৭রসা -সাঁ -ধা -মপা -ধপা -মা II {পা গা পা মা রা সগা II			
না o o o o o o ম নে না ই ম নে o			
[রসা ৭রা সা]			
রা -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ II মা মা মগা রগা রা সা II			
না o ই o o o বা রে ক o আ o মা রে			
রা গা গা ধা পধা -মা II পা -াঁ -াঁ ধা রাঁ সা II			
ডে কে ছি লে কা o o ছে o o ম নে আ			
ধা গমা রগা পমা -রগা -পা II পা গা পা মা রা সগা II			
ছে শু o ধু o তা o o o ই ম নে না ই ম নে o			
রসা -৭রা সা -াঁ -াঁ -াঁ II			
না o o ই o o o			

শ্রীঅনন্তদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক টাইপ বেকর্ডে গীত

+	০	+	০
II গা গা গধা পধা পমা -৭ I পা সা সা রসা -গা সা I			
ভী ক হ ০ দ ০ য়ে ০ ব্ মি ন তি জা ০ ০ না			
রা -রা -রা -গসা -রসা -গা I রা -রা রা সা গা গা I			
তে ০ ০ ০০ ০০ ০ হা ত্ খা নি শু ধু			
পা গা পা মা মপা -রা I মা -৭ -রা -পা -৭ -৭ I			
বে পে ছি লে হা ০ তে ০ ০ ০ ০ ০			
মা মা মগা রগা সা -সা I রা -জা পা রা -জা পা I			
স হ সা ০ সে ০ হা ত্ শ্ ০ গ্য ক রে চ			
পা দা সা পা মপা রমা I মা -গদা দা -৭ -৭ -৭ I			
ত ব্ যে ন ছো ০ যা ০ পা ০০ ই ০ ০ ০			
পা গা পা মা রা সগা I রসা গরা -সা -৭ -৭ -৭ I			
ম নে না ই ম নে ০ না ০ ০০ ই ০ ০ ০			
+	০	+	০
II না না না সা পা -৭ I জা মা জা সরা সা সা I			
নী ক বে ক খ ন্ দ্ ৭ স বে ০ গে লে			
সা রা জমা রা -জা দা I পদা -মপা -৭ -৭ -৭ -৭ I			
ব্ বি না ০ ই অ ভি মা ০ ০০ ০ ০ ০ ন্			
গা গা গধা পধা মা মা I রা মা পদা মপা জা জা I			
ভে বে ছি ০ শু ০ ব্ বি স র য়ে ০ বা ০ বি ল			
সা জা মা দা মা জা I সনা -সা -৭ -৭ -৭ -৭ I			
শো না তে প্রা গে ব্ গা ০ ০ ন্ ০ ০ ০			
সা রা জমা -রা জা দা I পদা -মপা -৭ -৭ -৭ -৭ II			
ব্ বি না ০ ই অ ভি যা ০ ০০ ০ ০ ০ ন্			

⁺ ^০ ⁺ ^০
II {সর্গী সর্গী গধা | পধা মা -⁺ I পা সী সী | সী সর্গী -ধর্গী I
 মা০ লা০ টি০ আ০ মা ব্ ফি বে দি লে ষ০ ০০
 রী -⁺ -⁺ | -⁺ -⁺ -⁺ I গা জর্গী জর্গী | জর্গী জর্গী রী I
 বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব্ ঝি চ ব র০ ৭
 রী র্মা রী | সর্গী -ধর্গী জর্গী I -রজর্গী -সর্গী রর্গী | -⁺ -⁺ -⁺ I
 ক রি লে নী০ ০০ র বে০ ০০ ০ ০ ০ ০
 সর্গী গর্গী সী | গা গা -গা I পা গা পা | মা জর্গী জর্গী I
 ফি০ বা০০ সে ন য ন্ ত ব্ ফি রে ফি রে
 সা সা রা | জর্গী মপা জর্গী I পা -⁺ -⁺ | জর্গী -পর্গী জর্গী I
 সে ন য ন পা০ নে০ চা ০ ই চা০ ০০ ই
 পা গা পা | মা রা সর্গী I রর্গী গর্গী সা | -⁺ -⁺ -⁺ II II
 ম নে না ই য নে০ না০ ০০ ই ০ ০ ০

গান

শ্রীশান্তশীল দাশ

যে-কুসুমগুলি সৌরভে তার
 মাতালো এ ধরণীতে
 তারি তরে জাগে কত না কাহিনী
 কবির জীবন ঘিরে।
 যে-ফুল লুটালো পথের ধূলায়,
 তার পানে বল কেবা ফিরে চায়!
 তার স্মৃতিটুকু পড়ে কী গো মনে
 বেদনার আঁখিনীতে।

বাঁচিবার তরে কত ব্যাকুলতা,
 কত না সাধনা তার,
 এক নিমিষেই ঝড়ের আঘাতে
 লুটালো পথের ধার;
 বেদনা তাহার নীরব ভাষায়
 জানালো, কেহ তো শুনিল না হয়,
 রচিল না কেহ বিদায়ের বাণী
 অকাল সমাধি-ভীতে।

স্বরলিপি

পরজ-বসন্ত-ত্রিতাল

গোরে গেরে মুহা পর বেসর শোহে
আউর শোহে নয়না কাজরা রে।
শীষ ফুল বুঁদ শোহে কণ্ঠমালা
আউর মোতিয়ন কি গজরা রে ॥

সুর ও স্বরলিপি : সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বায়ী

II +

সাঁ না দসা না। দাঁ পা জগা মগা। দক্ষা-গা জ্ঞা দা I
গো রে গো রে মু হা প০ র০ বে০ ০ স র

ক্ষা-না-না সাঁ। নসা-না-ক্ষা-সাঁ। -নদা-পা দক্ষা গমা। গা গক্ষা-না সা I
শো ০ ০ হে আ০ ০ উ ০ ০০ ০ ০০ র০ ০ শো০ ০ হে

সা-সমা-না-না। -ক্ষমা মপা-না-ক্ষা। নসা গা-না-ক্ষমা। জ্ঞা-দা-নদা-জ্ঞদা II
ন য়০ ০ ০ ০০ না০ ০ ০ কা০ ০ ০ জ০ রা ০ ০০ বে০

অন্তরা

II +

গা-না জ্ঞা দা। -না-না সাঁ-না। -ক্ষা গক্ষা নদা-নসা I
শী ০ য ফ ০ ০ ল ০ বু ০০ দ০ ০০

ক্ষা-না-না-সাঁ। সাঁ সমা-ক্ষমা গা। গক্ষা-না সাঁ-না। জ্ঞপা-ক্ষপা-না-না I
শো ০ হে০ ০ ক ০০ ০৭ ০ যা০ ০ লা ০ আ০ উ০ ব ০

জ্ঞা দা না সাঁ। ক্ষসা-নদা-পক্ষা-গমা। গমা-গা-ক্ষা-সা। নসা-গক্ষা-দনা সাঁ II
ধো তি য ন কি০ ০০ ০০ ০০ গ০ ০ জ ০ রা০ ০০ ০০ রে

স্বরলিপি

(ধেমাল)

বহার-চেতানা

সুমধুর গন্ধ আজি সুমন্দ পবন

বহে চারিধারে।

অতি মনোহর ফাগুন দিন

বসন্ত জাগাইল গুঞ্জরি ভ্রমরে ॥*

অনন্ত কলেজের অধ্যক্ষ, সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

স্বরলিপি—শ্রীনেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাঁ। না সাঁ না বঁসা। গা ধা গা পা। মা - পা পধা নঁসা। সাঁ গা পা পা।
স্ব ম ধু ০ র গ ০ ০ ক আ ০ জি ০ ০ স্ব ম ০ ন

মপা ধপা জমা -। মা গা ধা না। সাঁ - নঁসা রঁসা। গা ধা না "সাঁ II
প ব ন ০ ০ ব হে ০ চ রি ০ ধা ০ ০ রে ০ ০ স্ব

II। মা গা ধা না। সাঁ না সাঁ -। বঁজা মাঁ রাঁ সাঁ। না সাঁ গা ধা।
অ তি ০ ম নো হ র ০ ফা ০ গু ন দি ০ ন ০

মা গা ধা না। সাঁ না সাঁ সাঁ। সাঁ না সাঁ সাঁ। না সাঁ নঁসা রঁসা।
ব স ০ ক জা গা ই ল গু ০ জ রী ভ ০ ০ ০ ০

গা ধা না "সাঁ II
রে ০ ০ স্ব

ভান

১। জমা পধা নঁসা রঁজা। রঁসা গধা নঁসা "সাঁ। ১
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্ব

২। রঁজা রঁসা রঁসা নঁসা। গধা পধা নঁসা "সাঁ। ২
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্ব

* অচল রচিত "ফুলবালে কান্তা" গানটির অঙ্করণে রচিত হইয়াছে।

বাঁট

মমা ধা নঃ সর্গা সঃ । র্গা সর্গা সঃ গা ধঃ । ধর্গা সর্গা র্গমা নর্গা ।
স্ব ম ধু র গ ক আ জি০ স্ব ম দ প ব ন ব হে চা রি ধা

গঃ ধা সঃ নঃ সর্গা সঃ । গা পঃ সঃ নঃ সর্গা সঃ । গা পঃ সঃ নঃ সর্গা সঃ ॥
বে ০ স্ব ম ধু র গ ক স্ব ম ধু র গ ক স্ব ম ধু র

স্বরোদের গং

স্বরলিপি—শ্রীশ্যামকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ঝাঝাজ—ত্রিতাল*

চলন—সা গা মা পা ধা না সর্গা সর্গা ধা পা মা গা বা সা ॥ বাদী—গাঙ্গার, সমবাদী—নিমান।

স্তায়ী

II না সর্গা না সর্গা । - গা সা গা ধা । মা পপা গগা ধপা । মা গগা রা গা I
ডা ডিরি ডা ডা ব ডা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা বা

+ সা - গা সা গা । মা পপা ধা না । সর্গা না র্গমা সর্গা । গা ধধা পা ধা I
ডা ০ ডা বা ডা ডিরি ডা বা ডা ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা ব

অন্তরা

+ II গা মর্গা গা র্গা । - গা গা মর্গা গা । না সর্গা র্গা সর্গা । গা ধধা পা ধা I
ডা ডিরি ডা ডা বা ডা ডা বা ডা ডিরি ডা বা ডা ডিরি ডা বা

+ না সা রা - গা সা রা গা - মা ধধা মা - গা মা গা - I
ডা বা ডা ০ ডা বা ডা ০ ডা ডিরি ডা ০ ডা বা ডা ০

+ না সর্গা না সর্গা । - গা ধা পা । মা পপা গগা ধপা । মা গগা রা গা II
ডা ডিরি ডা ডা ব ডা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা বা

* অন্তরা বাজাইয়া স্থায়ীর দ্বিতীয় আবৃত্তি হইতে গং পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে।

বাহাত্তর ঠাট

ত্রিবিমল রায়

৬৪। শঙ্করা

ভূমিকা।—শঙ্করা ব'লে কোনও রাগ কোথাও আমি পাইনি। এইটি শঙ্করের বিকৃত উচ্চারণ, সে হিসাবে একে শঙ্কর বলাই ভাল। আমাদের ধারণা এই যে, শঙ্করাভরণকে ছোট ক'রে এবং সামান্য মুক্তি বদলিয়ে শঙ্করার উৎপত্তি। খুব সম্ভব প্রাচীনকালে শঙ্করায় শুদ্ধ মধ্যম ছিল, পরে শঙ্করাভরণ ও বেহাগ থেকে তফাৎ করার জন্য দুই মধ্যম ও পরে তাত্র মধ্যম হ'য়ে দাঁড়ায়। এ আমাদের আন্দাজ নয়, প্রাচীন ঋগ্বেদে এই পরিবর্তনগুলি দেখতে পাবেন। এখন আবার শঙ্করায় মধ্যম একেবারে বর্জিত ক'রে ফেলা হ'য়েছে, ফলে ঋ-যুক্তটি শঙ্কর-কল্যাণ হ'য়ে পড়েছে।

অর্ধাচীন তথ্য।—শঙ্করের তিনটি মুক্তি চোখে পড়ে—

- | | |
|----------|--------------------|
| ১। শুদ্ধ | মধ্যম বর্জিত |
| ২। শুদ্ধ | রেখাব মধ্যম বর্জিত |
| ৩। ঋ | |

রূপ।—১নং। গতি বক্র, উপবর্গ—সগপগা পানধর্না পানর্না সর্না র্না নপধগপগা রসা; নিখাদ প্রবল, সংক্রাস; ঐষত দুর্ল, রেখাব দুর্ল; কচিং পরগা ব্যবহার হয়।

২নং। রেখাব বর্জিত ১নং।

৩নং। উপবর্গ—সগপনধর্না পনর্না নপধগপ ঋধপ ঋগপগা রসা। বাদী সর্কত্র গাক্ষার।

নাম ব্যবহার—১নং। শঙ্কর

২নং। শুদ্ধ শঙ্কর

৩নং। শঙ্কর-কল্যাণ বা কল্যাণ-শঙ্করা

বিস্তার।—১নং। সগা পগ পগা সা; প্না গা সা প গপধগপগা রসা; গপনা নপধগপা পগরসা; গপনা পধগ পনধর্না পধপগপগা রসা; পনধর্না সর্না র্না নপগপধগপগা রসা; পনা সর্না গা র্না নপগপগা রসা।

২নং। রেখাব বর্জিত ১নং

৩নং। সগপধগপগা পগরসা, গপধগপা নপগপগা রসা; গপনধর্না পধগপগপগা রসা; গপনর্না সর্না র্না নপধগপধগপগপগরসা।

প্রকার ভেদ।—ক। ত্রৈণী

- | | |
|----------------|---------------|
| ১। শঙ্করাভরণ | ২। শঙ্করা অরণ |
| ৩। শঙ্করাকরণ | ৪। শঙ্করাচরণ |
| ৫। শঙ্করবেলাবল | ৬। কনকশঙ্করা |
| ৭। আনন্দশঙ্করা | |

খ। গোত্র

১। ত্রিশঙ্কর

গ। মিশ্রণ

১। ভূপ শঙ্করা ২। বেহাগ শঙ্করা ৩। নট-শঙ্করা।

৬৫। শাহানা

ভূমিকা।—শাহানা রাগটি মধ্যযুগীয়। প্রাচীন বানান পাই শাহানা, শাহানা। এখনকার উচ্চারণ শাহানা, মনে হয় যে, কথাটা শাহানাই ছিল এবং তৈরী হ'য়েছিল হয়তো কোনও বাদ্যশাহের সন্মানার্থে।

প্রাচীন তথ্য।—৬। শাহানা

ভাবভটে শাহানা কর্ণাট।

অর্ধাচীন তথ্য।—এখন শাহানার গোটা তিন চার মুক্তি দেখতে পাওয়া যায়, যথা—

১নং। জগন

২নং। জগ

৩নং। জগদ

রূপ।—১নং ক। গতি বক্র, উপবর্গ—সমা মজমপা য পনা পনা নর্না ধধা পমপা মা পা জা মপমরসা দ্বী পকম।

১নং খ। উপবর্গ—সরপজ্ঞা মরসা মণা পমপণধনসাঁ
র'স'ধণপা মজ্ঞা মরসা। রেখাব প্রবল, রমজমপ দেখা যায়;

শুধু কোমল নিখাদ ব্যবহারও দেখা যায়।

২নং ক। ১নং ক থেকে শুদ্ধ নিখাদ বাদ দেওয়া।

২নং খ। ১নং খ থেকে শুদ্ধ নিখাদ বাদ দেওয়া।

২নং গ। ২নং খ + আরোহে মপপণসাঁ।

৩নং। ২নং খ তে 'ধ'-এর স্থানে 'ন' ব্যবহার।

নাম ব্যবহার। ১নং ক। শহানা এখন বেশী চলন

১নং খ। শুধু শহানা

২নং ক। কলাবন্ত শহানা

২নং খ। প্রথম শহানা

২নং গ। নায়কী শহানা

৩নং। শহানা কানড়া—আমি নিজের বহার, বাগেশ্রী,
শহানা ইত্যাদিকে কানরা অঙ্গের বলিনা সেইজন্ত কোমল
বৈধত-যুক্ত দেখলে তবে কানড়া-অঙ্গের বলি।

বিস্তার।—সময়া মপপধমপজ্ঞা মররসা; মমজ্ঞ মপমপজ্ঞা

মাম পধমপজ্ঞমররসা; মপধমপপজ্ঞা মপস'ধণপমপধমপা
জ্ঞমপজ্ঞমরা সা; মপপণধনস'নসাঁ র'স'ধণপমপধমপজ্ঞা
জ্ঞমররসা।

১নং খ। সগ'সরা সগ'না, জ্ঞা মরা রসা; রসরপা মপম
জ্ঞা মরা সা; মা মপা পধণপা মপপজ্ঞা মররসা; রা মজ্ঞা
মপমপা পধণপণধনসাঁ র'স'গ'সাঁ ধণপজ্ঞা মপমজ্ঞা মররসা ॥

২নং ক। ১নং ক শুদ্ধ নি বজিত

২নং খ। ১নং খ শুদ্ধ নি বজিত

২নং গ। ২নং খ আরোহে মপপণসাঁ

৩নং। ২নং খ শুদ্ধ 'ধ'-এর স্থলে কোমল 'ন'।

৬৩। শ্রাম

ভূমিকা।—শ্রাম ৩০০-৩৫০ বছর আগেকার রাগ।
প্রথম পরিচয় মেলে রাগমালায়, রাগমঞ্জরীতে শ্রাম-বরাটী

নামের মধ্যে, যা আগে ছিল সামবৈরাটী। কাজেই সম্ভব
এই হয় যে, সামই পরবর্তীকালে শ্রাম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।
অল্পপ্রাচীন কালে নারদীয় চত্বাবিশংস্কৃত রাগনিরূপণে
শ্রামকল্যাণী পাই, কর্ণটিকেও শ্রামকল্যাণী বলে রাগ
আছে।

প্রাচীন তথ্য।—৬। শ্রাম—শুদ্ধ

৭। শ্রামনাট—গমপস'নধপমপমরসরমপমম।

অর্ধপ্রাচীন তথ্য।—আধুনিক কালে শ্রামের কয়েক
রকম মতভেদ আছে।

১। শুদ্ধ ঠাট কামোদ + কেমার + হাষীর।

২। মঙ্গ ঐ

৩। মঙ্গ সারং + কামোদ

৪। মঙ্গ ঐ গান্ধার বজিত

৫। মঙ্গ ঐ

কিন্তু শ্রামকল্যাণ কর্ণটিক মত হিসাবে

৬। শ্রাম ব'লতে নট অঙ্গ

শ্রামকল্যাণ ২নং মত

প্রাচীন শ্রামকে বিচার ক'রে এতোগুলি মতের
সামঞ্জস্য করা কঠিন, তবে এইটুকু ব'লতে পারি যে,
আগেকার দিনে ২নং শ্রামই প্রচলিত দেখা যেতো বেশী;
৩নং শ্রাম নূতন। রপরূপ বা কচিং রূপ মাঝে মাঝে
অবশ্য আগেও দেখা যেতো তবে তা সম্পূর্ণ এককভাবে
নয়। ১নং ২নং-এর সঙ্গে মিশে।

আধুনিক রূপা-এর ক্ষ এতো বেশী প্রবল ক'রতে দেখা
যায় যে সারং-এর চেহারা হ'য়ে যায়। শ্রামকে বর্ষার রাগ
কেউ কেউ বলেন, সে হিসাবে যেভাবে জোর দেখা যায়
এবং তা'হলে ক্ষ-এর জোরটা একটু কম। তৃতীয়তঃ
মধ্যম বাদী অথবা সঙ্গী বলা হয়, কিন্তু কাজে দেখা যায়
বিকৃত মধ্যমই বেশী ব্যবহৃত। শুদ্ধ মধ্যম যেন অমুবাদীরও
অধম। কামোদ অঙ্গের যেটি, সেইটির দু'রকম চেহারা
আছে—গমধা হাষীরের ধরণে, গমধা কামোদ, বেলা-
বলের ধরণে। আজকালকার গুণীরা বেশীর ভাগ নূতন

ঢং-এর রক্ষণা-এর দিকে। কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রাচীন অনেক
ঘরানা ১নং বা ২নং-এর দিকে। অবশ্য এদের মধ্যে
কেউই শ্রাম ও শ্রামকল্যাণকে পৃথক বলেন নি। ৫নং ও
৬নং যারা মানেন তাঁরা পৃথক বলেন; প্রাচীনকালেও
দেখছি শ্রামনট, শ্রামকল্যাণ রয়েছে, আয়রাও পৃথক
বলে মানা উচিত মনে করি।

রূপ।—১নং ক। গতি বক্র, উপবর্গ—সগরা মা মগ-
মপধনধর্মা নস'ধপমা গমধা ধপমগমরসা। বাদী খড়্জ।

১নং খ। উপবর্গ—সগরা গমপধপমধর্মা ধনপগমধপগ
মরনসা।

২নং ক। উপবর্গ—সমা'গমপমধা ধপনধর্মা নস'ধপ
ক্ষপমা গমরনসা। বাদী খড়্জ। পধপস' যায়।

২নং খ। ২নং ক + আরোহে কখনও সরগমপা।

২নং গ। উপবর্গ—সরগমা সরগক্ষপা ধপস' নধপক্ষপ
গমধপমগমরনসা। রপ, রক্ষপ ব্যবহার হয়।

৩নং। উপবর্গ—সরক্ষা পা নস' নধা পা ক্ষপগমা
রনসা।

৪নং। ৩নং গাঙ্কার বর্জিত।

৫নং। শ্রাম ৩নং-এর মতো।

শ্রামকল্যাণ—সরক্ষপধনস' নধপগরসা।

৬। শ্রাম ১নং-এর মতো।

শ্রামকল্যাণ ২নং-এর মতো।

এ ছাড়া স্বর-প্রয়োগে সামান্য মতভেদ পাওয়া যায়
যাতে রাগটির বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

নাম ব্যবহার।—১নং ক। শ্রামনট

১নং খ। শুধু শ্রাম

২নং ক। শ্রাম

২নং খ। শ্রাম

২নং গ। শ্রামনেলাবল

৩নং। শ্রামকল্যাণ

৪নং। শ্রামসারং

৫নং। { শ্রামকল্যাণ
শ্রামকল্যাণী

বিজ্ঞার।—১নং ক। সরমা মগপমগমগরসা; সমগম
পমমগমরনসা; মগপধপগমধপমগরগমরসা; গমধধনধ
পমগমরগরমগরনসা; পনধস'ধনপমপধপস'র'ধধপ
গমধপমগরপমপা গমরসা।

১নং খ। সরগমগপমগরপমপমগরসা; নস'ধপ' সর
গমরসা। মগমপগমধধপধপমা গমগরসা; পধপস'র'ধনধ
পমপগমধপগমরসা।

২নং ক। সমগপধপগমরসা। রপক্ষপমগমপগমধপগ
গমরসা; মগমপধধনধধপক্ষপমগমরসা; সমগমধনধ
নপক্ষপধপমগমরসা; পধনধস'ধনস'র'ধনপক্ষপগমধপগমর
নসা।

২নং খ। ২নং ক + ক্ষপমগরগমপ

২নং গ। ২নং খ + রগক্ষপ, রপক্ষপ, রক্ষপা।

৩নং। সরক্ষপধপধপক্ষপগমরসা; মরনস'রক্ষপা'প
পধনধপধপমগমধপগমরনসা; পনস'র'ধনস'নধপধপধ
পক্ষপক্ষগমরসা।

৪নং। ৩নং থেকে গাঙ্কার বর্জিত।

৫নং শ্রামকল্যাণী—সরক্ষপধনস'নধপগরসা। রপক্ষপগ
রনসা; পক্ষপধপগরক্ষপগরসা; পগরগরনসা রক্ষপন
ধস' নধপক্ষপগরসা।

স্বরলিপি

জো হম ভলে বুৱে তো তেরে ।
তুম্ হে হমারী লাজ বড়াঈ,
বিনতি স্নু প্রভু মেরে ॥
সব তজি তুব সরণাগত আয়োঁ,
নিজ কর চরণ গহেরে ।
তুব প্রতাপবল বদত ন কাহু
নিডর ভয়ে ঘর চেরে ॥
ওর দেব সব রংক ভিখারী,
ত্যাগে বহুত অনেরে ।
'সুরদাস' প্রভু তুম্‌হরি কৃপাত
পায়ে স্নুজু ঘনেরে ॥

কথা—সুরদাস

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II

সা না I
জো হম্

সা মা -া গা। মা -পা দা -মা I পা -দা সা -া। -া -া -া -া I
ভ লে ০ বু রে ০ তো ০ তে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

-া সা -া স্বা। গা দা পমা -পা I পমা -দা -গা দা। পা -দা পা -মা I
০ তুম্ ০ হে হ মা রী ০ ০ লা ০ ০ জ্ ব ডা ০ ঈ ০

-া পা গা দা। পা গা পা পা I স্বা -া সা -া। -া -া সা -না II
০ বি ন তী স্নু স্নু প্র ভু মে ০ রে ০ ০ ০ "জো হম্"

II {দা মা পা দা | সী সী সী সী I স্বী -ী স্বী স্বী | স্বী -ী সী -ী I
স ব ত জি তু ব স র গা ০ গ ত আ ০ য়ো ০

সী স্বী গী মী | মর্গী পর্মী মী মী I স্বী -ী সী -ী | -ী -ী -ী -ী I
নি জ ক র চ ০ র গ গ হে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

{সী -ী সী সস্বী | -গা গা দা পা I মা পা গা মা | গমা -পদা পা -ী I
তু ০ ব প্র ০ তা গ ব ল ব দ ত ন কা ০ ০০ হু ০

সা মা মা মা | মা -পা গা মা I দা -ী পা -ী | -ী -ী -ী -ী I
নি ড র ভ য়ে ০ ঘ র চে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

পা গা গদা পা | গা -ী পা পা I স্বী -ী সা -ী | -ী -ী সা -ন। II
বি ন তী স্ব হু ০ প্র তু মে ০ রে ০ ০ ০ "জো হম"

II {দা -ী -দা মা | -ী পা দা সী I সী -ী সী সী | স্বী -ী সী -ী I
উ ০ বৃ দে ০ ব স ব রং ০ ক ভি খা ০ রী ০

সী -স্বী গী মী | মর্গী পর্মী মী মী I স্বী -ী সী -ী | -ী -ী -ী -ী I
তা ০ গে ব হু ০০ ত আ নে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

{সা -ী সী সস্বী | -গা গা দা পা I মা পা গা মা | গমা -পদা পা -ী I
স্ব ০ ব দা ০ ০ স প্র তু তুম্ হ রি ক পা ০ ০০ ত ০

সা -মা মা মা | মা -পা গা মা I দা -ী পা -ী | -ী -ী -ী -ী I
পা ০ য়ে স্ব খ ০ জু ঘ নে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

পা গা গদা দা | গা -ী পা পা I স্বী -ী সা -ী | -ী -ী সা -ন। II
বি ন তী স্ব হু ০ প্র তু মে ০ রে ০ ০ ০ "জো হম"

বেহাগ-খেয়াল-টিমা-ত্রিতাল

গোরি তেরা রাজ সোহাগ

কায়েম দায়েম বহেরে,

দাত দি মিসি নয়নো দি কাজরা

রঙ্গ রঙ্গিলা তোরা জোরারে।

II +

| °

| °

১
| নসরমা গা সা নরসা II

গো০০০ রি তে রা০০

+ ° °
না পনা সা সা | নসা গমা পমগমা গা | সমগপা -মধগমা গা রসা |
রা জ০ সোহা গ কা০ য়ে০ ম০দায়ে ম ব০০০ ০০০০ হে রে০

১
“নসরমা গা সা নরসা” II

গো০০০ রি তে রা০০

II +

| °

| °

১
| পা ননা সঁ সঁ II

দা ত দি মি সি

+ ° °
না সঁসঁসঁ নপা না | সমা গমা পনা সঁসঁ | নসঁসঁগা সঁনপজ্জা গমপমা গসা II
নয় নো০দি কাজ রা ব০ দ্বর জিলা তোরা জো০০ ০০০০ রা০০০ রে০

১
“নসরমা গা সা নরসা” II

গো০০০ রি তে রা০০

—সংবাদ—

জলসামগ্র

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থিত স্টুডেন্টস্ হলে বিখ্যাত নৃত্যবিদ ও সেতারবাদক পণ্ডিত রবীন্দ্রশঙ্কর মহোদয়ের সেতার বাদনের আয়োজন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে প্রথমে তিনি ললিতা গৌরীর আলাপ ও গং বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর নটমল্লার ও দেশ রাগের দুইটি গং প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বাজাইয়া তিনি যে নিপুণতার পরিচয় দেন তাহা সত্যিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫ মিনিট বিরামের পর তিনি সাজ ও কাফি রাগের গং বাজান। তাহার সহিত তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন কলিকাতার সুবিখ্যাত সঙ্গীততাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহোদয় ও তদীয় কুশলী ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। বলা বাহুল্য, এই শিল্পীত্রয়ের সমন্বয়ে জলসামগ্রের অহুষ্ঠানটি এক পরম আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

লহরী

কলিকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের পরিচালনায় তদীয় ডিক্সন লেনস্থিত বাসভবনে ‘লহরী’ নামক একটি তবলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে জানিয়া আমরা বিশেষ আশাদ্বিত হইলাম। ভারতবিখ্যাত তবলাবাদক ওস্তাদ মজিদ খাঁ ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ কেরামত খাঁ ইহার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা তথা সমগ্র বাংলাদেশে একমাত্র তবলা শিক্ষার কোনও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান না থাকায় এই মহতী বিজ্ঞান সুযোগ্য অধিকারীর অভাব সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়টির সুযোগ্য পরিচালক ও শিক্ষকদ্বয়ের সুনিপুণ শিক্ষকতায় আশা করি বাংলার সঙ্গীত বিজ্ঞান এই অভাব মোচনের

বিশেষ সহায়তা হইবে। আমরা ইহার দীর্ঘ স্থায়ীত্ব কামনা করি।

সঙ্গীত-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎসব

সঙ্গীতচাৰ্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ‘সঙ্গীত শিক্ষাশ্রমের’ বাৎসরিক উৎসব গত ৬ই মার্চ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কীর্তনকলানিধি রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এই অহুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাহার অভিভাষণ সকলের নিকট বিশেষরূপে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

এই অহুষ্ঠানে প্রথমতঃ সাতজন ছাত্রছাত্রী সাতটি তবু বা লইয়া ঞ্চপদ গানের দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করেন। পরে শ্রীমান চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঞ্চপদ, ধামার, কুমার দীপ্তিদেবের খেয়াল, কুমারী স্নিগ্ধা দাশগুপ্তের কীর্তন, শ্রীমান সমীর মিত্রের এসরাজ, কুমারী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল, শ্রীমতী গৌরী দেবীর খেয়াল, শ্রীমান অনিল বোসের সেতার, কুমারী রেখা পণ্ডিতের বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল, শ্রীমতী লতিকা দেবীর সেতার, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল, শ্রীরামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার, শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠুমরী, শ্রীগৌরহরি কবিরাজের তানমালা, শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পান এবং কুমারী অলকার সেতার শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষরূপে আনন্দ দান ও মুগ্ধ করিয়াছিল। রমেশবাবু বাতীত ইহার সকলেই সত্যকিঙ্কর-বাবুর ছাত্র ও ছাত্রী। ইহাদের সহিত সঙ্গত করিয়াছিলেন মুদঙ্গী শ্রীঅরুণপ্রকাশ অধিকারী, শ্রীবীরু পাল ও শ্রীসুবোধ নন্দী। অহুষ্ঠানটি রাত্রি ১০ ঘটিকায় সমাপ্ত

হয়। সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

ডানকুনি স্টেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব

সম্প্রতি উক্ত ক্লাব কতৃক ডানকুনি স্টেশন প্রাঙ্গণে এক বিচিত্র অস্থান হইয়া গিয়াছে। অস্থানের প্রারম্ভে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের স্বকণ্ঠ গায়ক শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও তদীয় ছাত্রীগণ একাধিক ভজন ও আধুনিক গান করেন। অতঃপর ক্লাবের সভাপতি কতৃক 'পার্থ-

সারথি' (পৌরাণিক) ও বন্ধু (সামাজিক) নাটক দুইটি অভিনীত হয়। পার্থসারথি নাটকে শ্রীপ্রফুল্ল কাঞ্চিলালের শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্জুন, শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষের বক্রবাহন, শ্রীশঙ্কু আদকের চিত্রাঙ্গদা, শ্রীকেদার মুখোপাধ্যায়ের চিত্রবর্ষ প্রভৃতি ভূমিকাভিনয় অতিশয় মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। শ্রীপ্রফুল্ল কাঞ্চিলাল ও শ্রীশঙ্কু আদক স্বীয় অভিনয়কুশলতার জন্য দুইটি পদক লাভ করেন। অস্থানে সহস্রাধিক দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বর্তমান চৈত্র সংখ্যায় "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা"র পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইল। যে সকল অগ্রগ্রাহকবর্গের স্নেহভরুপে "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, তাঁহাদিগকে এই বর্ষ-সম্মিষ্ট্রণে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আগামী বৈশাখে সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা ষড়বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। আশা করি, বিগত কালে যাহারা এই পত্রিকার গ্রাহক থাকিয়া আমাদের অঙ্গগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদের সহায়ত্ব হইতে আগামী বৎসরও বঞ্চিত হইব না। এই চৈত্র সংখ্যায় যাহাদের বার্ষিক বা বাৎসরিক চাঁদা শেষ হইল, তাঁহারা যেন উক্ত সংখ্যা প্রাপ্ত হইবার পর দশ দিনের মধ্যে আগামী বর্ষের (১৩৫৬) চাঁদা বার্ষিক সভাক বার্ষিক ৩৬০ ও বাৎসরিক ২ মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করেন। যাহাদের পক্ষে বর্তমানে টাকা পাঠানো অসম্ভব অথচ "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" গ্রহণে ইচ্ছুক তাঁহারাও যে তারিখের মধ্যে টাকা পাঠাইতে পারিবেন তাহা জানাইবেন এবং যাহারা আগামী বর্ষের অগ্র গ্রাহক থাকিতে একান্তই অনিচ্ছুক, তাঁহারাও তাঁহাদের নিষেধাজ্ঞা চৈত্র সংখ্যা প্রাপ্ত হইবার পর দশ দিনের মধ্যে আমাদের অফিসে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রথায় বৈশাখ মাসের "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" যথারীতি প্রকাশিত হইবামাত্র তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ যোগে প্রেরণ করা হইবে। ঐদাসীকরণতঃ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া এই দুদিনে অথবা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, সেইজন্য পূর্বে হইতেই এই অনুরোধ করিয়া রাখিতেছি। ভিঃ পিঃ যোগে "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" প্রেরিত হইলে অথবা ১/০ অধিক ব্যয় বলিয়াই মনিঅর্ডার যোগে চাঁদা পাঠান স্থবিধা মনে করি। পত্রাদি বা টাকা পাঠাইবার সময় অগ্রগ্রহপূর্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

কাথ্যাধক্ষ : সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিহারদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রাংচৌধুরী, এম্-এল্-সি ;

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমদ্রথমোহন বসু, এম্-এ

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

বর্ষমূচী : বৈশাখ-চৈত্র ১৩৫৫

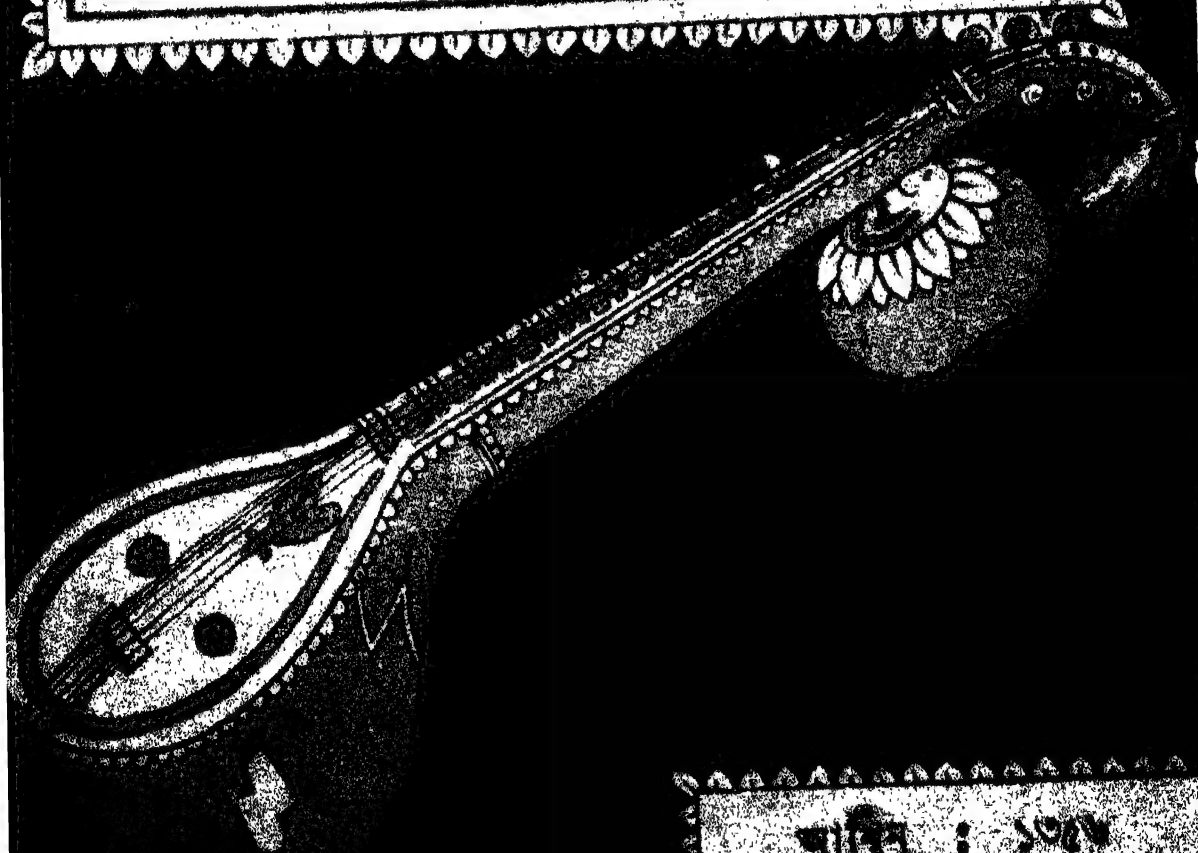
লেখকের নামানুসারে : বর্ণানুক্রমিক

শ্রী অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্তী		শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	
গান	৭৭, ২৩	স্বরলিপি	৫৬, ১১১, ১৫৫, ১৮৭, ২১৫
শ্রী অমিতা দাস		১৫ই আগষ্ট (স্বরলিপি)	৬২
স্বরলিপি	৭৮	শ্রী দিলীপকুমার রায়	
শ্রী অলক মিত্র		মুক্তিদীক্ষা (স্বরলিপি)	১০৪
গান	১২৮	শ্রী দেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	
শ্রী অমলেন্দু ঘটক		গান	১২২
স্বরলিপি	২০৫	শ্রী নিখিলচন্দ্র বড়াল বি. এল. বাণীকণ্ঠ	
কুমারনাথ		স্বরলিপি	১২৮
বাংলা ভাষায় রাগ-সঙ্গীত		শ্রী নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
শ্রী কৃষ্ণকিশোর দাস		স্বরলিপি	২০২
সর্গম্	৩৬, ৪৪, ৮২, ১৪৮	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	
শ্রী কৃষ্ণ বসু		বৈদিক সংগীতের রূপ	১, ২১
স্বরলিপি	২২	স্বরলিপি	৭২
কুমারী গাধাত্রী ঘোষ		সংগীত ও শিল্পী	১০১
স্বরলিপি	১১৬	সমালোচনা	১৩৬
শ্রী গোবর্দ্ধন চন্দ্র		শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	
স্বরলিপি	১২০	প্রসিদ্ধ বীণকার মিস্ত্রী সিংজী	১৭
চন্দনকুমার		শ্রী প্রদোষ কুমার	
স্বরলিপি	২৪	গান	২০৪
শ্রী শ্যামা ঘোষ দস্তিদার		শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	
স্বরলিপি	৭৮	হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের ব্যাকরণ	১৫, ৪৮, ১১৩, ১২৫, ১২৬, ২১৭
শ্রী জগৎ ঘটক		শ্রী বিকাশ রায়	
স্বরলিপি	৫, ১৬৫	স্বরলিপি	২৮
শ্রী জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি-এসসি		শ্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	
সেতারের গৎ	১৩	স্বরলিপি	৪৬, ১৫৩
জ্যে. ব্যানার্জি, এম. এ.		নৃত্যসঙ্গীতে বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫
রাগ জোগিয়া	১১৮	শ্রী বিনয়জ্যোৎস্না দাশগুপ্ত	
রাগ অহীর ভৈরব	১৮৫	রূপকথা (গান)	৪৭
		মহাআজীর জন্মদিনে (গান)	১০৩

শ্রীবিমল রায়		শ্রীশান্তশীল দাস	
বাহাদুর ঠাট ৫২, ৬১, ৯০, ১২১, ১৫৬, ১৭, ১৮১, ২১২		গান	৬, ২০৭
শ্রীবিমল চক্রবর্তী		শ্রীশচীন মিত্র, বি. এম্‌সি	
স্বরলিপি	১১০	স্বরলিপি	১০, ৭৩
শ্রীবাদলকুমার মুখোপাধ্যায়		শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র	
স্বরলিপি	১৩৪	স্বরলিপি	১৪৫
কুমারী মমতা মৈত্র		খান্‌সাজ	১৬৭
স্বরলিপি	৬৪, ১৭৮	শ্রীশঙ্করনাথ সেন বি. এম্‌সি	
শ্রীমীরা ঘোষ দস্তিদার		স্বরলিপি	১৪২
স্বরলিপি	৭৮	শ্রীশ্রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	
শ্রীমদীন্দ্রনাথ মিত্র বি. এ., বি. এল.		স্বরোদের গৎ	২১১
স্বর্গীয় হুম্মাননাস ওস্তাদজী	৮১	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
শ্রীমোহিতকুমার সরকার		স্বরলিপি	২০৮
স্বরলিপি	১৭৭	সম্পাদকীয়	
শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		সংবাদ	২০, ৩২, ৫২, ১০০, ১২০, ১৩৭, ১৫২,
স্বরলিপি	৪		১৮০, ২০০, ২২১
সঙ্গীতবিশারদ স্বর্গত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী	৩৩, ৪১	স্বযমারাগী	
শ্রীধোগেশচন্দ্র রায়		স্বরলিপি	৩৭
সেতারের গৎ	৫৭, ১০৩	শ্রীহরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, সঙ্গীতশাস্ত্রী	
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বরলিপি)	৫৫
অষ্টাদশ কানড়া	৭	শ্রীস্বধাংশুকুমার মিত্র	
স্বরলিপি	৫৮	স্বরলিপি	৬৬
শ্রীরমেন চৌধুরী		কুমারী স্বজাতা হাজরা	
গান	৭৫, ১৪৭	সেতারের গৎ	৭৬
শ্রীরাজেশ্বর মিত্র		শ্রীজনীনকুমার চট্টোপাধ্যায়	
ভারতীয় সঙ্গীতে ধ্রুপদের উদ্ভব	১৪১	গান	৮৬
উদ্ভব ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা	১৬১, ১২৬, ২০১	শ্রীস্বশীলকুমার ভট্টাচার্য	
পণ্ডিত রবিশঙ্কর		সেতারের গৎ	২৭
সেতারের গৎ	২৮	কুমারী স্মৃতি ভট্টাচার্য	
শ্রীলেখা ভাট্টা		সেতারের গৎ	১২৩
গান	১৩১	শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়	
		স্বরলিপি	২৫

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷାଦ

ପ୍ରବେଶିକା



ଦାନିଆ : ୧୦୦୦

ପାଣି : ୧୦୦

କଟି କଟା : ୧୦୦

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৬শ বর্ষ, সন ১৩৫৬ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দা বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রী হরিশঙ্কর পাল কে-টি
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম. এ, ডি-লিট (প্যারিস)
ডক্টার আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার টেট)
মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণকার) সাহেব
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
ডাঃ অম্বিনাথ সাক্তাল
শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর দত্তিতারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
মিসেস কে, সি, দে
শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী
শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসিক
শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এন্সি
শ্রীযুক্ত বামিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ভট্টাচার্য বি. এ.
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

দক্ষিণ বিজ্ঞান প্রবেশিকার বিজ্ঞাপন

বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের বড়াসই অদ্বিতীয়



বড়াস এণ্ড কোং

১৪, বেল্টিক ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১৯৬৭

সূচীপত্র

এস মা (গান)		স্বরলিপি—	
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত	১০১	শ্রীহনীল ঘোষ	১১০
বাহাস্তর ঠাট—		আগমনী (গান)—	
শ্রীবিমল বায়	১০২	শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী	১১২
স্বরলিপি—		উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা—	
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র	১০৪	শ্রীরাজেশ্বর মিত্র	১১৩
স্বরলিপি—		ভৈরবী—	
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১০৬	গীতশ্রী মমতা মৈত্র	১১৬
সঙ্গীতে জাগরণ—		গেতারের গং—	
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	১০৮	শ্রীহৃদীরকুমার মজুমদার	১১৮
		সংবাদ	১২

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার গ্রাহকদিগের নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারস্ত। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হইয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০। ষাণ্মাসিক : ২০।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও বচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের ভুল পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্যাদাক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাস্তবের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি

বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট আছে। মূল্য—২০ টাকা।

সংগীতসুধাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল—১৥০

সুর-বানী—২৥০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবানী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিনী সমাধিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিয়ান্নিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাক ২৪৩৬

অর্জুন বিশ্বাস কালীন অধ্যাপক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার বাসোক্তকরণে

—সদ্য প্রকাশিত হইল—

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র-গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি

বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

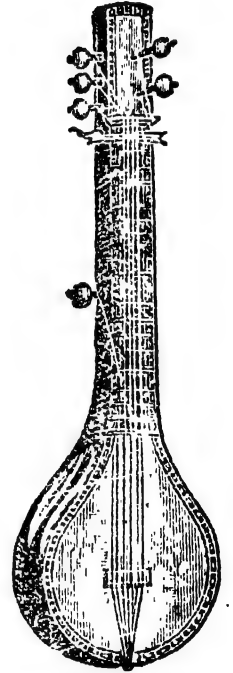
আর, বি, দাস—কলিকাতা

আধুনিক রুচিসম্মত সর্ববিধ তারের

—বাঁদ্যযন্ত্র—



অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা নিম্নিত
সেতার, এস্রাজ, তানপুরা,
উচ্চাঙ্গের তরফদার - সেতার,
স্বরোদ প্রভৃতি তারের যন্ত্র সকল
সময়ে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।



তরফদার সেতার—১১টি তরফ তার, ৭টি কাণ,
২টি লাউ ৩২", ডাণ্ডি, পর্দা নিকেল উৎকৃষ্ট
উপাদানেবিশিষ্ট কারিকর দ্বারা প্রস্তুত— ২০০.
এ —স্পেশাল কোয়ালিটি, ৩২" ডাণ্ডি,
পর্দা নিকেল হংসমুখযুক্ত, ওস্তাদদিগের
ব্যবহারোপযোগী— ... ২৫০.

—অন্যান্য বাঁদ্যযন্ত্রের জন্য পত্র লিখুন—

আর, বি, দাস—কলিকাতা

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত আলাপের বই

স্বাগতান্বিতা—৩

সুবিশ্লীষী পঞ্চজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিসংগ্রহ (১ম)—২৥০

এ (২য়)—২৥০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ বধিতরুপে শীঘ্রই
প্রকাশিত হইবে।

মসিদ খান ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা নিত্যান ও লাবী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২৥০

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল!

সুরের লিখন—২৥০

কথা: গীতিক 'র অজয় ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মা

কবি অজয়কুমারের রচনা-মধ্যস্থ্যে ও শচীনবাবুর স্বর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিলেখনযুক্ত অভিনব পুস্তক।)

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রী দুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত
সঙ্গীত গ্রন্থ

১। সঙ্গীত পরিচয় (হারমোনিয়াম শিক্ষা)

২য় সংস্করণ—ইহা ছোলনয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ
মহত্ব পুস্তক। মূল্য—২ টাকা।

২। সহজ বাঁয়া-তবলা শিক্ষা

ইহা বাঁয়া-তবলা শিক্ষার একমাত্র পুস্তক, ইহাতে
৩পদপতিসেবক শ্রী ৩ প্রসন্নকুমার বণিক,
আতা হোসেন প্রভৃতি বাদকের ভাল ভাল
বোল আছে। মূল্য—২ টাকা।

৩। রস-কীর্তন (আগার সমেত)—১৥০

৪। নগর-কীর্তন—৫০

৫। এসরাজ শিক্ষা (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৭, অপর চিংপুর রোড, কলিকাতা—৬

প্রকাশিত হ'লো!

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সঙ্গীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলকভাবে
আয়োজনা এবং হনুমন্ডতে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর
উৎপত্তি রহস্য ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসেব ও মৃত্তির চাক্ষুষ
পরিচয় দিতেছেন—

অধ্যাপক শ্রী অরিন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ-রাগিণীর অন্তর্শীলনে রসরূপের চাক্ষুষ
যেখচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিল্পাচার্য্য শ্রী নন্দলাল বসু

রাগের ও নব রসের নানাপ্রকার অভিব্যক্তিময় বহু
চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস চাঁদ, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা



ষড়বিংশ বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৫৬ সাল

৬ষ্ঠ সংখ্যা

এস মা

—জীবনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

অন্ধ-তিমির বিষ্ব বিদূরি' উজ্জলি' স্বর্ণ-শিখা,
অত্র-ললাটে আঁকিলে জননী সূর্য্য-তিলক-লিখা।

জীবনের জয়-মন্ত্র ধ্বনিত

এলে কি জননী প্রাণের শোণিতে,
মৃত্যু-ভয়াল রাত্রি নাশিয়া পরাতে জয়ের টীকা।

এস তবে আজ জীর্ণতা জরা গ্রানিভার যত নাশি'
ত্রাণময়ি ওগো, ত্রাণ কর যত কণ্টক-জ্বালা রাশি।

নিঃশেষি' মম ধ্যানের ধূপেরে

মগ্ন-মানসে আঁকিব রূপেরে,

প্রাণ-হোমানলে জ্বলে দিব আজ মিথ্যার মরীচিকা।

বাহাত্তর ঠাট

শ্রীবিমল রায়

৭০। সঙ্কল্পবী

ভূমিকা।—প্রাচীন সৈন্ধবী অর্ধাচীন কালে সঙ্কল্পবী, সিন্ধু, এবং ধুন হিসাবে সিন্ধু নাম গ্রহণ করেছে। উচ্চারণে সঙ্কল্পবী করাই ভাল, তবে সিন্ধু বীতে দোষ নেই। সিন্ধু এখন একটি পৃথক রাগ, যেমন ধানী ধাতাসী থেকে পৃথক রাগ।

সৈন্ধবী বহু প্রাচীন এবং ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ব একটি আদি রাগিণী।

প্রাচীন তথ্য।

- ১। নেই
- ২। সৈন্ধবী জগ
- ৩। সৈন্ধবী জগ
- ৪। সৈন্ধবী, সিদ্ধোড়া জগ
- ৫। সৈন্ধব জগ
- ৬। সিন্ধুরা
- ৭। নেই
- ৮। সৈন্ধব
- ৯। নেই
- ১০। সৈন্ধবী জগ

শব গ্রন্থেই জগ, আরোহে জগ বজ্রিত; শুধু ২ ও ৩নং “রপ” বজ্রিত বলে।

অর্ধাচীন তথ্য।—আধুনিক সঙ্কল্পবী প্রাচীনের মতোই আছে, তবে কোথাও নিখাদকে আরোহণে যুক্ত হ’তে দেখা যায়। অর্থাৎ সঙ্কল্পবী দু’প্রকার।

১নং। সরমপধসর্গধপমজরসা

২নং। সরমপধসর্গধপমজরসা

রূপ।—১নং। উপবর্গ—সরা মপা ধসর্গ নধপা ধমপা জা রা রা সা; বাদী বেধাব, ধৈবত প্রবল।

২নং উপবর্গ—সরমপা ধপসর্গ নধপা ধমপা রা সা।

বিস্তার।—১নং। সরমপা জরা মজরসা; গধসর্গ জরসগধসা; রমপজরা সরজরমা রমপা ধা মা পা জরা সর গধসা; রজরসরমপা ধপধপধপা মপজা রমপধপধপা মপ জরা জরসা; রমজরজরসরগধসা রা মপমপা জরমপা মপধ গা ধপধপজরা মা পা ধপমপজা রজরা সা, রমপধসর্গ নধসর্গ নধপধমপসর্গ মপধসর্গ জা রসর্গ রা সর্গধপধমপা ধপজ রা মজরা সা।

কচিং “রপ” হ’দ, তবে কাকির বৈশিষ্ট্য বলে এটি বাদ দেওয়া ভাল।

২নং। ১নং-এর মতো, শুধু পধপসর্গ, পধধপসর্গ এই-ভাবে চলবে; কখনও মপসর্গ যায়, কখনও রজসা হয়, কিন্তু বরবাকে মনে রাখতে হবে। রজসরগসা যাবে, কিন্তু দেসীকে ভুলে চলবেনা। সিন্ধুতে কেউ কেউ প্রাচীন গ্রন্থের অহংরূপে মধধপসর্গ যান, কিন্তু তাতে খাম্বাচের চেহারা দেয়, অতএব ব্যবহার না করাই ভাল।

প্রকার.—

ক। শ্রেণী

১। সিন্ধু ২। সয়ন্দুরা ৩। সিন্ধুরা ৪। সয়ন্দুরী
খ। মিশ্রণ

১। কাকি সিন্ধু ২। সিন্ধু-খাম্বাচ ৩। অহং-সিন্ধু ৪। সিন্ধুকী গারা ৫। সিন্ধুবী টোড়ী

এ ছাড়া কতকগুলি রাগে সিন্ধু বা সিন্ধুবী পূর্বনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যথা—

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ১। সিন্ধুবী আসাবরী | ২। সিন্ধুবী বিঝোটি |
| ৩। সিন্ধুবী ভৈরবী | ৪। সিন্ধুবী মজার |
| ৫। সিন্ধুবী মারু | ৬। সিন্ধু বিজয় |
| ৭। সিন্ধু আহীর | ৮। সিন্ধু রামকরী |

নাম ব্যবহার।—

১নং সঙ্কল্পবী। ২নং সিন্ধু।

২। দিকু সরস্বতী

এগুলিতে দিকুর বা দিকুবীর মিশ্রণ বিশেষ কিছু নেই, এরা আপল বস্তু নয় তাই বোঝবার জুই পূর্ণনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৭১। শুক্ল বেলাবল

ভূমিকা।—আপল রাগটি হ'লো শুক্ল বেলাবল অর্থাৎ বেলাবল মেলের শুক্ল রাগ। এ রাগে বেলাবল অঙ্গ অস্পষ্ট। উচ্চারণ শুক্ল বা শুক্ল বা শুক্ল; হিন্দুস্থানী হিসাবে শুক্লটাই ভাল। প্রাচীন গ্রন্থে এ নাম নেই। যদিও শুক্ল নামে একটি রাগ নেউ কেউ দেখিয়েছেন, তথাপি আমার নিজের ধারণা হচ্ছে এই যে, শুক্ল রাগ অতীত কোনও ঐ অর্থাৎ নামেই স্থযোগে তৈরী হ'য়েছে। প্রাচীন গ্রন্থে ধ্বলাঙ্গ, শুভাঙ্গ বলে রাগ পাই, তাদের সঙ্গে এর উদ্ভবের কোনও সম্পর্ক থাকার সম্ভাব বলে মনে হয়। বানানের দিক থেকে শুক্ল বগাটা আমি পছন্দ করি।

অর্ধাচীন তথ্য।—আধুনিক শুক্ল বেলাবল তিন রকম দেখা যায় :

১নং গন আরোহে সম্পূরণ,

২নং গন আরোহে গাঙ্কার উল্লংঘনযোগ্য

৩নং শুদ্ধ

রূপ।—১নং। গতি বক্র, উপবর্গ—সরগমা পনধনসাঁ ধা নপমপধপা ধমা গরপধমা গরগা সা; 'রপ' অদ্বয়, 'ধমা' অদ্বয়, পসাঁ (কিচ্চ পনসাঁ), নধসাঁ, সধপা, সধগপ, হতে পারে। আরোহে রেখা ব উল্লংঘন চলে; মধ্যম বাণী।

২নং। উপবর্গ—সরমা গমপননসাঁ ধনপমপধপমগ রপা ধমা গরগা সা। সগমপ, রমগপ, গমরপ যেতে পারে।

৩নং। ১নং-এর মতো শুধু কোমল নিধান বজ্রিত।

এতে পনসাঁ একটু সামান্য বেশী ব্যবহার দেখতে পাই; তবে পসাঁ-ই সাধারণ চলন হিসাবে লক্ষ্য করা যায়; অবশ্য পনধসাঁ রাখাই সব চেয়ে ভাল।

বৈশিষ্ট্য হিসাবে রপ, ধম, নগ, পসাঁ, গপম-কে মনে রাখতে হবে।

নাম ব্যবহার।—

১নং শুক্ল বেলাবল—বেশী চলে।

২নং বক্র শুক্ল বা কলাবন্তী শুক্ল।

৩নং শুদ্ধ শুক্ল বেলাবেল—আগে বেশী চলতো।

বিস্তার।—

১নং। সরগমা মপমগরগা সা; মা মগমপধমগমা রপা মগরগসা; সরগমা মপধমা গরগসা, রগমপমা গরগসা; মা মপধপধপমা গমপধমগরগসা; মপধনধসাঁ নসাঁ রগর্মার গরগর্মার, সধপধমগমা রপা ধপধপমগর গসা; মপসাঁ সনরসাঁ সধনপমপধমা গরপধপধপনধসাঁ ধপধমা গরগসা।

২নং। সরমা গপমা গমরপমগরগসা; রমা মগমপধা মা গমা পমগরগসা; সগমা পধপধপা ধমগমরপমগমা পধপমপগমগরগসা, সরগমা পমগরা পমগমরপা পধপধপধমা গরগরসা; রমপমা মগপমা পধনধসাঁধপধমা গরগা সা; মপনধনসাঁ রনধসাঁ সধপমগমরপধপধপধমগরগসা; রমগপধপধপমা পনধসাঁর সধনপমগরগমা পধনধসাঁধপধমা গরগসা।

৩নং। কোমল নিধান বজ্রিত ১নং।

প্রকার।—কিছু নেই, তবে শুক্ল-খামাচ ব'লে একটি নাম পাওয়া যায় যাতে শুক্ল পূর্ণনাম, এ ছাড়া শুক্ল বা শুক্ল পূর্ণী বলে একটা রাগ কিচ্চ দেখা যায়, যাদের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো।

—ক্রমশঃ

স্বরলিপি

*মালতী (শামিক) - চৌতাল

গ্রাম শ্রুতি মূরছনা কো

বেএরা জানে গারে,

নব নব রস লিয়ে।

শুধ্ সালন্ধিরণ তড়ব খাড়ব

দো রস নিরখ,

করকে লেত সুর ধরহিয়ে।

মহাজন : নায়ক গোপাল লাল

গীত ছন্দ ধারু-ধ্রুপদ বুঝরা

প্রবন্ধকো বাখান

সমঝতা হ্যায় জিয়ে।

কহত নায়ক গোপাল

বজ্রবিধ খরজ সাধি,

ইয়াতে শুনব কিজিয়ে কান দিয়ে ॥

স্বরলিপি : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

+	০	২	০	৩	৪													
[নসাঁ]					[পঙ্কা পা]													
II	সাঁ	-াঁ		পা	পা		-াঁ	পা		পা	গা		সা	গা		পা	-াঁ	I
	গ্রা	০		ম	৩		বু	তি		মু	র		ছ	না		কো	০	
	[পঙ্কা পা]															[সন্ সা]		
	পা	গা		পা	পা		-াঁ	সা		পা	-াঁ		-াঁ	সা		-াঁ	-াঁ	I
	বে	০		রা	০		জা	০		নে	গা	০		০		রে	০	০
	[সন্ সা	গা]					[স'না]											
	সা	গা		পা	পা		সাঁ	সাঁ		পা	-গা		-াঁ	গসা		-পা	-পা	II
	ন	ব		ন	ব		র	স		লি	০		০	য়ে		০	০	
	+	০		২	০		৩	৪										
																[নসাঁ]		
II	পা	-াঁ		পা	পসা		-াঁ	-াঁ		সাঁ	-াঁ		-াঁ	সাঁ		সাঁ	সাঁ	I
	৩	০		৫	সা		০	০		ল	৩		০	কী		র	৫	
	সাঁ	-াঁ		-াঁ	পসা		-াঁ	গসা		সাঁ	-াঁ		-াঁ	গা		-াঁ	সা	I
	০	০		০	৩		০	০		৩	০		০	৩		০	০	

*অধুনা অপ্রচলিত হ'লেও, ত্রিধরা মালতীর স্বরূপ সঙ্গীতজ্ঞ-সমাজে অস্বীকৃত নয়। ধ্রুপদটির মূল স্বরলিপিতে তিনটি স্বরই ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকন্তু, প্রচলিত ঔড়ব মালতীর পরিচয়ও বঙ্গনীযুক্ত স্বরলিপির সাহায্যে পাওয়া যাবে।
ইতি—স্বরলিপিকার

⁺ [না -সা] ০ ২ ০ ৩ ৪
 সা -না | গা গা | পা পা | পা সা | সা সা | সা -গা I
 দো ০ র স নি র থ ক র কে লে ০

[পা পা] [গা গা]
 -না গা | সা সা | পা পা | পা -গা | -না সা | -গা -পা II
 ০ ত স্ব র ধ র হি ০ ০ যে ০ ০

⁺ [গা -না -গা] ২ ০ ৩ ৭
 II সা -না | সা পা | -না পা | পা পা | পা -না | পা পা I
 গী ০ ত ছ ন্ দ ধা রু ধু বু প দ

[পা পা] [পা] [পা]
 গা -সা | গা সা | -না -না | পা -সা | -না সা | -পা পা I
 বু ০ য রা ০ ০ প্র ০ ০ ব ন্ ধ

[সা]
 পা -গা | সা গা | -পা পা | পা -গা | -না -গা | -না সা I
 কো ০ বা থা ০ ন স ০ ০ ০ য় ঝা

[পা]
 পা -না | সা সা | -না -না | গা -না | -পা -না | গা -না I
 ও যা তা হা য় ০ জি ০ ০ ০ যে ০

পা পা | পা গপা | -সা -না | সা সা | সা -না | সা সা I
 ক হ ত না ০ ০ ০ য ক গো ০ পা ল

[পা পা] [সা]
 পা গা | -পা সা | -না সা | সা গা | পা সা | -না সা I
 ব ছ ০ বি ০ ধ থ র জ সা ০ দি

[সা]
 সা র্গা | -না -না | -না র্গা | গা সা | সা পা | -সা সা I
 ই ণা ০ ০ ০ ০ তে ০ ও ন ব কি ০ জি

পা -সা | -না পা | -সা সা | পা -গা | -না সা | -গা -পা III
 যে ০ ০ কা ০ ন দি ০ ০ যে ০ ০

আগমনী

কলিঙ্গড়া—কাশ্মিরী-ধেমটা

আলোর ধারায় নামলো ধরায় শরৎ প্রভাত বেলা,

ধানের ক্ষেতে দোলায় মেতে বাতাস করে খেলা।

পূব আকাশে তরুণ রবি

আঁকছে বোসে সোনার ছবি,

কোন সে দেশে যায় বে ভেসে টুকবো মেঘের ভেলা।

ফুল মালতী শিউলী যুগ্মী ফুটলো লাখে লাখে,

পুঞ্জ অলি নাচন তুলি' গুঞ্জরিছে সাথে।

আজকে মধুর শব্দ হবে

বিশ্ব মায়ের বোধন হবে

গ্রামের বাটে নদীর ঘাটে জম্ছে তারি মেলা।

কথা ও সুর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায়

স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

স্থায়ী

II { ^১না ^১সী -না । ^০দা ^০পা -না I ^২মা -পদা মপা । ^০মা ^০গা -না I
 আ লো ব্ ধা রা য্ না ম্ ০ লো ০ ধ রা য়

মা দা -না । না ^১সী -^১ঝা I না ^১সী -না । -না -না -না } I
 শ র ৭ প্র ভা ত্ বে লা ০ ০ ০ ০

পা পা -দা । দা দা -না I পা পা -দা । -পা মা গা I
 ধা নে ব্ ক্ষে তে ০ দো লা য্ ০ মে তে

সা সা -ধা । পা মা -পা I গা মা -গা । -^১ঝা -সা -না II
 বা তা স্ ক রে ০ খে লা ০ ০ ০ ০

অন্তরা

II { দা^২ -৭ দা | -না^০ না সী I সী^২ সী -স্বা^০ | সী^০ না -৭ I
পু ব. আ ০ কা শে ত ক গ, র বি ০

সী -গী গী | স্বা সী -৭ I না সী -না | দা পা -৭ } I
আ ক ছে বো সে ০ মো না রু ছ বি ০

পা -৭ ধা | পা মা -গী I মা -দা দা | না সী -সী I
কো নু সে দে শে ০ যা য়, রে ভে সে ০

পা -৭ দা | পা মা -পা I গা মা -গা | -স্বা -সী -৭ } II
টু ক রো মে যে রু ভে লা ০ ০ ০ ০

সঞ্চারী

II { সা^২ -না^০ সা | গা^০ গা -৭ I মা^২ -৭ মা | পা^০ পা -৭ I
ফু লু মা ল তী ০ শি উ লী যু বী ০

পা -৭ দা | দা না -৭ I না সী -৭ | -৭ -৭ -৭ } I
ফু টু লো লা থে ০ লা থে ০ ০ ০ ০

দা -সী সী | সী -সী -স্বা I না সী -না | দা পা -৭ I
পু ০ ঞ অ লি ০ না চ নু তু লি ০

মা -৭ মা | পা পা -দা I মপা মা -গা | -৭ -৭ -৭ I
ঙ ০ ঞ রি ছে ০ শা থে ০ ০ ০ ০

আভোগ

২^০
{ দা - দা | না না - I সী - ঞ্জা | সী না - I
আ জ্ কে ম ধু ব শ ০ অ র বে ০

সী - গী গী | ঞ্জা সী - I না সী - না | দা পা - পা I
বি ০ অ মা ঘে ব বো ধ ন্ হ বে ০

পা পা - দা | পা মা - গা I মা দা - | না সী - I
গ্রা মে ব বা টে ০ ন দী ব ঘা টে ০

পা - দা | পা মা - পা I গা মা - গা | - ঞ্জা - সা - I II II
জ ম্ ছে তা রি ০ মে লা ০ ০ ০ ০

সঙ্গীতে জাগরণ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভারতীয় সংগীতের আলোচনা বলতে এ কথাই বলা যায় যে, ভারতবর্ষীয় সমাজে স্প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সংগীতকলার কিভাবে বিকাশ ও অহুশীলন হয়েছিল ও এখনো হচ্ছে তাদের আলোচনা করা। এই আলোচনার পিছনে থাকবে ঐতিহাসিকী, ঔপপত্তিকী ও ব্যবহারিকী দৃষ্টি ও মনোভূতি, নচেৎ সংগীতের সমীক্ষণ হবে একদেশী ও অসম্পূর্ণ।

আজকাল সংগীতের অহুশীলন বলতে কেবলই ব্যবহারিক দিকটার কথাই আমরা বুঝি। অবশ্য ব্যবহারিক দিকের মূল্য ও প্রাধান্যই বেশী, কেননা শাস্ত্রপাঠ ও অহুভূতি—এ দুটির ভেতর অহুভূতির সার্থকতাই

বরগীষ আর ভারতীয় আদর্শের মর্মকথাই তাই। কিন্তু তা হোলেও শাস্ত্রকে অবহেলা করা উচিত নয়। প্রাচীন মনীষীরা শাস্ত্রকে 'জ্ঞাপক' বলেছেন—'জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্' অর্থাৎ সত্য বা বস্তুর জ্ঞানিয়ে দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, কিন্তু হাতেনাতে করার উপযোগীতা তা থেকে অনেক বেশী। সাহায্য তো সংসারে সকলেই চায়! নিঃসঙ্গতা ও অসারতাকে বরণ করে একমাত্র নিবুঁকি মাহুযই।

সংগীতের বেলায়ও ঠিক ঐ একই কথা বলা যেতে পারে। আজকাল সংগীতশিল্পীরা সংগীতের ঔপপত্তিক দিকটার দিকে বেশী নজর দেন না, আর ভালভাবে অহুদকান কোরে দেখলে দেখা যায়, শতকরা ছিয়ানকই

জন সংগীতগুণীই ঔপপত্তিককে ভাবেন গোণ বলে, তাই তাঁদের ব্যবহারিক দিকটাও হয় পদ্ধ, চলার পথকেও তাঁরা করতে পারেন না সচল ও সাবলীল। সব-কিছুকেই সত্যিকারভাবে জানার একটা উপযোগীতা আছে, কারণ না-জানা, অধিক-জানা বা তুল-জানার ধাঁধায় পড়ে উপলব্ধির পথকে করি আমরা অবরুদ্ধ ও সংকীর্ণ। কবীরের একটি দোহাতে আছে : ‘অন্ধে শুক অন্ধে চেল’, দোনো নরকমে চৈরাম চৈরা’ কঠোপনিষদে এটিকে বলা হয়েছে : “অন্ধেন নীয়মানাঃ যথাক্ষাঃ।” ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই হোতে হয় তাই সচেতন। সংগীতের ব্যবহারিক ক্ষেত্র তাই অসংপূর্ণ এর ঔপপত্তিক দিকটাকে বাদ দিলে, আবাব কেবলই ঔপপত্তিক নিয়ে থাকলে সংগীতের সাধনাও হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এক্ষেত্রে ভগবানের রূপ যেমন জগৎ ও জীবকে নিয়ে পরিপূর্ণ, সংগীতের বিকাশও হয় সার্থক তেমনি ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক এই উভয় ক্ষেত্রের পরস্পর মিলনে।

ভারতীয় সংগীতের বেশীর ভাগ বইই সংস্কৃতভাষায় লেখা। তাদের অনেকগুলিকেই আবার ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায় না, তা’রা অস্থায়ীস্থির মতো অপাণ্ডিত্য ও আবদ্ধ হোয়ে আছে যেন ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাগার ও রাজ-প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে। আলোচনার অভাবে অনেক বইই পাওয়া স্বকঠিন, আর গ্রন্থের বিষয়বস্তুও হয়েছে সর্ব-সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য, কাজে কাজেই অপ্রয়োজনীয়। অথচ সেগুলির প্রয়োজনীয়তা ও অমূল্যতাকে অস্বীকার করার মানেই সংগীত-সাধনা ও অভিব্যক্তির পথকে করা দুর্গম ও দৈন্ত-দারিদ্র্যে ভরা।

তাই ভারতীয় সংগীতের সত্যিকারভাবে পুনরুদ্ধার করতে গেলে চাই উভয় দিকেরই সাধনা ও উভয় ক্ষেত্রেই

পরিপূর্ণ কোরে তোলা। সংগীত-সাহিত্য ও সাধনা এতই ব্যাপক ও সুবিশাল যে, মানুষের একটা জীবনে তাদের কোন কিছুই ইতি করা যায় না, অথচ সংগীতের সামান্য শিক্ষাতেই থাকি আমরা সমৃদ্ধ ও ‘শাস্ত্র দুর্বোধ্য’ এই ধূয়ার কল্লোল তুলে নিজেদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার করি আত্মগোপন। জাগরণের দিন সতাই আজ এসেছে, ইচ্ছা ও জ্ঞানবিমুখতার তন্ত্র। আমাদের দূর করতে হবে, তবেই সংগীতের ক্ষেত্রেও হবে নব চেতনার সঞ্চার, সংগীতের জগতে হবে দিব্য প্রেরণার স্ফূরণ। ঔপপত্তিকায়নের অমূল্যতাদের সাথে সাথে ব্যবহারিক সাধন জীবনকেও করতে হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। ভাষা ভাষা জ্ঞানের আবরণকে অজ্ঞানতা বোলে মেনে নেওয়ায় লজ্জা নেই, সত্যিকারের জ্ঞানের আশীর্বাদকে বরণ কোরে ব্যবহারিক সাধনার মাঝে আমাদের লাভ করতে হবে মুক্তির কল্যাণতম রূপ। আত্মোপলব্ধি, অনাবিল ও শান্ত আনন্দ লাভই আমাদের মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য, ক্ষণিক আনন্দের পথচারী হওয়া কখনই উদ্দেশ্য নয়। তাই যথার্থ জ্ঞানের আকুলতা নিয়ে সংগীতের উভয় ক্ষেত্রেই করতে হবে প্রসারিত ও সেই সম্প্রাণের মাঝখানে বেছে নিতে হবে আমাদের অস্বকল্যাণের পথ। ভারতীয় সংগীতের উদ্দেশ্যই তাই, কেবলই সাময়িক আনন্দ সৃষ্টি ও আত্মতৃপ্তির জন্তে এর সার্থকতা নয়। তাই ভারতের সংগীতগুণীদের আমরা এসব বিষয়ে সচেতন হবার জন্তে আবেদন জানাচ্ছি। সংগীতের ক্ষেত্রে অমূল্য ও সংকীর্ণ মনোভাব বিসর্জন দিয়ে সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত সমস্ত দিক দিয়ে সংগীতকে পরিপূর্ণ ও মহিমময় কোরে তুলতে আর তা হোলেই ভারতীয় সংগীতের মর্যাদা ও কোলিষ্ঠ থাকবে অটুট।

স্বরলিপি

ভজন—কাহারুবা

ছনিয়া মুখে কাহ্ন রাহী হর

ভজন গাওরে ভজন গাও

ভজন সে শ্রীয়া পার লাগেগী

ভজন সে জীবন আনন্দ ব্যাণ্ড।

প্রভুকে লিয়ে ঘাৰ্ কো ছোড়ো

নারী কাঞ্চন মায়া তোড়ো ;

ধূপ দীপসে আৰ্ত্তী কার্কে

মন্দিরোঁ মেঁ তুম্ প্রভুকে জ্যাগাও।

মেরা কাহ্না ছনিয়ারালোঁ।

ধ্যান সে শূন্ শূন্ শূন্

প্রভু চাহো তো গুরু ব্যাণ্ড

সারী ছনিয়া চূন্ চূন্ রে ;

ত্যাগ কারে জো সো হয় ত্যাগী,

বন্মে চুঁড়ে জো সো হয় যোগী,

সন্সার ধরম্ মেঁ কারম্ তু কার্কে

একবার প্রভুকে শরণমেঁ লাও ॥

কথা ও সুর—চন্দনকুমার

স্বরলিপি—শ্রীসুনীল ঘোষ

II সা সা সা রা | পা -পা মা -মা I গা -মা গা -। রা -সা -। গগা II
 ০ হ নি যা মু ০ বে ০ কা হ র ০ হী ০ ০ হয়

-। পা সা -। রা -। জা পা I -। রা রা -সা | রা -। সা -। II
 ০ ভ জ ন্ গা ০ ও রে ০ ভ জ ন্ গা ০ ও ০

সা পা -। পা | পা ধা পা -মা I -। মা -পা মা | গমা পা -। -। II
 ভ জ ন্ সে জা ই যা ০ ০ পা ব্ লা গে ০ গী ০ ০

পা গা -। গা | ধা -পা মা -। I সা গা গা গা | মা -। পা -। II
 ভ জ ন্ সে জা ০ ব ন্ আ ন ল্ বা না ০ ও ০

-। জা জা -। | সা জা পা -। I -। রা রা -সা | রা -রা -সা -। II
 ০ ভ জ ন্ গা ও বে ০ ০ ভ জ ন্ গা ০ ও ০

⁺না না না ধা | পা^০ -ধা মা -পা I ⁺না গা -না পা | সা^০ -না না -না I
০ প্র ভূ কে লি ০ য়ে ০ ০ যা ব কো ছো ০ ডো ০

না পা -না না | সা -না রা -না I -না গা -না -পা | গা -না -পা -না I
০ না ০ রী কা ন্ চ ন্ ০ মা ০ যা তো ০ ডো ০

সা -পা -না -না | পা -ধা পা মা I মা -পা মা -গা | পা -মা পা -না I
ধ ০ ০ প দী ০ প্ সে আ ব্ তী ০ কা ব্ কে ০

পা -গা গা গা | ধা -পা মা -গা I সা সা গা গা | মা -না -পা -না I I
ম ন্ দি রোঁ য়ে ০ ভূ ম্ প্র ভূ কো জা গা ০ ও ০

এর পর দ্বিতীয় “ভজন গাওরে” গাওয়া স্থায়ীতে ফিরিতে হইবে।

II ⁺সা সা -না রা | সা^০ -না ধা -না I ⁺গা সা রা -না | জা^০ জা রা -না I
০ য়ে ০ রা কা হ্ না ০ ছ নি যা ০ ও যা লোঁ ০

রা রা -না জা | মা -না পা -দা I মা -দা পা -না | -না -না -না -না I
ধে যা ন্ সে স্ব ন্ স্ব ন্ স্ব ন্ বে ০ ০ ০ ০ ০

পা পা -না দা | না -না সা -না I -না না সা না | দা -না -পা -না I
প্র ভূ ০ চা হো ০ তো ০ ০ ও ক বা না ০ ও ০

মা -না -দা -না | পা মা গা -না I সা -ঝা সা -ঝা | গমা -পধা -সা -না I
সা ০ রী ০ ছ নি যা ০ ছ ন্ ছ ন্ বে ০ ০ ০ ০ ০

⁺না না -া ধা। ^০পা -ধা মা -পা I ⁺গা -মা পা -ধা। ^০সাঁ -া না -া I
০ তা গ্ কা রে ০ জো ০ সো ০ হ য়্ তা ০ গী ০

পা -া না না। ^০সাঁ -া রা -মা I -া -রা সাঁ -রা। ^০সাঁ -না সাঁ -া I
ব ন্ মে ট্ ড়ে ০ জো ০ ০ সো হ য়্ যো ০ গী ০

সাঁ -না সাঁ -া। ^০পা দা -দা পমা I ^০গা ধা -া পা। ^০মা -পা মা -া I
স ন্ সা র্ ধ র ম্ মে ০ ক র ম্ তু কা র্ কে ০

প্পা না -া না। ^০সা পা -া পা I না জা -রা সা। ^০না -া -সা -া II II
এক্ বা ০ র প্র ভু ০ কো শ র গ্ মে লা ০ ও ০

• এর পর দ্বিতীয় “ভজন গাওরে” গাহিয়া স্বাধীতে ফিরিতে হইবে।

আগমনী

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

এসগো শারদ-লক্ষ্মী, তোমার ধরাগ আসন পেতেছি,
স্নেহ করবীর কোমল কোরকে বরণ-মাল্য গেঁথেছি।
মাঠে মাঠে ভরা নবীন ধানের মঞ্জরী,
পথে পথে আজি শেফালী পড়িছে ঝরি’—
ভরা তটিনীর কুলু কুলু তানে আগমনী সুর সেধেছি।
আকাশের বৃকে বলাকাদলের আলনা আছে আঁকা,
নব কুন্দের সুধা-পরিমলে মধু-চন্দন মাখা।
কাশের গুচ্ছে তোমার অর্ঘ্য রচিত,
তরুণ-তপনে মঙ্গল-ঘট খচিত,
এসগো জননী, তোমার মঙ্গল-গীত-সুধারসে মেতেছি।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা

(পূর্বাভূতি)

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

মুসলমান রাজত্ব :

মোগল যুগ

মোগল যুগে সঙ্গীতের যে প্রভূত উন্নতিসাধন হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য এবং আধুনিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তি এই মোগল যুগেই স্থাপিত হয়। এই সময় ফরাসি উচ্চাঙ্গের বেনীতে আসন লাভ করে এবং সঙ্গীতের গতানুগতিক পন্থা ছেড়ে অনেক গুণী ব্যক্তি নতুনধের প্রবর্তন করেন। আওরাংজেব ছাড়া আর প্রত্যেক সম্রাট সঙ্গীতের সমাদর করেছিলেন এবং আকবরের রাজত্বে সঙ্গীতের উন্নতির পবাকান্তি লক্ষ্য করি। আকবরের সভাসদ আবুল ফজল আলমৌ 'আইন-ই-আকবরি' নামক গ্রন্থে সেই সময়কার প্রচলিত সঙ্গীত কি রকম ছিল তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন। আইন-ই-আকবরির ইংরেজি অনুবাদ থেকে এব একটি বিবরণী এখানে দেওয়া হোলো।

সঙ্গীত বলতে সে যুগেও কর্ণসঙ্গীত, বহুবাহু এবং নৃত্য এই তিনটিকেই বোঝাতো।

প্রাচীন মহকে অনুসরণ করে আবুল ফজল বলেছেন যে, এই সঙ্গীতের শাস্ত্র সাতটি ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগের নাম স্বর বা স্বর। স্বর দুই প্রকার— অনাহত এবং আহত। অনাহত স্বর পৃথিবীর কোন কারণ থেকে উদ্ভূত হয় না। আঙুল দিয়ে কাণের ছিদ্র দুটি বন্ধ করলে ভিতর থেকে এক রকম শব্দ টের পাওয়া যায়—হিন্দুরা অনুমান করেন এর উৎপত্তি ব্রহ্ম থেকে এবং ব্রহ্মজ্ঞানী বা যোগী ভিন্ন এই অনাহত নাদের তাৎপর্য আর কারো পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্য নয়। আহত নাদের উৎপত্তি হয় পাখির কারণ থেকে, যেমন বাক্য বা

বস্ত্রে আঘাতের ফলে। মানুষের শরীরে বাইশটি নাড়ী আছে— এইগুলির সঙ্গে বায়ুর যোগেই শব্দের উৎপত্তি হয়। অবশ্য সবগুলিতে বায়ুচালিত হয় না এবং সেগুলি নীরব অবস্থায় থাকে।

স্বর সাত প্রকার :—

- ১। ষড়ঙ্গ—মস্তকের কর্ণধ্বনির মত
- ২। ঋষভ—চাতকের কর্ণধ্বনির মত
- ৩। গান্ধার—ছাগশব্দের অনুরূপ
- ৪। মধ্যম—ক্ৰোধের স্বরের অনুরূপ
- ৫। পঞ্চম—কোকিলের স্বরের মত
- ৬। দৈবত—দরুর ধ্বনির মত
- ৭। নিষাদ—স্ত্রীর নাদের মত

কোন কোন নাড়ীতে এই সব স্বর ব্যাপ্ত তাও আবুল ফজল বলেছেন কিন্তু এগুলি আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। সম্পূর্ণ ষড়ঙ্গ, ঔড়ব এবং সুরের বর্ণনাও তিনি যথার্থীতি করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—রাগবিবেক।

হিন্দুদের বিশ্বাস যে, সঙ্গীতের আবিষ্কারক মহাদেব, এবং পার্বতী। মহাদেবের পাঁচটি মুখ থেকে পাঁচটি রাগ নির্গত হয়েছিল। সেগুলি হচ্ছে—শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম এবং মেঘ। এর সঙ্গে নটনারায়ণ নামক আর একটি রাগ যোগ করা হয়, এটি নাকি পার্বতীর মুখনিঃসৃত। এই ছয়টি রাগের প্রত্যেকটির বহু প্রকার ভেদ আছে, তবে নিম্নলিখিত রাগগুলিই প্রধান :—

শ্রীরাগ—মালবী, ত্রিবীণী, গোবরী, কেশরী, মধুমধবী বিহারী।

বসন্ত—দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী, তোড়ী, ললিত, হিন্দোলী।

ভৈরব—মধামাদি, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্ধবী, পুনজেরী।

পঞ্চম—বিভাস, ভূপালী, কানাড়া, বড়হংসিকা, মালতী, পটমস্তবী।

মেঘরাগ—মল্লার, সৌরাষ্ট্রী, অসাবরী, কৌশিকী, গাঙ্গারী, হবংশারী।

নটনারায়ণ—কামোদী, কলাগ, অহিরি, শুদ্ধনাট, সালক, নটহামীর।

কতকগুলি প্রচলিত সঙ্গীত মিলিয়ে এক ধরণের গানের প্রবর্তন করেন। মানসিংএর মৃত্যুর পর বক্স এবং মানু গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের সভায় যোগ দেন এবং সুলতান কর্তৃক সমাদৃত হোয়ে সেখানে এই গানের প্রচলন করেন।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি রাগের চারটি করে প্রকারভেদও হতে দেখা যায়। ভৈরব রাগের প্রকারভেদ উপলক্ষ্যে ষষ্ঠরাগের নাম করা হয়েছে ‘পুনজেরী’। এ সম্বন্ধে জগদীশ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে যে মন্তব্য আছে সেটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

“Abul Fazal generally follows the authorities according to whom six Raginis are assigned to each Raga. But the Raginis belonging to Bhairava are given in the exact order of the list of Hanuman according to whom each Raga has only five Raginis. In his attempt to find out the missing sixth in the sloka given by Hanuman of which the last line is পুনজেরী ভৈরবস্ত রবান্না (are to be understood as the wives of Bhairava), Abul Fazal mistakes the word পুনজেরী as the name of a Ragini.”

এর পর আবুল ফজল বলছেন যে, বসন্ত, পঞ্চম এবং মেঘ রাগের স্থানে অনেকে মালকোশ, হিন্দোল এবং দীপক রাগের ব্যবহার করেন এবং এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে পাঁচটি করে রাগ কল্পনা করেন। আবার অপর মতে বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম এবং মেঘ রাগের পরিবর্তে শুদ্ধ ভৈরব, হিন্দোল, দেশকার এবং শুদ্ধ নাটের ব্যবহারও হোয়ে থাকে।

গান দুই প্রকার—মার্গ এবং দেশী। মার্গ সঙ্গীতের আবিষ্কার দেবতা এবং পুণিগণ, সূত্রাং বলা বাহুল্য যে, এই সঙ্গীত অত্যন্ত প্রকার বস্ত। দাক্ষিণাত্যে অনেকে বিভিন্ন ভাবে এই গান গেয়ে থাকেন—উদাহরণস্বরূপ সূর্য্যপ্রকাশ, পঞ্চতালেশ্বর, স্বরভদ্র, চন্দ্রপ্রকাশ, রাগকদম্ব, কুমারা এবং স্বরবর্তনী।

দেশী সঙ্গীত অর্থে স্থানীয় বা local গান বোঝায়। প্রত্যেক স্থানের বিশেষ বিশেষ লোকসঙ্গীত প্রচলিত, যেমন রূপদ আগ্রা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে গাওয়া হয়। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংএর সভায় নায়ক বক্স, মানু এবং ভাট্ট নামক তিনজন গায়ক সব সমাজের লোকের মনের মতো করে কতকগুলি প্রচলিত সঙ্গীত মিলিয়ে এক ধরণের গানের প্রবর্তন করেন। মানসিংএর মৃত্যুর পর বক্স এবং মানু গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের সভায় যোগ দেন এবং সুলতান কর্তৃক সমাদৃত হোয়ে সেখানে এই গানের প্রচলন করেন।

এর পরে আবুল ফজল বিভিন্ন দেশী সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা কবেছেন।

রূপদ সঙ্গীত তিনটি কি চারটি কলিতে বিভক্ত। এই গানগুলি সাধারণতঃ কোন বীরপুরুষের বীরত্ব এবং মহাবীর গাথাঙ্কনে রচিত। তৈলঙ্গী এবং কর্ণাটকী দেশী সঙ্গীতে বেশব প্রেমের গান রচিত হোতো সেগুলির নাম ছিল ধাক্ক। বাংলাদেশে রঙ্গীলা বলে একরকম গান শোনা যেত। জৌনপুরের গানের নাম ছিল চুটকল।

দিল্লীতে বেঘাল এবং তারানা গাওয়া হতো—এই গানগুলির স্রষ্টা ছিলেন প্রসিদ্ধ পারস্যী কবি আমীর খন্দ। এই গানগুলিতে পারস্য এবং হিন্দুস্তানের অপূর্ণ সম্মিলন ঘটেছে। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় যেসব গান গাওয়া হতো তার নাম ছিল বিষ্ণুপদ। সিন্ধুদেশে কামী বলে সখা এবং প্রেমের গান প্রচলিত ছিল। তিব্বতে কবি বিদ্যাপতি-বচিত কাচারী বলে প্রগাঢ় প্রেমের গান গাওয়া হতো। লাহোরের গানকে বলা হতো ছন্দ এবং গুজরাটের গান ছিল 'জাক্রী'। বিভিন্ন ভাষায় নানা তালে কাব্য এবং সঙ্গর নামে ছ'রকম বীরভঙ্গ্যচক গান প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া কতকগুলি রাগ বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, সেগুলি হচ্ছে পূর্বী, ধনাত্রী, রামকলী, কোভা, হুহা, দেশকার এবং দেশাধা।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম প্রকীর্তক—এতে আলাপ বিষয়ের আলোচনা আছে। আলাপ দুই রকমের—রাগালাপ এবং রূপালাপ। (এ সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম প্রবন্ধ। এতে গীতরচনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে নানা প্রকাব তালের আলোচনা আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় হচ্ছে বাদ্য। বাদ্য চার প্রকার—তত জাতীয় অর্থাৎ তারবজ্র সম্বন্ধীয়, মৃদঙ্গজাতীয় চর্মবাদ্যের নাম অনঙ্গ (আনঙ্গ), ধাতুময় বাদ্য হচ্ছে ঘন বাদ্য এবং ফুৎকার বাদ্যের নাম হচ্ছে স্থমির।

আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে নিম্নলিখিত বাস্তবস্তগুলির উল্লেখ করেছেন।

যন্ত্র—এটি বস্তুতঃ একপ্রকার বীণা—এর দুইদিকে দুইটি লাউ থাকতো এবং এই বীণা ছয়টি লোহার তার সহযোগে বাজানো হতো। এর পর্দাসংখ্যা ষোলটি।

বীণা—যন্ত্রের অল্পরূপ—এতে তিনটি তার ছিল।

কিন্নরী বীণা—বীণের চেয়ে অঙ্গ কিছু বড়—দুটি তার এবং তিনটি লাউ এতে সংযুক্ত ছিল।

স্বরবীণা—প্রায় বীণার মতো—এতে পর্দা ছিল না।

অমৃতি—এর দেহ স্বরবীণা অপেক্ষা ছোট—এতে একটি লাউ ছিল।

সবাব (১)—সাধারণতঃ এই যন্ত্রে ছয়টি তন্ত্রী (gut) ছিল। কোন কোন যন্ত্রে বারোটি বা আঠারোটি তন্ত্রীও দেখা যেত।

স্বরমণ্ডল—এই যন্ত্রে একুশটি তার ছিল—কতকগুলি লোহার, কতকগুলি পিতলের এবং কতকগুলি তাঁতের।

সারঙ্গী—একে মুসলমানেরা স্ববস্তুত'নও বলতেন। এই যন্ত্রটি ঠিক এগুনকার সারঙ্গীর মতো ছিল না। এতে একটি তন্ত্রী থাকতো এবং তার নীচে একটি লাউ থাকতো। এটি মেজ্রাফ দিয়ে বাজানো হতো।

অধতি—এতে একটি লাউ এবং দুটি তার ছিল।

কিন্ধারা বা কিংগ্রী—অনেকটা বীণের মতো তবে এতে তাতের দুটি তার ছিল এবং লাউগুলি ছিল ক্ষুদ্রতর।

উপরিউক্ত যন্ত্রগুলির মধ্যে স্বরমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। H. A. Popley-রচিত "The Music of India" নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা বলা হয়েছে উদ্ধৃত করা গেল—

(১) "The rabab or rebu, appears to have been specially favoured in Khurasan, although it must have had considerable support in Arab lands, since it passed for a national instrument. The term rabab covered several types of bowed instruments with the Arabs & perhaps it was the flat-chseted form that was considered the national type."

—A history of Arabian Music—Farmer.

"The Svaramandala is the ancient Indian dulcimer. It is said to be the same as the Katyayana-vina, which was invented by the Rishi Katyayana, and was also called the Sata tantri Vina, because it had originally hundred strings. Kallinatha, the commentator of Ratnakara says that the Mattakokila-Vina, mentioned by Sarangadaya, is really the Svaramandala. The Svaramandala is generally made of Tackwood and is three feet in length, one & a half feet in breadth and seven inches in height, and it stands on four legs like a piano. Wire strings are used and are attached to round pieces of wood shaped like small chess-pods. The tuning pins are made of wood and are tuned with a key in a similar manner to the Piano forte, that is in semitones.

"There are two methods of playing the Svaramandala one, with a mizrab and a shell, the other with two sticks like a

xylophone. In the former method, it is played with two plectrums worn upon the first and second fingers of the performer's right hand, while the little finger plays the accompaniment. In the left hand is held on shell which moved and fro upon the strings, by which means all Indian musical embellishments can be rendered with great taste and fineness. In the latter method, it is played with two felt-covered sticks and the sound is decidedly like that of a Piano"—(From an article by M. Fredalis in Times of India, Bombay).

"This instrument is the forefather of the modern piano, which is nothing more than an enlarged Svaramandala in which the strings are struck by mechanical hammers. This Instrument which Mr. Fredalis calls 'a grand old instrument whose sweet tones touch the very chords of the heart' is now forgotten and unused except in a very few places."

—ক্রমশঃ

ভৈরোঁ

গীতশ্রী মমতা মৈত্র

গাহিবার সময়—প্রাতঃকাল।

ঠাট—ভৈরোঁ।

ব্যবহাঃ—ঋ, দ।

আরোহণবরোহ—সা ঋ গা মা পা দা না সর্গ। সর্গ না দা পা মা গা ঋ সা।

জ্ঞাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।

বাদী—দৈবত, সমবাদী—ঋষভ।

পকড়—সা না দা না সা ঋ সা ঋ গা না পা দা মা গা মা ঋ সা।

আরোহণে সা ঋ গা মা...অথবা না সা গা মা...এই দুই প্রকারেরই হইয়া হইয়া থাকে। অবরোহণে—নিষাদ দুর্জল স্বর; যেমন, সর্গ না সর্গ দা পা...। গাঙ্কার স্বর বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়; যেমন, গা মা ঋ সা। মধ্যমের সহিত ঋষভের মীড় হইবে। দৈবত ও মধ্যমের স্বর সঙ্গত খুব ভাল।

—সংবাদ—

বিচিত্র অনুষ্ঠান

বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা দশ ঘটিকায় কলিকাতার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক এক বিচিত্র নৃত্যগীতানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। প্রথমে কয়েকটি ছাত্রী সেতারে কীকোটি বাগের তানসেন ঘরানার গং সন্মেলকভাবে বাজান, অতঃপর ওমর খৈয়াম পরি-কল্পিত দুইটি স্তম্ভের একক ও সন্মেলক নৃত্য প্রদর্শিত হয়। এই দুইটি নৃত্যে ছাত্রীগণ অপূর্ণ বাগনা প্রকাশ করেন। কয়েকটি তরুণ নৃত্যবিদের “সিংহলীয় সর্পপূজারী” সন্মেলক নৃত্যটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। সিংহলীয় কাণ্ডি নৃত্যের সহিত এই নৃত্যের স্তম্ভের স্রীতি রঞ্জিত হইয়াছিল। “মাতা পুত্রী”র দ্বৈত নৃত্যটি মন্দ হয় নাই। অতঃপর ছাত্রীগণ কর্তৃক মীরার একটি ভজন গান গীত হয়। বাংলার পল্লীনৃত্যটি প্রদর্শিত হইবার পর “স্বপ্নপুত্রী” নামক একটি সুপরিচালিত রূপকথামূলক নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই নৃত্যনাট্যে সঙ্গীতসম্মিলনীর ছাত্রী ব্যতীত কয়েকজন তরুণ নৃত্যাশিল্পী যোগদান করেন। বলা বাহুল্য, এক মনোহর পরিবেশ, দৃশ্যসজ্জা ও অপূর্ণ সঙ্গীতব্যবস্থার নৃত্যনাট্যটি অভিনীত হইয়া ছিল।

নৃত্যাভিযানে উদয়শঙ্কর

বিশ্ববিশ্রুত নৃত্যবিদ শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর এক নবপরিচালনা লইয়া এক নৃত্যাভিযানে বাহির হইবার মনস্থ করিয়াছেন। আগামী অক্টোবর মাসে তাঁহার অভিযান আরম্ভ হইবে। উপস্থিত তিনি মাদ্রাজে অবস্থান করিয়া নব নব নৃত্য

রচনায় ব্যাপৃত আছেন। প্রথমে তিনি এলাহাবাদে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তথায় তাঁহার নবপরিচালিত নৃত্যকলাদি প্রদর্শন করিবেন। অক্টোবর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ কলিকাতায় কয়েকদিন নৃত্য প্রদর্শনের পর বোম্বাই হইয়া মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। অতঃপর নভেম্বর মাসে তাঁহার মোহন সম্প্রদায় সহ হৃদয় ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার নৃত্যাভিযান জয়যুক্ত হউক, ইহাই কামনা করি।

গীত-বিতান

গত ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় বঙ্গা বোডম্ব আন্তঃতাত্ত্বিক কলেজ হলে কলিকাতার বিশিষ্ট বরীন্দ্র-সঙ্গীত বিদ্যালয় গীত-বিতানের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভা হইল। এই সভায় শ্রীযুক্ত স্নেহময় দত্ত ও তদীয় পত্নী যথাক্রমে সভাপতিত্ব ও পারিতোষিক বিতরণ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হওয়ায় শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। গীত-বিতানের উত্তর কলিকাতা ও দক্ষিণ কলিকাতার কেন্দ্রস্থলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের একাধিক একক ও সন্মেলক বরীন্দ্র-সঙ্গীত, সেতার গীটার প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য-কলাদি বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় সঙ্গীত সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ভ্রমহোদয় ও মতিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

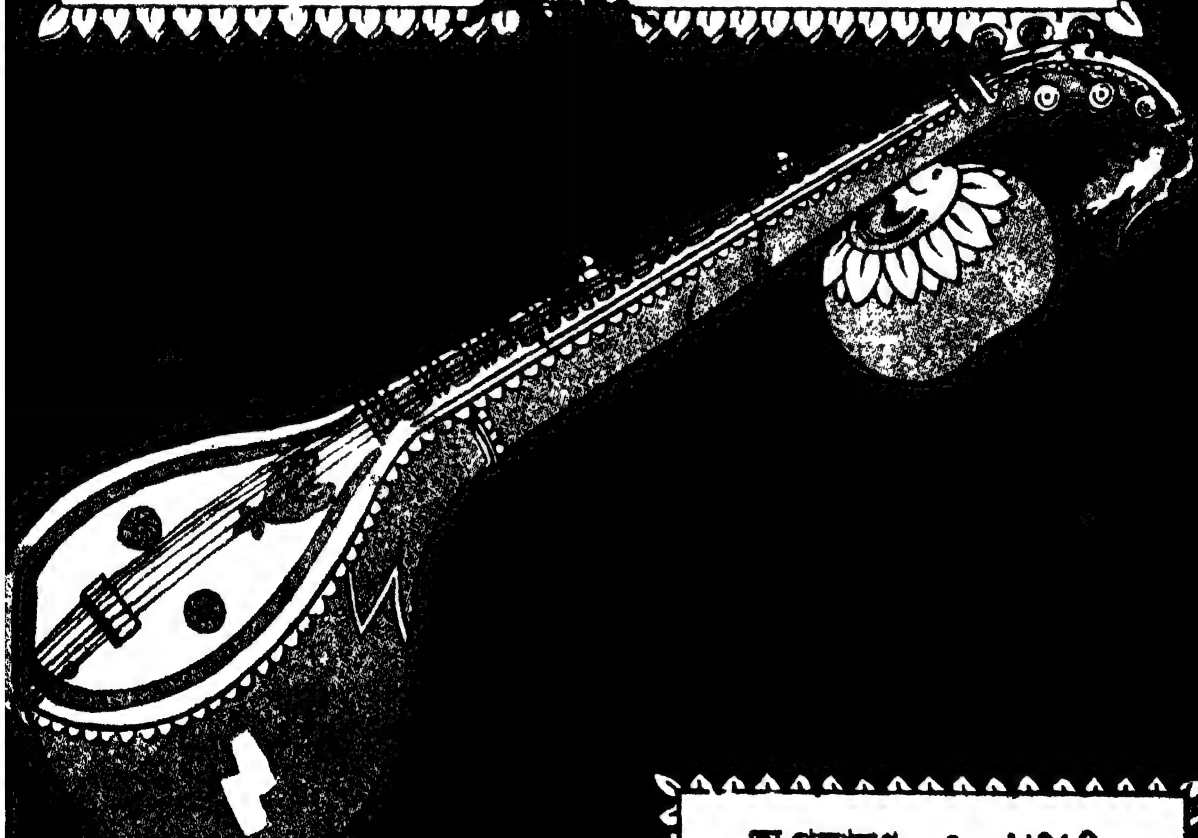
সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমদ্রথমোহন বসু, এম-এ

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷାଦ

ପ୍ରବେଶିକା



ଅଗ୍ରହାରଣ : ୧୭୫୭
ବାର୍ଷିକ : ୩୫ .. ପ୍ରତି ମସିହା : ୧୦

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ও রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র গাণিতিক পত্রিকা।

২৭শ বর্ষ, সন ১৩৫৭ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কাগ্যাদান—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

ভদ্রাবসায়সংকলনঃ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত অরুণকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্বার হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত গগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যাবিস)

চন্দ্রদাস আলিউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বৌদ্ধিক) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল

শ্রীযুক্ত হুর্গাপ্রসন্ন স্বতিভারতী

শ্রীযুক্ত হুম্মিদা দেবী চৌধুরী

মিসেস ক, সি, দে

শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসিক

শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এসসি

শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হুম্মিদা দেবী চৌধুরী বি. এ.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

==বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের রডাসই অদ্বিতীয়==



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১২৬৭

সূচীপত্র

হিন্দুস্থানী বাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ—

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ডাঃ বিমল রায় ১৪১	
বৃহৎ বিকাশ (স্বরলিপি)	
শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪	
কাব্যসঙ্গীতে স্বরজ্যোত্স্নাল—শ্রীরাজেশ্বর মিত্র ১৪৭	
বেহালায় গৎ—শ্রীক্ষিতীন রায় ১৪৯	
নবযষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার	
শ্রীরমণীমোহন পাল ১৫০	

রাগ : যোগ—

কুমার দেবপ্রসাদ গুপ্ত ১৫১	
স্বরলিপি—শ্রীঅসিত রায় ১৫৩	
স্বরলিপি—শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৫	
স্বরলিপি—	
কুমারী আরাধনা চট্টোপাধ্যায় ১৫৭	
পুস্তক-পরিচয় ১৬০	

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বধায়জ্ঞ। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০।
মাধ্যমিক : ২০।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।
- ৪। দ্বাবতীয় চিঠিপত্র কাগ্যাদ্যক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান
প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতবিদ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

ভারতীয় সঙ্গীত পরিচিতি

মূল্য তিন টাকা

একদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, অপরদিকে বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ-পরিচয় এবং উচ্চাঙ্গের ঐন্দ্র, খেয়াল, সাদরা প্রভৃতির গান, আকারমাত্রিক স্বরলিপি সহ বইখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মীর-ভজন মাল্য

ইহাতে ২০খানি মূল মীরবাসীর হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি

বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সম্মিষিত আছে। মূল্য ২০ টাকা।

সংগীতমুখ্যাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র কাস্যেয়

গানের মুকুল—১৥০

সুর-বানী—২৥০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষাধিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক দ্বাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবানী—সঙ্গীতসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিনী সমাধিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিয়াল্লিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সম্মিষিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাক ২৪৩৬

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

রাগনির্ণয়—(১ম)—৬

এ —(২য়)—২১০

একত্রে দু'ভাগ ৮১০ স্থলে ৭১০

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের

স্বরলিপিকা (১ম)—২৫০

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

রাগালোচন—৩

সংস্করণজননী (১ম)—৪

এ (২য়)—৩১০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ নীলম্বই প্রকাশিত হইবে।

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২১০

সুরের লিখন—২১০

কথা: গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য

স্বর ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভবপুর।

সুরের আলোচনা—২১০

কথা—শ্রীশৈলেন্দ্র রায়

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন্দ্র রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,

কৌশল, ভজন গান এই গুণ্ডকে সম্বিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১১০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব গুণ্ডক)

সুরবিহার :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সপ্ত খণ্ড স্বরলিপির প্রথম
খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এতে নানা ভাষা থেকে আহৃত সুর
আছে, হিন্দী সংস্কৃত গানও আছে। স্বদেশী গান
দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্কৃত অনূদিত, বন্দেমাতরম্, নাট্যনৃত্য
প্রভৃতি। দিলীপকুমারের আবালা সঙ্গীতগবেষণার ফল—
এই স্বরলিপি।

ভাগবতী গীত :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লোকপ্রিয় গীতিগুচ্ছ

আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ণ সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলকভাবে

আলোচনা এবং হনুমন্তে ছয় রাগ ও ত্রিশ বাগিনীর

উৎপত্তি-রহস্য ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিনীদের ইতিহাসের ও মূর্ত্তির চাক্ষুষ

পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ-রাগিনীর অতীতলেন্দ্র রসরূপের চাক্ষুষ

রেখাচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

বাগের ও নব রসের নানাপ্রকার অভিব্যক্তিময় বহু

চিত্রে স্থশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস ৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



ওস্তাদ শওকত আলি খাঁ
প্রণীত

সেনী-গীতিমালা প্রবেশিকা বিজ্ঞান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-তালিকাভূয়ায়ী ১৬টি রাগের ঔপনিষদিক পরিচয় সহ
আলাপ, ধ্রুপদ, হোরী, সাদ্রা, খেয়াল, তারানা, সর্গম, তান, বিস্তার, গং,
তোড়, তাল ও ঠেকা প্রভৃতি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।
মূল্য ৪২ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—সেনী সঙ্গীত সমাজ

৬৬নং মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা এবং প্রসিদ্ধ বাণেশ্বরের
দোকান ও পুস্তকালয় সমূহ।

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র-গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি
বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।
যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

বর্দ্ধিত আকারে ২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের
ভূমিকা-সম্বলিত।

গীত-দর্পণ

উচ্চাঙ্গের খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি হিন্দী,
উর্দু ও বাংলা গানের বহুল সমাবেশ !!

আব্দুল, বি, দাস—কলিকাতা



সপ্তবিংশ বর্ষ }

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ সাল

{ অষ্টম সংখ্যা

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ও

শ্রীবিমল রায়, এম. বি.

ঝিঁঝোটি

চলিত কথায় ইহাকে ঝিঁঝিট বলে। সেনী ঘরাণায় ঝিঁঝোটি ঝাঝাজ ঠাটের সম্পূর্ণ রাগ; ইহা কোমল নিধানযুক্ত। ইহার দুই প্রকার রূপ আছে।

১। বক্র-সম্পূর্ণ, ঝাঝাজ + তিলং + তিলক
কামোদ যোগে উৎপন্ন সা বাদী, প সম্বাদী, গা গ্রহ ও সা ত্রাস।

আরোহাবরোহ

সা রা গা সা, রা মা পা ধা গা ধা পা ধা সা; সা
পা ধা পা ধা মা গা রা গা সা।

(২) বক্র-উড়ব-সম্পূর্ণ বা বক্র-খাড়ব-সম্পূর্ণ।

ঝাঝাজ + ঝাঝাবতী + দেশ যোগে উৎপন্ন।

গা বাদী, ধা সম্বাদী, পা গ্রহ, মা ত্রাস। মজ্জ-মধ্যস্থানীয় রাগ বক্র গতি।

আরোহাবরোহ

ধা সা রা গা সা রা মা পা ধা সা; সা পা ধা পা
ধা মা গা রা গা সা।

ইহা ব্যতীত আরও তিন চারিপ্রকার ঝিঁঝোটি অন্ত্যস্ত ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। সেনী ঘরে তাহাদের পৃথক নামকরণ আছে, যথা—পাহাড়ী-ঝিঁঝোটি, নূরপুরী ঝিঁঝোটি ইত্যাদি। ঝিঁঝোটিতে গা ধা গা প্, রা মা গা, সা রা গা সা ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। অন্ত্যস্ত ঘরে কচিং মধ্যমে

অপভ্রাস দেখা যায়। এখন (২) প্রকারের আঙঠার -১ পা ধমা গা -১ রা গা -১ সা পা ধা গা ধা পা ধা সা
নিখিতেছি :—

সা গা ধা পা ধা মা পা -১, গা ধা পা ধা সা ধা পা, মা পা ধা সা -১, রা গা সা -১, মা গা রা গা সা,
-১, রা গা সা -১, রা পা মা গা, রা মা পা পা, ধা -১ মা গা পা ধা সা -১। রা মা পা ধা সা -১, গা ধা, পা, ধা ধা মা
রা গা -১ সা।

গা গা -১ সা, না পা ধা সা রা গা -১, রা মা -১, ধা সা গা ধা পা, গা গা ধা পা, ধা ধা পা, ধা মা গা
গা -১ মা গা -১ সা, রা গা -১ সা রা গা সা পা ধা সা মা গা রা গা -১ সা ॥

সর্গম

ঝিঁঝিট—ত্রিতাল

প্রাপ্ত : ছন্দন সাহেব

স্বাক্ষরী

II গা^০ ধা পা না।গা^১ -১ সা রা।মা⁺ -১ পা মা।গা^০ -১ সা রা I
গা সা -১ না।ধা মা পা ধা।সা রা মা পা।মগা রগা সা রা II

অন্তরা

II গা^০ গা ধা গা।ধা^১ মা পা ধা।সা⁺ রা গা সা।গা^০ ধা পা মা I
ধা পা মা গা।সা রা গা সা।সা সা গা ধা।পমা গমা গা সরা II

সর্গম

ঝিঁঝিট—ত্রিতাল

প্রাপ্ত : বাহাদুর সেন

স্বাক্ষরী

II গা⁺ ধা গা পা।ধা^০ -১ সা -১।গা^০ ধা পা মা।গা^১ -১ সা রা I
মা গা সা -১।পা ধা সা রা।গা^০ -১ সা রা।মা পা ধা -১ I
গা গা ধা পা।ধা^১ ধা পা মা।-১ গা -১ মা।পা ধা সা -১ I
রা গা -১ ধা।-১ গা -১ মা।পা মা গা মা।গা^০ -১ সা -১ II

বৃহৎ বিকাশ

ছল্ছে সিদ্ধুজল, ছল্ছে।

যেন অসংখ্য-দল-বিপুল-নীলোৎপল

রূপ-স্বর্গের দ্বার খুল্ছে।

বিকাশানন্দে তার

বৃহৎ ছন্দ ভার

উদ্বেলি' আন্দোলি' তুল্ছে।

ছল্ছে সিদ্ধুজল, ছল্ছে।

সিদ্ধু পাগল হ'ল নৃত্যে।

শস্তুর মত ঐ তরঙ্গে তাতা-ধৈ

কি রঙ্গ দোলে তার চিত্তে।

পলকে পলকাহত,

ভাঙছে গড়ছে কত,

তুল্ছে ফেল্ছে কত বিস্তে।

সিদ্ধু পাগল হল নৃত্যে ॥

সিদ্ধু আমারে করে বন্দী।

জননীর মত এসে সম্মানে ভালবেসে

অনন্তে নিল অভিনন্দি'।

কি বিপুল প্রোলাসে

ক্ষুদ্র পরাণ ভাসে।

রুজ্জাগী সাথে তার সন্ধি।

সিদ্ধু আমারে করে বন্দী ॥

সিদ্ধু আমারি বুকে ছল্ছে।

যেন অসংখ্য-দল-বিপুল-নীলোৎপল

রূপ-স্বর্গের দ্বার খুল্ছে।

বিকাশানন্দে ওর

বৃহৎ ছন্দ মোর

অস্তুর উদ্বেলি' তুল্ছে।

সিদ্ধু আমারি বুকে ছল্ছে ॥

কথা—নিশিকান্ত (পণ্ডিতেরী)

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II ধা -া ধা খপা | -া মা গা -সা II রা -া মা -া | -া -া -া -া II
 ছ ল ছে সি ন খু জ ল ছ ল ছে ০ ০ ০ ০ ০
 সা মা মা মা | -া মা মা গা II মা পা পা পা | পা -া মা গা II
 যে ন অ সং ০ খ্য দ ল বি পু ল নী লো ২ প ল
 মা -ধা ধা -া | ধা -া গা -ধা II পা -গা ধা -া | -া -া -া -া II
 রূ প, স্ব ব্বে গে ব্বে ঘা ব্বে খু ল ছে ০ ০ ০ ০ ০
 ধা গা সা সা | -া রা গা -া II সা রা -া সা | -গা ধা পা -া II
 বি কা শা ন ০ ন্দে তা ব্বে ব্বে হ ২ ছ ০ ন্দ তা ব্বে
 ধা -গা রা রা | র'সা -া গা ধা II পধা -া গা -া | -া -া -া -া II
 উ ০ বে লি আ ০ ন্দো লি তুল্ছে ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা পা | পা -া মা গা I মা -গা ধা -া | -া -া -া -া I
সি ন্ ধু পা গ ল্ হ ল ন্ ০ তো ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ -া সাঁ সাঁ | সাঁ না সাঁ -া I ধা ধা -া ধা | ধা ধা গা -ধা I
শ ম্ তু র ম ত ঐ ০ ত র ০ ধৈ তা তা থৈ ০

পা সাঁ -া সাঁ | গা গা ধা -পা I গা -া ধা -া | -া -া -া -া I
কি র ০ জ দৌ লে তা ব্ চি ০ ভে ০ ০ ০ ০ ০

ধা -া ধা পা | পা -া গা মা I বগা -া মা -া | -া -া -া -া I
সি ন্ ধু পা গ ল্ হ ল ন্ ০ তো ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ গা গা গা | গা গা মা গা I রা -গা মা পা | পা পা মা মা I
প ল কে প ল কা হ হ ভা ঙ্ ছে গ ঙ্ ছে ক ত

মা ধা ধা ধা | ধা গা সাঁ সাঁ I বগা -া ধা -া | -া -া -া -া I
তু লি ছে ফে লি ছে ঞ ত বি ০ ভে ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ -া সাঁ ধা | গা -না পা মা I গা -া মা -া | -া -া -া -া I
সি ন্ ধু পা গ ল্ হ ল ন্ ০ তো ০ ০ ০ ০ ০

II সাঁ -া সাঁ ধা | গা পা ধা গা I সাঁ -না সাঁ -া | -া -া -া -া I
সি ন্ ধু আ মা রে ক রে ব ০ দৌ ০ ০ ০ ০ ০

মা পা পা -া | পা পা মা গা I মা -ধা ধা গা | পা ধা গা সাঁ I
জ ন নী ব্ ম ত এ সে স ০ স্তা নে ভা ল বে সে

ধা গা -রাঁ রাঁ | সাঁ সাঁ গা ধা I গধা -া গা -া | -া -া -া -া I
অ ন ০ স্তে নি ল অ ভি ন ০ দ্বি ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ -া সাঁ ধা | গা পা ধা গা I সাঁ -া ধা -া | -া -া -া -া I
সি ন্ ধু আ মা রে ক রে ব ০ দ্বী ০ ০ ০ ০ ০

ধা গা সাঁ সাঁ | মাঁ -া গাঁ গাঁ I সাঁ -া রাঁ সাঁ | গা ধা পা পা I
কি বি পু ল শ্রো ০ রাঁ সে ক্ ০ ড্র প বা গ ভা সে

সাঁ -া গা গা | ধা পা মা -া I গাঁ -া মা -া | -া -া -া -া II
ক ০ ড্রা গাঁ সা থে তা ব্ স ০ দ্বি ০ ০ ০ ০ ০

II সাঁ -া সাঁ ধা | গা ধা পা মা I পা -া মা -া | -া -া -া -া I
সি ন্ ধু আ মা রি বু কে ছ ল্ ছে ০ ০ ০ ০ ০

সা মা মা মা | -া মা মা গা I মা পা পা পা | পা -া মা গা I
যে ন অ সং ০ থা দ ল বি পু ল নী লো ২ প ল

মা -ধা ধা -া | ধা -া গা -ধা I পা -গা ধা -া | -া -া -া -া I
রু প্ স্ব ব্ গে ব্ ধা ব্ থু ল্ ছে ০ ০ ০ ০ ০

ধা গা সাঁ সাঁ | -া রাঁ গাঁ -া I সাঁ রাঁ -া সাঁ | -গা ধা পা -া I
বি কা শা ন ০ মে ও ব্ ব্ হ ২ ছ ০ দ্ব মো ব্

ধা -গা রাঁ রাঁ | বঁসাঁ -া গা ধা I গধা -া গা -া | -া -া -া -া I
অ ০ স্ত র উ ০ বে লি ত্ ল্ ছে ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ -া সাঁ ধা | গা পা ধা গা I সাঁ -া ধা -া | -া -া -া -া III III
সি ন্ ধু আ মা রি বু কে ছ ল্ ছে ০ ০ ০ ০ ০

কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল

(পূর্বাত্মবৃত্তিঃ)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

এইতো গেল দ্বিজেন্দ্রলালের অতি বিখ্যাত গানগুলির কথা, কিন্তু এ ছাড়াও বহু স্বদেশী গান তিনি তরুণ বয়সে রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি প্রকাশ পেয়েছিল আর্ধ্য-গাথা প্রথম ভাগে। আজ সেসব গান শোনা যায় না—এগুলির স্বর কোন স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। যাবা এইসব গান জানেন তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন এগুলির স্বরলিপি করতে চেষ্টা করেন। স্বরলিপির অভাবে আমাদের বহু গানই লুপ্ত হয়ে গেছে। কান্তকবি বঙ্গনৌকাস্থের বা কবি অভুলপ্রসাদের বহু গান এককালে অনেকেই গেয়েছেন এবং জানতেন কিন্তু আজকাল খুব কম লোকই সেসব গান জানেন। যাবা জানেন না শেখবার ইচ্ছা থাকলেও প্রকাশিত স্বরলিপির অভাবেই তাঁরা শিখতে পাবেন না। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বহু গান লুপ্ত হতে পাবে নি এই স্বরলিপির কল্যাণে। বিশ্বভারতী বহু যত্ন করে এইসব স্বরলিপি রক্ষা করেছেন এবং আজও রবীন্দ্ররচিত বহু প্রাচীন গানের স্বরলিপি সংগ্রহ করতে তাঁরা সর্বদাই সচেষ্ট। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের এতগুলি সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনটিই আমাদের অপর সঙ্গীতরচয়িতাদের গানগুলির রক্ষাকল্পে যত্ন নেননি—কোন প্রকাশকও এ কার্যে ব্রতী হচ্ছেন না। স্বতঃ দিলীপকুমার বায় মহাশয় স্বরলিপি না করে রাখলে দ্বিজেন্দ্রলালের বহু গানের স্বর আজ আমরা পেতাম না। একজ্ঞ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। কবির জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরেও বহু সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর অনেক গানই জানতেন কিন্তু তাঁরা সেই সব গানের স্বরলিপি প্রকাশ করে যান নি। একমাত্র মোহিনী সেনগুপ্তা এই কার্যে কতকটা অগ্রণী হয়েছিলেন

এবং অনেক গানের স্বরলিপি করেছিলেন। উপযুক্তভাবে গানগুলি রক্ষিত হয়নি বলে তখনকার দিনের খিঞ্চেটারের নটনটীদের কৃপায় দ্বিজেন্দ্রলালের বহু গানই বিকৃতলাভ করেছে এবং সেই স্বরে এবং টংএ যখন কবির গানগুলি শোনা যায় তখন সত্যিই বিসদৃশ মনে হয়। আশা করি এখন থেকে আমাদের সঙ্গীত সমাজ এ বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখবেন এবং এসব কাজে হাত দেবেন।

অগ্ন্যন্ত স্বদেশী রচনাগুলির প্রসঙ্গে আসবার আগে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-সঙ্গীত সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। স্বদেশী গান অনেকেই লিখেছেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক প্রচারকের ধরণে এইসব গান রচনা করেন নি—তাঁর গানে প্রাধান্য হ'ল সঙ্গীতের এবং আটের। এ সম্বন্ধে দিলীপকুমার যে মত প্রকাশ করেছেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উদ্ধৃত করছি:

“আজকাল একটা কথা প্রায়ই বলা হয় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যে তিনি ছিলেন “চারণ কবি”। কথাটায় আমার আপত্তি আছে, কারণ এতে করে অনেকগুলি ভুল ধারণার প্রস্রাব দেওয়া হয়। কবিরা নানা বিষয়ে তাঁদের হৃদয়কে আবিষ্ট করে তার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখেন তাকে নিজের নিজের ছন্দে ও ভঙ্গিমায় কাব্যে উদ্ঘাটিত করেন। কিন্তু “চারণ কবি” কাকে বলে? যদি বলি স্বদেশ সঙ্গীতের একজন প্রবর্তক, তাহলে দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভাকে খর্ব করা হয়। তিনি খুব ভালো স্বদেশ-সঙ্গীত লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি সঙ্গীত বলাই ভালো।

আর্য্যগাথার ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখেছেন তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি। কেননা কবির উক্তি পাঠকের চিত্তাকর্ষক হওয়া স্বাভাবিক।

“বঙ্গভাষায় গীতের অভাবপূরণার্থে “আর্য্যগাথা” রচিত হয় নাই। শৈশব হইতেই গীতির সনায় আমার আসক্তি ছিল। শৈশব হইতেই প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া গীতি রচনা করিয়া দেবীকে উপহার দিতাম। সেদব গীত তখন কোন শাস্ত্রতঃ স্বরে গীত হইত না। যখন যে স্বর ভাল লাগিত, তখন সেই স্বরেই গাহিতাম। আশৈশব আমার হৃদয় কাননে সময়ে সময়ে সেই প্রস্তুতি ভাব কুমুমরাজি চয়ন করিয়া “আর্য্যগাথা” রচিত হইল।

আমার শৈশবরচিত গীতগুলির কোন কোনটি পরে অংশতঃ পরিবর্তিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমার অধুনাতন রচিত গীতের কতকগুলি কিছু প্রচলিত গীত-নিয়ম-বিরুদ্ধ বোধ হইতে পারে। কারণ, মনের সম্পূর্ণভাবে প্রকাশার্থে সেগুলি কিছু দীর্ঘ করিতে হইয়াছে.....এইজন্য আমার অজ্ঞাত অধুনাতন রচিত দীর্ঘ গীতগুলি দুই কিবা তিন ক্ষুদ্রগীতে পরিণত করিয়াছি। “আর্য্যগাথা” সকল গীতগুলি কবিতার ছন্দোবদ্ধেই প্রায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতি গীতিই সম্পূর্ণ শাস্ত্রতঃ স্বরে গায়। সঙ্গীত স্বরে, কবিতা ভাষায় একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আমার গাইবার সময় প্রায়ই ভাষা ও স্বর মিলিত করি। আমি যদি গীতগুলি প্রতি পাঠকের নিকট গাইয়া বেড়াইতে পারিতাম, তাহা হইলে গীতেব সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্য স্বরের উপরেই অধিক নির্ভর করিত। কিন্তু গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে। সেজন্য ইহাদের ভাষায় ও ছন্দোবদ্ধে এত দৃষ্টি বোধ হয় আপত্তিকর হইবে না।

আর্য্যগাথার ভিন্ন ভিন্ন গীতে, মধ্যে মধ্যে বিরোধীভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা স্বরণ থাকা কর্তব্য যে, “আর্য্যগাথা” কাব্য নহে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের মধ্যে সমুদ্ভূত ভাবরাজি ভাষায় সংগ্রহ।

আর্য্যগাথা প্রথম ভাগে প্রকাশিত দেশাত্মবোধক গানগুলির উল্লেখ করা হ’ছে—এ থেকে বুঝতে পারা যাবে

কত মূল্যবান রচনা সঙ্গীত-জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

- ১। বীণা বাজিবে কি আর—বেহাগ
- ২। রেখে দাও রেখে দাও প্রেমগীতি স্বর রে—মল্লার
- ৩। স্বদেশ আমার নাহি করি দরশন—আশাবরী
- ৪। মেলরে নয়ন—আলোয়া
- ৫। কেন মা তোমারি সহসা বদন আজি মলিন নেহারি
—গৌড়সারঙ্গ
- ৬। কি দুখে কহগো মাত সহ এত অপমান—জয়জয়ন্তী
- ৭। কি করে গর্ব কর কি বগ আছে তোমার—ঝিঁঝিট
- ৮। মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমার—জয়জয়ন্তী
- ৯। কাদরে কাদরে আর্য্য কাদ অবিরল—ঝিঁঝিট
- ১০। কেনরে ভারতবাসী ঘুমঘোরে অচেতন—ইমন
- ১১। যেই স্থানে আজ কর বিচরণ—আলোয়া
- ১২। জালাও ভারত হৃদে উৎসাহ অনল—টোড়ী
- ১৩। কতকাল দুখ ঝড় এ হৃদয়ে বহিবে—পাহাড়ী
- ১৪। আজ আয় আয় ভাই সবে মিলে—পাহাড়ী
- ১৫। কেন উষে কেন আজ তুমি ভারত মাঝার—ভৈরবী
- ১৬। কেন ভাগীরথি হাসিয়ে হাসিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে
চলিয়ে যায় গে!—টোড়ী
- ১৭। কত কাদ দুখানলে দগ্ধ হয়ে—খাষাজ
- ১৮। আয় ভারত সম্মান হয়ে একপ্রাণ—সিদ্ধু
- ১৯। আক্কে নৃত্যগীত ভারত ভিতরে—পাহাড়ী
- ২০। কতকাল প্রিয় ভাই ধনমদে মত্ত রবে—ভৈরবী
- ২১। গিয়েছে সেদিন ফিরেছে সেদিন কাদ আজ ওরে
ভারতবাসী—ইমনকল্যাণ
- ২২। তবে চির মনোহুখে কাদ আজ কারাগারে—বাহার
- ২৩। বুটন দেখিও আর্য্যে পড়ে আছে পদতলে—আলোয়া
- ২৪। কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাওরে আবহার—কাফি
- ২৫। চাহিনা শুনিতে বীণা ও মধুর স্বরে আর—টোড়ী
- ২৬। ঘুমাও ঘুমাও বীণে সেদিন গিয়াছে তোমার—জয়জয়ন্তী

—ক্রমশঃ

বেহালা'র গৎ ,

SERE NADE—R. DRIGO.

পরিবেশক—শ্রীক্ষিতীন রায়

II গা -া -া | পা -া পা I ধনধা পা গা | পা -া -া I
 পা নধপা মগা | গা -া রা I গরসা সা -া | সা -া -া I
 গা -া -া | পা -া পা I ধনধা পা গা | সা -া -া I
 সা গঙ্গা পনা | না -া জ্ঞা I ধনধা পা -া | পা -া -া I
 পা মপমা গা | মা পা ধা I ধগা গা -া | গা পা মা I
 গমগা রা ধা | না -া রা I ধনা পা -া | পা -া -া I
 পা মপমা গা | মা পা ধা I ধগা পা -া | গা গনা জ্ঞপা I
 গঙ্গমা জ্ঞা -া | জ্ঞা জ্ঞনা গঙ্গা I ধপজ্ঞা পা -া | পা -া -া I
 গধপজ্ঞা পা -া | পা -া -া I পসী -া -া | সা নধা নসী I
 না ধাঃ গঃ | ধা -া -া I ধনা -া -া | না ধনধপা ধনা I
 ধা পাঃ রঃ | পা -া মা I পসা -া -া | গা পমগজ্ঞা গমা I
 গা রা ধা | সরসা না ধা I গা পধা সনা | মা -া মগরা I

সা -া -া । সাঁ পঁ সঁ পঁপাঁ । সাঁ -া -া । সাঁ নধাঁ নিসাঁ ।
 না ধাঁঃ গাঁঃ । ধাঁ -া -া । ধনাঁ -া -া । না ধপাঁ ধনাঁ ।
 ধাঁ পাঁঃ রাঁঃ । পাঁ -া মাঁ । গাঁ -া -া । গাঁ মর্গজ্ঞাঁ গাঁ ।
 গাঁ রাঁ ধাঁঃ । সাঁ বসনাঁ ধাঁ । পা পধাঁ সনাঁ । মাঁ -া গর্গরাঁ ।
 সাঁ -া -া । -া -া -া II

নবষষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার

(সঙ্গীতপারিচ্ছাত মতে)

শ্রীরমণীমোহন পাল

সঙ্কারী বর্ণালঙ্কার ২৬ প্রকার তন্মধ্যে—

১৮। উদঘাটিত—

সগ সগ সরিগম । রিম রিম রিগমপ ।

গপ গপ গমপধ । মধ মধ মপধনি ।

মনি মনি ংধনিস ।

১৯। রঞ্জিত—

সগ, রিগ, সরিগম । রিম, গম, রিগমপ ।

গপ, মপ, গমপধ । মধ, পধ, মপধনি ।

পনি ধনি পধনিস ।

২০। সংনিবৃত্ত

সরি গরি, গম গরি, সরি গম ।

রিগ মগ, মপ মগ, রিগ মপ ।

গম পম, পধ পম, গম পধ ।

মপ ধপ, ধনি ধপ, মপ ধনি ।

পধ নিধ, নিস নিধ, পধ নিস ।

—ক্রমঃ ।

১৬। শোভন—

সরি সগ সম সপ সধ সনি সর্স ।

রিগ রিম রিপ রিধ রিনি রিস ।

গম গপ গধ গনি গর্স ।

মপ মধ মনি মর্স ।

পধ পনি পর্স ।

ধনি ধর্স ।

নিস ।

১৭। ক্রম—

সরি রিগ গম । রিগ গম মপ ।

গম মপ পধ । মপ পধ ধনি ।

পধ ধনি নিস ।

রাগ : যোগ ✓

कुमार श्रीदेवप्रसाद गर्ग

ଜାତି—ଖାଡ଼ବ-ଓଡ଼ବ । ଗାହିବାର ସମୟ—ରାତ୍ରି ଦ୍ଵିତୀୟ ଅବସର ।

आरोहण—सा गा या पा धा ना म॥

অবরোধ—সী গা পা যা জা সা।

দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ ব্যবহার হইবে। 'ঋষভ' শব্দ বঙ্কিত।

তান করিবার সময় নৌচের দিকে জোড় স্বর গিট্কারী সহযোগে তান করার প্রথা আছে। যেমন—“সদা গগা মমা পপা মমা জজ্জা সসা ননা সসা জজ্জা সসা”। উপরের দিকে কখনো কখনো পাণ্টার তানও লাগান যাইতে পারে। যেমন—“মপা গপা সর্সর্পা গপা মপা ননা সর্সর্পা মপা”। কিন্তু পরে আবার ফিরিয়া নীচে আসিবার সময় “মসা জজ্জা সসা” ইত্যাদি।

যোগ—ঝাঁপডাল

গারের সগর শুণ রাজনকি

মুজফর পিয়া দেত দোয়া

তেরো মেহর নরাজী কি ।

প্রাপ্ত : ওস্তাদ মুজফর খাঁ সাহেব (দিল্লী)

স্বরলিপি : কুমার শ্রীদেবপ্রসাদ গগ

दात्री

II	+		৩		০	গা	-মা		১	জা	-সা	গা	I
						গা	০			হে	০	স	
সা	গা		মা	-গমা	॥	মা		পধা	-মপা		না	-া	সা
গ	৪		ঙ	০০	৭			ৱা	০০		জ	০	ন
গা	-পা		-গমা	-জা	-সা		গা	-মা		জা	-সা	গা	II
কি	০		০০	০	০		গা	০		হে	০	স	

ଅବତରଣ

II

+		७		o)	
			পা পধমপা	না -৷ না I			
			যু অ ooo	ক o ব			
সী সী	-জ্ঞা -না সী	না -৷	সী -জ্ঞা -নসা I				
পি ঙা	o o o	দে o	ত o oo				

+	৩	০	১
না সা গা -পা -া গা -মা জা -সা -া I			
দো ০	ধা ০ ০	তে ০	বো ০ ০
সা পূ না সা -া পা -ধমপা না -সা -া I			
মে হে	র ন ০	বা ০০০	জী ০ ০
না -পা -গমা -জা -সা গা -মা জা -সা গা II			
কি ০	০০ ০ ০	গা ০	বে ০ স

তান

+	৩	০	১
১। সমা -সগা -গগা -মমা -পপা -পনা -ননা -সর্সা -গগা -গপা I			
আ ০ ০০	০০ ০০ ০০	০০ ০০	০০ ০০ ০০

-পপা -মমা -গগা -মমা -জজা -সসা -ননা -সসা -গগা -মমা I			
০০ ০০	০০ ০০ ০	০০ ০০	০০ ০০ ০০

-পপা -গগা -মমা -জজা -সসা গা -মা জা -সা গা I			
০০ ০০	০০ ০০ ০০	গা ০	বে ০ স

+	৩	০	১
২। গগা -মমা -জজা -সসা -গগা -সসা -গমা -পধা -পগা -পমা I			
আ ০ ০০	০০ ০০ ০০	০০ ০০	০০ ০০ ০০

-গমা -পপা -গমা -জজা -সসা -গা -মা জা -সা গা I			
০০ ০০	০০ ০০ ০০	গা ০	বে ০ স

+	৩	০	১
৩। ননা -সর্সা -গগা -পপা -ধধা I			
		আ ০০	০০ ০০ ০০

-ননা -সর্সা -জজা -জসা -সর্সা -গগা -পপা -পমা -মমা -গগা I			
০০ ০০	০০ ০০ ০০	০০ ০০	০০ ০০ ০০

-মমা -মজা -জজা -সসা -নসা গা -মা -জা -সা গা I			
০০ ০০	০০ ০০ ০০	গা ০	ওএ ০ স

স্বরলিপি

(নানকের ভজন)

কাঁধা করত মুসে রার ডগরমে,
ক্যায়সে যাউ জল লেনা সাগরমে ॥
কর মোররী সারি চুড়িয়া তোড়ি
ভরি দেত ধুরি জল লেরি গাগরমে ॥
কহে নানক এ্যায়সে লঙ্গরমে ডরতে
ক্যায়সে বসেঁ এ্যায়সে ব্রজকি নগরমে ॥

স্বর : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

স্বরলিপি : শ্রীঅসিত রায়

[সনা না সা]

সা-রা II মা-জা -া -া | -া -রা সা রা I পা -া -া -া | -া -া -া -া I
কা ০ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ক র ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা -ধা মা -া | পা -ধা -গা সা I গা গা ধপা -ধা | পা -া "সা-রা" I
ম ০ সে ০ বা ০ ০ ব ড গ র ০ ০ মে ০ কা ০

পা -গা গা -া | ধপা -ধা পা -ধা I মা পা মপা ধপা | মা-জা -া রা I
কা য় সে ০ বা ০ ০ উ ০ জ ল লে ০ ০ না ০ ০ ০

রা জা রসা -রা | সা -া "সা-রা" II
সা গ র ০ ০ মে ০ কা ০

II মা মা পা ধা | সগা -া -া -ধা I পা -ধা সা -া | -া -া -া -া I
ক র মো র রী ০ ০ ০ সা ০ রি ০ ০ ০ ০ ০

{ম পা মা ধপা | মা-জা -া -মা I মরা -া রা-সা | -া -া -া -া I
চু ডি যা তো ডি ০ ০ ০ ড ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০

গা পা পা না | সাঁ -া -া -া I রী জী রী মী | জরী সারী সাঁ -া I
চ ডি ষা তো ডি ০ ০ ০ ভ রি দে ফ ধু ০ ০ ০ ০

গা পা মপা ধপা | মা -জা -া -রা I না সা গমা -পদা | মা -পা "সা -রা" II
অ ল ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০ গা গ র ০ ০ ০ মে ০ কা ০

II না -ধধা পা -া | গা -মা পা না I না সাঁ নসাঁ -রজাঁ | রজাঁ মী জরী সারী I
ক ০ ০ হে ০ না ০ ন ক এা ষ সে ০ ০ ০ ল ০ ভ গ ০ র ০

সাঁ -া -া -া | সাঁ -দা না না I সাঁ -া -া -া | মপা -ধপা মা -জা I
মে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ড ব তে ০ ০ ০ কা ০ ০ ০ সে ০

-া -া -া -া | সাঁ -মা মা মা I পা -ধপা গা মা | পা ধা গা -ধরী I
০ ০ ০ ০ ০ কা ০ সে ব সোঁ ০ ০ এা ষ সে ব জ কি ০ ০

সাঁ গা ধপা -ধা | পা -া "সা -রা" II II
ন গ র ০ ০ মে ০ কা ০

স্বরলিপি

(খেয়াল)

গৌড়সারং—ত্রিভাল

নাহি ভরণে দেত গাগরীয়া ।

বাত না শুনত মোরি চতুর সাবরিয়া ॥

যাতি রহি যমুনা

পানিয়া ভরণকো

কর পকড় লেত ছুঁয়ত ছাতিয়া ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী

II + | ৩
| পঙ্কা-পা গা মা | গা রা সা না I
না ০ ০ হি ভ র নে দে ত

সা -গা -না -মা | রগা -রমা গা -না | পা পা পা পা | পা পা পা পা I
গা ০ ০ গ রা ০ ০ যা ০ শু ন ত মো ি

কপা -ধনসা না ধা | পঙ্কা পা মা গা | “পঙ্কা-পা গা মা | গা রা সা না” II
চ ০ ০ ০ তুর সা ০ ব রি যা না ০ ০ হি ভ র নে দে ত

অস্তুরা

II + | ৩
| পা পা না ধা | সা -না সা সা I
যা তি র হি ষ ০ য় না

পা না না না | ধসা নধা পঙ্কা-পা | পা -না সা রা | সনা -সা ধা পা I
পা নি যা ভ র ০ ৭ ০ কো ০ ক ০ ব প ক ০ ড় লে ত

মা গা -না মা | রগা রমা গা -না | “পঙ্কা-পা গা মা | গা রা সা না” II
ছ য ০ ত ছা ০ হি যা ০ না ০ ০ হি ভ র নে দে ত

১ম তান :— $\overset{+}{\text{ন}}\text{স} \overset{\circ}{\text{গ}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{ম}}\text{গা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{স} \mid \overset{\circ}{\text{স}}\text{না} \overset{\circ}{\text{ধ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{জ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{ধ}}\text{পা} \mid$

২য় তান :— $\overset{\circ}{\text{ন}}\text{স} \overset{\circ}{\text{গ}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{ম}}\text{গা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{স} \mid \overset{\circ}{\text{ন}}\text{স} \overset{\circ}{\text{গ}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{ম}}\text{গা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{স} \mid$

$\overset{+}{\text{জ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{ধ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{জ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{ধ}}\text{পা} \mid \overset{\circ}{\text{র}}\text{গা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{মা} \overset{\circ}{\text{গ}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{স}}\text{না} \mid$

৩য় তান :— $\overset{\circ}{\text{স}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{স}}\text{না} \overset{\circ}{\text{ধ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{জ}}\text{পা} \mid \overset{\circ}{\text{গ}}\text{মা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{গা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{মা} \overset{\circ}{\text{গা}} \mid$

$\overset{+}{\text{গ}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{স}}\text{না} \overset{\circ}{\text{ধ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{জ}}\text{পা} \mid \overset{\circ}{\text{গ}}\text{মা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{গা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{মা} \overset{\circ}{\text{গা}} \mid$

৪র্থ তান :— $\overset{\circ}{\text{স}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{মা} \overset{\circ}{\text{গ}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{স}}\text{না} \mid \overset{\circ}{\text{স}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{স}}\text{না} \overset{\circ}{\text{ধ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{জ}}\text{পা} \mid$

$\overset{+}{\text{জ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{ন}}\text{ধা} \overset{\circ}{\text{স}}\text{ধা} \overset{\circ}{\text{ন}}\text{পা} \mid \overset{\circ}{\text{র}}\text{গা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{মা} \overset{\circ}{\text{গ}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{স}}\text{না} \mid$

৫ম তান :— $\overset{\circ}{\text{স}}\text{মা} \overset{\circ}{\text{গ}}\text{পা} \overset{\circ}{\text{জ}}\text{ধা} \overset{\circ}{\text{প}}\text{না} \mid \overset{+}{\text{ধ}}\text{স} \overset{\circ}{\text{র}}\text{স} \overset{\circ}{\text{গ}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{ম}}\text{গা} \mid$

$\overset{\circ}{\text{র}}\text{গা} \overset{\circ}{\text{র}}\text{মা} \overset{\circ}{\text{গ}}\text{রা} \overset{\circ}{\text{স}}\text{না} \mid$

স্বরলিপি

মিশ্র-দাদরা

যে দিয়েছে আঘাত বুকে আমার ভালবেসে
সেইতো আমার প্রিয়।
যে নিভায়েছে বাসর দীপে ছুখের মাঝে হেসে
সেইতো বরণীয়।
যে দলেছে নিঠুর পায়ে মিলন মালাখানি
যে খুলেছে সকল বাঁধন আপন হাতে টানি'
আপন হতে আপন সে যে বলব তারে নিতি
সঙ্গে আমার নিও।

যে দিয়েছে ফাঁকি আমার পালিয়ে গিয়ে দূরে
ডাকবো তারেই সুরে
যে নিয়েছে হরণ করি আহাৰ নিদ্রা ঘুম
খুঁজবো তারেই ঘরে।
যে গিয়েছে চির যাওয়া মায়ার শিকল টুটি'
সে আমার অন্তরেতে উঠবে নিতুই ফুটি'
বলবো তারে তোমার দেওয়া বিদায় অভিশাপ
যতই পার দিও।

কথা : শ্রীইন্দু গুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি : কুমারী আরাধনা চট্টোপাধ্যায়

+	০	+	০
II সা -মা -া গা মা -া I	পণা পণা সর্গা পা মা -া I		
যে দি ০ যে ছে ০	আ ০ যা ০ ০ত বু কে ০		
পা মজ্জা -মজ্জা জ্ঞা মপা -মপা I	দা পা -া -া -া -া I		
আ মা ০ ০ য়্ ভা ল ০ ০ ০	বে সে ০ ০ ০ ০		
সা -জ্ঞা জ্ঞা রা জ্ঞা -া I	মা -পা -দা গা -া -া I		
সে ই তো আ মা ব্	প্রি ০ ০ য় ০ ০		
পা -া মজ্জা জ্ঞা স্বা -া I	স্বা সা -া -া -া -া I		
সে ই তো ০ আ মা ব্	প্রি য় ০ ০ ০ ০		
সা মা মা গা মা -া I	স্বা -সর্গা -সর্গা স্বা সা -া I		
যে নি ভা যে ছে ০	বা স ০ ০ ব্ দী পে ০		
সা -পা -া মা জ্ঞা -মা I	দা পা -া -া -া -া I		
দু খে ব মা বে ০	হে সে ০ ০ ০ ০		

⁺পা [°]সাঁ [°]সাঁ | [°]সাঁ [°]সাঁ -৭ I ⁺না [°]সাঁ -৭ | [°]-পাঁ -৭ -৭ I
 সে ই তো ব ব ০ বী য় ০ ০ ০ ০

পা -৭ মজা । জা ঋ -জা । ঋ সা -৭ । -৭ -৭ -৭ II
সে ই তো০ আ মা ব প্রি য ০ ০ ০ ০

II ⁺পদা -মা পা । ^oদা ⁺সী -া I ⁺না ^oদা -া । ^oনা ⁺সী -া II
যেo o দ লে ছে o নি ঠু ঝ পা যে o

ରୀ -ସଖା -ସଖା । ଶା ସରୀ -ସରୀ । ଙ୍ଗା ରୀ -ଂ । -ଂ -ଂ -ଂ ।
 ଯି ଙ ୦ ୦ ନ ଯା ଙା ୦ ୦ ୦ ଧା ଙି ୦ ୦ ୦ ୦

পাঁ জাঁ -৭ । ঝা ঞা ৭ । জ়মা জ়মা -৭ । রা নী -৭ ।
সে থু ০ লে ছে ০ স০ ক০ ল বা ধ ন

মা দা -৷ দা গা -৷ না স্য -৷ -৷ -৷ -৷
আ প ন্ হা তে ০ টা নি ০ ০ ০ ০

পদা স্য -। না স্য -। । পদা স্য না । দা পা -। ।
 আ০ প ন হ তে ০ আ০ প ন সে যে ০

পা -^৭ মজ্ঞা | জ্ঞা-মপা মপা I দা পা -^৭ | -^৭ -^৭ -^৭ I
 ব ল ব ০ তা রে ০ ০০ নি তি ০ ০ ০ ০

ନା -ଜ୍ଞା ଜ୍ଞା । ମା ଜ୍ଞରା -ଜ୍ଞା । ଶ୍ଵା ନା -ଂ । -ଂ -ଂ -ଂ ।
 ନ ଠ ଢେ ଶା ଯାଠ ଷ୍ ନି ଣ ଠ ଠ ଠ ଠ

সা -জ্ঞা জ্ঞা । রা জ্ঞা -জ্ঞা । মা -পা -দা । গা -। -। II
 সে ই তো ষা মা ষ প্রি ০ ০ ষ ০ ০

পা -৭ মজা । জা ঋ জা । ঋ সা -৭ । -৭ -৭ -৭ II
 সে ই তো০ আ যা ব প্রি ষ ০ ০ ০ ০

+ ০ + ০
II মা মা -ঁ | গা মা -ঁ I জপা মা -জা | সা গা -ঁ I
যে দি ০ যে ছে ০ ফা ০ কি ০ আ মা য

সা জা জা | জা সগা -মপা I মা জা -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ I
পা লি যে গি যে ০ ০ ০ দ রে ০ ০ ০ ০

পা -ঁ পা | পা মা দা I দা পা -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ I
ডা ক বো তা বে ই হ রে ০ ০ ০ ০

সা দা -ঁ | পা দা -ঁ I দগা দগা -ঁ | পা মা -ঁ I
যে নি ০ যে ছে ০ হ ০ র ০ ৭ ক বি ০

সা জা -ঁ | জা -সা জা I পা -ঁ -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ I
আ হা য নি ০ শা য ০ ম ০ ০ ০

পা -ঁ মা | জা ঋ জা I ঋ সা -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ II
খী ঙ্ বো তা রে ই যু রে ০ ০ ০ ০

+ ০ + ০
II পদা -মা পা | দা সঁ -ঁ I না না -দা | না সঁ সঁ I
যে ০ ০ গি যে ছে ০ চি র ০ যা ও যা

রা সঁগা -সঁগা | গা সঁরা -সঁরা I জা রা -ঁ | -ঁ -ঁ -ঁ I
যা যা ০ ০ র শি ক ০ ০ ল ট টি ০ ০ ০ ০

পা	জা	জা		জা	-	-	I	স	-	গ		স	স	-	I
সে	আ	মা		০	০	ব		অ	ন	ত		রে	তে	০	
মা	-দা	দা		দা	মদা	-গ	I	গ	স	-		-	-	-	I
উ	দ	বে		নি	তু	০	০	ই	ফ	টি		০	০	০	০
সা	-	মা		গ	মা	-	I	প	প	-		প	মা	মা	I
ব	ল	ব		তা	রে	০		তো	মা	০	০	দে	ও	য়া	
পা	মজা	-মজা		মা	মপা	-গ	I	পদা	-মপা	-		-	-	-	I
বি	দা	০	০	অ	ডি	০	০	শা	০	০		০	০	০	প
পদা	স	-		স	স	-	I	না	স	-		-পা	-	-	I
য	০	ত		ই	পা	০		দি	ও	০		০	০	০	০
পা	-	মজা		জা	স	জা	I	স	স	-		-	-	-	I
সে	ই	তো		আ	মা	০		প্রি	য়	০		০	০	০	০

পুস্তক পরিচয়

সেনী গীতি-মালা (প্রবেশিকা বিজ্ঞান) —

ওস্তাদ শওকত আলি খান প্রণীত। প্রকাশক সেনী সঙ্গীত সমাজ, ৬৬ নং মসজিদ বাড়া স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম চার টাকা।

এই সঙ্গীত গ্রন্থখানি বিশেষভাবে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের দ্রুত রচিত হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের অতিরিক্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক রাগে আলাপ, প্রপদ, খেয়াল, ঠংরী ইত্যাদি গান ত আছেই, তন্নিম্নে এই সব রাগের গং তোড়াও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যে সব পরীক্ষার্থী কণ্ঠ সঙ্গীতে পরীক্ষা না দিয়া যন্ত্রসঙ্গীতে পরীক্ষা দিবে তাহারাও এই পুস্তকের সাহায্য লাভ করিতে পারিবে। গ্রন্থকার নিজের খ্যাতিনামা ঘরাণার ওস্তাদ।

তিনি রাগের বিবরণ রচনায় প্রতি স্বরের স্রুতি-নির্ণয় ও সেই সব স্বরের শাস্ত্রোক্ত স্থাপনা ইত্যাদি নির্দেশ করিয়া গুণী দ্ব্যুতক্রদের পক্ষেও অচুর্নন সাপেক্ষ অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিজ্ঞ গুণী সকলেই এই গ্রন্থের সাহায্যে সঙ্গীতের উপপত্তি বিষয়ে অনেক বিবরণ জানিতে পারিবেন। গান নির্বাচনে গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ প্রপদ খেয়াল গীতিগুলি গ্রহণ করিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। লেখার মধ্যে কিছু কিছু বানান ভুল আছে, তবে তাহাতে অর্থগ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না। ছাপা ও কাগজ ভাল। সঙ্গীতাপনাস মাঝেই এই পুস্তকখানির সমাদর করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীস্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সঙ্গীতশাস্ত্রী।

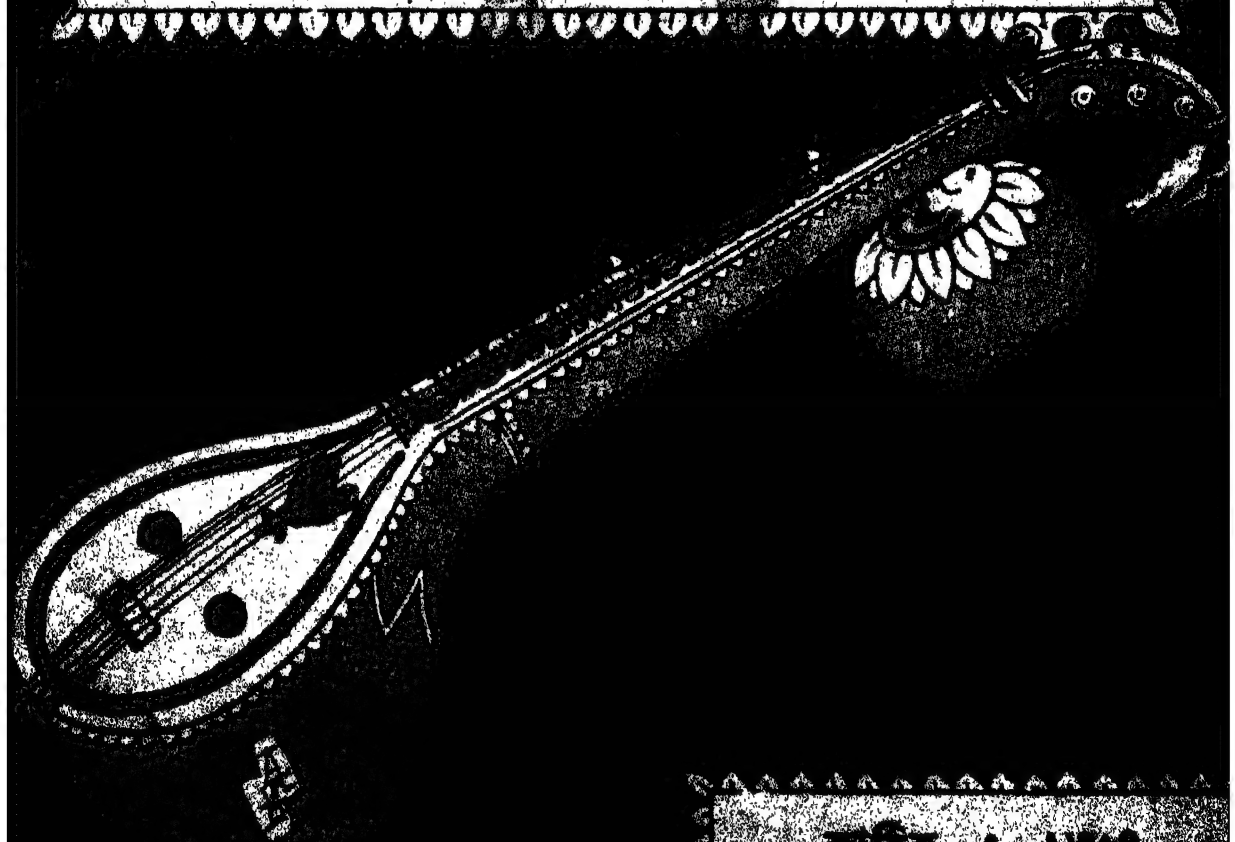
সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীময়ধর্মোহন বসু, এম-এ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ

ପ୍ରବେଶିକା



ମୁଦ୍ରା : ୧୯୫୩
ମାସ : ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୩

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা।

২৭শ বর্ষ, সন ১৩৫৭ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাবধান—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

ভাষাভাষ্যকগণঃ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
মার্টোরাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত বোম্বাইরাজ্যের বাহাদুর
কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেনকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
ডাক্তার হরিশঙ্কর পাল কে-টি
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-সিই (প্যারিস)
ডাক্তার আলানুদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার টেট)
মহাশয় দ্বারী খাঁ (বীণাকার) সাহেব
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
ডাঃ অমিয়নাথ সাত্তাল
শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন শ্বিত্তারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
মিসেস কে, সি, দে
শ্রীযুক্ত বাবী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসাত্মক
শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিয়ার
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এন্সি
শ্রীযুক্ত হামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত দুর্গেশকুমার সঙ্গ চৌধুরী বি. এ.
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌধুরী

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার বিজ্ঞাপন

==বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের রডাসই অধিতীয়==



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১২৬৭

সঙ্গীত শিক্ষার কালীন অগ্রগতির সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোন্মেষ করিবেন।

সূচীপত্র

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ—

শ্রীব্রজেনকিশোর রায়চৌধুরী ও

ডাঃ বিমল রায়

১২১

রাগিণী খাছাবতী—শ্রীগোবর্দ্ধনচন্দ্র চন্দ্র

১২৪

স্বরলিপি—

শ্রীসুভাষ মজুমদার

১২৭

কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল—

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

১৩০

নবযুগ (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার

শ্রীরমণীমোহন পাল

১৩৩

স্বরলিপি—

কুমারী প্রতীভা দাস

১৩৫

জয়জয়ন্তী—

কুমারী মমতা মৈত্র, গীতলী

১৩৭

সংবাদ

১৩৯

—

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।

২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০।
ষাণ্মাসিক : ২৮।

৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।

৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কাৰ্য্যাধ্যক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান
প্রবেশিকা—চাঁদ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতবিদ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

ভারতীয় সঙ্গীত পরিচিতি

মূল্য তিন টাকা।

একদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, অপরাধিকে বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ-পরিচয় এবং উচ্চাঙ্গের ঋপদ, খেয়াল, সাদ্রা প্রভৃতির গান, আকারমাত্রিক স্বরলিপি সহ বইখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মীরা-ভজন মাল্য

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাদ্যের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি

বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সম্মিষিত আছে। মূল্য ২৮ টাকা।

সংগীতসুধাকর শ্রীকান্তকচন্দ্র স্বাক্ষর

গানের মুকুল—১৥০

সুর-বাণী—২৥০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) চিত্রশাখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবাণী—সরুসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী সমাহিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিদ্যাজ্ঞশাখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সম্মিষিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাঙ্ক ২৪৩৬

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার বিজ্ঞাপন



ওস্তাদ শরৎকান্ত মালখা
প্রণীত

সেনা-গীতিমালা প্রবেশিকা বিজ্ঞান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-তালিকাভুক্ত ১৬টি রাগের ঔপপস্থিত পরিচয় সহ
মালাপ, ধ্রুপদ, ধোঁরী, সাদরা, গেয়াল, তারানা, সর্গম, তান, বিস্তার, গং,
তোড়, তাল ও ঠেকা প্রভৃতি এই পুস্তকে সম্মিলিত হইয়াছে।
মূল্য ৪২ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—সেনা সঙ্গীত সমাজ

৬৬নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং প্রসিদ্ধ বাণ্যযন্ত্রের
দোকান ও পুস্তকালয় সমূহ।

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র-গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি
বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।
যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

বর্দ্ধিত আকারে ২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের
ভূমিকা-সম্বলিত।

গীত-দর্পণ

উচ্চাঙ্গের খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি হিন্দী,
উর্দু ও বাংলা গানের বহুল সমাবেশ !!

আব্দুল, বি, দাস—কলিকাতা

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
রাগনির্ণয়—(১ম)—৬

এ —(২য়)—২১০

একত্রে দু'ভাগ ৮১০ স্থলে ৭১০

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের
স্বরলিপিকা (১ম)—২৫০

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

রাগালাপ—৩

সঙ্গরঞ্জনী (১ম)—৪
এ (২য়)—৩১০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ শীতলী প্রকাশিত হইবে।

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর
তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২১০

সুরের লিখন—২১০

কথা : গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য

স্বর ও স্বরলিপি : কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধ্যমে ও শচীনবাবুর স্বর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের বাজনা—২১০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেন (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,

কৌতুক, ভজন গান এই পুস্তকে সম্বলিত হইবে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১১০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিস্তারিত অভিনব পুস্তক)

সুরবিহার :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সপ্ত খণ্ড স্বরলিপির প্রথম
খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এতে নানা ভাষা থেকে আহৃত সুর
আছে, হিন্দী সংস্কৃত গানও আছে। স্বদেশী গান
বিজ্ঞানলালের সংস্কৃত অনূদিত, বন্দেমাতরম, নাট্যনৃত্য
প্রভৃতি। দিলীপকুমারের আবালা সঙ্গীতগবেষণার ফল—
এই স্বরলিপি।

ভাগবতী গীতি :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লোকপ্রিয় গীতিগুচ্ছ

আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস। তুলনামূলক ভাবে
আলোচনা এবং হনুমান্তে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর
উৎপত্তি-রহস্য ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও মূর্তির চাক্ষু

পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ রাগিণীর অস্থানীয় রসরূপের চাক্ষু

রেখচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

রাগের ও নব রসের নানা প্রকার অভিযান্ত্রিক বহু

চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস ৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



সপ্তবিংশ বর্ষ

কার্তিক, ১৩৫৭ সাল

সপ্তম সংখ্যা

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

৩

শ্রীবিমল রায়, এম. বি.

দেশ

সেনী ঘরানায় দেশ কিরূপে প্রচলিত ছিল, বলা শক্ত। কেননা রবাবী ও বীণকার ঘরে দুই নিখাদযুক্ত, ও দুই গান্ধার, দুই নিখাদযুক্ত উভয় প্রকারই দেখা যায়। ৬উজীর খাঁ সাহেবের খাতা হইতে আমরা যে কয়প্রকার পাইয়াছি, তাহা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটির আওচার বা উদাহরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, বাহা পাইয়াছি তাহাই মাত্র জানাই হেছি।

দেশ সম্পূর্ণজাতীয় রাগ। বাদী রেখাব, সঙ্গীতী পঞ্চম, গ্রহ নিখাদ, জ্ঞাস গান্ধাব। ইহার গতি ঊড়ব-সম্পূর্ণ বা বক্র-সম্পূর্ণ রূপে।

চারি প্রকার রূপ ইহার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

১। সোরঠ্+তিলক-কামোদ+বিহারী যোগে সা রে মা পা নি সঁ সঁ নি ধা পা মা গা রে সা; অবরোহ বক্রভাবেই সাধারণতঃ চলে, যথা—ধা পা ধা মা গা রে গা সা।

২। ঝাঝাজ+সোরঠ্+তিলক-কামোদ যোগে সা রে গা মা গা রে, মা পা নি ধা পা, মা পা নি সঁ, সঁ নি ধা পা, নি ধা পা মা গা রে গা সা।

৩। সোরঠ্+জয়জয়ন্তী+ঝাঝাজ যোগে নি সা রে মা গা রে, মা পা নি ধা পা নি সঁ, সঁ নি ধা পা, নি ধা পা মা গা রে, জা রে সা।

৪নং-এ জয়কমল্লী'র জ'ম মা গা'বে জা'বে স। ব্যবহা'ব
হয়।

गुह्य

ଅ:ନବ।

ଅନ୍ତରା

খেয়াল

দেস-ত্রিতাল

এরি আয়ে বাদররা রুম বুমকে ছায়ে।

সদারঙ্গ পিয়া বিন কছু না সোহারে

জায়ে কহো কোউ মন বস জায়ে।

সদারঙ্গ কৃত

স্থায়ী

II + ৩ ০ ১
| | | রমা রা -মা -পা I
এ০ বি ০ ০

না -না -সী -সী | রা -গা ধা -পা | ধা -পধা মা -গরা | রা -গরা সা -রা I
আ ০ য়ে ০ বা ০ দ ০ ব ০০ রা ০০ ক ০০ ম ০

না -না -না সা | রা -পা -ী মা | -ী -গা রা -রা | "রমা রা -মা -পা" II
রু ০ ০ ম কে ০ ০ ছা ০ ০ য়ে ০ এ০ বি ০ ০

অন্তরা

II + ৩ ০ ১
| | | মা পা না না I
স দা ব ক

সী সী সী সী | রা গা ধা পা | ধা -পধা মা -গরা | পা -রা -রা রা I
পি য়া বি ন ক ছ না সো হা ০০ বে ০ জা ০ য়ে ক

গঃ রঃ গঃ না না -সী | নসী নসীপ পা -ী | ধা মা -ী -গরা | "রমা রা -মা -পা" II
হো ০০ কো ০ উ য ০ ন ০ ব ০ স জা ০ য়ে ০ এ০ বি ০ ০

ক্রমশঃ

রাগিণী খাম্বাবতী

শ্রীগোবর্দ্ধনচন্দ্র চন্দ্র

খাম্বাবতী একটি প্রাচীন রাগিণী। বৃহৎ সঙ্গীতরত্নাকর ও সঙ্গীত দর্পণে যে রাগধ্যান উল্লেখ হইয়াছে তাহার পার্শ্বতী হর সংবাদে নিম্নোক্ত ধ্যানটি পাওয়া যায়।

শ্রীভগবান উবাচ

খাম্বাবতী শ্রীং সূখদা রসজ্ঞা সৌন্দর্যলাবণ্যবিভূষিতাকী
গানপ্রিয়া কোকিলা নাদতুলা প্রিয়ম্বদা কৌশিকরাগিণীয়ম্।
বাগীশ্বরী চ ককুভা পর্যঙ্কা শোভনা তথা
খাম্বাবতী পুনর্গেয়া মালকোশস্ত বল্লভা ॥

রূপ :—রে মা পা ধা মা গা মা সা। সা রে মা পা ধা পা ধা সা, গা ধা পা ধা মা গা মা সা।
মা মা পা না সা রা গা সা গা ধা পা ধা মা পা মা গা মা সা।
বাদী—মধ্যম, সঙ্গী—ধৈবত, ব্যবহার দুই নিখাদ।

খাম্বাবতী—চৌতাল

মৈ জানে পার রঙ্গ	মগর মৈ ভূত সঙ্গ
অপার সংসার পারাবার, ঘোর তরঙ্গ রঙ্গ তরণী	রহত নিত কুরঙ্গ রঙ্গ. বিসর গৈই সুধ রঙ্গ
তেরো চরণ রঙ্গ।	পাবত বহুত কলেশ রঙ্গ।
সুখ ছুখ পাপ পুণ্য	ইটা দে সব কুরঙ্গ মাতঃ
ঘন তম মোহ রিপু রঙ্গ, শমন সঙ্কট দারুণ রঙ্গ	কুপাহি সগুণ দেহি শরণ—তেরো চরণ
তবছ' নিউর রঙ্গ রহত মন রঙ্গ ॥	বন্দন-ধ্যান রঙ্গ বিতাই দীনকী শেষ রঙ্গ ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীগোবর্দ্ধনচন্দ্র চন্দ্র

স্বারী

II + | ° | ° | ° | ধা মা | পা মগা | -মা সা II
মৈ জা নে পা ° ° র

রা -রা | রা রগা | -গা সা | মা -া | গরা -মা | -পা পা II
র ° র অপা ° র সং ° সা ° ° র

+ ০ ১ ০ ২ ৩
 পা ধা | -পা ধা | -মা পা | না -া | না না | সাঁ সাঁ I
 পা রা ০ বা ০ র ঘো ০ র ত র ক
 রাঁ সাঁ | -গা ধা | গা পা | মা -গা | মা পা | ধা সাঁ I
 র ক ০ ত র গী তে ০ বো চ ব গ
 -গা -া | -া ধা | -া পা | বা মা | পা মগা | -মা সা II
 ০ ০ ০ র ০ ক মৈ জা নে পা ০ ০ র

অন্তরা

+ ০ ১ ০ ২ ৩
 II মা -মা | পা না | -না না | সাঁ -া | সাঁ সাঁ | -া সাঁ I
 ঙ ০ থ হ ০ থ পা ০ প পু ০ পা
 পা না | সাঁ রাঁ | গাঁ সাঁ | গাঁ -া | গাঁ গাঁরা | -গাঁ সাঁ I
 ঘ ন ত ম মো হ রি ০ পু র০ ০ ক
 রাঁ রাঁ | রাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ | না না | না সাঁ | -া সাঁ I
 থ ম ন স ক ট দা ক গ দ ০ দ
 রাঁ সাঁ | রাঁ সাঁ গা | গা গা | ধা -গা | পা ধা | মা পা I
 ত ব হঁ নি ড র র ০ ক র হ ত
 ধা -সাঁ | গা ধা | -া পা ধা মগা | পা মগা | -মা সা II
 ম ০ ন র ০ ক মৈ জা ০ নে পা ০ ০ র

সংগারী

+ ০ ১ ০ ২ ৩
 II মা সনা | সাঁ রা | -া -া | মা -া | মা মা | পা মা I
 ম গ০ র মৈ ০ ০ হু ০ ত স ০ ক
 পা ধা | পা ধা | -মা মা | সাঁ সাঁ | সাঁ গা | -ধা পা I
 র হ ত নি ০ ত হু র ক র ০ ক

+ ০ ১ ২ ৩
ধা মা | পা মা | -গা -পা | মা -৭ | সী গা | -ধা পা I
বি স র গৈ ০ ০ হ ০ ধ র ০ জ

না না | সী না | সী সী | সী গা | ধা গা | -মা পা II
পা ব ত ব ছ ত ক লে শ র ০ জ

আভোগ

II + ০ ১ ০ ২ ৩
মা পা | না না | -৭ সী | সী সী | সী সী | -৭ সী I
হ টা দে স ০ ব কু র জ মা ০ ত:

পা মা | সী রী | গী সী | গী -৭ | গী গী | গী গী I
কু পা হি স শু ৭ দে ০ হি শ র ৭

গী -সী | রী রী | রী রী | সনা সী | গী রীগী | -সী সী I
তে ০ রো চ র ৭ বন দ ন খা০ ০ ন

রী সী | গা ধা | গা পা | ধা -মগা | মা সী | -না -সী I
র ক অ বি তা ই দী ০০ ন কী ০ ০

রসী -৭ | গা ধা | -ধা পা | ধা মা | পা মগা | মা সী II II
খো ০ ব র ০ ক মৈ জা নে পা০ ০ ব

স্বরলিপি

মিশ্র-কাকী

মনের গোপন কথাটি তোমার

নয়নে কি দিল ধরা,

সে-কথাটি হায় গভীর মিলনে

হবে কি মুখর করা।

যে-রজনী গেল বুখা অভিমানে

ফিরিবে কি তাহা বেদনার গানে,

মালাটি শুকালে শেষ হয়ে যায়

আকুল স্মৃতি বরা।

মনের গহনে আজ কেহ নাই

তুমি শুধু আছো একা,

হারানো হিয়ায় রচি গান তাই

অশ্রু-আখরে লেখা।

ভাবনা-বাকুল নিশি হ'ল ভোর

যে-কথা অজানা রয়ে গেল মোর.

বিরহ-বাসরে সে কথাটি যেন

মিলন-মাধুরী ভরা।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীসুভাষ মজুমদার

II সা⁺ মাঃ মঃ । পা^o পদপদা-মা I পা⁺ সা^o গা । রসা^o গা-দা I
 ম নে ব গো প o ন ক খা টি তো মা ব

সা-গা গা । মা পা দা I মা-দা পা । -া -া -া I
 ন য নে কি দি ল খ o রা o o o

পা দা সা । সা সা -া I রা⁺ মা^o-মা^o । রা⁺ সগদা পা I
 সে ক খা টি হা য় গ ভী ব মি ল নে

সা গা-গা । মা পা গা I পপা মা -া । -জা -রা -সা I
 হ বে কি য় খ ব ক o রা o o o o

সা গা গা । মা পা গা I পা মা -া । -া -া -া II
 হ বে কি য় খ ব ক রা o o o lo

II { মা⁺ পা সা^০ | সা^০ সা^০ সা^০ | গা⁺ রসা^০ গা^০ | দদা^০ মা^০ -দা^০ |
বে র জ নী গে ল ব ষা অ ভি^০ মা^০ ০

সা^০ -া^০ -া^০ | -রসা^০ -রা^০ -জা^০ | জা^০ জা^০ জা^০ | জা^০ জা^০ -মজা^০ |
নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ফি রি বে কি তা ০ হা

রা^০ জা^০ রা^০ | -সা^০ গদা^০ -গা^০ | সা^০ -া^০ -া^০ | -া^০ -া^০ -া^০ |
বে দ না ব্ গা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

সা^০ রা^০ রজা^০ | সা^০ গদা^০ পা^০ | রজমপা^০ -দা^০ পা^০ | মপা^০ মা^০ -া^০ |
মা লা টি শু কা লে শে ০ ০ ০ ব্ হ ঘে ০ যা য্

সা^০ গা^০ গা^০ | মা^০ পা^০ -দদা^০ | মমা^০ দা^০ -পা^০ | -া^০ -া^০ -া^০ |
আ ক্ ল স্ব ব ভি ০ ঝ ০ রা ০ ০ ০ ০

সা^০ গা^০ -গা^০ | মা^০ পা^০ -গা^০ | পা^০ মাঃ^০ -মঃ^০ | -জা^০ -রা^০ -সা^০ |
হ বে কি য় খ র ক রা ০ ০ ০ ০

সা^০ গা^০ -গা^০ | মা^০ পা^০ গা^০ | পা^০ মা^০ -া^০ | -া^০ -া^০ -া^০ |
হ বে কি য় খ র ক রা ০ ০ ০ ০

II { পা^০ মা^০ -জা^০ | রা^০ সগদা^০ গা^০ | সা^০ -মমা^০ গা^০ | পপা^০ মা^০ -া^০ |
ম নে র গ হ ০ ০ নে আ জ ০ কে হ ০ না ই

রা^০ জা^০ মা^০ | পপা^০ ধা^০ গণা^০ | পা^০ -গা^০ দা^০ | -দা^০ -া^০ গমা^০ |
তু মি শু ধু ০ আ হ ০ এ ০ কা ০ ০ ০

মা পা সা | সাঃ -সঃ -গা I সা জঁজঁ সা | -গঁদপা মা - I
হা রা নো হি ধা য় য় চি ০ গা ০০ ন তা ই

সা -গা গা | মা পা গা I পা মাঃ -মঃ | -া -া -া I
অ ০ ঞ্চ আ খ য়ে লে ঞা ০ ০ ০ ০

মা পা সা | সা সা -া I গা রঁসা গা | দা -মা -দা I
ভা ব না ব্যা কু লু নি শি ০ হ ল ০ ০

সা -া -া | -পদা -গঁসা -রঁজঁ I জঁ জঁ জঁ | জঁ জঁ জঁ I
ভো ০ ০ ০০ ০০ ০০ সে ক ঞা অ জা না

রা জঁ মা | জঁমঁজঁরা সা -া I রা -া বঁজঁরঁসা | সা পা পা I
র য়ে গে ল ০০০ মো য় বি র হ ০ বা স য়ে

সা গা গা | মা পদা -মদা I পা -া -া | -া -া -া I
সে ক ঞা টি য়ে ০০ ন ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা গা -গা | মা পা গা I পপা মা -া | -জঁজঁ -রা -া I
মি ল ন মা ধু রী ভ ০ রা ০ ০০ ০ ০

সা গা গা | মা পা গঁগা I পা মাঃ মঃ | -মা -া -রা I I I
হ বে কি য় খ য় ০ ক রা ০ ০ ০ ০

কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল

(পূর্বাত্তবৃত্তি)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

আলোচনাশ্রমকে আমি বিষয়াস্তরে চলে এসেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম স্বতরাং সেই প্রসঙ্গেই ফিবে আসি। দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ স্বদেশী গান আবেগপ্রধান এবং সেই আবেগের সঙ্গে মিশেছে এক উদার ওচ্ছ্বাস। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে হাঙ্কা উত্তেজনা নেই—উদাত্ত স্বরে হৃদয় জাগ্রত হয়, প্রশান্ত গান্ধীর্ষো হৃদয় ভরে ওঠে এবং অন্ধার ভক্তিতে আত্মা প্রবুদ্ধ হয়।

“তুমি তো মা সেই তুমি তে! মা সেই চির-গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা”—এই গানটি একটি সকারী ও অন্তরা থেকে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

“এখনো তোমার গগন সুনীল, উজল তপন তারকা চক্রে এখনো তোমার চরণে কেনিল, জলপি গরজে জলদ মন্ত্র এখনো ভেদি হিমাদ্রি-ভঙ্গা, উছলি পড়িছে যমুনা গঙ্গা; ঢালিয়া শতধা পীযুষ পুণ্য, তোমার ক্ষেত্রে বাইছে বহি মা।”

II সা রা গা | গা গা -া | গা গা গা :

এ খ নো তো মা বৃ গ গ ন

গা মগা মগরা I রা গা জা | জা জা জা |
সু নী০ ল০০ উ জ ল ত প নজা জা পগা | পা -া পা I গা গা রা |
স্তা র কা০ চ ০ স্ত্রে এ খ নোগা পমা -া | গরা গা রা | বৃ রা সা I
তো মা বৃ চ০ র নে ফে নি লনা রা গা | জা জা পা | গা জা ধা |
জ ল ধি গ র জে জ ল দপা -া পা I পা ধা পা | সা সা সা |
ম ০ স্ত্রে এ খ নো ভে দি তিসা -া সা | রসা -া সা I সানস'রা রা |
মা ০ স্ত্রি জ০ ০ জ্যা উ ছ০০ লিস'রা স'রা গা | রা স'রা সা | র'রা -সা সা I
প০ ডি০ ছে০ য মু না গ০ ০ জাগা বগা রা | গা বগা পমা | গরা গা রা |
ঢা লি রা শ ত ধা পী০ য় ববৃনা -রা সা I না রা গা | পা -ধা ধা |
পু ০ গ্য তো মা রি ফে ০ জেনা "না ধপা | পপা ধনা -র'সা II
যা ই ছে বহি মা ০০

এই গানটিতে স্বরের উদাত্ত ভাবটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্বরেব এই বিশেষ ভঙ্গীটি বাংলা গানে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম প্রবর্তন করেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই ধরনের স্বরে বহু গান রচিত হয়ে আসছে।

ঠিক এই ধরনের উদাত্ত ভঙ্গী ফুটে উঠেছে “ভারত আমার, ভারত আমার” এই বিখ্যাত গানটিতে।

এই আবেগের সঙ্গে একটা তীব্র কোভ ফুটে উঠেছে “কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মাছুষ হ” এই

গানটিতে। এ গানটি স্বরের দিক দিয়ে (কথার দিক দিয়েতো বটেই) খুবই সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। এক জায়গায় যেমন একটা বিক্ষুব্ধ ভাব প্রকাশ পেয়েছে অপর দিকে তেমনি একটা আশ্চর্য্য দরদ ফুটে উঠেছে। গানটির দুটি কলি নেওয়া যাক :—

“কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ’
গিয়েছে দেশ হুঃ নাই আবার তোরা মানুষ হ’।
পরের পরে কেন এ রোষ নিজেরি যদি শত্রু হোস্
তোদের এ যে নিজেরি রোষ আবার তোরা মানুষ হ’
* * *
মিত্র হোক ভণ্ড যে তাহারে দূর করিয়া দে
সবার বাড়ি শত্রু সে আবার তোরা মানুষ হ’।”

I মা মপা ধা | ধা গা I পা পা -া | মা -া I
কি সে ০ ব্ তো রা মা হু ব্ হ ০

[পা -া]

সা সরি -গা | গা মা I পা পা -া | মা -া I
আ বা ০ ব্ তো রা মা হু ব্ হ ০

I মা মা মা | মা পা I ধা -া ধা | ধা -া I
গি য়ে ছে দে শ্ হুঃ ০ খ না ই

মা মপা -ধা | ধা পা I গা গা -া | গা -া I II
আ বা ০ ব্ তো রা মা হু ব্ হ ০

I মা মা -া | মা পা I ধা ধা ধা | ধা -া I
প রে ব্ প রে কেন এ রো ব্
মি ০ ত্র হোক ভ ০ ও যে ০

গা গা গা | ধা পা I সা -া সা | সা -া I
নি জে রি ব দি শ ০ ক্র হোস্

তা হা রে দূ র ক রি য়া দে ০

সাঁ সাঁ -া | সা সাঁ I রাঁ সাঁ গা | ধা -া I

তো দে ব্ এ যে নি জে রি দে ব্

স বা ব্ বা ড়া শ ০ ক্র সে ০

মা মপা -ধা | ধা পা I গা গা গা | গা -া II
আ বা ০ ব্ তো রা মা হু ব্ হ ০
আ বা ০ ব্ তো রা মা হু ব্ হ ০

এই স্বরটিতে যেমন একটি ফোঁড়ের ভাব ফুটে উঠেছে তেমন একটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আবেদন ফুটে উঠেছে অপর কয়েকটি কলিতে।

“ঘুচাতে চাস্ যদিরে এই হতাশাময় বর্তমান
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।”

সা সা সা | নাসা I রারার | রা -া I নাসা রা | গা -া I
ঘু চা তে চা স্ য দি রে এ ই হ তা শা ম য্

রগা -মা মা | মা -া I মা -া মা | গা -মা I পা পা পা |
ব ০ ০ ত্ত মা ন্ বি ০ খ ম য্ জা গা য়ে

পা -া I গা মা -পা | ধা ধা I পধা গা -গা | গা -া I
তো ল্ ভা য়ে ব্ প্র তি ভা ০ য়ে ব্ টা ন্

স্বরের এই যে তীব্রতা, দৃঢ়তা force আমাদের গানে এর পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় এবং আজ পর্যন্ত তাঁকে অতিক্রম করা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

“যেদিন স্বনীল জলাধ হইতে”—এই গানটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল এনেছেন একটি উদাত্ত ভাব। ভারতমাতার বিভিন্ন প্রকৃতি রূপায়িত হয়েছে এক উদার স্বরবৈচিত্র্যে।

“লীধে শুভ্র তুষার কিরীট সাগর উন্মি ঘেরিয়া জল্লা

বক্ষে ছলিছে মুক্তার হার পকসিঙ্গু যমুনা গঙ্গা

কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মকর উষর দৃশ্যে

হাসিয়া কখন শ্রামল শস্ত্রে চড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

কোরাস্—ধন্য হইল ধরনী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ

গাইল জয় মা জগন্মোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষ।

II সা ধা সরগা | সা -া গা | গা গা গা | গা গা গা I

সি ০ ধো ০ ০ শু ০ ত্র তু ধা র কি রী ট

রা গা জা | জা -া জা | জা জা পগা | পা -া পা I
সা গ র উ ০ মি ঘে রি যা ০ জ ০ জ্যা

পা -া পা | ধা ধা ধা | ধা -া ধা | নধা পা গা I
ব ০ ক্ষে ছ লি ছে মু ০ জা র ০ হা র্

রা -গা না | না -া সনা | ধা না রা | সা -া সা I
প ০ ধ সি ০ জু ০ য মু না গ ০ জা

পা ধা পা | সা সা সা | সা সা সা | সা -া সা I
ক খ ন মা তু মি ভী ব ণ দী ০ শু

সানস'রা রা | রা রা র'গা | সা রা স'র'গা |
ত ০০০ শু ম ক র ০ উ ব র ০০

গা -া গা I গা পা গা | রা রা রা | সা সা সা |
দু ০ জে হা সি য়া ক খ ন জা ম ল

ধা -া ধা I পা ধা না | না না নস' | ধা না রা |
শ ০ জে ছ ডা য়ে প ডি ছে ০ নি খি ল

সা -া সা II
বি ০ খে

II সা -া সা | সা সা স'রা | না না নস' | ধা ধা -া I
ধ ০ জ হ ই ল ০ ধ র গী ০ তো মা র্

পা জা পা | না ধা পা | জা পধা পা | গা -া গা I
চ র ণ ক ম ল ক রি ০ যা প ০ র্

গা -গা গা | রা -া রা | সা সা -ধা | রা সা সা I
গা ই ল জ য় মা জ গ ০ য়ো হি নী

গা গা রা | গা মা মা | গরা গা রনা | রা -া সা II
জ গ ০ জ ন নী জা ০ র ত ০ ব ০ র্

ওজস্বিতা এবং আবেগ কোটাবার জ্ঞান বিশ্লেষণাল
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমন এবং জুপালী রাগের ব্যবহার

করেছেন। রবীন্দ্রনাথও অচিরুপ ক্ষেত্রে এই দুটি রাগের
বিশেষ করে জুপালী ব্যবহার করেছেন।

শান্তরস এবং ভক্তিরসের দিকে "ধন ধাত্ত পুষ্পভরা"
এবং "প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে" এই দুটি গান
অপূর্ব। প্রথম গানটি সমগ্র দেশবিশ্রুত—সকলেই এটি
ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে গেয়ে থাকেন স্ততরাং স্বরলিপি তুলে
দেবার আবশ্যকতা নেই। গানটির ঔদার্য বিশেষভাবে
ফুটে উঠেছে কেনারার "সা" থেকে মধ্যমে এবং "মা, গপা"
এইসব মীড়প্রধান অঙ্গে।

"প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে"—এই গানটির মত
এত স্নিগ্ধ ভক্তিরসে উচ্ছল গান আমাদের সঙ্গীতভাণ্ডারে
খুব কমই আছে। এই গানটির সুর জয়জয়ন্তী! সাধারণতঃ
জয়জয়ন্তী রাগ করুণরসাত্মক কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই রাগে
বেদনা এবং ভক্তির আবেদন দুটিয়ে তোলা হয়েছে।

II সা সরা রা | রা রা রা | রা রা রা | সরা গসা সা I
প্র তি ০ মা দি য়ে কি পু জি ব তো ০ মা ০ রে

সা মা মা | মা মা পমা | গা বগা রমজা | রা সা সা I
এ বি খ নি খি ল ০ তো মা রি ০ প্র তি মা

রা বরা মপা | পা পা -পমা | মপা পনা নস' |
মন্ দি র ০ তো মা ০ ব্ কি ০ গ ০ ডি ০

সা সা সা I সা নস'রা স'রা | পা ধা পা |
ব মা গো ম ল্লি ০০ র যা হা র

ধমা গমপধা পা | মা গা গগরজা I সা সরা রপা |
দি ০ গ ০০ন্ ত নী লি মা ০০ প্র তি ০ মা ০

মা গা রা | রা রা রা | সরগা বগা -সা II
দি য়ে কি পু জি ব তো ০০ মা ০ রে

"নীলিমা"র ক্ষুদ্র মীড়ে যে কী অপূর্ব ভাব প্রকাশ
পেয়েছে তা বলে বা লিখে বোঝাবার নয়। (ক্রমশঃ)

নবষষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার

(সঙ্গীতপরিজ্ঞাত মতে)

শ্রীরমণীমোহন পাল

সঙ্কারী বর্ণালঙ্কার ২৬ প্রকার তন্মধ্যে :

১। মস্ত্রাদি—

গ রি গ ম, ম গ রি স, স রি গ রি, স রি গ ম।
রি গ ম প, প ম গ রি, রি গ ম গ, রি গ ম প।
গ ম প ধ, ধ প ম গ, গ ম প ম, গ ম প ধ।
ম প ধ নি, নি ধ প ম, ম প ধ প, ম প ধ নি।

২। মস্ত্রমধ্য—

স গ রি গ, ম গ রি গ, রি গ রি স, স রি গ ম।
রি ম গ গ, প ম গ ম, গ ম গ রি, রি গ ম প।
গ প ম প, ধ প ম প, ম প ম গ, গ ম প ধ।
ম ধ প ধ, নি ধ প ধ, প ধ প ম, ম প ধ নি।
প গি ধ নি, স নি ধ নি, ধ নি ধ প, প ধ নি স।

৩। মস্ত্রান্ত—

সস রিরি গপ মম রিগ রিস।
রিরি গগ মম পপ গম গরি।
গগ মম পপ ধপ মপ মগ।
মম পপ ধধ নিনি পধ পম।
পপ ধঘ নিনি সঁসঁ ধনি ধপ।

৪। প্রান্তার—

সম রিপ গধ মনি ধস।

৫। প্রসাদ—

সরি সরি সরি গরি। রিগ রিগ বিগ মগ।
গম গম গম পম। মপ মপ মপ ধপ।
পধ পধ পধ নিধ। ধনি ধনি ধনি সঁনি।

৬। ব্যাবৃত্ত—

সগ রিম সরি গম। রিম গপ রিগ মপ।
গপ মধ গম পধ। মধ পনি মপ ধনি।
পনি ধপ পধ নিসঁ।

৭। চলিত—

সগ রিমা মরি গস মরি গস।
রিম গপ পগ মরি রিগ মপ।
গপ মধ ধম পগ গম পধ।
মধ পনি নিপ ধম মধ ধনি।
পনি ধস সধ নিপ পধ নিস।

৮। পরিবর্ত—

স গ ম রি, রি ম প গ, গ প ধ ম।
ম ধ নি প, প নি স ধ, ধ স র স।

৯। আক্ষেপ—

স রি গ, রি গ ম, গ ম প, ম প ধ, প ধ নি, ধ নি স।

১০। বিন্দু—

সা সা সারিসা গা | বী বী বীগরী যা।
গা গা গামগা যা | যা যা মাপমা ধা।
পা পা পাদনৌ নী | ধা ধা ধানিধা সা।

১১। উদাহিত—

স রি গ রি, রি গ ম গ, গ ম প ম।
ম প ধ প, প ধ নি ধ, ধ নি স নি।

১২। উর্ষি—

স মমম সম | রিপপপ রিপ | গ ধধ গধ।
ন নিনি নি মনি । প স স স পস।

১৩। সম—

স রি গ ম, ম গ রি স, স রি গ ম।
রি গ ম প, প ম গ রি, রি গ ম প।
গ ম প ধ, ধ প ম গ, গ ম প ধ।
প ধ নি স স নি ধ প, প ধ নি স।

১৪। প্রাণ—

সস মম, রি রি পপ, গগ ধধ, মম নি নি পপ স স।

১৫। নিকৃজিত—

সম সম সরিগম | রিপ রিপ রিগ মপ।
গধ গধ গমপধ | মনি মনি মপধনি।
পস পস পধ নিস।

স্বরলিপি

মিঃ - দাদরা

প্রেমের তিয়াসা অঙ্ক করেছে,

সজল নয়ন মোর।

হৃদয় ভরিয়া দিয়াছে আঘাত

তাই ঝরে আঁখিলোর।

সাধনার পথে যে ছিল আলো

প্রাণ ভরে' তারে বেসেছিহু ভালো,

পথের ভিখারী করেছে সে আজ

রজনী হ'তে না ভোর।

নূতন স্বপনে নিজেকে ভুলেছ

ওগো মোর আলেয়া,

দেখিবে জাগিয়া সুখের প্রদীপ

বাতাসে গিয়াছে নিভিয়া।

প্রেমের বলাকা মনের কোলে

কখন হাসে খেয়ালের চলে

নীরবে কাঁদে বুকে লয়ে তার

ছিঁড়ে দেওয়া ফুলডোর ॥

কথা ও স্বরলিপি—কুমারী প্রতিভা দাস

স্বর—শ্রীকাল্যাণ দে

II সা মা মা | মা পা পা I মা মপণা -া | গা গা গা I
প্রে মে র তি যা সা অ ঙ ০ ০ ক বে ছে

সা সা সা | গা পা মপা I মপমজা -া -া | -পা -া -া I
স জ ল ন য ন ০ মো ০ ০ ০ ০ ০ ০

জা মা পা | গা গা গা I সা সা সা | সা সা -া I
হ দ য ভ রি যা দি যা ছে আ যা ত্

গা সা সা | পা মা পমা I জা -া -া | -পা -া -া II
জ ই য ০ বে আ ঙ ০ লো ০ ০ ০ ০ ০

II পা না না | -া না না I না না সাঁ | নধনা -া -া I
সা ধ না ব প খে খে ছি ল আoo o o

সা -া -া | গা পা ধা I পধা গা গা | পা গা গা I
লো o o প্রা গ ত রেo তা রে বে সে ছি

গা ধপগধা -া | পা -া -া I জ্ঞা পা পা | মা জ্ঞা জ্ঞা I
হু ভাooo o লো o o প খে র ভি খা রা

সা জ্ঞা মা | পমা সাঁ -া I সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সঁরা I
ক রে ছে সেo আ জ্ র জ নী হ তে নাo

সাঁ -া -া | না -া -া II
ভো o o ব o o

II পা জ্ঞা পা | সাঁ সাঁ সাঁ I না না না | না না না I
নু ত ন ব প নে নি জে কে তু লে ছ

না গাঁ রুনা | না না রুনা I সাঁ -া -া | -া -া -া I
ও গো মোo র আ লোo যা o o o o o

গা গা গা | পা মা মা I পা মা জ্ঞা | মা পা পা I
দে খি বে জা গি যা হ খে র প্র দী প

গা গা গা | গা গা গা I ধপমজ্ঞা পা -া | মা -া -া II
বা তা সে গি যা ছে নিooo ভি o যা o o

II পা পা পা | মা রা সা I সা রসা গা | গা গসা সা I
শ্রে মে র ব লা কা ম নে ০ র ০ কো ০ পে

মা গা গা | পা পা পা I পা মা গা | পা সা সা I
লে ০ ০ ক থ ন হা সে ০ থে যা লে

সা সগা গা | না গা গা I গা না না | সা গা গা I
র ছ ০ ০ লে ০ ০ নী র বে কা দে ০

গা না সা | গা পা গা I সা জা গা | মা পা পা I
বু কে ল য়ে তা ব ডি ডে ০ দে ও যা

ধা ধা গধপমা | -জমা -পা গা II II II
ফ ল ডো ০ ০ ০ ০ ০

জয়জয়ন্তী

কুমারী মমতা মৈত্র, গীতন্ত্রী

গাহিবার সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

ঠাট—কাফি (জা, গা)

আরোহণ—সা রা গা মা ধা না সা

অবরোহণ—সা গা ধা পা মা গা রা জা রা সা না সা ধা গা রা।

জাতি—বাড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী স্বর—ঋষভ, সমবাদী—পঞ্চম।

পকড়—পা, রা গা মা পা, মা গা রা জা রা সা।

জয়জয়ন্তী মিশ্র রাগ। ইহা ঋষভ ও কাফি ঠাটের হইয়া থাকে। ঋষভ ঠাটের জয়জয়ন্তীই অধিক প্রচলিত। ইহাতে দুই নিষাদ ও দুই মধ্যমই ব্যবহৃত হয়।

জয়জয়ন্তীতে পঞ্চম ও ঋষভের সঙ্গত খুব ভাল এবং বিশেষরূপে রাগপ্রকাশক।

স্বরবিত্তার—সা, ধা রা, রজা রসা, রণা ধপা, রা গা মপা মা, পমা গমা গা, রজা রসা। সগা মধা গধা পা, ধা মগা মগা রজারসা। মগা ধসা, গধা গধা, রজা রসা, রণা ধপা, পধা, গা মপা মগা রজা রসা, রণা ধপা, ধা মগা মগা রজা রসা।

স্বরলিপি

জয়জয়ন্তা—ত্রিতাল

শ্রীতম প্যারে মোরে মনমোহন
চুড়ু ফিরি মায়া বন বনরে।
যা যারে কাগা লায়ে বুলায়ে
পিয়াসে মিলন কি আশা লাগি রে ॥

প্রাপ্ত—শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডি. মিউজ.

স্বরলিপি—কুমারী মমতা মৈত্র, গীতশ্রী

স্থায়ী

II ১ রা রা' জা। রা -সা রা ন্। সা -১ ন্। সা | ন্। সা -রসা গা ধা I
০ শ্রী ত ম প্যা ০ রে মো রে ০ ম ন যো ০ ০০ হ ন

-ন্। সা -গা গা মা | রা -গা মা -পা | মা গা -মা গা | রা -জা রা সা II
০০ চু ডু ফি রি ০ মায ০ ব ন ০ ব ন ০ রে ০

অন্তরা

II ১ মা ধা গা | সা -১ সা -১ | সা -গর্গা ধর্গা পা | মপমা -গমগা -রজা রা I
০ যা যা বে কা ০ গা ০ লা ০০০ য়ে ০০ ব্ লা ০০০ ০০০ ০০ য়ে

-সা গা গা মা | রা গা মা পা | মা গা -মা গা | রা -জা রা -সা II
০ পি য়া সে মি ল ন কি আ শা ০ লা গি ০ রে ০

তান

+
(১) মগা রগা মপা ধপা | মগা মগা রজা রসা I

+
(২) ধপা মগা রগা মপা | মগা মগা রজা রসা I

+
(৩) মধা গর্গা ধর্গা র্গা | গধা পমা গমা গরা | মপা মগা রজা রসা I

—সংবাদ—

জাতীয় নাট্যপরিষদ

সম্প্রতি জাতীয় নাট্যপরিষদ কর্তৃক নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে বহুস্তরক রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পটি নাট্যরূপে অভিনীত হয়। এই নাটকের বিভিন্ন অংশে কলিকাতার বিশিষ্ট অভিজাতশ্রেণীর তরুণতরুণীগণ অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত তরুণ রায় এই গল্পের নাট্যরূপ দান করেন ও প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নাটকটি প্রাণবন্ত করিয়া-ছিলেন। ইহার নৃত্যপরিচালনা ও নৃত্যশিক্ষা দান করেন সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যবিদ শ্রীযুক্ত মণি বর্দ্ধন। বলা বাহুল্য, নৃত্য, গীত ও অভিনয়কুশলতায় নাটকটি অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। অভিনয় শেষে ডাঃ কালিদাস নাগ জাতীয় নাট্যপরিষদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং মাননীয় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মহোদয়ের উপস্থিতির জন্ত তাঁহাকে আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাজ্যপাল মহোদয় অভিনয়-নিপুণতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রভুপাদ রাধারমণ গোস্বামীজির বিরহোৎসব

শ্রীধাম বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গল গায়ক অধৈত-বংশাবতংস প্রভুপাদ ৬রাধারমণ গোস্বামী মহোদয় প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ব্রজমণ্ডলকে শোকসাগরে ডাসাইয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তদীয় বিরহোৎসব—তদমুজ্জ শ্রীযুক্ত রাধামোহন গোস্বামী ও খ্যাতনামা পাঠক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন গোস্বামী মহাশয়ের আন্তরিক উদ্যোগে পরম সমারোহে সহিত স্থানীয় হইয়াছে। পঞ্চদশ-দ্বিবিদ্যাপী বিরাট উৎসবাহুষ্ঠানে ব্রজমণ্ডলের সমস্ত বৃন্দ সন্মিলিত হন। ভারত বিখ্যাত কীর্তনীয়া যুদ্ধাচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত নবদীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহোদয় ইহাতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

নিত্যধামগত প্রভুপাদের শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল কীর্তনে অপূর্ণ দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন চৈতন্যমঙ্গল কীর্তনে প্রতিভাশালী শঙ্করবটের মধ্য তরুণের ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী মহাশয়ের প্রশিষ্য ও নৈলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় (চাঁপাঠাকুর) মহাশয়ের শিষ্য। চৈতন্যমঙ্গল কীর্তনের এই ধারাটির একটি অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল—এই কীর্তনে রসরাজ গৌর-বৃন্দের লীলাতত্ত্বমধুরী মূর্তি হইয়া অতিবড় নিঃপ্রাণের নয়নেও ধারা বহাইয়া দিত। প্রভুপাদ রাধারমণ গুরুধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাবে চৈতন্যমঙ্গল কীর্তন লুপ্ত হইতে চলিল বলা চলে। বর্তমানে চাঁপাঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গোবর্দ্ধনের বড় হরিদাস বাবাজী মহাশয় কোন প্রকারে ঐ ধারাটি বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

প্রভুপাদের বিরহোৎসবে উক্ত বড় হরিদাস বাবাজী উপস্থিত থাকিয়া চৈতন্যমঙ্গল কীর্তন করেন। রাধাকুণ্ড-বাসী ছোট হরিদাস বাবাজী অবিরাম কীর্তন এই কুঞ্জভঙ্গ ও খণ্ডিত রস আশ্বাসন করেন। ডাঃ গৌরপদ ঘোষ প্রমুখ বঙ্গিক কীর্তনীয়াগণ সঙ্গে লইয়া, নিত্যধামগত কীর্তনীয়া ভক্তিরূপ বাবাজী মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমৎ নিত্যানন্দ দাস বাবাজী, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরূপ, কলহাস্তরিতা ও রাসলীলা কীর্তনে আনন্দের প্রবাহ বহাইয়া দেন।

ব্রজমণ্ডলের সকল শ্রেষ্ঠ ভাগবত বক্তাগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রভুপাদের বিরহোৎসবে আপন আপন শ্রদ্ধা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন গোস্বামী পঞ্চদশ ধরিয়া ভ্রমর-গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ বিনোদবিহারী গোস্বামী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

শ্রীমৎ গৌরচরণ বাবাজী মহাশয় অতি স্থলনিত কণ্ঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত

নৃসিংহ গোস্বামী রাস পঞ্চাধ্যায় আশ্বাসন করেন। শ্রীযুত ভক্তিবন্দ্য বন মহারাজ বক্তৃতায় প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব ও কীর্তনদক্ষতার কথা উল্লেখ করতঃ প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভাপতি শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয় আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে বলেন যে, প্রভুপাদ আমার অতি নিকটতম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার কথা বলিতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। তাঁহার এই বিরহাৎসবে ব্রজমণ্ডলের সকল ভাগবতবক্তা কীর্তনীয়াগণ যেভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ কার্যাবোধে শুভাগম্য করিয়া উৎসবটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহাতে হৃৎকের মধ্যেও প্রাণে অপূর্ণ আনন্দের উদয় হইতেছে। পূর্বে ছয় গোস্বামীর উৎসবে কিংবা প্রভুসন্তানগণের উৎসবে এইরূপ সকলেই নিজেরা লাভবান হইবার আশায় ছুটিয়া আসিতেন। অনেকদিন পর আজ আবার সেইরূপ প্রাণের টান দেখিয়া আনন্দে প্রাণ ভরপুর হইয়াছে। আশা করি শ্রীরাধা মদনমোহনের রূপায় সকলেরই এই ভাব অক্ষুর থাকিবে ও ব্রজমণ্ডলভূমি উৎসব-মুখর হইয়া উঠিবে।

নগরকীর্ণনে চক্রবেদী পরিক্রমণ হয়। শ্রীযুত নিতাই-দাসজীর নগরকীর্ণনে অপূর্ণ আনন্দশ্রোত বহিয়া যায়। অন্তঃপর চৌরাশী ক্রোশের অভ্যাগত বনবাসী বৈষ্ণব সহ নগরের নেতা হয়।

আমরা প্রভুপাদের পুত আগ্রার শান্তি কামনা করি।

পপুলার ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবে সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ৮ই নভেম্বর, বুধবার, ১৯৫০, দীপাবিত্তা কালী-পূজায় সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটস্থ পপুলার ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানের পুরোধা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের তবলা সঙ্গত সকলের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তবলা সঙ্গতের ভিতর শ্রীযুক্ত কানাটচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল-সোমের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত যাহারা আরও পাঁচজনকে বিশেষ করিয়া আনন্দ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের নামগুলি নিয়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

প্রোঃ আলি আহম্মদ খাঁ সাহেবের সেতার, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এসাঁজ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (সজুবাবু) পেয়াল, ভজন, ঠুংরী, বাংলা গান, শ্রীযুক্ত হুলাল ধরের আধুনিক ও ভজন, শ্রীযুক্ত সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের খেয়াল, শ্রীযুক্ত রণজিৎ রায়ের হিন্দি ভজন শ্রীযুক্ত পিণাকী কাম্বিকারের স্বরচিত আধুনিক, কুমারী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়ের হিন্দি ভজন, কুমারী দীপ্তি হাজরার খেয়াল, কুমারী রেখা হাজরার রাগ-প্রদান, কুমারী স্মৃতি চক্রবর্তীর ঠুংরী ও ভজন, কুমারী বন্দনা রায়ের হিন্দি-ভজন, কুমারী রিণ্টু চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল, কুমারী বাসন্তী সিংহের বাংলা ও আধুনিক, কুমারী মীরা পালিতের খেয়াল ও বাংলা, কুমারী সবিতা চক্রবর্তীর খেয়াল।

এই অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়ক ও অভিযানাদি করেন

শ্রীযুক্ত গুরুদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

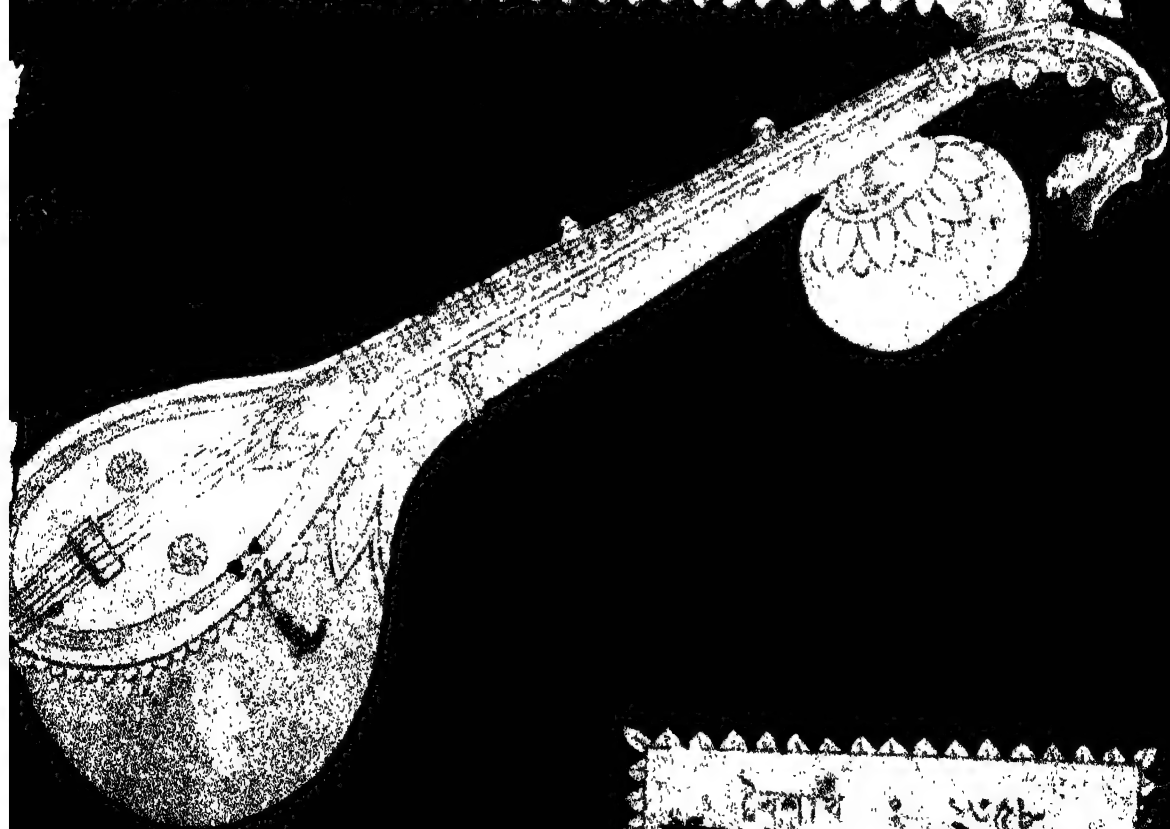
সম্পাদক—সঙ্গীতনারক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু, এম্-এ।

ମନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ

ଅବସିଦ୍ଧ



ଦେଶୀୟ
ବିକ୍ରୟ : ୫୦/-

୧୯୫୮
ପ୍ରତି କପା : ୧୦/-

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাস্তবিক সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা।

২৮শ বর্ষ, সন ১৩৫৮ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাবধায়ক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাদিধিতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিধিতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্বার হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণাকার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্বতিভারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

মিসেস কে, সি, দে

শ্রীযুক্তা বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসিক

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত স্বধাময় গোস্বামী বি. এ., গীতসাগর

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এলসি

শ্রীযুক্ত বামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

==বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের রডাসই অদ্বিতীয়==



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেলভিল স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন: সিটি ১২৬৭

সূচীপত্র

ভারতীয় সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব ও ক্রমবিকাশ—	স্বরলিপি—	
শ্রীসুধাময় গোস্বামী, বি. এ., গীতিসাগর	শ্রীমমতা মৈত্র	১৩
দেশমাতৃকা—(স্বরলিপি)	স্বরলিপি—	
শ্রীদিলীপকুমার রায়	শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ—	গান—শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী	১৬
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর বায়চৌধুরী ও ডাঃ বিমল রায়	মেতাবের গং—	
সঙ্গীত পারিজাত ১২২টা রাগিনী—	শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	১৭
শ্রীরমণীমোহন পাল	সংবাদ	১৯

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ চইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরেতে যে কোন মাস বা সংখ্যা চইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১৮০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০।
ষাণ্মাসিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়েব জ্ঞাত পত্র লিখুন।
- ৪। দ্বাবতীয় চিঠিপত্র কার্যাদ্যক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান
প্রবেশিকা—চসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে চইবে।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতবিদ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

ভারতীয় সঙ্গীত পরিচিতি

মূল্য তিন টাকা

একদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, অপরদিকে নতুন প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ-পরিচয় এবং উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদ্রা প্রভৃতির গান, আকারমাত্রিক স্বরলিপি সহ বইখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস

চসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতিসাগর, সঙ্গীতশাস্ত্রী (গোয়ালিয়র), বি-এ কৃত

মীরা-ভজন মালা

ইহাতে ২০খানি মূল গীরাবাস্তবের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি

বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি এবং অগ্ণাণ মহাজনের আরও ৫ খানি

হিন্দী ভজন গান সম্মিষ্ট আছে। মূল্য ২১০ টাকা।

সংগীতমুখ্যাকর শ্রীকান্তিকান্তর দ্বারাবার

গানের মুকুল—১১০

সুন্দর-বানী—২১০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ৫ ত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক দ্বাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুন্দর-বানী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিনী সমামিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিদ্যামুখ্যখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সম্মিষ্ট হইয়াছে।

আর, বি, দাস—চসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাক ২৪৩৬



উনত্রিংশ বর্ষ }

বৈশাখ, ১৩৫৯ সাল

{ প্রথম সংখ্যা

বাংলাদেশে সঙ্গীতের অনুশীলন

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সমগ্র পশ্চিম বাংলায় সঙ্গীতের অনুশীলন সম্বন্ধে আমার অভিন্নত প্রসঙ্গ ও আশাপ্রদ বটে, কিন্তু সেই প্রসঙ্গতা ও আশার মধ্যে অভাবের কালিমাও যথেষ্ট আছে। সম্প্রদায় ও মতবাদের বিভিন্নতা সব দেশেই সকল বিষয়ে আছে, কিন্তু বাংলাদেশে সঙ্গীতের অনুশীলন সম্বন্ধে প্রসঙ্গ তুলার ভিত্তরে আমার অন্তরের সত্যিকারের বেদনা হোল কতকগুলি বিষয়ে দেশবাসী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারের দৃষ্টিদৈন্য ও ঔদাসীন্যের জন্য।

এ কথা বোধ হয় আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, বাংলাদেশে (পশ্চিম বাংলায়) অসংখ্য সঙ্গীতশিক্ষাদানের বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান থাকলেও তারা মত্তবাদে ও শিক্ষাদান প্রণালীতে সকলেই

ভিন্ন ভিন্ন এবং সেই বিভিন্ন ধারাকে কেন্দ্রীভূত করার মতন কোন বড় প্রতিষ্ঠান, যেমন 'কলেজ' বা 'ইউনিভার্সিটি' এখনো পর্যন্ত একটিও গড়ে ওঠে নি। অবশ্য কেন ওঠে নি সে মনোবৈজ্ঞানিকী বিশ্লেষণী-নীতির আলোচনা না হয় এখানে নাই করলাম, কিন্তু ভারতের অপরাপর প্রদেশের মতন বাংলাদেশ তেমন সঙ্গীতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটিও গড়ে তোলে নি। আবার পশ্চিম বাংলার কলেজ-গুলির ও ইউনিভার্সিটি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা সঙ্গীতকে 'বিজ্ঞা' হিসাবে মর্যাদা দেবার প্রয়োজন এখনো পর্যন্ত বোধ হয় দেখেন নি এবং তারি সাথে সাথে সুবিশাল সঙ্গীতশাস্ত্র-গুলির অদৃষ্ট হয়েছে একেবারে লাহিত, অথবা

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবন্ধিকা

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কত পক্ষেই সঙ্গীতশাস্ত্রগুলি নাগরি অক্ষরে লেখা হোলেও তাদের শাস্ত্রমর্বাদ দিতে এখনো কুঠাবোধ করেন।

কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, সঙ্গীত চৌষট্টি কলার অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ। সঙ্গীত 'বিজ্ঞা', কেননা পরমশ্রেয়স্কর আত্মজ্ঞান লাভ এই সঙ্গীত দ্বারা সাধিত হয়। ভারতের সূক্ষ্মদর্শীরা তাই সঙ্গীতকে বলেছেন 'সাধনা' বা অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের একটি উপায় বা পথ। এতে শারীরিক ও নৈতিক স্বভাবের উন্নতি হয়। সুতরাং দেশের ও সমাজের শিক্ষামেবীরা সঙ্গীতকে কেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অপরিহার্য বিষয়রূপে গণ্য করেন না এটিই একটি আশ্চর্যের বিষয়। সুসভ্য সকল দেশেই সঙ্গীতের আদর অব্যাহত আছে এবং সঙ্গীতকে তারা দেখে বাস্তি ও সমষ্টি জীবনের শিক্ষা হিসাবে। বাঙ্গালীজাতির একটি সুসঙ্গত ঐতিহ্য আছে, সাংস্কৃতিক অবদান তার বিচিত্র, সঙ্গীত তার জীবনের একটি স্বতঃস্ফূর্ত ধারা, সুতরাং সঙ্গীতানুশীলন তার জীবন থেকে বাধ দেওয়া যায় না। বাংলার সমাজ-বাদীর এবং শিক্ষানায়কদের এ কথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা উচিত। মন ও মতের অমিল সকল

যুগে সকল জাতির মধ্যেও ছিল এবং এখনো আছে, কিন্তু তারি অজুহাতে শিক্ষার প্রশস্ত দুয়ার কখনও রুদ্ধ করা যেতে পারে না, বরং শিক্ষার বিস্তারই আনবে মৈত্রী ও মিলনের ভাব সকল বিভেদের মাঝখানে।

আমরা কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এর জন্য। তাঁদের কর্তব্য হবে, সকল দল বা সম্প্রদায়ের সঙ্গীতগুণীদের আহ্বান কোরে নূতন একটি শিক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কার করা এবং সেই পদ্ধতিকে রূপায়িত করার জন্য অপক্ষপাত দৃষ্টিতে সর্বদলীয় অথবা একটি শিক্ষক শ্রেণীরও সৃষ্টি করা। শিক্ষার বিষয় হিসাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতন দেশীয় ও গ্রাম্য সকল কিছু গানেরই অনুশীলন থাকবে অব্যাহত আর শিক্ষাদানের সাথে সাথে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি ইতিবৃত্তও হবে রচিত। প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অপর কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সঙ্গীতকে জাতীয় জীবনের যথার্থ কল্যাণকর শিক্ষারূপে পরিবেশন করা কখনই সম্ভবপর নয়। সরকারেরও এদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত।

গান

শ্রীদেবগুরু চট্টোপাধ্যায়

আমার চলার পথে তোমায় ডাকবো না

পাতায় পাতায় হৃদয়-মুকুল ঢাকবো না!

চেনা জানার অন্তরালে

মিছে কেন মুখ লুকালে,

(জেনো) বাঁধন দিয়ে তোমায় ধরে রাখবো না।

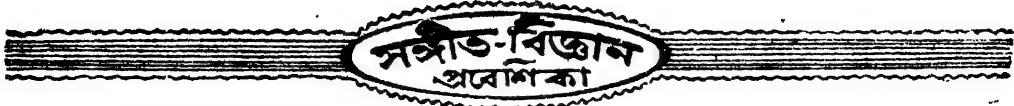
(আজি) ভুবন জুড়ে অচিন বাঁশির সুর শুনি

মনের বনে নূতন আশার জাল বুনি!

জীবন-দোলায় আলো আঁধার

মিশে আজি সব একাকার,

তার মাঝে আর তোমায় নিয়ে থাকবো না!



স্বরলিপি

রামা-তোড়ী-ত্রিতাল

আজি, নব প্রভাতের রবি

পর্যণে এনেছে প্রাণের পরশ

নয়নে নৃতন ছবি।

কণ্ঠে জাগালে কলগীতি,

বক্ষে উছলে প্রীতি,

রসের প্লাবনে ভেসে যায় সবি,

পূর্বের আকাশে কিরণের তারে

বৈধেছিল বীণা কোন্ কবি।

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী

+	৩	০	১
II		সনা . সা	গা জা পা পা দা -পা কপা গজা ।
		আ জি	ন ব প্র ভা তে ০ র০ র০

[- -]

পা - - - - | - - (সনা সা) | পা পা পা জা | জা -জা সা - ।

বি ০ ০ ০ ০ ০ আ জি প রা ণে এ নে ০ ছে ০

সা পা জা পা | গজা -পদা পা - । পা 'না সী সী | জী সী জী - ।

প্রা ণে র প র০ ০০ শ ০ ন র নে নু ত ন ছ ০

সী - - - - | -পা -না -সী জী | সী না দা পা | দা -পা কপা জা ।

বি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ব প্র ভা তে ০ র০ র

পা - - - - | - - "সনা সা | গা জা পা পা | দা -পা কপা গজা" II

বি ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ জি ন ব প্র ভা তে ০ র০ র০



স্বরলিপি

বাগেশী-দাদরা

আমার মনের ফুলের মালাখানি

গলায় তুলে নাও মা কালী,
আনন্দের চোখের জলে
তোমার পূজার প্রদীপ জ্বালি।
নিষ্ঠুরা মা সবাই বলে,
আমি দেখি আঁখির তলে
স্নেহের জ্যোতিঃ সদাই জ্বলে
অভয় সুখা মর্মে ঢালি।

জীবন আমার সাগর বুকে

যাক না নেচে ঢেউয়ের মতো,
ঝঙ্কা আসুক ভয় করি না
সঙ্গে আছো তুমিও তো।
ভুলবো না মা তোমার চরণ
চির জীবন করব বরণ,
তুমি আমার জীবন মরণ
শ্যামা শ্যাম বনমালী॥

কথা : শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, এম. এ., বি. এল.

স্বর ও স্বরলিপি : শ্রীপ্রতাপচন্দ্র পুরকাইত

সংগ্ সা II সা⁺ সা^০ -সা^০ | গা^০ ধা^০ -না^০ II মা^০ ধা^০ -না^০ | গা^০ সা^০ -না^০ |
আ^০ মা^০ য^০ নে^০ র^০ ক^০ নে^০ র^০ মা^০ লা^০ ০^০ খা^০ নি^০ ০

মা^০ ধা^০ -সা^০ | -ধসা^০ | গা^০ ধা^০ | মধা^০ -মা^০ জা^০ | রা^০ সা^০ -না^০ |
গ^০ লা^০ ০^০ য^০ ০^০ তু^০ লে^০ না^০ ০^০ ও^০ মা^০ কা^০ লা^০ ০

সরা^০ সংগ্^০ -ধসা^০ | গা^০ ধা^০ -না^০ | মা^০ গা^০ -ধা^০ | গা^০ সা^০ -না^০ |
ছা^০ ০^০ না^০ ০^০ নে^০ রি^০ ০^০ চা^০ থে^০ র^০ জ^০ লে^০ ০

মজা^০ মধা^০ -গসা^০ | গা^০ ধা^০ -না^০ | মধা^০ মা^০ -জা^০ | রা^০ মা^০ -না^০ II
তো^০ মা^০ ০^০ র^০ পু^০ জা^০ র^০ গা^০ দৌ^০ গ^০ জা^০ লি^০ ০

II -না^০ -না^০ মা^০ | মা^০ গা^০ গা^০ | সা^০ সা^০ সা^০ | সা^০ সা^০ -সা^০ |
০^০ ০^০ নি^০ ঠ^০ রা^০ মা^০ স^০ বা^০ ই^০ ব^০ লে^০ ০

না^০ না^০ ধা^০ | গা^০ সা^০ রা^০ | সরসা^০ সগা^০ -ধসা^০ | গা^০ ধা^০ |
০^০ ০^০ আ^০ ম^০ দে^০ থি^০ আ^০ থি^০ ০^০ র^০ ত^০ লে^০ ০

+			০		+		০								
-।	-।	ধা		গা	স।	স।		মা	জর।	জ।		বা	স।	।	I
০	০	সে		হে	জো	তিঃ		স	দা	০		জ	লে	০	
+			০		+		০								
মজা	মধা	-গস।		গা	ধা	-।	I	মধা	-মা	জা		রা	সা	-।	II
অ০	ভ০	০ র্		স	ধা	০		ম	০	সে		টা	নি	০	
+			০		+		০								
-।	-।	সা		সসা	গ্	ধ্	I	মা	ধ্	-।		গা	সা	-।	I
০	০	জী		বন্	আ	মার		সা	গর্	০		বু	কে	০	
+			০		+		০								
ধ্	-গ্	সা		মা	মা	-মা	I	মা	-গা	ধস।		স।	স।	-।	I
যা	ক্	না		নে	চে	০		চে	উ	এব্		ম	তো	০	
+			০		+		০								
স।	-স।	জা		রা	স।	-।	I	স।	-গনা	ধা		সগা	ধা	-।	I
ধ	০	ধা		আ	সু	ক্		ভ	র্	০		রি	০	না	০
+			০		+		০								
মা	মধা	-গস।		গা	ধা	-।	I	মধা	মা	-জা		রা	সা	-।	I
স	সে০	০০		আ	হো	০		তু	০	মি	০	ব	তো	০	
+			০		+		০								
-।	-।	মা		মা	গধা	গা	I	স।	স।	।		স।	রস।	-।	I
০	০	ভুল		বো	না০	মা		তো	মা	র্		চ	র০	গ,	
+			০		+		০								
-।	-।	ধা		গা	স।	রা	I	স।	-।	গধা		সগা	ধা	-।	I
০	০	চি		র	জী	বন		ক	র্	বো		ব০	র	গ্	
+			০		+		০								
-।	-।	ধা		গা	স।	স।	I	জর।	জর।	-জা		রা	স।	-।	I
০	০	তু		মি	আ	মার		জী	০	ব০		ন	ম	র	গ্
+			০		+		০								
মজা	মধা	-গস।		গা	ধা	-।	I	মধা	মা	-জা		রা	সা	।	IIII
শ্রা০	মা০	০০		শ্রা	ম	০		ব০	ন	০		মা	গী	০	



সঙ্গীতিক শিল্পী পরিচয় (১৭৮—১৯০০ খ্রীঃ)

শ্রীজ্যোতির্ময় মৈত্র

পূর্বভারতীয় সংগীতের যে সংস্করণ বিংশ শতাব্দীতে শ্রবণ করে আমরা আনন্দ লাভ করছি তার পূর্বপ্রচারকগণকে বিশ্বস্তির আড়ালে আমরা হারিয়ে ফেলতে বসেছি।

শিল্পকে বুঝতে হলে শিল্পের সাথে সাথে শিল্পশ্রষ্টাকেও জানতে হবে, তবেই ত শিল্পের বিকাশ সার্থক হবে। এটা বিংশ শতকে আমরা ভালভাবে বুঝতে পারছি, কিন্তু বুঝতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, আমরা যা যানতে চাইছি তা আমাদের সামনে নেই, প্রায় সবই স্বংসের পথে, আর যাও আছে তা সংকীর্ণ গভীতে আবদ্ধ হয়ে আছে। পূর্বভারতীয় সংগীতের কথা চিন্তা করলে বর্তমানে সাক্ষ্য দেবার জন্ম যেটুকু সংকলিত হয়েছে—এখানে তার সংক্ষিপ্ত অবতারণা করলাম।

১৭৮-১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ : রংগপুরের খুব কাছাকাছি এক জায়গার রাজা মহীপালের কীর্তিস্বরূপ মহীপাল দীঘি দেখতে পাওয়া যায়। দীঘি সম্বন্ধে পল্লীগাথায় উত্তর বংগের মহীপাল এবং তাঁর সমসাময়িক সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি গানে রাজা প্রজাদের কি রক্ষা নানান গুণে মুগ্ধ করতেন তা বর্ণিত আছে, যা মহীপালের লোকান্তরেও বিলুপ্ত হয়নি। একটি গানে আমরা জানতে পারি লীলা নামক এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়েকে রাজা মহীপাল ভালবাসতেন এবং তাকে পাবার জন্তে চেষ্টা করতেন। একদা মহীপাল জানতে পেরেছিলেন তাঁর নব কীর্তি দীঘিতে স্নানের জন্তে স্নানরী এসে জলক্রীড়ায় রত আছেন। রাজা এই সুযোগে বলপূর্বক তাঁকে শিকার করেন। ইতিপূর্বে এই স্নানরীর মহীপালের সাথে সখ্যতা ছিল, গানের মধ্যেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর বৃন্দাবন দাস বাংলার অবস্থা—“যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত

ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।”

বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন। বাণগড় তাম্রশাসনে লিখিত আছে জনসাধারণ মুখে মুখে তদানীন্তন জীবন ব্যবস্থা গেয়ে বেড়াতেন।

দশম শতাব্দী প্রাচীনতম বাংলা সংগীত-সাহিত্যের রচনাকাল বলা হয়। মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলাভাষার ক্ষুদ্রণ সময় এটা। এই যুগের বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের বাংলা ভাষায় লেখা কতকগুলি গানে তাদের সাধনার নিয়মাবলীর পরিচয়-লিপি পাওয়া গিয়েছে। এই সব বৌদ্ধ কবিদের গানে ব্যবহৃত ভাষাকে “সন্ধা ভাষা” বা “মাল-আধারি” ভাষা বলা হয়ে থাকে। এই সব গান রচনার প্রায় সমকালে বাংলাদেশে যে রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তার অধিনায়ক বিন বখতিয়ার খিলজি হয়েছিলেন। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশটি গোড়েশ্বর রাজা লক্ষ্মণসেনের হাত থেকে তুর্কী বিন বখতিয়ার কেড়ে সর্বপ্রকার সংস্কৃতির আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস অন্ধকারেব অন্তরালে আচ্ছন্ন করেছেন। এই সময়ের বৌদ্ধ ধর্মসাধনার বাংলা চর্যাপদ কিছু আবিস্কৃত হয়েছে। চর্যাপদিসকল রাত্রি অঞ্চলের ভাষায় রচিত। পটমঞ্জরী, গউড়া মালশীগউড়া, অরু, গুঞ্জরী, কঙ্গু, দেবক্রী, দেশাখ ভৈরবী, বংগাল, মল্লারী, কামোদ, ধানশী, রামকিরি, বড়ারী, শবরী প্রভৃতি রাগ-রাগিনীতে ও ইন্দ্রতাল প্রভৃতি ছন্দে গাওয়া হত।

১০২৫ খ্রীষ্টাব্দ : বংগাধিপ গোপীচন্দ্র বা গোবিচন্দ্রের নাম পল্লীগাথায় উল্লেখ আছে—রাজেন্দ্র চোলের সংগে ইহার যুদ্ধ হয়, কিন্তু রাজা রাজেন্দ্র চোল পরাজিত হয়ে সন্ধি কবেন এবং তাঁহার কন্যার সংগে গোপীচন্দ্রের বিবাহ দেন। গোপীচন্দ্র গৌরকনাথের শিষ্য ছিলেন। এই সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থান পর্যটনপূর্বক পল্লীগাথা

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবন্ধিকা

প্রচার করেন। গোপীচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অমনা ও পত্নী নানী দুজনকেই বিবাহ করেছিলেন বলে ময়নামতীর গানে উল্লেখ আছে।

১১১৮-১৯ খ্রিষ্টাব্দ : রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় যে সকল বান্ধব অলংকৃত করতেন তাদের মধ্যে সভাগায়ক জয়দেব গোস্বামী প্রধান। বীরভূম জেলার অন্তঃপতী কৈতলী গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ভোজদেব মাতার নাম মায়ী দেবী।

জয়দেব গোস্বামীর “গীতগোবিন্দ” ছায় স্তব্ধ সংস্কৃত রচনা অল্পই দেখা যায়। এই রচনার প্রায় সবটাই সংগীতময় এবং রাগরাগিণীর বিলক্ষণ পরিচয় এতে পাওয়া যায়। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের নীলা বর্ণিত আছে। জয়দেব পুরীর পুরুষোত্তম মন্দির প্রাংগণে মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। “গীত-গোবিন্দ” সংগীত-শিক্ষাগ্রন্থ না হলেও সংগীতসাহিত্যে ইহা যুগান্তর এনেছে। জয়দেব এবং তাঁর গৃহিণী পদ্মাবতীও যে একজন শ্রেষ্ঠ গায়িকা ছিলেন তার প্রমাণ আমরা সম্রাট লক্ষ্মণসেনের সভার বৃন্দ মিশ্র নামক বিবিধ শাস্ত্র ও সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতের শোচনীয় পরাজয় হতে। “গীতগোবিন্দ” মালব, গুজরাট, রামকিরী, কাটি, দেশ, গোণকিরী, ভৈরবী, বরাড়ী, বিভাষ ও ভূতি রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণসেনের সভায় বিজ্ঞাপ্রভা ও শশিকলা নর্তকী-গণের মধ্যে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিজ্ঞাপ্রভা একদিন স্তব্ধ রাগে যখন গান করছিলেন তখন এক বণিক-বধু তন্ময় হয়ে কূপ হতে জল তুলতে গিয়ে ভুলক্রমে শিশু পুত্রকে কলসী ভেবে দড়ি বেধে কূপে নামিয়েছিলেন বলে প্রবাদ আছে।

১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ : বঙ্গালের রাজ্যপ্রাপ্তির বছর। ‘বজ্রাল-সভায় সংগীতাচার্য ছিলেন লোচন পণ্ডিত। ইনি “রাগ-তরঙ্গিণী” রচনা করেন। তখন দুর্গাপূজার আগে আগমনী গান ও পরে বিজয়ার গান হত তাঁর গ্রন্থ হতে জানা যায়।

এরও আগে বাংলাদেশে সংগীত গ্রন্থ চলিত ছিল। এই বইখানি এলাহাবাদের নিকট পাওয়া গেছে।

১৩৮৬ খ্রিষ্টাব্দ : স্বর্গায়ক ও নিপুণ চিত্রকর প্রেমের কবি চণ্ডীদাস রায় বাঙ্গালী বান্ধব পরিবারে বীরভূম জেলাস্থ নান্দুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ভবানী রায়, মাতার নাম ভৈরবী স্তম্ভরী দেবী। চণ্ডীদাস অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন, কাজেই বিজালায়ে পড়াশুনার সুবিধা বিশেষ পান নি। যেখানে গানের নাম শুনতেন সেখানেই আহাির নিদ্রা ভাগ করে উপস্থিত হতেন। এর প্রণয়িনী রামমাণ্ড সংগীত রচনা করতে ও গাইতে পারতেন। চণ্ডীদাস নান্দুরের ‘বিশালাক্ষী দেবীর’ পুরোহিত ছিলেন বিশালাক্ষী মন্দির এখন অতীতের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্দিরের পাশে যে বাড়ীর ভগ্নাবশেষেরে চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় তাকে চণ্ডীদাস-এর বাসস্থান বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। কথিত আছে বিশালাক্ষী বাঙালীর বরে চণ্ডীদাস পদ্মাবতী লেখবার শক্তি নাকি পেয়ে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। একটি পদ্মাবতীতে উল্লেখ পাই—

“বাঙালী আসিয়া, চাপড় মারিয়া

চণ্ডীদাসে কিছু কয়।

সহস্র ভজন, করহ যাজন

ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥

ছাড়ি জপ তপ, করহ আরোপ

এ কথা করিয়া মনে।

যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি

শুনহ চৌষট্টি সনে ॥

এই রকম নানান পদে নানান রকম বর্ণনার উল্লেখ পাই। মিথিলার শৈবধর্মাবলম্বী নরপতি শিবসিংহের প্রিয় সভাসদ ছিলেন বিদ্যাপতি। ইনিও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক। এক পদে লিখিত আছে দুই কবির মানসিক অবস্থা—

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

বিজ্ঞাপতি শুনি চণ্ডীদাস গুণ, দরশনে ভৈল অমুরাগ ।

ছহঁ উৎকণ্ঠিত ভেল ।

সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিজ্ঞাপতি চলি গেল ॥

চণ্ডীদাস তব রহইনা পারই চললহি দরশন লাগি ।

পছহি ছহঁ গুণ গায়ত ছহঁ হিয়ে রহ জাগি ।

দোহা দরশন পাওয়ল

ছহঁ দোহা নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই ॥

চণ্ডীদাসের পূর্বে অবশ্য বাংগালি গান বাধিত, কাব্য লিখিত কিন্তু সে সব গান আর কাব্য লোপ পেয়েছে, কেবল তাঁহাদের নামই আমরা জানতে পারি, যেমন—কাণা হরি দত্ত, ময়ূর ভট্ট, মানিক দত্ত প্রভৃতি এবং পরে কৃত্তিবাস শ্রীকর নন্দী, বিজয় গুপ্ত বালাধর তবে এরা সকলেই ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বর্তমান ছিলেন ।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ : কীর্তনের প্রচারক নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ।

মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের, আবির্ভাবে যে নব জাগরণ ঘটেছিল তার ফলে একদিকে যেমন পদাবলী-সাহিত্যের প্রভূত উৎকর্ষ সম্ভব হয়েছিল অপরদিকে তেমন মহাপ্রভুর চরিত রচনার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সেই সংগে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এই সব রচিত গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু আলোচনা ও সমাজের নানা চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে । চৈতন্যদেবের প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভরন, সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এ ছাড়া তাঁহার গোরা, গোরাজ, নিমাই প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায় । সমগ্র ভারতবর্ষ কীর্তনের মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন । চৈতন্য দেবের জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে তাঁর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে এক অভিনয়ের চেষ্টা করেছিলেন । প্রতিদিনের কাজ-কর্মের মধ্যে আনন্দের যোগানে—কালীয়দমন গীত, শিবের গীত, দুর্গা ও লক্ষ্মীর গীত এতে হত । এই বিষয়ে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

একদিন বড় এক লোকের মন্দিরে ।

সর্প স্কৃত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে ॥

মৃদংগ মন্দিরা গীত তার মস্ত ঘোরে ।

ডঙ্ক বেড়ি সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে ॥

* * *

দৈব গতি তথায় আইলা হরিদাস ।

ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক পাশ ॥

মহুয়া শরীরে নাগরাজ মদ্যবলে ।

অধিষ্ঠান হইয়া নাচয় কুতূহলে ॥

কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে ।

সেই গীত গায়েন করুণা-উচ্চৈঃস্বরে ॥

শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাস ।

পড়িলা মুর্ছি হইয়া কোথা নাতি শ্বাস ॥

* * * *

একদিন আসি এক শিবের গায়ন ।

ডম্বর বাজায় গায় শিবের কথন ॥

আইলা করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে ।

গাইয়ে শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে ॥

রসাবেশে গদাধর নাচে মনোহর ।

সময়-উচিত গীত গায় অমুচর ॥

জগত জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর ।

সময়-উচিত গীত গায় অমুচর ॥

চৈতন্যদেবের প্রধান সহায়ক ছই ভাই সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী । ইহারা হোসেন সাহের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন (১৫১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ) । বাস করিতেন রামকেলী নামক স্থানে ।

রূপ গোস্বামী কতিপয় সংস্কৃত কাব্যগীতিকার রচনা করেন । এই গীতিকাসকল সংস্কৃত ভাষায় রচনা করা হইলেও ছন্দ ও ভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই গণ্য হয় । গোবিন্দ, বাসু, মাধব যোব এই তিন ভাইও পদকর্তা ছিলেন । বাসুদেবকে চৈতন্যদেব শ্রদ্ধা করিতেন । এই সময় ধর্মোৎসবের মধ্যে প্রধান ছিল মংগলচণ্ডী ও মনসার পূজা আর এই

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

উপলক্ষে সারারাত পাঁচালী শ্রবণের ব্যবস্থা হইত। চৈতন্ত-ভাগবতে গানের এক ছত্রে—

—মৃদংগ মন্দিরা আছে সব ঘরে।

দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥

ইহা ছাড়া এই ভাগবতে গাহবার জন্ত শ্রী, পটমঞ্জরী, ধানশ্রী মংগলনট, কেদারা, রামকেলী, ভাটিয়ারী, মল্লার, শারদা, পাহাড়ী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর নাম পাওয়া যায়।

এই সময় হোসেন শাহ কবীজ্ঞকে দিয়া মহাভারত, পাঁচালী তৈরী করান চট্টগ্রামে। পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীধর নন্দীকে দিয়া অখমেধ-পর্ব পাঁচালী রচনা করাইয়া ছিলেন।

এই সকল রামায়ণ কাহিনী, বিশহরির পাঁচালী মংগল-চণ্ডীর পাঁচালী এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-কাহিনী নৃত্য ও বাস্তব সহযোগে গীত হইত।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মাধব মিশ্র শ্রীকৃষ্ণ মংগল রচনা করেন। ইনি চৈতন্তের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতৃপুত্র। পিতার নাম কালিদাস মিশ্র। মাতা বধুমুখী শ্রীকৃষ্ণমংগলে গৌরী রাগের উল্লেখ পাই। ইহার লিখিত একটি ছত্রে—

শ্রীকৃষ্ণমংগল গীত মধুর সংগীত।

নাচাড়ি সিকলি রূপে কহিব বিদিত ॥

১৫২৩-৮৯—খ্রীষ্টাব্দ : কবি লোচনদাস। বর্দ্ধমান জেলার মংগলকোটের নিকটে কো' গ্রামে ইহার জন্মভূমি। পিতার নাম কমলাকর, মাতার নাম সদ'নন্দী দেবী।

মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের নিকট কবি বাল্যে শিক্ষালাভ করেন। নরহরি সরকার ঠাকুর কবির গুরুদেব।

লোচন দাসের কাব্য মুখ্যভাবে গীত হইবার জন্ত রচিত হইয়াছিল, ইহা কবির উক্তি হইতে এবং প্রচুর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ হইতে বুঝা যায়। কেদারা, পটমঞ্জরী, বড়ারী মারহাটিয়া, শ্রী, ধানশ্রী, লালত, সুহই-আহিরী, জামগোরা, সিজুড়া, পুরবী, কক্কী, কামোদ, রামকেলী, ভুণ্ডি, মংগলজুজরী, মল্লার, সিজুড়া, পাহাড়ী, ভাটিয়ারী, বিভাব প্রভৃতি।

অপরূপ চৈতন্য-জীবনী মধ্যে জয়ানন্দের কাব্যের সাদৃশ্য আছে এবং উভয় কাব্যই একান্তভাবে গান করিবার জন্তই তৈয়ারী হইয়াছিল। জয়ানন্দের কাব্যে পটমঞ্জরী, পাহাড়ী ধানশ্রী, ময়ূরধানশী, সুহইশ্রী; প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি জয়ানন্দের চৈতন্য পূর্ববর্তী পদকর্তাদের উল্লেখ তাঁর রচনা হইতে উদ্ধৃত হইল—

গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।

সংগীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি ॥

সংক্ষেপে করিলেন তিহঁ পরমানন্দ গুণ্ড।

গৌরাংগ বিজয়গীত স্তনিতে অঙ্কিত ॥

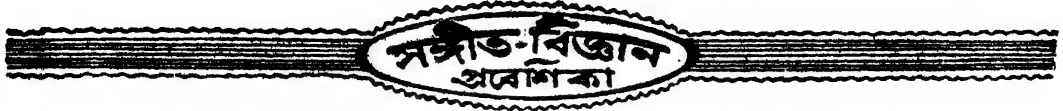
গোপাল বসু করিলেন সংগীত প্রবন্ধে।

চৈতন্য মংগল তার চামর বিছন্দে ॥

ইবে শঙ্ক চামর সংগীত বাদ্য রসে।

জয়ানন্দ চৈতন্ত মংগল গাত্র শেষে ॥

[আগামীবারে সমাপ্ত]



স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

ওপারে ডাকিলে মরণের বাঁশী
এপারে কাঁদে যে আশা,
জীবন-পাত্র আজও মোর চাহে
ধরণীর ভালবাসা।
আজও রচে শত বলাকার ছবি
পর্যাণে আমার বিরহিনী কবি,
আজও বাঁকা চাঁদ নিশীথে জাগায়
অধরে মধু তিয়াসা।

এত সাধ যদি হয় অপরাধ
আমি নহি অপরাধী,
ওরা যে আমার জীবনে দিয়েছে—
শিল্পীর হিয়া বাঁধি।
জানি মমতাজ ফেরেনিকো আর
তবু যে শুভ্র তাজের মীনার—
আজও ডেকে বলে মোর কাণে কাণে
প্রেম জাগানিয়া ভাষা।

কথা—শ্রীঅজিতকুমার সেন

সুর—শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

II	সা	গা	-পা	পা	পা	পা	জা	পা	পদপা	-মা	মা	মা
	ও	পা	রে	ডা	কি	লে	ম	র	গে০০	র	বা	জী
মধা	পা	মা	গা	রা	সা	সরা	-গসা	মগা	-া	-া	-া	
এ০	পা	রে	কাঁ	দে	যে	আ০	০০	শা০	০	০	০	
গা	পা	সধা	সাঁ	-া	সাঁ	না	সাঁ	গধা	-গা	ধা	পা	
জী	ব	ন	পা	০	জ	আ	জো	মো০	ব	চা	হে	
গা	পা	পধা	-গা	ধপা	ধা	পমা	-া	মা	-মা	-মপা	-মগা	
ধ	ব	গীর্	ব	ভা	ল	বা০	০	সা	০	০০	০০	
গা	মা	-রা	সা	গা	ধসা	না	সা	-া	-া	-া	-া	II
এ	পা	রে	কাঁ	দে	যে০	আ	শা	০	০	০	০	

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

॥ গা পা সী | সী না না | পা না রা | -রা সী সী |
আ জো র | চে শ ত ব লা কা | ০ ১ ছ বি

পা সী রগমা | মগী গা -রা | রা সী সগী | রা সী সী |
প রা ৭০০ | আ ০ মা র রি র হি | নী ক বি

ধা সী সীরা | সী গা -ধগধা | পমা পমা মমা | পধপা মা -মা |
আ জো বা ০ | কা টা ০০০৮ নি ০ শী ০ থে ০ জা ০০ গা য়

মমা পা মগী -পমা রা সা | রা রা -মা | -মা -মপা -মগী |
অ ০ ধ রে ০ | ০০ ম ধু তি রা সা | ০ ০০ ০০

গা মা -রা | সা গা ধসা | না সা -ী | -ী -ী -ী ||
এ পা রে কা দে বে ০ আ শা ০ | ০ ০ ০ ০

॥ গা মগী রা | -জা রা গা | ধা -সা রা | মজা রা -ী |
এ ত ০ সা ধ য দি হ য় | আ প ০ বা ধ

রা মা পা | ধা গা পা | পমা -ধগা গা | -ী -ী -ী |
আ যি ন | হ অ প রা ০ ০০ ধা ০ ০ ০

গা রা সীরা | গা ধা -ধগা | পা পগা ধগধা | পধপা মা মা |
ও রা যে ০০ | আ মা ০ ০ ব জী ব ০ নে ০০ | দি ০০ য়ে ছে

গা -পা গা | সা ধা সা | মা গা -ী | -ী -ী -ী |
শি ল পী র হি রা বা যি ০ | ০ ০ ০ ০

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

। গা পা সঁ | সঁ না না | গা না রী | সঁ সঁ সঁ - ।
আ জো ম | ম তা জ ফে রে নি কো ০ আ র

পা সঁ রগঁ | মগঁ গাঁ রী | রী সঁ সঁ | রী সঁ - ।
ত বু যে ০০ ০০ ভ্ র তা জে র ০ মী গা র

ধা সঁ সঁ | সঁ গা গা | ধা -সঁ গা | ধা ধা ধা পা ।
আ জো ডে ০ কে ব লে মো র্ কা নে ০ কা নে

পা গা ধগঁ | পধগঁ মগাঁ রসা | সরা -গমা মা -মা -মপা মগাঁ ।
প্রে ম জা ০০ গা ০০ নি ০ রা ০ ভা ০ ০০ যা ০ ০০ ০০

গা মা -রা | সা গা ধসা | না সা -া -া -া -া ॥ ॥
এ পা রে কাঁ দে যে ০ আ শা ০ ০ ০ ০

বাঙ্গলা সঙ্গীতের মর্যাদা *

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দাস

বাঙ্গলা ভাষা পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির চৈৎ, কাজরী ইত্যাদি। এই সঙ্গীতগুলি ঋতু উৎসবাদি ও অগ্রতম হওয়া সত্ত্বেও, উচ্চশ্রেণীর তথা ক্লাসিকাল পর্যায়-প্রদেশগত সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে ভুক্ত সঙ্গীত-রাজ্যে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত সঙ্গীতের প্রবেশ জড়িত ও সম্বন্ধযুক্ত।

নিষেধ এবং আইনসম্মত ভাবে এই নিষেধাজ্ঞা রদ করাইবার চেষ্টা সম্বন্ধে আমরা অর্থাৎ বাঙ্গালীরা সম্পূর্ণ উদাসীন। বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরে বিভিন্ন ভাষায় যাবতীয় সঙ্গীত উচ্চ তথা ক্লাসিকাল সঙ্গীত-রাজ্যের বাহিরে থাকিয়া নিজ নিজ প্রদেশান্তর্গত এক একটি গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে—যেমন বাঙ্গলা দেশের পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, বাউল এবং বাঙ্গলার বাহিরের হোলী, বাঙ্গলার শ্রীখোলযুক্ত চিরবৈশিষ্ট্য অপূর্ণ কীর্তন গান রস-মাধুর্য্যে, স্বরবৈচিত্র্যে ভাব ও ভাষা-সম্পদে, তাল লয়ে সাধনা সাপেক্ষ হইলেও বাঙ্গলা দেশের বাহিরে বাঙ্গালীর কণ্ঠ ভিন্ন অগ্র ভাষাভাষীর কণ্ঠে উহা শুনা যায় না এবং উচ্চাঙ্গ ক্লাসিকাল সঙ্গীতশিল্পীদের মতে কীর্তন গান শ্রাদ্ধবাসরে শোভা পাইতে পারে বটে, কিন্তু শ্রাদ্ধবাসরের সীমানার বাহিরে উহা পরিহার্য্য (গ্রহণযোগ্য নহে)।

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সম্মেলনবিবরণিতম পাটনা অধিবেশনে লগিত কলা শাখায় পঠিত।

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবন্ধিকা

আজকাল বিভিন্ন ভাষায় রচিত সঙ্গীতগুলিতে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সংযোজনার অনুরণ প্রচেষ্টার আভাষ দেখিতে পাই, কিন্তু আবঙ্গালীর কণ্ঠে জগৎপ্রসিদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায় না—ইহার কারণ কি? বাঙ্গলা ভাষার যথার্থ উচ্চারণ-পদ্ধতি তাহারা আয়ত্তে আনিতে পারে না বলিয়াই গাহে না অথবা বাঙ্গলা ভাষাকে হয়ঃ জ্ঞান করে বলিয়াই ঐ সঙ্গীত শিক্ষা করিতে নিরস্ত থাকে?

টপ্পা শ্রেণীর গানের মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষায় সোরি মিঞার টপ্পা ও বাঙ্গলা ভাষায় নিধুবাবুর টপ্পা প্রসিদ্ধ। সেকালের কয়েকজন গায়ক ব্যতীত নিধুবাবুর টপ্পা আজকাল বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না এবং আমার মনে হয় বাঙ্গলা ভাষায় রচিত নিধুবাবুর এমন সুন্দর টপ্পা গানগুলি অদূর ভবিষ্যতে লোপ পাইয়া যাইবে। নিধুবাবু গাহিয়াছেন, “নানান দেশে নানান ভাষা বিনে স্বদেশের ভাষা মিটে কি আশা।” এবং অতুলপ্রসাদও অনুরূপ গাহিয়াছেন—“আ মরি কি বাঙ্গলা ভাষা—মোদের গরব মোদের আশা।”

“আধুনিক” নামে এক শ্রেণীর সঙ্গীত প্রধানতঃ রেকর্ড ও রেডিওতে ব্যাপকভাবে আয়তপ্রকাশ করিয়াছে। বর্তমানে সিনেমা ও রেডিওর যুগে নাট্যসঙ্গীতের স্থায় ‘সিনেমা সঙ্গীত’ নামে আর এক শ্রেণীর সঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছে। অন্ন বস্ত্র সঙ্কটের এই ঘোর দুর্দিন কাটিয়া গেলে ‘রেডিও সঙ্গীত’ নামে আর এক শ্রেণীর সঙ্গীত জন্ম লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়।

নিধুবাবু ও অতুলপ্রসাদের যথাক্রমে ‘বিনে স্বদেশের ভাষা’ এবং ‘মোদের গরব মোদের আশা’—উচ্চাঙ্গ তথা ক্লাসিকাল সঙ্গীত-রাজ্যের বাহিরে সাবলীল গতিতে নিজস্ব পথে আগাইয়া চলিয়াছে কিন্তু সেই অগ্রগতির পথে মাঝে মাঝে কাণ ঝালাপালা করিয়া দেয় মাইকবৃত্ত রেকর্ড সঙ্গীত ও সিনেমা সঙ্গীতরসাপ্ত হ্রাস-ছাত্রীমণ্ডলীর মন্তব্য।

গত ১৩ই চৈত্র ১৩৫৫ রবিবারীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত “বাঙ্গলা ভাষার মারফতে সঙ্গীত” প্রবন্ধ পাঠে আশা ও নিরাশার মধ্যে ভাবিয়াছিলাম যে, নিধুবাবুর স্থায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকার শিল্পীর মত বর্তমানে কয়জন বিশ্বদরবারে উচ্চাঙ্গ তথা ক্লাসিকাল সঙ্গীত-রাজ্যে বাঙ্গলা ভাষার মারফতে (মাধ্যমে) সঙ্গীত পরিবেশন করিবার কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন?

উচ্চাঙ্গ তথা ক্লাসিকাল সঙ্গীত বলিতে আমরা হিন্দি, উর্দু অথবা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকেই বুঝিয়া থাকি এবং উহার শিক্ষা ও অনুশীলনের জন্ত বাঙ্গলার বাহিরে অগ্রাগ্র প্রদেশে আমাদের ছুটিতে হয় এবং উদারতার আতিশয্যে বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃই ঐ ভাষা রচিত সঙ্গীতের প্রতি প্রকৃতিশীল হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে, আবঙ্গালীদের মধ্যে যাহারা কিছু পরিমাণে বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়াছেন ও উহার চর্চা করিয়া থাকেন তাহারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার না করিলেও বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে উচ্চাঙ্গরূপে ঐশ্বর্য্য চয়ন ও আহরণ করিয়া নিজ নিজ মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্তু বাঙ্গালীরা উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা ও চর্চা করিয়াও বাঙ্গলা ভাষায় রচিত সঙ্গীতকে ঐরূপে অলঙ্কৃত করিয়া ক্লাসিকাল সঙ্গীত-রাজ্যের গভীর মধ্যে আসন ওদান করাইতে পারেন নাই কেন ইহা চিন্তার বিষয়। ইউরোপীয় কোন ভাষায় যেমন ভারতীয় কর্ণ-সঙ্গীত অসম্ভব সেইরূপ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রকাশ-ভঙ্গিমায় বাঙ্গলা ভাষার যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহা হইলে সেই ত্রুটি সংশোধন করা কঠব্য বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে আবঙ্গালীরা নিজ নিজ মাতৃভাষার প্রতি যেরূপ প্রাধান্য ও সর্ববিষয়ে সেই ভাষার ব্যবহারে যত্নবান, বাঙ্গালীরা সেরূপ নহে।

আমরা যত উচ্চস্তরের ক্লাসিকাল সঙ্গীত শিল্পী হই না কেন, আমরা বাঙ্গলার বাহিরে অগ্র প্রাদেশান্তর্গত ওস্তাদের সাক্ষরদ মাত্র। যশঃ প্রতিপত্তি যাহা কিছু

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

তাহা সকলই বাঙ্গলার চতুঃসীমার মধ্যেই নিবদ্ধ। বর্তমানে বাঙ্গলা দেশের কয়েকজন প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী ঐ গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন সত্য কিন্তু ‘বাঙ্গালী লোগ্ ক্যা গায়গা’ এই শ্লেষবাক্য আমাদের প্রায়ই শুনিতে হয়।

অবাঙ্গালীর কণ্ঠনিঃসৃত বাংলা গান শুনিয়া আমরা যেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না, ঐ গানের প্রকাশভঙ্গিমায় যেমন একটি বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে সেইরূপ বাঙ্গালীরা যে ঘরোয়ানারই সাক্ষর হউন না কেন তাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শ্রবণে অন্যান্য ভাষাভাষীরাও ঐ একই কারণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না।

বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয়ে উভয়ের প্রদেশগত ভাব-বৈচিত্র্যের সহিত শৈশব হইতেই একাকারে মিশিয়া (?) যাইতে না পারিলে উভয়েরই যেট নিজ নিজ মাতৃভাষায় স্বাভাবিক জন্মগ্রহীত মেজাজী প্রকাশ তাহা আবার উভয়ের পক্ষেই অত্র ভাষার মাধ্যমে রেওয়াজী কন্ঠে পরিণত হইয়া থাকে মাত্র। প্রদেশগত ভাববৈচিত্র্যের সহিত সম্যক-রূপে পরিচিত না হইয়া স্বাভাবিক বাক্য উচ্চারণের দ্বারা রাগ-বৈচিত্র্য ও তালতরঙ্গে সঙ্গীতের প্রকাশভঙ্গিমায় ভাববৈচিত্র্যের যদি অভাব হয় তাহা হইলেই সেই সঙ্গীত প্রাণহীন। ভাষাকে ‘গৌণ’ মনে করিয়া সুর ও তালকে যদি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা হইলে রাগের আলাপে তেলানায় গান শুনিলে পিপাসা মিটাইতে কোন বাধা থাকে না এবং গুণী শিল্পীর কণ্ঠের পরিবর্তে হস্ত সাহায্যে যন্ত্রসঙ্গীতের দ্বারা কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করা যাইতে পারে; কিন্তু মন চাহে, কণ্ঠসঙ্গীত শুনিতে কিন্তু তাহা কি ভাব-বৈচিত্র্যের পরিপন্থী মাধুর্যহীন শ্রুতিকটু কোন ভাষার কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ? ইহাও চিন্তা করিবার বিষয়।

একবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন এক আসরে জনৈক সঙ্গীতশিল্পীর গানের শেষে বাঙ্গালী মহিলা শ্রোতৃবর্গ তাঁহাকে একটি বাঙ্গলা গান গাহিতে অনুরোধ করায় তিনি উত্তরে

বলিয়াছিলেন ‘বাংলা গান কী আর গাইব’। বাঙ্গালীদের মধ্যে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতশিল্পীরা তাঁহাদের মাতৃভাষায় রচিত গানের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন ইহা তাহার একটি অলস্ত দৃষ্টান্ত। বাহা হউক সোরি মিঞার একখানি টপ্পা গাহিয়া তিনি মহিলাদের অনুরোধ রাখিয়াছিলেন বটে কিন্তু নিখুবাবুর বাংলা টপ্পা গানও ত ছিল?

উচ্চাঙ্গ তথা ক্লাসিকাল সঙ্গীতশিল্পী শ্রেণীর অধিকাংশই বাংলা গান গাহিতে বলিলে ঐ একই উত্তর দিয়া থাকেন। কদাচিৎ যদিই বা কেহ বাংলা গান গাহিয়া থাকেন তাহা যেন ‘চর্য্য চোণ্ড লেছ পেয়ে’র শেষে চাটুনি আকারে পরিবেশন হইয়া থাকে। আমাদের দ্বারাই বাংলা সঙ্গীতকে চাটুনিরূপে ব্যবহার করিবার ফল আজকাল আমাদের নিকটই ফেরৎ আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। জনৈক গুস্তাদজী আসরের শেষে অযাচিত ভাবে গুনাইয়াছিলেন বাংলা গান, তাহাও আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত। চাটুনি মুখরোচক বটে, কিন্তু ঐ গুস্তাদজীর পরিবেশনের ফলে শ্রবণের পরিমাপের অভাব হেতু চাটুনি একেবারে পানসে হইয়া গিয়াছিল।

বাংলা দেশের বাহিরে অথবা প্রদেশের আকাশবাণী মারফৎ কয়জন বাঙ্গালী শিল্পী উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী (কণ্ঠ) সঙ্গীত পরিবেশন করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা সঠিক জানিতে না পারিলেও মনে হয় অতি সামান্য, তদুপরি বাংলার বাহিরে অথবা প্রদেশের আকাশবাণী হইতে বাংলা গানকে নির্বাসিত করা হইতেছে দেখিতে পাই। স্থানীয় আকাশবাণীতে বাংলা গান গাহিবার ব্যবস্থা করা হইবে কিনা পত্র দ্বারা জানিতে চাহিলে—উত্তর পাইয়াছিলাম “বাংলা গান এখানে সম্ভব নয়, বাংলা গানের জন্ত বাংলায় আকাশবাণী আছে।” যদিও ভারতের ছুইটি জাতীয় সঙ্গীতই বাঙ্গলা ভাষায় রচিত, কিন্তু উহাতে উৎকৃষ্ট হইবার কোন কারণ নাই যেহেতু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরাও ঐ আকাশবাণীতে অপাংক্তেয়।

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

স্বামিজী বলিয়াছেন—“কেবলই পরামুদ্রণ প্রযুক্তিকে পরিবর্তন করিয়া জাতীয় গৌরবের সামগ্রীকেই আমাদের নিজস্ব অবদান হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে হাজির করিতে হইবে”—কিন্তু ঐ হাজির করা, ঐহাদের উপর নির্ভর করিতেছে বাংলা গান গাহিতে তাঁহাদের কুণ্ঠা বা লজ্জা ভয় এত বেশী যে, বাংলার বাহিরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে বাংলা ভাষার মারফত সঙ্গীত পরিবেশন করিলে তাঁহাদের মর্যাদার হানি হয় অথচ তাঁহারা ই আবার বাংলা ভাষার গৌরব প্রকাশে কুণ্ঠিত হন না, কেননা কথায়, লেখায়, মনের ভাবপ্রকাশে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভাষায় উহা অচল।

স্বামিজী আরও বলিয়াছেন—“পরামুদ্রণ ও পুনরাবৃত্তির মধ্যেও নিজস্ব অভিনবত্ব”—উহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইলেও বাংলার বাহিরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরোয়ানার গ্রাফ বাংলা এ যাবৎ কোন একটি ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয় নাই, যদিও বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত মন প্রাণ দিয়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুশীলন করিয়া আসিতেছে। ‘কার্কন কপি’ই চালাইয়া আসিতেছে। এখনও পর্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বিনিময়ে দাসত্ব

করিবার অথচ ছুটিতে হইতেছে বাংলার বাহিরে তাঁহাদেরই সঞ্চিত ও রক্ষিত এক এক ঘরোয়ানার সামগ্রী হইতে ঐ কার্কন কপির আশায়।

উচ্চাঙ্গের অনুশীলন আমরা অবশ্যই করিব এবং উহা বাঙ্গালী জাতির একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু বাংলা ভাষার সঙ্গীতকে পরিপুষ্ট ও পরিমার্জিত করিয়া উচ্চাঙ্গ তথা ক্লাসিকাল সঙ্গীত-রাজ্যে সমমর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য থাকা কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

বহুদিন পূর্বে ইন্দোরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সঙ্গীত শাখার নির্বাচিত সভাপতি ৬শ্রুতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কোন কারণে অন্তর্পন্থিত হওয়ায় এই অধীনের উপর সভাপতির কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। সেই সভায় আমি আজিকার কর্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম এবং আজও কিছু বলিলাম। আমি নগণ্য ব্যক্তি। আমি কেবল মাত্র খেই ধরাইয়া দিলাম এখন আমার অনুরোধ এই যে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যেন এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করেন।

গান

শ্রীরেখা চট্টোপাধ্যায়

প্রভু আমার গানের সব রাগিণী
লুটিয়ে পড়ুক লতার মত
আমার প্রাণের সকল বাখা
ঝরুক পায়ে ফুলের মত
তোমার লাগি যেদীপ জ্বালা
সে যে প্রাণের দহন-ঢাকা,
যে জল ভরে নয়ন-তলে
সে যে তোমার পূজায় রত।

প্রভু, তোমার পূজার লাগি
আকাশ গাঁয়ে তারার-মালা
তোমার লাগি এই ধরণী
সাজায় বুকে ফুলের ডালা।

নদী জাগে শীতল জলে
নিতি তোমার চরণ তলে,
নিখিল বিশ্ব আছে জাগি
তোমার পায়ে নম্র নত

সংস্কৃত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

স্বরদের গৎ

দেশ-অঙ্কার-তেওরা

প্রাপ্ত : ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ডি. মিউজ.

স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

স্বামী

+ ১ ২ ৩ +
II রা মা ণা | না সর্সী | রা না I সী -১ গা | ধা -১ | পা -১ I
ডা রা ডা ডা ডিরি ডা রা ডা র ডা ডা ০ রা ০

+ ২ ৩ +
ধা মা গা | রা -১ | মা গা I রা জজা রা | সা ররা | না সা II
ডা রা ডা ডা ০ ডা রা ডা ডিরি ডা ডা ডিরি ডা রা

অন্তরা

+ ২ ৩ +
II মা পা পা | না -১ | না -১ I সী ননা রা | সী র'রা | না সী I
ডা রা ডা ডা র ডা ০ ডা ডিরি ডা ডা ডিরি ডা রা

+ ২ ৩ +
রা গা মা | গা -১ | রা -১ I রা জা রা | সা র'রা | না সী I
ডা রা ডা ডা র ডা ০ ডা রা ডা ডা ডিরি ডা রা

+ ২ ৩ +
সী গা ধা | পা -১ | ধা পা I মা গা মা | রা জজা | রা সা II
ডা রা ডা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ডা ডিরি ডা রা

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

শ্রী

কুমারী মমতা মৈত্র, গীতশ্রী

গাহিবার সময়—সূর্যাস্তকাল।

ঠাট—পুরবী (ঋ, ক্রা, দা)।

আরোহণ—সা, ঋ ঋ, সা, ঋ, ক্রা পা, না সা।

অবরোহণ—সা, না দা, পা, ক্রা গা ঋ, গা ঋ, ঋ, সা।

আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত, অবরোহণে সম্পূর্ণ।

জাতি—ওড়িশ-সম্পূর্ণ।

বাদী—ঋষভ, সমবাদী—পঞ্চম।

পকড়—সা, ঋ ঋ, সা, পা, ক্রা গা ঋ, গা ঋ, ঋ, সা।

ইহা পূর্বাঙ্গপ্রধান সন্ধিপ্ৰকাশ রাগ। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। ইহাতে ঋষভ-পঞ্চমের সঙ্গত অতি প্রতিমধুর।

স্বরবিশ্তার—না ঋ ঋ পা পা ক্রগা ঋ সা, সা

নদা পা।

ক্রপনা সা, সা ঋ ঋ গা, ঋ ঋ ক্রগা ঋ পা, ক্রগা ঋ সা

সা ঋ ঋ পা, পপা দপা ক্রা, ঋগা, ঋপা, ঋক্রা

ঋগা, ঋ গা সা।

পপা দপা, ক্রপা না দপা, ক্রা ঋ গা ঋ ঋ পা, ক্রপা

নসা, সা ঋ গা গা সা, না ঋ গা, ক্রা গা ঋ গা, ঋ

সা, সা নদা পা, ক্রগা ঋ, ঋপা, ঋ গা ঋ সা ॥

মঙ্গল বজোই রে।

আজ মেরে ঘর আইলি পিহারওয়া।

সরস ভেদ পর জিদ পর লানি

ভমতক মনোহর যামি ॥

প্রাপ্ত : শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বরলিপি : শ্রীমমতা মৈত্র, গীতশ্রী

$\overset{1}{\text{সা}}$ $\overset{+}{-}$ $\overset{1}{\text{সা}}$ $\overset{+}{\text{ক্রা}}$ $\overset{+}{\text{পা}}$ $\overset{+}{-}$ $\overset{+}{-}$ $\overset{+}{-}$	$\overset{0}{\text{পপা}}$ $\overset{0}{-}$ $\overset{0}{\text{দা}}$ $\overset{0}{-}$ $\overset{0}{\text{পা}}$ $\overset{0}{-}$ $\overset{0}{\text{ক্রপা}}$	$\overset{0}{\text{ক্রগা}}$ $\overset{0}{-}$ $\overset{0}{\text{ঋগা}}$ $\overset{0}{\text{ঋ}}$ $\overset{0}{-}$
ম ০ জ ল ব ০ ০ ০	ব ০ ০ জো ০০	ই ০ ০০ রে ০

$\overset{1}{\text{ঋ}}$ $\overset{1}{\text{ঋ}}$ $\overset{1}{\text{গা}}$ $\overset{1}{\text{গা}}$	$\overset{+}{\text{ঋ}}$ $\overset{+}{\text{ঋ}}$ $\overset{+}{\text{পপা}}$ $\overset{+}{-}$	$\overset{0}{\text{ক্রপদপা}}$ $\overset{0}{\text{ক্রগা}}$ $\overset{0}{\text{পা}}$ $\overset{0}{\text{পা}}$	$\overset{0}{\text{ক্রগা}}$ $\overset{0}{\text{ঋগা}}$ $\overset{0}{\text{ঋ}}$ $\overset{0}{-}$
আ জ মে রে	ব র আ ০ ০	ই ০০০ লি ০০ ০ পি	২১০ র০ ওয়া ০

$\overset{1}{\text{পা}}$ $\overset{1}{\text{পা}}$ $\overset{1}{\text{দা}}$ $\overset{1}{\text{পক্রা}}$	$\overset{+}{-}$ $\overset{+}{\text{দা}}$ $\overset{+}{\text{দা}}$ $\overset{+}{\text{পা}}$ $\overset{+}{\text{পা}}$	$\overset{0}{\text{ক্রা}}$ $\overset{0}{\text{পা}}$ $\overset{0}{\text{পনা}}$ $\overset{0}{\text{না}}$	$\overset{0}{\text{সনা}}$ $\overset{0}{\text{গা}}$ $\overset{0}{\text{স}}$ $\overset{0}{-}$
স র স ভে ০	০ দ প র	জি দ প র	লা ০ নি ০

$\overset{1}{\text{ননা}}$ $\overset{1}{\text{না}}$ $\overset{1}{\text{স}}$ $\overset{1}{\text{স}}$	$\overset{+}{-}$ $\overset{+}{\text{ঋগা}}$ $\overset{+}{\text{ঋ}}$ $\overset{+}{\text{স}}$ $\overset{+}{\text{স}}$	$\overset{0}{\text{পা}}$ $\overset{0}{-}$ $\overset{0}{\text{ক্রগা}}$ $\overset{0}{-}$ $\overset{0}{\text{পা}}$	$\overset{0}{\text{ক্রগা}}$ $\overset{0}{\text{ঋ}}$ $\overset{0}{\text{ঋ}}$ $\overset{0}{-}$
ভম ভ ক ০	ম ০ নো হ র	বা ০০০ ০ ০	০০ ০ বি ০

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

তান

(১) স^০ঝা ঙ্গাপা নসাঁ গ^০ঝাঁ | স^০না দপা ঙ্গাগা ঝসা

৩

(২) ঙ্গাপা নসাঁ গ^০ঝাঁ গ^০ঝাঁ | স^০না দপা ঙ্গাগা ঝসা

(৩) + গ^০ঝা ঙ্গাগা প^০ঝা দপা | স^০না স^০না ঝসা গ^০ঝাঁ |

স^০না দপা ঙ্গাগা ঝসা |

সংবাদ

বিখ্যাত কীর্তনাচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী :

গত ২৩শে চৈত্র বিখ্যাত কীর্তনাচার্য্য ও প্রসিদ্ধ ত্রীখোলবাদক শ্রীনবদ্বীচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয় ৯২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, মৃত্যুর পর দিবস তাঁহার দিনবতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হইয়াছিল।

১৮৬৩ সালে বুলদাবনধামে কীর্তনাচার্য্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ কীর্তনবিশারদ কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী। বাল্যকাল হইতেই তিনি সঙ্গীতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া কীর্তন গানের বিভিন্ন শাখার শিক্ষা লাভে আত্মনিয়োগ করেন। খোল-বাঞ্চে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার কণ্ঠে

বিজাপতির পদাবলী কীর্তন শুনিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ভাবসমাধি লাভ করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের সহযোগিতায় তিনি প্রায় তিন হাজার মহাজন পদসম্বলিত একটা সটীক পদাবলী সঙ্কলন প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন। এই সদালাপী নিরহঙ্কার, ভক্তিমাধুর্য্যমণ্ডিত ও অধ্যাত্মধনসম্পদবিভূষিত কীর্তনাচার্য্যের অভাব অপূরণীয়।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব :

গত ২৫শে বৈশাখ বুধস্পতিবার সকাল ৮ ঘটিকায় বি, টি, রোডস্থ সাগর দত্ত অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের আশ্রয়বীথিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিবতিতম জন্মোৎসব

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবন্ধিকা

সব গভীর প্রকার সহিত উদ্ভাষিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ এম. এ, পি. আর. এস. ও স্ককবি শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভাগের ছাত্র ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই স্বরচিত প্রবন্ধ, কবিতা আবৃত্তি ও রবীন্দ্র-গীতির দ্বারা কবিগুরুর উদ্দেশ্যে প্রদ্বাজলি প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে ছাত্রগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, কবিগুরু তথা ভারতের মহামানীবিদ্যুন্দের জীবনেতিহাস উদ্ঘাটনপূর্বক তাঁহাদের আদর্শে যেন তাহারা উৎকৃষ্ট ও অমুপ্রাণিত হয়।

ডাকুনিতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব :

গত ২৮শে বৈশাখ ডাকুনিতে রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিবতিতম জন্মোৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। কুমারী কুস্তলা দাশগুপ্তা ও শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর স্ককবি শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় “জন্মদিনে” কবিতাটি পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমতী চৌধুরী রচিত ‘বৈশাখ-বন্দনা’ নামক একটি রবীন্দ্র-গীতি-বিচিত্রার যে অনুষ্ঠান হয় তার সঙ্গীতাংশে কুমারী কুস্তলা দাশগুপ্তা, কুমারী লীলা দত্ত, কুমারী বীথি চৌধুরী, কুমারী লক্ষ্মী মজুমদার, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী গুপ্ত ও শ্রীজ্ঞানরঞ্জন

চট্টোপাধ্যায় এবং বাজনার কুমারী রেবা চৌধুরী, শ্রীমতী বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী চৌধুরী অংশ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া কয়েকটি একক ও সম্মেলক সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত বেচু দত্ত, কুমারী আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী শেফালী সিংহ ও স্থানীয় মহাজাতি সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা; অপরূপে কুমারী রেবা চৌধুরী, কুমারী অন্নপূর্ণা বন্দোপাধ্যায় ও প্রকাশ কাক্সিলাল এবং যত্নসঙ্গীতে শ্রীযোগেশ রায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ ও প্রধান অতিথি মহাশয়ের গভীর তথ্যপূর্ণ আলোচনা সকল শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। পরিশেষে স্থানীয় যুবকবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের “শেষ রক্ষা” নাটক অভিনীত হয়।

সঙ্গীতশিল্পীদের সম্মান :

সম্প্রতি ভারতের চারিজন বরণীয় গীতবান্ড-বিশারদকে ভারত সরকার যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত ২৮শে মার্চ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ যে চারিজন ভারতপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা নগদ ও পাঁচশত টাকা মূল্যের একটি করিয়া শাল উপহার স্বরূপ দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম—(১) উস্তাদ আলিউদ্দিন খাঁ (স্বরোদ বাজক), বয়স ৮০; (২) মুস্তাক হুসেন (খেয়াল গায়ক), বয়স ৭৩; (৩) করাই হুদী সম্মিলিত আয়ার (কর্ণাটী সঙ্গীতজ্ঞ), বয়স ৬৫; আরাইকুদী রামায়াজ আয়েজার (বিখ্যাত কর্ণাটী গায়ক) বয়স ৬২।

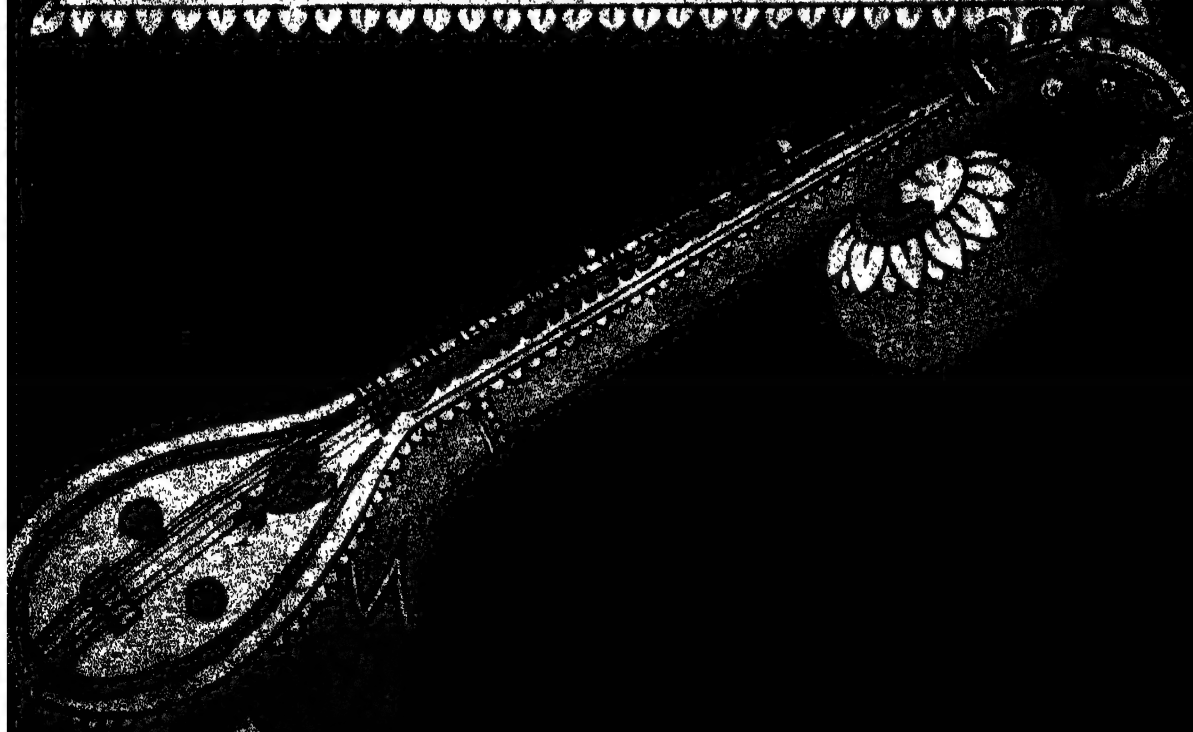
সম্পাদক : শ্রীগোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় ও

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমদ্রথমোহন বসু, এম. এ.

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ

ପ୍ରବେଶିକା



ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ
ପ୍ରବେଶିକା

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাস্তবিক সঙ্গীত সম্বন্ধী একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৬শ বর্ষ, সন ১৩৫৬ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন দাস, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কাৰ্য্যাবাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

ভিত্তিমানসকগণঃ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত ঘোষীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীচন্দ্র নন্দা বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রী হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম্, এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণকার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অম্বিনাথ সান্যাল

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরী

মিসেস কে, সি, দে

শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরত্নাকর

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদাব

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এসসি

শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার বিজ্ঞাপন

বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ে রডাসই অদ্বিতীয়



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেণ্ডিক্ট স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১২৬৭

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।

সূচীপত্র

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা—		গান—	
শ্রীরাজেশ্বর মিত্র	৮১	শ্রীজয়ন্তী ঘোষ	২২
স্বরলিপি—		সেতারের গং—	
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	৮০	শ্রীযোগেশচন্দ্র বায়	২৩
গান—		গান—	
শ্রীঅমল্যভূষণ দে	৮৬	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	২৫
স্বরলিপি—		স্বরলিপি—	
শ্রীমোহিতকুমার সরকার	৮৭	শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায়	২৬
বাহাস্তর ঠাট—		স্বরলিপি—	
শ্রীবিমল রায়	৮৯	শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	২৯

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার গ্রাহকদিগের নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারন্ত। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকত্ব হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০। ষাণ্মাসিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞান পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্যাদ্যক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাইয়ের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সন্নিবিষ্ট আছে। মূল্য—২৮ টাকা।

সংগীতসুশাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল—১৥০

সুর-বানী—২৥০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবানী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী সমাধিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিয়াল্লিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাংক ২৪৩৬

—সদ্য প্রকাশিত হইল—

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র=গীতলিপি—৫

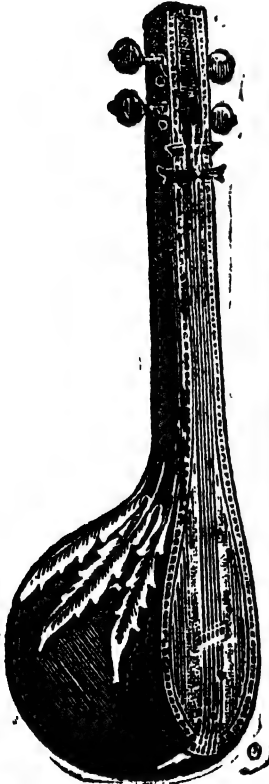
এই পুস্তকে ২৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

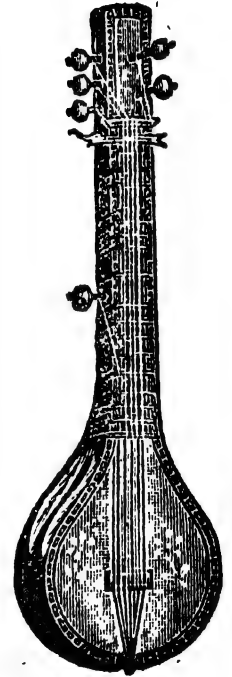
আর, বি, দাস—কলিকাতা

আধুনিক রুচিসম্মত সঙ্গীতের

—বাণ্যযন্ত্র—



অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা নির্মিত
সেতার, এস্রাজ, তানপুরা,
উচ্চাঙ্গের তরফদার - সেতার,
স্বরোদ প্রভৃতি তারের যন্ত্র সকল
সময়ে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।



তরফদার সেতার—১১টি তরফ তার, ৭টি কাণ,
২টি লাউ ৩২", ডাঙি, পর্দা নিকেল উৎকৃষ্ট
উপাদানেবিশিষ্ট কারিকর দ্বারা প্রস্তুত— ২০০

এ —স্পেশাল কোয়ালিটি, ৩২" ডাঙি,
পর্দা নিকেল হংসমুখযুক্ত, ওস্তাদদিগের
ব্যবহারোপযোগী— ... ২৫০

—অন্যান্য বাণ্যযন্ত্রের জন্য পত্র লিখুন—

আর, বি, দাস—কলিকাতা

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত আলাপের বই

রাগালাপ—৩

সুরশিল্পী পঙ্কজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিকা (১ম)—২৥০

ঐ (২য়)—২।০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ বর্ধিতরূপে শীঘ্রই
প্রকাশিত হইবে।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা-বিস্তার ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২৥০

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল!

সুরের লিখন—২৥০

কথা: গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মা

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীচূর্ণাচরণ বিশ্বাস প্রণীত
সঙ্গীত গ্রন্থ

১। সঙ্গীত পরিচয় (হারমোনিয়াম শিক্ষা)

২য় সংস্করণ—ইহা ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ও
সহজ পুস্তক। মূল্য—২২ টাকা।

২। সহজ বাঁয়া-তবলা শিক্ষা

ইহা বাঁয়া-তবলা শিক্ষার একমাত্র পুস্তক, ইহাতে
৮পঞ্চপতিসেবক মিশ্র, ৮প্রসন্নকুমার বণিক্য,
আতা হোসেন প্রভৃতি বাদকের ভাল ভাল
বোল আছে। মূল্য—২২ টাকা।

৩। রস-কীর্তন (আখার সমেত)—১।০

৪। নগর-কীর্তন—১।০

৫। এসুরাজ শিক্ষা (যন্ত্রসহ)

প্রাপ্তিস্থান—

মূলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা—৬

প্রকাশিত হ'লো!

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলকভাবে
আলোচনা এবং হনুমন্ডতে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর
উৎপত্তি-রহস্য ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও যুঁক্তির চাক্ষুষ
পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ-রাগিণীর অল্পশীলনে রসরূপের চাক্ষুষ
যেথাচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

রাগের ও নব রসের নানাপ্রকার অভিব্যাক্তময় বহু
চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস ৮সি, লালবাড়ার স্ট্রিট, কলিকাতা



ষড়বিংশ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৫৬ সাল

৫ম সংখ্যা

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

এই উপলক্ষে নারদপ্রণীত সঙ্গীত-মকরন্দ নামক গ্রন্থে যে সকল রাগ-রাগিনী দেওয়া আছে তারও একটা আলোচনা করা যেতে পারে।

সঙ্গীত-মকরন্দের মত :—

পুরুষ রাগ—বঙ্গাল, গৌমরাগ, শ্রীরাগ, ভূপালী, ছায়াগোড়, শুদ্ধ হিন্দোলিকা, আন্দোলী, দোষুলী, গোড়, কর্ণাটিকা, ফডমঞ্জী, শুদ্ধনাট্য, মালবগৌলিক, রাগবঙ্গ, ছায়ানাট্য, কোলাহল, সৌরাষ্ট্রী, বসন্ত, শুদ্ধ সারংগ, ভৈরবী, রাগধ্বনি।

এগুলিকে পুরুষরাগ বলে বর্ণনা করা হলেও এর মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীরাগের নামও দেখা যাচ্ছে—কি ভাবে এই রাগ কল্পনা করা হয়েছে বোঝা যায় না।

রাগিণী—তুণ্ডী, তুরুস্ক তুণ্ডী, মবারী, মাছরী, পৌরালিকা, কান্তারী, ভল্লাভী, সৈন্ধবী, সালঙ্গ, গাঙ্গারী, দেবকী, দেশিনী, বেলাবলী, বহুলী, গুণ্ডকী, চূর্জরী, বরাটী, জাবড়ী, হংসী, গোড়ী, নারায়ণী, অহরী, মেঘরঞ্জী, মিশ্রনাট্য।

নপুংসক রাগ—কৈশিকী, ললিতা, ধরাশ্রী, কুরুঞ্জিকা, সৌরাষ্ট্রী, জাবড়ী, শুদ্ধ, নাগবরাটিকা, কোমকী, বামজী, সাবেরী, বলহংস, সামবেদী, শংকরাভরণ।

সম্পূর্ণ রাগ—দেশাক্ষী, মধ্যমাদি, বসন্ত-ভৈরবী, শুদ্ধ ভৈরবী, মালবী, গাঙ্গার, নাট, মুখহারী, আহরী, বলহংস, শুদ্ধ-বসন্ত, শুদ্ধ বামজিয়া, শুদ্ধ বরাটিকা।

ষাড়ব রাগ—দেবগাঙ্গার, নীলাধরী, ত্রীরাগ, শুদ্ধ বহুলী, শুদ্ধ-গোল, ললিত, মালবত্ৰী, ভূপাল, পড়বজী, গুণ্ডকী, কুরুজী।

উড়ব রাগ—ধন্যাসী, সাবেরী, গুর্জরী, মধ্যমাদি, মধুমাধবী, মেঘরঞ্জী, বেলাবলী, রামকৃত্য, নারায়ণী, পালি।

প্রাতর্গেয় রাগ—গাঙ্গার, দেবগাঙ্গার, ধন্যাসী, সৈন্দবী, নারায়ণী, গুর্জরী, বঙ্গাল, পটমঞ্জরী, ললিত, হিন্দোল, ত্রী, সৌরাষ্ট্র, মাহলার, সামবেদী, বসন্ত, শুদ্ধ ভৈরব, বেলাবলী, ভূপাল, সোমরাগ।

মধ্যাহ্নগেয় রাগ—শঙ্করাভরণ, পূর্ব, বলহংস, দেশী, মনোহরী, সাবেরী, দোষুলী, কাস্তোজী, গোপিকাশোজী, কৈশিকী, মধুমাধবী, দুই প্রকার বহুলী, মুখারী, মঙ্গল-কৌশিক।

চন্দ্রোদয়ের পরে গেয় রাগ—শুদ্ধনাট্য, সালঙ্গ, নাট্য, শুদ্ধ-বরাটিকা, গোলী, মালবগোড়, ত্রীরাগ, আহরী, রাম-কৃত্য, রঞ্জী, ছায়া সর্বপ্রকারের বরাটিকা, দ্রাবটিকা, দেশী, নাগবরাটিকা, কর্ণাট, হরগোড়ী।

গ্রহরোহণকালে গেয় রাগ—দেশাক্ষী, শুদ্ধ ভৈরব, শুদ্ধ বরাটিকা, দ্রাবটিকা।

গ্রহের পরে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে এবং সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে গেয় রাগ—মহলারী, মাহরী, আন্দোলী, রাম-কৃত্য, ছায়ানাট্য, রজ্জা।

এই আলোচনায় সবচেয়ে প্রধান বস্তু হচ্ছে ছয়টি প্রধান রাগের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় আমরা কিছু বৈষম্য লক্ষ্য করি—নীচের ছকটি থেকে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।

ব্রহ্মার মত—ভৈরব, ত্রী, মেঘ, বসন্ত, পঞ্চম, নট।

হুম্মত—ভৈরব, ত্রী, মেঘ, দীপক, কৌশিক, হিন্দোল।

সোমেশ্বর মত—ভৈরব, ত্রী, মেঘ, বসন্ত, পঞ্চম, নটনারায়ণ।

রাগার্ণব মত—ভৈরব, মল্লার, গোড়, দেশাখ্য, পঞ্চম, নট।

সঙ্গীত-দর্পণ বা শিবমত—ভৈরব, ত্রী, মেঘ, বসন্ত, পঞ্চম, বৃহদ্রাট (নটনারায়ণ)।

ব্রহ্মার মত, সোমেশ্বর মত এবং সঙ্গীতদর্পণের মত প্রায় একই ছিল কিন্তু হুম্মতের যখন প্রাধান্য হয় তখন দীপক, কৌশিক এবং হিন্দোল খুব বড় রাগরূপে গণ্য হোতো—আবার রাগার্ণব মতে আমরা মল্লার, গোড় এবং দেশাখ্য এই তিনটি রাগের প্রাধান্য দেখতে পাচ্ছি। এই সমস্ত রাগের মধ্যে ভৈরব রাগ যে সবচেয়ে প্রধান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কেননা পাঁচটি মতেই ভৈরব রাগের স্থান রয়েছে এবং এর পরেই ত্রী, পঞ্চম, মেঘ এবং বসন্ত রাগের উল্লেখ করতে হয়।

সঙ্গীত-দর্পণের পরে যে গ্রন্থটির আলোচনা করা উচিত সেটি হচ্ছে ‘রাগ-তরঙ্গিণী’। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম লোচন পণ্ডিত—এঁর বাসভূমি ছিল মিথিলায়। পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময় তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের তিহঁতের রাজা শবসিংহের সভাকবি বিজ্ঞাপতির অনেকগুলি গান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমান আমলে আমীর খজুর প্রচলিত ইয়ামনু এবং ফারদোস রাগের উল্লেখ এই রচনায় পাওয়া যায়।

শাস্ত্রকারদের মধ্যে লোচন সর্বপ্রথম ‘গ্রাম’ ‘মূর্ছনা’ ‘জাতি’ প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতি লঙ্ঘন করে জন্ত-জনক অথবা ঠাট, মেল পদ্ধতির অনুসরণ করেন। এই গ্রন্থে ১২টি জনক রাগ এবং এইগুলি থেকে উৎপন্ন ৭৫টি জন্ত রাগের কথা বলা হয়েছে। রাগরাগিণী সম্বন্ধে যে সব চিত্র পূর্বে প্রচলিত ছিল সে সবও এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এতে বোঝা যায় যে, তৎকালপ্রচলিত রাগ রাগিণীর নানারূপ পদ্ধতিকে তিনি কাল্পনিক মনে করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি এইগুলিকে বর্জন করে মেল-পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন। এই মেল-পদ্ধতি

‘স্বরমেলকলানিধি’-রচয়িতা রামামাত্য প্রথম প্রবর্তন করেন। লোচন এই পদ্ধতিতে রাগবিভাগ করাকে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলে বুঝতে পেরে এই মত গ্রহণ করেছিলেন।

লোচন-প্রবর্তিত বারটি ঠাট এবং তৎসম্পর্কীয় শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হোলো :—

ঠাট—

- ১। ভৈরবী—নীলাস্বরী সদাগেয়া ভৈরবী রাগিণী স্থিতৌ।
- ২। তোড়ী—টোড়ী সুরাগিণী কাপি স্বস্থিতৌ শৈব গীয়তে
- ৩। গৌরী—মালবঃ সাদৃশ্যময়ঃ শ্রীর্গৌরী চ বিশেষতঃ।
 চৈতী গৌরী তথা প্রোক্তা পহাড়ী গৌরিকা পুনঃ।
 দেশীটোড়ী দেশকাণো গৌরো বাগেষ্ সন্তমঃ।
 ত্রিবণঃ শ্রীমূলতানী ধনাত্রীশ্চ বসন্তকঃ।
 গৌরা ভৈরবরাগশ্চ বিভাষো রাগসন্তমঃ।
 রামকলী তথাগেয়া গুর্জরী বহুলী ততঃ।
 রেবা চ ভাটিয়াবশ্চ ষড়্‌রাগশ্চ যোন্তমঃ।
 মালবঃ পঞ্চম কিঞ্জয়জতশ্রীশ্চ রাগিণী।
 অসাবরী তথা জেয়া দেবগাঙ্কার এব চ।
 সিদ্ধী অসাবরীজেয়া জেয়া গুণকবী তথা।
 গৌরী সংস্থানমধ্যোতু এতে রাগা বাবস্থিতাঃ।
- ৪। কর্ণাট—ষাড়বঃ কানবো রাগো দেশী বিখ্যাতিমাগতঃ।
 বাগীশ্বরী কানবশ্চ খমাইচী তু রাগিণী।
 সোরঠঃ পরজো মাক্র জৈজয়ন্তী তথা পরা।
 ককুভোহপি চ কামোদঃ কামোদী লোকমোদিনী।

কেদারীরাগিণীরমা গৌরঃ শ্রীং মালকৌশিকঃ।

হিন্দোলঃ স্বঘরাই শ্রাদড়ানো রাগসন্তমঃ।

গারেকানবনামা চ শ্রীরাগশ্চ স্বধাবহঃ।

কর্ণাটসংস্থিতাবেতে রাগাঃ সন্তীতি নিশ্চিতম্।

৫। কেদার—কেদার স্বরসংস্থানে শ্রুতঃ কেদারনাটকঃ।

আতীরনাটনামা চ গেয়ো রাগস্তথাপরঃ।

খস্বাবতী ততো জেয়া শংকরাভরণস্তথা।

বিহাগরা চ হস্বীরঃ শ্রাম শ্রুতি মনোহরঃ।

ছায়ানটশ্চ ভূপালী জেয়া ভীমপলাসিকা।

কৌশিকশ্চ তথা গেয়ো মাক্র বাগো বিচক্ষণৈঃ।

৬। ইমন—ইমন স্বরসংস্থানে শুদ্ধ কল্যাণ ইরিতঃ।

পুর্নিয়া বিদিতা লোকে জয়ংকল্যাণ এব চ।

৭। সারংগ—সারংগ স্বরসংস্থানে প্রথম পটমঞ্জরী।

বুন্দাবনী তথা জেয়া সামন্তো বড়হংসকঃ।

৮। মেঘ—মেঘরাগস্ত সংস্থানে মেঘোমল্লার এব চ।

গৌরসারংগনাটৌ চ রাগো বেলাবলী তথা।

অলহিয়া তথা জেয়া শুদ্ধস্বহব এব চ।

দেশীস্বহব দেশার্থো শুদ্ধনাটশ্চৈব চ।

৯। ধনাত্রী—ধনাত্রী স্বরসংস্থানে ধনাত্রীলিতস্তথা।

১০। পূর্বা—পূর্বায়াঃ স্বরসংস্থানে পূর্বৈবপরিণীয়তে।

১১। মুখারী—মুখারী স্বরসংস্থানে মুখারী পরিণীয়তে।

১২। দীপক—দীপক।

—ক্রমশঃ

II {পা ধা পা মা | পধগা-পধা-সাঁ-না I সাঁ সাঁ সাঁ পধা | সাঁ-না সাঁ-না I
স্ব ধা ক ব স ০০ ০০ ম ০ এ স হ দা ০ কা ০ শে ০

পা ধা সাঁ রা | মজ্জা-মজ্জা-রা-সাঁ I পা দা গা-না-পা গদা পা-কপা I
অ ন ত ব গা ০ ০০ হে ০ তো মা রি ০ গা থা ০ সে ০০

{পা ধা পা মা | রা-মা রমপদা-মপা I মা-মপদা পমা জ্ঞা | রমা জ্ঞরা সা-না I
এ স নি ব জ ০ নে ০০০ ০০ মা ন ০০ ০স ভ ব ০ ০০ নে ০

সা রা জ্ঞা পা | জ্ঞা পা ধা সাঁ I ধা-সাঁ-ধসা-ধপা | -জ্ঞপা-জ্ঞরা-রজ্ঞা-রসা II
ক রি ত ব স নে মি তা লী ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

II গা গা-না সরা | -মা-মা মা-না I রা মা পা-ধা | পদা-মপা-মদা পা I
তু মি ০ র ০ বে ০ মো র ম ন ম ন দি ০ ০০ ০০ রে

পা-দা সাঁ দা | পা জ্ঞা জ্ঞা-দা I পক্কা-পা-না-না | -না-না-না-না I
আ ব্ কে হ সে থা ব বে না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[রা মা পা পা | গদা গদা পা পা]

{ধা ধা ধা মপা | -গা গা গা-না I পা গা সাঁ রা | সগা-রসাঁ গা-পা I
তু মি ক বে ০ ০ ক থা ০ চু পে চু পে সে ০ ০০ থা ০

রা জ্ঞা পা মা | জ্ঞরা মজ্জা সা মা I জ্ঞা-না-সাঁ-না | -না-না-না-না I
আ ব্ কে হ ক ০ থা ০ ক বে না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা⁺ ধা-পা^০ মা। প^০ধা^০প^০ধা^০সী-না। সী⁺সী^০সী^০সী^০-পধা। সী^০না সী^০না।
সে খা য় বি বা০০ ০০ হে ০ চি র শূ ০০ হ্র ০ তা ০

পা ধা সী রী। ম^০জ্জী^০ম^০জ্জী^০রী-সী। পা দা গা-পা। পদা-মদা পা-না।
তু মি এ সে দা০ ০০ ও ০ প রি পু র ৭০ ০০ তা ০

পা দা পা মা। রা মা বমপদা-মপা। মা মপদা পমাজ্জা। রমা-জ্জরা সা-না।
প খ চা হি আ ০ মি০০০ ০০ ত ব০০০ ত০ রে এ০ ০০ কা ০

সা রা জ্জা পা। জ্জা-পা ধা সী। ধা সী-ধপা-ধসী।-জ্জপা-জ্জরা-রজ্জা-রসা।
প্র গ য় প্র দী ০ প জা লি ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

গান

শ্রীঅমূল্যভূষণ দে

সাগর বৃকে ভাস্বে আমার

পথ হারানো ডেলা।

—আমি আজ একান্ত একেলা।

নিঝুম রাতির গোপন ব্যথায়

খুঁজে বেড়াই তোমায় সেথায়,

সাথী-হারা জীবন যে হায়

ব্যর্থ পথে চলা।

—আমি আজ একান্ত একেলা।

গহন রাতির ঔজ্জ্বল তারা

মাঝে মানো দেয় যে সাড়া,

বুঝতে নারি তার ইশারা—

মৌন কথা বলা।

—আমি আজ একান্ত একেলা।

মনে মধুর পরশ তোমার

সরস করে তুলবে আবার,

চিরন্তনের কুসুম আমার

ফুটেবে উদয় বেলা।

—আমি আজ একান্ত একেলা।

স্বরলিপি

গীত-ত্রিভাণ

দিল্‌মে যো হ্যায় বাত মেরা আজ

ক্যায়েসে বাতায়ুঁ পিয়া ক্যায়েসে বাতায়ুঁ ?

আখমে ছুপ্রহা প্রেম যো হ্যায় মেরা

ক্যায় সে বোলায়ুঁ কহো ক্যায় সে বোলায়ুঁ ?

তু বাদল হ্যায়্, বন্ গয়া ম্যায়্

পায়সী চাতক, কায়সে সমঝায়

তুষ্ণে ক্যায়সে সমবায়ু ।

কুঞ্জমে কুঞ্জমে মেরা ফুল কলিয়েঁ আমে

বসন্তু আয়া হো ভাওরো গুঁজাতি হ্যায়্

कदम् कदम् पर याति परन भि

ডাল ডাল পর পিক্‌ বুলাতি হয়।

যব্ তু নারাজ্ হ্যায়্, উস্মে ক্যা কাম হ্যায়্

পেয়ারকি বাত তুঝে ক্যারসে গুনায়ু

তুৰো ক্যায়সে শুনাযু ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমোহিতকুমার সরকার

II ⁺ | ^৩ | ^০ -^১ স^১ -স^১ ধনা | স^১ -^১ স^১ -^১ I
 ০ দি ল্ মে যো ০ হা য্

- ন নর্না - বর্না গা | পা - মজ্জমজ্জা রা - | জা - ররা সধা গা | সরগা মা গা মগমা ।
 ০ বা ০ ত্ মে রা ০ ০ আ জ্ কা ০ য়্ সে ০ বা তা ০০ য়্ পি যা ০

জ্ঞা -ররা সা না। সা সা -া -া। -া গা -গা ধা। গা -গা ধা গা ।

কা য় ০ সে বা তা য় ০ ০ ০ আ থ্ মে ছু প র হা

পা-সর্গা-র'স'র্গা'র্গা | গা-স'র্গস'র্গা'র্গা পা | গা-মা পধা-নর্গা | না স'র্গ-পা দা I
 শ্রে ০০ ০ য় যো হা ০০০য় মে রা কা' য় সে ০০ বো লা য় ক

পা যজ্ঞা -ররা সা | না সা সা -া | "না সর্গ -সর্গ ধনা | সর্গ -া সর্গ -া" II
হো ক্যা য়.০ সে বো লা য়. ০ ০ দি ল্ মে ষো ০ ছা য়.

II + ° ° ° °
| | | | | | | |
-১ রী -১ রী | রী -জী -রী -সী I
০ তু ০ বা দ ল্ হা ০ ০ য়

-১ রজী -রজী রী | গধা -পধা সা -সা | -রী রী -গী মী | মগী -রগী রী -সী I
০ ব ন ০ ০ গ যা ০ ০ ০ মা য় ০ প্যা য় সী চা ০ ০ ০ ত ক্

-পী পী -পী মী | মগী -রগী রী -সী | রী জী রী সগী ধপধা | সী -পা দা পা I
০ প্যা য় সী চা ০ ০ ০ ত ক্ ক্যা য় সে স ম ০ ০ ঝা য় তু ঝে

মজী জী রসা -না | সা সা -১ -১ | “-১ সা -সী ধনা | সী -১ সী -সী” II
ক্যা য় সে স ম্ ঝা য় ০ ০ ০ দি ল্ মে ধো ০ হা য়

II + ° ° ° °
| | | | | | | |
| সসা -রা সবসা গুণা | ধা সগা ধা পূ I
কুন্ জ্ মে ০ কুন্ জ্ মে মে রা

-ধা সা -সা সা | রা মজী জী -সী | রা মমা মা মা | মগী -রগী রা -সা I
০ ফু ল্ ক লি ধো ০ মে ০ ০ ০ ব সন্ ঃ আ যা ০ ০ ০ হো ০

ধা সা রা গা | মা রজী রা -১ | রা পা -১ পা | পা -১ পা -১ I
ভা ও রো গু জা তি ০ হা য় ক দ ম্ ক দ ম্ প য়

-১ ধা পা মা | পা ধা সা -১ | সা -গগা ধা পা | -মমা জী রা -সা I
০ যা তি প ব ন ভি ০ ডা ০ ০ ল ডা ০ ০ ল প য়

ধা গা -সা রা। গা সরা সা -া। ধা -গা রা রা। রা -জা -জা রা -সরা ।
০ পি ক বু লা তি ০ হা য় য় ব্ তু না রা জ্ হা ০ ০ য়

রা -জা রা সা। গধা -পধা সা -া। রা মা -া মা। মর্গা -র্গা রা সা ।
উ স্ মে কা কা ০ ০ য় হা য় পে যা ব্ কি বা ০ ০ ত্ তু বো

পা পা -া মা। মর্গা -র্গা রা সা। রা জা রা সগা ধপধা। সা পা দা পা ।
পে যা ব্ কি বা ০ ০ ত্ তু বো কা য় সে শু ০ না য় তু বো

মজ্জা -রা সা না। সা সা -া -া। “-া সা -সা ধনা। সা -া সা -া” II II
কা য় দে শু না য় ০ ০ ০ দি ল্ মে যো ০ হা য়

বাহ্যতর ঠাট

শ্রীবিমল রায়

৬৮। সরূপব্দা

ভূমিকা।—

রাগমঞ্জরীতে এই নামেব উল্লেখ ছাড়া আর কোনও হাদিস্ এর পাইনি। আমীর খশরুর রাগগুলির মধ্যে এটি একটি রাগ। বেলাবলের অহু করণে এটি গঠিত বলে জানা যায়। বেলাবল আমীর খশরুর সময়ে কেমন ছিল বলতে পারি না, তবে তান সনের আগে জগ রূপেই দেখি, তানসেনের পবে শুদ্ধ রূপে। সরূপব্দাও হয়তো ঐ ভাবে নিজরূপ পরিবর্তিত করতে করতে আজ শুদ্ধ রূপে দেখা দিয়েছে। রাগমঞ্জরীর সময়ে বেলাবল শুদ্ধ, অতএব সরূপব্দাও শুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া যায়।

অর্ধাচীন তথ্য।—

এখন সরূপদার বহু রূপ দেখতে পাওয়া যায়, যাতে

সন্দেহ হয় যে, রাগটি খুব সম্ভব অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল অথবা কোনও ঘরানায় আবদ্ধ ছিল।

১নং। শুদ্ধ সিধা, সম্পূরণ-সম্পূরণ

২নং। শুদ্ধ সামান্য বক্র, সম্পূরণ-সম্পূরণ

৩নং। শুদ্ধ সামান্য বক্র, খাড়ব-সম্পূরণ

৪নং। শুদ্ধ একটু বেশী বক্র, খাড়ব সম্পূরণ

৫নং। গন বক্র

জ্যেষ্ঠব্য।—সরূপব্দার চালের মধ্যে নট, গৌড়, অলইয়া, বেহাগ ও ছায়ার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ বেলাবল থেকে বাঁচবার প্রচেষ্টায় তাকে নানা কসরৎ করতে হয়েছে, ফলে একটা প্রতিষ্ঠা মূর্তি তার গড়ে ওঠেনি। বলতে পারেন অবশ্য, যে বেলাবলের সঙ্গে কিছু পার্শ্বান্ মোকাম মিশ্রণ করাব ফলে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে,

আমার প্রতিবাদ করবার কিছু নেই। আমি শুধু দেখছি, কোনও মূর্তিতে গোড়কে তফাৎ করা যাচ্ছে না, কোনও মূর্তিতে অলইয়াকে ছব্ব নকল করা হয়েছে ইত্যাদি। আমার বক্তব্য এই যে, এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিকে স্ব-পরূদা বলা চলে কি করে, যদি এমন না হয় যে, সাধারণ রূপ ঠিকই আছে কেবল কারো রাগে গোড় কারো রাগে বেহাগ ইত্যাদি বেশী উকি-ঝুকি মারছে। উকি-ঝুকির বেশী কিছু থাকবে না, অল্প মিশ্রণগুলি অস্পষ্ট হয়ে থাকবে, অথচ সব মিলে একটি চেহারাই শুধু প্রকট হয়ে উঠবে, তা হ'লো স্বরূপরদার। পাঁচন ধপধমপা মগা মা মগপমপা সঙ্গে কচিং রপমপা এইই হ'লো স্বরূপরদা। আপনি গমপনসাঁ, গনপনধনসাঁ, রগমপন নসাঁ বা যাইই কখন না কেন, যা বৈশিষ্ট্য, যা স্বরূপরদার নিজস্ব তা হ'লো আগের স্বরসমূহ। এটি যে বারে বারে বা ঠিক যেমন লেখা তেমন ভাবে দিতে হবে তা নয়, কিন্তু এইটি থাকবে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে।

রূপ।—১নং। উপবর্গ—সরগা মপদা ধনসাঁ নদা পমপা মগা রদা কচিং পরগমগরসা দেখা যায়; বাদী দৈবং, আমার মতে পঞ্চম। কেন পঞ্চম তা জানানো প্রয়োজন মনে করি। বেলাবল শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি বিভাগ আছে, তাদের চলন অনুসারে, যথা—

- ক। যাদের রেখাব প্রবল, গাঙ্কার প্রবল, মধ্যম দুর্বল—উদাহরণ : বঙ্গাল বেলাবল।
- খ। যাদের রেখাব প্রবল, গাঙ্কার মধ্যবল, মধ্যম মধ্যবল—উদাহরণ : কোকভ বেলাবল।
- গ। যাদের রেখাব প্রবল, গাঙ্কার প্রবল, মধ্যম মধ্যবল—উদাহরণ : ইম্নী বেলাবল।
- ঘ। যাদের রেখাব মধ্যবল, গাঙ্কার মধ্যবল, মধ্যম মধ্যবল—উদাহরণ : স্বরূপরদা।
- ঙ। যাদের রেখাব মধ্যবল, গাঙ্কার মধ্যবল, মধ্যম প্রবল—উদাহরণ : নটবেলাবল।
- চ। যাদের রেখাব মধ্যবল, গাঙ্কার প্রবল, মধ্যম

দুর্বল—উদাহরণ : দেওগিরি, অলইয়া, বেলাবলী।

ছ। যাদের রেখাব দুর্বল, গাঙ্কার প্রবল, মধ্যম মধ্যবল—উদাহরণ : বিহঙ্গী বেলাবল, লচ্ছাসাথ।

জ। যাদের রেখাব দুর্বল, গাঙ্কার প্রবল, মধ্যম দুর্বল—উদাহরণ : দেশকার, শঙ্কর বেলাবল।

ঝ। রেখাব দুর্বল, গাঙ্কার মধ্যবল, মধ্যম প্রবল—উদাহরণ : শুকল বেলাবল।

এর মধ্যে কতকগুলি এক দলে ফেলা যায়, যেমন ক ও গ; ছ ও জ; ঙ ও ঝ।

স্বরূপরদা এদের মধ্যে একলা, কাজেই তার বাদী, চ-দের বাদীর মতো নয়, যেহেতু মধ্যম তার মধ্যবল, তাই বাধ্য হয়ে তার রূপের প্রকাশ ঠিক রাখতে হ'লে পঞ্চম বাদী ব'লে মানতে হয়।

২নং। উপবর্গ—স র গা ম ধা প ন ধনসাঁ ধা পা ম প ম গ ম র সা; ম গ র সা, স'ন ধ প, স'ধ ন ধ প পাওয়া যায়।

৩নং। উপবর্গ—স গা ম প ধা ন সাঁ ধা ন পা পা ম প ম গা র গ ম র সা। গ ম ধ প, গ প ম গা পাওয়া যায়; কখনও ন গ ম গ র গ ম পা ম গ র সা গ ম পা ন ধ ন সাঁ ন স'ধা পা ধ ন ধ পা ম প ম গা ম র সা এই ভাবে দেখা যায়।

৪নং। উপবর্গ—স গা ম প ন ধা ন সাঁ ধা ন পা ম প ম গ র সা। গ ম র সা, গ ম প ন সাঁ দেখা যায়। র প অম্বয় পাই।

৫নং। উপবর্গ—স গা ম প ধা না সাঁ ধা ন—পা ধা প ম গা ম র গ প ম পা ম গা র সা। র প অম্বয়, স'ধ গ ধ প দেখা যায়।

নাম ব্যবহার।—

১নং। স্বরূপরদা-সম্পূরণ। পরগম থাকলে ছায়া-স্বরূপরদা। এখন বেশী চলনা, তবে একে ঠিক মতো গাইলে ২নং-এর মতো শোনা যায়।

২নং। নও-স্বপ্নবৃন্দা। এখন যেভাবে চলছে তা সাধারণ নিয়মের সঙ্গে মেলে না। না হ'লে ৩নং থেকেই কেটে ছেঁটে অল্প রকম সাজিয়ে এর উৎপত্তি হ'য়েছিল।

৩নং। স্বপ্নবৃন্দা। এখন বেশী চলে।

৪নং। শুধু-স্বপ্নবৃন্দা। সামান্য তফাৎ আছে ২নং-এর সঙ্গে।

৫নং। কোমল স্বপ্নবৃন্দা। ঠিক ৪নং-এর মতোই গন দেওয়া।

পাঁচটিতে যে সামান্য প্রভেদের কথা বললাম, সেইটুকুই কিন্তু গাইবার সময়ে শুনতে অল্প রকম করে দেবে, তাই বাধ্য হ'য়ে নাম আলাদা দিতে হ'লো, না হ'লে এক নাম রাখতে আপত্তি ছিল না। ধকন পনান সর্গ, পন ধাধন সর্গ ছুটি শুনতে একবারে অল্প রকম, এখানে আলাদা বলা ছাড়া উপায় কি? এই কারণেই আগেকার দিনে গ্রহ, অংশ, গ্রাস ইত্যাদি মানতে হ'তো। বেশীর ভাগ সময়েই কোনও টং থেকে এই সব রাগের সৃষ্টি হওয়ার ফলে টং সামান্য এখার ওখার করলে আর রাগটিকে ঠিক রাখা বা চেনা যায় না, অথচ মার্গিত হবার উল্লাসে স্বরবোজনার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে ফেলে 'সর, সরগর'র নষ্টোদ্ধিষ্ট সুর করে দেয়। আমার মতে যেখানে রাগের বৈশিষ্ট্য বাঙ্গলীয়তা খুব বেশী পরিস্ফুট নয়, সেখানে রাগ নাম একটি থাকাই ভাল। শুধু ভিন্ন চালের কথাটি যোগ করে, যেমন ভৈরবীতে আছে। এতে রাগ বিস্তারের সুবিধা হয়, নানা বৈচিত্র্য দেখাবারও সুযোগ আসে।

বিস্তার।—১নং। সর গা ম প ম গা ম গ র সা; পা ম প ম গা র গ ম প ধ প ম পা ম গা ম র গ র সা; গ ম পা প ধ ধন ধ প ধ প ম গা ম প ম গ র গ ম প ম গা র সা; পন ধন সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ পা গ প ম প ধ ধা পা ম প ম গা ম ধা ধ পা ম গ র সা।

২নং। সর গা ম ধ প ম প ম গ ম র সা গ ম ধ

পা ম গা র গ ম প ম গ ম র সা; গ ম প প ধ ধা প ম গ ম ধ প ধন ধ প ম গা র গ ম ধ প ম প ম গ ম র সা। ম ধ পন ধ সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ পা ধ প ম প ম গ ম ধ পা ম গ ম র গ র সা।

৩নং। সর গা ম প ম গা র গ ম র সা; সর গা ম ধ প ধ প ম প ম গা ম গ র সা; গ ম পা ধন ধন ধ প ধ ধা প ম গ ম ধ প ম প ম গ র সা; ধ ম প ম গ প ম পা ধন ধন সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ পা ম প ম গা র গ ম প ম গ ম র সা।

৪নং। সর গা ম প ধন প ধ প ম গ ম ধ প ম গা র সা; সর গা ম প ম গা ম ধ প ম পন ধন প ম প ম গা ম র গ র সা; পন ধ ধন সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ সর্গ ধ ধন প ম গা ম প ধ প ম গা ম র গ র সা।

৫নং। ৩নং + আরোহণে 'গ'।

৩নং-এ র প ধন ধ প ম প ম গা ম র প ধ প ম গ র গ ম র সা এই ভাবে সামান্য চলে।

৫নং একটি বেশী চলে, যথা—র প ধ প ধ প, সর্গ ন প, সর্গ প ধ প ধ প ম প ম গা ম র প ধ প ম প ধ প প ম প ম গা ইত্যাদি।

আমার মত এই, এবং গান ভাল করে অনুধাবন করলে দেখবেন এই, যে মধ্যমকে আর একটু জোর দিতে হবে, ধৈবতের ও গান্ধারের জোর আর একটু করে কমিয়ে নিতে হবে এবং স্বপ্নবৃন্দার বৈশিষ্ট্যটুকু জুড়ে দিতে হবে প্রত্যেকটির বেলায়।

৬৯। সন্নন্দুরা

ভূমিকা।—সন্নন্দুরা হ'লো সিন্ধুরা অপভ্রংশ। সিন্ধুরা ও সৈন্ধবী একই রাগ। শুধু স্থানভেদে নামভেদ ঘটেছে। সিন্ধু হ'তে উৎপন্ন এই হিসাবে সৈন্ধবী, সিন্ধুরা, সিন্ধুড়া। সৈন্ধবী নামটি বহু প্রাচীন, সিন্ধুরা নামটি তানসেনের সময়সময়ের। খুব সম্ভব সৈন্ধবীকেই কোনও গুলী ঝগরর অন্তরকরণে সুবিধাজনক উচ্চারণ করে, আর

একটু নতুন ক'রে সিদ্ধুরায় পরিবর্তন করেন। হ'তে পাবেন তিনি পঞ্জাবদেশীয়, যেখানে সিদ্ধুরিয়া নামে একটি বাগ প্রচলিত আছে ব'লে ৮কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব'লেছিলেন। অতঃ সিদ্ধুরিয়া অত্র একটি বাগও হ'তে পাবে, কেননা আমরা সিদ্ধুরী বা সন্ধুরী ব'লে একটি বাগ এখনও পাই, যা আগের দুটি থেকে তফাৎ। ত্রিজ্ঞাসা করবেন—কোথা থেকে এল? উত্তর—যেমন মালবা, মালবী, তেমন সিদ্ধুরা, সিদ্ধুরী। এই ভাবে আমরা আজ একই বাগেব থেকে তিনটি তৈরী বাগ পেলাম, এবং প্রাচীনকালে তারা যদিবা এক থেকেও থাকে। উচ্চারণেব দৌলতে আজ তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। তাই আমরা সিদ্ধুরা বলতে আজ আর সৈন্ধবী বুঝিনা। সিদ্ধুরা আবার নানা হাতে প'ড়ে আজ ভ্রূমুত্তি হ'য়েছে, সিদ্ধুরা ও সিদ্ধুরা। এর উপর সিদ্ধুরী তো আছেই। সিদ্ধুরাব ওস্তাদী উচ্চারণ সন্ধুরা।

প্রাচীন তথ্য।—

৪। সিদ্ধোড়া	জগ	আরোহে জগ বজ্রিত
৬। সিদ্ধুরা	জগ	

অর্ধাচীন তথ্য।—আজকাল সন্ধুরা জগন, যাতে দুটি রূপ মিশে আছে। ম প ধ স' ও ম প ন স'। অর্থাৎ সন্ধবী + সিদ্ধোড়া।

রূপ।—উপবর্গ—স র ম প ন স' র' জ' র' স' গ ধ পা ম প ধ স' গ ধ প ধ ম প জ' রা সা। বাদী পঞ্চম, ধৈবত প্রবল, গতি সামান্য বক্র।

বিস্তার।—স র ম প জ' রা সা; র ম জ' র মা পা ধ গ ধ গ ধ প ধ ম পা জ' রা স র ন' সা; র ম প ধ স' ন স' গ ধ পা ম প ধ গ ধ প ম প জ' রা সা; ম প ন স' র' জ' রা স' জ' র' স' র' ন স' গ ধ প ধ স' গ ধ ম প জ' রা সা।

মনে রাখবেন এর মধ্যে কাফি নেই, যদিও অনেকে সন্ধুরাকে কাফি মিশ্রিত বলেন।

সন্ধুরা-কাফি হ'লো স র ম প ধ ন স' গ ধ প ম জ' র সা। সিদ্ধোড়া হ'ল স র ম পান স' র' জ' র' স' গ ধ প ধ ম প জ' রা সা।

বিস্তার সন্ধুরার ম প ধ স' বাদ দিঘে যা হয়। সন্ধুরী একটু বেশী অপ্রচলিত ব'লে এখানে রূপটা জানালাম না। (ক্রমশঃ)

গান

শ্রীজয়ন্তী ঘোষ

ভুলিতে চাই যায় না তারে ভোলা,
হাজার কাজের মাঝে মাঝে মনে জাগায় দোলা।
আসে আমার স্বপন হয়ে
আনন্দ রস বয়ে বয়ে
হৃদয় ছুয়ার তারি তরে চির-জীবন খোলা।

জাগরণের মাঝে মাঝে বাজে তাহার বাঁশী
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে যেমন রবির হাসি।
ওগো আমার মনোহরণ
অরূপ ওগো চির নূতন,
এসো আমার জীবন মাঝে বিশ্বজগৎ ভোলা।



সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

মানকোষ—ব্রজবাল

স্বরলিপি—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

স্তায়ী

II +

| °

| সা^০ মমা জুজু^১ মমা | জু^১-জুঃ সা-গঃ সা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব্ ডা ব্ ডা

মা -ণী মা মা | জু^১ মা সা সা | “সা মমা জুজু^১ মমা | জু^১-জুঃ সা-গঃ সা” II
ডা ০ রা রা ডা রা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব্ ডা ব্ ডা

অন্তরা

II +
জু^১ মমা মা দা | -ণী গা সী সা | গা সী গা দা | -ণী দা মা মা I
ডা ডিরি ডা ডা ব্ ডা ডা রা ডা ডিরি ডা ডা ০ রা ডা রা

মা দদা গগা দদা | মা-মঃ জু^১-জুঃ সা | “সা মমা জুজু^১ মমা | জু^১-জুঃ সা-গঃ সা II
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব্ ডা ব্ ডা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব্ ডা ব্ ডা

তান

১। $\overset{+}{\quad} \quad \quad \quad \overset{\circ}{\quad}$ $\overset{\circ}{\text{জজ্ঞা}} \text{ মমা দদা গণা } | \overset{\circ}{\text{সর্সা}} \text{ গণা সর্সা সর্সা } |$
 ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

মা দদা গণা দদা | মা -মঃ জ্ঞা -জ্ঞঃ সা |
 ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্ ডা র্ ডা

২। $\overset{+}{\quad} \quad \quad \quad \overset{\circ}{\quad}$ $\overset{\circ}{\text{সমা}} \text{ মমা জজ্ঞা দদা } | \overset{\circ}{\text{মমা}} \text{ গণা দদা সর্সা } |$
 ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

সর্সা গণা দদা মমা | মা -মঃ জ্ঞা -জ্ঞঃ সা |
 ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্ ডা র্ ডা

ঝালা

II $\div \quad \quad \quad \overset{\circ}{\quad}$ $\overset{\circ}{\text{সা}} -\text{া} -\text{া} -\text{া} | \overset{\circ}{\text{সা}} -\text{া} -\text{া} -\text{া} |$
 ডা রা রা রা ডা রা রা রা

জ্ঞা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | মা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | দা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | মা -\text{া} -\text{া} -\text{া} |
 ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

জ্ঞা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | মা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | জ্ঞা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | সা -\text{া} -\text{া} -\text{া} |
 ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

গ্ণা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | সা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | মা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | মা -\text{া} -\text{া} -\text{া} |
 ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

জ্ঞা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | সা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | জ্ঞা -\text{া} -\text{া} -\text{া} | মা -\text{া} -\text{া} -\text{া} |
 ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

দা -৭ -৭ -৭ | গা -৭ -৭ -৭ | সা -৭ -৭ -৭ | সা -৭ -৭ -৭ |
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

গা -৭ -৭ -৭ | দা -৭ -৭ -৭ | গা -৭ -৭ -৭ | দা -৭ -৭ -৭ |
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

মা -৭ -৭ -৭ | দা -৭ -৭ -৭ | গা -৭ -৭ -৭ | সা -৭ -৭ -৭ |
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

সা -৭ -৭ -৭ | গা -৭ -৭ -৭ | দা -৭ -৭ -৭ | মা -৭ -৭ -৭ |
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

জা -৭ -৭ -৭ | সা -৭ -৭ -৭ | সা -৭ -৭ -৭ | সা -৭ -৭ -৭ |
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

তেহাই

+ সর্সা সর্সা গণা দদা | মা -৭ গণা গণা | দদা গমা জা -৭ | গমা গমা জাজা সমা |
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

মনের গোপন কথাটি তোমার
নহনে কি দিল ধরা,
সে-কথাটি হায় গভীর মিলনে
হবে কি মুখর করা।
যে-রজনী গেল বৃথা অভিমানে
ফিরিবে কি তাহা বেদনার গানে,
মালাটি শুকালে শেষ হয়ে যায়
আকুল স্বরভি ঝরা।

মনের গহনে আজ কেহ নাই
তুমি শুধু আছো একা,
হারানো হিয়ায় রচি গান তাই
অশ্রু-আখরে লেখা।
ভাবনা-ব্যাকুল নিশি হ'ল ভোর
সে-কথা অজানা রয়ে গেল মোর,
বিরহ-বাসরে সে কথাটি যেন
মিলন-মাধুরী ভরা।

স্বরলিপি

আমার এ পথে এসেছিল যারা
তারা আজ কেহ নাই,
মরুভূমি যেন করে হাহাকার
যত দূর পানে চাই।
প্রেম যেথা গেল মরে'
ফোটা ফুল গেল ঝরে,
ভালবাসা যেথা শ্মশান হয়েছে
পুড়ে হ'লো সে যে ছাই।

অশ্রু দিয়ে গেঁথেছি যে মালা
পেরনি তো কেহ গলে
যারা ভালবাসি বলে চেয়েছিল মোরে
তারা শুধু গেল চলে'।
জীবনে আমার ছিল যে কামনা,
দিল সে আমায় কাঁটার যাতনা;
সুধার পিরাসী আমি চিরদিন
তবে কেন হলাহল পাই।

কথা—শ্রীসোমনাথ মিত্র

সুর—শ্রীকালচাঁদ দে

স্বরলিপি—শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায়

II ⁺সগা পাঃ -পঃ | ^oপা পা পা I ⁺গা পা ধণা | ^oপধা পা মা I
আ মা বু এ প থে এ সে ছি ল যা রা

গা পা পা | -া ধণা পধা I পধা -সগা -া | -পা -ধা -া I
তা রা আ জ্ কে হ না ০ ০ ০ ০ ই ০

গা পা ধণা | -পধা মগা রগা I গপা -া -া | -া -া -া I
তা রা আ ০ ০ জ্ কে হ না ০ ০ ০ ০ ই

রা গা পা | গা গা গা I গসগা ধপা পধা | পধগসা সা -া I
ম ক হু মি যে ন ক ০ ০ রে ০ হা ০ হা ০ ০ কা বু

গসগরা রাঃ রঃ | -রা রগা সরা I গা -া -া | -সরা -গরা -সা I
৪ ০ ত দু বু পা নে চা ০ ০ ০ ০ ০ ই

গা পা ধণা | -পধা মগা রগা I গপা -া -া | -া -া -া II
তা রা আ ০ ০ জ্ কে হ না ০ ০ ০ ০ ই

“আমার এ পথে এসেছিল যারা তারা আজ কেহ নাই”

II গাঃ সঃ গা | ধপা পা ধা I ধর্গসা গা -া | -া -া -া I
শ্রে ম্ বে থা ০ গে ল ম ০ ০ রে ০ ০ ০ ০

ধণা রাঁ রাঁ | -া গাঁ মাঁ I রর্গমাঁ গাঁ -া | -সর্গর্গরাঁ -সাঁ -া I
ফো ০ টা ফু ল্ গে ল ঝ ০ বে ০ ০০০০ ০ ০

পা গা সাঁ | রাঁ রাঁ রাঁ I গা ধপা ধা | পা মাঁ মাঁ I
ভা ল বা সাঁ যে থা ঞ শা ০ ন্ হ য়ে ছে

গা পা ধা | গা গা রগা I রা -া -া | -সা -া -া I
পু ড়ে হ লো সে যে ০ ছা ০ ০ ই ০ ০

গা পা ধণা | পধা মগা রগা I গপা -া -া | -া -া -া II
তা রা আ ০ জ ০ কে ০ হ ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ই

“আমার এ পথে এসেছিল যারা তারা আজ কেহ নাই”

II গা -মা পা | গা - গা -া I গা সাঁ গা | ধা পা ধা I
অ ০ ঞ্ দি য়ে ০ গেঁ থে ছি য়ে ক ত

পধা -মপা সাঁ | -া -া -া I গা রাঁ সাঁ | গা ধা পা I
মা ০ ০০ লা ০ ০ ০ প ড়ে নি তো কে হ

মা -গা পা | -া -া -া I পমা গা মপা | সাঁ সাঁ গা I
গ ০ লে ০ ০ ০ ধা রা ভা ০ ল বা সি

গা গা ধণা | ধপা মপা ধা I ধা ধা সাঁ | সাঁ পা সাঁ I
ব লে চে ০ য়ে ০ ছি ০ ল মো রে তা রা শু ধু

গা পা পমা | -গপা মা -৭ I মা দা সা | সা সা -৭ I
গে ল ছ ০ ০ ০ লে ০ জী ব নে আ মা ব

সর্সা মা রা | -৭ গা রা I সা -৭ -৭ | -৭ -৭ -৭ I
ছি ০ ল যে ০ কা ম না ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা গা সা | ধসা সা -৭ I গা ধা সা | -৭ পক্ষা দা I
দি ল সে আ ০ মা য ০ কা টা ব ০ যা ০ ত

পা -৭ -৭ | -৭ -৭ -৭ I সা জ্ঞা মা | পা পা পা I
না ০ ০ ০ ০ ০ ০ সু ধা র পি যা নী

রা মা পদা | মপদা দা -৭ I পা গা সা | রা সা গপা I
আ মি চি ০ য ০ ০ দি ন ত বে কে ন হ লা ০

মগা -পা মা | -৭ -৭ -৭ I গা পা পা | -পা ধগা পধা I
হ ০ ল পা ০ ০ ই তা রা আ জ্ কে ০ হ ০

পধা -সগা -৭ | -পা -ধা -৭ I গা পা ধগা | -পধা মগা রগা I
না ০ ০ ০ ০ ই ০ তা রা আ ০ জ্ ০ কে ০ হ ০

গপা -৭ -৭ | -৭ -৭ -৭ II
না ০ ০ ০ ই ০

“আমার এ পথে এসেছিল যারা তারা আজ কেহ নাই।”

স্বরলিপি

মেঘ-দাদরা

তোর নয়নের আবণ ধারায় র'চল পারাবার ;
 তায় ছরাশার ডুবল তরী ঘুচল থেয়া পার ।
 মেঘের ঘটা বিধুর হিয়ায়
 জীবন-জোড়া আঁধার বিছায় ;
 তাই ও বাসায় ঝড়ের দোলা দোলায় বারে বার ।
 গুমটু ভরা জীবন-আকাশ,
 গুরু ডাকে জাগায় হতাশ ;
 হায় হতাশায় কুল ভরসা হ'কুল বাঁচাবার ।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিষ্ণুনাথ ভট্টাচার্য্য

স্থায়ী

II সা -না সা | গা গা -। I -। গা মা | -পা মা পা I
 তো ব্ ন য নে ০ ব্ আ ব গ ধা রা

-। -। -। | গা -। পা I মা রা -। | সা -। -। I
 ০ ০ য্ র ঢ ল পা রা ০ বা ০ ব্

সা -। না | -রা -। রা I -। -। সা | -। গা মা I
 তা য্ ছ রা ০ শা ০ ব্ ড় ব্ ল ত

-। গা -। | গা -। মা I পা গা -। | পা -। -। II
 ০ রী ০ য্ চ ল থে রা ০ পা ০ ব্

অন্তরা

II	+	মা	পা	-	না	-	না	I	+	-পমা	-রসা	-নসা	০	-গমা	মপা	না	I
		মে	ধে	বু	ঘ	০	টা			০০	০০	০০	০০	০০	বি	০	ধু
		-	-সাঁ	না		সাঁ	-	-	I	না	-সাঁ	রাঁ		-রাঁ	রাঁ	-	I
		০	বু	হি	ঘা	০	য়			জী	০	ব		নু	জো	০	
		-দর্গা	-	-		রাঁ	সাঁ	-	I	-	গা	-		পা	-	-	I
		ডা	০	০		আঁ	ধা	০		বু	বি	০		ছা	০	ফ	
		গা	-	মা		পা	-মপগা	I		-	-	মা		পা	-	রা	I
		দা	ই	ও		বা	০	সা		০	য়	ঝ		ড়ে	বু	দো	
		-	সা	-		সা	রা	-	I	মা	মা	-পা		মা	-পা	-	II
		০	লা	০		দো	লা	য়		বা	রে	০		বা	০	বু	

২য় অন্তরা

II	+	পা	না	-	না	-	না	I	+	নসা	-	-	০	পনা	সা	-রা	I
		গু	ম	০	ট	ড	০			রা	০	০		জী	ব	নু	
		না	সা	-		-	-	-	I	সা	না	-		-	পা	-	I
		আ	বা	০	০	০	শ			গু	ক	০	০	ডা	০		
		পা	-	পা		-না	-	-	I	রা	-	রা		-	-	-	I
		কে	০	জা	গা	০	য়			হ	০	তা	০	০	শ		
		সা	রা	সা		-মা	মা	-	I	-	মা	-		পা	পা	-	I
		হায়	হ	তা	০	শা	০			য়	কু	লু		ড	ব	০	
		পা	-	-		গা	পা	-	I	মা	রা	-		সা	-	-	II II
		সা	০	০		হু	কু	লু		বা	চা	০		বা	০	বু	

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমমথমোহন বসু, এম্-এ

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ରବେଶିକା



୧୦୪ - ସାଧକ : ୧୭୫୭
 ବାରିକ : ୩୦
 ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ : ।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা।

২৭শ বর্ষ, সন ১৩৫৭ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্নথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণঃ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দা বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্বার হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যাবিস)

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণাকার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

শ্রীযুক্তা উম্মিরা দেবী চৌধুরাণী

মিসেস কে. সি. দে

শ্রীযুক্তা বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরত্নাকর

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এলসি

শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হুম্মিলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

==বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ের রডাসই অদ্বিতীয়==



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১২৬৭

সুপ্রসিদ্ধ গীতশিল্পী ও রচয়িতা শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন রায়ের

ভজন-গীতিকণা

সদ্য বাহির হইয়াছে। ইহাতে যে সমস্ত উৎকর্ষ গান, স্বর ও স্বরলিপি সমন্বয়ে প্রকাশিত হইল তাহার অনিকাংশই ভজন-পদকর্তা ও কণ্ঠশিল্পের রচিত। হৃদয়বাবুর অস্বাভাবিক সঙ্গীত-পুস্তক গীতাকুরের দ্বারা এই বইখানিও সঙ্গীতরসিকজনেব প্রীতিবর্দ্ধন করিবে। মূল্য—১।০ পিকা।

‘সঙ্গীত-সরণি’ ক্রমিকপুস্তকমালা-রচয়িতা, সুগায়ক ও গীতিকার শ্রীযুক্ত প্রসাদ বসুর

জাগরণী

জন-জাগরণ, জন-সভা ও জন-কল্যাণের অভিনব সঙ্গীত পুস্তক।

প্রত্যেকটি গান জাতীয় জীবনের বিভিন্ন উৎসবোপলক্ষে রচিত ও স্বরলিপি কৃত। মূল্য—২।০ আনা।

আর. বি. দাস চমি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

বদ্বিত আকারে ২য় সংস্করণ প্রকাশের পথে

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের

ভূমিকা-সম্বলিত

স্নাত-দর্পণ

উচ্চাঙ্গের খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি হিন্দী,

উর্দু ও বাংলা গানের বহুল সমাবেশ !!

আর, বি, দাস—কলিকাতা

স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতানুযায়ী

আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি ও চিহ্নের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন। এই সাতটি স্বর একত্রে মিলিত হইয়া একটা সপ্তক গঠিত হয়। এতদেশীয় সঙ্গীতে সাধারণতঃ তিনটা সপ্তকের ব্যবহার আছে; যথা—উদারা (নিম্ন), মুদারা (মধ্যম), তারা (উচ্চ)। উদারা সপ্তকের চিহ্ন—স, র, গ, ম, প, ধ, ন। মুদারা সপ্তকের চিহ্ন—স, র, গ, ম, প, ধ, ন। তারা সপ্তকের চিহ্ন—স, র, গ, ম, প, ধ, ন।

২। উক্ত সাতটি স্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি স্বরে কোমল ও কড়ি, অর্থাৎ বিরূত ভাব আছে। যথা—

কোমল র=ঋ; কোমল গ=ঙ; কোমল প=দ; কোমল ন=ণ; কড়ি ম=ঋ।

৩। স্বর উচ্চারণের সময় কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। গান বিশেষে গতি ক্ষুদ্র, মধ্য, কিম্বা দিলম্বিত হইয়া থাকে। এক, দুই, তিন, চার এই কয়টা সংখ্যা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটা করতালি দিয়া মাত্রার গতি স্থির করিয়া লওয়াই সহজ উপায়। ইহাকেই মাত্রার মধ্যগতি বলা যায়।

৪। মাত্রা=১ (আকার) যথা:—সা একমাত্রা; সা -১, দুই মাত্রা; সা -১ -১ তিন মাত্রা ইত্যাদি। দুইটা স্বর এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, দুইটা স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরে আকার বসে, যথা:—সরা, গরা ইত্যাদি। একরূপ স্থলে প্রতি স্বরটি অর্দ্ধ মাত্রা। এইরূপ এক মাত্রার মধ্যে তিনটা স্বর উচ্চারিত হইলে সরগা; প্রত্যেক স্বর এক তৃতীয়াংশ মাত্রা। এক মাত্রার মধ্যে চারিটা স্বর উচ্চারিত হইলে সরগমা প্রত্যেক স্বরটি সিকি মাত্রা। এইরূপ এক-মাত্রার মধ্যে যতগুলি স্বরই উচ্চারিত হউক না কেন, যথা—সরগমপা, সরগমপধনা ইত্যাদি; প্রত্যেক স্বর সমান অংশে বিভক্ত ইহাই বুঝিতে হইবে।

৫। অর্দ্ধ মাত্রার বিশেষ চিহ্ন=:; যথা—স:, র: ইত্যাদি। কিন্তু সা:—দেড় মাত্রা, অর্থাৎ আকার একমাত্রা এবং বিসর্গ অর্দ্ধ মাত্রা,—উভয়ে মিলিয়া দেড় মাত্রা। সা: র:—দুই মাত্রা। অর্থাৎ সা: দেড় মাত্রা, এবং র:—অর্দ্ধ মাত্রা লইয়া দুই মাত্রা।

৬। সিকি মাত্রার বিশেষ চিহ্ন •; যথা—স• র• ইত্যাদি। কিন্তু সঃ—পোণে এক মাত্রা; অর্থাৎ বিসর্গ অর্দ্ধমাত্রা এবং শূণ্য সিকি মাত্রা—উভয়ে মিলিয়া পোণে

এক মাত্রা। সা• র•—দেড় মাত্রা, অর্থাৎ সা• সপ্তমাত্রা এক মাত্রা এবং র• সিকি মাত্রা উভয়ে মিলিয়া দেড় মাত্রা হইল। সাঃ রঃ দুই মাত্রা।

৭। যখন কোন আনুসঙ্গিক স্বর কোন প্রধান স্বরকে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র অক্ষরে এইরূপ লিখিতে হয়, যথা—সরা, সাপ ইত্যাদি। ইহাকে স্পর্শ স্বর বলা হয়।

৮। কতকগুলি মাত্রার সমষ্টিই নাম তাল। তাল নানাবিধ, যথা:—কাওয়ালী, একতাল, আড়াঠেকা, যৎ, ধামার ইত্যাদি। এই সকল তালের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, যে সকল তাল সমভাগে বিভক্ত তাহারা সমপদী, যথা:—কাওয়ালী, একতাল, চৌতাল ইত্যাদি। এবং যে সকল তালের ভাগ সমান নহে তাহারা বিষম-পদী যথা:—যৎ, ধামার ইত্যাদি। তালসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ইত্যাদি সংখ্যা চিহ্নিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাগেই একটা করিয়া সম এবং এক দুই কিম্বা ততোধিক ফাঁক আছে। “০” চিহ্নিত “ফাঁক” এবং যে সংখ্যার শিরোনদেশে রেফচিহ্ন থাকে তাহাই “সম”। প্রত্যেক তাল-বিভাগেই এমন একটা স্থান আছে যেখানে বিশেষ একটা ফাঁক পড়ে; যেখানে ঐ ফাঁকটি পড়ে সেই স্থানটিকেই “সম” কহে।

৯। প্রাত তাল-বিভাগের পর এইরূপ “|” ছেদ চিহ্ন বসে; এবং তালের এক আওলি অথবা ফের পূর্ণ হইলে “||” স্তম্ভ চিহ্ন বসে।

১০। স্বায়ীর প্রারম্ভে, যেখানে হইতে রীতিমত তাল আরম্ভ হয় সেইখানে ও প্রত্যেক কলির শেষে এইরূপ “||” যুগল স্তম্ভ চিহ্ন বসে এবং যেখানে গান ও গৎ এককালীন শেষ হয় সেইখানে এইরূপ “|| ||” দুই জোড় স্তম্ভ চিহ্ন বসে। স্বায়ীর আরম্ভে এইরূপ যুগল স্তম্ভ চিহ্নের বাহিরে গান ও গতের যে অংশটুকু লিখিত হয়, তাহা কেবল গান ও গৎ পরিবার সময় একবার মাত্র গাহিতে হয়, উহা আর দ্বিতীয় বার গাহিতে হয় না। কারণ প্রত্যেক কলির শেষে ঐ অংশটুকু এইরূপ “ ” কোটেস্তন চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

১১। { } — পুনরাবৃত্তির চিহ্ন, যথা :— { সা রা গা মা } অর্থাৎ এই অংশ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

১২। (— পুনরাবৃত্তি লঙ্ঘনের চিহ্ন যথা :—

{ সা রা (গা মা) পা ধা } অর্থাৎ সা রা গা মা পা ধা এই অংশ দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিবার সময় সা রা-র পর (গা মা) এই অংশ লঙ্ঘন করিয়া তাহার পর একেবারে “পা ধা” এই অংশ ধরিতে হইবে।

১৩। পুনরাবৃত্তিকালে যে স্থানে স্বরের পরিবর্তন ঘটে, সেই স্থলে পরিবর্তিত স্বর পূর্বে স্বরের মাথার উপর এইরূপ [রা গা মা] ব্রাকেটের মধ্যে স্থাপিত হয়, যথা— সা রা পা। কোন একটা কলি শেষ করিয়া স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার সময় যখন স্থায়ীর কোন কোন স্বরের পরিবর্তন হয়, তখন পরিবর্তিত স্বর পূর্বেকৃতরূপে এইরূপ [] ব্রাকেটের মধ্যে লিখিত হয়, এই কলির শেষে যে এইরূপ “II” স্তম্ভ চিহ্ন থাকে, উহার মধ্যেও এইরূপ ব্রাকেট চিহ্ন বসে; যথা :— “[]” ইহাতে এই বুঝায় যে স্থায়ীতে গিয়াই কোন পরিবর্তিত স্বর গাহিতে হইবে।

১৪। সাধারণতঃ যুক্তস্বরগুলি গড়ানে ভাবেই উচ্চারিত হয়; যদি কোন স্থানে উহার প্রত্যেক স্বর পৃথক করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল স্বরের শিরোদেশে

বিন্দু চিহ্ন দেওয়া থাকে। যথা :— সা র গ ম। কোন এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায় তখন স্বরের নীচে এইরূপ — চিহ্ন থাকে, যথা—ন-পা, ইহাকে মীড় বলে।

১৫। স্বরবর্ণ অবলম্বনে স্বরের টান চলে, তাহাকে “আশ” বলে। আশের চিহ্ন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যে ছোট ছোট কসি অর্থাৎ হাইফেন থাকে। যখন স্বরের নীচে অক্ষর না থাকে তখন স্বরগুলির মধ্যে হাইফেন চিহ্ন বসে; এবং গানের পংক্তিতে শূন্য () চিহ্ন দেওয়া হয়; যথা :—

সা - পা - না - তথা সা - রা - গা - মা ইত্যাদি।

তু ০ ০ ০ তু ০ ০ ০

১৬। স্বরের কণিক নিম্নরূপতার নাম বিরাম। বিরামের চিহ্ন হাইফেন (-) বর্জিত আকার যথা :— 1111 যে স্থানে হাইফেন বর্জিত এইরূপ “1” মাত্রা চিহ্ন যতগুলি থাকিবে সেই স্থলে সেই কয় মাত্রা ধামিয়া আবার তাহার পরবর্তী স্বর অন্তসারে গাহিতে হইবে। এরূপ স্থলে স্বরের বিরাম হয় কিন্তু মাত্রার গতির বিরাম হয় না।

১৭। স্থায়ীর যে পর্যন্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ভ করিতে হয়, সেই স্থানের শিরোদেশে “I” যুগল দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা—সা রা গা মা

১৮। একই রকম স্বরের দুই কিম্বা ততোধিক কলি থাকিলে কেবলমাত্র প্রথম কলিতে (এখানে ‘কলি’ অর্থে স্বরের স্বরলিপি কলি, না গানের কথার অর্থাৎ বাণীর কলি তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না)। স্বর, তাল, মাত্রা ইত্যাদি বসাইয়া অপর কলিগুলির? কথা বা স্বর তাহার নিয়ে যথাক্রমে লিখিত হইয়া থাকে। এবং উহাতে (১) (২) (৩) ইত্যাদি এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়।

১৯। অন্তরা গাহিবার পর যে রূপ স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয়, সঞ্চারী গাহিবার পর আর সেরূপ স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয় না; সঞ্চারীর পরে আভোগ গাহিয়া শেষে স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয়। এইজন্য সঞ্চারীর শেষে আর কোন স্তম্ভ চিহ্ন না দিয়া একেবারেই আভোগের শেষে এইরূপ “III” দুই জোড় স্তম্ভ চিহ্ন দেওয়া হয়।

২০। ছন্দঘটিত যে কোন শ্লোক অথবা কবিতা হউক না কেন, সকলেরই যেমন চারিটি করিয়া চরণ থাকে তেমনি গানেরও প্রায় চারিটি করিয়া চরণ থাকে অথবা কলি থাকে। প্রথম যে কলিটা থাকে তাহার নাম স্থায়ী, দ্বিতীয় কলির নাম অন্তরা তৃতীয় কলির নাম সঞ্চারী এবং চতুর্থ কলির নাম আভোগ।

সূচীপত্র

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ—		গান—শ্রীঅনিলেন্দু চৌধুরী	১৭৩
শ্রীত্রেহলকিশোর রায়চৌধুরী ও শ্রীবিমল রায়	১৬১	স্বরলিপি—শ্রীবীণাপানি মিত্র	১৭৬
স্বরলিপি—শ্রীগোবর্দ্ধন চন্দ্র	১৬৪	দেশ - শ্রীমমতা মৈত্র, গীতশ্রী	১৭৭
স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল, বি. এল. বাণীকর্	১৬৬	স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী	১৭৯
স্বরলিপি—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী	১৬৮	কাঃসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল—শ্রীরাজেশ্বর মিত্র	১৮১
নবযুগ (উন্নত) বর্ণালঙ্কার—শ্রীরমণীমোহন পাল	১৭০	ধরলিপি—শ্রীজ্যোৎস্নারাজী মিত্র	১৮৩
গান—শ্রীহরীন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়	১৭০	স্বরদের গং—শ্রীযোগেশচন্দ্র বায়	১৮৪
স্বরলিপি—শ্রীজ্যোৎস্নামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭১	স্বরলিপি—কুমারী মীরা মুখোপাধ্যায়	১৮৫
বেহাগার গং—শ্রীশ্রীতনু রায়	১৭২	সংবাদ	১৮৬
স্বরলিপি—শ্রীহিন্দু হুগণ মুখোপাধ্যায়	১৭৩		

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মানবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসবেব যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হইয়া যায়।
- ২। শ্রী. সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০। ষাণ্মাসিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ৭ বচন-সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষুদ্র পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্যাদ্যক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—চসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্য শ্রীশ্রীচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

ভারতীয় সঙ্গীত পরিচিতি

মূল্য তিন টাকা

একদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, অন্যদিকে বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ-পরিচয় এবং উচ্চাঙ্গের ক্রম, পেয়াল, সাদরা প্রভৃতির গান, আবারমাত্রিক স্বরলিপি সহ বইখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস

চসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতমাগর, বি-এ কৃত

মীরা-ভজন মাল্য

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাভজনের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি

বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সম্মিহিত আছে। মূল্য ২৮ টাকা।

সংগীতসুধাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়েবর

গানের মুকুল—১।০

সুরবাণী—২।০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) চিত্রাখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবাণী—সরুসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী সমাধিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিঘ্নাশ্রিতখানি গানের স্বরলাপ ইহাতে সম্মিহিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—চসি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাক ২৪৩৬

অর্ডার দিবার কালীন অগ্রপূর্ণক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রেয়
যন্ত্রসঙ্গীত প্রবেশিকা—২

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
রাগানির্দেশ ১ম-৬ ২য়-২১০
একত্রে দু'ভাগ ৮১০ স্থলে ৭১০

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের
স্বরলিপিকা (১ম)—২৫০

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

রাগালোপ—৩

সংস্কৃতগীতী ১ম-৪ ২য়-৩১০

সঙ্গীতশাস্ত্রাবিদ শ্রীবীবেকাকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর
তবলা-বিস্তার ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২১০

সুরের লিখন—২১০

কথা: গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য
স্বর ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ
কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২১০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন বায় বচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কৌতুক, ভজন গান এই পুস্তকে সম্বিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১১০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণযুক্ত অভিনব পুস্তক)

সুরবিহার :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সপ্ত খণ্ড স্বরলিপির প্রথম
খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এতে নানা ভাষা থেকে আহৃত সুর
আছে, হিন্দী সংস্কৃত গানও আছে। স্বদেশী গান
ষিজেন্দ্রলালের সংস্কৃত অনূদিত, বন্দেমাতরম, নাট্যনৃত্য
প্রভৃতি। দিলীপকুমারের আবাল্য সঙ্গীতগবেষণার ফল—
এই স্বরলিপি।

ভাগবতী গীতি :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লোকপ্রিয় গীতগুচ্ছ

আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ণ সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলক ভাবে
আলোচনা এবং হনুমান্তে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর
উৎপত্তি-রহস্য ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও মন্ত্রির চাক্ষুষ

পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ-রাগিণীর অংশীলনে রসরূপের চাক্ষুষ

রেখাচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিলাচাৰ্য্য শ্রীনন্দলাল বহু

রাগের ও নব রসের নানা প্রকার অভিব্যক্তিময় বহু

চিত্রে স্থশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস ৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



সপ্তবিংশ বর্ষ

পৌষ ও মাঘ, ১৩৫৭ সাল

{ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বাত্মবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও শ্রীবিমল রায়, এম. বি.

তিলক-কাচোদ

সেনী ধরানার মতে তিলক-কাচোদ ষাটজ+দোরট +দেশ যোগে সৃষ্ট; উহার বাদী গা, সঙ্গাদী নি, গ্রহ পা ও ত্রাস সা; যদিও ষাটজ খাটের বলিয়া প্রচার করা হয় কিন্তু ইহাতে কোমল নিবাদ নাই; ইহা ষাড়ব-ষাড়ব জাতীয়। আরোহাবরোহ :—পা না সা রা গা সা রা মা পা নি সর্গ; সর্গ পা ধা মা গা রা গা সা।

অন্তান্ত ঘরে ইহা ব্যতীত দুই নিখাদযুক্ত রূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং কোথাও কোথাও মধ্যমে অপভ্রাস লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন শুদ্ধ নিখাদে ত্রাস বা সংত্রাস কোনও কোনও ঘরের বিশেষত্ব। যাহাই হউক, আমরা সেনী মত সম্মত আওচার লিখিতেছি :—

পা না সা রা গা -স সা ১, রা পা মা গা -১ স সা না,

সা রা মা পা -১, মা পা ধা -১ ম মা গা, রা গা -১ সা -১।
সা রা গা -১ স সা না -১ প না সা -১, পা ধা -১ ম মা পা
পা না -১ না সা, পা না সা রা পা মা গা -১ রা গা
স সা -১।

সা রা গা সা, না সা রা গা -১ গা -১, রা মা,
মা রা মা রা মা মা পা -১, ধা -১ ম মা গা -১ রা গা -১
সা না পা না সা রা গা -১ সা।

মা রা মা রা মা পা ধা -১ ধা মা পা -১, রা মা পা ধা
-১ ম মা পা রা পা ধা মা গা -১, রা গা -১ সা -১।

মা পা না সর্গ -১ না -১ না সর্গ -১ পা না সর্গ রর্গ গা -১
সর্গ, না সর্গ পা ধা -১ ম মা গা সা না -১, সা রা পা মা
গা রা গা -১ সা।

सर्गश्च

ভিলক-কামোদ-ত্রিভাঙ্গ

ও বাহাদুর সেন

ਸੁਖਾਸੀ

II

+ ° ° °

| | | | | | | |

पा गा -ा सा । ना -ा पा ना । पा ना मा रा । गा सा रा मा ।
पा धा मा गा । रा गा सा ना । मा रा मा पा । धा मा गा रा ।
पा मा गा रा । गा सा ना सा । “-ा रा -ा पा । मा गा सा रा” II

অন্তর।

[illegible]

सर्गम्

ভিলক-কাগোদ-ত্রিভাল

৩ বাহাদুর সেন

II पा⁺ -ा पा^० मा^० | धा पा^० मा^० गा^० | रा^० गा^० सा^० रा^० | मा^० गा^० सा^० न्^० ।
 पा^० न्^० सा^० रा^० | गा^० सा^० रा^० मा^० | पा^० सा^० धा पा^० | धा मा^० गा^० सा^० ।
 मा^० रा^० मा^० पा^० | धा -ा पा^० मा^० | धा पा^० मा^० गा^० | रा^० गा^० सा^० न्^० ।

অন্তরা

II मा रा मा पा। ना -ा मी री। ना मी पा धा। मा गा रा गा I
 मा रा मा पा। ना ना मी -ा। पा मी पा धा। मा गा रा गा I
 मर्गा र्मर्गा नर्मा र्मर्मा। मगा रसा न्सा रसा। रा -ा पा रा। पा मगा सा ना II

অন্তরা

II পঙ্কা -পা পা | সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ -না | -রী -সাঁ I
ধা ০ ০ ম ত্রা জ নি জ মা দ ব আ ০ ০ ০

সাঁ -ধা না | সাঁ রী | রী সাঁ | না -ধা না | না জ্ঞা | ধা -পা I
থে ০ লে র ধ র ধ ম ০ জ লু গা ই ০

পধা -না -জ্ঞা | পধা না | -ধনা পা | নমর্গী গাঁ রী | সাঁ না | -ধা পা I
মন ০ ০ হব লে ০০ ত মু০০০ ন লী ব জা ০ ই

পা -গমা ধা | ধা না | -ধা -পা | সঁনা -রী সাঁ | মর্গী -রী | রী সাঁ I
দে ০০ থো স থি ০ ০ কৈ ০ ০ সে যা ০ ০ হু সে

সাঁ রী গাঁ | গাঁ রী | -সাঁ সাঁ | "না -সাঁ না | ধা -পা | জ্ঞগা জ্ঞা I
স ব কো হু লা ০ ই হো ০ লী থে ০ ল ০ নে

বাট

II জ্ঞপা গমা ধপা | সঁনা নসাঁ | সঁসাঁ ননা | রঁসাঁ গঁগাঁ রঁগাঁ | সঁরী সঁনা | ধপগা মধনা I
হোঁনী খেল নে ০ আট মন্দ লাল সজ ব্রজ বালা আবী বগু লাল লাঁল লাঁল

পঙ্কা পধা না | ধগা নসাঁ | -নধা না | রঁরী রঁরী সাঁ | নসাঁ না | ধনা জ্ঞধা I
আজ ব্রজ যে ০ নর না ০ ০ বী ধুম মচা ই হো ০ লী থে ০ লনে

না ধা -পা | "গা মা | ধা ধা | না -সাঁ না | পা ধা | মা গা II
আ ই ০ নন্ দ লা ল স ০ জ ব্র জ বা লা

স্বরলিপি

খট গিঞ্জ-একতাল

নিকট হইতে নিকট যে ঘন

তাঁহারে করেছি দূর

বাহিরের যত তুচ্ছ জিনিষে

ভরেছি হৃদয়পুর !

যে-আপন মোর চির আশ্রয়

ইহ-পরলোকে নিত্য আলয়

সে-আলয় হতে কোন্ দূরে থাকি

বেদনা পাই প্রচুর !

এই মহাতুল ভেঙ্গে দাও মোর

ডেকে নাও তব পাশ

শান্তি-নিলয় তুমি যে আমার

তোমাতে করি গো বাস !

বলে দাও মোরে সুখ নেই আর

বাহিরে কোথাও এস বারবার

হৃদয়ের সেই নিভৃত নিলয়ে

সবি যেথা সুমধুর !

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল, বাণীকণ্ঠ

II গা ঋ-মা | মা মগা মা | পা পা পা | পা পা-গা I
নি ক ট্ হ ই০ তে নি ক ট্ যে ঙ্গ ন্

গা দা দা | পা দা মা | পা -া -া | -া -া -া I
তা হা বে ক যে ছি দ্ ০ ০ ০ ব্ ০

পা পা পা | -মা জা জা | রজা মা মা | মা মা মা I
বা হি রে ব্ য ত তু০ ০ ছ জি নি যে

জা জা জা | ঋ ঋ -া | সা -া -া | -া -া -া II
ভ রে ছি স্ব দ য় প্ ০ ০ ০ ব্ ০

I {পা^০ পা পা | -দা^১ দা-সাঁ^২ | সাঁ সাঁ সাঁ | -াঁ সাঁ -াঁ I
যে আ প' ন মো ব চি র আ ০ অ য্

সাঁ স্খাঁ স্খাঁ | স্খাঁ স্খাঁ স্খাঁ | সাঁ-জাঁ জাঁ | স্খাঁ সাঁ -াঁ I
ই হ প র লো কে নি ০ ডা আ ল য্

সাঁ সাঁ সাঁ | -াঁ সাঁ সাঁ | দা -াঁ দা | দা পা পক্ষাঁ I
সে আ ল য় হ তে কো ন দ্ বে খা হি০

মা মা মা | স্খাঁ -াঁ স্খাঁ | সাঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ II
বে দ না পা ই প্র চু ০ ০ ০ ব ০

II {সাঁ -াঁ সাঁ | সাঁ দা না | না সাঁ সাঁ | -াঁ সাঁ -াঁ I
এ ই ম হা ড় ল্ ভে দ্ দা ও মো ব্

স্খাঁ স্খাঁ স্খাঁ | -াঁ সাঁ না | সাঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ I
ডে কে না ভ ত ব পা ০ ০ ০ শ্ ০

সাঁ-মা মা | মা মা -গাঁ | মা পা পা | ধা পা -গাঁ I
শা ০ স্তি নি ল য় তু মি যে আ মা ব্

গাঁ দা দা | পা দা মা | পা -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ II
তো মা তে ক রি গো বা ০ ০ ০ য্ ০

II ^০পা পা পা | ^১-দা দা সা | ^২সা -া সা | ^৩-া সা -া I
ব লে দা ও মো রে স্ব গ্ নে ই আ বৃ

সা সা সা | সা সা -সা | সা জা সা | -া সা -া I
বা হি রে কো থা ও এ স বা বৃ বা বৃ

সা সা সা | -া সা -া | দা দা দা | পা পা পমা I
হু দ ঘে বৃ সে ই নি ভূ ত নি ল য়ে

মা মা মা | মা সা সা | সা -া -া | -া -া -া II II
স বি যে থা স্ব ম ধু ০ ০ ০ বৃ ০

স্বরলিপি

দেশ-ত্রিভাল

পানিয়া ন ভরণে যাউ সখিরি মায়,
মোহন মুরলী আজু ন বাজি যমুনা পার।
শ্যাম পিয়া বিন মোরা
জিয়া ন মানত ধীর,
কহ সজনী কাঁহা
মিলি উন দরশন।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

স্থায়ী

II + ^৩ | ^০সা রা মা রা | ^১মা পা -না না I
পা নি যা ন ভ র ০ গে

সা -া সা রা | সা গা ধা -পা | মা গা ধা ধা | মা গা মা রা I
যা ০ উ স বি রি মা য় মো হ ন মৃ ব লী আ জু

মা মা গা মা | রা গা সা -া | “সা রা মা রা | মা পা -না না” I
ন বা নি য় মু না পা বৃ পা নি যা ন ভ র ০ গে

অন্তরা

II

০ ১
| মা পা না না | সা সা সা সা |
শ্রা ম পি যা বি ন মো রা

সা রা মা গা | রা গা সা - | সা - রা সা গা | ধা পা ধা পা |
জি যা ন মা ন ত ধী র ক ০ হ স জ নী কা হা

রা গা ধা পা | মা গা রা গা | “সা রা মা পা | মা পা -না না” II
মি লি উ ন দ র শ ন পা নি যা ন ভ র ০ গে

১নং তান

+ ৩ ০ ১
II নসাঁ রঁসাঁ গধা ধপা | মপা মগা রগা সা | সরা মরা মপা নসাঁ | সঁগা ধপা মগা রসা |
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

সঁগা ধপা ধপা মগা | পমা গরা রগা সা II এই পর্যন্ত তান করিয়া “পাণিমান ভরণে যাউ”
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ধরিতে হইবে।

২নং তান

+ ৩ ০ ১
II | সঁরা রঁগা রঁসাঁ নসাঁ | “রঁসাঁ গধা পমা গরা | সরা মপা মপা নসাঁ” I
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

রঁমা রঁসাঁ ননা সঁসাঁ | সঁগা ধপা মগা রসা II এই পর্যন্ত তান করিয়া “পাণিমান ভরণে যাউ”
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ধরিতে হইবে।

নবষষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার

(সঙ্গীতপারিজাত মতে)

শ্রীরমণীমোহন পাল

সঙ্গারী বর্ণালঙ্কার ২৬ প্রকার তন্মধ্যে—

২১। প্রবৃত্তক— ✓

সস রিরি গগ রিরি, গগ মম গগ রিরি সস রিরি গগ মম |
 রিরি গগ মম গগ, মম পপ মম গগ, রিরি গগ মম পপ |
 গগ মম পপ মম, পপ ধধ পপ মম, গগ মম পপ ধধ |
 মম পপ ধধ পপ, ধধ নিনি ধধ পপ, মম পপ ধধ নিনি |
 পপ ধধ নিনি ধধ, নিনি স'স', নিনি ধধ, পপ ধধ নিনি স'স' |

২২। বেণু—

সম গম, সরি গম | রিপ মপ, রিগ মপ |
 গধ পধ, গম পধ | মনি ধনি, মপ ধনি |
 পর্স নির্স পধ নির্স |

২৩। ললিত স্মর—

সস মম গগ বিস সরি গরি সরি গম |

রিরি পপ মম গরি রিগ মগ রিগ মপ |

গগ ধধ পপ মগ গম পম গম পধ |

মম নিনি ধধ পম মপ ধপ মপ ধনি |

পপ স'স' নিনি ধপ পধ নিধ পধ নির্স |

২৪। ছন্দার— ✓

সস পপ বিরি ধধ গগ নিনি মম স'স' |

২৫। ছাদমান— ✓

সম গরি | রিপ মগ | গধ মপ | স'নি ধপ | প'র্স নিধ |

২৬। অবলোকিত—

সসস, মমম | রিরিরি, পপপ | গগগ, ধধধ | মমম,
 নিনিনি | পপপ, স'স'স' |

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

যবে কুসুম ফুটিত মোর মনের বনে
 গান গাহিত পাখী,
 তখন কেন তুমি বাঁধিলে না হায়!
 মধু মিলন-রাখী।

আজি জীবনের বেলাশেষে
 কেন দুয়ারে দাঁড়ালে এসে
 কাজল-কালো ছুটি আঁখিতে তব
 প্রেম-পরাগ মাখি'।

তোমাতে দেবার মত কিছু নাহি মোর
 আজি শূণ্য ডালা,
 ফাগুনের ফুল যত গিয়াছে ঝরি'
 আছে কাঁটার জালা।

তব হৃদয়ের স্বধা দিয়ে
 বল তুমি কি পারিবে প্রিয়ে
 সকল দীনতা মোর সংগোপনে
 নিতি রাখিতে ঢাকি'?

স্বরলিপি

পুরিয়া—একতাল

যা রে কাগরা দে সন্দেশরা,

ঝুটা বচন হাম্বে কিনি পায়েগা সাজা ।

ইতনি আরজ উনি.সে কহিও

প্রীত লাগিয়ে দুখ না দেইও ।

যারে বেবাফা ॥

ପ୍ରାପ୍ତ—ସନ୍ତୀତାର୍ଗବ ଓପକ୍ଷାନନ ଦାସ

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

श्री

II ধা -জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা গা । স্বগা -জ্ঞা জ্ঞা । গা স্বজ্ঞা সা II
যা ০ বে কা গ বা দে০ ০০ সন্ দে শ০ বা

না -না শ্রী | শ্রী শ্রী গা | দ্রুত -দ্রুত ধা | দ্রুত -নরী সী II
 ঝ ০ টা ব চ ন হাম্ ০ সে কিং ০০ নি

ধা -না -ধা | ক্ষা -গা -ক্ষা | ঞ্গা -ক্ষা -ক্ষা | ক্ষা -ঞা -না ||

পা ০ য়ে গা ০ দা ঞা ০০ ০০ ০০ ০০ ০

ଅନ୍ତରୀ

II ধা⁺ ক্রা^৩ গা^৩ | গা^৩ ক্রা^৩ ধা^৩ | ক্রা^৩ধা^৩ সী^৩ সী^৩ | না^৩ ধ্যা^৩ সী^৩ II
ই ত নি আ র জ উ নি সে ক হি ও

সাঁ সাঁ সাঁ । সাঁ -। সাঁ । না ধা -জ্ঞানী । -স'না ধজ্ঞা -গা। II
 প্রী ত লা গা ০ যে ছ খ না ০ ০০ দেই ও

না না ঋা । ঋা -ঋা গা । ধা ঋা ধা । স্য স্য -স্য ॥
ক হ ত হে ০ তু জ্ঞে যা ন স র স

ধা -না গা । জ্ঞা -গা জ্ঞা । স'না-ধস'না-নধা । -জ্ঞধা-জ্ঞগা-জ্ঞসা ।।
 যা ০ বে ০ বা ফা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বেহালায় গৎ

BARNBY'S—Sweet and Low

“হুইট্, এণ্ড লো”

পরিবেশক—শ্রীক্ষিতীন রায়

II গাঁ ⁿ -াঁ ^v গাঁ | ধা -াঁ -াঁ I পা ⁿ -াঁ ^v পা | সা ⁿ -াঁ -াঁ I

সা ⁿ -না -ধা | পা ^v -াঁ -দ্ধা I ধা ⁿ -াঁ -াঁ | পা ^v -াঁ -াঁ I

গাঁ ⁿ -াঁ -াঁ | ধা ^v -াঁ -াঁ I পা ⁿ -াঁ -গাঁ | ধা ^v -াঁ -াঁ I

রা ⁿ -না -সা | ধা ^v -াঁ -না I ধা ⁿ -াঁ -াঁ | পা ^v -াঁ -াঁ I

পা ⁿ -না -ধা | পা ^v -ধা -পা I পা ⁿ -সা -ধা | পা ^v -াঁ -াঁ I

পা ⁿ -না -ধা | পা ^v -ধা -পা I পা ⁿ -সা -দ্ধা | পা ^v -াঁ -াঁ I

সা ⁿ সা সা | সা ^v -াঁ না I ধা ⁿ -াঁ -াঁ | দা ^v -াঁ -াঁ I

পা ⁿ -াঁ পা | পা ^v -ধা -পা I পা ⁿ -াঁ পা | পা ^v -ধা -পা I

সা ⁿ -াঁ -াঁ | সা ^v -াঁ -াঁ | সা ⁿ -াঁ -াঁ | -াঁ ^v -াঁ -াঁ I

স্বরলিপি

জোনপুরী-একতাল

দেবতার ঘুম ভাঙিল না, ব্যথার পূজা বৃথায় যায়,
নিভে হায় দীপ শুকায় মালা পাষণ শিলা না চায় তায়।
শুধু মোর প্রাণ হ'ল বলিদান
পাষণের দেব নিল না সে দান ;
উছল উজান নামিল তাই সাগর হ'ল মরুর প্রায়।
ওগো দেবতা চেতনা হারা,
বেদনায় শুধু করেছ সারা,—
নিয়ে গেছ প্রাণ রোদন ভরা ফিরিয়ে দেছ অঁধার ছায়।
মিছে হায় যার নিশার স্বপন
মুছে যায় কেন দিবা জাগরণ !
তন্দ্রাহারার জাগিতে মানা জীবন হ'ল বিষম দায়।

কথা : শ্রীবিষ্ণুনাথ ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি : শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্তায়ী

II + | ৩ | পা^০ মা পা | -সাঁ^১ গা -সাঁ^১ I
দে ব তা ব ধু ম
গা -দা -পা | পা -া -া | জা মা -জা | রা -সা সা I
ভা ঙি ল না ০ ০ বা খা ব পু ০ জা
সা রা -মা | মা -পা -া | সাঁ জাঁ জাঁ | -রাঁ সাঁ -া I
ব থা য়্ যা ০ য়্ নি ভে হা য়্ দী প্
গা সাঁ -গা | দা -পা -া | মা পা -মা | জা -সা সা I
ও কা য়্ মা লা ০ পা যা গ্ পি ০ লা
সা রা -মা | পমা -পা -া | “পা মা পা | -সাঁ গা -সাঁ” II
না চা য়্ তা ০ য়্ দে ব তা ব ধু ম

অন্তরা

II + ৩

মা পা গা | গা দা -গা I
ও ধু মো বু প্রা গ্

গা সা সা | সা সা সা | গা সা জা | -জা রা -রা I
হ ল ব লি দা ন্ পা যা গে বু দে ব্

সা রা গা | সা সা -া | পা রা -রা | সা সা -রা I
নি ল না দে দা ন্ উ ছ ল্ উ জা ন্

গা সা -গা | গা -দা পা | সা রা -া | মা -পা পা I
না মি ল তা ০ ই সা গ বু হ ০ ল

গা গা -দা | দা -পা -া | "পা মা পা | -সা গা -সা" II
ম ক বু প্রা ০ য্ দে ব তা র ঘু ম্

মধ্যরী

II + ৩

সা রা জা | জা জা -া I
ও গো দে ব তা ০

রা রা জা | রা সা -সা | সা রা মা | মা মা -া I
চে ত না হা রা ০ বে দ নায্ শু ধু ০

মা পা পা | পা পা -া | পা পদা দা | দা দা -া I
ক রে ছ সা রা ০ নি যে গে ছ প্রা গ্

পা পা -দা | পা পা -া | মা পা পা | পা দা -া I
মো দ ন্ ভ রা ০ কি রি যে দে ছ ০

সা রা -মা | মা -পা -া | "পা মা পা | -সা গা -সা" II
ঈ ধা বু ছা ০ য্ দে ব তা বু ঘু ম্

আভোগ

II + ৩

মা পা গা | গা -দা -গা I
মি ছে চাচ্ বা ০ ব

গা সা -গা | সা সা -া | জা জা জা | -জা রা সা I
নি শা ব স শ ন য় ছে খা য় কে ন

গা সা গা | দা পা -া | পা রা -রা | সা সা -গা I
দি বা জা গ র গ্ ত ন্ দ্রা হা রা ব

গা সা -গা | গা -দা -পা | সা রা রা | মা -পা পা I
জা গি তে মা না ০ জৌ ব ন হ ০ ল

গা গা -দা | দা -পা -া | "পা মা পা | -সা গা -সা" II II
বি য় ম্ দা ০ য়্ দে ব তা ব য়্ ম্

গান

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

সাঁঝ আকাশে ধানের ক্ষেতে একি আগুন লাগল রে,

ফুটল কলি, জাগল অলি সকল বাঁধন টুটল রে।

একী খেলা বনে বনে

মৌমাছিরই গুজরণে—

কোন্ অমরার হারানো স্বপ্ন ধরায় বয়ে' আনুল রে ॥

কাশের বনের গিঠে হাওয়ায় দোল জাগানো ছন্দ,

বাতাস-ভরা পাগল-করা শিউলী ফুলের গন্ধ।

বলাকা দল ফেরে নীড়ে

দিনাস্ত শেষ ধরণীরে

রাঙালো আঁঙ্গ, সে রঙে মোর হৃদয়খানি রাঙল রে ॥

স্বরলিপি

(মীনার ভজন)

ঘর আও সজন মিঠি বোলা,
তেরে বে খাতর সব কছু ছোড়া,
কাজর তেল তমোলা ।
যো নহি আওয়ে রয়ন বিহায়ে,
ছিন মাসা ছিন তোলা ;
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
কর ধর রহে কপোলা ।

সুর : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

স্বরলিপি : শ্রীমতী বীণাপানি মিত্র

না না II ধনা -সর্না -ধনা -সর্না | ধপা -া -া -া II পধা -সর্না ধা পা | মা -গরা গা মা I
ঘ র আ ০ ০ ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ০ স ০ ০ ক ন মি ০ ০ টি বো

পা -া -া -া | -া -া গা মা II পধা -সর্না গা গা | ধপা -ধপা গা মা I
লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ তে রে বে ০ ০ থা ত ,র ০ ০ স ব

গমা -পা মা জা | রা -া -া -া II সা -রা রা রা | গা -রা গা গা I
ক ০ ০ ছ ছো ডা ০ ০ ০ কা ০ জ র তে ০ ল ত

মা -পা পা -া | -া -া "না না" II
মো ০ লা ০ ০ ০ ঘ র

[মগা]

I মপা - ধপা মজা মা | পা - না না -া I না সী মী জী | রী - স'না সী -া I
যো ০ ০ ন ০ হি আ ও ঘে ০ র য্ না বি হা ০০ ধে ০

না সী না -ধধা | পা -া -া -সী I গা ধা গা -া | মা -া -া -া I
হি ন মা ০০ সা ০ ০ ০ জি ন তো ০ পা ০ ০ ০

রী -া র'গী -মী | গ'রী -সী না না I পা ধা স'রী স'রী | স'গা -ধপা -মগা রগা I
মী ০ রা ০ ০ কে ০ ০ প্র হু গি বি ধ ০ র ০ না ০ ০ ০ গ ০

গ'রা -া -া -া | -া -া -া -া I সগা -রা রা রা | গা -রা গা মা I
র ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কর ০ ধ র র ০ হে ক

মা -া পা -া | -া -া "না না" II II
পো ০ না ০ ০ ০ ০ ধ র

দেশ

শ্রীমমতা মৈত্র, গীতশ্রী

গাহিবার সময়—মধ্য রাত্রি।

ঠাট—বাহাজ (পা) ; ইহার অবরোহণে কোমল নিষাদ অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

আরোহণ—সা রা মা পা না সী।

অবরোহণ—সী গা ধা পা মা গা রা সা।

আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত বজ্জিত, অবরোহণে সম্পূর্ণ।

জাতি—ওড়ব-সম্পূর্ণ।

পকড়—রা মা পা গা ধা পা ধা মা গা রা গা সা।

বাদী—ঋষভ, সমবাদী—পঞ্চম।

ইহার ঋষভ স্বর অবরোহণে বক্র। কোমল নিষাদ ঋষভযুক্ত, যেমন না সী রী গা ধা পা।

অবিস্তার

সা, ন্‌সা রমণা, ধমা গরা, গা স্‌না সা।

মগা রমা পনা, ধপা মপা না, নর্‌সা, পনা সর্‌রা ওধা পা, পধা মা গরা রগা রসনা সা।

পধা মপা নর্‌সা, রর্‌গা, স্‌না সা, স্‌না র্‌সা, মর্‌গা র্‌গা র্‌সনা সা, বা ধপা পধা মা গরা, রমা পধা পধা, মগা
রগা, সা, ন্‌সা।

রমা পধা ধপা, মপা নর্‌সা, রর্‌গা স্‌না ধপা মপা স্‌না ধপা ধমা গা রগা, সা।

দেশ-ত্রিভাল

কম বরষ বদরিয়া শারনকী

পিয়া বিনা জিয়া তরস আরনকী।

উমড ঘন ঘুমড দেশ মন ছায়ে

চতব পিয়াকী মন ভারনকী ॥

প্রাপ্ত : শ্রীহামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অবলিপি : শ্রীমমতা মৈত্র

স্থায়ী

II ⁺ | ^৩ ১ ১ সর্‌ রর্‌সা | ^০ গা ধা পা পধা | ^১ পমা গরা -গা রসন্‌সা I
০ ০ ঝা ম০ ব র ষ ব০ দ বি০ ০ ঝা০০০

মা -গরা মা মা | পা -১ -১ -১ | মা পা না না | না সর্‌ না সর্‌ I
গা ০ ব ন কী ০ ০ ০ পি ষা বি না জিয়া ত র স

পনসর্‌র্‌সা-সর্‌র্‌সা স্‌না ধা | পা -১ সর্‌ রর্‌সা | "গা ধা পা পধা | পমা গরা -গা রসন্‌সা" II
ঝা০০০ ০০ ব ন কী ০ ঝা ম০ ব র ষ ব০ দ বি০ ০ ঝা০০০

অন্তরা

II ⁺ | ^৩ | ^০ মা গরা মা পা | ^১ না না না না I
উ ম ড ঘ ন ষ য ড

সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ -রাঁ সাঁ - | পাঁ -রাঁ রাঁ রাঁ | সাঁ রাঁ দনা সাঁ I
দে ম ন ছা ০ ঘে ০ চ ত ব পি যা কী ম ন

পনসঁরাঁ -সঁরাঁ দণা ধা | পাঁ - সাঁ রঁসাঁ | “গা ধা পা পধা | পমা গরা -গা রসনঁসা” II
ডা০০০ ০০ ব ন কী ০ কু ম০ ব র ষ ব০ দ ঝি০ ০ ঝা০০০

তাল :—

- (১) ^১ গাঁ রঁসাঁ গধা পধা | ⁺ মপা নসাঁ গধা পমা | ^৩ গরা সা
(২) গধা পধা মপা নসাঁ | ^১ রঁগাঁ রঁসাঁ গধা পমা | ^৩ গরা সা

স্বরলিপি

কমলা-মনোহারী—ত্রিতাল

তোমারি ফুলবনে দখিন হাওয়া
বহিবে সজ্জনী তবু কেন সুদূরে চাওয়া ?
যাপিতে হবে না নিশি তারা গনি'
নয়নে মিলিবে তোব নয়নেব মনি ।
কুহেলী আঁধার দূরে সরায়
অশোক মন তোরে দিবে রাডায়ে,
বসন্ত সখা তোরে গানে গানে দিবে ভরে
কেন মিছে সুদূরে চাওয়া ?

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী

+
II সী -৭ না দা। না দা পা দপা। মা পা দপা পমা। গা -৭ -৭ -৭ I
তো ০ মা রি দু ল ব নে০ দ মি ন০ ঙাঙ যা ০ ০ ০ ,

গমা গমা গা মা। গা মা পা দা। -৭ নর্মা সী না। দপা গমা গমা -পদা II
ব০ হি০ বে স ছ নী ত ব ০ কেন হ দু বে০ ঙাঙ যা০ ০০

II মা পা দা দা। সী না নদা পা। -৭ মপা দা না। সী -৭ -৭ -৭ I
যা লি হে হ বে না নি০ শি ০ তা০ রা গ মি ০ ০ ০

না সী র্গমা র্গা। র্গা র্গা র্গনা সী। -৭ দনা দা পা। গা মা গমা -পদা II
ন য নে০ মি লি বে তো০ ব ০ ন০ য নে ব মি০ ০০

II গা -মা গা না। সা -৭ দা না। সা -মা গা মা। গা -মা -পা -পদা I
হু ০ হে লী আ ০ বা ব, দু ০ বে স রা ০ ০ যে০

গা -মা পদা -নর্মা। না দা পা -দপা। মা পা দনা নদা। পা -মা -গা -৭ I
অ ০ শো০ ০ক ম ন তো ০ ব্ দি বে রা০ ঙা০ যে ০ ০ ০

মঃ দা দঃ ননা সর্মা। সর্গা সর্গা র্গমা সর্মা। নর্মা নদা সী র্গা। সর্না দপা গমা -পদা II
ব সন্ ত সখা তোরে গানে গানে দিবে ভবে কেন মিছে হ দু বে০ ঙাঙ যা০ ০০

কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল

(পূর্বাহ্নরতি)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

স্বদেশী যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল বহু গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি আর পাবার উপায় নেই, কেননা বাধ্য হয়ে তাঁকে সেগুলি নষ্ট করতে হয়েছিল।

স্বদেশ সঙ্গীত ছাড়া বীররসাত্মক একটি গান দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেছিলেন। এ গানটির স্বরূপে “উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল” গ্রন্থে দিলীপকুমার লিখেছেন: “পিতৃদেবের একটি গান আছে অতি আশ্চর্য্য স্বরে রচিত—ভূপালী-ভক্তি কিন্তু একেবারে তাঁর স্বকীয় স্বর। এ রকম উদ্দীপনা-পূর্ণ যুদ্ধের স্বর আর শুনি নি কখনো। এ গানটি বিদেশে গেয়ে বহু লোককে মাতিয়েছি। গানটি রণসঙ্গীত—par excellence—সংস্কৃত পঙ্ক্তিকা ছন্দে রচিত। গানটি আছে প্রতাপসিংহ নাটকে—গানটিতে “মোগল” এবং “যবন” কথা দুইটি বাদ দিয়ে সর্বত্র গাইবার উপযোগী কবে ভালই করা হয়েছে। গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:—

ধাও ধাও সময় ক্ষেত্রে গাও উচ্ছে রণজয় গাথা
রক্ষা করিতে পৌড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া যখন বিপন্ন জননী জায়া

সাজ সাজ সকলে রণসাজে শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি জয় মা ভারত জয় মা কালী
সাজে শয়ন কি হীন বিলাসে শত্রু বিদগ্ধ যখন পুরপল্লী
বিধিমিচরণ বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেমসীর ভুজবল্লী
কোথবিদ্ধ রবে তরবারি যখন বিলাসিত ভারতনারী
সাজ সাজ সকলে রণসাজে ইত্যাদি।
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে শত্রু করে কভু হব না বন্দী
ডরি না থাকে যেই অদৃষ্টে অধর্ম সঙ্গ করিনা সঙ্গি
রবনা হবনা শত্রুর ভৃত্য সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু
সাজ সাজ সকলে রণসাজে ইত্যাদি।
ধাও ধাও সময় ক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যদল করিব বিভিন্ন
পুণ্যসনাতন অর্থাবতে রাখিব না কভু রিপুদলচিহ্ন
বিধিমিরক্তে করিব স্নান করিব বিরজিত হিন্দুস্থান
সাজ সাজ সকলে রণসাজে ইত্যাদি।

গানটির স্বরলিপি দেখলেই বোঝা যাবে সুরে ওজস্বিতা কি ভাবে ফুটে উঠেছে। স্বরলিপিটি দিলীপকুমার রচিত “স্বরচিহ্ন” গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

II সা -া গা -া | গা -া পা -া II পা পা পা -পা | পা -া পা -া II
ধা ০ ও ০ ধা ০ ও ০ স ম র ০ ক্ষে ০ বে ০

পা -া পা -া | না -া ধা -া II পা পা পা পা | গা -া গা -া II
গা ০ ও ০ উ ০ ক্ষে ০ র গ জ য গা ০ ধা ০

সাঁ -া সাঁ -া | ধা ধা ধা -া II পা -া পা গা | ধা -া পা -া II
র ০ ক্ষা ০ ক রি তে ০ পী ০ ডি ত ধ র মে ০

পা পা ধা -। গা -। -সী -। সী -। সী সী সী | না -রী সী -সী |
ও ন ঐ ০ ডা ০ কে ০ ভা ০ র ত মা ০ তা ০

সী -। সী সী | রী রী রী -। রী -গী সী -গী | গা -। গা -।
কে ০ ব ল ক রি বে ০ শ্রা ০ ধো ০ মা ০ যা ০

পা পা ধা না | না -না না -সী | ধনা রী সী -। সী -। সী -।
য থ ন বি প ন্ন না ০ জ ০ ন মী ০ আ ০ ষা ০

সী -। গা গা | -। গা গা গা | পা -। পা পা | রা -। রা -।
সা ০ জ সা ০ জ স ক লে ০ র গ সা ০ জে ০

রা রা গা গা | জা জা পা পা | গজা -ধা পা -। পা -। পা -।
ত ন ঘ ন ঘ ন র গ ভে ০ রী ০ বা ০ জে ০

সী সী সী সী | ধা -। ধা ধা | পা -। পা গা | ধা -। পা -।
চ ল স ম বে ০ দি ব জী ০ ব ন ঢা ০ লি ০

রা -। রা -। | ধা -। পা গা | রা -। রা -। | সা -। সা -।
জ য়্ মা ০ ভা ০ র ত জ য়্ মা ০ কা ০ লী ০

ক্রমশঃ

ভজন-ত্রিতাল

এস রাধা প্যারী হরি বাঁশরী বাজায়
যে সুরে আসিত ধেমু তমাল ছায়ে।
সে সুর জাগাও
চিত্ত দোলাও
উঠক হৃদয়ে প্রভু পঞ্চম তান।

স্মরণ ও স্মরণলিপি : শ্রীজ্যোৎস্নারানী মিত্র

“সুন্দর নব ঘনশ্যাম...” ইত্যাদি।

560

+
ক্কা ধা ধা গা। ধা না সা না। ধা ধক্কা ধধা ধনা। স্কা -সা সা -। I
যে হু রে অ সি ত ধে হু ত মা ০ ল ছা ০ ঘে ০

+
-া পধা সর্গা গা। -া -া -া -া। -া র্গা সর্গা নর্গা। সা -া -া -া I
০ সেহ রজা গাও ০ ০ ০ ০ ০ চি তন দো লা ও ০ ০

+
সা পা -া গা। ধপা ধা মগা মা। পা -না না না। সা -নসা -নসা -নসা II
উ ঠ ক হ দা য়ে প্রা ড প ন চ ম তা ০ ০ ন

স্বরদের গৎ

টৈভরষী-ত্রিতাল

বচনা : শ্রীযোগেশচন্দ্র বায়

স্থায়ী

+
II মা -া মা মা। দা পমা জা জা। সা ঋঋ সা মমা। জা-জঃ ঋ-ঋ সা I
ডা ০ ডা ঋ ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা ডিবি ডা ব ডা ব ডা

দা গ্গা সা সা। জা ঋঋ গা সা। সা পপা দদা পপা। জা-জঃ ঋ-ঋ সা II
ডা ডিরি ডা ঋ ডা ডিবি ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব ডা ব ডা

অন্তরা

+
II মা দা -া মা। দা গা সা গা। জা জা স্কা স্কা। সা গা সা সা I
ডা ডা ০ বা ডা বা ডা রা ডা বা ডা রা ডা বা ডা রা

সা ঋঋ সা গা। দা পপা মা পা। জা মপা দপা পমা। জা-জঃ ঋ-ঋ সা II
ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব ডা ব ডা

স্বরলিপি

(ধেমালি)

মধুমতী-ত্রিতাল

কৃষ্ণ কৃষ্ণ করুঁ দরশ না পাউ
যো কোই পারে আন মিলাউ।
কাঁহা গয়ে মিলে কোই না বোলে
কায়সে জিয়াকো ধীর ধরাউ।

কথা : শ্রীবীরেন বসু

সুর : শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী

স্বরলিপি : কুমারী মীরা মুখোপাধ্যায়

মধুমতী—ইহা কণ্ঠাটী রাগ। মূলতান রাগে রা ও ধা শুদ্ধ করিলেই এই রাগ হয়। ইহার আরোহী—সা জ্ঞা জ্ঞা
পা না সা এবং অবরোহী—সা না ধা পা জ্ঞা জ্ঞা রা সা। ইহার বাদী পঞ্চম এবং সধাদী রেখাব।

স্থায়ী

II + ৩
| ০ ১
| পা -জ্ঞা জ্ঞা পা | -জ্ঞা জ্ঞা রা সা I
ক ০ ষ ক ০ ষ ক ক
সা সা জ্ঞা জ্ঞা | পা -পা জ্ঞা -জ্ঞা | পা -া পা -া | জ্ঞা -জ্ঞা -জ্ঞা -জ্ঞা I
দ ব শ না পা ০ উ ০ যো ০ কো ই পা ০ রে ০
জ্ঞা -ধা জ্ঞা জ্ঞা | রা -জ্ঞা রা -সা | “পা -জ্ঞা জ্ঞা পা | -জ্ঞা জ্ঞা রা সা” II
আ ০ ন মি লা ০ উ ০ ক ০ ষ ক ০ ষ ক ক

অন্তরা

II + ৩
| ০ ১
| পা পা পা পা | জ্ঞা -জ্ঞা জ্ঞা -জ্ঞা I
কা চা গ ঘে মি ০ লে ০
পা না না -সা | সা -া সা -া | না -সা জ্ঞা -রা | সা না ধা -পা I
কো ই না ০ বো ০ লে ০ কা য় সে ০ জি যা কো ০
জ্ঞা -জ্ঞা জ্ঞা ধা | পা -া জ্ঞা -জ্ঞা | “পা -জ্ঞা জ্ঞা পা | -জ্ঞা জ্ঞা রা সা” II
ধী ০ র ধ রা ০ উ ০ ক ০ ষ ক ০ ষ ক ক

—সংবাদ—

নৃত্যকুশলা কুমারী মিনতি দাস

কুমারী মিনতি দাস অতি অল্প বয়সেই নৃত্যশিক্ষায় বিশেষ সন্মান অর্জন করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত ও



নৃত্যশিক্ষায়তন “চন্দ্রগীতিকা”র ছাত্রী—যথুনা বহু নৃত্য-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া “চন্দ্রী” উপাধি ও মাসিক বৃত্তি হিসাবে এক বৎসরের বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। আমরা এই দীর্ঘমানা নৃত্যকুশলার ভাবী জীবনের অধিকতর সাফল্য কামনা করি।

আওয়ার অর্কেস্ট্রা

সম্প্রতি—কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে আওয়ার অর্কেস্ট্রার সভাপতি কর্তৃক সঙ্গীতাচার্য্য ওয়াল্টার্স

দাস মহাশয়ের ৭ম বার্ষিক স্মৃতিপূজা ও সজ্জের যুগোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে সজ্জের বিশিষ্ট শিল্পীগণ একতান; একক, সম্মেলক কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের অল্পটান দ্বারা স্বর্গত স্বঃশ্রদ্ধাঙ্গের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভায় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগারে রজত-জয়ন্তী

উৎসব

গত ২৮শে ও ২৯শে পৌষ যুযুভাঙ্গা দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগারে রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিবস প্রাতঃকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় কর্তৃক মঙ্গলাচরণের পর চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অন্নদা মুন্সী কর্তৃক চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধন হয়। বৈকালে যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। সভাপতি মহাশয় শিক্ষার প্রসারে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সন্থে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। পর দিবস বৈকালে সাহিত্য সভায় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত সৌরাভ বসু ‘কথা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবি শ্রীযুক্ত অপরূপকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ‘কাব্যাদর্শ’ সন্থে, কবি সন্তোষ অধিকারী ‘রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কাব্যের ধারা’ এবং কবি বিনয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত কাব্যে সঙ্গীতের স্থান সন্থে আলোচনা করেন। খ্যাতনামা নিম্ন-সাহিত্যিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র দত্ত ‘শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ক্রম বিকাশ’ সন্থে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। মূল সভাপতি তাঁহার বক্তৃতাশ্রমকে বর্ধমান যুগের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের অবস্থার বিবরণ দেন এবং পাঠাগারের প্রতি জনসাধারণের উদাসীনতার কথা উল্লেখ করেন। পরিশেষে পাঠাগারের সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শান্তশীল দাস কর্তৃক ধন্যবাদ দানের পর সাহিত্যসভা ভঙ্গ হয়। রাত্রে সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

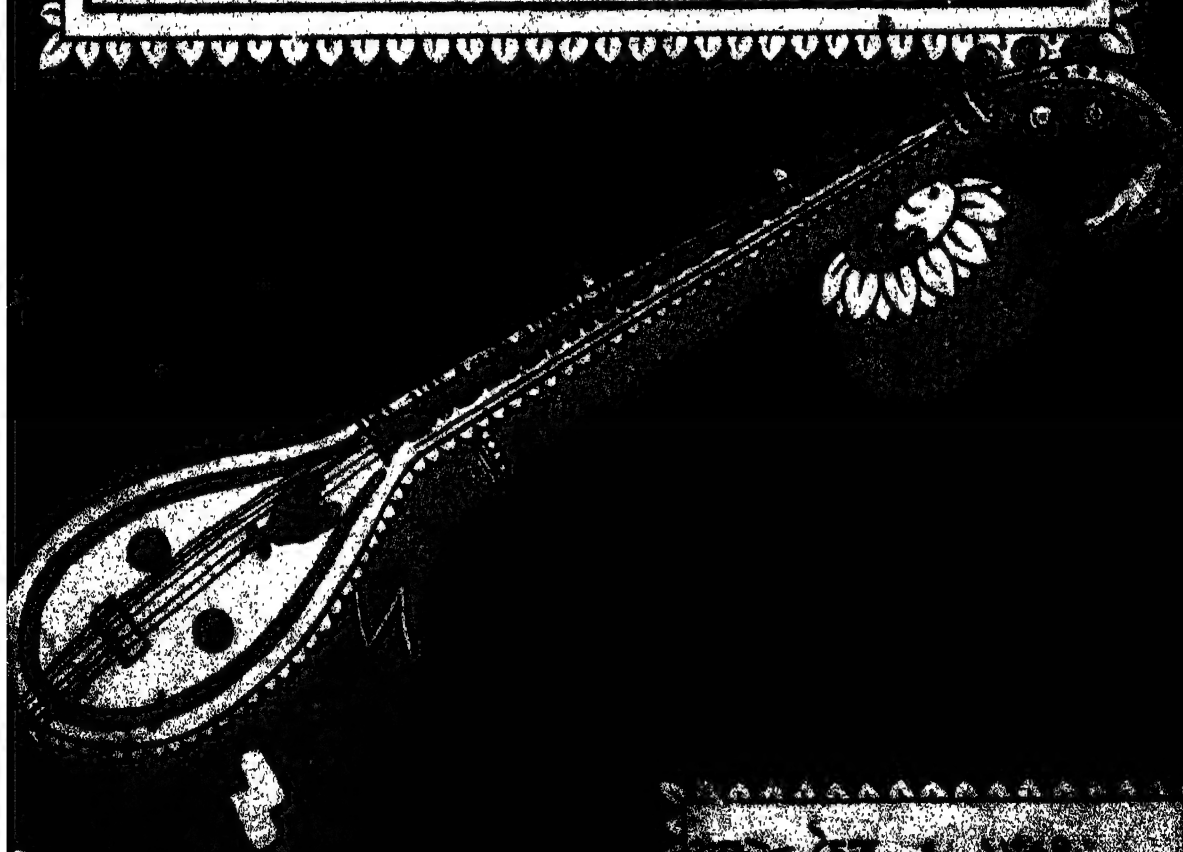
সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম্-এ।

ମନୋ ବିଷାଦ

ଅଭିନୟ



ମନୋ ବିଷାଦ

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ও রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা।

২৭শ বর্ষ, সন ১৩৫৭ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাব্যাহক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

তত্ত্বাবধায়কগণঃ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আর্ট-ই

নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত ধোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্ত্রী হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ওস্তাদ আলিউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)

মহম্মদ দবীর খাঁ (বৌদ্ধার) সাহেব

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন স্বত্বভারতী

শ্রীযুক্ত উম্মিরা দেবী চৌধুরাণী

মিসেস কে. সি. দে

শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসাত্মক

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদার

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন-মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বি. এন্সি

শ্রীযুক্ত বামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত স্বপ্নীলকুমার ভট্টাচার্য বি. এ.

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার বিজ্ঞাপন

==বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ে রডাসই অদ্বিতীয়==



রডাস এণ্ড কোং

১৪, বেক্টিং স্ট্রিট

কলিকাতা

ফোন : সিটি ১২৬৭

অর্থাৎ গিটার, কলীন, সঙ্গীতযন্ত্রের সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকায় নামোন্নয়ন করিবেন।

সূচীপত্র

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ—

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ডাঃ বিমল রায়	১৮৭
স্বরলিপি—শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়	১৯০
স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মল্লিক	১৯৪
স্বরের উৎপত্তি, ভাব ও বর্ণ—কুমারনাথ	১৯৫
স্বরলিপি—শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য্য	১৯৮
স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী	১৯৯

অসমীয়া স্বরলিপি—শ্রীনীলেশ্বর ব্রহ্ম

২০০

অষ্টভাল : 'বদসি যদি—'

শ্রীনবদীপচন্দ্র ব্রহ্মরাসী

২০২

স্বরলিপি—শ্রীহৃদাষ মজুমদার

২০৫

নবযষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার—

শ্রীরমণীমোহন পাল

২০৯

সংবাদ

২১০

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ । বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায় ।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৩৫০। বাৎসরিক : ২৮।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্য্যাদায়ক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতবিদ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

ভারতীয় সঙ্গীত পরিচিতি

মূল্য তিন টাকা

একদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, অপরদিকে বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ-পরিচয় এবং উচ্চাঙ্গের ঋপদ, ঝেরাল, সাদ্রা প্রভৃতির গান, আকারমাত্রিক স্বরলিপি সহ বইখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতিসাগর, সঙ্গীতশাস্ত্রী (গোস্বালিয়র), বি-এ কৃত

মীরা-ভজন মাল্য

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাস্ত্রয়ের হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি

বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি এবং অচ্যুত মহাজনের আরও ৫ খানি

হিন্দী ভজন গান সম্মিষ্টি আছে। মূল্য ২১০ টাকা।

সংগীতসুশাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়েচর

গানের মুকুল—১১০

সুর-বাণী—২১০

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষাধিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবাণী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী সমাধিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিয়াল্লিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাক ২৪৩৬

আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি ও চিহ্নের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

১। স, ব, গ, ঘ, ঙ, ন। এই সাতটি স্বর একত্রে মিলিত হইয়া একটা সপ্তক গঠিত হয়। এতদ্দেশীয় সঙ্গীতে সাধারণতঃ তিনটি সপ্তকের ব্যবহার আছে; যথা—উদারা (নিম্ন), মূদারা (মধ্যম), তারা (উচ্চ)। উদারা সপ্তকের চিহ্ন—স, ব, গ, ঘ, ঙ, ন। মূদারা সপ্তকের চিহ্ন—স, ব, গ, ঘ, ঙ, ন। তারা সপ্তকের চিহ্ন—স, ব, গ, ঘ, ঙ, ন।

২। উক্ত সাতটি স্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি স্বরে কোমল ও কড়ি, অর্থাৎ বিকৃত ভাব আছে। যথা—

কোমল র—ঋ; কোমল গ—ঋ; কোমল ঘ—ঋ;
কোমল ঙ—ঋ; কড়ি য—ঋ।

৩। স্বর উচ্চারণের সময় কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। গান বিশেষে গতি ক্ষুণ্ণ, মধ্য, কিম্বা বিলম্বিত হইয়া থাকে। এক, দুই, তিন, চার এই কয়টি সংখ্যা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটা করতালি দিয়া মাত্রার গতি স্থির করিয়া লওয়াই সহজ উপায়। ইহাকেই মাত্রার মধ্যগতি বলা যায়।

৪। মাত্রা—১ (আকার) যথা:—সা একমাত্রা; সা -১, দুই মাত্রা; সা -১ -১ তিন মাত্রা ইত্যাদি। দুইটি স্বর এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, দুইটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরে আকার বসে, যথা:—সরা, গরা ইত্যাদি। এক্রপ স্থলে প্রতি স্বরটি অর্ধ মাত্রা। এইরূপ এক মাত্রার মধ্যে তিনটি স্বর উচ্চারিত হইলে সরগা; প্রত্যেক স্বর এক-তৃতীয়াংশ মাত্রা। এক মাত্রার মধ্যে চারটি স্বর উচ্চারিত হইলে সরগমা প্রত্যেক স্বরটি সিকি মাত্রা। এইরূপ এক-মাত্রার মধ্যে যতগুলি স্বরই উচ্চারিত হউক না কেন, যথা—সরগমপা, সরগমপধনা ইত্যাদি; প্রত্যেক স্বর সমান অংশে বিভক্ত ইহাই বুঝিতে হইবে।

৫। অর্ধ মাত্রার বিশেষ চিহ্ন—:; যথা—স:, র: ইত্যাদি। কিন্তু সা:—দেড় মাত্রা, অর্থাৎ আকার একমাত্রা এবং বিসর্গ অর্ধ মাত্রা,—উভয়ে মিলিয়া দেড় মাত্রা। সা: র:—দুই মাত্রা। অর্থাৎ সা: দেড় মাত্রা, এবং র:—অর্ধ মাত্রা লইয়া দুই মাত্রা।

৬। সিকি মাত্রার বিশেষ চিহ্ন .; যথা—স. র. ইত্যাদি। কিন্তু স.—পোণে এক মাত্রা; অর্থাৎ বিসর্গ অর্ধমাত্রা এবং শূন্য সিকি মাত্রা—উভয়ে মিলিয়া পোণে

এক মাত্রা। সা. র.—দেড় মাত্রা, অর্থাৎ সা. সওয়া এক মাত্রা এবং র. সিকি মাত্রা উভয়ে মিলিয়া দেড় মাত্রা হইল। সা: র. দুই মাত্রা।

৭। যখন কোন আত্মসঙ্গিক স্বর কোন প্রধান স্বরকে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন ক্ষুণ্ণ অক্ষরে এইরূপ লিখিতে হয়, যথা—সরা সাব ইত্যাদি। ইহাকে স্পর্শ স্বর বলা হয়।

৮। কতকগুলি মাত্রার সমষ্টির নাম তাল। তাল নানাবিধ, যথা:—কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, বং, ধামার ইত্যাদি। এই সকল তালের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, যে সকল তাল সমভাগে বিভক্ত তাহারা সমপদী, যথা:—কাওয়ালী, এড়তালা, চৌতাল ইত্যাদি। এবং যে সকল তালের ভাল সমান নহে তাহারা বিষমপদী, যথা—ধামার ইত্যাদি। তালসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫, ইত্যাদি সংখ্যা চিহ্নিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাগেই একটা করিয়া সম এবং এক দুই কিম্বা ততোধিক ফাঁক আছে। “০” চিহ্নিত “ফাঁক” এবং যে সংখ্যার শিরোনামে বেকচিহ্ন থাকে তাহাই “সম”। প্রত্যেক তাল-বিভাগেই এমন একটা স্থান আছে যেখানে বিশেষ একটা বোঁক পড়ে; যেখানে ঐ বোঁকটি পড়ে সেই স্থানটিকেই “সম” কহে।

৯। প্রতি তাল-বিভাগের পর এইরূপ “|” ছেদ চিহ্ন বসে; এবং তালের এক আওর্দা অথবা ফের পূর্ণ হইলে “||” ত্ত চিহ্ন বসে।

১০। স্থায়ী প্রারম্ভে, যেখান হইতে বীতিমত তাল আরম্ভ হয় সেইখানে ও প্রত্যেক কলির শেষে এইরূপ “||” যুগল ত্ত চিহ্ন বসে এবং যেখানে গান ও গৎ এককালীন শেষ হয় সেইখানে এইরূপ “|| ||” দুই জোড় ত্ত চিহ্ন বসে। স্থায়ী প্রারম্ভে এইরূপ যুগল ত্ত চিহ্নের বাহিরে গান ও গতের যে অংশটুকু লিখিত হয়, তাহা কেবল গান ও গৎ ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিতে হয়, উহা আর দ্বিতীয় বার গাহিতে হয় না। কারণ প্রত্যেক কলির শেষে ঐ অংশটুকু এইরূপ “ ” কোটেস্টন চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

১১। { } — পুনরাবৃত্তির চিহ্ন, যথা :— { সা রা গা মা } অর্থাৎ এই অংশ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

১২। (— পুনরাবৃত্তি লঙ্ঘনের চিহ্ন যথা :— { সা রা (গা মা) পা ধা } অর্থাৎ সা রা গা মা পা ধা এই অংশ দ্বিতীয়বার আবৃত্তি কবিতার সময় সা রা-র পর (গা মা) এই অংশ লঙ্ঘন করিয়া তাহার পর একেবারে “পা ধা” এই অংশ ধরিতে হইবে।

১৩। পুনরাবৃত্তিকালে যে স্থানে স্বরের পরিবর্তন ঘটে, সেই স্থলে পরিবর্তিত স্বর পূর্ক স্বরের মাথার উপর এইরূপ [রা গা মা] ব্রাকেটের মধ্যে স্থাপিত হয়, যথা— সা রা পা। কোন একটা কলি শেষ করিয়া স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার সময় যখন স্থায়ীর কোন কোন স্বরের পরিবর্তন হয়, তখন পরিবর্তিত স্বর পূর্কোক্তরূপে এইরূপ [] ব্রাকেটের মধ্যে লিখিত হয়, এই কলির শেষে যে এইরূপ “II” শুভ্র চিহ্ন থাকে, উহার মধ্যেও এইরূপ ব্রাকেট চিহ্ন বসে; যথা :—“[]” ইহাতে এই বুঝায় যে স্থায়ীতে গিয়াই কোন পরিবর্তিত স্বর গাহিতে হইবে।

১৪। সাধারণতঃ যুক্তস্বরগুলি গড়ানে ভাবেই উচ্চারিত হয়; যদি কোন স্থানে উহার প্রত্যেক স্বর পৃথক করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল স্বরের শিরোদেশে

বিন্দু চিহ্ন দেওয়া থাকে। যথা :—স র গ ম। কোন এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষ রূপে গড়াইয়া যায় তখন স্বরের নীচে এইরূপ — চিহ্ন থাকে, যথা—ন-পা, ইহাকে নীড় বলে।

১৫। স্বরবর্ণ অবলম্বনে সুরের টান চলে, তাহাকে “আশ” বলে। আশের চিহ্ন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যে ছোট ছোট কসি অর্থাৎ হাইফেন থাকে। যখন স্বরের নীচে আক্ষর না থাকে তখন স্বরগুলির মধ্যে হাইফেন চিহ্ন বসে; এবং গানের পংক্তিতে শূন্য () চিহ্ন দেওয়া হয়; যথা :—

সা - ন - ন - ন অথবা সা - রা - গা - মা ইত্যাদি।

তু ০ ০ ০ তু ০ ০ ০

১৬। স্বরের কণিক নিম্নততার নাম বিরাম। বিরামের চিহ্ন হাইফেন (-) বর্জিত আকার যথা :— ১ ১ ১ ১ যে স্থানে হাইফেন বর্জিত এই রূপ “১” মাত্রা চিহ্ন ষতগুলি থাকিবে সেই স্থলে সেই কয় মাত্রা ধামিয়া আবার তাহার পরবর্তী স্বর অঙ্গসারে গাহিতে হইবে। এরূপ স্থলে স্বরের বিরাম হয় কিন্তু মাত্রার গতির বিরাম হয় না।

১৭। স্থায়ীর যে পর্যন্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ভ করিতে হয়, সেই স্থানের শিরোদেশে “II” যুগল পাড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা—সা রা গা মা

১৮। একই রকম স্বরের দুই কিম্বা ততোধিক কলি থাকিলে কেবলমাত্র প্রথম কলিতে (এখানে ‘কলি’ অর্থে স্বরের স্বরলিপি কলি, না গানের কথার অর্থাৎ বাণীর কলি তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না)। স্বর, তাল, মাত্রা ইত্যাদি বসাইয়া অপর কলিগুলির? কথা বা স্বর তাহার নিম্নে যথাক্রমে লিখিত হইয়া থাকে। এবং উহাতে (১) (২) (৩) ইত্যাদি এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়।

১৯। অন্তরা গাহিবার পর যে রূপ স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয়, সঞ্চারী গাহিবার পর আর সেরূপ স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয় না; সঞ্চারীর পরে আভোগ গাহিয়া শেষে স্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয়। এই অন্তর সঞ্চারীর শেষে আর কোন শুভ্র চিহ্ন না দিয়া একেবারেই আভোগের শেষে এইরূপ “IIII” দুই জোড় শুভ্র চিহ্ন দেওয়া হয়

২০। ছন্দঘটিত যে কোন শ্লোক অথবা কবিতা হউক না কেন, সকলেরই যেমন চারিটা করিয়া চরণ থাকে তেমনি গানেরও প্রায় চারিটা করিয়া চরণ থাকে অথবা কলি থাকে। প্রথম যে কলিটা থাকে তাহার নাম স্থায়ী, দ্বিতীয় কলির নাম অন্তরা, তৃতীয় কলির নাম সঞ্চারী এবং চতুর্থ কলির নাম আভোগ।



ওস্তাদ শওকত আলি খাঁ
প্রণীত

সেনী-গীতিমালা প্রবেশিকা বিজ্ঞান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-তালিকাভূমায়ী ১৬টি রাগের ঔপন্যাসিক পরিচয় সহ
আলাপ, ধ্রুপদ, হারী, সাদরা, খেয়াল, তারানা, সর্গম, তান, বিস্তার, গং,
তোড়, তাল ও ঠেকা প্রভৃতি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মূল্য ৪৮ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : সেনী সঙ্গীত সমাজ

৬৬নং মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা এবং প্রসিদ্ধ বাজারস্থের
দোকান ও পুস্তকালয় সমূহ।

বর্দ্ধিত আকারে ২য় সংস্করণ প্রকাশের পথে

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের
ভূমিকা-সম্বলিত

স্নাত-দর্পণ

উচ্চাঙ্গের খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, ভজন প্রভৃতি হিন্দী,

উর্দু ও বাংলা গানের বহুল সমাবেশ !!

আব্দুল বি, দাস—কলিকাতা

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রেয়
যন্ত্রসঙ্গীত প্রবেশিকা—২

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
রাগানির্গম ১ম-৬, ২য়-২৥০

একত্রে দু'ভাগ ৮৥০ স্থলে ৭৥০

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের
স্বরলিপিকা (১ম)—২৫০

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

রাগানাম—৩

সংস্করণ ১ম-৪, ২য়-৩৥০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর
তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এন° প্রচ্ছদপট মনোরম। মূল্য—২৥০

সুরের লিখন—২৥০

কথা : গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য

স্বর ও স্বরলিপি : কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মা

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বর-

নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন ব্রাহ্ম

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্গগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন বায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,

কীৰ্ত্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সম্বলিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-বিশ্লেষণস্বক অভিনব পুস্তক)

সুরবিহার :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সপ্ত খণ্ড স্বরলিপির প্রথম
খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এতে নানা ভাষা থেকে আহৃত সুর
আছে, হিন্দী সংস্কৃত গানও আছে। স্বদেশী গান
বিজ্ঞানজ্ঞানের সংস্কৃত অনূদিত, বন্দেমাতরম, নাট্যনৃত্য
প্রভৃতি। দিলীপকুমারের আবাল্য সঙ্গীতগবেষণার ফল—
এই স্বরলিপি।

ভাগবতী গীতি :

মূল্য চার টাকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লোকপ্রিয় গীতিগুচ্ছ

আর, বি, দাস

৮সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ভারতীয় সংগীত ও শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ

—রাগ ও রূপ—

ভারতীয় সংগীতের গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস তুলনামূলকভাবে

আলোচনা এবং হনুমন্তে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর

উৎপত্তি-রহস্য ও তাদের বিস্তৃত

পরিচয় দিয়াছেন—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকায় রাগ-রাগিণীদের ইতিহাসের ও মৃত্তির চাক্ষু

পরিচয় দিয়েছেন—

অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের রাগ-রাগিণীর অহুশীলনে রসরূপের চাক্ষু

লেখচিত্র অঙ্কিত করেছেন—

শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

রাগের ও নব রসের নানাপ্রকার অভিব্যক্তিময় বহু

চিত্রে হুশোভিত।

মূল্য : আট টাকা

আর, বি, দাস ৮ সি, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



সপ্তবিংশ বর্ষ

ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৫৭ সাল

১১ ও ১২ সংখ্যা

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ

(পূর্বসূচী)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ডাঃ বিমল রায় এম্. বি.

তিলং

তিলং রাগকে শুদ্ধ ভাষায় তিলঙ্গ, ত্রৈলঙ্কী বলা হইয়া থাকে। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান। কেহ কেহ ইহাকে তিলকের অপভ্রংশ বলিয়া থাকেন, এবং বিলাবল ঠাটে গান করেন; অপরে ইহাকে নাট নামক গ্রন্থোক্ত রাগের অপর একটি নাম বলিয়া অভিহিত করেন এবং দুই গান্ধার, দুই নিখাদের প্রয়োগ দেখাইয়া থাকেন। অজ্ঞান কোন কোন ওস্তাদের ঘরে তার সপ্তকে বৈচিত্র্য হিসাবে কচিং জাঁ সঁ রূপে কোমল গান্ধারের ব্যবহার আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা ঠুংরী জাতীয় গানে। তিলং-এর ধ্রুপদ বা ধামার আধুনিক বলিয়াই সন্দেহ হয়, এবং বাহারা বিলাবল ঠাটে গাহেন, তাঁহাদের গানেও অল্প প্রমাণ মিলে নাই। তিলক নামটি যদিও প্রাচীনতর,

কিন্তু তাহার রূপ বা গান সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ অল্প নহে, কেন না রাগটি অপ্রচলিত, কোনও প্রাচীন গ্রন্থে রূপ পাই নাই, এবং আমাদের জানিত কোনও গুণীর মুখে ঐ প্রকার রূপ শুনি নাই। বাহাই হউক, কাকি, পিলু ইত্যাদির মত তিলং ঠুংরীর রাগ, যদিও তাহাতে ধ্রুপদ, খেয়ালের গান্ধারী আনয়ন করা যায়। তিলং-এ যে ঠুংরী আমরা শুনিয়া থাকি তাহা খেয়াল জাতীয় ঠুংরী, এবং প্রাচীন গায়কেরা ইহাতে আধুনিক ঠুংরীর "লচাও" বা "মিশাল" দেখাইতে চাহেন না; ইহাকে রাগ-অজীয় বলিয়া তাঁহারা প্রচার করেন। আমরা এই রাগে দু-একটি খেয়াল শিখিয়াছি, কিন্তু অজ্ঞান গুণীর কাছে তাহা বাখাজের খেয়ালের মতই পরবর্তীকালে সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

সেনী ঘরে ও অজ্ঞাত বরানায়, তিলং ঝাঝাজ ঠাটের
রাগ, সাধারণতঃ রে, ধা বর্জিত ঔড়ব, কচিং তার-সপ্তকে
বিবাদী রূপে রেখাব ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহার
ঠাট-সংগঠক-স্বর দুই নিখাদ (গি ও নি)। আরোহী-
অবরোহী হইল সা গা মা পা নি সঁ। সঁ গি পা মা গা
মা গা সা। বাদী গান্ধার, সঝানী নিখাদ, গ্রহ গান্ধার,
কচিং পঞ্চম, ত্রাস ষড়জ, (ষড়জ)। ইহাতে ঝাঝাজ ও
বেহাগের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। আরোহে ইহাতে
ঝাঝাজের ত্রায় সা গা মা পা, সা মা গা মা পা, মা পা
গা মা পা ইত্যাদি দেখা যায়। অবরোহে বেহাগ ও
ঝাঝাজের ত্রায় পা মা গা, পা মা গা মা গা, পা গা মা
গা, পা মা গা মা -১ পা গা মা গা ইত্যাদি পাওয়া
যায়। তার-সপ্তক আরোহে, অবরোহে পা গি পা নি সঁ,
গি পা মা পা নি সঁ, পা নি গি পা, পা নি সঁ রঁ সঁ
নি গি পা ইত্যাদি স্বরবিকাস বা গতিও দেখিয়া থাকি।
ইহার পা নি সজৎ ও গি গা সজত লক্ষণীয়। (কচিং
গা পা মা গা .পাইয়া থাকি, তবে তাহা সকারী বর্বে
ব্যবহৃত হওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়) বৈশিষ্ট্য হিসাবে
কেহ কেহ মধ্যমে অপভ্রাস করিয়া থাকেন, যথা—
গা মা -১, পা মা গা মা -১, গা মা পা গা মা -১, গি গি
পা মা পা মা -১ গা মা -১, গি পা গা মা গা -১, এই
ভাবে। এইবার আঙচার লিখিতেছি :—

সা গা -১ সা, মা গা, সা গা মা পা গি পা গা মা
গা -১ সা।

পা, গা মা গা -১, মা পা গি -১, পা মা গা -১,
সা নি সা গি, গি, প্, নি সা -১, গা মা পা গা মা
গা -১ সা।

গা -১ সঁ, নি সা গা -১, মা গা -১, নি সা মা
গা -১, সা গা মা গা -১, প্, ন্ সা গা মা গা, পা
গা মা গা -১ সা।

পা মা পা গা মা, নি সা গা, সা গা মা পা -১,
গা পা মা পা গি গি পা, গা মা পা -১, মা গা মা পা
গি গি পা -১, গি গি পা গি গা মা পা গা মা গা -১,
নি সা গা মা পা, পা মা গা -১ সা।

গি গি পা, গা মা পা গি -১, নি সা গি, প্, নি
সা গা -১, পা গা মা, পা গা গা, মা পা গা, পা গা
পা, মা পা গা মা গা -১, ন্ সা গা মা পা, গা মা
গা -১ সা।

গা মা পা নি সঁ গি পা, মা পা গি গি পা, নি
সঁ নি গি পা, গা মা পা, মা পা গি, পা গি পা, গা
মা পা গা মা গা -১, ন্ সা গা মা পা গা মা গা -১
সা।

পা গা পা নি সঁ নি সা -১, গা পা মা পা, গা
মা পা মা সঁ -১, সঁ গা সঁ নি সঁ গা -১, মা গা -১
সঁ, পা নি সঁ, রঁ সঁ, গা পা গা, মা পা মা গা -১,
পা মা গা, মা গা, পা গা মা গা -১, নি সা গা মা
গা পা গা মা গা -১ সা।

পঞ্চড—গা মা পা গি পা গা মা গা সা।

সর্বগম্

তিলং—ত্রিতাল (চিমা লয়)

৬ছন্দন ঝা সাহেব

স্তায়ী

+
II গা মা পা গা। পা মা গা মা। পা গা গা পা। মা গা সা -১ I
গ্, প্, ন্ সা। মা গা সা গা। মা পা গা পা। মা পা গা মা I
পা সঁ। পা রঁ। সঁ গা পা মা। গা মা পা গা। পা মা গা সা II

অস্তুরা

II গা মা পা গা | পা মা গা মা | পা না সঁ মঁ | গঁ সঁ না সঁ I
 গা পা মা গা | সা গা মা পা | গা মা পা গা | মা পা না সঁ I
 রঁরা রঁরা মঁগঁ সঁ | মগা সা সমা গমা | পগা পমা গমা পনা | সঁ গা - পা I
 - পা মা গা মা | পগা পসঁ পঁরা সঁগা | পমা গমা, সগা মপা | গমা পগা পমা গমা I
 সগা ঃমঃ পগা পমা | গা সা সগা ঃমঃ | পগা পমা গা সা | সগা ঃমঃ পগা পমা II

সরগম্

তিলং—ত্রিতাল (ঙ্গতলয়)

শ্রীবিমল রায়

স্থায়ী

II + | গা গা পা মা | গা মা গা সা I
 মা গা - পা | মা গা সা গা | মা গা সা গা | পা গা পা সা I
 না সা গা সা | মা গা সা না | "গা গা পা মা | গা মা গা সা" II

অস্তুরা

II + | গা মা পা মা | গা সা. পা গা | পা, মা পা মা | গা মা পা না I
 সঁ - না সঁ | গা পা গা মা | গা - গা গা | সঁ গা গা পা I
 গা গা সা সঁ | - গা পা মা | গা মা গা পা | গা গা পা গা I
 মা পা গা মা | গা সা না সা | "গা গা পা মা | গা মা গা সা" II

(ক্রমঃ)

স্বরলিপি*

আকা-বাঁকা পথটি যেথায় মিলিয়ে গেছে

নিবিড় বটের কোলে

সেখান হ'তে সবুজ মাঠের মেঘুর হাসি

গেছে অনেক—অনেক দূরে চলে'।

তারি শেষে ছায়ায় ঘেরা আমার নীড়ের একটুখানি পাশে

লাগতো এসে নদীর বুকের ঢেউগুলো সব মধুর উল্লাসে,

রাতের বুকে তারার মত নৌকা হ'তে আলোক শত

সাঁঝের সাথে উঠতো জলে' জলে'।

পানায় ভরে' মজলো নদী মড়ক হোলো ঘুমিয়ে গেল গ্রাম

ঝিল্লী সাথে পেচক ডাকে—অপন ভাঙ্গার এই কি পরিণাম।

না নান লোকের আনাগোনা বেচাকেনা চলতো যেথায় হাটে

ঘরমুখে সব গাঁয়ের বধূর পিছন হ'তে সূর্য্য যেতো পাটে—

কালবোশেখীর সর্ব্বনেশে

মৃত্যুঘাতী মাতন শেষে

নিঝুম পুরীর ছয়াব না কেউ খোলে।

কথা : শ্রীদেবগুরু চট্টোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি : শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়

+	০	+	০
II সা প্‌ -া সা সা -া I সা -া রা সা গ্‌ -া I			
আ কা ০	বা কা ০	প খ্‌ টা	যে থা ঘ্‌

সা সা জ্ঞা রা জ্ঞা -জ্ঞা I সা -জ্ঞা -া মা জ্ঞা -মা I
মি লি য়ে গে ছে ০ নি বি ড্‌ ব টে ব্‌

* এই গানটি দাদ্রায় দ্বিগুণ লয়ে গাহিতে হইবে।

+ গা মা - া | া া া I মা মা - পা | া গা - া I
কো লে ০ ০ ০ ০ সে খা ন হো তে ০

দা পা - মা | মা দা - দা I পা মা - মা | রা জা - া I
স বু জ্ মা ঠে ব্ মে ছ ব্ হা সি ০

সা ফা - া | মা ফা - মা I জা রা - জা | ফা সা - জা I
গে ছে ০ অ নে ক্ অ নে ক্ দ্ রে ০

ফা সা - া | া া া II
চ লে ০ ০ ০ ০

II মা দা - া | গা সা - া I মা দা - া | গা সা - া I
তা রি ০ শে যে ০ ছা যা য্ যে বা ০

জা রা জা - া | ফা সা - সা I দা - া দা | গা সা - ফা I
আ ০ মা ব্ নী ডে ব্ এ ক ট্ খা নি ০

গা সা - া | া া া I মা মা দা | পা দা - া I
পা শে ০ ০ ০ ০ লা গ্ তো এ সে ০

সা মা - া | পা দা - া I পা - গা দা | পা মা - া I
ন দৌ ব্ ব্ কে ব্ ঢে উ শু লি স ব্

রা মা - া | পা - দা - পা I মা মা - া | া া া I
ম ধু ব্ উ ল্ ০ লা সে ০ ০ ০ ০

ধা গা - া | পা মা - া I রা মা - া | পধা - মপা - া I
বা তে ব্ ব্ কে ০ তা বা ব্ ম ০ ০ ০ ০

+ -৭ -৭ | ০ -৭ -৭ I ধা -৭ রা | ০ সা সা -৭ I
ত ০ ০ ০ ০ ০ নো ০ কা হ তে ০

ধা গা -ধা | পা -মা -পা I -পা -মা -৭ | -৭ -৭ -৭ I
আ গো ক শ ০ ০ ত ০ ০ ০ ০ ০

ক্কা ক্কা -৭ | মা মা -৭ I ক্কা -৭ ক্কা | গা মা -ক্কা I
সা বে ব সা ধে ০ উ ঠ তো জ লে ০

গা মা -৭ | -৭ -৭ -৭ II
জ লে ০ ০ ০ ০

“সেখান হতে সবুজ মাঠেব...” ইত্যাদি।

II সা পা -৭ | পা পা -৭ I পা -৭ পা | পা পা -৭ I
পা না ঘ্ ভ রে ০ ম জ্ লো ন দো ০

ক্কা ক্কা -পা | দা পা -৭ I সা সা -দা | না সা -ক্কা I
ম ড ক হো লো ০ ঘ্ মি য়ে গে ল ০

না -সা -৭ | -৭ -দা -৭ I জঁ -৭ জঁ | সা সা -৭ I
আ ০ ০ ০ ০ ম্ বি ০ লী সা ধে ০

দা দা -৭ | গা -সা -৭ I জঁ জঁ -৭ | ক্কা সা -৭ I
পে চ ক ডা কে ০ ষ প ন্ ভা কা ব্

দা দা সা | রা রা -জঁ I জঁ -৭ -৭ | -৭ -৭ -৭ I
এ ই কি প বি ০ গা ০ ০ ০ ০ ০ ম্

সা সা -রা | জঁ মা -মা I জঁ জঁ -৭ | ক্কা সা -৭ I
না না ন্ লো কে ব্ আ না ০ গো না ০

⁺ ধাঁ - গাঁ - ণা । ^০ সাঁ - দাঁ - ণা । ⁺ দাঁ - সাঁ গাঁ । ^০ দাঁ পা - দাঁ ।
বে চাঁ ০ কে না ০ চ ল্ তো ঘে থা য্

পা মা - ণা । - ণা - ণা - ণা । সা - সা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা - ণা ।
হা টে ০ ০ ০ ০ ঘ ব্ মু খো স ব্

সাঁ সা - পা । পা পা পা । জ্ঞা পা - ণা । ধাঁ সাঁ - ণা ।
গাঁ য়ে ব্ ব ধ ব্ পি ছ ন্ হ ০ ০

ধাঁ - ণা ধাঁ । পা পা - দাঁ । পা পা - ণা । - ণা - ণা - ণা ।
স্ব ০ ধা যে তো ০ পা টে ০ ০ ০ ০

না - সাঁ - পা । গাঁ - পা - ণা । জ্ঞা - ণা জ্ঞা । মা পা - ণা ।
কা ল্ বো শে খী ব্ স ০ র্জ নে শে ০

পা - ণা গাঁ । ধাঁ গাঁ - ণা । সাঁ গাঁ - ণা । পা পা - ণা ।
য় ০ ত্ যা তী ০ মা ত ন্ শে যে ০

সাঁ জ্ঞা - ণা । মা দাঁ - ণা । মা দাঁ - দাঁ । মা জ্ঞা - জ্ঞা ।
নি ঝ্ য় পু বী ব্ ছ যা ব্ না কে উ

সাঁ সা - ণা । - ণা - ণা - ণা । - ণা - ণা - ণা । - ণা - ণা - ণা ।
খো লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সাঁ জ্ঞা - ণা । মা দাঁ - ণা । মা দাঁ - ণা । গাঁ সাঁ ধাঁ ।
নি ঝ্ য় পু বী ব্ ছ যা ব্ না কে উ

না - সাঁ - ণা । - ণা - ণা - ণা । - ণা - ণা - ণা । - ণা - ণা - ণা ।
খো লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

“সেখান হতে সবুজ মাঠের...” ইত্যাদি ।

স্বরলিপি

দুর্গা-কাঁপতাল

সখি কুম কুম কুম,
মেহ লাগি হই বরষণ।
শাওন ঘন ঘোর
কায়সে রহো মেরে কিষণ ॥

ঠাট—বিলাওল। জ্ঞাতি—ওড়ব। মধ্যম ও নিখাদ বজ্জিত।
বানী—ধৈবত। সঙ্গীত—বেংব। সময়—রাহি দ্বিতীয় প্রহর।
আরোহী—সা রা মা পা দা সা। অবরোহী—সা দা পা মা রা সা ॥

প্রাপ্ত—শ্রীকালোপদ গোস্বামী

স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মল্লিক

স্থায়ী

II সাঁ ধা | পা -মপধা ধা | পমা রা | সধা -সা সা I
স গি ক ০০০ ম বু ০ ম বু ০ ০ ম
সা -সরা | মা ধপা -ধধা | সঁসা ধপা | সরা -সধা সা II
মে ০০ হ লা ০ ০গি হ ই বরি ষ ০ ০০ গ

অন্তরা

II মা ধপা | -ধসাঁ -সাঁ সাঁ | সাঁ রাঁ | সঁধা -সাঁ সাঁ I
শা ও ০ ০০ ০ ন ঘ ন ঘো ০ ০ র
সাঁ ধা | পমা ধা ধা | সাঁ ধা | পমা রা সা II
কা য় সে ০ র হো মে বে কি ০ ঘ গ

ভান

১। সঁধা সরা | মমা রমা রসা | রমা পধা | সঁধা সঁসা ধপা I
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ সখি
২। সঁরা সঁসা | রঁমা রঁসা ধসাঁ | ধসাঁ ধপা | মরা সঁধা সঁসা I
আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

$\begin{matrix} + & & \textcircled{3} & & \textcircled{0} & & \textcircled{1} \\ 3। & \overset{+}{\text{ਜੀ}} & \text{ਥਾ} & | & \overset{\textcircled{3}}{\text{ਪਾ}} & \text{ਮਪਥਾ} & \text{ਥਾ} & | & \overset{\textcircled{0}}{\text{ਜਥਾ}} & \overset{\textcircled{1}}{\text{ਜੀ}} & | & \overset{\textcircled{1}}{\text{ਜਰ੍ਹਸਥਾ}} & \overset{\textcircled{1}}{\text{ਜੀ}} & \overset{\textcircled{1}}{\text{ਜੀ}} & । \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \text{ਸ} & \text{ਥਿ} & \text{ਰੁ} & 000 & \text{ਮ} & \text{ਰੁ} & 0 & 0 & \text{ਮ} & 000 & 0 & 0 \end{matrix}$

ਜੀ ਾਂ | ਾਂ ਾਂ ਾਂ | ਖਾ ਪਾ | ਜਰਾ ਸਥਾ ਜਾ II
 ੦ ੦ ੦ ੦ ੦ ਕੁ ਕੁ ਕੁ੦ ੦੦ ਕੁ ਸਥਿ

স্বরের উৎপত্তি, ভাব ও বর্ণ

कुमारनाथ

উৎপত্তি : পুরাণে আছে দেবাদিদেব মহাদেবই আমাদের স্রষ্টাতের সৃষ্টিকর্তা। মহাদেবের নিকট গৌরী কণ্ঠস্বর কি ভাবে উৎপন্ন হয় তাহা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; ইহাতে মহাদেব বলেন—

“श्वरं ज्ञानां परं मित्रं श्वरं ज्ञानां परम् धनम्

अब ज्ञानां परं गुहं न वा दृष्टं न च श्रुतम् ॥”

“হে দেবী! স্বর জ্ঞানের অপেক্ষা প্রধান মিত্র, শ্রেষ্ঠ
দন অথবা গুপ্ত বিষয় আর দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর
হয় না।” অতএব কণ্ঠস্বর কি ভাবে উৎপন্ন হয় তাহা
আমাদের জ্ঞান উচিত।

শ্রুতীচ্যের পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাগ তন্ত্বর (vocal chord) কম্পন (vibration) হইতে স্বরের উৎপত্তি হয় এবং দাঁত, গাল ও তালুতে প্রতিধ্বনিত হইয়া স্বর প্রবল হয়। জীবিত ব্যক্তি কণ্ঠনালী পরিদর্শন করিয়া ও মৃতদেহের গলনালী পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, মুখগহ্বরে নিবদ্ধ স্বরোৎপাদক কণ্ঠনালীর স্পন্দ তন্তুপ্রান্তে ফুসফুস হইতে নিঃসৃত বায়ু আহত এবং কম্পিত হইয়া ধ্বনি উৎপাদন করে।

আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"आत्मा विवक्षयानोद्भूतः मनः प्रेरयते मनः ।

देहस्य बहिर्माहृष्टि स श्वेत्प्रवृत्ति माकृतम् ।

ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠସ୍ଥିତ: ସୋଽଥ କ୍ରମାଦୁର୍ଜ୍ଜପଥେ ଚରଣ ।

নাভি হৃৎকণ্ঠ মূৰ্দ্ধাশ্রোণাবিভাষয়তি ধ্বনিঃ ॥”

(সঙ্গীতরত্নাকর)

“কোনরূপ ধ্বনি করিবার ইচ্ছা করিলে মন দেহস্থিত
অগ্নিকে আঘাত করে। শরীরে ত্রুণগ্রন্থি নামে যে গ্রন্থি
আছে এবং তাহাতে যে বায়ু থাকে দেহাগ্নি গিয়া সেই
বায়ুকে ক্রমশঃ উৰ্দ্ধ দিকে চালনা করে। সেই বায়ু ক্রমে
উৰ্দ্ধ দিকে, আসিয়া বথাক্রমে নাভি, হৃদয়, কর্ণ, মস্তকে ও
বদনে ধ্বনি উৎপন্ন করে।” নাভি এবং হৃদয়, (বক্ষ)
যে স্বর উৎপত্তির সহায়তা করে তাহা প্রতীচোর পণ্ডিতগণ
বলেন না। আমরা কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণের সহিত
একমত হইতে পারি। কাবণ খাদ স্বর গাহিবার সময়
বৃকের উপর হাত রাখিলে বক্ষের কম্পন বিশেষভাবেই
টের পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয় বক্ষ স্বর উৎপত্তিতে
সহায়তা করে। অতি খাদ স্বর গাহিতে নাভি ও
মস্তকভাবে কম্পিত হয় এবং স্বর উৎপত্তিতে সহায়তা
করে এইরূপ মনে করিতে পারি। স্বরের উৎপত্তি স্থান
তত্ত্বের নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে তত্ত্বশাস্ত্র হইতে অল্পে
সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় যে
তালিকা করিয়াছেন তাহা তাঁহার লিখিত রাগ রাগিণীর
মাপূৰ্ণ্য নামক প্রবন্ধ হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

চক্র	পদ্যের সংখ্যা	স্থিতির কেন্দ্র	তত্ত্বের নাম	আহত স্বরের নাম
মুলাধার	৪	অধোভাগ	পৃথিবী	ষড়জ—সা
স্বাধিষ্ঠান	৬	প্রজনন স্থানের নিয়ে	বারি (রস)	ঋষভ—রে
মণিপুর	১০	নাভি	অগ্নি (রূপ)	গাঙ্কার—গা
অনাহত	১২	হৃদয়	বায়ু (স্পর্শ)	মধ্যম—মা
বিম্বক	১৬	কণ্ঠ	আকাশ (শব্দ)	পঞ্চম—পা
আজ্ঞা	২	কুণ্ডাখ্য	—	ধৈবত—ধা
সহস্রার	—	মন, মস্তিষ্ক	বায়ুকে	নিষাদ—নি

কোন ধ্বনি করিবার ইচ্ছা করিলে বক্ষগ্রন্থির বায়ুকে মনের আজ্ঞাতে দেহাগ্নি ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে চালিত করে। সেইখানেই মুলাধার নামে এক চক্র আছে তাহা অধোভাগে coccyr-এ অবস্থিত। সেই চক্রে চারিটি পদ্য (বর্ণ) আছে, সেই চক্রে 'সা' স্বর উৎপন্ন করিবার মত তন্ত্রী আছে, তাহা রক্তবর্ণ ও তাহার তত্ত্বের নাম পৃথিবী। এর পর 'রে, গা' ইত্যাদির উৎপত্তির স্থান, তত্ত্বের নাম উপরের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে। সঙ্গীতশাস্ত্রে আছে যে, সঙ্গীতের ভিত্তি 'নাদ' (ধ্বনি বা শব্দ) মুলাধারস্থিত। নাদরূপা কুণ্ডলিনী:শক্তিকে যোগ দ্বারা সহস্রারস্থিত বিন্দুরূপ শিবের ব্রহ্মিত সংযোগ করিতে পারিলেই যোগ সিদ্ধিলাভ হয়। এইজন্ত কেহ প্রাণায়াম দ্বারা কেহ বা স্বর সাধনার দ্বারা ষট্চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীকে পরম শিবের সহিত সংযোগ করিতে সিক্ত হইয়েন। সঙ্গীতে চরম লক্ষ্য ভগবৎ প্রেম লাভ। সহস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত (সা) কণ্ঠ মিলাইয়া স্বর, মন ও

ভাবসম্পদ তাহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে পারিলেই তৃপ্তি, যেন এইখানেই স্বরের, কথা ও ভাবের চির সমাপ্তি।

ভাব

সঙ্গীতশাস্ত্রে আছে যে, এক একটা স্বর এক একটা ভাব প্রকাশ করে—

“মূলং রসানাং ষড়সা ঋষভঃ করুণাত্মকঃ।

গাঙ্কার স্তব্ধা শাস্তাত্মা ভয়ানকোহপি মধ্যমঃ।

বীরাঙ্গকঃ পঞ্চমস্ত ধৈবতঃ করুণাত্মকঃ।

নীষাদো রোদ্র বীরাঙ্গা গঙ্ঘর্ষাভিজ্ঞ সম্ভতঃ।”

(সঙ্গীত মহার্ণবঃ)

সা—সকল রসের মূল—ভিন্ন মতে—বিশ্রামের স্বর

রে—করুণ রসাত্মক — “ —উৎসাহহৃৎক

গা—শাস্তরসাত্মক — “ —

মা—ভয়ানক — “ —ভয় বা নিরাশা

পা—বীর — “ —

ধা—করুণ — “ —

নি—রোদ্র ও বীর — “ —প্রদর্শক স্বর

কিন্তু ইহারও বাতিক্রম দেখা যায়। কারণ, গায়কের মনের অবস্থা যখন যেমন থাকে তবেও তদনুযায়ী ভাব আসে। ইহার কারণ (সঙ্গীতরত্নাকরের মতে) মনই ধ্বনি উৎপাদনের প্রধান সঞ্চল। মন প্রসন্ন করিবার ইচ্ছা করিলে দেহাঙ্গিকে আঘাত করে। কাজেই গায়ক যে ভাব নিয়া স্বর উৎপত্তির জন্ত দেহাঙ্গিকে আঘাত করে সেই ভাবই ফুটিয়া উঠে। তবে আমরা সঙ্গীতাচার্য্য-গণের কণ্ঠে সাধারণতঃ উপরিলিখিত ভাবগুলিই অনুভব করিচ্ছি থাকি। এই সাতটি স্বরের মধ্যে তিনটি কোন পরিবর্তন হয় না। 'সা-মা-নি'। 'সা' বিশ্রামের স্বর। অন্ত্যন্ত স্বরগুলি হইতে আরোহণ অবরোহণ করিয়া আসিয়া 'সা'তে আসিলে এখানে থামিয়া যাইতে ভাল লাগে, আর অ্যুত্ব স্বরে যাওয়ার ইচ্ছা হয় না। কেবল মাত্র এই কারণের জন্ত আজকাল রাগ-রাগিণীগুলির গ্রহ এবং গ্রাস 'সা' হতে চলেছে। আজ-কালকার গায়কদের এই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। 'মা'—ভয়ঙ্কর স্বর। 'মা' স্বরটি ভয়ানক বা ভয়ের ভাব অতি সহজেই প্রত্যেকে অনুভব করতে পারেন। 'ন'—প্রদর্শক স্বর 'ন' উচ্চারণ করিলেই 'স' উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা হয়, একটু স্পর্শ না করিলে যেন শাস্তি পাওয়া যায় না।

বর্ণ

স্বর উৎপত্তি ও বর্ণ উৎপত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুইটিতে একটা সূক্ষ্মর সাদৃশ্য আছে। এক ধ্বনি হইতেই সবগুলি স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ণ উৎপত্তিতেও দেখা যায় যে, শুভ্র জ্যোতিঃর মধ্যে সকল বর্ণই পাওয়া যায়। সূর্য্যরশ্মি সাতটি বর্ণের সমষ্টি।

“শুভ্র জ্যোতির মধ্যে সকল বর্ণই লীন,

ঈশ্বর ভক্তির মধ্যে সকল ভাবই লীন,

শুদ্ধ ধ্বনির মধ্যে সকল স্বরই লীন ॥”

ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের পরিবর্তন হয়। লজ্জায় বা ক্রোধে মুখ লাল হয়। ভয়ে কাল হয়। কাম ভাব

রক্ত হইতে পীত পদ্মাস্ত অধিকার করে। এই সবের আভাস আমরা মুখের বাহিরেই ভাব দেখিতে পাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গেও বর্ণের পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্ম-পালে সাধারণতঃ সাদা ফুল ফোটে; বর্ষার প্রারম্ভে পৃথিবী সবুজ হইয়া যায়। কাজেই প্রাকৃতিক ভাবের সঙ্গে বর্ণের যেমন যোগসূত্র রহিয়াছে তেমনি আবার মানুষের ভাবের সঙ্গে বর্ণের সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে।

প্রতিটি স্বরের সহিত বর্ণের মিল আছে —

স নি = শ্বেত	স = রক্ত (লাল)
র = কমলা (গোলাপী)	গ = পীত
ম = সবুজ	প = নীল
ধ = অতিনীল (কাল)	ন = বেগুনী

বর্ণ ও স্বর যে একই সূত্রে গাঁথা তাহা প্রথম জ্ঞেয় সঙ্গীতাচার্য্য রায় ৮স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর মহাশয় আলোচনা করিয়া সঙ্গীত সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সাতটি স্বরের বিভ্রাস্ত কবিতা আমরা নানাবিধ রাগরাগিণী পাই, তেমনি বর্ণগুলি মিশ্রণে ও নানাপ্রকার ফুল, লতা-পাতার রং-এর কল্পনা করিতে পারি। ভাবুক সমালোচক মাত্রেই এই এক একটা রাগরাগিণীকে নানাবিধ বর্ণের সঙ্গে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, দিলীপবাবু সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণীগুলি এক একটা মণি, মুক্তা, পাশা, হীর বা মোতি ইত্যাদি রাগরাগিণী আলাপ শুনিলে মনে হয় যেন একটা কোটা হইতে এক একটা জহরত খুলিয়া লইয়া তাহার রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় একটা প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, সকাল বেলায় এক একটা রাগিণী শুনিলে মনে হয় যেন প্রভাতে প্রসূতিট ফুল মুহু সমীরণে নাচিয়া নাচিয়া রূপের প্রসবণ খুলিয়া দিতেছে। এইরূপ অনেক কবি অনেক ভাবে অনেক কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

স্বরলিপি ভৈরবী-ত্রিভাল

শ্যামল এসো হে ।
বনের এই শ্যাম সমারোহে
ভোলে নয়ন ভোলে না মন হে ।
এ যে শুধু ছায়া তোমারি রূপের
আনে শুধু মায়া মিছে স্বপনের,
জাগায় বেদন তব বিরহের
মোহন মনোহরণ এসো হে ।

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী

II + | ৩
| গংসজ্ঞা-মপদা দা পা | -৭ জ্ঞমা-জ্ঞখা-সগা II
আ০০ ০০০ ম ল ০ এ০ ০০ সো০

সা -৭ -৭ -৭ | -৭ -৭ -৭ -৭ | সা -দা দা দা | পা -৭ পা -৭ II
হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ নে ব এ ০ ই ০

-৭ দা গা সা | পা -৭দা পা মা | সা -দা দা -পা | দা -মা পা পা II
০ শ্যা য স মা ০ রো হে ভো ০ লে ০ ন ০ ঘ ন

মজ্ঞমা-পগা দা পা | মা -জ্ঞা রা-জ্ঞা | গা -দা -পা -মজ্ঞা | -মা-জ্ঞা -খা -সা II
ভো০ ০০ লে না য ০ ন ০ হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-জ্ঞা -খা -সা -গা | -সা -৭ -৭ -৭ | "গংসজ্ঞা-মপদা দা পা | -৭ জ্ঞমা-জ্ঞখা-সগা" II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০০ ০০০ ম ল ০ এ০ ০০ সো০

२००

II ⁺সা মা মা মা | ^oমা মা মা জ্ঞা I ⁺জ্ঞা পা মা মা | ^oজ্ঞা -মা সা সা I
দি নে দি নে আ য় ক খ জ ষা বা দি য় ত্ৰা ভ য

সা গা -পা সর্গা | -গা পা মা -গা I মা -গা -পা -সর্গা | -া -া -া -া I
অ ক ল ভ o ব স মু ত্র o o o o o o o

মা পা সর্গা -গা | পা পা মা -া II
নে দে থে o কি না ষা য়

II ⁺দা -সা সা দা | ^oজ্ঞা জ্ঞা সা না I ⁺সা -মা -া -া | ^o-া -া -া -া I
প o ত্র ক o জ্ঞা প বি বা o o ব o o o o

জ্ঞা দা মা মা | জ্ঞা মা -সা সা I -া -া -া -া | -া -া -া -া I
কো ন ভ ব ত্ৰ মি কা ব o o o o o o o

সা গা -পা সর্গা | সগা পা মা -গা I মা -গা -পা -সর্গা | -া -া -া -া I
মি ছা o বি o ষ সং o সা o o ব o o o o

মা পা সর্গা -গা | পা -পা মা -া I -া -া -া -া | -া -া -া -া II
স ক লো o অ o সা ব o o o o o o o

অষ্টতাল : “বদসি যদি—”

শ্রীনবদীপচন্দ্র ব্রজবাসী

পবিত্র বঙ্গভূমির কোড়ে স্বথল বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে অজয় নদী। তার তীরে একখানি ছোট গ্রাম—নাম কেন্দুবিল—চলতি ভাষায় কেন্দুলী। এই গ্রামে বিপ্রাংশে জন্মিয়াছেন কবিকুলমণি শ্রীজয়দেব, অনান পাঁচশত বৎসর পূর্বে। ইহারই রচিত শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থ বিশ্ব-সাহিত্যে অতুলনীয় সম্পদ। বাংলার প্রাণসর্ধষ শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীগৌরস্বামীর মহাভাবাবিষ্ট হইয়া নীলাচলে গভীরায় অবস্থানকালে জয়দেবের এই গীতগোবিন্দকে কর্ণের হার করিয়াছিলেন।

“বদসি যদি কিঞ্চিদপি” ইত্যাদি যে গানটিতে যুগপৎ প্রযোজ্য আটটি তালের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ঐটি শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের মানিনী বর্ণনে মুখ্য-মাধব নামক দশম সর্গের একটি মনোরম গীতিকা। মানময়ী শ্রীমতী বাধিকাব মানভঞ্জন উদ্দেশ্যে অপূর্ব ছন্দোময়ী ভাষায় রসিকেন্দ্রচূড়ামণি বলিতেছেন: শ্রীরাধে একবার একটু কথা বল যে, তোমার চারুহাস্যরূপ জ্যোৎস্নায় কোথাকানিত অন্ধকার বিদূরিত হউক, ইত্যাদি।

এই গান সম্বন্ধে শ্রীভগবানের একটি বাৎসল্যময়ী মনোহারী লীলার কথা ভক্তসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। সকলের পরিজ্ঞাত বিষয় হইলেও আত্মশোধনার্থ সেই মধুর কাহিনীর পুনঃ আলোচনা করিতেছি।

শ্রীজয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর সহিত অজয় তীরে বাস করিতেন। এই দম্পতির প্রতি ভগবান শ্রীজগন্নাথের কণ্ঠাকামাতার স্নেহ ছিল। ইহার একটি মধুর কাণ্ড আছে। শ্রীজয়দেব বাণ্যেই বৈরাগ্য লইয়া নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে জনৈক নিঃসন্তান বিপ্র সন্তানার্থী হইয়া প্রার্থনা করায় শ্রীজগন্নাথদেবের রূপায় একটি স্থলক্ষণ কণ্ঠা লাভ করেন।

বিবাহযোগ্য কালে দরিদ্র পিতা কণ্ঠাটিকে জগন্নাথের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। জগন্নাথ দেব জয়দেবকে আদেশ করেন—ঐ কণ্ঠার পাণিগ্রহণ করিতে। বিরাগী জয়দেব ভগবানের আদেশে গৃহস্থ হন ও প্রভুর অনুমতি ক্রমেই পত্নী পদ্মাবতীকে লইয়া কেন্দুবিলে বাস করেন। জয়দেব ও পদ্মাবতী যেন জগৎস্বামী জগন্নাথের আনাতা ও কণ্ঠা। ইহাদের জাগ্রততীত সম্পাদনই হইল কালে শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সম্পাদনের সূত্র।

শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের ভাষার তুলনা নাট। যেমনই ভাষার বাক্য তেমনই প্রেম-ভক্তির উজ্জ্বল। ভক্তগণ যথার্থই বলেন—

যদি হবিস্বরণে সরসং মনো,
যদি বিলাস কলাহ কুতূহলম্
মধুর কোমল কাস্ত পদাবলীং
শুভ্রতমা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥

ভক্তগণ! যদি শ্রীহরির স্মরণে নীরস মনকে সরস করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিলাস আনন্দনে কুতূহল থাকে তাগ হইলে শ্রীজয়দেবের মধুর কোমল কমলীয় পদাবলী সম্বলিত গীতগোবিন্দ শ্রবণ করুন।

শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে দ্বাদশটি সর্গ আছে। তাহাদের নামগুলিই বা কি মধুর! সামোদ দামোদর, অক্লেশ কেশব, মুখ মধুসূদন, স্নিগ্ধ মধুসূদন, সাকাজ্জ পুণ্ডরীকাজ্জ, ধূই বৈকুণ্ঠ, নাগর নারায়ণ, বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি, মুখ মুকুন্দ, মুখ মাধব, সানন্দ গোবিন্দ ও স্নগীত-গীতাধর এই সকল সর্গের নাম।

দশম সর্গে “মুখ মাধব” কলহাস্তরিতা নারিক। শ্রীরাধা-রাগীর মানভঞ্জন করিতেছেন। “বদসি যদি কিঞ্চিদপি দম্ভ-

কচিকৌমুদী, হরতি দরতিমিরমতিবোরম্” ইত্যাদি চাটুবাচ্যময় গীতিকা দ্বারা মানভঞ্জনের চেষ্টা চলিতেছে। গানের শেষ ভাগে

“স্মরণরলখণ্ডনং

মম শিরসি মণ্ডনম্”—

পর্যন্ত লিখিয়া জয়দেব পরবর্তী পদ আর পূর্ণ করিতে পারিলেন না। যাহা লিখিতে ইচ্ছা জাগিতেছে, তাহা লিখিতে লেখনী সাহসী হইতেছে না। ভাষার কুলকিনারা মিলিতেছে না। পুঁথি বন্ধ করিয়া জয়দেব স্নানে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ভক্তের প্রাণধন ভগবান জয়দেবের দেহ ধারণ করিয়া আসিলেন। গৃহে প্রবেশ করতঃ বলমে কালি তুলিয়া অপূর্ণ শ্লোক পূর্ণ করিয়া রাখিলেন।

জয়দেব-দেহধারী হরি তৎপর ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া আহার করতঃ বিশ্রাম করিবার ছলে অন্তহিত।

পদ্মাবতী পতির ভূতপাত্রের অবশেষ গ্রহণ করিতে বসিলে, আসল জয়দেব কিরিয়া আসিয়া পত্নীর কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হন। পদ্মাবতীও পুনরায় স্বামীকে স্নান করিয়া আসিতে দেখিয়া “হায় নাথ একি বিড়ম্বনা” বলিয়া উঠেন। সাক্ষী পত্নীর নিকট সকল কথা শুনিয়া জয়দেব গৃহে প্রবেশ করতঃ পুঁথি নামাইয়া খুলিয়া দেখেন—অমৃতময় ভাষার উজ্জল অক্ষরে অপূর্ণ শ্লোকের তলে শ্রীহস্তের লেখা শোভা পাইতেছে—

“দেহি পদভজমুদারম্।”

পড়িতে পড়িতে অশ্রুধারে জয়দেব পদ্মাবতীর বক্ষ ভিজিয়া যায়। এ কৃপাধারার তুলনা নাই। শ্রীগীত-গোবিন্দ সমগ্র গ্রন্থই মধুরতিমধুর। তন্মধ্যে “বদসি যদি”—ইত্যাদি গীতি একেবারেই নিরুপম। ইহার ভিতরে যে স্বগভীর মাধুর্য ও বহমানা রসধারা বিরাজমান, শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রাণ ভরিয়া তাহাই আশ্বাদন করিয়াছেন।

স্বর, তাল প্রভৃতি হইল ভাবের বাহন। মহাপ্রভুর

আশ্বাদনের গভীর ভাবটিকে পরবর্তী গৌরপদাশ্রিত ভক্তগণ রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একখানি পদকে পর পর যেন ১ আড়, ২ দোড়, ৩ ধরণ, ৪ জ্যোতি, ৫ গজল, ৬ রূপক, ৭ শশিশেখর, ৮ সমতাল এই আটটি তালকে আটটি অশ্বযুক্ত রথে চালাইয়াছেন। স্বরে তালে লয়ে যথাযথ ভাব-গাষ্ঠীর্ঘ্য সহিত গীত হইলে এই গানের মধ্যে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর আশ্বাদন মূর্ত্ত হইয়া উঠে। গুরুরূপায় সেই সম্পদের ঘেটুকু এ অযোগ্য জনের ভাগ্যে উদয় হইয়াছে তাহাই সুধীসজ্জনের সঙ্গে আশ্বাদনে ত্রুতী হইতেছি।

শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জন পদ ‘বদসি যদি কিঞ্চিদপি’ ইত্যাদি গানটি বহু প্রাচীন গীত। গবেরণহাটী স্বর ৮ অষ্ট তাল, মাত্রা ১১৪টিতে, শেষ গান আধ কলি মধ্যেই ১১৪টি মাত্রা শোধ। মহাজন গতাহুপন্থা সাড়েচারিশত বৎসর পূর্বে হইতেই প্রচলিত কীর্তনগায়কগণ মাত্র মান গান করিতে গেলেই বদসি গীত গায়কগণ করেন, আমি ৬শ্রীশ্রীঅষ্টত-দাস পণ্ডিত বাবাজী ৬শ্রীশ্রীপ্রভুচরণ দাসজীর নিকট শিক্ষা করিয়াছি, তাহাই পরম বন্ধু ও আমার প্রিয় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কিশোর দাস মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার বহুমূল্য পত্রিকা সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকায় প্রকাশার্থে দিলাম। অষ্টতালের বাদ্য বহুদিন পূর্বে দিয়াছিলাম। যদি গায়ক ও ভক্ত রসিক আদেশ করেন তবে আরও দিব। শ্রীশ্রীজয়দেবের ভূমিকা শ্রীশ্রীমহানামত্রত ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখিয়াছেন ও রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় দেখিয়াও লিখিয়া দিয়াছেন। ‘বদসি’-গান সম্বন্ধে পূর্বের গায়কগণ, যারা গবেরণহাটী গান করিতেন তাঁহাদের কৃপাশক্তি সকারে যতটা পারিলাম তাহাই আপনাদের নিকট দিলাম। ‘বদসি’ মধ্যে শ্রীরাধে তব বদনচন্দ্রমা এই মাত্র ১৮ খানা তাল এবং ১৮খানা পৃথক পৃথক গান রহিল। বাঁচিয়া যদি থাকি তবে ক্রমশঃ বাহির করিবার ইচ্ছা মনে থাকিল।

আমার পরম ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস মহাশয়কে আশীর্বাদ করি এই “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা” একটি মাত্র

পত্রিকা, এইটি যাহাতে বরাবর দীর্ঘজীবী থাকে ইহাই বাধ্য রহিলাম। কারণ ৮২ বৎসর ৭ মাস চলিতেছে, কোন-
আমার একান্ত প্রার্থনা। দিন কি হইবে তাহাও জানি না। এইবারকার মত শ্রীকৃষ্ণ-

এখন আমার নিকট বুলন, হোলী, বসন্ত প্রাচীন স্বর কিশোর দাস মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম,
ও ভাল অনেকগুলি আছে, যদি সময় হয়তো ক্রমশঃ দিতে এইটিই তাঁহার অনুরোধ।

বঙ্গি যদি কিঞ্চিদপি দস্তকুচি কৌমুদী হরতিদর তিমিরমতিঘোরং।

এই চরণটি অষ্ট তালভুক্ত মাত্রা ১১৪টি—

	প্রথম চরণ	গানমাত্রা
১। আড় তাল।	× ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	
বঙ্গি—যদি	ব অ দ অ সি ই য অ দি ই—	১০
২। দোহতাল।	× ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	
কিঞ্চিদপি	কি ই কি ই দ অ অ অ দি ই ই দপি—	১২
৩। ধরণ তাল।	০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	
দস্তকুচি	দ অ স্ত অ অ অ ক উ উ উ বি ই ই কুচি	১৪
৪। জ্যোতিতাল।	০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	
কৌমুদী	কৌ ও ও ও ও ও মু উ উ উ দি ই ই আরে	১৪
৫। গজল তাল।	০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	
হরতি দর	হ অ র অ তি ই ই ই দ অ অ অ র অ অ অ	১৬
৬। রূপক তাল।	০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	
তিমির মতি	তিমি ই র অ অ অ ম অ তি ই ই ই	১২
৭। শশিশেখর।	০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	
ঘোরং	ঘো ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও রং অ অ অ অ অ অ অ	২২
৮। সমতাল।	০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	
ও শ্রীরাধে	ও শ্রী রা আ আ আ ধে এ এ এ ও ও হে এ এ এ	১৪
ওহে—		

নবষষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালঙ্কার

(সঙ্কীতপারিজাত মতে)

শ্রীরমণীমোহন পাল

গীতজ্ঞ বর্ণালঙ্কার ৭ প্রকার, তন্মধ্যে—

১. ইন্দ্রনীল—

সরি গম গরি সরি গরি সরি গম |
রিগ মপ মগ রিগ মগ রিগ মপ |
গম পধ পম গম পম গম পধ |
মপ ধনি ধপ মপ ধপ মপ ধনি |
পধ নিস' নিধ পধ নিধ পধ নিস' |

২. মহাবজ্র— ✓

সরি গরি সরি সরি গম | রিগ মগ রিগ রিগ মপ |
গম পম গম গম পধ | মপ ধপ মপ মপ ধনি |
পধ নিধ পধ পধ নিস' |

৩. নির্দেশ— ✓

সরি সরি গম | রিগ রিগ মপ |
গম গম পধ | মপ মপ ধনি |
পধ পধ নিস' |

৪. সোর— ✓

সরি সরিগ, সরিগম | রিগ, রিগম, রিগমপ |
গম গমপ গমপধ | মপ মপধ মপধনি |
পধ পধনি পধনিস' |

৫. কোকিল— ✓

সরিগ, সরিগম | রিগম, রিগমপ |
গমপ, গমপধ | মপধ মপধনি |
পধনি পধনিস' |

৬. আনন্দ— ✓

সরি, গরি, সরি, সরি, সরিগম |
রিগ, মগ, রিগ, রিগ, রিগমপ |
গম পম গম গম গমপধ |
মপ ধপ মপ মপ মপধনি |
পধ নিধ পধ পধ পধনিস' |

৭. সদানন্দ— ✓

সবিগম, রিগমপ. গমপধ, মপধনি, পধনিস' |

গীতোপযোগী বর্ণালঙ্কার ৫ প্রকার, তন্মধ্যে—

১. চবনকার— ✓

রিরিরিরি, সরিরিরি | গগগগ, রিগগগ |
মমমম, গমমম | পপপপ মপপপ |
ধধধধ, পধধধ | নিনিনি নিধনিনি |
স'স'স'স' নিস'স'স' |

২. জব—

স রি গ ম প ধ নি স' নি ধ প ম গ রি স |
স রি গ ম প ধ নি ধ প ম গ রি সা |
স রি গ ম প ধ প ম গ রি সা |
স রি গ ম প ম গ রি সা |
স রি গ ম গ রি সা |
স রি গ রি সা |
স রি স |

৩. শব্দ—

সা সা নিধ | নৌ নৌ ধ প | ধা ধা প ম |
পা পা মগ | মা মা গ রি | গা গা রি স |

৪. পদ্মাকার— ✓

স রি, স স স, রি গ গ |
রি গ, রি রি বি, গ ম ম |
গ ম গ গ গ প প প |
ম প ম ম ম প ধ ধ |
প ধ প প প ধ নি নি |
ধ নি ধ ধ ধ ধ স' স' |

৫. বারিধ—

স' নি নি নি | প ধ ধ ধ | ম প প প |
স ম ম ম | স গ গ গ | স রি রি রি |
স স' স' স' |

সমাপ্ত

স্বরলিপি

মিশ্র-কাফী

তোমাতে চেয়েছি মোর বেদনার কূলে ।
মিলনে তোমায় চাহিনি তো হায়
বাঁধিতে প্রেমের ফুলে ।
দীপ-নেভা রাতে, গহন আঁধারে,
এসো প্রিয়তম মোর অভিসারে—
হৃদয়-যমুনা তব লাগি প্রিয়
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে ছলে ।

চাহিনা তাঁদের মধুময় মধুরাতি
চাহিনা ফুলের দিন,
আলোকে আঁধারে নাইবা জ্বালিলে বাতি
নাইবা বাজালে প্রাণের বীণ ।
মোর জীবনের ওগো ঞ্জবতারা,
বিরহ-মিলনে একি তব ধারা—
নিতি নব রূপে এলে চুপে চুপে
স্মৃতির ছয়ার খুলে ।

কথা—শ্রীপ্রদোষ কুমার

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুভাষ মজুমদার

II সা⁺ মা^o মা⁺ মা^o | পা^o পদপা⁺ মা^o মজা⁺ I জা⁺ পা^o দা^o গা^o | পদা^o -গদা^o -দপা^o মা^o I
তো মা রে চে যে ডি মো ব ০ বে দ না ০০ ০০ ০ ব কু
মা -া -া -া | সা মা মা মা I মপা^o -দপা^o -মা^o -জা^o | জা^o রজা^o মা দা^o I
লে ০ ০ ০ মি ল নে তো মা ০ ০ ০ ০ ষ্ চাহি নি তো
পাঃ -পঃ -পা^o -া^o | -া^o পা^o দা^o গা^o I পদা^o -গদা^o পা^o -দা^o | মাঃ -মঃ মা^o -া^o II
হা ০ ০ ষ্ ০ ষা ধি তে প্রে ০০ মে ব কু ০ লে ০

শেষরূ

II { জা^o -া^o -া^o -া^o রা^o জা^o -া^o -া^o রা^o রজা^o -জা^o -া^o রা^o জা^o রা^o -সা^o
দী ০ ০ প নে ভা ০ ০ রা তে ০ ০ গ হ ন ঞা
পণা^o -সা^o -মা^o রুঃ রুঃ -রা^o -জা^o -মা^o -া^o -রজা^o -রা^o -সা^o -া^o -পা^o -গা^o -সা^o -জা^o
ধা ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

রঞ্জা রা সা - পাণা - সঞ্জা রসা - সা - ধা - স'ণা - ধা - পমা; মাঃ - মঃ - মা - মা
এ স প্রি য ০ ত ০ ০ ০ ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মো ০ ০ ০

পা গা দা - দা পা - া - া - া - পদা - গা - া - া - পদা - পমা - জজা - পা
অ ভি সা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II { পা সা - সা সা | স'রা - জ'রা সা - গা | গা রা জ'রা মা | জ'রা - স'রা সাঃ - মঃ |
ক দ য ষ ম ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ব না গি প্রি ০ ০ ০ য ০

সা রা জ'রা মা | জ'রা রজ'রা - মজ'রা - রজ'রা | সা - া - া - া | া - া - া - া II
ক গে ক গে উ ঠে ০ ০ ০ হ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

“তোমাতে চেয়েছি মোর...” ইত্যাদি।

II মা জজা মা মা | জা - ঞাঃ - ঞাঃ - জা | -মা মা মা - জা | মা মা মা মা |
চা হি ০ না চা দে ০ ০ ০ ০ মধু ম য় ম ধু রা তি

জা পা মা মা | জা - ঞাঃ - ঞাঃ - জা | মা - া - া - া | -মজা - পপা - মপা - দদা |
চা হি না ফ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

জা পা মা মা | জা - ঞাঃ - ঞাঃ - জা | মা - া - া - া | -জমা - পপা - মপা - দদা |
চা হি না ফ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

জা পা মা মা | জা - ঞাঃ - ঞাঃ - জা | মা - া - া - া | - া - া - া - া |
চা হি না ফ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺মা-গা গা গা | গা-না সগা-গা I ⁺গা-দা-সগা-সগা | গা-পদা-গদা-পমা I
আ লো কে আ ধা ০ রে ০ ০ না ইবা জা লি লে ০ বাতি

-মা মসগা সগা সগা | গা-পদা-পদা-মগা I মা-না-না-না | জা-খা-জা-মা II
০ নাট বা বা জা লে ০ প্রাণেব বী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

শেষর

II মা-পা-গা-সগা-জগা-রা-জগা-সগা-সগা-রা-জগা-রা-সগা-সগা-পা-পা
মো ০ ০ ০ ০ জী ব নে ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা-গা-সগা-রা-রা-জগা-রা-না-না-না-না-না-না-না-রা-জগা
তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-মা-না-রা-জগা-রা-সগা-রা-সগা-না-সগা-রা-জগা; রা-জগা-রা
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সগা-পা-পা-গগা-সগা-রা-সগা-সগা-না-সগা-না-পমা-মা-মা-পা
মি ০ ল ০ ০ ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ কি ত

সগা-দা-পাঃ-পঃ-পা-দা-গাঃ-গঃ-পদা-পমা-মজা-পা
ব ধা রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

না-না-না-না II
০ ০ ০ ০

II { ⁺পা পা সী সী | ^০সী জঁরা সী সণা | ⁺সী রা জঁরা সী | জঁরা - ^০সী সীঃ - সীঃ |
নি তি ন ব ক্র ০ পে ০ এ লে চ পে চ ০ ০০ পে ০

পা পা সী সী | ^০সী - জঁরা সী - সণা | ⁺সী রা জঁরা সী | জঁরা - ^০সী সী পা |
নি তি ন ব ক্র ০০ পে ০ এ লে চ পে চ ০ ০০ পে স্ব

সী - রা - জঁরা জঁরা | সঁরা - ^০সী - দা দণা | ⁺সী - রা - রা - রা | রা - রা - রা - রা II
তি ০ ০০ চ যা ০ ০০ রা থ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

“বাসি ত প্রেমের ফলে ” ইত্যাদি

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বর্তমান চৈত্র সংখ্যায় “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা”র সপ্তবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইল। যে সকল অগ্রগ্রাহকবর্গের স্বেচ্ছাক্রমে “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা” এই সুবোধ পত্র অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, তাঁহানিকে এই বর্ষ-সন্ধিক্ষণে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আগামী বৈশাখে সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা অষ্টবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। আশা করি, বিগত কালে যাহারা এই পত্রিকার গ্রাহক থাকিয়া আমাদের অগ্রগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদের সহায়ত্বিত হইতে আগামী বৎসরও বঞ্চিত হইব না। এই চৈত্র সংখ্যায় যাহাদের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক টাকা শেষ হইল, তাঁহারা যেন উক্ত সংখ্যা প্রাপ্ত হইবার পর দশ দিনের মধ্যে আগামী বর্ষের (১৩৫৮) টাকা বাবদ সডাক বার্ষিক ৩৫০ ও ষাণ্মাসিক ২০ মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করেন। যাহাদের পক্ষে বর্তমানে টাকা পাঠানো সম্ভবিধা অথচ “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা” গ্রহণে ইচ্ছুক তাঁহারাও যে তারিখের মধ্যে টাকা পাঠাইতে পারিবেন তাহা জানাইবেন এবং যাহারা আগামী বর্ষের জঙ্ক গ্রাহক থাকিতে একান্তই অনিচ্ছুক, তাঁহারাও তাঁহাদের নিষেধাজ্ঞা চৈত্র সংখ্যা প্রাপ্ত হইবার পর দশ দিনের মধ্যে আমাদের অফিসে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রথায় বৈশাখ মাসের “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা” বখারীতি প্রকাশিত হইবামাত্র তাঁহাদের নিকট ভি: পি: যোগে প্রেরণ করা হইবে। উদাসীনতাবশত: ভি: পি: ফেরৎ দিয়া এই দুইদিনে অথবা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, সেই জ্ঞাত পূর্ব হইতেই এই অগ্ররোধ করিয়া রাখিতেছি। ভি: পি: যোগে “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা” প্রেরিত হইলে অথবা ১/০ অধিক ব্যয় বলিয়াই মনিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠান সম্ভবিধা মনে করি। পত্রাদি বা টাকা পাঠাইবার সময় অগ্রহণ্যূর্ক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

কার্য্যাদাক্ষ: সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—সংবাদ—

মজঃফরপুরে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

মজঃফরপুর এরিয়েন্ট ক্লাবের উদ্যোগে গত ১৮ই চৈত্র রবিবার স্থানীয় সঙ্গীতশিল্পীদের দ্বারা এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় বহু শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন এবং খেলালে কুমারী ভূষি গুপ্তা এবং কুমারী মাধুরী চক্রবর্তী যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ভক্তনে কুমারী প্রতিমা মুখার্জি এবং মাধুরী চক্রবর্তী যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় এবং আধুনিক বাংলা গানে কুমারী প্রতিমা মুখার্জি প্রথম ও কুমারী অনিমা রায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। সঙ্গীতচাৰ্য্য শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত দাস, শ্রীনরোত্তম ঘোষ এবং শ্রীহরিন্দাস মুখার্জি বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সর্বপ্রকারে উপভোগ্য হইয়াছিল। উপস্থিত সকলেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, যে মাঝে মাঝে এইরূপ অনুষ্ঠানে ঘটিলে, সঙ্গীত চর্চার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে।

কণ্ঠসঙ্গীতে বাঙালী বালিকার কৃতিত্ব

সম্প্রতি বিহারের মাননীয় প্রদেশপাল শ্রীযুক্ত এম্. এন্. অ্যানি মহোদয় পাটনায় শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গুপ্তের দৌহিত্রীর বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার আত্মীয়া কুমারী আরতি-দীপা সেনগুপ্তা বি. এ র ভক্তন গান শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে লাটপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন। তথায় গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি পুনরায় তাঁহার ভক্তন সঙ্গীত শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁহাকে কণ্ঠসঙ্গীতের অনুশীলনে উৎসাহ দান করিবার অল্প পারিতোষিক দান করেন।

কুমারী আরতি দীপা মণিপুরাধিপতির ভূতপূর্ব সভাপালক শ্রীযুধাময় গোস্বামী বি-এ, গীতিসাগর, সঙ্গীতশাস্ত্রী (গোয়ালিয়র) মহাশয়ের নিকট শিক্কালাভ করেন। ইতিপূর্বে নবদ্বীপ বঙ্গবাণী বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী আরতি দীপা ঐ বিদ্যালয়ে বহুবাব বহু সঙ্গীত-জলসায় কণ্ঠসঙ্গীতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া পারিতোষিক ও পদক প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে বাঙালী বালিকার এই কৃতিত্ব প্রকাশে সকলেই আনন্দিত হইবেন। বাংলার প্রদেশপাল মাননীয় শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কাটজ্জ কুমারীকে ইতিপূর্বেই এম্বাঙ্গ ও নানাবিধ উপহার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন।

বসন্তোৎসব

বিগত ২৫শে চৈত্র, রবিবার বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহাশয়ের দমদম শ্রীনাথ মুখার্জী লেনস্থ বৈজ্ঞান্য ভবনে স্থানীয় গীত-বীথি কর্তৃক বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহাশয় বসন্ত উৎসবে তাৎপর্যমূলক একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সঙ্গীতকুশলী শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিতা সহযোগে বসন্তোৎসব গীতি-আলেখ্যটি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে শ্রীমনির্মল বসু, শ্রীদিলীপ ঘোষ, শ্রীমিনতি রায়, কুমারী নন্দিতা রায়, কুমারী ডলি মুখার্জী প্রভৃতি আরও অনেকে অংশ গ্রহণ করেন। 'বসন্ত জাগ্রত হারে' গানটির সহিত শ্রীমতী গোপা দেবীর নৃত্য বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ভক্তমহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম্.এ।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

বার্ষিক সূচীপত্র

বৈশাখ—চৈত্র ১৩৫৭

(লেখকের নামানুসারে : বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী		শ্রীজ্যোৎস্না রাণী মিত্র	
গান	৬৮, ১৭৫	স্বরলিপি	১৮৩
শ্রীঅম্বিনীকুমার মল্লিক		শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	
স্বরলিপি	২১	স্বরলিপি	২৬
শ্রীঅসিত রায়		শ্রীঅরবিন্দ (স্বরলিপি)	৭২
স্বরলিপি	১৫৩	স্বরলিপি	৮৭
কুমারী আরাধনা চট্টোপাধ্যায়		বৃহৎ বিকাশ (স্বরলিপি)	১৪৪
স্বরলিপি	১৫৭	শ্রীতরুণ ঘোষাল	
শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়		তুর্গা রাগ	১০৪
স্বরলিপি	১৭৩	শ্রীদিলীপকুমার রায়	
শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস		দিশারি ও ঐকান্তিক (স্বরলিপি)	৫
স্বরোদের গৎ	৭১	স্মৃতি (স্বরলিপি)	৪৫
শ্রীকালচাঁদ দে		কুমার শ্রীদেবপ্রসাদ গর্গ	
স্বরলিপি	১৩৫	রাগ : যোগ	১৫১
শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী		কুমারী নীরাঞ্জন দত্ত ও কুমারী নন্দিতা চক্রবর্তী	
স্বরলিপি	১৭২, ১২২,	স্বরলিপি	৭৫
কুমারনাথ		শ্রীনীহারবরুণ সরকার	
স্বরের উৎপত্তি, ভাব ও বর্ণ	১২৫	স্বরলিপি	১১৬
শ্রীগৌরী দেবী		শ্রীনবদীপচন্দ্র ব্রজবাসী	
স্বরলিপি	১০৬	শ্রীশ্রীদামোদর অষ্টক	১১২
শ্রীগোবর্দ্ধন চন্দ্র		অষ্টতাল 'বদসি যদি—'	২০১
রাগিণী : খায়াবতী	১২৪	শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল, বি. এল, বাণীকণ্ঠ	
স্বরলিপি	১৬৪	স্বরলিপি	১৬৬
শ্রীজগৎ ঘটক		শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য	
বর্ষা-মঙ্গল (স্বরলিপি)	৬৫	স্বরলিপি	১২৮
শ্রীজয়দেব রায়		শ্রীনীলেশ্বর ব্রহ্ম	
কাজী নজরুলের গান	৮২, ১০২	অসমীয়া স্বরলিপি	২০০

বার্ষিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ		শ্রীমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রজ্ঞা নিবেদন	৩৮	শতবর্ষের সঙ্গীত-ধারা	২১, ৫০, ৮১
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ডাঃ বিমল রায়		শ্রীরমা দে	
হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের বাকরণ	১০, ২২, ৪১, ১০১, ১২১, ১৪১, ১৫০, ১৬১, ১৮৭	প্রণব সঙ্গীত (স্বরলিপি)	৬২
স্মৃতি-তর্পণ	৩৭	শ্রীবীজনাথ মল্লিক	
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী		স্বরলিপি	১২৪
স্বরলিপি	১৩, ৬৬	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র	
স্বরদের গৎ	৩১	স্বরলিপি	২৩
রাগ ও রূপ (সমালোচনা)	৭৭	শ্রীশিশির ভট্টাচার্য্য	
শ্রীবিমল চক্রবর্তী		স্বরলিপি	৬৭
স্বরলিপি	১৪	শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়	
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত		সম্পাদকীয় —	
গান	৩৬, ৭২, ৯২	সংবাদ ২০, ৩২, ৬০, ৮০ ১০০, ১২০ ১৩২, ১৮৬, ২১০	
শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী		শ্রীহুভাষ মজুমদার	
স্বরলিপি	১৬২	স্বরলিপি	৩২, ১২৭, ২০৫
শ্রীবীণাশানি মিত্র		শ্রীস্বধীরকুমার বসু	
স্বরলিপি	১৭৬	গান	৩৪
কুমারী যমতা মৈত্র, গীতলী		শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	
দেশকায়	৮	গান	৮৪, ১৭০
আড়ানা	৫৪	শ্রীহুবোধরঞ্জন বায়	
পুঁরিয়া দানেলী	৮৫	স্বরলিপি	২৩
জয়জয়ন্তী	১৩৭	শ্রীহরেশ চক্রবর্তী	
দেশ	১৭৭	পুস্তক পরিচয়	১৬০
শ্রীমোহিতকুমার সরকার		শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী	
স্বরলিপি	৫৩	স্বরলিপি	১৮৫
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়		শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	
স্বরদের গৎ	৫২, ৯৫, ১৮৪	খাম্সা তাল	১
শ্রীরমণীমোহন পাল		শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়	
নবষষ্টি (উনসত্তর) বর্ণালকার	৪, ২৫, ৪৪, ৬৪, ৮৬, ১০৮, ১৩৩, ১৭০, ২০২	স্বরলিপি	৫৬
শ্রীরাধেন্দ্রনাথ মিত্র		শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়	
উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা	১৭	স্বরলিপি	১৫৫
কাব্যসঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল	৬১, ৯৬, ১১৩, ১৩০, ১৪৭, ১৮১	শ্রীকিতীন বায়	
		বেহালায় গৎ	১৫, ৩৫, ৫৮, ১১২, ১৪২, ১৭২
		শ্রীকেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
		স্বরলিপি	১৭১

ମହାବିଷାଦ

ଅଭିନୟ



ମହାବିଷାଦ
ଅଭିନୟ

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ৩রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাক্সালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৫শ বর্ষ, সন ১৩৫৫ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

চার্য্যাদ্যক্ষ—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

ভাল্লাবধারকগণ :

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই

নাটোরাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত বোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ডাক্তার হরিশঙ্কর পাল কে-টি

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ঐয়জ বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ এম. এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ডাক্তার অমলাইকিষ্ণু শ্রী সাহেব (মাইহার টেট)

ডাক্তার হরিশঙ্কর পাল কে-টি

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

শ্রীযুক্ত হর্নাধর দত্তভারতী

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

মিসেস কে, সি, দে

শ্রীযুক্ত প্রমদা চৌধুরাণী

শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীতভারতী

শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যরসাকর

শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ অমিয়নাথ সান্তাল

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তভারত

শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মন্ডিগাল)

শ্রীযুক্ত ভিত্তেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এল্দি

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় চৌধুরী বি. এ

শ্রীযুক্ত অমলাইকিষ্ণু শ্রী সাহেব

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত আলাপের বই

রাগালাপ—৩

স্বরশিল্পী পঞ্চজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিকা (১ম)—২৥০

ঐ (২য়)—২৥০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীববীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

তবলা-নিষ্ঠান ও আলী

চাপা, বাগজ এবং প্রচ্ছদপট মনোবন্দ। মূল্য—২৥০

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল!

সুরের লিখন—২৥০

কথা: গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য

সুর ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ
কবি অজয়কুমারের বচনা-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর সুর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মানা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্গগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেফালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—২৥০

(সঙ্গীতের ঔপপট্টিক-বিভিন্নমণ্ডল অভিনব পুস্তক)

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।



বি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ



“গিনি হাউস”

একমাত্র গিনি সর্গের অলঙ্কারাদি এবং রোপ্যেয় বাসনাদি নিৰ্ম্মাত।

হেড অফিস—১০১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ অফিস—হজরতগঞ্জ।

একমাত্র গিনি সর্গের নানাবিধ অলঙ্কার সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অতি
যত্নের সহিত সত্বর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। তিঃ পিঃ পোটে সর্বত্র গহনা পাঠাই।

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য আছে এরূপ অনেকগুলি নূতন দোকান হইয়াছে।
তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এজন্য আমাদের নবনির্ম্মিত দোকান
“গিনি হাউস” নামে অভিহিত ও রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের
দোকানে আগমন করিবার সময় অথবা আমাদেরকে পত্রাদি লিখিবার সময় অল্পগ্রহ প্রকাশে
“গিনি হাউস” নামটী স্মরণ রাখিবেন

আমাদের কোন অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।

টেলিফোন নং ২০ বড়বাজার।

ক্যাটালগের অল্প পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম :—গিনিহোস

সমগ্র্যাপী অর্ধ-সপ্ত অধিক আমাদের বর্তমান ১৭ নং এবং ১৭ক নং ক্যাটালগে যে মজুরি নির্দিষ্ট আছে,

তাহা অপেক্ষাও প্রায় সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে

সূচীপত্র

বাহাত্তর ঠাট—শ্রীবিমল রায়	৬১
স্বরলিপি—কুমারী যমতা মৈত্র	৬৪
স্বরলিপি—শ্রীসুধাংশুকুমার মিত্র	৬৬
১৫ই আগষ্ট—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯
স্বরলিপি—শ্রীশচীন মিত্র বি-এস্ সি	৭৩
গান—শ্রীরমেন চৌধুরী	৭৫
সেতারের গং—কুমারী সুজাতা হাজরা	৭৬
গান—শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী	৭৭
স্বরলিপি—শ্রীছায়া ও মৌরা ঘোষ দত্তিদার	৭৮
স্বরলিপি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৮০

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার

গ্রাহকদিগের নিম্নমাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১০০। বার্ষিক মূল্য : ৫৫০।
যাণ্মাসিক : ২২।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা সংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞান পত্র লিখুন।
- ৪। যাবতীয় চিঠিপত্র কার্য্যাধ্যক্ষ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৮সি লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই নামে লিখিতে হইবে।

বাঙালি বাবসায়ে
রডাসই অদ্বিতীয়।

রডাস এও কোং

১৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন—কালকাতা ১৩৮৭



শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতমাগর, বি-এ কৃত

মীরা ভজন মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাদ্যের হিন্দা ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি

বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সম্মির্ষিত আছে। মূল্য—২০ টাকা।

সংগীতসুধাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল—১৥

সুর-বাণী—৩

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবাণী—সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিল্ল রাগ-রাগিণী সমন্বিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিদ্যাম্লিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সম্মির্ষিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমন্ত জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী বি. এল. প্রণীত

সঙ্গীতের কয়েকখানি অমূল্য অবদান

- ১। তারের স্বপ্ন—১৪টি সবিস্তার গৎ ও সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ২। সুর-সারথি—৮১টি রাগের আলোচনা ও স্বর বিস্তার।
- ৩। তারের ঝঙ্কার—সঙ্গীতের ঔপপদ্ধিক আলোচনা, ৪০টি সবিস্তার গৎ এবং যে সকল রাগের গৎ দেওয়া হইয়াছে উহাদের রাগ-বিচার এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ৪। সুরের স্বপ্ন—২৪টি রাগের সম্পূর্ণ ও সবিস্তার আলাপ।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান :—

গ্রন্থকার
“ভবানীপুর লজ”
ময়মনসিংহ

আর. বি. দাস
৮ সি লালবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা।

ভারতীয় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকদের
জীবনের গীতি-আলেখ্য। বাংলা গীতি-কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব
প্রচেষ্টা। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়।

“মানুষের জয়গান”

(প্রথম পর্ক)

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীরবীন্দ্র নাগ

* দ্বিতীয় পর্ক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক : এন, এম, রায়চৌধুরী লিমিটেড

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সিরিজ
“সর্বমঞ্জরী” মাসিক ত্রৈমাসিক পুস্তক

২১ সুরমঞ্জরী ২১

[অবিজ্ঞান সন্দীপ্ত সকল ভাষা ও অঙ্গের অপূর্ণ]

— সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সঙ্কলন —

সাহিত্য রচনাধীন পূর্বক প্রকৃত সঙ্গীত সাধনা করিতে
হইলে সখর আট আনার Post Stamp পাঠাইয়া
ইহার ২য় ভাগের নমুনা গ্রহণ করুন।

“কেন্দার-কুতীরা”—পোঃ নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ (বেঙ্গল)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার

শ্রীমন্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কঙ্ক উচ্চ প্রশংসিত ও সঙ্গীতকুশল

কুমারী পদ্মিনীপূর্ণা মিস্ত্রীগী প্রণীত

সুরের বাসনা—১৬/০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাট,
আলাপ, প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—কলিকাতা।

—সদ্য প্রকাশিত হইল—

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

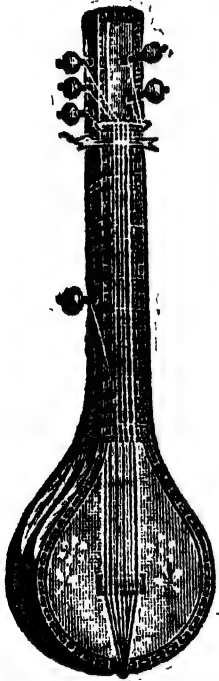
শৌরীন্দ্র গীতলিপি--৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

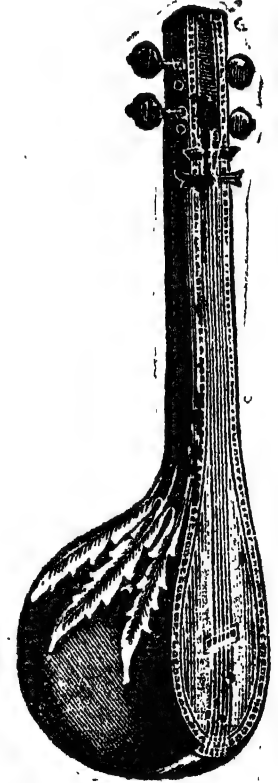
যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

আন্ন, বি, দাস—কলিকাতা

আধুনিক রুচিসন্মত সর্ববিধ তারের —বাণ্যযন্ত্র—



অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা নিম্নিত
সেতার, এস্রাজ, তানপুরা,
উচ্চাঙ্গের তরফদার - সেতার,
স্বরোদ প্রভৃতি তারের যন্ত্র সকল
সময়ে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।



তরফদার সেতার—১১টি তরফ তার, ৭টি কান,
২টি লাউ ৩২", ডাণ্ডি, পর্দা নিকেল উৎকৃষ্ট
উপাদানেবিশিষ্ট কারিকর দ্বারা প্রস্তুত— ২০০.
এ —স্পেশাল কোয়ালিটি, ৩২" ডাণ্ডি,
পর্দা নিকেল হংসমুখযুক্ত, ওস্তাদদিগের
ব্যবহারোপযোগী— ২৫০.

—অন্যান্য বাণ্যযন্ত্রের জন্য পত্র লিখুন—

আন্ন, বি, দাস—কলিকাতা



পঞ্চবিংশ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৫৫ সাল

৪র্থ সংখ্যা

বাহাদুর ঠাট

শ্রীবিমল রায়

৫১। ভৈরবী

ভূমিকা।—ভৈরবী একটি আদি রাগিণী। এই রাগিণীটির রূপ অবশ্য নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিকে এসে পৌঁচেছে। উচ্চারণ ভায়ব্বী।

প্রাচীন তথ্য।—

১। ভৈরবী	জগ	৩৬। ভৈরবী	জগ
২। ভৈরবী	জগ	৩৭। ভৈরবী	জগ
৪। ভৈরবী	জগ	৫। ভৈরবী	জগ
৬। ভৈরবী	জগ	৭। ভৈরবী	জগ

১০। ভৈরবী জগ

কিন্তু এদের থেকে আধুনিক ভৈরবী পাওয়া যায় না। প্রশ্ন হ'লো, এ রূপটি এল কোথা থেকে? উত্তর: টোড়ী থেকে। তানসেনের সময়ে বা কিছু আগে পাচ্ছে যখন টোড়ী বরাটা টোড়ীতে পরিবর্তিত হ'লো, তখন টোড়ীর

খজদণ মূর্তিটি খুব সম্ভব ভৈরবী টোড়ী নামে প্রচলিত হ'য়েছিল এবং সেইটাই কিছুকাল পরে ভৈরবী নামে প্রচলিত হ'য়ে পড়ে। এ রকম অনেক কিছুতেই ঘটে। যখন একটি নাম বদলানো হয়, তখন দেখা যায় যে, অস্ত্রাস্ত্র নামগুলিরও সুবিধা অনুসারে নতুন নামকরণ হচ্ছে। টোড়ী যেই টোড়ী বরাটার পদ গেল, ভৈরবী পেল টোড়ীর, সিন্ধু ভৈরবী পেল ভৈরবীর ইত্যাদি।

অর্ধাচীন তথ্য।—আজকাল ভৈরবীর দু'রকম মূর্তি—

১। রাগজ	খজদণ
২। ধুনজ	খরজমজদধণ

১ নং আবার নানা টং নিয়ে চলে, যথা—

মধ্যম-প্রবল রূপে, গান্ধার প্রবল রূপে, ধৈবত-প্রবলরূপে, পঞ্চম-প্রবল রূপে। এবং একটির সঙ্গে অপরের বেশ একটু প্রভেদ চোখে পড়ে। রাগের রূপের

এই রকম বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা থাকাই দরকার, না হ'লে এক আসরের মাঝে ছ'জন গায়ক টোড়ী গেয়ে গেলেন, সেই সুপ্রাচীন সঙ্কলনসমূহ, কোনও বৈচিত্র্য নেই, কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, বিস্তার এক, উলট-পলট এক, তকাত গুধু তানে, তুনে, চৌতুনে; একে স্থিতি বলে না, এ হ'লো গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তি, স্থিতি অস্ত্র বস্ত্র।

রূপ।—১নং। জাতি সম্পূরণ, উপজাতি সম্পূরণ-সম্পূরণ, গতি বক্র।

বর্গ—সঙ্কলনমপদগস'গদপমজ্ঞস'।

উপবর্গ—সজা সঙ্কলনমা পদগস' গদপগদপা মপমজ্ঞা স'। বাদী—খড়্জ, কেননা প্রত্যেক স্বরই প্রবল, আন্দোলনবিহীন, আরোহে রেখাব, পঞ্চম উল্লঙ্ঘনযোগ্য—গ'সঙ্কলনমপদগস' ইত্যাদি।

২নং। স্বর-ব্যবহার স্বরসঙ্কলনমপদগস', ধুনজাতীয়, মিশ্র মুর্ছনা, কখনও ১নং+৪, কখনও ১নং+৫ ইত্যাদি।

নাম ব্যবহার।—১ নং ভৈরবী

২ নং ধুন ভৈরবী

বিস্তার।—১নং। সঙ্কলনমা গ'স', গ'সঙ্কলনমপদগস'; মা সঙ্কলনমপদগা স'স'; মপদগদপমপজ্ঞস'; মদগস'স' গ'স' গ'স' গ'দপা দপমজ্ঞমপজ্ঞা স'স'।

২নং। সঙ্কলনমা সঙ্কলনমপদগস'; মা মপদগদপা স'স' মপদগদপমপজ্ঞস'; মপদগদপগদপদপমপদগস' গদপমজ্ঞস' স'স'।

ভৈরবী টোড়ী অঙ্গ নয়, মনে রাখবেন প্রবল শুদ্ধ মধ্যম থাকলে, দুর্জল রেখাব থাকলে, রেখাব-গাঙ্কারের অজ্ঞাতাভাব না থাকলে, রেখাব গাঙ্কারে আন্দোলন না থাকলে সে টোড়ী অঙ্গ হ'তে পারে না।

প্রকার।—ক। গোত্র

- | | |
|--------------------|----------------|
| ১। আদি ভৈরবী | ২। আনন্দ ভৈরবী |
| ৩। চন্দ্রিকা ভৈরবী | ৪। যোগী ভৈরবী |
| ৫। শুধু ভৈরবী | ৬। সালজ ভৈরবী |

৭। সিদ্ধ ভৈরবী

খ। মিশ্রণ

১। আশা ভৈরবী

৩। ভৈরবী বহার।

৮। বসন্ত ভৈরবী

২। নাট ভৈরবী

৫২। মারবা

ভূমিকা।—মারবা রাগ মারুআ, মারোআ, মারবা তিন রকমেই উচ্চারিত হয়। আমরা মারবাই বলি, আর মনে হয়, এই উচ্চারণটাই ঠিক। এখন পর্যন্ত যতো গ্রন্থকার বা গুণী এই রাগ সম্বন্ধে বলেছেন, প্রত্যেকেই একে মালব রাগের অর্ধাচীন মূর্তি ব'লে ধরেছেন। আমার নিজের ধারণা অল্প রকম, কেননা মালব আর তার সাধ-পাঙ্গ প্রাচীনকালে যে মূর্তিতে ছিল, আধুনিক যুগের অপভ্রংশগুলি তার থেকে খুব বেশী বদলায়নি, অথচ মারবা হয়েছে একেবারে অল্প রকম। কাজেই আমি খুঁজছিলাম ভৈরব, ভৈরবীর মাঝখানে ভৈরবার মতো কোনও প্রাচীন মূর্তি। দেখলাম, সঙ্গীতরত্নাকরে একটি রাগ আছে যার নাম মালবা; আমার বিশ্বাস যে, কোনও গুণী এই অপ্রচলিত মালবাকে মারবা নামে সাধারণে প্রচার করেন, একটি নতুন ঠাটের মাঝখান দিয়ে। যে গুণী এইভাবে নতুন নাম প্রচার ক'রে নতুন ঠাট তৈরী করেছিলেন, তাঁর সংসাহসের অল্প তাঁকে অভিনন্দন জানাই। জানতে ইচ্ছে করে তিনি কে, তবে তিনি যে তিনশ' বছর আগেকার এটা ধারণা করতে পার। অবশ্য বলতে পারেন যে, মালব তো কেদার থেকে কেদারা, শঙ্কর থেকে শঙ্করার মতো। উচ্চারণভেদে মালবা—মারবা হ'তে পারে। কিন্তু রত্নাকরে মালব, মালবা, মালবী, তিনটিই যখন রয়েছে, তখন শুধু শুধু এতো টানাটানির কি দরকার? তারপর দেখুন—

প্রাচীন তথ্য।—

১। মালবগৌড়	গমদন
মালবত্ৰী	জমপণ
২। মালবগৌড়	গমদন
মারবিকা	গমপন
মলিবত্ৰী	জমপণ
৩। মালবত্ৰী	জমপণ
মালবকৌশিক	রমপণ
৪। মারবী	গমপন
মালাত্ৰী	জমপণ
মালবগৌড়	রমপণ
৫। মালবত্ৰী	জম মপণ
মালব	ঋগমপণ
মালবগৌল	ঋমপণ
মারু	জমপণ
৬। মালব	গমদন
মালত্ৰী	গমপন
মারু	গমপন
১০। মালবত্ৰী	জমপণ
মালবগৌড়	গমদন
মারু	গমপন
মালবী	ঋমপণ

অর্থাৎ শুধু মালব নামটি পাওয়া গেল একমাত্র পরিজ্ঞাতে আর হৃদয়-কোতুকে, এবং দেখা গেল যে, মালবের সবাই গা মা পা নি বা রে মা পা নি, একমাত্র গৌড় অংশের মালব অর্থাৎ মালবগৌড় ছাড়া; অর্থাৎ প্রাচীন কালে শুধু হৃদয়কোতুকে পাচ্ছি গমদন। এই হিসাবে ধরা যায় যে, মারবা মালবগৌড়ের নবীন সংস্করণ; কিন্তু এতো গোলমালের চেয়ে মালবকে গ্রহণ করাই বেশী সমীচীন বলে আমার ধারণা। মালব ছিল ঋদ, গুণী হঠাৎ ঋদ ঠাট তৈরী করে মালবকে টেনে নিয়ে এলেন;

এর মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, প্রতিভা এমনিই হয়ে থাকে।

অর্থাৎ প্রাচীন তথ্য।—মারবার এখন সাধারণতঃ একটি রূপই পাই, সেটি ঋদ।

রূপ।—জাতি খাড়া, উপজাতি খাড়া, পঞ্চম বর্জিত। গতি বক্র, নিখাদ তুর্কল, রেখাব প্রবল, নিখাদ আরোহে মাঝে মাঝে বক্র।

বর্গ—সম্মুখদিকনন্দনদিকগমপণ।

উপবর্গ—সন্ধ্যা নন্দা গমপণ ঋদা নন্দা নন্দা ঋদগমপণ সা, বাদ্য বৈবত।

বিস্তার।—সন্ধ্যা সন্ধ্যা ঋদা সা, ধা ঋদা নন্দা ঋদা ঋগপণা সা, ঋগপণগমপণ গমপণা ঋদগমপণগমপণা সা, ধা ঋদগমপণা নন্দগমপণা ঋদগমপণা সা, ঋদনন্দা ধা ধস ঋদা সা নন্দগমপণা নন্দগমপণা গমপণা সা, ঋদনন্দা নন্দা ঋদা গমপণা সা নন্দা নন্দা নন্দা ঋদা ঋদগমপণা ধা সা।

মন্তব্য।—যদি সা ছেড়ে দিয়ে সোজা ঋদগমপণ ঋদগমপণ করে ঋ কে গ্রহণ, শ্রাস করেন, তাহলে মালকৌশ গাওয়ার মতো লাগবে, এবং কেউ কেউ তানগুলি এই ভাবে লাগান্ন যাতে হঠাৎ শুনে মনে হয় মালকৌশ গাওয়া হচ্ছে। এই শুনে কেউ যেন সাহিত্যের কবি হ'লে এনে বলে না বলেন যে, মারবার মালকৌশ মিশ্রণ আছে।

মারবার নতুন ঠাট উদ্ভবের ফলে মালব-যুক্ত প্রায় সব রাগই ঋদ হ'য়ে পড়ে, অন্ততঃ শুধু বৈবত অল্প ব্যবহার দেখা যায়ই; এই পরিবর্তন এসেছে অল্পদিন।

প্রকার।—মারবার কোনও প্রকার নেই। যেগুলিকে আমরা মারবার শ্রেণী বা মিশ্রণ মনে করি সেগুলি সত্যিকারের প্রাচীন মালবের নতুন ক'রে চালু প্রকার, তবে আধুনিক কালে তা মারবাকে নকল করছে। এর থেকে প্রমাণ এই হয় যে, পুরিয়া মারবার চেয়ে অনেক বেশী প্রসিদ্ধ, সেজন্য পুরিয়ার প্রকার সৃষ্ট হ'তে পেরেছিল, কিন্তু মারবা অপ্রচলিত প্রায় হ'য়ে পড়েছিল।

স্বরলিপি

মিঞা মল্লার—ত্রিতাল

ঠাট—কাফি।

আরোহণ—সা, রা মা রা সা মা রা পা, গা ধা না সা।

অবরোহণ—সা, গা পা, মা পা জা মা রা সা।

আরোহণে গান্ধার এবং অবরোহণে ধৈবত বজ্জিত।

জাতি—ষাড়ব।

পকড়—সা, গা ধা, না সা, রা পা, জা, মা রা সা।

বাদী—মধ্যম, সমবাদী—ষড়জ।

ইহার অবরোহণে কানাড়ার মত ধৈবত ও গান্ধার স্বর বক্রভাবে ব্যবহার হয়। গান্ধার মধ্যমের সহিত এবং ধৈবত কোমল নিষাদের সহিত আন্দোলিত হইবে। উভয় নিষাদ স্বরই ব্যবহার হয়। মীড়ের কাজ ইহাতে বেশী।

স্বরবিন্দুর—রা মা, রা সা, গা ধা গা ধা পা, মা পা, না ধা গা ধা না সা।

সা, মা রা, পা জা, মা, রা রা সা, রা সা, ধা গা পা গা ধা না সা রা পা জা মা রা গা ধা না সা রা সা।

মা রা পা, গা ধা না সা রা সা, রা পা জা মা মা, রা সা গা ধা গা পা, মা পা, ধা না সা জা মা, রা পা জা মা রা সা রা সা।

গরজে গরজে ঘন বরষ বদরা

কারি কারি অতছি ডরাবে

আঁধি আঁধি কারি কারি মা কুম কুম

গরজে গরজে গরজে বদররা

চমক চমক চমক বিজরিয়া

চলত পবন পূরবৈ সন নন ॥

শ্রোণ্ড : সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বরলিপি : কুমারী মমতা মৈত্র

স্বায়ী

II + | ° | ° | রা সা রা | গা সা গা পা I
গ র জে গ র জে ঘ ন
+ | ° | ° | মা পা গা - ধা | না না সা - | সা রা - পা - | গা - পা মা - জা I
ব র ষে ০ ব দ রা ০ কা রি ০ ০ কা ০ রি ০

कलकत्ता

⁺ ^० ^०
 ଯମ୍ପା - ଧନା - ଶ୍ୟା - ଧା । ଯମ୍ପା ରରା ଯମ୍ପା - ଧା । "ରା ରା ଶା ରା । ଗ୍ପା ଶା ଗ୍ପା ଗ୍ପା" II
 ବୈ ୦ ୦୦ ୦ ୦ ଗନ ନନ ନନ ୦ ଗ ର ଝେ ଗ ର ଝେ ଧ ନ

স্বরলিপি

স্বপনেরি ফুল স্বপনেরি মাঝে
 সুরভি ছড়িয়ে যায়;
 বাঁধন ভেঙ্গেছে যৌবন ইসারায়।
 শঙ্কিত প্রাণ কল্পিত হিয়া
 যেয়ো না যেয়ো না চরণে দলিয়া
 আমারি স্বপনে যে ছিল গোপনে
 আধো আলো আধো ছায়।
 তোমারি নয়নে রাখিয়া নয়ন
 পুষ্পিত বুকে রচিব শয়ন
 শিহরণ জাগে গোলাপী অধরে
 চুখন মদিরায়
 যৌবন ইসারায়।

রচনা : রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

সুর ও স্বরলিপি : সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীমুখাংকুমার মিত্র

(লালগোলা রাজসভাগায়ক)

II সা না সা । রা সরি -গমা I -রা -গা -। সা সগা রা I
 য প নে রি হু ০ ০ ০ ল ০ য প ০ নে

সা সনা -ধনা । সা -। -। I সা -পা পা । জা -গা গা I
 রি যা ০ ০ ০ বে ০ ০ হ র তি হ ডা নে

পা -জা -মা । -ধা -। -। I ধা ধা -সী । সী -ধা পা I
 যা ০ ০ র ০ ০ বা ধ ন তে তে ছে

+
পা -^০ -মা । মা মা মা I গা -মা -পা । -^০ -গা -সী I
যৌ ০ ব ন ই সা রা ০ ০ ০ ০ র.

+
সী -পা পা । পা গা গপা I পা -মা -^০ -^০ -^০ II
যৌ ০ ব ন ই সা ০ রা ০ ০ ০ ০ র.

II +
মা -^০ ধা ধা । ধসী সী -^০ I সী -সর্গা গা । রী গর্গী -গর্গী I
শ : কি ত ০ প্রা গ্ ক ০ ম্ পি ত হি ০ ০ ০

+
সী -^০ -^০ -^০ I -^০ -^০ -^০ I গা মী গা । রী -সী গর্গী I
রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ না যে ০ ০ ০

+
সী -^০ -^০ -^০ -^০ I গা সী রী । ধা -পা গা I
না ০ ০ ০ ০ ০ ০ চ র নে দ ০ লি

+
ধগা -পধা -^০ -^০ -^০ I ধা গা ধা । পা -মা ধপা I
যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা রি ব ০ প ০

+
মা -^০ -জা -^০ জা জা I রা -^০ -গা সজা । রজা সরা -^০ I
লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ গো ০ প ০ নে ০ সে ০ ০

+
সী রা মা । পা ধা সধা I ধগা -পধা -^০ -^০ -^০ I
আ ধো আ লো আ ধো ০ হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র.

+
সী -পা পা । পা গা গপা I পা -মা -^০ -^০ -^০ II
যৌ ০ ব ন ই সা ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র.

II ⁺মা রা রা । ^০রা -সা সরী I ⁺রজা -া -া । ^০ -া -া -া I
তো মা রি ন ০ য় ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺জা রা সা । ^০গা -পা -গা I ⁺রা -া -া । ^০ -া -া -া I
রা ধি রা ন ০ ০ য় ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺রা -জা রা । ^০সা রসা -রসা I ⁺সা -গা -া । ^০ -া -া -া I
পু য় পি ত ০ ০ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺গা সা রা । ^০ধা -পা -গা I ⁺ধগা -পধা -া । ^০ -া -া -া I
র তি ব ন ০ ০ য় ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺গা ধা পা । ^০মা মধা -পা I ⁺মা -জা -া । ^০ -া -া -া I
শি হ র ০ জা ০ ০ গে ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺জা মা পা । ^০রা -সা জা I ⁺রজা -সরা -া । ^০ -া -া -া I
গো লা পী অ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺সা -রা মা । ^০পা ধা পধা I ⁺খসা -া -া । ^০ -া -া -া I
হ য় ব ন য় দি ০ রায ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺সা -সা রা । ^০রা জা -পা I ⁺জা -পা -া । ^০ -া -া -া I
হ য় ব ন য় দি রা ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺সা -পা পা । ^০পা গা গপা I ⁺পা -মা -া । ^০ -া -া -া III
যো ০ ব ন ই সা ০ রা ০ ০ ০ ০ ০

১৫ই আগষ্ট

জলধি হয়েছে ধীর...মেঘ-মুক্ত নীরব অন্ধরে
 গলিত কাঞ্চন ঝরে তপনের প্রসন্ন বয়ানে—
 মৌন-মহিমার জ্যোতি এ জগৎ বিপ্লাবিত করে
 যেন কার আবির্ভাব সূচনায়।...মঞ্জরী বিতানে
 নিস্তরু—গুঞ্জন-গীতি ভ্রমরের, কুসুমে পল্লবে
 অর্ঘ্য রচি' বন-কুঞ্জ অচঞ্চল বিটপীলতায়
 কাহার প্রতীক্ষারত, স্পন্দহীন এ কোন্ উৎসবে
 বসুন্ধরা চাহে উর্ধ্বমুখে ? আজ থেমে যায়
 কাল-চক্রে ক্ষণকাল প্রকৃতির উন্মাদিনী গতি,
 উদ্ভ্রান্ত পাশের দল শাস্ত হয়। দিশাহীন যারা,
 দিশা পায়। এ ক্রন্দসী ধরিত্রীর শত ক্ষয় ক্ষতি
 অকস্মাৎ আনন্দের অনন্ত-গভীরে হয় হারা।
 স্তব্ধ প্রশান্তির মূর্তি—উদ্ভাসিত দীপ্ত করুণায়—
 এ মর্ত্যের মৃত্যুঞ্জয় ধানমগ্ন আঁখি মেলি' চায়।

কথা : নিশিকান্ত (পণ্ডিচেরী)

সুর ও সুরলিপি : শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
(শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের ছাত্র)

II	+	সা	ধা	না	।	সা	গা	সা	I	+	গা	ধা	না	।	সা	গা	সা	I
	জ	ল	ধি	হ	যে	ছে	খী	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	+	গা	-মা	পা	।	ধা	-খপা	মা	I	+	গা	সা	রা	।	গা	-মা	পা	I
	যে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	+	গা	না	না	।	না	না	না	I	+	গা	পা	পা	।	ধা	-মা	পা	I
	রে	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	+	পা	মা	গা	।	মা	ধা	খপা	I	+	গা	গা	গা	।	-পা	মা	গা	I
	ন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

+
রা সা া | া া া I গা -পা পা | া সা রা I
রা নে ০ ০ ০ ০ মো ০ ন ম হি মা

+
া সা া | পা -গা া I পা মা গা | রা -গা মা I
ব জ্যো তি এ ০ জ গ ত বি শ্রা ০ বি

+
পা গা া | া া া I সা -গা গা | -পা পা -গা I
ত ক রে ০ ০ ০ সে ০ ন ০ কা ব

+
া পা -মা | মা -ধপা পা I গা মা গা | া া া I
জা বি ব ভা ০০ ব স্ব চ না ০ ০ য়

+
সা -ধা না | সা গা গরা I সা া া | া া া II
ম ন জ রা বি ভা নে ০ ০ ০ ০ ০

II +
রা া সা -না | সা া া া I সা রা রা রা | রা গা রা গা I
নিস ০ ত ব্ ধ ০ ০ ০ ০ গ্ জ ন গী তি ভ্র ম

+
মা া া া | া া া I গা পা পা পা | া পা পা া I
বের ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কৃ স্ব মে প ল ল বে ০

+
া -সা সা া | পা -জা পা া I ধপা া মা া | মা মা -ধা ধপা I
অ ব্ যা র তি ০ ব ন কৃ ন জ ০ অ চ ন্ চ

+
পা -মা া া | গা সা রা মা I গা া া া | া া া I
ল ০ ০ ০ বি ট পৌ ল ভা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

+
গাঁ পা পা পা | ধাঁ -সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ -াঁ -াঁ -াঁ | ধাঁ -সাঁ রাঁ গাঁ I
কা হা র প্র ভী ০ কা র ত ০ ০ ০ ০ স্প ন্ দ হী

+
-াঁ -াঁ গাঁ -াঁ | রাঁ -সাঁ -গাঁ রাঁ I -াঁ সাঁ সাঁ -াঁ | রাঁ রাঁ -সাঁ সাঁ I
০ ন্ এ ০ কো ০ ন্ উঃ ০ স বে ০ ব স্ত ন্ ধ

+
সাঁ -সাঁ ধাঁ পা | ধাঁ -াঁ পা পা I গাঁ -াঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ I
রা ০ চা হে উ ব্ ক্ গু ধে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

+
(সাঁ -রা -সাঁ রা | গাঁ -মাঁ গাঁ -াঁ I -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ) | গাঁ -পাঁ পা পা I
আ ০ জ্ থে মে ০ যা য়্ ০ ০ ০ ০ কা ০ ল চ

+
-াঁ পা পা পা | পাঁ -াঁ -াঁ পা I পাঁ -াঁ পাঁ -াঁ | পাঁ -ধাঁ ধাঁ -াঁ I
০ ক্রে ক্ গ কা ০ ল্ প্র ক্ ০ তি ব্ উ ন্ মা ০

+
ধাঁ ধাঁ পা পা | ধাঁ -াঁ পা -াঁ I মাঁ -াঁ ধাঁ -াঁ | পাঁ -াঁ গাঁ -াঁ I
দি নৌ গ তি উ দ্ ভা ন্ ত ০ পা ন্ থে ব্ দ্ ল্

+
রাঁ -গাঁ মাঁ -পাঁ | গাঁ -াঁ -াঁ -াঁ I -াঁ -াঁ -াঁ -াঁ | গাঁ -পাঁ পা ধাঁ I
শা ন্ ত ০ হ ০ ০ ব্ ০ ০ ০ ০ দি ০ শা হী

+
-সাঁ -াঁ রসাঁ -রাঁ | গাঁ -াঁ -াঁ I -াঁ -াঁ রাঁ -সাঁ | রাঁ -সাঁ -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ -াঁ I II
০ ন্ ধা ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ দি শা পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি

মিশ্র-দাদরা

হায় মেঘ বর বর বাদল সন্ধ্যাখানি,
কোন দূর অলকার যক্ষ-প্রিয়ার
বহিয়া আনিল বাণী।
মন-নির্জনে রামগিরি 'পরে
বিরহী যক্ষ আজি কেঁদে মরে,
উদাসী বিধুর মেঘুর মেঘের
বক্ষে নিশাস তানি'।

পূর্ব মেঘের সজল বাতাসে
কী কথা কহিতে চায়
নির্বাসনে রহি' আজি সে বিরহী
বেদনাতে মূরছায়।
আজি উন্ননা মেঘেরে শুধায়,
“প্রিয়ারে হেরিলে দূর অলকায়
তুমি ছ'জন্যর ব্যথা-বারতা
করিও গো জানাজানি।”

কথা : শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি : শ্রীশচীন মিত্র, বি. এসসি.

সা-⁺ II সা⁺ ঋ⁺ মা⁺ | মা⁺ মা⁺ মা⁺ I পা⁺ দা⁺ মা⁺ | পা⁺ -দা⁺ সর্গা⁺ I
হা য়্ মে ঘ ব র ঋ র বা ঙ ল স ন্ ধা০

পদা⁺ -গদা⁺ দপা⁺ | -পা⁺ (মা-সা)⁺ I মা-⁺ I পণা⁺ -সর্গা⁺ রর্গা⁺ | গা⁺ সর্গা⁺ -রর্গা⁺ I
ধা০ ০০ নি০ ০ হা য়্ কোন্ দূ০ ০৩ অ ল কা০ ০৩

ধণা⁺ -পধা⁺ পমা⁺ | মা⁺ পা⁺ -পগদা⁺ I পা⁺ মপা⁺ জা⁺ | রা⁺ সরা⁺ গা⁺ I
ধ০ ০০ ক০ প্রি যা ০০৩ ব হি০ যা আ নি০ ল

সা⁺ -ঋ⁺ -পা⁺ | মা⁺ -⁺ -⁺ II
বা ০ ০ দী ০ ০

“বাদল সন্ধ্যাখানি.....” ইত্যাদি

I' পা সা | -সা সা সা | ⁺সরা-জর্মজা জরা | ^০সা গসা -পা | I

 ন নি ০ জ নে গা ০ ০ ০ ম গি রি প ০ ০

⁺গরা -সা -া | ^০-া -া -া | ⁺গধা ধা ধা | ^০পধা -গধা গমা | I

 রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ বি র হী ঘ ০ ০ ০ ক

⁺মা দপা জা | ^০গা -পা মা | ⁺মা -া -া | ^০-া -া -া | I

 আ জি কে দে ০ ম বে ০ ০ ০ ০ ০

⁺মা মা গা | ^০মা পা -পগদা | ⁺দপা সনা বসা | ^০দপা মা -া | I

 উ দা সী বি ধু ব ০ ০ মে ০ হ ০ ব মে ০ ঘে ব

⁺গা -া সা | ^০জা ঋা জা | ⁺ঋা -পা মা | ^০-া -া -া | II

 ব ০ কে নি শা স হা ০ নি ০ ০ ০

“বাদল সন্ধ্যাখানি.....” ইত্যাদি

I সা -জা জা | ^০রা জা -মজা | ⁺মা মা মা | ^০জা -রা মজা | I

 পু ব ব মে ঘে ব স জ ল বা ০ তা ০

⁺সা -া -ঋা | ^০গসা-দগা-দা | ⁺দা গা সা | ^০ঋা জা ঋা | I

 সে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কি ক খা ক তি তে

⁺সা -া -া | ^০-া -া -া | ⁺সা দা দা | ^০পা পা পা | I

 চা ০ ০ য ০ ০ নি ঋা স নে র হি

⁺পা সা গা | ^০পা -গা ধা | ⁺মপা -পা -া | ^০জপা -মা -া | I

 আ জি সে বি ০ র হী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

⁺পা মা জা | ^০সা -না -া | ⁺সা জা জা | ^০সা -া -া | I

 বে দ না তে ০ ০ য র ছা ০ ০ য

+ মা পা গা | -মা পা না I না সা রা | না সা I
আ জি উ ন য না মে ঘে রে শু ধা ০

+ -া -া -া | -া -া -া I সা না সা | রা সরী রা I
০ ০ ০ ০ ০ য় প্রি যা রে হে রি লে

+ রা -মজী জী | সরী সনা -ধনা I -সা -া -া | -া -া -া I
দৃ বৃ অ ন কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

+ পা গা সা | সা পণা -সরা I সা গসা পা | মপা মা -জা I
তু মি হু জ না ০ বু ০ বা থা ০ বা র ০ তা বু

+ রা সরা গা | গা সা ঋা I ঋা -পা মা | -া -া -া I I I
ক রি ০ ম গো জা না জা ০ নি ০ ০ ০

“বাদল সঙ্ঘাথানি.....” ইত্যাদি

গান

শ্রীরমেন চৌধুরী

প্রিয়া ঘুমায়ে পড়িলে নাকি ?

মোর হয়ে চাঁদ মিনতি জানায়

এখনো দেখনি তা কি !

বকুলের বাস আকুল করিছে

শাখায় শাখায় বাতাস ফিরিছে

মিছে হবে সবী...লগন ফুরালে

মেঘে দেবে পুন ঢাকি' !

হাত ধরি যাই চলো ফুলবনে

ঝুলনায় ছলি গিয়ে,

প্রেমের পরাগ মাখাবো যতনে

জ্যোছনায় মিশাইয়ে !

স্বরে ভরি দিয়ে দূরের গগন

আঁখি পরে রেখ কাজল নয়ন,

যে-কথা বাধিবে তব মুখে প্রিয়া

জানাবে রাতের পাখি !*

* এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে গীত ।

ভান

- ১। ⁺ | ^৩ | ^০ র রঁ রঁ | গঁধা পমা গরা গমা I রা ⁺
- ২। ⁺ | ^৩ | ^০ নঁসাঁ রঁসাঁ গঁধা পধা | গঁধা পমা গরা গমা I রা ⁺
- ৩। ⁺ নঁসাঁ রঁসাঁ গঁধা পধা | ^৩ পঁগঁধা ধপা মগা রগা | ^০ রা পমা গররা গমা | ^১ সররা মরা মপা মপা I
- ⁺
-াঁ না -াঁ গা...
- ৪। ⁺ | ^৩ | ^০ গঁসাঁ রঁগাঁ সঁরা নঁসাঁ | ^১ নঁসাঁ রঁসাঁ গঁধা পধা I
- ⁺ নঁসাঁ রগাঁ সরাঁ নঁসাঁ | ^৩ নঁসাঁ রসাঁ গঁধা পধা | ^০ মপাঁ গমা পগাঁ মপা | ^১ গঁধা পমা গরা গমা I
- ⁺ নঁসঁসাঁ রাঁ রাঁ নঁসমাঁ | ^০ রাঁ রাঁ পপাঁ না | ^১ গাঁ -াঁ -াঁ না | ^১ সঁ না সঁ -াঁ I
- ৫। ⁺ মপাঁ নঁসাঁ রঁসাঁ রঁসাঁ | ^৩ গঁধা পমা গরা গমা | ^০ নঁসাঁ রনাঁ সরাঁ নঁসাঁ | ^১ রমা পরা মপাঁ মপা I
- ⁺ রঁসাঁ রঁগাঁ সঁনা সঁধা | ^৩ গঁধা গপাঁ ধপা ধমা | ^০ রঁসাঁঃ গঁধঃ গঁধাঃ পমঃ | ^১ -াঁ রাঁ মপাঁ I না ⁺

গান

শ্রী অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী

তোমার কাছে অনেক পাবো
এই ছিল মোর আশা।
সবই দিলে—দিলে না হায়,
তোমার ভালোবাসা।
বলতে গিয়ে বারে বারে,
এলাম ফিরে অশ্রুভারে,
ভাঙা বীণার তানে তানে,
ফুটলো না মোর ভাষা।

এই যে আমার মনের রঙে
রাঙিয়েছিলেম ধরা।
দেখেছিলেম আশার আলো,
পাখীর গানে ভরা।
আজ প্রভাতে বিদায় গনে,
এই কথাটাই আগ্ছে মনে,
সবই পেলাম পেলাম না হায়,
তোমার ভালোবাসা।

স্বরলিপি

(রাগপ্রধান)

খাস্তাজ-দাদরা

উঠিল বাঁশরী বেজে

অসময়ে একি রবে!

রহিতে পারি না ঘরে

করি কি উপায় তবে?

বাঁশী ডাকে রাধা রাধা

বোঝে না ত কত বাধা,

রাধার বৃকের ব্যথা

বুঝিবে কে আর কবে।

কথা : শ্রীতড়িকুমার ঘোষ

সুর : শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার

স্বরলিপি : শ্রীছায়া ঘোষ দস্তিদার ও শ্রীমীরা ঘোষ দস্তিদার

স্বারী

II	+	-	-	ধপা	।	ধা	মা	রা	I	মা	-	মা	।	-	-	-	I		
	o	o	বাo	o	শ	রী	বে	o	জে	o	o	o							
	+			পা	পা	।	-	-	-	I	পধণা	পধা	সর্গ	।	সর্গা	-	ধপা	I	
	উ			টি	ল		o	o	উ		টিoo	oo	o	লo	o	oo			
	+			মধা	ধা	ধা	।	গা	সর্গ	সর্গ	I	ধা	সর্গ	সর্গ	।	গা	ধা	ধমা	I
	oo			o	অ	স	ম	য়ে	এ	কি	o	র	বে	oo					
	+			-	-	গা	।	গা	মা	মা	I	গমা	গমপা	মা	।	গমা	-	গসা	I
	o			o		র	হি	তে	পা		রিo	ooo	না	ষo	o	রেo			
	+			-	-	গা	।	সা	গা	মা	I	ধা	-পা	-	।	ধসর্গ	গা	ধপা	II
	o			o		ক	রি	কি	উ	পা		o	য়	ডo	বে	oo			

অন্তরা

II	+	-	-	মা		পা	গা	গা	I	+	-	স	স		পা	স	-	I
	০	০	০	বা		নী	ডা	কে		০	০	ধা	০		বা	ধা	০	
	+	-	-	গা		পা	স	স	I	+	-	গ	গ		প	গ	-	I
	০	০	০	বো		ঝে	না	ত		০	০	০	০		বা	০	ধা	০
	+	-	-	মা		ধা	-	ধা	I	+	-	গা	-	ধা		প	ম	-
	০	০	০	বা		ধা	০	০		০	০	০	০		বা	০	০	০
	+	-	-	সা		রা	মা	মা	I	+	-	পা	-	ধা		প	গা	-
	০	০	০	ব		ঝি	বে	কে		০	০	০	০		বা	০	০	০

স্বরলিপি

গারা-তেওরা

(প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য)

দ্ব্যবসায় ঠাটে গারা রাগিণীর প্রচলন আছে। একটি কাফি ঠাটের ও অপরটি খাযাজ ঠাটের। অবশ্য গারা নিয়ে মতভেদও যথেষ্ট আছে। গারা আঠার বকম কাণড়া শ্রেণীর অন্তর্গত। (১) কাফি ঠাটের গারা সম্পূর্ণ জাতি। এতে দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ ব্যবহার হয়। আরোহীতে পঞ্চম ও অবরোহীতে গান্ধার-ধৈবত বক্রভাবে লাগে। কাফি, দরবারী ও গজব রাগিণীদের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। জোনপুরের সুলতান হোসেন সফী নাকি এই রাগিণী আবিষ্কার করেছিলেন। (২) খাযাজ ঠাটের গারাও সম্পূর্ণ জাতি। এতে দুই নিষাদ ব্যবহার হয়, ইমন বা ইমামন, কলাণ ও বি'বিত (বি'বোটি) রাগিণীদের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে আমীর খস্ক এই ঠাটের গারার প্রচলন করেছিলেন। গারার বাদী ঋষভ, সংবাদী পঞ্চম। রূপ : র গ্, স ধ্, গ্, স ম গ ম র স গ্, স ধ্, গ্, স ধ্, র স ন্ স।

উজল রূপে কে এলে প্রিয়,
আঁধার ঘরে প্রদীপ দিও।
স্বপনে ভাসি ছায়ার পাশে
কামনারাশি গোপনে হাসে,
জীবনে যত ছিল হে বাকী
সে সব এবে ভরিয়া নিও॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

স্বামী

II মা-রা সা | গা-ধা | গা-সা I রা-রা সা | রা-জা | রা সা I
উ জ ল রু ০ পে ০ কে ০ এ লে ০ প্রি য
+
সা মা গা | রা-গা | মা-পা I মা গা মা | -রা-জা | রা সা II
আ ধা র ঘ ০ রে ০ প্র দী প ০ ০ দি ও

অন্তরা

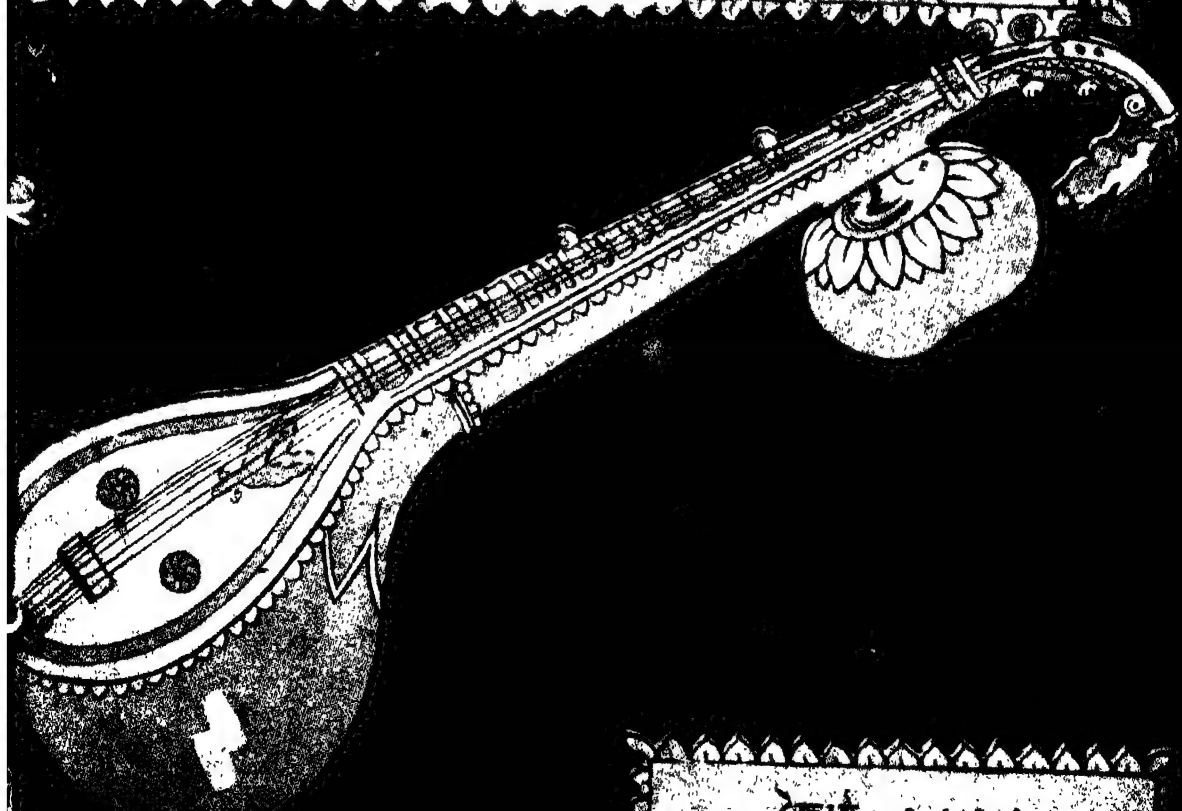
II মা পা মা | গা-ধা | না-সাঁ I সা গা ধা | না-সাঁ | রা-সাঁ I
স্ব প নে ভা ০ সি ০ ছা য়া র পা ০ শে ০
+
সাঁ সা সা | সা-না | সা-সাঁ I সা গা ধা | ধা-গা | ধা-পা I
কা ম না রা ০ শি ০ গো প নে হা ০ সে ০
+
সা মা গা | রা-গা | মা-পা I গা মা গা | গা-ধা | না-সাঁ I
জী ব নে য ০ ত ০ ছি ল হে বা ০ কী ০
+
সাঁ গা-ধা | ধা-গা | ধা পা I মা গা মা | রা-জা | রা-সা II
সে স ০ ব ০ এ বে ভ রি য়া নি ০ ও ০

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমদ্রথমোহন বসু, এম-এ।

ମନିଷା

ପ୍ରବେଶିକା



ଜ୍ୟୋତି : ୧୭୫୬
ପ୍ରକାଶକ : ୧୯୫୬

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা

সঙ্গীতনায়ক ওরাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

২৫শ বর্ষ, সন ১৩৫৫ সাল।

সম্পাদক—

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সঙ্গীততত্ত্ববিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম. এ.

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কার্যাবধায়ক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

ভট্টাচার্য্যকগণঃ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই
নাটোরাদিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
কাশিমবাজারাদিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
শ্রী হরিশঙ্কর পাল কে-টি
বায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম. এ, ডি-লিট (প্যারিস)
ওস্তাদ আলিউদ্দিন খাঁ সাহেব (মাইহার ষ্টেট)
মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণকার) সাহেব
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়
ডাঃ অমিরনাথ সাক্তাল
শ্রীযুক্ত দুর্গাধর শ্রীতিহার্য্য

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
মিসেস কে, সি, দে
শ্রীযুক্ত বাণী দেবী D. Mus সঙ্গীত ভারতী
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, কাব্যব্রতাকর
শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দত্তিদাব
শ্রীযুক্ত শৈলজীবন মজুমদার
শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি. এলসি
শ্রীযুক্ত বামিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার ভট্ট চৌধুরী বি. এ.
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

বাদ্যযন্ত্র ব্যবসারের রতাসই অদ্বিতীয় রডাস এণ্ড কোং



১৪, বেন্টিক্স স্ট্রীট
কলিকাতা

• ফোন—ক্যালকাটা ১২৮৭

—ভারতীয় সঙ্গীতের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ—

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত আলাপের বই

রাগালাপ—৩

স্বরশিল্পী পঙ্কজ মল্লিক কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ
কবি বাণীকুমার রচিত আধুনিক গানের বই—

স্বরলিপিকা (১ম)—২৥০

এ (২য়)—২।০

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

প্রবেশিকা সঙ্গীত

২য় সংস্করণ বর্ধিতরূপে শীঘ্রই

প্রকাশিত হইবে।

মসিদ খাঁর ছাত্র শ্রীবীজকুমার বসু প্রণীত

তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী

ছাপা, কাগজ এবং প্রচ্ছদগট মনোরম। মূল্য—২।।০

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল!

সুরের লিখন—২৥০

কথা: গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি: কুমার শচীন্দ্র দেববর্মা

কবি অজয়কুমারের রচনা-মাধুর্য্যে ও শচীনবাবুর স্বর-
নৈপুণ্যে গানগুলি ভরপুর।

সুরের মালা—২৥০

কথা—শ্রীশৈলেন রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্কগায়ক)

কবি শ্রীশৈলেন রায় রচিত প্রায় ত্রিশটি কাব্যসঙ্গীত,
কীর্তন, ভজন গান এই পুস্তকে সন্নিহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী শেকালিকা শেঠ প্রণীত

সঙ্গীত-শাস্ত্র-কণিকা—১৥০

(সঙ্গীতের ঔপপত্তক-বিস্তারিত অভিনব পুস্তক)

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার বাণীন অগ্রহণপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোল্লেখ করিবেন।

সূচীপত্র

বৈদিক সঙ্গীত—		সেতারের গৎ—	
স্বামী শঙ্করানন্দ	২১	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	৩০
স্বরলিপি—		উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা—	
শ্রীমতী বীণাপানি মিত্র	২৪	শ্রীরাজেশ্বর মিত্র	৩২
ভজন—		সর্গম—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস	৩৬
শ্রীবিনয়ভূষণ দ্যশগুপ্ত	২৬	স্বরলিপি—	
স্বরলিপি—		শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৩৭
শ্রীঅনিল দাশগুপ্ত	২৭	সংবাদ	৩৮

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার গ্রাহকদিগের নিয়মাবলী

- ১। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস বা সংখ্যা হইতে গ্রাহকভুক্ত হওয়া যায়।
- ২। প্রতি সংখ্যা : ১৮০। বার্ষিক মূল্য : ৩৬০। যাত্রাসিক : ২০।
- ৩। বিজ্ঞাপন ও রচনা-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন।
- ৪। বাবতীয় চিঠিপত্র কার্য্যাত্মক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই নাম ও ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, গীতসাগর, বি-এ কৃত

মীরা-ভজন-মালা

ইহাতে ২০খানি মূল মীরাবাসীর হিন্দী ভজন গান ভাবার্থ ও স্বরলিপি ও ৫ খানি বাংলা মীরার ভজন স্বরলিপি সহ সম্মিষ্ট আছে। মূল্য—২০ টাকা।

সংগীতসুধাকর শ্রীকান্তিকচন্দ্র রায়ের

গানের মুকুল—১।০

সুর-বানী—৩

গানের মুকুল—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী, সহজতর বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত (৩৬) ছত্রিশখানি গানের সহজ স্বরলিপি ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাথমিক বাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুরবানী—সরস্বাদারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগ-রাগিণী সমন্বিত ও কীর্তন, বাউল, ভজন ইত্যাদি (৪২) বিয়ান্নিশখানি গানের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার কালীন অল্পগ্রহণপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নানোন্নত করিবেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী বি. এম. প্রণীত

সঙ্গীতের কয়েকখানি অমূল্য অবদান

- ১। তারের স্বপ্ন—১৪টি সবিস্তার গৎ ও সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ২। সুর-সারথি—৮১টি রাগের আলোচনা ও স্বর বিস্তার।
- ৩। তারের ঝঙ্কার—সঙ্গীতের ঔপপদ্ধিক আলোচনা, ৪০টি সবিস্তার গৎ এবং যে সকল রাগের গৎ দেওয়া হইয়াছে উহাদের রাগ-বিচার এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ।
- ৪। সুরের স্বপ্ন—২৪টি রাগের সম্পূর্ণ ও সবিস্তার আলাপ।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান :—

গ্রন্থকার
“ভবানীপুর লজ”
ময়মনসিংহ

আর. বি. দাস
৮ সি লালবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

ভারতীয় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকদের
জীবনের গীতি-স্মারিকা। বাংলা গীতি-কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব
প্রচেষ্টা। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়।

“মানুষের জয়গান”

(প্রথম পর্ক)

কথা, সুর ও স্বরলিপি : শ্রীরবন্দ্র নাগ

* দ্বিতীয় পর্ক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক : এন, এম, রায়চৌধুরী লিমিটেড

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীনির্মালকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সিরিজ
“সর্বমঞ্জরী” মালার ত্রৈমাসিক পুস্তক

২১. সুরমঞ্জরী ২১

[স্ববিজ্ঞান সন্দীপ্ত সকল ভাষা ও অঙ্গের অপূর্ণ]

— সঙ্গীত ও কথাসাহিত্য সংকলন —

সাহিত্য রচনাধীন পূর্বক প্রকৃত সঙ্গীত সাধনা করিতে
হইলে সখর আট আনার Post Stamp পাঠাইয়া
ইহার ২য় ভাগের নমুনা গ্রহণ করুন।

“কেদার-কুটীর”—পোঃ নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ (বেঙ্গল)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ

মহোদয় কর্তৃক উক্ত প্রণয়িত ও সঙ্গীতকুশল

কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী প্রণীত

সুরের বারনা—১৬/০

এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রণালীর হিন্দী গান, তান, বাঁট,
আলাপ, প্রভৃতি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

আর, বি, দাস—কলিকাতা।

অর্ডার দিবার কালীন অল্পগ্রহপূর্বক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নামোন্মেষ করিবেন।

—সদ্য প্রকাশিত হইল—

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

শৌরীন্দ্র গীতলিপি—৫

এই পুস্তকে ৯৩টি প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় ও তৎসমূহের ১১০টি

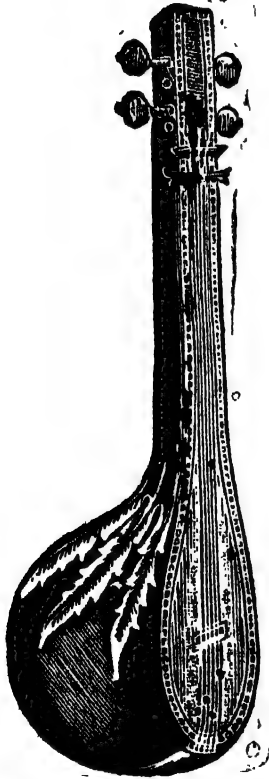
বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন প্রকার গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী।

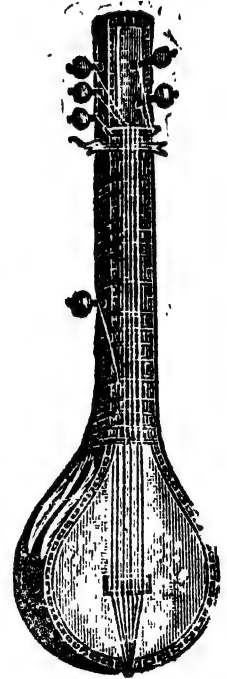
আর, বি, দাস—কলিকাতা

আধুনিক রুচিসন্মত সঙ্গীতবিধি তারের

—বাণ্যযন্ত্র—



অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা নিম্নিত
সেতার, এসাজ, তানপুরা,
উচ্চাঙ্গের তরফদার - সেতার,
স্বরোদ প্রভৃতি তারের যন্ত্র সকল
সময়ে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।



তরফদার সেতার—১১টি তরফ তার, ৭টি কাণ

২টি লাউ ৩২", ডাণ্ডি, পর্দা নিকেল উৎকৃষ্ট

উপাদানেবিশিষ্ট কারিকর দ্বারা প্রস্তুত— ২০০

এ —স্পেশাল কোয়ালিটি, ৩২" ডাণ্ডি,

পর্দা নিকেল হংসমুখযুক্ত, ওস্তাদদিগের

ব্যবহারোপযোগী— ২৫০

—অন্যান্য বাণ্যযন্ত্রের জন্য পত্র লিখুন—

আর, বি, দাস—কলিকাতা



ষড়বিংশ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল

২য় সংখ্যা

বৈদিক সঙ্গীত

স্বামী শঙ্করানন্দ

বেদ হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। ইহা ছন্দোবদ্ধ পদে গ্রন্থিত। এই ছন্দোবদ্ধ পদসমূহ যে স্বরে গীত হইত তাহাই বর্তমানে সাম গান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রাদি হইতে সপ্তস্বরের ক্রমিক বিকাশের কথাই জানিতে পারা যায়। সুতরাং বৈদিক সপ্তস্বরও যে ক্রম-বিকশিত হইয়াছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

স্বরসমূহের ক্রমবিকাশের পূর্বে যে অবস্থা ছিল, তাহা এক প্রকার একঘেয়ে স্বর। তাহা একস্বরে গীত হইত। ইহঁদের নাম ছিল আর্চিক। আর্চিক শব্দটি ঋচ শব্দের বিশেষণ। ঋচ শব্দ দ্বারা বেদের ছন্দোবদ্ধ পদকে বুঝায়। সুতরাং যে সকল ঋচ বা স্তোত্র একঘেয়ে একস্বরে গীত হইত তাহাই আর্চিক।

ইহার পরের অবস্থার আর একটি স্বর সংযুক্ত হইল। এই সময়ে পূর্বের একঘেয়েমি ভাব অনেকটা দূর হইল। দুই স্বরে যে সকল বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তি করা হইত, তাহা-দিগকে গাথা বলা হইত। বিশ্বামিত্র ও বিশ্বামিত্রের বংশধরগণের ভিতর এই স্বর বোধ হয় প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল। সেইজন্তই বিশ্বামিত্রকে ঋক্বেদে ‘গাথিনো’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর আর একটি স্বর সংযোজিত হইল। সুতরাং এখন স্বরসমষ্টির সংখ্যা হইল তিন। এই সময়ে এক-ঘেয়েমি তো পূর্ণমাত্রায় দূরীভূত হইলই বরং নব স্বরের মাদুর্য আর্ষণকে যুগ্ম করিয়া রাখিয়াছিল। সেইজন্ত তিন স্বরে বেদগান বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল। মনে হয়

রাগবিবোধকার সোমনাথ যখন আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন তখন এইরূপ তিন সুরের একত্র সম্মিলন লক্ষ্য করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন “স্বরভূ স্বর”। বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসার ফলে এই ত্রিস্বর সমষ্টির আদি কোথায় তাহার জ্ঞান সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছিল। ইহারও পূর্বে যে আরও দুইটা ধাপ ছিল তাহার কোনও প্রকার স্মৃতিই ছিল না। এই ত্রিস্বর সমষ্টি হইল “সা মা পা।”

ইহার পরে ক্রমে স্বরাস্তর, ওড়ব, খাডব ও সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া সঙ্গীত পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিয়াছিল।

সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের এই সকল ধাপসমূহের সন্ধান না পাওয়ার কারণ হইল প্রগতিশীল বৈদিক-সমাজ। নব নব স্বরের আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী সমাহার অধিকতর ঐতিমনোহর হওয়ায় আদি সমাহার সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। তবে প্রগতিশীল আর্থ সমাজে রক্ষণশীল শ্রেণীও ছিল। এই রক্ষণশীল শ্রেণীর ভিতরেই প্রাচীন সুরসমষ্টির সন্ধান করিতে হইবে।

একটি নিম্নম সর্বদেশেই প্রযুক্ত, তাহা হইল সমাজের উচ্চশ্রেণীরা অবিরত পরিবর্তনশীল বা প্রগতিশীল। সমাজের নিম্নতরে যাহারা থাকে তাহারা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল। জাতির প্রাচীনতম কৃষ্টির কিছু কিছু এই স্তরেই রক্ষিত থাকে। রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব নহে। এ দেশের উচ্চশ্রেণীদের ভিতরও কোনও না কোনও স্থানে ক্রমবিকাশের প্রাচীনতম ধারার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস যে কতকটা সত্য তাহা জয়পুরে সঙ্গীতবিশারদ ডাঃ তাম্পের সহিত আলাপ করার ফলে বুঝিতে পারা গিয়াছিল। ডাঃ তাম্পে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তিন চারি বৎসর পূর্বে আমাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সঙ্গীতশাস্ত্র অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহার ফলে সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ধারা জানিতে পারি এবং আদি স্বর আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি

বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। আলোচনার ফলে তিন প্রকার স্বর-সমষ্টি বাহির হইয়া পড়িল যেমন, সা মা পা, নি রে সা, ধা সা রে। ইহার ভিতর সা মা পা সম্বন্ধে রাগবিবোধকারের কথা আমার সিদ্ধান্তের অল্পকূলে হওয়াতে সিদ্ধান্ত যে সত্য তাহা বুঝা গিয়াছিল। ডাঃ তাম্পে মহারাষ্ট্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ, তিনি নিত্য বেদগান করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমার আবিষ্কারের কথা বলি। তিনি বলেন যে, বৈদিক গান তাঁহারা তিন সুরেই গান করিয়া থাকেন এবং তাহা নি রে সা এই তিন সুরে গীত হয়। এই সময়ে জয়পুরে নাগরিকগণের এক প্রকার গানও শুনিতে পাই। আমার মনে হইল ইহাতে সকল সুর যোগ হয় নাই। আমার অনুমানের কথা ডাঃ তাম্পেকে বলাতে তিনি তাহা স্বীকার করিলেন এবং ঐ লোকসঙ্গীতটী নিজে গান করিয়া শুনাইলেন। দেখা গেল এই লোকসঙ্গীতে ধা সা রে এই তিনটি স্বর মাত্র লাগিয়াছিল। সুতরাং যে তিনটি স্বর সামিক স্বর বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকটিরই অস্তিত্ব রহিয়াছে। ফলে এই পদ্ধতিতে অল্প যে সকল স্বর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

নারদীয় শিক্ষা, সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীত দামোদর অন্তত উপায়ে সপ্তস্বরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা সপ্তস্বর সপ্ত প্রাগীজাত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

নারদীয় শিক্ষা—সা—ময়ুর; রে—গো; গা—অজ; মা—ক্রোধ; পা—কোকিল; ধা—অশ্ব; নি—হস্তী।

সঙ্গীত মকরন্দ—পা—চাতক।

সঙ্গীত রত্নাকর—পা—চাতক; মা—ভেক।

নারদীয় শিক্ষা, সঙ্গীত মকরন্দ ও সঙ্গীত রত্নাকরের উপরোক্ত বিবৃতিতে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যই ভিন্ন ভিন্ন সুরসমষ্টির অনুমান করিয়াছে। পূর্বে যে তিনটি স্বরসমষ্টির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা যথাক্রমে—

নারদীয় শিক্ষা—সা, মা, পা।

সঙ্গীত মকরন্দ—ধা, সা, রে।

সঙ্গীত রত্নাকর—নি, রে, সা।

সঙ্গীত শাস্ত্র স্বরের নির্দেশক যে প্রাণীসমূহের নাম
রহিয়াছে তন্ত্রের সাহায্যে তাদের নিম্নলিখিত প্রকৃতি
জানিতে পারা যায়।

নারদীয় শিক্ষা—	তাত্ত্বিক বীজ
সা—মধুর—	ল, ত, ফ, র, ক।
রে—বৃষ—	শ, ধ।
গা—অজ—	ঐ।
মা—সারস—	ঐ, ম, স, জাঁ।
পা—কোকিল—	প।
ধা—অশ্ব—	:।
নি—হস্তী—	শ।

সঙ্গীত রত্নাকর

পা—চাতক—	চ।
ধা—ভেক—	ম।

সঙ্গীত মকরন্দ

ধা—ভেক—	ম।
---------	----

তন্ত্রের সহায়ে এই সকল বীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে
কে তাহাও জানা যায়। যেমন :—

ত, ক, য, প, চ:—	মকরত বা স্বর্ষ।	সা, রে, পা, ধা।
র, ঐ, ফ	—অগ্নি।	সা, গা, মা।
ল	—পৃথিবী।	সা।
শ, ম, জাঁ	—আকাশ।	মা, ধা, নি।
স	—জল।	মা।

ভারতীয় কৃষ্টির ক্রমবিকাশ একটি নির্দিষ্ট গতিবিশিষ্ট।
বৈদিক দেবতা, দার্শনিক তত্ত্বসমূহ, পঞ্চভূত প্রভৃতি সমস্তই
একই প্রকারে ক্রমবিকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্রেও যে
তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহা তিনটি বৈদিক স্বরের
অস্তিত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায়। দেখা যায় তিনটি
স্বরের অধিদেবতা তিন বৈদিক দেবতা মকরত,

আকাশ ও পৃথিবী। যেমন—মকরত,—পা, রে; আকাশ
—মা, ধা, নি। পৃথিবী—সা। সুতরাং এই স্থানে
তিনজন বৈদিক দেবতাকে স্বরত্রয়ের অধিষ্ঠাতা রূপে দেখা
যাইতেছে। ইহার মকরত, বরুণ বা ইন্দ্র এবং আদিত্য।
এই তিন দেবতার সম্মান পাওয়াতে আদিক্রমবিকাশের
ধারাও আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আরও জানি
বেদে প্রথমে এক দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, তিনি
ছিলেন বরুণ। বরুণই আকাশ, তাহাকে রাত্রির আকাশ
বলা হইত। তাহার সহস্র চক্ষু। আকাশের তারকারাজিই
তাহার চক্ষুসমূহ। সঙ্গীতেও আকাশ বরুণের স্বর
রহিয়াছে। মা, ধা, নি এই তিনটি আকাশবাচী স্বর
হইতেই তিন সপ্তমায়ে বৈদিক স্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল।
প্রথম স্বরের নাম ছিল আর্চিক। নারদীয় শিক্ষা, সঙ্গীত
রত্নাকর ও সঙ্গীত মকরন্দ এই তিন গ্রন্থ অথবা আর্চিক
স্বর যথাক্রমে মা, ধা ও নি-তে গীত হইত (উদাত্ত মধ্যম)।

দ্বিতীয় অবস্থায় বৈদিক সমাজ স্বর্ষ বা মকরত বরুণের
সহিত উপাসীত হইতে লাগিলেন। এই সময়ের ধারণা
বৈদিক শব্দ মিত্রাবরুণ, ইন্দ্রাবরুণ প্রভৃতি হইতে জানিতে
পারা যায়। সুতরাং দ্বিতীয়াবস্থায় মকরতের ধ্বনি সংযুক্ত
হইল। মকরতের ধ্বনি পা, রে। সুতরাং এই সময়ের স্বর
বাহার নাম গাধা, তাহা যথাক্রমে হইল, মাপা, রেধা, নিরে।

তৃতীয় অবস্থায় পূর্বোক্ত দেবতাগণের সহিত পৃথিবীও
সংযুক্ত হইলেন। এই সময় স্বর্ষ ও আকাশের সংযোগ
হিয় হইয়া সংযোগ হইল পৃথিবী ও আকাশ। তাই
বেদে এই সময় হইতে জাভা পৃথিবীর আবির্ভাব
দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তৃতীয় স্বর হইল পৃথিবীর।
পৃথিবীর স্বর সা। সুতরাং এই সময়ে, সামাপা, রেধাসা
নিরেসা এই সামিক স্বরসমষ্টির যথাক্রমে উদ্ভব হইল।

চতুর্থ অবস্থায় অগ্নি সংযুক্ত হইলেন। প্রথম অবস্থায়
অগ্নি ও স্বর্ষ একই দেবতা ছিলেন। পরে অগ্নি স্বর্ষ হইতে
পৃথক হইলেন। সুতরাং চতুর্থ স্বর হইল অগ্নির। অগ্নির

স্বর গা। এই সময়ে সামাপা গা; রেধাসাগা, নিরেসাগা
এই স্বরসমূহের সৃষ্টি হইল।

এই চারিটি স্বর নিম্নলিখিত চার্টের সাহায্যে বুঝা
সহজ হইবে।

নারদীয় শিক্ষা—সঙ্গীত রত্নাকর—সঙ্গীত মকরন্দ

আর্চিক	—	মা	—	নি	—	রে
গাথিক	—	মাপা	—	নিরে	—	রেধা
সামিক	—	সামাপা	—	নিরেসা	—	রেধাসা
স্বরাস্তর	—	সামাপাগা	—	নিরেসাগা	—	রেধাসাগা

এই চারিটি স্বর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধারণা ছিল। সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পথনির্দেশক মাত্র।

সঙ্গীতশাস্ত্রবিশায়দগণের অবগতি ও আলোচনার জন্য
উপরোক্ত স্বরসমূহের ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণিত হইল।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে জানিতে পারা যায়, যখন
স্বরাস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল তখনই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের
প্রকাশিত স্বরসমষ্টির সংখ্যা ছিল সাত। স্মরণ্য আধুনিক
সপ্তস্বর এই তিন সম্প্রদায়ের একত্র মিলন হইতে যে হয়
নাই তাহা বলা অসম্ভব। বরং এই তিন সম্প্রদায়ের
একত্র মিলন হইতেই পরবর্তী কালের সপ্তস্বরের আবির্ভাব
হইয়াছিল মনে করাই স্বাভাবিক।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা সঙ্গীত সমাজে বৈদিক

স্বরলিপি

কবীরের ভজন

মন করলে প্রভু সে প্রীত্।

অ্যায়সো সময় বাহোরি, নেহি পাইয়ো, যাহা
যাঁই ছায় অবসর বীত্॥

ত্যান সুন্দর ছবি দেখা না তুলো
বালুকি ছায় ভিত্;

সুখ-সম্পদ স্বপ্নেনিকি বাতিয়া

য্যয়সে তৃণপর শীত ॥

করম পরম সুখ পাওয়ে,

সোহি করম করো মিত্;

শরণ আওয়ে সোঁ সবহি উবারে,

ইয়ে হি প্রভুকে রীত্ ॥

কহত কবীর শুনো ভাই সাধো

চলি ছ' মায় দলজিত ॥

স্বর ও স্বরলিপি : শ্রীমতী বীণাপাণি মিত্র।

মা পা II ধা -া -া গা। ধা -পা মা পা I মা -া -া -পমা। -জা -রা সা -া I

ম ন ক ০ ব লে ঞ ০ তু সে প্রী ০ ০ ০০ ০ ০ ত্ ০

সা -া -া রা। মা -পা পা ধা II ধা -া -মা -া। -া -া "মা পা" I

ক ০ ব লে ঞ ০ তু সে প্রী ০ ত্ ০ ০ ০ ম ন

(গা -১ -১ গা|গা -১ গা গা I ধগা-সী -১ -১|-ধপা-মা-পা-মা) II
ক ০ ব্ সে থ ০ হু সে খী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত্

সা -১ -১ রা|রা -মা মা পা I ধা -১ -১ মপা|মা -১ ধা গা I
আ ০ ব্ সে স ০ ম য বা ০ ০ হো ০ রি ০ নে হি

সী -১ -১ না|সী -১ গা -১ I (ধা -১ -১ সী|ধা -১ পা মা I
পা ০ ০ ই ধো ০ ধা ই হা য্ ০ অ ব ০ স র

পা -১ -১ -১|-মপা ধা -১ -১) II
বী ০ ০ ০ ০ ০ ত্ ০ ০

মা গা II মা-ধা ধা ধা|ধা -১ ধা -না I -১ সীসী সী|সী -১ সী -১ I
তা ন হ্ ন্ দ র ছ ০ বি ০ ০ দে ধা না হু ০ লো ০

না -১ -১ সী|না -১ ধা -১ I পা -১ -মা -১|সগা -১ গা গা I
বা ০ ০ লু কি ০ হ্যা য্ ভী ০ ০ ০ ০ ত্ ০ হ্ থ

গা -১ -সী রী|রী -১ -জী -মী I রী -১ রী-জী|রসী-গা সী রী I
স ০ ম্ প দ ০ ০ ০ ০ ০ প্ নে কি ০ ০ বা তি

সগা -১ -১-সগা|-দা-পা-মা -১ I মা -১ -১ পা|গা সী রী জী রী I
যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় ০ য্ সে ত্ ৭ প ব ০

সগা -১ -১ -১|-১ -১ "গা সী" II
সী ০ ০ ০ ০ ০ ত্ ব ন

সা সা II সা রা মা জা | রা সা ধা গা II সা -া মা -া | -া -া -া মা গা II
ধা হা ক র ম প র ম স্ থ পা ০ ঘে ০ ০ ০ সো হি

মা -ধা ধা ধা | ধা -গা সা -গা II ধা -া -া -া | -ধা -গা -সা -া II
ক ০ র ম ক ০ রো ০ মি ০ ০ ত্ ০ ০ ০ ০

সী -মা সী রা | সী -া গা ধা II পধা গা ধা পা | মপা -ধপা মজা -া II
শ ০ র গ আ ও ঘে সো স০ ব্ হি উ বা ০ ০ ০ রে ০ ০

মা -ধা ধা ধা | মা -ধা ধা গা II ধগা -সা -া -া | -া -া -া সজ্জা II
ই ০ ঘে হি প্র ০ ভূ কে রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত্ ০

রা সী সী গা | ধা -া ধা -া II মা গা ধা পা | মপা -ধপা মজা -া II
ক হ ত ক বী ০ ব ০ শু নো ভা ই সা ০ ০ ০ ধো ০

সা সা মা -া | -া -া -া সা -না II সা সা মা -া | -া -া -া সা -না II
চ লি হ্ ০ ০ ০ মা য্ চ লি হ্ ০ ০ ০ মা য্

সা রা -সা রা | মা -পা পা ধা II ধা -া -মা -া | -া -া -া "মা পা" II II
চ লি ০ ভ মা য় দ ল জি ০ ০ ০ ০ ত্ ম ন্

ভজন

ধামা—কাহানবা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কৃপা কর গিরিধারী ।

সুন্দর শ্যামল চরণ শতদল

কৃষ্ণকিশোর বনচারী ।

তুষাকাতর চকোর চিত মাঝে

মাগিয়া কৃপা তব জাগিয়া আজো আছে ;

বংশীরব তব ধ্বনিয়া অভিনব

মানসলোকে এস সকল তাপহারী ।

স্বরলিপি

টৈভরবী—একতাল

শ্রামা মায়ের চরণ পেলে

হৃদয় আমার করব উজ্জল,

জীবন ভরে' পূজবো মায়ের

ছুটি রাজ্য চরণ-কমল।

সবাই তোরে দেয় মা জানি

কত জবার মালা আনি'

আমি তোরে পূজবো মাগো,

দিয়ে হৃদয় মোর শতদল ॥

জানিনে মা মন্ত্র আমি

কেমন করে পূজব তোরে,

তুই যদি মা অন্তরযামী

রাখ্ গো মোরে চরণ 'পরে।

সাধ যদি তোর জবার মালা

সাজিয়ে দেবো বরণ ডালা,

লুটিয়ে দেবো এ দেহ মোর

ধরবো বুকে তোর চরণতল ॥

কথা—শ্রীরমেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিল দাশগুপ্ত

স্থায়ী

II + 0 | 0 1 1 | পা | দা পা পা I
0 0 শ্রা মা মা য়ে

+ 0 | 0 1 1 | সজা জা-মা | মা পমা -1 I
চ ব ০ ০ গ পে লে ০ হ ০ দ য় আ মা য়

+ 0 | 0 1 1 | সা -পা | পা পদা -পা I
ক ০ য় ব ০ ০ উ জ ল ০ জী বন ড রে ০ ০

+ 0 | 0 1 1 | সা শ্রা জা | জমা -1 -1 I
মা গা দপা -মা পা মা সা শ্রা জা জমা -1 -1
পু জ বো ০ ০ মা য়ে ছ টি রা জা ০ ০

+ 0 | 0 1 1 | সা -সা | -1 -1 পা | দা পা পা II
জা পমা-জমজা | শ্রা সা -সা -1 -1 পা দা পা পা
চ ব ০ ০ ০ গ ক য় ল ০ ০ শ্রা মা মা য়ে

অন্তরা ও আভোগ

II + |
| জ্ঞা মা - | মা গদা - গা I
স বা ই তো বে ০ ০
সা ধ ব দি তো ০ ব

+ গা সা সা | সর্গা সা - | গা গর্গা সা | সা - সর্গা - সর্গা I
দে য় মা আ ০ নি ০ ক ত ০ জ বা ০ ০ ০ ব
জ বা ব মা ০ লা ০ সা দি ০ যে দে বো ০ ০ ০

+ গা দর্গা - সর্গা | দা পা - | - পা - পা | দা গা সা I
মা লা ০ ০ ০ ০ আ নি ০ ০ ০ আ মি তো রে
ব ব ০ ০ ০ ০ ০ ডা লা ০ লু টি যে দে বো ০

+ পা - গা দপমা | পা মা - | সা জ্ঞা জ্ঞমা | জ্ঞা - মা - I
পু জ বো ০ মা গো ০ দি যে জ ০ দ য় ০
এ ০ দে ০ হ মো ব ধ ব বো ০ ব কে ০

+ জ্ঞমা - পমা সা | গা সা - | - পা - পা | দা পা পা* II
যো ০ ০ ব শ ত দ ল ০ ০ জা মা মা য়ে
তো ০ ০ চ বণ ত ল ০ ০ জা মা মা য়ে

সংগারী

II + |
| গা গা সা | সা সা গা I
০ ০ আ নি নে মা

+ জ্ঞা - মা | মা মা - | - গা - গা | জ্ঞা গা জ্ঞা I
ব গ জ আ মি ০ ০ ০ কে বন ক রে

+
মা -পমা জমজমা | ঋ সা -া | ঁ -া -া পা | ং পা দা পা I
পু ০ জ় বো ০ ০ তো রে ০ ০ ০ তুই ব দি মা

+
পা -পা গদা | -পমা পা মা | সা -জা জা | জমা জা -মা I
অ ন ত ০ ০ ব় যা মী রা খ্ গো মো ০ রে ০

+
জপা জমা -জমজমা | ঋ সা -া | ঁ -া -া পা | দা পা পা II
চ ০ র ০ ০ ০ ৭ প রে ০ ০ ০ শ্রা মা মা য়েব

“সাধ যদি তোর জবার মালা” পর্যন্ত গাহিয়া হ্রস্ব তথা হইতে ভাব অলঙ্কার নিয়ম রূপ দিতে হইবে।

II { +
| ঁ সা -া -া | ং -া -া -া I
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০

+
পদা -গর্সী -ঋ | ঁ -া -া -া | সা -ঋ -জা | ং -জা -ঋ -গর্সী I
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

+
-া -া -া | ঁ -া -া -া | সখসা গগণা দগদা | পদপা মপমা জা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০

+
জা মা মা | ঁ মা গদা -গা | ঁ সা -সা | ং ঋ সা -া I
সা ধ ব দি তো ০ ব় জ বা ব় মা ০ লা ০

+
-া -া -া | ঁ -া -া -া | ০ | ০ II
০ ০ ০ ০ ০ ০

“সাজিয়ে দেবো……” ইত্যাদি

* গায়ক গায়িকা হ্রস্ব সঙ্গতি বজায় রাখিয়া টঙ্কা চালে এমনি আরও অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে পারেন।

সেতারের গৎ

দুর্গা-ত্রিতাল

স্বরলিপি—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

স্থায়ী

II +

| °

| °

১
| সা ররা মা পা I
ডা ডিরি ডা রা

+
ধা -া ধা পা | মা পপা ধধা পপা | মা -মঃ রা -রঃ সা | সা ররা মা পা II
ডা ° ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব ডা ব ডা ডা ডিরি ডা রা

অন্তরা

II +

| °

| °

১
| মা পপা পা ধা I
ডা ডিরি ডা রা

+
-া ধা সঁ সঁ | পা ধধা সঁ সঁ | সা -সঃ ধা -ধঃ পা | পা ধধা ধা ধা I
ব ডা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব ডা ব ডা ডা ডিরি ডা রা

+
-া পা মা পা | মা পপা ধধা পপা | মা -মঃ রা রঃ সা | সা ররা মা পা II
ব ডা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব ডা ব ডা ডা ডিরি ডা রা

তান

১! +

| °

| °

১
| সসা ররা মমা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+
পধা পপা মমা পপা | সঁ ধধা পধা পপা | মা -মঃ রা -রঃ সা | সা ররা মা পা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ব ডা ব ডা ডা ডিরি ডা রা

২। +

৩

০

১
| সর্গী সর্গী ধধা পপা |
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি

+ ৩ ০ ১
মমা পপা ধধা পপা | সর্গী - সর্গী ধা ধা পপা | মা - মঃ রা - রঃ সা | সা ররা মা পা |
ভিরি ভিরি ভিরি ভিরি ডা ব্ ডা ব্ ডা ডা ব্ ডা ব্ ডা ভা ভিরি ডা রা

ঝালা

+ ৩ ০ ১
সা -া -া -া | রা -া -া -া | মা -া -া -া | পা -া -া -া |
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

+ ৩ ০ ১
ধা -া -া -া | সর্গী -া -া -া | রর্গী -া -া -া | সর্গী -া -া -া |
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

+ ৩ ০ ১
সর্গী -া -া -া | ধা -া -া -া | পা -া -া -া | মা -া -া -া |
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

+ ৩ ০ ১
পা -া -া -া | মা -া -া -া | রা -া -া -া | সা -া -া -া |
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

তেহাই

+ ৩ ০ ১
সা ররা মা পা | ধা -া সা ররা | মা পা ধা -া | সা ররা মা পা |
ডা ভিরি ডা রা ডা ০ ডা ভিরি ডা রা ডা ০ ডা ভিরি ডা রা

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা

(পূর্বস্মৃতি)

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

মুসলমান যুগঃ প্রারম্ভ

যে সমস্ত সঙ্গীত শাস্ত্র আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ হোলো 'সঙ্গীত রত্নাকর'। এই গ্রন্থের রচয়িতা শারঙ্গদেব ১২১০ থেকে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এর বাসভূমি ছিল বর্তমান হায়দ্রাবাদের উত্তরে অবস্থিত দোলতাবাদে—পূর্বে এই দোলতাবাদের নাম ছিল দেবগিরি। ভারতে তখন মুসলমানদের দাসরাজত্ব চলেছে।

সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থটি সাত ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে স্বর সঙ্কে নানা আলোচনা করা হয়েছে বলে এর নাম স্বরাধ্যায়। এই অধ্যায়ে রাগ সঙ্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কতকগুলি পারিভাষিক আলোচনা আছে—এর নাম প্রকীর্তাধ্যায়। চতুর্থ খণ্ডের নাম প্রবন্ধাধ্যায় খাত্ত প্রভৃতি সঙ্গীত রচনার নিয়মাবলী নিয়ে। এতে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের নাম যথাক্রমে তাল্যাধ্যায়, বাজ্যাধ্যায় এবং নৃত্যাধ্যায়।

এই গ্রন্থের সবস্বত্ব সাতটি টীকা আছে বলে জানা যায়—চারটি সংস্কৃত ভাষায়, একটি হিন্দুস্থানিতে এবং দুটি তেলেগু ভাষায়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই চারটি টীকার মধ্যে দুটি টীকার সন্ধান পাওয়া গেছে—একটি সিংহভূপালের অপরটি কল্লিনাথের কৃত। সিংহভূপাল খৃষ্টীয় ষাটশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কল্লিনাথ এই গ্রন্থের টীকা খৃষ্টীয় চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে রচনা করেন বলে ধারণা করা হয়। কল্লিনাথ রাগ সঙ্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তাঁর

নামে একটি মতও প্রচলিত আছে। সিংহভূপালের টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং স্ববোধ্য—এমন স্থলর রচনা-রীতি সংস্কৃত সাহিত্যে কমই আছে। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই দুটি টীকায় বহু তথ্য ও উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থারম্ভে শারঙ্গদেব তাঁর পূর্ববর্তী যে সব শাস্ত্রকারগণের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ভরত, মতঙ্গ, দত্তিল, নারদ, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে পরিচিত।

সঙ্গীতের ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, 'গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে'। গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনটি মিলেই সঙ্গীত পূর্ণতা লাভ করে। এই সঙ্গীত দুই রকম—মার্গ এবং দেশী। মার্গসঙ্গীত সঙ্কে বিশেষ কিছু বলবার নেই। কেননা সে সঙ্গীত আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আর সংজ্ঞা হচ্ছে—

ঘোমার্গিতোবিরিক্যাদৈঃ প্রধৃক্টো ভরতাদিভিঃ।

দেবস্ত পুৰতঃ শস্তোনিয়তোহত্য়াদয়ঃ প্রদঃ।

দেশী-সঙ্গীতের লক্ষণ হচ্ছে—

দেশে দেশে জনানঞ্চ বস্ত্রান্ধৃদয়ারঞ্চকম্।

গানঞ্চ বাদনং নৃত্যং তদেদীত্যভিধীয়তে॥

যে সঙ্গীতে দেশের লোকের হৃদয়গ্রাহী হয় তাকেই বলে দেশী সঙ্গীত। গীতের উৎপত্তি সামবেদ থেকে হয়েছে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। 'সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতমহ।'

গ্রন্থের প্রারম্ভে পিত্তোৎপত্তি প্রকরণে তিনি নান সঙ্কে বহু আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায় সঙ্গীতশাস্ত্র ছাড়াও অপরাপর বিজ্ঞান সঙ্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বহু স্লোকে নাদোৎপত্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তবে গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন।

সঙ্গীত রত্নাকরে আমরা পূর্বশাস্ত্রাদিতে উক্ত ২২টি শ্রুতির উল্লেখ পাই এবং পরবর্তী গ্রন্থাদিতেও এই বাইশটি শ্রুতিই উল্লেখ করা হয়েছে। কণ্ঠে এই বাইশটি শ্রুতি ফোটানো প্রায় অসম্ভব তাই শাস্ত্রদেব দুটি বীণার সাহায্যে এই শ্রুতি বিভাগ করেছেন। টীকাকার সিংহভূপাল বলেন “দৃষ্টান্তেন বিনা এতে নাদ বিণেষা দূরববোধঃ কণ্ঠেহপি দর্শয়িতমশক্যাঃ তস্মাৎ বীণাদ্বন্দ্ব দৃষ্টান্তকথনঃ প্রতিজানীতে।”

চলবীণা এবং ঞ্জবীণা সহযোগে তিনি যে ভাবে শ্রুতি বিভাগ করেছেন তা আমাদের নিকট সুবোধ্য নয় - তবে গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে আমরা এটা Chart তৈরী করতে পারি। এইসব শ্রুতির আবার পাঁচটি জাতি আছে এবং এই জাতিগুলির আবার অনেকগুলি ভাগ আছে—সবশুদ্ধ মিলে ২২টি শ্রুতির নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কালীঘর বেদান্তবাগীশ এবং সারদাপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদিত সঙ্গীত রত্নাকরে যে ছকটি আছে সেটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

শ্রুতি শ্রুতিনাম শ্রুতিজাতি ষড়্জগ্রামবর্ষ মধ্যগ্রামবর্ষ গান্ধারগ্রামবর্ষ সংখ্যা

১	তীব্রা	দীপ্তা	•	•	নি
২	কুম্ভবতী	আয়ত	•	•	•
৩	মন্দা	মৃদুঃ	•	•	•
৪	ছন্দোবতী	মধ্যা	সা	•	সা
৫	দয়্যাবতী	করণা	•	•	•
৬	রঞ্জনী	মধ্যা	•	•	রি
৭	রতিকা	মৃদুঃ	রি	রি	•
৮	রোদ্রী	দীপ্তা	•	•	•
৯	ক্রোধা	আয়ত	গ	গ	•
১০	বজ্রিকা	দীপ্তা	•	•	তা
১১	প্রসারিণী	আয়ত	•	•	•
১২	প্রীতিঃ	মৃদুঃ	•	•	•

শ্রুতি শ্রুতিনাম শ্রুতিজাতি ষড়্জগ্রামবর্ষ মধ্যগ্রামবর্ষ গান্ধারগ্রামবর্ষ সংখ্যা

১৩	মার্জনী	মধ্যা	ম	ম	ম
১৪	কিত্তিঃ	মৃদুঃ	•	•	•
১৫	রক্তা	মধ্যা	•	•	•
১৬	সন্দীপনী	আয়ত	•	প	প
১৭	আলাপিনী	করণা	প	•	•
১৮	মদস্বী	করণা	•	•	•
১৯	রোহিণী	আয়ত	•	•	ধা
২০	রম্যা	মধ্যা	ঘ	ঘ	•
২১	উগ্রা	দীপ্তা	•	•	•
২২	ক্ষোভিনী	মধ্যা	নি	নি	•

এই সব জাতির যে কি তাৎপৰ্য তা আজ আমরা বুঝতে পারি না। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন “কি তাৎপৰ্যে যে এই পাঁচ জাতি হইয়াছে তাহা শাস্ত্রাকারেবাই জানেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা কাল্পনিক, উহার কোন সাংগীতিক তাৎপৰ্য্য দৃষ্ট হয় না।” উপরোক্ত গ্রাম-গুলিতে শ্রুতি অনুসারে স্বরস্থাপন সম্পর্কে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় অতি নিপুণভাবে এবং যুক্তি প্রয়োগ করে রহস্য করেছেন। তাঁর ভাষা আমি কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

“.....গ্রামের প্রথম স্বর যে সা তাহা প্রথম শ্রুতিতে ধরাই স্বাভাবিক, তাহা না করিয়া চতুর্থ শ্রুতিতে ধরাত্তে, গ্রামোচ্চারণ কালে প্রথম তিনটি শ্রুতি অপ্রয়োজনীয়। এইজন্ত গান্ধার-গ্রামে শেষ স্বর নি-কে প্রথম শ্রুতিতে ধরা হইয়াছে। যদি বল—ষড়্জগ্রামের প্রথম তিনটি শ্রুতি গ্রামোচ্চারণ কালে শেষ স্বর নি-এর উপরে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সা-কে চতুঃশ্রুতিক না বলিয়া তিন-শ্রুতিক, রি-কে দ্বিশ্রুতিক, নি-কে চতুঃশ্রুতিক এই প্রকার বলিতে শাস্ত্রকারের কিছুই কঠিন ছিল না; এবং তাহা হইলে সর্বপ্রকারেই সম্ভব হইত। ইহাতেই বোধ হয় যে, গ্রন্থকারগণ আদি শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় সম্যক বুঝিতে

পায়েন নাই। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের ভ্রম হইয়াছে, একথা মুখে আনাও যদি মহাপাপ, তাহা হইলে ঐ প্রকার স্বরগ্রাম প্রাচীন সঙ্গীতেরই উপযোগী ছিল, এই যুক্তি ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। উক্ত গ্রন্থকারগণ যেমন গান্ধার গ্রামের ব্যবহার না দেখিয়া, তাহা দেবলোকে প্রচলিত বলিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ যজ্ঞ ও মধ্যমগ্রামের ব্যবহার বুঝিতে না পারিয়া উহা দেবোপম প্রাচীন আধাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ইহাই আমাদের মনে করা উচিত।”

সঙ্গীত রত্নাকরে শুদ্ধ স্বর সঙ্ক্ষে অনেক বলেন যে আধুনিক কাকী মেল ছিল সে যুগের শুদ্ধ মেল। রবীন্দ্রলাল রায় রাগ-নির্ণয় নামক গ্রন্থে বলেন “প্রাচীন গ্রন্থ থেকে শুদ্ধ মেল অথবা শুদ্ধ স্রবের স্থান নির্ণয় করা কঠিন। শ্রুতির মাপ কাণের আন্দাজে ঠিক সমান হয় কিনা সে কথা জোর করে বলা যায় না, সুতরাং আমরা কাণের আন্দাজকে অন্ধ কষে বের করবার চেষ্টা যদি করি তাহলে আমাদের হিসেব আর গ্রন্থের হিসেব যে এক, একথা জোব করে বলা যায় না। রত্নাকরের শুদ্ধ মেল সঙ্ক্ষে তাই অনেকের সন্দেহের কারণ এসে পড়ে। তবে শ্রুতির মাপ সমান ধরে নিয়ে যদি এক সপ্তকের অন্তরকে বাইশ শ্রুতিতে ভাগ করে তার পরে চতুর্থ, সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ, বিংশতি ও ষাটবিংশতি শ্রুতিতে স্বর বসিয়ে যে শুদ্ধ মেল পাওয়া যায় তা প্রায় কাকী মেলের অরূপ। অনেক পশ্চিমের মতে রত্নাকরের শুদ্ধ মেল আমাদের কাকী মেল ছিল।”

এ সঙ্ক্ষে Herbert. A. Popley তাঁর The Music of India নামক গ্রন্থে বলেছেন “The fundamental scale (Suddha raga) of Saranga-deva is Maukhari, the modern Kanakanji, which is the Suddha scale of Carnatic music to-day.”

সঙ্গীতরত্নাকারের মতে শুদ্ধ স্বর সাতটি, বিকৃত স্বর

বারোটি। যজ্ঞগ্রামের সাতটি স্বর হোলো শুদ্ধ। আমাদের অধুনাপ্রচলিত ঠাটে যেমন কড়ি বা কোমল নির্দিষ্ট হয়েছে—প্রাচীন বিকৃত স্বর এই রকমের নয়। যে যে গ্রামের স্বরগুলি যে যে ঠাটে নির্দিষ্ট আছে সেগুলি উচু নীচু হলেই বিকৃত সংজ্ঞা হয়—অর্থাৎ সাতটি স্বরই শ্রুতিভেদে বিকৃত হতে পারে।

স্বাধায্যের শেষভাগে গীতিপ্রকরণে কপাল, কঙ্কল, প্রভৃতি কতকগুলি গানের লক্ষণ দেওয়া আছে। গানগুলি আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে এবং এগুলি কি ভাবে গাওয়া হতো? বোঝা যায় না। গানগুলিতে হৈ হৈ হৈ হৌ হৌ হৌ প্রভৃতি নানা রকম ধ্বনি দেখতে পাওয়া যায়—মোটামুটি এইগুলিকে আজকালকার ‘শিবের গান্ধার’ গানের মতই মনে হয়।

রাগ বিষয়ে গ্রন্থকার পূর্ব শাস্ত্রকারগণের মতকেই অহুমরণ করেছেন—তথাপি তিনি নিজেও কিছু গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। তিনি সব শুদ্ধ ২৬৪ রাগের উল্লেখ করেছেন—এর মধ্যে ২০টি রাগ ছিল প্রধান। রাগ সঙ্ক্ষে সঙ্গীতরত্নাকরের উক্তি উদ্ধৃত করছি :—

পঞ্চধা গ্রামরাগঃ স্যুঃ পঞ্চগীতি সমাশ্রয়াৎ ।

গীতয়ঃ পঞ্চস্বরাণ্যামিমা গোড়ী চ বেসরা ॥

সাধারণীতি শুদ্ধা স্পাদবহৈল লিতস্বরৈঃ ।

ভিন্না স্বেশ্বঃ স্বরৈর্বর্জৈর্মধুরৈর্মকৈষুতা ॥

বেগবন্তিঃ স্রৈর্বর্ণ চতুষ্কষতি রক্তিতঃ ।

বেগস্বরা রাগগীতির্বৈদরাহ চৌচ্যতে বৃধৈঃ ॥

চতুর্গীতিগতং লক্ষ্য শ্রিত্ব সাধারণী মতা ।

শুদ্ধাদিগীতিযোগেন রাগাঃ শুদ্ধানয়ো মতাঃ ॥

সংগীতরত্নাকরে বর্ণিত রাগ, উপরাগ প্রভৃতির সং-
উদ্ধৃত করা হোলো :—

গ্রাম রাগ	৩০	স্ব
উপরাগ	৮	ত
রাগ	২০	

পূর্ব প্রসিদ্ধ রাগাদ	...	৮
পূর্ব প্রসিদ্ধ ভাষাদ	...	১১
পূর্ব প্রসিদ্ধ ক্রিয়াদ	...	১২
পূর্ব প্রসিদ্ধ উপাদ	...	৩
পূর্ব প্রসিদ্ধ ভাষারাগ	...	২৬
পূর্ব প্রসিদ্ধ বিভাষা রাগ	...	২০
পূর্ব প্রসিদ্ধ আন্তর ভাষা রাগ	...	৪
সেই সময়ে প্রচলিত রাগ	...	১৩
ভাষাদ	...	২
ক্রিয়াদ	...	৩
উপাদ	...	২৭

২৬৪

সেকালে কি ভাবে গান গাওয়া হতো সে সম্বন্ধে কৌতুহলী হওয়া স্বাভাবিক। এখানে সে সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা যাক। সেকালে প্রবন্ধ, রূপক, বস্তু প্রভৃতি গান প্রচলিত ছিল। প্রবন্ধ ছিল বেশ বড় দরের গান—এই গানগুলির কলি ছিল এবং এগুলি ছিল নিবন্ধ সঙ্গীত। গান ছিল দুই রকমের নিবন্ধ এবং অনিবন্ধ। নিবন্ধ গান যুগের অস্থায়ী, অস্থুরা প্রভৃতির মতো কলি দিয়ে বন্ধ ছিল—সেগুলিকে বলা হতো ধাতু। অনিবন্ধ গানে রকম বন্ধন ছিল না—একে বলা হতো আলপ্তি।

নিবন্ধ গানের প্রথম কলিকে বলা হয় উদ্গ্রাহ ধাতু। উদ্গ্রাহের পরমেলাপক ধ্রুব এবং আভোগ এই তিনটি গের অস্থান হতো। ধ্রুব ও আভোগের মাঝে একটি বিভাগের পরিকল্পনা হয়েছিল—তার নাম 'রাগ'। সব শুদ্ধ পাচটি বিভাগ পাওয়া যায়, উদ্গ্রাহ, পাক, ধ্রুব, অস্থুরা এবং আভোগ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অংশ হচ্ছে ধ্রুব অর্থাৎ ধ্রুব থাকতেই হবে। অনেক কয়েন এই ধ্রুব জিনিষটা আজকাল আমরা বাকে রাগী (আস্থায়ী) বলি তার মতো। এর সঙ্গে আজকালকার

ধ্রুব পদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অস্থায়ী করা হয় যে ধ্রুবপদে এইসব বিভাগগুলি যোগ করে তাকে পরে গভীর এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত করা হয়েছে, ধ্রুবপদ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

আলাপগায়নের মধ্যে রূপক একটি বিশিষ্ট প্রকার। রূপকে উপরোক্ত সব বিভাগগুলিকে বিস্তারিত ভাবে দেখতে হতো। রূপকে ভাষা বা বাণ্য ছিল কিনা বলা যায় না—অনেকে অস্থায়ী করেন আজকালকার গানের পূর্বে আলাপের মতো রূপকেও কোন বাক্যের ব্যবহার ছিল না। অনেকের মতে রূপক কেবল ভাষা এবং তাল ভিন্ন আর সর্বাংশেই প্রবন্ধের অধরূপ ছিল।

আলপ্তি হচ্ছে অনিবন্ধ গান—সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এতে ধাতু এ অঙ্গগুলির যথাযথ বন্ধতা নেই কিন্তু তা হলেও জিনিষটা একটা খাপছাড়া গোছের কিছু ছিল না, এগুলিতেও একটা নিয়ম রক্ষা করতে হতো তবে নিবন্ধ সঙ্গীতের মতো কঠোর ভাবে পারস্পর্য রেখে নয়।

রাগালাপে গ্রহ, অংশ, মস্ত্র, তার, ত্রাস, অপছাস, অন্নত, বহুত, বড়জত, ঔড়বত এইগুলি পরিকারভাবে মেনে চলতে হতো। অর্থাৎ রাগকে প্রকাশ করবার যা যা প্রয়োজন তা সবই তাল ভাবে করতে হতো।

এই ধাতুগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি অঙ্গের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মোটামুটি পাঁচ রকমের গান আমরা পাই—সেগুলি ক্রীতি, নীতি, সেনা, কবিতা ও চম্পু। চম্পু জাতীয় গান উদ্ভিষায় দেখা যায়। গানের আরও অনেক রূপ ছিল এবং সেগুলির অনেক নামও আছে কিন্তু সেগুলির পরিচয় পাবার আর কোন উপায় নেই—প্রায় সবই লুপ্ত হয়েছে। বাণ বা একটু আধটু নামে সেকালের স্পর্শ রেখেছে তার রূপ বদলে একেবারে ভিন্ন জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, সেকালে

গায়কদের গাইবার সময় আধুনিক ওস্তাদের মতো মুখভঙ্গী ও নানারূপ মুদ্রাদোষ দেখা গেলে সেটা নিন্দার বিষয় বলে পরিগণিত হোতো। রত্নাকরে উত্তম গায়ক এবং দুর্গায়কদের লক্ষণ দেওয়া আছে এবং কুঅভ্যাসগুলির নিন্দা করা হয়েছে।

এখন বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা যাক। বাদ্য চার রকমের ছিল—তারের বাজনা, মৃদঙ্গ জাতীয় আনন্দ, বাঁশি প্রভৃতি ফুৎকার বাদ্য স্থবির এবং ধাতুময় ঘন বাদ্য।

তারের বাজনাগুলিকে ৩৩ জাতীয় বলা হয়েছে। অনেক রকমের তার বাদ্য ছিল। তবে বীণার স্থান সর্বোচ্চে। এগারো রকমের বীণার নাম আছে—একতন্ত্রী, নকুল, ত্রিতন্ত্রিকা, চিত্রা, বীণা বিপক্ষী, মন্তকোকালা, আলপিনী, কিল্লরী, পিনাকী, নিশঙ্কবীণা এবং এগুলির বর্ণনা দেওয়া আছে। অনেকের বিশ্বাস 'চিত্রা' থেকেই আমাদের বর্তমান সেতারের উৎপত্তি হয়েছে।

অনেক রকমের বাঁশি সেযুগে প্রচলিত ছিল—মূলী

বলে যে বাঁশি পূর্বে বিখ্যাত ছিল সেগুলি বেশ লম্বা ছিল অর্থাৎ দু' হাতেরও বেশি এবং ছিদ্র ছিল চারটি। এ ছাড়া শব্দ প্রভৃতি যে সব বাজনা ফুঁ দিয়ে বাজানো হোতো তার বর্ণনা আছে এবং কি ভাবে বাজালে শোভা হবে তারও নির্দেশ দেওয়া আছে।

মৃদঙ্গ জাতীয় বাজনার মধ্যে পটহ, ঢকা, মর্দল প্রভৃতি বহু যন্ত্রের উল্লেখ আছে। আধুনিক কালে তবলা প্রভৃতি চর্মবাদ্য বাজাবার জগৎ বোল ব্যবহার করা হয়—এইগুলিকেই রত্নাকরে পাট বলা হয়েছে এবং পরে এগুলিকে বাড়িয়ে পরিপাটি এবং প্রবন্ধ করা হয়েছে।

ধাতুময় ঘন বাদ্য উপলক্ষ্যে কাংসা, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যের নাম ও তাদের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বাজনার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বলা হয়েছে বংশীধ্বনিকে তারপরই বীণার স্থান। বাঁশি, বীণা এবং কণ্ঠ এই তিনের সুপ্রয়োগে যে ধ্বনি হয় তা সবচেয়ে আনন্দদায়ক হয়—এই হোলো জ্ঞানী ব্যক্তিদের মত।

—ক্রমশঃ

সর্গম্

গুজরী টোড়ী-তেওরা

খারব জাতি। পা বর্জিত। ধা—বাদী, বে—সমবাদী। রে গা ধা—কোমল ও কড়ি মধ্যম ব্যবহার।

প্রাপ্ত : ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (মাইনর)

স্বরলিপি : শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

স্ফারী

II ⁺ | সা ^২ ঋ | জা ^৩ ঋ I দা ^৪ - দা | না ^৫ দা | ঋ দা I
 ঋ জা ঋ | সা ঋ | জা ঋ I সা না দা | না সা | ঋ - I
 জা ঋ সা | "সা ঋ | জা ঋ" II

অন্তরা

II ⁺ ঋ - দা | না ^২ দা | না ^৩ - I সা ^৪ না ঋ | সা ^৫ - | সা ^৬ - I
 সা ঋ জা | ঋ - | সা ^৭ - I না সা ঋ | না দা | ঋ - I
 না - দা | ঋ - | দা ^৮ - I ঋ জা ঋ | জা ঋ | সা - I
 সা ঋ জা | ঋ দা | না দা I ঋ জা ঋ | সা ঋ | জা ঋ II

স্বরলিপি

পুরিমা ধানেশ্রী-চৌতাল

চোতা তেরি বাঁশরী

ওর সব ব্রজ বস কর লিনো

কে তুম যোগে ভরি হায়।

যাকে অবগন ভনকে পরী হায়রী

শোহিবে যাত আধাই হায় ॥

স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

$\begin{matrix} + & & 0 & & 1 & & 0 & & 2 & & 3 \\ \text{I} & & & & \text{না} & \text{সনা} & \text{খা} & \text{গা} & \text{না} & \text{জা} & \text{দা} & \text{সাঁ} & \text{I} \end{matrix}$
 তো ০ তা ০ তে ০ রি ০

না -দা | -পা -জাপা | -জদা জা | গা -খা | -সা সনা | -খা সা I
 বা ০ ০ ০০ ০০ শ রী ০ ০ ও ০ ০ র

সখা না | -দা দা | না -জা | -দা দা | না খা | গা -না I
 স০ ব ০ ব্র জ ০ ০ ব স ক র ০

খগা না | -খা -না | সা -না | -খা -না | না -খা - গা গা I
 লি ০ ০ ০ ০ নো ০ ০ ০ কে ০ তু য

গা -পা | -জা গা | না -খা | -গা -খা | পা -দা | জা -পা I
 ধো ০ ০ গে ০ ০ ০ ০ ভ ০ রি ০

-দপা -জা | গা খা | -নসা "সনা" | -খা গা | -না জা | দা -সাঁ" II
 ০০ ০ হা য় ০০ তো ০ তা ০ তে রি ০

$\begin{matrix} + & & 0 & & 1 & & 0 & & 2 & & 3 \\ \text{I} & & & & \text{জা} & \text{-দা} & \text{না} & \text{সাঁ} & \text{সাঁ} & \text{নসাঁ} & \text{-নখাঁ} & \text{সাঁ} & \text{I} \end{matrix}$
 যা ০ কে জ ব গ ০ ০০ ন

সখাঁ সাঁ | -না না | -সাঁ সখাঁ | সাঁ -না | -দা -না | -জপা -না I
 ভ০ ন ০ কে ০ প০ রী ০ ০ ০ ০ ০

দা -সাঁ | সাঁ -াঁ | -াঁ না | খাঁ গাঁ | খাঁ -গাঁ | -খাঁ -াঁ I
হা য় রী ০ ০ শো হি ০ রে ০ ০ ০

সাঁ -খাঁ | -না -দা | -না -দা | দসাঁ -না | -খাঁ -না | -দা -জা I
যা ০ ০ ত ০ ০ আ ০ ০ ০ ধা ০ ০

-াঁ গাঁ | -খাঁ -াঁ | সা "খনা | -খাঁ গাঁ | -াঁ জা | দা -সাঁ II
০ ই ০ ০ ছায় টো ০ তা ০ তে রি ০

—সংবাদ—

নিখিল ভারত দ্বিতীয় বার্ষিক তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

১ম অধিবেশন—২৭ মে, ১৯৪২—শুক্রবার সাংধ্যঃ :
সঙ্গীতগুরু অমর গায়ক মিঞা তানসেনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে
তানসেন সঙ্গীত সংঘের উদ্যোগে বিগত ২৭শে হইতে ৩১শে
মে পর্যন্ত ভবানীপুর আন্তোষ কলেজ হলে এক মহতী
সঙ্গীতাহুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। কণ্ঠ ও
যন্ত্রসঙ্গীতে ভারতের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দের অনেকে
এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া স্থানীয় সঙ্গীতরসগ্রাহীদিগকে
বিশেষরূপে পরিতৃপ্ত করেন।

পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ডাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের
এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার
অসুস্থতাবশত অহুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ কালিদাস
নাগ এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ভারত-
বিখ্যাত সঙ্গীতাত্মারী উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ডাঃ মিউজ্
সাহেব।

খলিফা সঙ্গীত খাঁ সরস্বতী বন্দনা স্বারা সংগীতোৎসবের
উদ্বোধন করেন। অতঃপর তানসেন সঙ্গীত সংঘের যুগ্ম
সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ
সম্পাদক শ্রীযুক্ত এম, এন, মৈত্র সম্মেলনের উদ্দেশ্য, সজ্জের
আদর্শ ও কার্যবিবরণী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। উস্তাদ

আলাউদ্দিন খাঁ প্রমুখ স্বধীরন্দ সঙ্গীতের বিভিন্ন পর্যায়
সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি
ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে স্বীয় ভাষণ দান করেন।

অহুষ্ঠানের সূচনা করেন কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর
রায়চৌধুরী বীণা বাদন দ্বারা। তিনি পুরিমা-খানেশী রাগের
আলাপ ও তারপরণ বাজান। যন্ত্রসঙ্গীতে তারপরণের
বাজ-পদ্ধতি যে কত মনোহারী এবং উচ্চাঙ্গের তাহা শিল্পীর
অভূতপূর্ব বাদনকৌশলে প্রমাণিত হয়। তারপরণ
আগ্রকাল বিশেষ দেখা যায় না। অধুনা ওস্তাদ আলাউদ্দিন
খাঁ সাহেব ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রবাবু সেনীপদ্ধতি অনুসারে
নানা সঙ্গীতাহুষ্ঠানে ইহার প্রচলন করিতেছেন। তাঁহার
সহিত যুগঙ্গ সঙ্গত করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত
(দানীবাবু)। পণ্ডিত রামপ্রতাপ পাণ্ডে (আড়া) ধ্রুপদ ও
ধামার গান গাহেন। তাঁহার গান বিশেষ উপভোগ্য হয়
নাই। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীমদাবন দাস।
খ্যাতনামা নৃত্যবিদ নটরাজ গোপীকৃষ্ণ (কাশী)
অতঃপর নৃত্যকলায় স্বীয় পারদর্শিতা দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের
প্রভূত আনন্দ দান করেন। শ্রীমতী শশীকলা
মল্লেক্ষরের খেদাল গান আমাদের ভাল লাগিয়াছিল।
কুমারী মায়া মিত্র সেতারে মারু বেহাগ বাজাইয়া বিশেষ

কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁহার উজ্জল ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করার উপায় নাই। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন প্রোঃ শান্তাপ্রসাদ (কাশী)। স্থানীয় শিল্পী শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানকুমার বোসের খেয়াল গান মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। সঙ্গীতজগতে সুপরিচিতা শ্রীমতী আনোয়ারী বাঈ (কাশী) এই অধিবেশনে শ্রোতৃবৃন্দকে খেয়াল ও ঠুংরী গান শোনান। সঙ্গতের ক্রটীর ক্ষত তাঁহার ঠুংরী গান তেমন ভাল না লাগিলেও খেয়াল গানে তিনি প্রভূত রস পরিবেশন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রোঃ হরিভাউ ষাংয়েরকার (বোম্বাই) কণ্ঠের মাধুর্য্যর অভাবে খেয়াল বা ঠুংরী কোন গানেই শ্রোতাদের তৃপ্ত করিতে পারেন নাই।

এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে ওত্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের (মাইহার) স্বরোদ বাজানোর পর। আজীবন সঙ্গীতসাধক এই মহাপুরুষের বাস্তব একাধারে যেমন আমাদের সমালোচনার অতীত তেমন তাঁহার বাদ্য আমাদের প্রশংসার অপেক্ষা করে না। তাঁহার অনবদ্য শিল্পকৌশল সম্পর্কে মন্তব্য করা বাতুলতা মাত্র। তাঁহার স্বমধুর স্বরসৃষ্টিতে শ্রোতা মাত্রেই বিমোহিত না হইয়া পারেন নাই। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন প্রোঃ শান্তাপ্রসাদ (কাশী)।

দ্বিতীয় অধিবেশন—২৮ মে শনিবার, পূর্বাহ্ন :

এই অধিবেশনের সূচনায় শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় ধ্রুপদ গান করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত শিবু পাল তবলায় লহরী বাজাইয়া শ্রোতাদিগকে আনন্দ দান করেন। অতঃপর টপ্পা গান করেন শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তাঁহার স্বমধুর কণ্ঠ সকলেরই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীযুক্ত নবকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত নির্মলকান্তি গুহঠাকুরতা সেতারে শুধু সারং বাজান। তাঁহার বাদ্য সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। নির্মলবাবুর নিকট হইতে ভবিষ্যতে আমরা আরও বাদ্য আশা করি। শ্রীমতী শান্তি বাঈ (লক্ষৌ) খেয়াল ও ঠুংরী গানে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার কণ্ঠের মাধুর্য্য বা স্বরজ্ঞান কোনটাই প্রশংসনীয় নয়। স্থানীয় খ্যাতনামা শিল্পী তিমিরবরণ স্বরোদে 'কালারা বা মধ্যরাগ বাজান। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (কাশী)। পরিশেষে সঙ্গীতরসরাজ শিবকুমার সুল্লা (বোম্বাই) 'মধুমতী' রাগে খেয়াল গান করেন। তাঁহার গান শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছে। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (কাশী)।

তৃতীয় অধিবেশন—২৮শে মে শনিবার, সায়াহ্ন :

এই অধিবেশনের প্রারম্ভে স্বরবাহারে 'ঝিঝিট কানড়া' রাগে আলাপ বাজান শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। শ্রীযুক্ত সতীশ দত্ত (দানীবাবু) তাঁহার সহিত যুগ্ম সঙ্গত করেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের আলাপ-পদ্ধতি ভাল। তাঁহার বাদ্য আমাদের বিশেষ তৃপ্তি দান করিয়াছে। শ্রীমতী বিনোদিনী দীক্ষিত (বোম্বাই) 'শংকরা' রাগে খেয়াল গান করেন। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন স্থানীয় শিল্পী প্রোঃ কেরাম খাঁ সাহেব। শ্রীমতী দীক্ষিত পরে ঠুংরী ও মীরার ভঙ্গন গান করেন। তাঁহার সমস্ত গানই শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠের মাধুর্য্য প্রশংসনীয়। স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তৎপরে খেয়াল গান করেন। তাঁহার গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে শুধু এইটুকুতেই আমরা তৃপ্ত থাকিতে চাই না। আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন।

খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন মৈত্র স্বরোদে 'শ্রাম-কেদারা' রাগে আলাপ ও গং বাজান। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন প্রোঃ কেরাম খাঁ। শ্রীযুক্ত মৈত্রের হাত সুমিষ্ট এবং তাঁহার স্বরসৃষ্টি প্রশংসনীয়। তাঁহার বাদ্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাগেত্রী' রাগে খেয়াল

গান করেন।" মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যহীন হওয়ায় তাঁহার গান আশাহতরূপ হয় নাই।

এই অধিবেশনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল প্রোঃ রবিশঙ্কর (দিল্লী) সেতার বাদ্য ও ওস্তাদ বটে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের কর্তৃসংগীত। প্রোঃ রবিশঙ্কর স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য-সহকারে সেতারে 'রাগার্জুন বেহাগ' বাজান। তাঁহার বাদ্য সম্পর্কে মন্তব্য আবাস্তর। তিনি যন্ত্র-সঙ্গীত-বাদ্যকর! শ্রোতামাত্রেরই তাঁহার স্বমধুর রসস্রষ্টিতে মত্তমুগ্ধ হইয়া থাকেন। সমাপ্তিতে ওস্তাদ বটে গোলাম আলী খাঁ 'মালকোব' রাগে খেয়াল ও পরে ঝুংরী গান করেন। ওস্তাদজী খেয়াল ও ঝুংরী গানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া শ্রোতা মাত্রেরই বিমোহিত হন। ওস্তাদজী আমাদের সমালোচনার অতীত। দীর্ঘজীবী হইয়া তিনি আমাদের সমালোচনা করুন এই কামনা করি।

চতুর্থ অধিবেশন—২২শে মে রবিবার, পূর্বাহ্ন:

এইদিন অধিবেশন শুরু হয় বেলা প্রায় ১১টার সময়। কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (রামগোপালপুর) সেতারে 'ভৈরবী' রাগিণীতে আলাপ ও গং বাজান। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীযুক্ত প্রাণরক্ষা শী। শ্রীযুক্ত রামপ্রতাপ পাণ্ডে এই অধিবেশনে 'টোড়ী' রাগে ধ্রুপদ ও ধামার গান করেন। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীযুক্ত সত্যীশ দত্ত। শ্রীযুক্ত পাণ্ডের গান এবারও আশাহতরূপ প্রশংসনীয় হয় নাই। শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় জোনপুরী রাগে খেয়াল গান করেন। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীসত্যীশ মল্লিক। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের গান ভালই হইয়াছে। শ্রীবিখনাথ বসুর তবলা লহরী প্রশংসাজনক হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালিদাস সাহা হৈমবন্তী রাগে খেয়াল গান করেন। তিনি স্বল্পকাল গাহিলেও তাঁহার গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীবিখনাথ বসু। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদ ও ধামার গান

করেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এ বৎসর আধুনিক বাংলা গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ ব্যবস্থা হয় নাই। আধুনিক বাংলা গানের কথা ছাড়িয়া দিলেও রবীন্দ্র সঙ্গীত যে সর্বজনসমাদৃত তাহা সিনেমা, বেতার এবং শান্তিনিকেতন, গীতবিতান, দক্ষিণী প্রভৃতির নানা সঙ্গীত অহুষ্ঠানের প্রতি সক্ষ্য করিলেই প্রমাণিত হয়। তানসেন সঙ্গীত সজ্জা কর্তৃক অহুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে প্রক্টেয় শ্রীযুক্ত কিতমোহন সেন মহাশয়ের স্বগভীর ভাষণের সহিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্রসঙ্গীতকুশলীগণ যে উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা যে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল সে বিষয় সজ্জের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানেন। এ বৎসর শ্রীযুক্ত রমেশবাবু মাত্র একটি উচ্চাঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত করেন। মাত্র একটি রবীন্দ্র গীতের দ্বারা তিনি আশাহতরূপ আনন্দ দিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীসত্যীশ দত্ত। কুমারী মঞ্জু সেন আধুনিক নৃত্যকলায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের তবলা লহরী সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। প্রোঃ হরিভাট্টা ঘাংরেকার (বোম্বাই) এবারেও—বিশেষ আনন্দ পরিবেশন করিতে পারেন নাই। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য বথেষ্ট থাকার সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, স্থানীয় সঙ্গীতপিপাসুগণ তাঁহার গান শুনিয়া কিঞ্চিৎ নিরাশ হইয়াছেন। সমাপ্তিতে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ (যোধপুর) শুধু-সারং ও পিলু রাগে আলাপ ও গং বাজাইয়া কলকে বিমুগ্ধ করেন। তাঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য (কাশী)। খাঁ সাহেব তাঁহার পৈতৃক প্রতিভার স্বযোগ্য উত্তরাধিকারী। স্বরোদ বাদ্যে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সন্দেহে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম।

[আগামীবারে সমাপ্য]

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম্-এল্-সি।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীময়ধর্মোহন বসু, এম্-এ

